

শ্রীমন্নহ।কবি-শ্রীল-কবিকর্ণপূর-গোস্বামি-

প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

[শ্রীমুখবর্তনী সমেত]

বঙ্গানুবাদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]



শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক

প্রভৃতি বহুগ্রন্থের সম্পাদক-প্রণেতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার (পি, ডব্লু, ডি, প, ব,)

কর্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশিকা :

শ্রীসাবিত্রী গৃহ

(পুরাণ-বৈষ্ণব দর্শন তীর্থ)

শ্রীরাধারমণ মন্দির

বৃন্দাবন

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

—ঃ প্রাপ্তি স্থান :—

(১) শ্রীসাবিত্রী গৃহ

১২৮ শ্রীরাধারমণ মন্দির (বৃন্দাবন)

(২) মহেশ লাইব্রেরী

২/৩ শ্যামাচর দে ষ্ট্রীট

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮ বিধান সরণী

কলিকাতা—৬

আনুকূল্য—৪৪ টাকা

মুদ্রাকর—

শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন

• শ্রীশ্রীগোবিন্দ-বিধুর্জয়তি •

শ্রীবৃন্দাবনস্থ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের (পি, এইচ, ডি,) রিসার্চ বিভাগের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক

ভজনবিজ্ঞ পরমভাগবত পণ্ডিতবর

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

ভক্তিরত্ন, ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ, ভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রী, পরাবিভাচাৰ্য।

প্রদত্ত

আশীর্বাদ ও অভিমত

“শ্রীশ্রীমদানন্দ বৃন্দাবনচম্পু”—পরমসুখিমান্ এবং—পরমানন্দস্বরূপ যে বৃন্দাবন—তৎসম্বন্ধী গুণপদ্মময় অপ্রাকৃত কাব্য। ইহা প্রাকৃত কাব্যের মত আপাতঃ মধুর, পরিণাম বিরস—মনোবিলাসমাত্র রসাত্মক কাব্যের সমষ্টি নহে। ইহাতে বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত বাস্তব চিরমধুর লীলারস বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহাগ্রন্থরত্নের আবিষ্কার কৰ্তা কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাপরিকর শ্রীল কর্ণপূর গোস্বামি প্রভুপাদ যিনি সপ্তমবর্ষ বয়স-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্যময় পদাদ্বুষ্ঠ লেহন করিয়া, তাঁহারই আদেশে তৎকালেই অভিনব মাধুর্যময় শ্লোক বর্ণনা করিয়া সকলকে বিস্ময়িত করিয়াছিলেন, যথা—

শ্রবসোঃ কুবলয়মস্কোরজনমূরসোমহেন্দ্রমণিদাম।

বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরি জয়তি ॥

অর্থাৎ যিনি ব্রজপ্রেয়সীগণের শ্রবণ যুগলের নীলকমল, নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীল-মণির হার অর্থাৎ নিখিল অঙ্গের ভূষণস্বরূপ—সেই শ্রীহরির জয় হোক। তারপর পরিণত বয়সে এই শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পু নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ভাবগান্ধীর্থে, পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে, উপমার ঝঙ্কারে এবং দর্শন সিদ্ধান্ত সমন্বিত মধুরসে এক অনুপম অদ্বয় গ্রন্থ। ইহার তুলনা জগতে নাই। এ যেন মধুর রস পরিপূর্ণ নারিকেল ফল। যমক, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, সন্ধি, সমাসের কঠিন আবরণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দ তিরস্কারী, ভাগবতপরমহংসগণের আশ্বাচ্চ চিন্মিত্ব শ্রীশ্রীরাধামাধবের কামগন্ধহীন চিন্ময় প্রেমরস বিজ্ঞান। নারিকেলের আবরণ উদ্ভেদন ব্যতীত যেমন তার অন্তর্নিহিত মধুর রসের আশ্বাদন সম্ভব হয় না, সেই প্রকার এই গ্রন্থের যমক-অনুপ্রাসাদিরূপ গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে এই অপ্রাকৃত রস আশ্বাদনের কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই পরমভাগবত সপার্বদ

শ্রীগৌরাস্তের পরম কৃপাভাজন—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে এই মাধুর্য-রস পান করাইবার মানসে রসিকাচার্য শ্রীপাদ-শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীকৃত—‘সুখবর্তনী’ টীকার আনুগতে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। উদারচেতা ব্যক্তিগণ যেমন নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়াও অণ্ডের হিত করিয়া থাকেন সেইরূপ অনুবাদক মহাশয় নিজের স্বার্থ অর্থাৎ নিজ নামের স্ব-অর্থ, অর্থাৎ মণীন্দ্র—কৌশল, তাহার নাথ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুহ—গোপনকারী হইয়াও আজ ঔদার্যগুণে মণ্ডিত হইয়া বেদ-প্রতিপাত সেই শ্রীকৃষ্ণ-রস জগতে বিতরণের জন্ত বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। মহামহিম শ্রীশ্রীযুগল-চরণে প্রার্থনা করি—তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে সম্প্রদায়ের এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন এবং এই মহৎকার্যে আনুকূল্য বিধানকারীগণের সহিত ‘ভুরিদা’ রূপে স-পার্ষদ শ্রীগৌরাস্তের কৃপায়ুত লাভে ধন্য হউন।—ইত্যলম্।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
জীবাদম—শ্রীকৃষ্ণদাস



* শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গদেবো জয়তঃ *

চিত্র চমৎকারী আনন্দ প্রবাহ

শ্রীবসন্তোৎসব

বসন্তলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব মূর্তী,
বিভূতিভিঃ স্বাভিরিবাক্তভাগ্ভিঃ ।
ইতো ন দূরে বিবিধৈর্বিধানৈঃ,
মূর্ত্তং বসন্তোৎসবমাতোনোতি ॥



রাসোৎসব

বস্ত্রে গানং তদভিনয়নং পাণিপদে পদাজে
তালো গ্রীবাভূবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে ।
বামাবামস্থলনবলনা তারকায়াং দৃগন্তঃ
কৃষ্ণে প্রেমা মনসি যুগপদ্ভূল্যামাসামথাসীৎ ॥

ঝুলনোৎসব

ধ্বা প্রেঙ্খোলিকায় গুণমতি ললিতং পাণিনৈকেন লীলা-
লাবণ্যেদৌলয়ন্তো নিজতমূলতিকাং ভৃঙ্গসঞ্জন সাদ্ধিম্ ।
মৃষ্টিগ্রাহং গৃহীহা নিবিড়নিয়মিতাদম্বলাং কেলিধূলী-
রন্যোবল্লবল্লমনিময়বলয়ং চিঙ্কিগুঃ পঙ্কজাক্যঃ ॥



• ত্রিগৌরহরি •

বিষয় সুচি



দ্বাদশস্তবক ৪৬৭-৫০৮

বজ্রহরণ লীলা : ধন্যাদি কন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত সঙ্কল্প, কাত্যায়নী-অর্চনার্থে যমুনাকূলে গমন, কন্যাগণের যমুনা স্নান, যমুনা পুলিনে গমন, বালুকাময়ী মূর্তি গড়ন, কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা, দেবীর আবির্ভাব ও বরদান ।

ত্রয়োদশ স্তবক - ৫১০-৫৫৩

যজ্ঞপত্নী জনানুগ্রহ :—ব্রজের সখা ও কৃষ্ণের প্রশংসা, বিপ্রপুত্রী-যজ্ঞশালায় সখাগণের প্রবেশ ও তার শোভা দর্শন, সখাগণের যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্নযাক্ষা ও আশাভঙ্গ, পুনরায় বিপ্রভাষীগণের নিকট প্রেরণ, বিপ্রভাষীগণের রূপ গুণ বর্ণন, বিপ্রভাষীগণের নিকট অন্নযাক্ষা, অন্নযাক্ষা শ্রবণে বিপ্রভাষীগণের অপূর্ব ভাবাবেশ, বহুবিধ ঋতু হস্তে ব্রাহ্মণীগণের অভিসারোৎসব, ব্রাহ্মণীগণের শ্রামধাম দর্শন, কৃষ্ণের স্বাগত প্রশ্ন ও অঙ্গীকার, ব্রাহ্মণীগণের অমুরাগ পুষ্পাজলী প্রদান, কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানপর বাক্যবাণ, বাক্যবাণে অধীরা ব্রাহ্মণীগণের প্রেমনিবেদন, কৃষ্ণের ব্রাহ্মণীগণকে তত্ত্বোপদেশ, পূর্বকথারম্ভ, ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ, বিপ্রগণের দ্বারা পত্নীগণের সম্মান, উত্তরগেষ্ঠেপথে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন ।

চতুর্দশ স্তবক - ৫৫৪ ৬০৬

বসন্তোৎসব :—বৃন্দা গোপীসভায় জ্যোতিষের ছদ্মবেশে বটুর কুঞ্জদেবতাপূজন উপদেশ, শ্বশুরাভীদেব বধুগণকে কুঞ্জদেবতা পূজনোপদেশ, মায়েদের সম্মতিতে ধন্যাদিকন্যাগণের বনবিহার বাধা দূর, বসন্তের আগমণে শ্রাম অঙ্গের অপূর্ব মাধুর্য, বসন্ত-আনন্দমত্তা গোপীগণের বনগমন, গোপীগণকে বনদেবীদের ভূষিত করণ, সহচরীগণ সঙ্গে সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতঙ্গীর আবির্ভাব, মাতঙ্গী কতৃক স্বর ও শ্রুতির পরিচয় দান, সখীকতৃক অবহেলিত মাতঙ্গীকে রাধার সম্মান, মাতঙ্গী প্রমুখার নানারাগালাপ, সখাগণ সঙ্গে হোলী-রঙ্গে কৃষ্ণের আগমন, হোলীখেলা দর্শনে বনলতাগণের আনন্দমত্ততা, হোলী রণারম্ভে রাধাচন্দ্রাবলীর নিজ নিজ ভাবানুসারে স্থিতি, কৃষ্ণদেশে বটুর গোপীসমাজে আগমন ও হোলীযুদ্ধের সূচনাকরণ, পরপক্ষের স্তবে কৃষ্ণকে যুদ্ধে উত্তোজিত করণ, কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত বটুর গোপীসমাজে বাক্যুদ্ধ, আদদের সহিত রাধার কৃষ্ণসেবা, হোলীখেলার সমাপ্তি ।

পঞ্চদশ স্তবক—৬০৭—৬১৩

গোবর্ধনধারণ লীলা : ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ, গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন, পূজোপকরণ বিষয়ে কৃষ্ণের নির্দেশ, কৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি দেবতারূপে প্রত্যক্ষীভূত, গোবর্ধন পরিক্রমা, ত্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব, যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রলয়াবারি বর্ষণ, গোবর্ধন ধারণ, ব্রজজনের গোবর্ধন ধারণলীলা আশ্বাদন ও প্রিয় আলাপন, মেঘমালার প্রতাপের পর্যবসান ইন্দ্রের হুঃখমাত্রে ও গর্ব নাশে, ঝঞ্ঝার শাস্তি ও ব্রজজনের শৈলছত্রতল থেকে বহিনির্গমন, গন্ধর্ব-বিগাধরাদির স্তুতি, ব্রজজনের মনে ঐশ্বর্য্যভাবের উদয়ে সংশয় ও নন্দমহারাজের প্রশ্ন, ব্রজজনের সংশয় মোচন, সুরভির সুপারিশের পর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন ও স্তব, অভিষেক মহোৎসব, ইন্দ্রকে কৃষ্ণের উপদেশ ।

ষোড়শ স্তবক ৬১৪—৭০৫

ব্রজবাসীদের ব্রহ্মলোক দর্শন :—পিতার সন্মানে কৃষ্ণের বরুণলোক গমন, বরুণস্তুতি, ব্রজবাসীদের কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণকৃপায় নিজভাবে প্রত্যাবর্তন ।

সপ্তদশ স্তবক ৭০৬—৭৬৩

রাসচতুরথ্যায়

রাসলীলা : রমনেচ্ছার কারণ, রাসরজনীর শোভা, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মোহন-ক্রিয়া, অভিসার শোভা, নিত্যসিন্ধাদের ভাববৈশিষ্ট্যের বর্ণন, মুনিপূর্বা বধুগুণের অবরোধন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি, কৃত্তিম তাটস্থ্য প্রকটনের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্দগুচগুমা প্রকাশন, গোপীগণের কোটি হুঃখদায়ী সম্ভাপ, মর্মভেদী হুঃখনিবেদনরতা গোপীগণের শোভা, গোপীগীত, রমনারম্ভ, কৃষ্ণের অন্তর্ধান ।

অষ্টাদশ স্তবক ৭৭২—৮১৫

রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণান্তর্ধান :—বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান, লীলাচ্যুতকরণ, শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজন্ম, রাধাচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজন্ম, গোপীদের বিরহহুঃখ দূরীকরণে রাধার কুটিলভাব ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান, অদ্ভুত বিরহজ্বরে রাধার বিলাপ রাধাদর্শন ও তাঁর এ অবস্থা বিষয়ে বিচার, গোপীদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাধাসহ পুলিনে গমন ও কৃষ্ণগান ।

একোবিংশ স্তবক ৮১৬—৮৪৬

গোপীগীত : গোপীদের সমস্তোগ প্রার্থনা সূচক ভাবোৎসব, গোপীকৃষ্ণের পরস্পর কথার মারপেঁচ ।

বিংশ স্তবক ৮৪৭—৮৯৬

রাসবিলাস :

একবিংশ স্তবক ৮৯৭—৯১৮

মুরলীচৌর্যবিলাস :—হোলী খেলোৎসব, গোপীদের বংশীচুরি মঞ্চণা ও তৎভাবে বটুর মুরলীরক্ষণ-

ভার গ্রহণ, মুরলী আর রাধায় পণপ্রতিপণে ললিতার কণ্ঠগীতি, দৈববশে মুরলী সঙ্গীত বিহার হস্তগত ও জয় পরাজয় নিয়ে বিবাদ, শঙ্খচূড় বধলীলা, গোপী-অঙ্গে কৃষ্ণের মুরলী তল্লাশ ।

দ্বাবিংশ স্তবক ১১৯-১৩৮

দোলোৎসব লীলা :—দোলমঞ্চের বর্ণন, দেবদেবী পশুপক্ষীদের বুলনোৎসবে যোগদান, দোলস্থলীতে গোপীগণের আগমন, দোলস্থলীতে রাধাকৃষ্ণের আগমন ও হিন্দোলারোহন, চন্দ্রাবল্যাди গোপীগণের হিন্দোলারোহন, বুলনা-সমারূঢ়া গোপীগণের হোলীখেলা, প্রকট-অপ্রকট দুইরূপে নিত্যলীলা স্থাপন ।

—★—

শ্রীমদ্ভাগবত দশম—যজ্ঞস্থ

শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহের সম্পাদনায়

(প্রথম ষণ্ড জুলাই ১৯৮৪ মধ্যে বের করার ইচ্ছা—অনুমোদন করুন)

চির প্রতিজ্ঞিত অভিনব সংস্করণ

পূর্বে কখনও হয় নি, তাই অভিনব ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অক্ষরে কত কত মধু যে বরছে তা শ্রীগৌরচরণানুগত গোস্বামিগণই জানতেন জীব হিতৈষ্যক ত্রত তাঁরা জীবকল্যাণে ইহা ধরে রেখেছেন তাঁদের টীকার । অত্বে জানতে হলে এইসব টীকার মাধ্যমেই জানতে হবে । কিন্তু এই সব টীকার দার্শনিক সংস্কৃত সংক্ষেপ ভাষা সর্বজন বোধ্য নয় । অতএব একটি সহজ সরল আক্ষরিক বঙ্গানুবাদের বিশেষ প্রয়োজন বোধ ছিল ভক্ত সমাজে । আজ সেই অভাব দূর হতে চলেছে—ইহার পাঠে তাঁদের কথা তাঁদের মুখেই যেন শোনা হবে—বিশুদ্ধ ভাবে । এরমধ্যে থাকবে,—(১) মূল শ্লোক (২) অর্থ (৩) সমস্ত টীকার নির্ধাস দিয়ে গড়া মূলানুবাদ (৪) শ্রীবিধনাথচক্রবর্তী-পাদের সংস্কৃত টীকা ও তার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ (৫) শ্রীজীবচরণের বৈষ্ণবতৌষণীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ (৬) শ্রীজীবচরণের ক্রমসন্দর্ভের ও অগ্ণাশ্র টীকার বঙ্গানুবাদ যথা প্রয়োজন ।

দশম তিনখণ্ডে সমাপ্ত হবে—প্রতিখণ্ডে আনুমানিক বড় সাইজের একহাজার পৃষ্ঠা হবে । শ্রদ্ধাই মূল্য—তবে ছাপার খরচ বাবদ আনুকূল্য দেয়—প্রতিখণ্ড আনুমানিক ৫০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী সাবিত্রী গুহ—বৈষ্ণবদর্শন-পুরাণ তীর্থ, ১২৮ রাধারমণ মন্দির, পোঃ—শ্রীবৃন্দাবন, জেলা—মথুরা ।

(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

(৩) মহেশ লাইব্রেরী—২/১ শ্রীমাচরণ দে ষ্ট্রীট কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা—১২

দ্বাদশঃ স্তবকঃ



১। অথ যদহরেবারভ্য তাদৃশসঙ্কল্পলতাসঙ্কল্পলতাকুসুমসুমনোহরাণামাসামাসাদিতসামঞ্জ্যস্তোহ-
ব্যাপারোহপারোৎকণ্ঠয়া সমজনি, তদহরেব বিশিষ্ট-পতিলাভেন হৃদয়শঙ্কলবালানাং শঙ্কলবালানাং
সমুচিতমিতি বিচারয়ন্তৌ তাসাং প্রত্যেকং মাতাপিতরৌ মা তাপিতরৌ বভূবতুঃ। প্রত্যুত তদমুকুল-
ব্যাপারপারণায়ৈ কুশলিনাবাস্তাম্ ॥

২। তথা সতি তাসাং মাত্রা মাত্রাধিকেন স্নেহেন ‘পরমরমণীয়া তে তনুব্রততী ব্রতভীক্ষতাং

দ্বাদশঃ স্তবকঃ

দ্বাদশে যন্ত সঙ্গায়ানচূ র্যার্যং কুমারিকাঃ। স তাসাং পরিধানীয়দাসাংস্তপ্যহরকরিঃ ॥

১। তাদৃশঃ সঙ্কল্পঃ ‘গোপনাথতনয়ঃ পতিনৌ ভূয়াৎ’ ইত্যুক্তলক্ষণঃ, স এব লতাঃ স্নেহাৎ পরম্পরিত-রূপকেন
সঙ্কল্পলতৈব সম্যক্ কল্পলতা বাঙ্হিতার্থসাধকত্বাৎ, তন্ত্যাঃ কুসুমৈর্ভাবিফলছোটকৈর্লক্ষণবিশেষৈঃ স্তম্ভং মনোহরাণাং প্রাপ্তা-
খ্যাসভয়া স্তিমিতচিন্তাশ্চেন লোকৈর্লক্ষ্যমাণানামিতার্থঃ। কুসুমসুমন ইতি পুনরুক্তবদাভাসালঙ্কারোহয়ম্। তদহরেবেতি
কালকর্মণি দ্বিতীয়া। বিশিষ্টপতিলাভেন কুলবালানাং কুলকণ্ঠকানাং সমুচিতং শং স্তম্ভমিতি বিচারয়ন্তৌ সন্তৌ হৃদয়ে
শঙ্কলা উৎকণ্ঠালক্ষণকীলপ্রািণ্যশ্চ তা বালারঃ প্রাপ্তপ্রথমকৈশোরাবস্থাস্থেতি তাসাং মাতাপিতরৌ জননী-জনকৌ মা
তাপিতরৌ নাতিশয়েন তাপবন্তৌ বভূবতুরিত্যদ্বয়ঃ। মত্বর্থকেনিপ্রত্যয়ান্তাৎ তরপ্ প্রত্যয়ঃ। পারণায়ৈ পারপ্রাপ্তয়ে; ‘পার
ভীর কর্মসমাপ্তৌ’ ইতি ধাতোঃ ॥

২। কিঞ্চ, তাসাং প্রত্যেকং মাত্রা জনতা মাত্রাধিকেন পরিমাণাধিকেন স্নেহেন প্রতিসিদ্ধানামপ্যক্ষা নাম শ্রদ্ধা

দ্বাদশ স্তবক

বস্ত্রহরণ লীলা :

ধন্যাদি কন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত সঙ্কল্প :

১। অতঃপর যেদিন থেকে তাদৃশ অর্থাৎ ‘গোপতনয় আমাদের পতি হোক’ এরূপ সঙ্কল্প-
লতারূপ বাঙ্হিতার্থ সাধক কল্পলতাকুসুমের বিকাশে সুমনোহর ধন্যাদিকন্যাগণের হৃদয়ে জন্ম নিল
সমুচিত ইন্দ্রিয়াতীত অপার উৎকণ্ঠা সে দিন থেকে এই কন্যাগণের প্রত্যেকের মাতাপিতাগণ—
‘বিশিষ্ট পতিলাভের দ্বারাই উৎকণ্ঠাবতী কুলবালাদের সমুচিত সুখ হয়ে থাকে’—এই বিচারপরায়ণ
হয়ে অতিশয় তাপিত হলেন না, প্রত্যুত তাঁদের অনুকূল ব্রত-ব্যাপার সমাপনের জন্য কুশলী
হলেন।

২। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদের মাতাগণ মাত্রাধিক স্নেহবশতঃ প্রত্যেককে নিষেধমুখে

সোঢ়ুমসাম্প্রতং সাম্প্রতং কথমেতাদৃশমুৎসাহমুৎসাহমুৎসাহসেন দধত্যা দুষ্করং কর্ম কর্মঠতাসৃশৃতয়া-
ইনশৃতয়াইনধিকারিণ্যা ত্বয়া করিষ্যতে' ইতি প্রত্যেকং প্রতিষিদ্ধানামদ্বা নাম শ্রদ্ধা শুদ্ধাহং বরীভূত্যা
এব স্ম ॥

৩। ততশ্চ তাসাং মাতরঃ পপ্রচ্ছুঃ—‘পুত্র্যঃ! কিমুমা, কিমুমাধবঃ, কিমু মাধবঃ, কিং কমলা
কমলাসনো বা, কা দেবতা বতারাধনীয়া ভবতীভিঃ, কীদৃশং বারাধনম্, ধনং বা কিয়দুপযোগি, কোইত্র
বাচার্যো বাচার্যো বিহিত ইত্যখিলং বিচার্য্য নঃ কথয়ত’ ইতি ॥

৪। তাসাং নিগদিতে বিদিতে বিতর্কনিরাশায় স্ব-তাৎপর্য্যপর্য্যবসানস্ত তা অপি সবিনয়মুচুঃ—
‘জননি! জননিয়মোহয়মেব—যত্র যাবদ্যস্ত শ্রদ্ধা বদ্ধা বহুতরা ভবতি, সা তস্মৈ তাবদেব দেবতা, তেনৈহ

বরীভূত্যা তৈশ্চ, অতিশয়েনাবদ্ধত এব। “মাত্রা কর্ণবিভৃষায়াং বিস্তে মানে পরিচ্ছদে” ইতি মেদিনী। তৎপ্রতিষেধ-
বাক্যমাহ—পরমেত্যাди। তে তব তদুত্ততী দেহলতা ব্রতস্ত তীক্ষ্ণতাং তজ্জনিতং দুঃখং সোঢ়ুমসাম্প্রতমযোগ্যা,
অতএব সাম্প্রতমিদানীমেতাদৃশীং নিজতৎপ্রৌঢ়িলক্ষণাং মুদং হর্ষং সহতে ইতি কর্মণাং, তাদৃশমুৎসাহমধ্যবসায়ম্
উৎসাহসেন উচ্চৈঃ সাহসেন দধত্যা ধারয়ন্ত্যা ত্বয়া দুষ্করং কর্ম কথং করিষ্যতে? দুষ্করং হেতুঃ—কর্মঠতাসৃশৃতয়া ব্রতে
ভব কর্মঠতা ন লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্রাপ্যনশৃতয়া পূর্বপূর্বাভিরাদৃশব্রতস্তান্যচরণাদিত ভাবঃ। অতএবানধিকারিণ্যা ॥

৩। ততশ্চ তাসাং তল্লিচয়দাঢ্যজ্ঞানান্তরম্, উমা গৌরী উমায়া ধবঃ শঙ্করো মাধবো লক্ষ্মীকান্তঃ, কমলা লক্ষ্মীঃ
কমলাসনো ব্রহ্মা, বত অলুকম্পায়াম্, উপযোগিনৈবেদ্যদাবিত্যর্থঃ। আচার্য উপদেষ্টা। কীদৃশঃ? বাচা বেদাদি-
সম্বাক্যেন আর্ষো বিজ্ঞঃ ॥

৪। ইতি তাসাং মাতৃণাং নিগদিতে ভাষিতে বিদিতে জ্ঞাতে সতি তাঃ পুত্র্যোহপি উচুঃ। কথং? স্বেষাং
তাৎপর্য্য যৎ পর্য্যবসানং পতিভাবেন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তিরূপং তস্মৈ যো বিতর্কস্তনিরাশায় প্রত্যাস্তরপ্রদানং বিনা সশঙ্ক্যভি-

বললেন—‘তোমাদের দেহলতা অতি কোমল, ব্রততীক্ষ্ণতা সশ্বেষ অযোগ্য। অতএব ইদানীম্ কি
করে তাদৃশী প্রৌঢ়ি লক্ষণা আনন্দবেগ-সহ করছ, কি করে তাদৃশ অধ্যবসায় অতি সাহসে ধারণ করে
এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম করবে তোমরা? তোমাদের এ কাজে অনধিকারিণী হওয়ার কারণ হল ব্রতযোগ্য
কর্মঠতার অভাব, আর একাজটির অনশৃতা, যা পূর্বে কখনও করতে দেখা যায় নি।’ এ-কথা
শুনবার পর বাধাপ্রাপ্ত এই সব গোপীগণের প্রত্যেকের শুদ্ধা শ্রদ্ধা আরও বেড়েই চলল।

৩। অতঃপর তাঁদের মাতাগণ জিজ্ঞাসা করলেন—‘ওহে কন্যাগণ! তোমাদের দ্বারা
আরাধনীয়া সেই দেবতা কে বটে—সে কি উমা, কি উমাপতি, কি মাধব, কি কমলা, কি ব্রহ্মা?
তোমাদের আরাধনাই বা কি প্রকার, ধনই বা কত প্রয়োজন এতে, বেদমন্ত্রবিজ্ঞ আচার্যই বা এতে কে?
এ-সব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে আমাদের বল।

৪। মায়ের কথা হৃদয়ঙ্গম করে কন্যাগণও নিজ নিজ তাৎপর্যের পর্য্যবসানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে
পতিভাবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে বিতর্ক তা নিরাসনের জন্ত সবিনয়ে বললেন ‘মা, প্রাণীগাত্রেই যে-দেবতার

তেনেহমুমাংসেব দেবতাং মন এবাচার্য্যং চার্য্যং তদুপদিষ্টং দিষ্টং নন্তথাবিধং জনয়িষ্যতে, নয়িষ্যতে চ পারমধ্বনঃ, তেন গুরুণা স্বপ্নেনাহস্বপ্নেনাদিষ্টো মন্ত্র এব নোহর্থসাধকঃ' ইতি ॥

৫। ততশ্চ তাভিরনিবর্ত্যানাং তাসাং তদেব নির্দ্ধার্য্য ধার্য্যমাণোংকলিকয়াহলিকয়া কৃতানু-
কূল্যানাং শুভেহহনি হনিষ্যমাণান্তরায়ে হ্রৎপ্রমোদরসসন্দোহবিষ্যং হবিষ্যং সমারভ্য কৃতব্রতোদ্ধমানাং
বভূবুস্তাশ্বলাভাবেন স্বভাবভাবহুলতয়া বর্ষাজলধৌতানি নবশোকদলানীব দশনবসনানি, প্রত্যহমভ্যঙ্গ-
মভ্যঙ্গরাহিত্যেন পরুষতয়া কেতকীদলপাণ্ডুরাণ্যঙ্গকানি, তথা নিঃস্নেহতয়াহততয়া নির্বিগ্নজনমনাসীব

মাতৃভিঃ সদা দৃঢ়ানুসন্ধানপরাভিত্তপি কদাচিদ্ধিতকৌণ্টেব বেতুৎ। তা উচুরিতি—তাসু একস্তা মুখায়াঃ, একবচনেহপি
বহুবচনং সর্বাস্যটীকমত্যাং। অতএবাগ্রে 'তেন' ইত্যেকবচনমপি। যদা, অস্বপ্নাতরং প্রতি তা একৈকশ উচুরিতি।
অতএব 'হে জননি' ইত্যেকবচনম্। তেন হেতুনা ইহ উমাংসেব দেবতাম্, অহং তেনে সকামার্চনে বিমূঢ়ভাষ্মি,
লিড়াদীনাং ভূতসামাজ্যে এব ভূয়িপ্রয়োগদর্শনান্নাত্ত পরোক্ষাপরোক্ষবিবেকঃ। আচার্য্যক আচার্য্যপি মন এব আর্থং শ্রেষ্ঠং
তদুপদিষ্টং ততোপদেশ এব নোহস্মাকং তথাবিধং দিষ্টমদৃষ্টং জনয়িষ্যতে, তচ্চাধ্বনো ব্রতরপবন্ধানঃ পারং ফলস্থানং
নয়িষ্যতে নেম্যতি; 'নয় প্রাপণে' ইত্যাত্মনেপদিনো রূপম্। তেন মনোরূপেণ গুরুণা মন্ত্র স্বপ্নেন আদিষ্টঃ। নমু স্বপ্নঃ
স্বপ্নোপম এবাপ্রামাণ্যাত্মকঃ মৈবয়, অস্বপ্নেন জাগরণে নিবিশেষণেত্যাৎ। যদা, অস্বপ্নেন জাগরণেন চাকস্মাদেব হৃদি
স্মরণাদিতি ভাবঃ ॥

৬। তাভির্মাতৃভিরনিবর্ত্যানাং ব্রতান্নিবর্তয়িতুমশক্যানাং তাসাং কুমারীগামুংকলিকয়োংকর্ষয়াহলিকয়া সাঙ্খ-
কম্পসখ্যা হনিষ্যমাণা নষ্টকরিষ্যমাণা অন্তরায় বিঘ্না যেন, তথাভূতেহহনি হ্রৎপ্রমোদরসানাং সন্দোহস্ত সন্দোহে বা যা
বিড় ব্যাপ্তিঃ, 'বিশ্বং বাপ্তো' তন্ত্যঃ সাধুঃ, সাধ্বর্থং য-প্রত্যয়ঃ। স্বভাবেনৈব ভা-বহুলতয়া কাস্তি-বাহুল্যেন তাম্বুলরসা-
নাবৃত্তহৃদ্যাকরণিমোদগমাদিতি ভাবঃ। অভঙ্গমঙ্গ লক্ষীকৃত্যা ভাঙ্গরাহিত্যেন তৈলাভ্যঞ্জনাভাবেন। নিঃস্নেহতয়া নিঃশ্রেম-

উপর যার যতদূর বন্ধমূল্য দৃঢ়শ্রদ্ধা থাকে তার ততটুকুই ফল ঐ দেবতা থেকে লাভ হয়ে থাকে। এই
হেতু আমরা কাত্যায়নী দেবীর সকাম অর্চন বিবদ্ধিত করে তুলবো। মনকেই শ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে নিযুক্ত
করেছি, তার উপদেশই আমাদের তথাবিধ অদৃষ্ট জন্মিয়ে দিবে, এবং পথের সীমায় পৌঁছে দিবে।
ঐ মনরূপ গুরু জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যে মন্ত্র উপদেশ করেছেন তাই আমাদের অর্থসাধক হবে।

কাত্যায়নী-অর্চনার্থে যমুনার কূলে গমন :

৫। অতঃপর মায়েদের বুঝানোতেও ব্রতসঙ্কল্প থেকে অনিবার্জিত কুমারীদের চিত্তগত উৎকর্ষা-
রূপা সখীর আনুকূল্যে অন্তরায় বিনষ্ট হয়ে গেলে সেই নির্দিষ্ট শুভদিনে হৃদয়ের প্রমোদ-রসসাগর
উচ্ছলিত হয়ে উঠলে তাঁরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ আরম্ভ করে ব্রত করতে উদ্ধত হলেন। ব্রতকৃচ্ছতায়
তাদের দেহে এক অপূর্ব লাভণ্যের প্রকাশ হল—তাম্বুলাভাবে অধরকাস্তির স্বাভাবিক প্রকাশ-বাহুল্যে
অধরপুট হয়ে উঠল বর্ষাজলধৌত নব অশোকদলের মতো, প্রতিদিন প্রতি অঙ্গে তৈলমর্দন অভাবে
তনুশ্রী কঠোরতাহেতু পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল, কেশকলাপ তৈল অভাবে নির্বিগ্ন জনের মনের মতো

রক্ষাণি চিকুর-নিকুরাণি তথা সক্রদনতয়ানতয়া তনবোহপি তনবোহপিহিতরুচোহদ্বিতীয়ায়া দ্বিতীয়ায়াঃ
শশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্যো হারিণ্যোহপি যদি পুনরজনি রজনবিরাগমস্তদা ভূশয়নাঃ শয়নাচ্ছিতাঃ
সত্যঃ কৃষ্ণাশয়া শয়ালুতা-বিরহেণ বিকষাকষায়বদরুণনয়না নয়নাদিধাবনং বিধায় রাগানন্তং নন্তস্তনবসনং
নিরস্ত রস্ততমং বসনাস্তরং পরিধায় বিগতবৈকল্যং প্রতিকল্যং প্রতিপৎস্তমানযমুনাপ্লবপ্লবমানমানসাঃ
সমনস্তরমনস্তরহসা পূর্বসম্বাদেনা কারণকারণাভাবেহপি মিলিত্বা ‘আলি’ স্বামপেক্ষ্য বর্ত্তামহে মহেচ্ছে
‘স্মরিতমেহি’ ইতি বিলম্বমানাং প্রতি প্রতিপত্তমানমাননাগিরঃ, তদহু পরস্পরপরমপ্রেমুণেব বিযুক্তবিসলতা-

তয়া নিষ্টুলঙ্ঘন চ। কীদৃশা? বৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ব্রতস্ত সাজ্ঞাসিদ্ধার্থং চাহতয়া ভ্রমাদপ্যনষ্টয়া। অত্র যত্বেপি তাসা-
মঙ্গানি কেশাশ্চ তৈলাভ্যাজ্যাবেহপি স্বভাবাদেবাতিশ্লিষ্টানি, তদপি প্রেমবতাং দ্রষ্টৃজনানাং রক্ষতাসম্ভাবনয়ৈব রক্ষাপা-
জ্ঞানি, যথা পুত্রদেহং পুষ্টমপি পশুস্ত্যা মাত্ৰা মৎপুত্রদেহোহয়ং কুধা কাম ইতি সংভাব্যতে। সক্রদনতয়েতি কৰ্ত্তরি
লুপ্ততয়াস্তাদ্ভাবপ্রত্যয়ঃ পুংবচম্। কীদৃশাঃ? অন্তরয়া পূর্ববদদৃঢ়তয়েত্যর্থঃ। তনবোহপি দেহা অপি তনবঃ কৃশাঃ,
অপিহিতরুচচ্ছন্নকাস্তয়ঃ; যদা, ভাগুরিমভেনাকারলোপে নঞা অনাচ্ছন্নকাস্তয়ঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্যশাবলাদিত্তি ভাবঃ।
কিংবা, তনবোহপি কৃশা অপি তনবো হিতরুচঃ কৃষ্ণাসঙ্গমোপযোগি-কাস্তয় ইত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়ায়া একস্তা এব দ্বিতীয়ায়া-
স্তিথিঃ সঙ্কল্পিতাঃ শশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্যঃ, সর্বজনকারুণ্যজনক-কার্যাদিত্তি ভাবঃ। অদ্বিতীয়ায়া ইতি তন্তু
দ্বিতীয়াতিথিসাহিত্যে কিঞ্চিৎকলাপুষ্টিঃ সম্ভবেদিত্তি হারিণ্যোহপি হারবত্যেহপি হারকাস্ত্যা সাদ্বিতীয়াপি অদ্বিতীয়াশশি-
কলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্য ইতি বিরোধঃ।

এবং ত্রিনির্বাণীয়ত্বা তচ্ছেষ্টা বিবৃণু আহ—যদীতি। রজনবিরাগো যত্বেজনি জাতস্তদা শমনানুজাতায়া যমুনায়া
রোধঃ পুলিনং সমাজগুরিতায়য়ঃ। শয়ালুতা স্বাভাবিকী নিদ্রা, তদ্বিরহেণ বিকসা মঞ্জিষ্ঠা, “মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঞ্জী”
ইত্যমরঃ, তন্তা রাগেণ রক্তিয়া অনন্তং ন ত্র্যক্ষিতম্, শ্বেতমিত্যর্থঃ। রস্ততমং সাধব্যা-সৌভাগ্য-ব্যঞ্জকম্, অরুণাদিবর্ণ-
মিত্যর্থঃ। প্রতিপত্যং প্রতিপ্রাতঃ প্রতিপৎস্তমানেন ভাবিনা যমুনায়াগাপবেন স্নানেন প্লবমানমাত্রীভবস্নানসং যাসাং ত্যঃ;
অনন্তরহসাহতিগোপেন “রহোহতিগুচ্ছে সুরতে” ইতি বিশ্বঃ। পূর্ব-সংবাদেন ‘পূর্বদিন-সায়ংসংযয়ে সংহত্য স্বঃ প্রাতেরেবং
করিত্যমহে’ ইতি সঙ্কেতেনৈব হেতুনা আকারণকারণাভাবেহপি আচ্ছানহেতুভাবেহপি সতি; “হুতিরাকারণাচ্ছানম্”

রক্ষ হয়ে পড়ল, একাহারী হওয়াতে দেহ কৃশ হয়ে গেলেও কাস্তিমন্ত হল যদিও তা থাকল ছন্ন,
গলায় হার থাকলেও কৃষ্ণপঙ্কের দ্বিতীয়ার শশীকলার সৌভাগ্যহারী হয়ে গেল তারা—সর্বজনকারুণ্য-
জনক কৃশতায়। এবার এদের ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হচ্ছে—রাত্রি যদি শেষ হয়ে গেল তখন
ভূমিতে শয়িত কন্ঠাগণ কৃষ্ণ-আশায় শয়ন থেকে উঠে পড়লেন। অতঃপর স্বাভাবিক নিদ্রার অভাবে
রক্তরাগের মতো অরুণ নয়না তাঁরা চোখমুখ ধুয়ে রাত্রিবাস গুত্র বস্ত্র ছেড়ে ফেলে সৌভাগ্যসূচক
অরুণ বসন পরে দেহজড়তা ত্যাগ করে, প্রতি প্রাতে যমুনা স্নান হবে এ-ভাবনায় স্নিগ্ধমনা হয়ে,
পূর্বসম্ব্যার অতিগোপন পরামর্শানুসারে বিনা ডাকাডাকিতেই সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে বলাবলি
করতে লাগলেন—‘হে সখি, তোমার জন্মই অপেক্ষা করছি, হে সৌভাগ্যবতি, তাড়াতাড়ি এস।’
বিলম্বে আগত সখীর প্রতি এক্রপ সম্মানসূচক বাণীতে স্বাগত জানিয়ে পরস্পর মিলিতা হয়ে প্রেমে বাহু

বলিবলিতললিত-লক্ষণা ধরণিতলসঞ্চারিচারিমভরপ্রগাঢ়াঃ কমলিত্র ইব, ইতরেতরতরলশাখাশাখাকমনঃ
কিঞ্চন কাঞ্চনকাহ্নলতোতানমিব, জজমং নিজনিজ-চপলতাবলেপলেপনায় পরস্পর গুণ্ফনক্ষণপ্রভাঃ ক্ষণ-
প্রভাবিতভূতলাবতারাঃ ক্ষণপ্রভা ইব গৃহীতভূজবলয়া বলয়াবলিনিদ-নির্জিতমদকলকলবিক্ষবক্ষরণমা-
ন্দোলিতকরাঃ করালতরতরনিকিরিগৈর্খথা কমলিনীমলিনীভাবো ন ভবতি, তথাহরহরতিজরীজন্ত্যমাণকৃষ্ণ-
তৃষ্ণাপরিভবেনাপি বিলসমুখ্যা মুখ্যোত্তমকল্পকল্পনাসংভূতদেবীপূজাসম্ভারভারমণীয়পাণিভিরমুচরীভি-
রহুগম্যমানাঃ, চতুর্মুখমুখলেখলেখামুখ-মুখরিত-হরিগুণগুণনবাক্ষারকারণ-দরবিবৃতমুখকমলামোদপ্রমোদ-
প্রপতদলিকুলাতিরেকরেকণকণংকুণনকমনীয়নয়নাঞ্চলং ভবিকবিকস্বরস্বরসৌভাগ্যং পরিবাদিনীপরিবাদি

ইতামরঃ। মিলিহা সংমীল্য; হে আলি! হে সখি! পরস্পরং গৃহীতভূজবলয়াশ্চলন্তীস্তা উৎপ্রেক্ষতে। পরস্পরং
যঃ পরমঃ প্রেমা তেনৈব বিষক্তাঃ পরস্পরং মিলিতা বিসলতাবলয়ো মুণাললতা-শ্রেণয়স্তাভিরেব বলিতং যল্ললিতং
লক্ষ চিহ্নং তেন কমলিত্র ইব। কিঞ্চ, ধরণিতলে সঞ্চারিগাশ্চ তাস্চারিমভরণে চাক্রস্বাতিশয়েন প্রগাঢ়াশ্চেতি তথাভূতা
ইত্যার্চনম্। অত্র সাবর্ণ্যাহুপলন্ত ইতি পুনরুৎপ্রেক্ষতে—ইতরেতরং তরলশাখানাং যঃ শাখো ব্যাপ্তিঃ; ‘শাখু
ব্যাপ্তো’ যত্রোক্তঃ, তেনাকমনং সম্যক্ শোভনং কিঞ্চনাতুতং কাঞ্চনস্ত কনকস্ত লতোতানম্; অত্রাপি জগত্তমোহরণ-
পরমচমৎকারি-প্রভা-নিবহালাভ ইতি পুনরুৎপ্রেক্ষতে—নিজ-নিজ-চপলতয়াঃ প্রতি-স্ব-চাপল্যস্তাবলেপেনাহঙ্কারেণ
লেপনায় প্রলেপার্থং পরস্পরং প্রসঙ্গনাথমিতি যাবৎ, পরস্পরং গুণ্ফিতঃ পরস্পরগুণ্ফনপরাঃ ক্ষণরূপা উৎসবমযাঃ প্রভা
যাসাং তাঃ, ক্ষণাদেব একর্ষণে ভাবিতঃ কৃতো ভূতলেহবতার আবির্ভাবো যাতিতথাতুতাঃ, ক্ষণপ্রভা ইব বিদ্যুত ইব।
বলয়াবলিনিদেন নির্জিতং মদকলস্ত মন্তস্ত কলবিক্ষস্ত চটকস্ত বক্ষরণং বক্ষারো যত্র তদ্যথা স্তাস্তথাহন্দোলিতকরাঃ।
কৃষ্ণস্ত তৃষ্ণারূপেণ পরিভবেনেতি সোধাপ কৃষ্ণেনৈব প্রযুক্তঃ কটুতরস্বতেজোবিশেষ এবতি দৃষ্টান্ত-সঙ্গতিঃ। মুখ্যা যা
উত্তমকল্পস্ত কল্পনা, তয়া সংভূতা যে দেবীপূজা-সম্ভারাঃ পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদয়ঃ, তেষাং ভা কান্তিস্তয়া রমণীয়াঃ
পাণয়ো যাসাং তাভিঃ। চতুর্মুখো ব্রহ্মা, তন্মুখাস্তদাদয়ো লেখা দেবান্তেষাং লেখাঃ শ্রেণ্যস্তাসাং মুখৈর্মুখরিতা যে হরি-
গুণান্তেষাং গুণনং কীর্তনামন্ত্রণং তস্ত বাক্ষারকারণাঙ্ক্যারহেতোর্দরমীষদ্বিবৃতং যমুখকমলং তস্তামোদান্নির্গচ্ছতঃ স্নগন্ধা-
ন্ধেতোঃ প্রমোদেন প্রপততামলিকুলানামতিরেকাং রেকণং শঙ্কা তেন হেতুনা কণং প্রকাশমানং কুণনং সঙ্কোচন্তেন

জড়াজড়ি করে ধরলেন। দেখে মনে হতে লাগল—যেন মুণাললতাবলীসমন্বিত-ললিত লক্ষণযুক্ত-
অতিচারুতায় নিবিড়-স্থলসঞ্চারী একটি পদ্মবাড়, যেন পরস্পরের চঞ্চল শাখাদ্বারা বিস্তৃত অতিরমণীয়
কোনও অদ্ভুত চলমান একটি স্বর্ণলতোতান, যেন নিজ নিজ চপলতা গর্বের দ্বারা প্রলেপিত করবার
জন্তু পরস্পর একটি মিলনে গুণ্ফিত আলোর বরণা, যেন হঠাৎই চতুর্দিকে অতি চমকিত করে
দিয়ে ভূতলে অবতীর্ণ বিদ্যুৎমালা। এইরূপ অপূর্ব শোভার আকর কণ্ঠার দল যমুনার দিকে চলছিলেন
অবিকল স্বরসৌভাগ্যবিস্তারের সহিত বীণাবাক্ষারতিরক্ষারী নিশ্ছিদ্র কোমল স্বরে দ্রুত তালে ব্রহ্মাদি-
দেবমুখগীত হরিগুণগান সঙ্কীর্তন করতে করতে। উচ্চ কীর্তনে তাঁদের ঈষৎ উন্মিলিত মুখকমল-
নিঃসৃত স্নগন্ধে আকুল হয়ে অলিকুল উড়ে এসে পড়ছিল তাঁদের ঐ মুখকমলে, আর সেই শঙ্কায়
তাঁদের নয়নকোণের অতি সঙ্কোচনে কমণীয়তা প্রকাশ হচ্ছিল ওতে, তাঁদের করপদ্ম আন্দোলিত

নীরঞ্জমূলতরং গায়ন্ত্যো লঘুতরম্, তমোহুতুহুতি তিমিরহুদোহপত্যতায়ামপি তিমিরধারাধারায়মাণায়াঃ
সকলতাপোপশমনাহুজাতায়াঃ শমনাহুজাতায়াঃ রোধো রোধোপশমপূর্বমেব সমাজগ্নুঃ ॥

৬। সা চ তরঙ্গিণী রঙ্গিণীব তাসাং শ্রীনন্দনন্দনং পতিষ্ণেন লব্ধুমিচ্ছনাং মিচ্ছনাং শ্রদ্ধামদ্ধা
মহতীমালোক্য সবহমানমাগচ্ছতাগচ্ছতেতি তরলতরতঃ স্কবরৈরাগ্নিগ্নিগ্নিবি তত্ত্বৎচরণঃ স্কবরণং-
কলহংসক-বাহুরণকোলাহলৈর্বাটিতি বাটিতি কৃতা সমুড্ডীয়মানানাং জলশকুনানাংমালাপেন যথাভিমত-
সিদ্ধিমিব সূচয়ন্তীরয়ন্তী রমণীয়মাদরমিব বিহগমিথুনস্ত নিশাবিরহস্ত রহস্তমুৎপাদয়িতুং হৃদরূপকিরণাহত-
হতনিদ্রাবিসিনীকুসুমনয়নাঞ্চলৈঃ সস্নেহমালোকয়ামাস ॥

কমনীয়ং নয়নাঞ্চলং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা; ‘রেকু শঙ্কায়াম্’, ‘কণী দীপ্তো’, ‘কৃণ সঙ্কোচে’ ইতি ধাতবঃ। ভবিকং মঙ্গল-
ময়ং বিকস্ববস্ত্র স্বরশ্রুপি সৌভাগ্যং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা। পরিবাদিনী বীণা, তামপি পরিবদিতুং তিরস্কৃতুং শীলং যন্ত
তদ্যথা শ্রান্তথা; নীরঞ্জং নিবিড়ং চ তৎ মুদুলং কোমলং চেতি তৎ; গানক্ৰিয়াবিশেষণপঞ্চকম্। তমোহুদে সূর্যে
অহুতুতি ন উদয়তি সতি শমনাহুজাতায়া যমুনায়া রোধঃ পুলিনং সমাজগ্নুঃ। রোধঃ স্নেহাৎ পিত্তাদিকৃতবারণং তদুপ-
শমপূর্বকম্। শমনাহুজাতায়াঃ কীদৃশাঃ? তিমিরং হুদতি দূরীকরোভীতি তিমিরহুৎ সূর্যঃ, তদ্যাপত্যতায়াম্ সত্যামপি
তিমিরধারায়া আধারোহধিকরণং তদ্বদাচরন্ত্যাঃ; সকলানাং তাপানামুপশমনমহু পশ্চাজ্জাতং স্নানাতনন্তরোৎপন্নং
ভবতি যতন্ত্রস্তাঃ ॥

৬। তরঙ্গিণী যমুনা, মিদা স্নেহেন; ‘ক্রিমিদা স্নেহেন’; প্রেগপরিণামবিশেষণ শূনাং ইচ্ছাম্; ‘টুওম্বি গতি-

হচ্ছিল বলয়নিচয়ে মদমত্ত কলবিহ্ব-বাহুর নির্জিতকারী বাহুর তুলে, অত্যন্ত প্রথর সূর্যকিরণেও
পদ্মচয় যেমন মলিনতা প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ সদা অতিপ্রকাশমান কৃষ্ণমিলন-তৃষ্ণাতাপের দ্বারা
তাপিত হয়েও এঁদের মুখ দীপ্তই ছিল, এদের পিছে পিছে চলছিল উত্তমোত্তম বিধি অমুসারে
সংগৃহীত দেবীপূজা-সম্ভারের কাস্তিদ্বারা উজ্জ্বলপাণি সেবিকাগণ। এইরূপে সূর্যোদয়ের পূর্বেই
কণ্ঠাগণ পিত্তাদির স্নেহের বারণ উপশমপূর্বক চলতে চলতে গিয়ে উপস্থিত হলেন যমুনাতটে—যিনি
তিমিরধারা বক্ষে ধারণ করে আছেন, তিমির দূরকারী সূর্যকণ্ঠা হয়েও, স্নানে সকল তাপ উপশম করে
দিচ্ছেন।

৬। শ্রীনন্দনন্দনকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছুক কণ্ঠাগণের প্রেমপরিপাকে উচ্ছলিত শ্রদ্ধা সাক্ষাৎ
দর্শন করে তরঙ্গিণী যমুনা যেন রঙ্গিণীর মতো চঞ্চল তরঙ্গকরে আলিঙ্গনেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাঁদের
বহুমান দান করে বললেন ‘এস এস’। ঐ কণ্ঠাদের চরণসঞ্চারণে রণিত মুদুল হুপূরবাহুর-কোলাহলে
ঝট্‌পট্‌ শব্দ করে উড্ডীয়মান জলপাখীদের কিচিরমিচির আলাপের দ্বারা মনে হচ্ছিল যেন
যমুনাদেবী কণ্ঠাদের যথাভিমত সিদ্ধি সূচনা করে রমণীয় আদর প্রকাশ করছেন। বিহগমিথুন
চক্রবাকচক্রবাকীর নিশাবিরহের পর সুরতসঙ্গম উৎপাদনের জন্ত উদিত সূর্যকিরণের আঘাতে হতনিদ্র
কমলকুসুমরূপ নয়নপ্রাপ্তে যমুনাদেবী সস্নেহে ওঁদের দেখতে লাগলেন।

৭। তাশ্চ তদা বিলম্বং সোঢ়ুমনীশা নীশারমপহায় সুমহিমহিমকণাগারমপি সারমপিহিতং হিতং তদ্বানং তদ্বানন্দপর্যেব সহমানা মানাতীতোৎকলিকয়ালিকয়া সম্মেব দরকস্ত্রকং প্রচলদধরকিশলয়-লয়-বিকসিত-সিত-দশন-সঞ্চারিচারিম-শীৎকারসংকৃত-মধুরতর-হাসমিতরেতরেক্ষণ-ক্ষণকৌতুকমাকুঞ্চিত-কলেবরং চিতকলে বরং ব্রতরসে তরসেহ সমাদরং বহন্ত্যা ভগবতীঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তদন্তসি স্নাতু-মবতেরঃ, অবতীৰ্য্য চাগণিত-শীতভীতি যথাবিধি বিধীয়মানস্নানাঃ সমুৎসাহসাহসমুদিতাঃ সমুদিতাস্তীরাং সমুত্তেরঃ ॥

৮। স্নানসমুত্তীর্ণানাং মুত্তীর্ণা নঞ্চসা জায়তে স্ম যদি তাসাং তদা যমুনাসঙ্গসম্বাদেন চারুদতীনাং

বুদ্ধ্যোঃ'। অত্কা সাংকাদেব। তাসাং তাসাং চরণানাং সঞ্চরণে রণতাং শঙ্কায়মানানাং কলহংসকানাং শোভনপাদকটকানাং সংহতানাং বন্ধারকোলাহলৈর্জল-শকুনানাং জলচর-পক্ষিণামাদরমিবাদরময়ং বাক্যমিব ঈরয়ন্তীব। বিহগ-মিথুনস্ত চক্রবাক-দয়ন্ত নিশায়াং বিরহো যন্ত তন্ত বহন্তং সুরতময়সঙ্গমঃ “বিরহোহিতিগুহ্যে সুরতে” ইতি বিবঃ। উৎপাদয়িতুমুত্ততো-ইরন্ত্য সূর্যন্ত কিরণানামাহতমাত্মান্তেন হতা নিদ্রা যন্ত তৎ, বিসিনীকুসুমং কমলপুষ্পমেব নয়নং তন্ত্যাকলৈঃ ॥

৭। নীশারং শীতপ্রাবরণবস্ত্রম্, শোভনো মহিমা তপঃপ্রাপকত্বলক্ষণো যেষাং তেষাং হিমকণানামাসারংপানন্দ-পর্যেব তদ্বা সহমানাঃ। কীদৃশম্? সারং শ্রেষ্ঠং হিতমপিহিতমনাবৃতং প্রকটমেব সং তদ্বানং বিস্তারয়ন্তম্; যথা, অপিহিতমাচ্ছন্নং প্রাপ্যমাণস্ত ক্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপহিতস্ত জর্জরজ্যেয়ত্বাৎ। মানং পরিমাণং তদতিক্রান্তয়োৎকলিকয়া স্নানোৎ-কঠয়া হেতুনা আলিকয়া সখ্যা সমম্। দর ঈষৎ কস্ত্রং কম্পযুক্তং কং শিরো যত্র তদযথা স্তাস্তথা প্রচলতঃ প্রাকর্ষণে কম্পমানস্তাধরকিসলয়স্ত লয়াত্রাট্যাদবিকসিতেষু সিংহদশনেষু সঞ্চারী চারিমাণা চারুতয়া যঃ শীৎকারন্তেন সংকৃতো মধুরো হাসো যত্র তৎ। হাসে হেতুঃ—ইতরেতরেতি। পরস্পর-অসাধর্ম্য-দর্শনমেব হান্তোপাঙ্গমকমিতি ভাবঃ। নতু কিমে-তাবতা শীত-সহনেন? তত্রাহ—ইহ ব্রতরসে বরং শ্রেষ্ঠং সমাদরং বহন্ত্যাঃ। কথঙ্কতে? চিতা সঞ্চিতা কলা শিল্পং স্নানাদি-সমস্ত-ব্রতাকৌশলং যত্র তস্মিন্। সম্যগুৎসাহাদেব শীতাদি-দুঃখ-সহিষ্ণুতয়াং সাহসং তেন মুদিতাঃ সমুদিতাঃ সম্মিলিতা এব ॥

কন্যাগণের যমুনাস্নান :

৭। ওখানে পৌঁছেই বিলম্বে অসহিষ্ণু হয়ে কন্যাগণ পশমী আবরণবস্ত্র ছেড়ে ফেলে দিলে শ্রেষ্ঠমঙ্গলাভিব্যক্তিস্বরূপ সুমহিম তুষারধারা-সম্পাতও তমুর আনন্দপররূপে সছ করলেন। অতি শীতে এদের মস্তক ঈষৎ কম্পিত হচ্ছিল, কম্পিত অধরকিশলয়ের নটনে বিকসিত তন্ত্র দন্তে সঞ্চারী চারুতায় প্রকাশিত শীৎকারের দ্বারা পূজিত মধুর হাসির বিকাশ হচ্ছিল এদের মধ্যে পরস্পর অসাধর্ম্য দর্শনে, পরস্পর ঈক্ষণজাত উৎসবময় কৌতুকে এঁদের কলেবর হচ্ছিল আকুঞ্চিত—এ-অবস্থার স্নানোৎকঠা হেতু সখীসঙ্গে স্নানাদি ব্রতকৌশলযুক্ত ব্রতরসে অতি সমাদরবতী কন্যাগণ ভগবতী কালিন্দীকে বন্দনা করে তাঁর জলে স্নান করবার জন্ত নেমে পড়লেন। নেমে পড়ে শীতের ভয়কে তুচ্ছ করে যথাবিধি স্নান সমাপন করে অত্যন্ত উৎসাহ বশে শীতাদি-দুঃখ-সহিষ্ণুতাতে যে সাহস ব্যক্ত হল তাতে আনন্দিতা তাঁরা সকলে একসঙ্গে মিলিতা হয়ে তীরে উঠে এলেন।

রুদতীনাং তদুচ্চামশ্রবিন্দব ইব সেসিচ্যমান-সিচয়নিচয়া গাত্রসলিলপৃষতাঃ পৃষতাক্ষীণামক্ষীণা মহীতলং পেতুঃ, যে খলু লাবণ্যামৃতসারবিন্দবোহরবিন্দবোধকর-বজ্রাকস্থায়বাসগমিত-বয়সাং বয়সাং গণেন সূচিরমম্বমীয়ন্ত ॥

৯। তদা চ সহজবৈবৈরস্তমপহায় দয়োদয়োত্তরলাভিঃ কোমুদীভিরিব মুদীভিরিব মূর্ত্তাভিঃ প্রতি-ভয়াইপ্রতিভয়া রুদতীরিব তিমিরততী রততীত্রসলিলনিঃস্রন্দাঃ কবরীর্বরীয়সীর্মার্জনেন মার্জনেন সলিল-নিঃসারেণ সারেণ লালয়ন্তীভিরিব শোভাভরেণ পুনরাভিরাভিরাম্যাক্যাক্যকার্ষস্বরকাস্তুকাভিভিরাসেদে কাপি মাধুৰ্য্যস্ত পরা কাষ্ঠা ॥

৮। স্নানসমুত্তীর্ণানাং স্নানাং সম্যগুত্তিতানাং তাসাং যুৎ গনঃপ্রসাদময়ী প্রীতিরঙ্গসা শীঘ্রং যদি তীর্ণা ন জায়তে ন, অপারত্বাভ্যতিরবেতার্থঃ, তদা চারুদতীনাং তাসাং পৃষতাক্ষীণাং হরিগনয়নানাং গাত্রতঃ সলিলপৃষতাঃ স্নানজল-বিন্দবোহক্ষীণা বহুতরা মহীতলং পেতুঃ;—“পৃষতৈগর্ষারোহিতাশ্চমরো মুগাঃ; পৃষস্তি-বিন্দু-পৃষতাঃ” ইত্যমরঃ। কথন্তুতাঃ? সেসিচ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ সিচ্যমানঃ সিচয়নিচয়ো বহুসমূহো যেষেত্বে। তানেবোৎপ্রেক্ষেতে—তদুচ্চামশ্রবিন্দব ইব কেন হেতুনা যমুনায়া অঙ্গসঙ্গেন জলাস্তঃপ্রবেশেন যঃ সমাগ্ বাধেতেন। যমুনায়াঃ শ্রামত্বাৎ প্রাত্বলকাস্তিত্যঃ প্রাপ্তা-ষাতবেনেতার্থঃ। অরবিন্দস্ত কমলস্ত বোধকরঃ সূর্য্যস্তস্ত কণা যমুনা, তস্যাঃ কে জলে যো জায়বাসো তায়প্রাপ্তা বসতি-স্তেনৈব গমিতানি যাপিতানি বয়াংসি বাল্যাদিনি যেষেস্তেষাং বয়সাং পাক্ষিণাং গণেন বৃন্দেন এতানালোকঃঙ্গিঃ পাক্ষিভিরপি ভবা মাধুৰ্য্যমুভবন্তংপূর্বজন্মগণ্যে কদাপি ন লব্ধ ইতি ভাবঃ ॥

৯। অথ স্ব-স্ব-কবরীর্মার্জয়ন্তীস্তা উৎপ্রেক্ষেতে—সহজমোৎপত্তিকমপি বৈরজনিত-বৈরস্তমপহায় তাক্তনা, প্রত্যুত দয়ায়া উদয় উলগগন্তেনৈবোত্তরলাভিঃ কোমুদীভির্যোগ্যোৎস্রাভিরিব। এবং কায়নিষ্টং গুণং বর্ণয়িত্বা মনোনিষ্টমপি গুণং বর্ণয়ন্তেব বৈরত্যাগেহপি কারণমাহ—মুদীভিরিবোভ। মুদামানন্দনাম্ ঙ্গিভির্ক্ষ্মীভিরিব মূর্ত্তা তমু ঙ্গিমতীভিঃ! প্রতিভয়ং তীতিস্তেন যাংপ্রতিভা কর্তব্যাসুরগং তয়া রুদতীরিব তিমিরাণাং ততীঃ শ্রেণীঃ রতোহভিরততীত্রঃ সলিলনিঃস্রন্দাঃশ্র-

৮। স্নান থেকে সমুত্তিতা কণাগণের অপার মনপ্রসাদময়ী প্রীতি যদি শীঘ্র পার পেল না তখন চারুদত্তী হরিগনয়ননা ঐ কণাদের গাত্রজলবিন্দুসমূহ যা পুনঃ পুনঃ গাত্রবস্ত্র ভিজিয়ে তুলছিল তা ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভূমিতল প্রাপ্ত হ'ল—দেখে মনে হতে লাগল যেন যমুনার কাল জলের প্রতিকূল স্রব্ধের আঘাতে তাঁদের ক্রন্দনপরায়ণ দেহের স্বর্ণবর্ণকাস্তি অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে। এই গাত্রজলবিন্দুকে লাবণ্যামৃতসারবিন্দু বলে বহুক্ষণ ধরে অনুমানের বিষয় করে তুলেছিল সেই পক্ষীগণ যারা কমলবিকাশী যমুনার জলে জায়প্রাপ্ত বসতিস্থলে বাল্যাদি বয়সকাল যাপন করছে।

৯। সেই সময় অতি চঞ্চল জ্যোৎস্নার মতো, মূর্তিমতী আনন্দলক্ষ্মীসম স্বর্ণবর্ণ কুমারীগণ তাঁদের কাল কুচকুচে অতি সুন্দর কেশপাশে আবদ্ধ জল যা বেগে ক্ষরিত হয়ে প্রতীতি জন্মাচ্ছিল যেন ভয়ে অপ্রতিভ হয়ে কাঁদছে তা সম্পূর্ণভাবে যাতে নিঃসারিত হয়ে যায় সেইরূপ সুন্দরভাবে বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মার্জনা করে শোভিত করে তুলছিলেন—দয়ার উদগমে সহজবৈরতাজাত বিরসতা ত্যাগ করে।

১০। তদনু চ বিনিবারিতবারিতমূলতাঃ কৃষ্ণগানগানন্দমাধুরীধুরীণমুখকমলাঃ কমলাতোহপি সৌভগবত্যো ভগবত্যোতপ্রোতরাগাঃ প্রত্যুদগমনীয়গুদগমনীয়মুং পরিদধুঃ ॥

১১। তথা চ সতি পরিগৃহীতাংশুকাস্তাংশুকাস্তাং মার্জিতকেশকলাপাং কলাপাণ্ডিত্যবতীং সৈকতং কতমছপেয়মীং সম্পাদিত-সামগ্র্যাসামগ্র্যবধানপরাং দরশীতশীতলতাজনিত-শীৎকারচারুবদনকমলপরিসর-সরদলিপক্ষবাতবাতুলতাতুলতাস্ত্রুবং কুমারিকাক্ষেণীং যমুনাতাতোহপি স্নাতাতোহপি স্নতরাং বাৎসল্যপাত্রীং কহ্ষেণ যমুনা শীতোপশমকরেণ করেণ লালয়ন্নুদীয়াম্ ॥

পাতঙ্গপো যাসু তাঃ কবরীঃ, সলিলানাং নিঃসারো নিঃসারণং তদ্রূপেণ মার্জনেন বাৎসল্যালয়ন্তীভিবিব। অজএব বদ্রথণ্ডেন কৃতাক্ষজলাপসারণানামাশ্বাসিতানাং তাসাং রোদননিবৃত্তিরভূদিতি ভাবঃ। মার্জনেন কথন্তুতেন? যা শোভা তন্তা অর্জনং লাভো যতন্তেনেতি, প্রত্যুত তাসাং হর্ষ এবাভূদিতি ভাবঃ। তথাভূতাদিরাভিঃ কুমারীভিঃ। আভিরাম্যমভিরামতা তেনাপি কাম্যা কার্ত্তশ্রাং কনকাদপি রম্যা কাস্তিমসাং তাভিঃ, কাপি পরা কাষ্ঠা কোহপি পরম উৎকর্ষ আসেদে প্রাপ্তা ॥

১০। বিশেষণে নিবারিতানি বারীণি যাভ্যন্তথুতন্তমূলতা যাসাং তাঃ, কৃষ্ণ গানগতো য আনন্দন্তেনৈব মাধুরী-ধুরীণানি মাধুর্যভারবাহকানি মুখকমলানি যাসাং তাঃ; প্রত্যুদগমনীয়ং ধৌতবদ্রযুগ্মং; “তৎ শ্রাদ্ধগমনীয়ং যদ্বৌতয়ো-বদ্রয়োঃ যুগ্মং” ইত্যমরঃ; উদগমনীয়ী ব্রতোপযোগিপাবিত্র্যাদৃষ্ট্যা উদগমবতী মুং প্রীতির্নিশ্চিন্তং ॥

১১। পরিগৃহীতানামংশুকানামস্তা অক্ষলানি, তেষাং যেহংশবঃ কনকরসসম্বন্ধিকিরণান্তেঃ কাস্তাম্; সৈকতং

দেখে মনে হচ্ছিল যেন রোদনপরায়ণ আশ্রিত কেশপাশ কন্যাগণ বাৎসল্যভাবে লালন করছেন। সেই সময় অভিরামতারও কাম্য ও কনক থেকে রম্য কাস্তিমতী কন্যাদের সৌন্দর্যমাধুর্য এক অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিল।

১০। বিশেষভাবে জলমুক্ত তমূলতায় শোভনা, কৃষ্ণগানগত-আনন্দের দ্বারা অতিমাধুর্যোচ্ছল-মুখকমলা, লক্ষ্মীদেবী থেকেও সৌভাগ্যবতী, ও ভগবানে ওতোপ্রোতরাগা কন্যাগণ ধৌতবদ্র, যার ব্রতোপযোগী পবিত্রতা দেখে তাঁদের প্রীতির উদয় হ'ল তা পরিধান করলেন।

যমুনা পুলিনে গমন :

১১। পরিগৃহীত বস্ত্রের প্রান্তভাগের চিত্রের জরির কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত কাস্তিবিশিষ্টা, মার্জিত কেশকলাপসমষ্টিতা, ও কলাপাণ্ডিত্যবতী কন্যাগণ তখন যমুনাপুলিনের কোন একস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। পরিপূর্ণরূপে আয়োজিত পূজোপকরণ সাবধানে রক্ষায় তৎপর, ও তৎকালে ঈষৎ শীতের শীতলতা জনিত শীৎকার ধ্বনিযুক্ত মুখকমলের নিকটে সৌগন্ধের আকর্ষণে আগত অলিকুলের পাখার বাতাস-অসহিষ্ণুতায় তুলার মতো ভীতিচপলা ভ্রুবিশিষ্টা, সূর্যদেবের বাৎসল্যপাত্রী সেই কন্যাগণ, যাদিকে সূর্যদেব পিতা হয়েও নিজকন্যা যমুনা থেকেও অধিক প্রীতি করেন তাঁদিকে তিনি যুহু ঈষদৃষ্ণ শীতোপশমকর কিরণরূপ করের দ্বারা লালন করতে করতে উদিত হলেন।

১২ । ততশ্চ জলচরচরণচিহ্নানুপহতেহহতে চ জনাস্তবোধোক্তবোধানি লং বুতচন বপূঃধবলেহবলে-
পরহিতে হিতে পুলিনে পুনরপি নিজনিজকরকল-পরিশোধিতে পূজনসামগ্রীঃগ্রীয়ামবত্যায্য বত্যায্যচর-
তাস্তাঃ কিল কোকিলকোমলবচসো রচনারনিকতাভিঃ সিকতাভির্ভগবতুম্মহন্তি নির্ধিমিসবঃ পরস্পরমভাষন্ত
—‘সহচরি ! চরিতমিদং ন কদচিদস্মাভিরধুনা ধুনানা সন্তমং ভ্রমং চ কানাম কুশলা কুশলানামপি
কুশলেহস্মিন্ন প্রবর্ততাম্ । কিঞ্চ, কিমেকৈকশঃ কিমুত যুগপদর্চনীয়া কাত্যায়নী, কাত্যায়নীরসতা যথা
ন ভবতি, তথৈব বিধীয়তাম্, ধীযতাং শ্রদ্ধাং বিধায় নিশ্চীয়তাং চ’ ইতি কয়াচিহ্নজ্ঞে পুনরত্যা উচুঃ,—
‘মিলিষালি তাদৃশীভির্দৃশীভিরীশ্বরী পূজ্যা ন পুনরেকৈকশোহনেকশোহনেকশোভা ভবিস্বতি’ ইতি
সকলা এব সকলা এবমতিমধুমধুরং কৃষ্ণগুণগানমঙ্গলমারম্ভ্য সৌরভ্যসৌভাগ্যকুসুমাজ্জলিং বিকীর্ষ্য

সিকতাময়ম্; কতমং পুলিনমুপেয়যীং প্রাপ্তবতীম্; সম্পাদিতং সামগ্র্যং সমগ্রতাহবৎতং যন্তাহবত্বাভূতা যা সামগ্রী পূজো-
পযোগি-ঈদৃশ্যাণি তত্রাবধানপরাম্, কদাচিৎ পতন্তিঃ পক্ষিভিরূপহন্তো বৈতি শঙ্কয়া । দরশীতশ্রদ্ধাশীতশ্রবণা শীতলভা-
বপুষাং সৌকুমার্যাং প্রাতঃস্নানানভ্যাসাচ্চ যৎ শীতদায়িত্বং তজ্জনিতেন শীৎকারেণ চাকুগাং বদনকমলানাং পরিসরে
সরভাং সৌরভ্যং প্রাপ্য গচ্ছতামলীনাম্ যঃ পক্ষসম্বন্ধী বাতন্তস্ত বাতুলতয়া বাতাসহিষুতয়া তুলবন্তস্তা ভীতিচপলা
ক্ৰীড়ো যন্তাস্তাম্; “বাতুলঃ পুংসি বাতায়ামপি বাতাসহে ত্রিষু” ইত্যমরঃ । যমুনাতাতোহপি সুর্য্যোহপি সুর্য্যাতোহপি
সুর্য্যাতোহপি ॥

১২ । অনিলমস্তুরেণ পবনেন বিনা; জনাস্তবোধোহহতে, কিন্তু অনিলেনৈব হতে, প্রভাত বজ্রকৃতে ইতি ভাবঃ ।
অবলম্বঃ ফেনাদি-কঙ্কপ্রলেপস্তদ্রহিতে; অগ্রীয়াযুত্তম্যঃ; অবত্যায্য স্থাপয়িত্বা; রচনায়াং রসিকতা যাসু তথাত্ততাভিঃ
সিকতাভির্বালুকাভিঃ । ন চরিতং ন কৃতম্, ইদং কাত্যায়নচর্চনব্রতং তথাপি কুশলাঃ স্বার্থচতুরা কানাম ভ্রমং ভ্রান্তিং
সম্মমমাবেগক ধুনানা দূরীকুবর্তী সতী কুশলানামপি কুশলে মঙ্গলানামপি মঙ্গলেহস্মিন্ কর্মণি ন প্রবর্ততাম্, কিন্তু প্রবর্তত
এব । কস্তা সুর্য্যাত্যাত্যয়েন অত্যয়েন যা নীরসতা সম্মত্যভাবহেতুকবৈরন্ত্যং সা যথা ন ভবতি । ধীযতাং ধিয়া বুদ্ধ্যা
যতাং সংযতাম্ । হে আলি ! তাদৃশীভির্মিলিষেবশ্বরী পূজ্যা । মিলনে হেতুঃ—ঈদৃশীভিঃ পরস্পরসৌহার্দবতীভিঃ ।

১২ । এরপর জলচরচরণচিহ্ন রহিত, বায়ু বিনা অশ্রুজনের গমন রহিত, ও কোনও ফেনাদি
প্রলেপ রহিত কোনও পবিত্র কর্ণধবল পুলিনে অতি উত্তম পূজাসামগ্রী রেখে অহো শ্রেষ্ঠ চরিত্রবতী
কন্যাগণ মূর্তি গড়ার উপযুক্ত বালুকায় উমামূর্তি গড়তে ইচ্ছুক হয়ে কোকিল-কোমল বচনে পরস্পর
বলাবলি করতে লাগলেন । একজন বললেন—‘হে সহচরি, কাত্যায়নী অর্চনব্রত আগয়া কখনও
করিনি, তবে কথা হচ্ছে মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ ত্রাস্তি উদ্বেগ দূরকারী এ-মঙ্গল কার্যে কে-না প্রবর্তিত
হয় । আরও, তোমরা কি প্রত্যেকে একা একাই কি যুগপৎ সকলে একসঙ্গে কাত্যায়নী অর্চন করবে,
তোমরা সেইরূপ বিধান কর যাতে সুর্য্য ত্যাগে নিরসতা এসে উপস্থিত না হয়, আরও বুদ্ধি স্থির করে
শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য নিশ্চয় কর । এইরূপ বললে পুনরায় অশ্রু একজন বললেন—‘হে সখি, আমাদের
মতো সৌহার্দবতী কন্যাগণের সকলে মিলিত হয়েই ঈশ্বরীপূজা করা উচিত, কেন-কি প্রত্যেকের
পৃথক পৃথক পূজা করা ঠিক নয়, একসঙ্গে সবাই মিলে করলে অনেক শোভা হবে।’ অতঃপর

শুচিতরসিকতাঃ সমভাৰ্য ভগবত্মাদেব্যা মূৰ্ত্তিং নির্মাতুমারেভিরে ॥

১৩। আরম্ভমাত্র এব সা ভগবতী সিকতাময়তাময়মানেব স্বয়মেব স্বয়মেব মূৰ্ত্তিমতী যজ্ঞজনিষ্ঠে, তদৈব তা অহো অহোভিৰ্হলৈরপ্যেবং ন শক্ৰুবন্তি যন্নির্মাতুং তদিদং ক্ষণেন ক্ষণেন সহ সুসম্পন্নমিতি হংপ্রসাদসাদনেন দেবীপ্রসাদসাদনং জাতমিতি মন্ত্যমানা মানাধিকাং চিত্তবৃত্তিমেব প্রমাণীচক্রুঃ ॥

১৪। ততশ্চ অভিতোহভিতোযতস্তামেব দেবীমুপসেবিতুমনসো মনসোহপ্যাগোচরেণ ভাবেন ভাবেন বশংবদা বদাবদত্বমপহায় বাগযতা যতাত্মানো যমুনাসলিলমাহৃত্য পূজোপকরণানি করণানিয়মানি সন্নিহিতানি বিধায়, নিধায় নিধিমিব হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণম্, বিধিবদ্বিহিতপাদধাবনাচমনা, মনাগালস্থিতবসনা-সনাঃ সমানমানসত্বেন সত্বেন মৌনাবস্থাবস্থানেহপি সমানমানসালাপাঃ সমাননিৰ্বাহবাছব্যবহারাস্ত ভগবতীমর্চয়িতুমারেভিরে ॥

অতো নাত্র বৈরশ্চ ভাবীতি ভাবঃ। ন তু একৈকশ একৈকয়া পর্যায়েণেত্যর্থঃ। বিলম্বেন সৰ্বাসাং মুখ্যকালানুভাদিতি ভাবঃ। অতএবানেকশোহনেকাভির্হুভিরনেকা শোভা ভবিষ্যতীতি। সকল্যাঃ পূজনশিল্পবত্যাঃ ॥

১৩। স্বয়মেব স্তূৰ্ণ অয়ং শুভবহং বিধিং ময়তে পূজাপরিবর্তনেনেব দদাতীতি সা তথা; 'বেত্ত্ প্রতিলম্বনৈঃ; ক্ষণেন সহ উৎসবেন সহ। সাদনং প্রাপ্তিঃ ॥

১৪। ভাবেন প্রেমণা, ভাবেন ভা কান্তিস্তামবতি রক্ষতীতি ভেন বংশবদাঃ পরম্পরং বশবর্তিতঃ, বদাবদত্বং বচনপ্রতিবচনাদিকর্ষত্বম্, পূজোপকরণানি ধূপদীপ নৈবেদ্যাদীনি, করণেন বাগিঞ্জিয়েণানিয়মানানি বর্ণয়িতুমশক্যমিকি

পূজন-নিপুণা সকল কত্যাগণ অতি মধুর মধুর কৃষ্ণগুণগানময় মঞ্জলাচরণ আরম্ভ করে সুসজ্জিত সুন্দর কুমুমাঞ্জলি অর্পণ করে পবিত্র মূর্তিগড়ার বালুকা পূজা করে ভগবতী উমাদেবীর মূর্তি গড়তে আরম্ভ করলেন।

বালুকাময়ী মূর্তি গড়ন :

১৩। আরম্ভমাত্রই পূজার প্রতিদানে স্বয়ংই স্তূৰ্ণ শুভবহ অদৃষ্টদায়ী সেই ভগবতী যদি বালুকাময়ী মূর্তি প্রকট করলেন তখন—‘অহো, বহুদিনেও বহুব্যক্তি যা এমন সুন্দর করে নির্মাণ করতে পারে না তা এই ক্ষণকাল সময়ে আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন হয়ে গেল’, এইরূপ চিন্তায় তাঁদের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠলে তাঁরা মনে করলেন এতেই দেবীর প্রসন্নতা-প্রাপ্তিও স্বতঃসিদ্ধই হয়ে গেল— এইরূপ মাননাকারিণী তাঁরা নিজের চিত্তবৃত্তিকেই সমস্ত প্রমাণ থেকে অধিক বলে নিশ্চয় করলেন তখন।

কাত্যায়নীদেবীর অর্চন :

১৪। অতঃপর সর্বপ্রকারে পূর্ণসন্তোষের জন্য কত্যাগণ সেই বালুকাময়ী দেবীর উপাসনার মানসে মনেরও অগোচর কামনা পালয়িতা প্রেমে পরম্পর বশবর্তী হয়ে, বাক্বিতত্ত্বা ত্যাগ করে, মৌনি হয়ে মনকে সংযত করে যমুনা জল আহরণ করে, বর্ণনাতীত পূজাসম্ভার নিকটে ধরে, শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কিন্দ্র মতো হৃদয়ে স্থাপন করে, বিধিবৎ পাদধাবন আচমনাদি করে, বিস্তৃত আসনে ভূমিজে গদাধ

১৫। তত্র প্রথমং প্রথমগুপ্তসাহজসাধারণ্যেন তন্ত্রামেব সৈকত্যাং কত্যায়াণীমূর্তৌ মনসা মনসৈব সকলাঃ কলাবত্যঃ সমানমানসতয়া একরূপমেব তদা তদাবাহনং বিদধতি স্ম ॥

১৬। যথা— ‘ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবি সন্নিধানমিহাচর।

কৃষ্ণস্ত সন্নিধানং নঃ প্রাপয়স্ব নমো নমঃ ॥

১৭। ইত্যাবাহ বাহুবৃত্তিরহিতা অবহিতা অবনতা নতাজ্যঃ পুনস্তথৈব বিমলমাসনমাসনমগ্রতো-
হগ্রতোষণে সমুপনীয় পনীয়তমং পূর্ববন্দনসৈব নিবেদয়ামাসুঃ,—

‘আন্ততামিহ ভো দেবি দিব্যমাসনমিষ্যতাম্। অস্মাকমঙ্কপর্যঙ্কং কৃষ্ণাসনমুদীরয় ॥’

১৮। ইত্যাসনং সনন্দনীয়াদরমদরমোদেন সমর্প্য স্বাগতং পপ্রচ্ছুঃ,—

‘স্বাগতং তব হে দেবি স্বাগতং তে নিবেদ্যতে।

কৃপয়া কারয়াম্মাকং স্বাগতং কৃষ্ণমস্তিকে ॥’

সন্নিহিতানি বিধায় হস্তপ্রাপ্তিদেহে হাপয়িত্বৈত্যর্থঃ। পূজাসমাপ্তি-পর্যন্তমাসন-ভঙ্গ্যানোচিত্যাদিতি ভাবঃ। মনোগিতি
প্রৌঢ়শব্দদ্বয়োর নিরসনার্থং ভূমিস্পৃষ্ট-চরণৈকদেশা ইত্যর্থঃ। সন্তেন সন্তুগুণেন হেতুনা মৌনাবস্থায়াবস্থিতাবপি ॥

১৫। প্রথমং খ্যাতম্, অজ্ঞা সাক্ষাৎ। অজ্ঞসাধারণ্যেন অজ্ঞবস্ত্তুল্যাত্বেন সৈকত্যাং সৈকতাবিকারভূতায়ামেব,
অকৃত্রিমতয়া নিত্যসিদ্ধ-মননেত্যর্থঃ। মনসা মনসৈব, ন তু মন্ত্রবর্ণান্ স্পষ্টমুচ্চাৰ্যেতি ভাবঃ ॥

১৬। কৃষ্ণসন্নিধানং নোহস্মান্ প্রাপয়স্বেতি। অজ্ঞাং গ্রামং প্রাপয়েতিবং সপ্তমার্থ এব পর্য্যাপ্তিঃ, তত্শ্চ ভ্রমত্বেব
কৃষ্ণোহপ্যস্মান্ সন্নিহিতো ভবতিত্যর্থঃ। পূর্বশ্চ সাধনত্বমুত্তরশ্চ ফলত্বমিতি। এবমগ্রেহপি ॥

১৭। বিমলা মা শোভা তন্ত্রা আসনং স্থিতির্ভজ তথাভূতমাসনম্; পনীয়তমমতিস্তবাম্; ‘পণ স্ততো পন চ’ ইতি
দৃষ্ট্যত্বমপি ॥

ছুঁইয়ে বসে, অভিন্ন মানস ও সন্তুগুণে অধিষ্ঠিত হেতু মৌন অবস্থায় স্থিত হয়েও অভিন্ন মানস-আলাপা
কন্তাগণ বাহুব্যবহার নির্বাহেও সমান হয়ে ভগবতী উমাদেবীর অর্চন আরম্ভ করলেন।

১৫। এই অর্চনে সর্বপ্রথমে সকলকলাবতীগণ সমান মানসা হেতু একই ভাবে তখন সাক্ষাৎ
প্রসিদ্ধ অজনবস্ত্তুল্য মাননা করে সেই বালুকাবিকারভূতা কাত্যায়নী মূর্তিতে তাঁর আবাহন মন্ত্র মনে
মনেই উচ্চারণ করলেন।

১৬। যথা—এখানে আসুন দেবি আসুন, এই মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হোন। আমাদিকে কৃষ্ণের
নৈকট্য প্রাপ্তি করান। আপনাকে প্রণাম, প্রণাম।

১৭। এই প্রকারে আবাহন করে বাহুবৃত্তি রহিত হয়ে নতাজী কন্তাগণ সাবধানে বিনম্রভাবে
পুনরায় সেই ভাবেই বিমল শোভাবিশিষ্ট আসন নব আনন্দে সম্মুখে ধরে অতিস্তব্য উমাদেবীকে
পূর্ববৎ মনে মনেই নিবেদন করলেন—‘হে দেবি, আসতে আজ্ঞা হোক, এ দিব্য আসন স্বীকার করুন।
আমাদের অঙ্কপর্যঙ্ক কৃষ্ণের আসনরূপে প্রখ্যাপিত করুন।’

১৯। ইতি স্বাগতমস্বাগতমহাপরিতোষণে পৃষ্ঠা সমুচিতচিত্ত-তত্ত্বদ্রব্যভব্যভর্মভাজনস্থমুপপাত্তপাত্তমপি তথৈব নিবেদয়াক্রিয়ৈঃ ॥

২০। 'উপপাত্তমিদং পাত্তং পাদয়োরভিবাভয়োঃ। কৃষ্ণপ্রাশ্বেদপাত্তং নঃ শিশিরীকুর্তামুরঃ।

সম্পাত্ততামনাতে নঃ কৃষ্ণস্রাত্ত সমাগমঃ'।

২১। ইতি পাত্তং নিবেদ্য বেদ্যরহিতা বিধিবদাহত-তত্ত্বপযুক্তযুক্ততমদ্রব্যানর্ধমর্ধমর্ধয়ামাসুঃ ॥

২২। যথা— 'অপ্যর্ঘিতৌষৈরর্ঘ্যা স্ব তুভ্যমর্ঘৌষ্মমর্ঘিতঃ।

মহার্ঘ্যঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ ক্রিয়তাং স্বর্ঘ এব নঃ ॥'

১৮। নন্দনীয়োভিনন্দন্যো আদরেণ সহ বর্তমানং যথা শ্রাদেবম্। অদরমোদোনানন্দনেন স্বর্গতমপ্রকাশিতং যথা শ্রাস্তথা, চিত্তবৃত্ত্যেব স্বাগতং নিবেদ্যত ইত্যর্থঃ। অস্বাক্ষমন্তিকে কৃষ্ণং সূর্যু আগতং কারয় সম্পাদয়; যথা, কৃষ্ণং প্রাযোজ্যকর্তারম্, অস্বাক্ষং স্বাগতং কারয়, কৃষ্ণোহস্বান্ স্বাগতং পৃচ্ছতিত্যর্থঃ। অতএব বক্ষ্যতি—(ভা০ ১০।২৩।২৫) "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি ॥

১৯। অসুখ প্রাণেষ্ণাগতো যো মহান্ পরিতোষন্তেন পৃষ্ঠা। সম্যগুচিত্তৈশ্চিত্তৈরেকীকৃতৈস্তত্ত্বদ্রব্যৈঃ পাশ্চোপযোগি-শ্রামাকাদি-বস্ত্রভির্ব্যং মঙ্গলভূতং যদুভর্ম-ভাজনং কনকপাত্তং তত্রহমুপপাত্ত কৃৎস্না; "পাত্তং পাদয় বারিণি" ইত্যমরঃ ॥

২০। হে অনাঞ্জে! দুর্গে! নোহস্বভ্যাং কৃষ্ণস্ত সমাগমঃ সম্পাত্ততাং দীয়তাম্ ॥

২১। বেত্তেন জাতুমর্হেণ পূজাবিধ্যাদিনা রহিতা অপি বিধিবদিত্তি বিরোধঃ; যথা, বেত্তরহিতা জাতুমশকা অস্ত্রেরজ্ঞেয়স্বরূপা ইতি যাবৎ। তদুপযুক্তৈরর্ঘোপযোগিভিদুর্বাদিভিষু'কৃততমৈঃ পরমোচিত্তৈর্দ্রব্যনির্মিতৈস্ত্রয়নর্ধম্, অর্ঘো মূল্যং তচ্ছ্রুণ, অর্ঘয়ামাসুনিবেদয়ামাসুঃ ॥

১৮। এইভাবে অভিনন্দনমিশ্র আদরের সহিত মহান আনন্দে আসন সমর্পণ করে স্বাগত জানালেন—

'হে দেবি আপনাকে স্বাগত জানাই, আমাদের মনোগত ভাব আপনাকে নিবেদন করছি।'

'হে দেবি আপনার শুভাগমন হোক, আপনাকে গোপনে নিবেদন করছি শুধু—কৃপা করে আমাদের নিকটে কৃষ্ণের শুভাগমন করান।'

১৯। অতঃপর আস্তরিক মহাপরিতোষের সহিত স্বাগত জানিয়ে সমুচিত দ্রব্য শ্রামাকাদি গুছিয়ে মঙ্গলময় পাত্রে ধরে পূর্বের মতোই পাত্ত নিবেদন করলেন—

২০। হে অনাঞ্জে! দুর্গে! আপনার অভিবন্দনীয় চরণযুগলের জন্ত এই পাত্ত অঙ্গীকার করুন। কৃষ্ণের প্রাশ্বেদরূপ পাদপ্রক্ষালন-জল আমাদের বক্ষোস্থল শীতল করুক। আগাদিকে কৃষ্ণের সঙ্গম দান করুন।'

২১। এইরূপে পাত্ত নিবেদন করে অস্ত্রের অজ্ঞেয়স্বরূপা কণাগণ বিধিসম্মতভাবে আহুত, অর্ঘের উপযুক্ত সমুচিত দ্রব্য অমূল্য অর্ঘ সাজিয়ে নিবেদন করে দিলেন। যথা—

২৩। ইত্যর্থং নিবেদ্য কমনীয়মাচমনীয়মাচরিতবিধিবিধানমর্পয়ামাস্তুঃ। যথা—

‘ইদমাচমনীয়ং তে কমনীয়মুপাহৃতম্। কৃষ্ণাচমনীয়ং ত্বমানয়াম্মাকমাননম্॥

২৪। ইত্যচমনীয়ং নিবেদ্য ঘৃত-দধি-মধুমধুরং মধুপর্কমর্পয়ামাস্তুঃ। যথা—

‘মধুরো মধুপর্কস্তে মুখসম্পর্কমাপিতঃ। কুরু কৃষ্ণাধরপুটীমধুপর্কক্ষমা হি নঃ॥’

২৫। ইতি মধুপর্কং নিবেদ্য বেদ্যবলগ্না লগ্না ইব সন্তোষ-সমার্থো সমার্থোতহুদয়াঃ প্রেমরসেন পুনঃ পুনরাচমনীয়মুপকল্পয়ামাস্তুঃ। যথা—

‘পুনরাচমনীয়ং তে কমনীয়মিদং পুনঃ। পুনরাচমনীয়ং ভোঃ কৃষ্ণস্থাননমস্তু নঃ॥’

২৬। ইতি পুনরাচমনীয়কমুপকল্প্য সৌরভরভস-বলীকৃতগন্ধবহং গন্ধবহং বিনাপি বিস্মাপকত্বে

২২। অর্ঘিতোঁষে: পুজিতসমূহেদেবাদিভিরপাৰ্ঘ্য। পূজ্যা; অর্ঘিতো নিবেদিতঃ, মহার্ঘো বহুমূল্যঃ, বর্ঘ: সুলভঃ।

২৩। কৃষ্ণাচমনীয়ত্বং কৃষ্ণেনাদাত্ত্বম্, আনয় প্রাপয়॥

২৪। কৃষ্ণাধরপুটী যমধু ভস্ম পর্কে সন্মেলনে ক্ষমা যোগ্য নোহস্মান্ কুরু; যথা, কৃষ্ণাধরপুটীব মধুপর্কস্তত্র তদাশ্বাদনে ক্ষমা যোগ্যাঃ॥

২৫। বেদিবদবলগ্নং মধ্যদেশো বাসাং তাঃ; “বেদি: স্ত্রিয়ামঙ্গুলিহুদয়াযাম” ইতি মেদিনী; “মধ্যগং চাবলগ্নং চ” ইত্যমরঃ। পূর্বং কৃষ্ণেনাচমনীয়মঙ্গদাননমঙ্গ্বিতি প্রার্থিতমিদানীং পুনহুদনস্ত্বরং শ্রীকৃষ্ণাননং নোহস্মাকমঙ্গাভিরা-চমনীয়মঙ্গ্বিতি প্রত্যাধরপানান্তিলাষঃ॥

২২। ‘হে দেবি, আপনি তো পূজনীয়া সমস্ত দেবতাদেরও পূজ্যা, আপনাকে এই অর্ঘ্য নিবেদন করছি। আপনি আমাদের মহার্ঘ কৃষ্ণসঙ্গ সুলভ করে দিন’।’

২৩। এই প্রকারে অর্ঘ্য নিবেদন করে আচরিত বিধিবিধান মতো কমনীয় আচমনীয় নিবেদন করলেন। যথা—

‘কমনীয় এই আচমনীয় আপনাকে নিবেদন করছি—আপনি আমাদের আনন যাতে কৃষ্ণের স্বাদ লাগে এমন করে দিন।’

২৪। এইভাবে আচমনীয় নিবেদন করে ঘৃত-দধি-মধুমধু মধুর-মধুপর্ক নিবেদন করলেন। যথা—

‘হে দেবি, মধুর মধুপর্ক আপনার মুখের সহিত সন্মিলিত করে দিচ্ছি। আমাদিকে করে দিন কৃষ্ণাধরপুটীমধু-সন্মেলনযোগ্য।’

২৫। এইরূপে মধুপর্ক নিবেদন করে ক্ষীণকটি বিগুহু হুদয়া কত্যাগণ সন্তোষরূপ সমাধিমগ্ন, ও প্রেমরসে আবিস্টা হয়ে পুনরাচমনীয় নিবেদন করে দিলেন। যথা—

‘এই কমনীয় পুনরাচমনীয় আপনাকে নিবেদন করছি। প্রতিদানে কৃষ্ণের মুখকমল আমাদের বার বার পান হোক।’

সকলোহিতমতিলোহিতমতিলোভনীয়ং বলবচ্চারিমণি মণিপুটকে সমুপপাদিতমভ্যঙ্গযোগ্যং তৈলমগ্রত উপনীয়—

‘দেবি দিব্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গার্থমুরীকুরু। অভ্যঙ্গমঙ্গং কৃষ্ণস্তং রজাদঙ্গানি নঃ কুরু ॥’

২৭। ইত্যভ্যঙ্গং বিনিবেद्य নিবিড়তরমুদ্বর্তনীয়মুদ্বর্তনীয়মপি গন্ধচূর্ণং তূর্ণং তূপকল্পয়ামাসুঃ। যথা—

‘উদ্বর্তনীয়ং তে দত্তং গন্ধচূর্ণমিদং যুত্। উদ্বর্তনীয়ং নো হুঃখং হৃষ্য কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ ॥’

২৮। অথ ঘনসারসারবাসিতং সুজাতরূপজাতরূপঘটাসংভূতং স্নানীয়মানীয় মানতামুপপাঞ্জ পূর্ববদ-
যথা—

‘কপূরপূরসৌরভ্যং দেবি স্নানীয়মপিতম্ ॥ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গশুধ্যা কুপয়া অপয়াশু নঃ ॥

২৯। অথ সুবিহিতাকুকুনপরিপাটিকাং শাটিকাং শাতকুম্ভসূত্রকৃতং কৃতাজ্জলিপুটং পুরস্কৃত্য পূর্ববৎ ॥

২৬। গন্ধবহং পবনং বিনাপি সৌরভবেগেন বশীকৃত্য গন্ধবহা নাসিকা যেন তৎ, বিস্মাপকঃ বিস্ময়োৎপাদকঃ সকলৈবের উকিতং তর্কিতং নাসাস্বগঞ্জিয়োরতিলোভনীয়ম্। বলবান্চারিমা চাক্রং যত্র তাদৃশে মণিসম্পূটে। কৃষ্ণাঙ্গমঙ্গমন্তি প্রতিগাত্রং লক্ষীকৃত্য নোহস্মাকমঙ্গানি কুরু, মঙ্গকঃ কপোলাদিভিরস্মাকং কুচগুণাদীনি যোজ্যস্তামিতার্থঃ ॥

২৭। নিবিড়তরাভিসুদ্বিরানলৈর্বর্তনীয়ং ভবিতব্যং যত্র তৎ। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গং প্রাপ্য নোহস্মাকং হুঃখমুদ্বর্তনীয়মুপপাটনীয়ম্ ॥

২৮। ঘনসারসারেশ শ্রেষ্ঠকপূরেণ বাসিতং সুগন্ধিতং সুজাতং রূপং সৌন্দর্যং যত্র তত্র জাতরূপশ্চ কনকশ্চ ঘট্যাং সংভূতম্। পূর্ববদিতি উপকল্পয়ামাসুরিত্যশ্রাব্যং স্তিমাপনম্ ॥

২৬। এইরূপে পুনরাচমনীয় নিবেদন করবার পর বাতাস বিনাও সৌরভবেগে নাসিকাবশী, বিস্ময় উৎপাদনে সকলের তর্কিত, গাঢ়লাল, অতি লোভনীয়, ও প্রতি অঙ্গে মর্দন যোগ্য তৈল অতি রম্য মণিসম্পূটে সুসজ্জিত করত সম্মুখে উপস্থিত করে—

‘হে দেবি, এই দিব্য তৈল আপনার প্রতি অঙ্গে মাখবার জন্য অঙ্গীকার করুন। আমাদের সকল অঙ্গকে কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের দিকে প্রোমে উন্মুখী করুন।

২৭। এইরূপে তৈল নিবেদন করবার পর অতি ঘনানন্দের উৎস এই কোমল গন্ধচূর্ণ শীঘ্র নিবেদন করছি। যথা—

‘হে দেবি, এই কোমল বিলৈপন ত্রব্য গন্ধচূর্ণ আপনাকে নিবেদন করছি। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গদানে আমাদের হুঃখ উৎপাটিত করে দিন।

২৮। এরপর উত্তম কপূরে সুগন্ধিত স্নানীয় সুন্দর স্বর্ণঘটিতে ভরে এনে সম্মুখে পূর্ববৎ—
‘হে দেবি কপূরপূর সুরভিত স্নানীয় আপনাকে নিবেদন করছি। আপনি কৃপাকরে শীঘ্র আমাদের কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ শুধ্য স্নান করান।

২৯। অতঃপর অতি পরিপাটি করে কোঁচান স্বর্ণসূত্রে বোনান সাড়ী কৃতাজ্জলিপুটে সামনে

৩০ । 'হে দেবি পরিধেহীদং কনকাংশুকমংশুকম্ ।

কৃষ্ণাংশুকেনাংশুকানি পরিবর্তয় নোইষ্মিকে ॥'

৩১ । অথ নানামণিময়নিরাময়নিরামণীয়কমলঙ্কারমলঙ্কারয়িত্বা সমানীতং পূর্ববৎ,—

'রত্নালঙ্কারৈরেভির্ভব ভাবিশ্রুতকৃতা । কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমুখয়া কারয়াস্মানলঙ্কতাঃ ॥'

৩২ । অথ সমুপচিত কন্তুরীকন্তুরীকৃত-কর্পূরপূরঃ সরসতরাস্তরুণ্ডরুগন্ধসার-গন্ধসারঃ সদম্বুলেপপঙ্কঃ পঙ্কজনয়নাভিরাভিরাভিমুখ্যমানায়ি, তত ইদমুচে চ—

'অম্বুলেপনমেতন্তে দেবি দিব্যমুপাহৃতম্ ।

কৃষ্ণাম্বুলেপসৌরভ্যোঃ সুরভীকারয়স্ব নঃ ॥'

৩৩ । অথ গন্ধবহানন্দি-গন্ধবহানন্দিতগন্ধং গন্ধং সমুপনীয় পনীয়মুচুঃ,—

২৯ । হুর্হু বিহিতা আকুঞ্চনস্ত সম্যক্ কৃষ্ণীকরণস্ত পরিপাটী যন্তাং তাম্ ॥

৩০ । কনকানামংশবঃ কিরণা যস্মিংশুদংশুকং বস্ত্রম্ ॥

৩১ । নানামণিময়ং ■ তন্নিরাময়াণি নির্মলানি নিতরাং রামণীয়কানি রমণীয়স্থানি যন্ত তথাভূতং চেতি তৎ, অলঙ্কারং কটককুণ্ডলাদিকমলমত্যাং কারয়িত্বা নিপুণ-স্বর্ণকার-স্থানে ইত্যর্থঃ ॥

৩২ । আভিঃ পঙ্কজনয়নাভিঃ সদম্বুলেপপঙ্কো দেব্যা আভিমুখ্যমানায়ি । কথঙ্কৃতঃ? সমুপচিতা কন্তুরী যুগমদো যজ্ঞ সঃ । তুকারো যমকার্থঃ । উরীকৃতোহঙ্গীকৃতঃ কর্পূরপূরো যেন সঃ । সরসতরৈরন্তরুণ্ডিগুণ্ডঃ শ্রেষ্ঠঃ; গন্ধসারস্ত চন্দনস্ত গন্ধেন সারঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥

ধরে পূর্ববৎ—

৩০ । হে দেবি, স্বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল এই বস্ত্র আপনি পরিধান করুন । প্রতিদানে হে অম্বিকে ! কৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত আগাদের বস্ত্র-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিন ।

৩১ । অতঃপর নানা মণিময় উজ্জ্বল পরমসুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নিপুণ স্বর্ণকার দিয়ে তৈরী করিয়ে এনে সম্মুখে ধরে পূর্ববৎ—

হে ভাবিনি ! এই রত্নালঙ্কারের দ্বারা আপনি অলঙ্কৃতা হোন । কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-মুখদ্বারা আমাদিকে অলঙ্কৃতা করুন ।

৩২ । অতঃপর অতি প্রবন্ধ যুগমদযুক্ত, কর্পূরপূরবাসিত, অতি সরস অগুরুতে ও চন্দনগন্ধে শ্রেষ্ঠ মনোহর অম্বুলেপপঙ্ক পঙ্কজনয়নাগণ দেবীর সম্মুখে ধরে এক্রপ বললেন—

'হে দেবি, এই দিব্য অম্বুলেপন আপনাকে নিবেদন করছি । কৃষ্ণাঙ্গের অম্বুলেপ-সৌরভ্যো আগাদিকে সুরভিতা করুন ।'

৩৩ । অতঃপর নাসিকার মুখদায়ী বায়ুতে সম্যক্ প্রকারে সমৃদ্ধিকৃত গন্ধবিশিষ্ট প্রশংসনীয় গন্ধদ্রব্য সম্মুখে ধরে বললেন—

‘গন্ধৈর্গন্ধবহানন্দী দেবি গন্ধোহয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণাজগন্ধেনাস্মাকমঙ্গানি সুরভীকুরু ॥’

৩৪। অথ বৃন্দাবনস্থ-ষড়্ভুতকালীনানি মধুপরাগ-মধু-পরাগরঞ্জীনি কুসুমানি পুরঃ সম্পাভু—

‘ইদং বৃন্দাবনোদ্ভূতং প্রসূনং দেবি গৃহ্যতাম্।

রদপ্রসূনৈঃ কৃষ্ণস্ত পূজিতাঃ সন্ত নোহধরাঃ ॥’

৩৫। অথ সুরভিতরকালাগুরুগুরুতরগুগ্গুন্ডলুচ্ছামৃগালপ্রভৃতিভৃতিসুগন্ধিতং ধূপধূমমগ্নাত উপ-
কল্যা—

‘সুগন্ধিধূপধূমোহয়ং ধূপস্তে দেবি কর্নিতঃ।

ধূপিতা ভব নশ্চিত্তং ধূপিতং শীতলীকুরু ॥’

৩৬। অথ প্রাজ্যপ্রাজ্যকর্পূরবর্ন্তিবর্ন্তিতং দীপমগ্নে নিধায় পূর্ববৎ—

‘কর্পূরবর্ন্তি-সুরভির্দেবি দীপোহয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণকৌস্তভদীপেন দীপ্তং নস্তাত্তরোগৃহম্ ॥’

৩৩। গন্ধবহাং নাসিকামানন্দয়িতুং সুখয়িতুং শীলং যশ্চ তথাভূতো গন্ধবহেন পবনেন আ সম্যকপ্রকারেণ
নন্দিতঃ সমুদীকৃতো গন্ধো যশ্চ তন্ম, পনীয়ং প্রশংসাইম্ ॥

৩৪। মধুপানাং ভ্রমরাণাং রাগো যত্র তেন, মধুনা পরাগেণ চ রঞ্জীনি রঞ্জকানি। প্রসূনমিতি জাতাবেকত্বম্।
রদা দস্তা এব প্রসূনানি কুন্দপুষ্পাণি তৈঃ ॥

৩৫। গুলুচ্ছঃ স্তবকঃ, অমৃগালং বীরগমূলম্; “ম্লেহশ্চোশীরমজ্জিয়াম্। লামজ্জকং লঘুলয়মমৃগালম্” ইত্যমরঃ।
তৎপ্রভৃতীনাং তদাদীনাং বস্তুন্যং ভূত্যা ধৃত্যা স্নগন্ধিতম্। ধূবনং ধূস্তাং পাতিতি ধূপঃ সাক্ষ্য ইত্যর্থঃ। ধূপিতা ভব,
দীপ্তিমতী ভব; ‘ধূপ দীপ্তো’। নোহস্মাকং ধূপিতং চিত্তং সন্তপ্তং মনঃ; ‘তপ ধূপ সন্তাপে’ ইতি ধাতোঃ ॥

৩৬। প্রাজ্যং প্রচুরং প্রাজ্যং প্রকৃষ্টং স্বতং যত্র তথাভূতা যা কর্পূরবর্তিস্তয়া বর্তিতমুৎপাদিতমিত্যর্থঃ ॥

‘হে দেবি! নিজ সুগন্ধে নাসিকার আনন্দদায়ী এই গন্ধদ্রব্য নিবেদন করছি। কৃষ্ণাজ-গন্ধে
আমাদের অঙ্গ সুরভিত করুন।’

৩৪। অতঃপর বৃন্দাবনস্থ ষড়্ভুতকালীন ভ্রমরাপ্রিয় মধুপরাগরঞ্জি কুসুম সম্মুখে ধরে—

‘হে দেবি, বৃন্দাবনোদ্ভূত এই কুসুম গ্রহণ করুন। কৃষ্ণের দন্তকুসুমদ্বারা আমাদের অঙ্গর
পূজিত হোক।’

৩৫। অতঃপর সুগন্ধিত কালাগুরু, অতু্যন্তম গুগ্গুন্ডল-স্তবক, এবং খস্ খস্ মূল প্রভৃতির
মিশ্রণে সুগন্ধিত ধূপের ধূয়া সম্মুখে উপস্থিত করে—

‘হে দেবি, এই সাক্ষ্য সুগন্ধী ধূপধূম আপনাকে নিবেদন করছি, দীপ্তিমতী হোন। আমাদের
সন্তপ্ত চিত্ত শীতল করুন।’

৩৬। অতঃপর প্রচুর উত্তমঘৃতসিক্ত কর্পূর পলিতায় সজ্জিত দীপ সম্মুখে ধরে পূর্ববৎ—

‘হে দেবি, সুরভিত এই কর্পূর পলিতায় সজ্জিত দীপ অর্পিত হচ্ছে। কৃষ্ণকৌস্তভদীপের দ্বারা

৩৭। অধি মধুরমধুরসরসিভিসিতসিতাসিতাতপততুলসার্ককসসৈন্ধব-ধবলমুগমুগবিদলকদলক
নারিকেলকজদমল-পরিমল-ঘনঘনসারসার-সরসতরাপূপ-পুষ্পশাকুল-কুললসদখণ্ডখণ্ডডুকবলমানমানসা-
মোদকমোদকসৌরভরভসনিরপায়পায়স-পকান্ন-দধিপয়ঃ-প্রভৃতি নৈবেদ্যমুপকল্যা—

‘নিরবদ্যং দেবি হৃদ্যং নৈবদ্যমুপযুক্ত্যতাম্। সম্পাদয়স্ব কুরুত্ব নৈবেদ্যং নো নবং বয়ঃ।’

৩৮। ইতি নৈবেদ্যং নিবেদ্য (ভা০ ১০।২২।৪)—

‘কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিত্বীধিরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।’

৩৯। ইতি মদ্রমুপাংশু পাংশুলতাবিরহেণ বিন্দুবিসর্গ-বিসর্গমতিবারং জেপুঃ। জপিহা তু যথেষ্টমা-
চমনীয়ানন্তরং তাম্বুলপুলকমুপকল্যা—

৩৭। মধুরা চ সা মধুনো রসেন রসিতা চ সিতাসিতা খেতশর্করা তয়া সিতা বন্ধা অতাপততুলা অপ্রাপ্তপাক-
ততুলাচ্চ তথা। সার্ককাণি আর্জকখণ্ডসহিতানি সসৈন্ধবানি সলবণানি ধবলবর্ণানি মুগাত্তানন্দপ্রাপকাণি মুগবিদলানি
চ তথা। কদলকানি চ নারিকেলানি কেলতা উৎসর্গতা অমলপরিমলেন ঘনন্ত সাস্ত্রস্ত ঘনসারস্ত কর্পূরস্ত যঃ সারঃ
সৌভাগ্যন্তেন সরসতরা অপূপাকঃ; কেবলং গর্ভো’ ধাতুঃ। পুঃ পাণ্ডিত্যং তাং পাক্তীতি শাকুলানি শকুলীসম্বন্ধীনি
কুলানি বৃন্দানি চ লসন্তিরখণ্ডগুণ্ডিতৈঃ খণ্ডলডুকৈর্বলমানানি প্রবলানি মানসামোদকানি চিত্তহর্ষকাণি মোদকানি
চ সৌরভস্ত রভসৈবৈসনিরপায়াঃ পায়সান্চ পকান্নানি চ দধিপয়ঃপ্রভৃতীনি চ কুরু তং।

৩৮। কাত্যায়নীতি শ্লেষণে কৃষ্ণাদসঙ্গাতকসুখস্ত অতি অভিশয়েন আশ্রয়নি! হে প্রাপ্তিগতি! তথা হে
মহামায়ে! মহাভোগ্যসম্বন্ধ অমো নিপায়িমাণ আশ্রয়ে বভুঃ; হে তথাক্রমে! মহাযোগিনিতি তেন নন্দগোপসুতেন সহ
যোগ্যোদ্যমি ত্বৈব জীত্বং স্বয়ং সম্পাদ্যঃ; ন তু শিষ্টাদিষাবধামোপদ্রবেণ কালবিলম্বঃ কর্ষঃ,—কালবিলম্বতাসম্বন্ধাদিতি
ভাবঃ। অতএব কুর্বিতি পদম্। অগ্রহা করয়েতুপগন্তং ত্বাং। অধীধরীতি তত্র সামার্থ্যভোক্তকম্॥

আমাদের বন্ধরূপ গৃহ আলোকিত হোক।’

৩৭। অতঃপর সাদা চিনি মাখা আতপ ততুল, আদা-লবনযুক্ত ময়মানন্দ গুল্ল মুগ ডাল,
কলা-কোরান নারকেল, সুগন্ধিত ঘন কর্পূরসার গোলায় তৈরী রসে কেলা মধুর পুষ্প, নানাপ্রকার
পবিত্র অমৃতকেলি আদি ষাধীর, সোটা সোটা মিষ্টাঙ্কুশে ষচিত্ত অতি চিত্তপ্রসাদনী মোদক, সৌরভভরে
চিষ্টচমৎকারকারী পায়স, পকান্ন, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি নৈবেদ্য নিবেদন করে—

‘হে দেবি চিত্তপ্রসাদক পরমবিগুহ এ নৈবেদ্য ভোজন করুন। আমাদের নবযোবন কৃষ্ণেয়
নৈবেদ্য করে দিন।’

৩৮। এইরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করে—

‘হে কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অনিশ্চরী! হে দেবি! নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি
করে দিন। আপনাকে প্রণাম।’ (ভা০ ১০।২২।৪)।

৩৯। এইরূপে মুখের খুবকরিকণা-নির্গমনহীন ভাবে অমুস্মার-বিসর্গযুক্ত স্পষ্ট উচ্চারণে উপাংশু
জেপ বহবার করলেন। বহু জপের পর আচমনীয়ানন্তর তাম্বুলখিলি সম্মুখে ধরে—

‘সৈলালবজ-কপূরং তাশুলমিদমশ্রুতাম্ । কৃষ্ণাস্ত-তাম্বুলরসমধরাঃ সন্ত নোহতরাঃ ॥’

৪০ । ইতি তাশুলং সমর্প্য নীরাজয়ামাস্থঃ ; যথা—

‘নীরাজয়ামি হ্যং দীপস্তব্ধকেন মহেশ্বরি ।

নীরাজিতানি ককট দ্বিষাজানি ভবন্ত নঃ ॥’

৪১ । ইতি নীরাজ্য মনোরাজ্যরাজ্যভিলাষলাষকৌশলশলস্তরলভয়া দণ্ডমিলিত্য তুইবুঃ ॥

৪২ । ‘অশ্ব হেরম্মমাতস্তাং স্তোতুং স্তোকসঙ্গীধরঃ ।

ন হৃদীশো ন প্রজেশো ন বাগীশোহগরে কৃত্য ॥

৪৩ । রসমাদেব রসনাকণ্ঠখণ্ডনতঃ পরম্ । বহুং তথাপি স্তমহেহস্ত মহেশ্বরি কৃপা ॥

৪৪ । প্রভবিষ্ণোর্মহাবিষ্ণোর্যোগশক্তিস্তম্ভতামা । জ্ঞাসি কর্তৃমকর্তৃং চাক্ষুষ্য কর্তৃমঙ্গীধরী ॥

৩৯ । উপাংশু যথা শাস্তথা জেপুঃ ; “শনৈরুচ্চারয়েন্নম্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ । কক্ষিচ্ছবং স্বয়ং বিজ্ঞসহপাংশু স প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥” ইত্যাগমোক্তরীত্যা পাংশুলতাবিরহেণোচ্চারণে মুখবিপ্রস্বাসমুদগমেণ বিদ্বুবিমর্গাদেবিশিষ্টঃ সর্গঃ পুষ্টিঃ সম্যগুচ্চারণং যত্র তৎ । অভিবারং বহবারম্ ॥

৪০ । নীরাজিতানি নিঃশেষেণ রাজিতানি দীপ্তানি ॥

৪১ । মন এব রাজ্যং তত্র রাজিতুং শীলমশ্রু তথাভূতো যোহভিলাষন্তেন লাষকৌশলং শিল্পচাতুর্যম্, জ্ঞান শির-
ধ্বংগে, তেইমম শলস্তী শিলস্তী বা তরলতা তয়া ॥

৪২ । হৃদীশো মহাদেবো মাহাশ্বোন, প্রজেশো ব্রহ্মা ঐশ্বর্যেণ, বাগীশো বাচস্পতিঃ পাণ্ডিভেন ॥

৪৩ । রসমাদেব আশ্বাদাদেব, খণ্ডনভো হেতোস্তে ভব কৃপাস্ত ॥

‘এলাচ-লবঙ্গ-কপূর দ্বারা সাজানো এই তাম্বুল খেতে অক্লান্ত হোক । কৃষ্ণের তাম্বুলরসে আমাদের অধর অরুণিত হোক ।’

৪০ । এইরূপে তাম্বুল সমর্পণ করে আরত্নিক করছেন যথা—

‘হে মহেশ্বরি, এই দীপাবলীদ্বারা আপনার নীরাজনা করছি । কৃষ্ণাকান্তিতে আমাদের অঙ্গ নীরাজিত হোক ।’

৪১ । এইরূপে নীরাজনা করে মনোরাজ্যে বিরাজমান অভিলাষজাত বাগবিলাসচাতুর্যের সহিত মিলিত তরলতার সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে স্তব করতে লাগলেন—

৪২ । ‘হে মাতঃ ! হে গণেশজননি । আপনার স্তব কিঙ্কিংমাত্রও আপনার স্বামী মহাদেব, ব্রহ্মা, এবং বৃহস্পতি করে উঠতে পারেন না, অপরের কি কথা ।

৪৩ । তথাপি আশ্বাদনের লোভে রসনাকণ্ঠ খণ্ডনের জন্য অক্লান্ত সঙ্গীদর স্তব করছি । হে মহেশ্বরি আপনার কৃপা বর্ষিত হোক ।

৪৪ । সর্বশক্তিমান মহাবিশ্বের আপনি যোগমায়াপ্রা উত্তমা শক্তি । এই প্রতীকমান হুচ্ছে—

৪৫ । স্বমেব তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ স্বং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ।

স্বমবিদ্যা চ বিদ্যা চ বন্ধমোক্ষকরী নৃণাম্ ॥

৪৬ । মাতঃ সর্বাণি সর্বাণি জগন্তি স্বদপাঙ্গতঃ । উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ভবন্তি বিভবন্তি চ ॥

৪৭ । সর্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্তে মূর্দ্ধন্তেব দিবৌকসাম্ । তবাজ্ঞা চ সমজ্ঞা চ রাজহংসীব রাজতে ॥

৪৮ । পরাং পরতরে কৃষ্ণপরে পরমবৈষ্ণবি । পরোপকারপরমে পরমেশ্বরী তে নমঃ ॥

৪৯ । মনোজ্ঞাসি মনোজ্ঞাসি স্বং সর্বশ্চৈব দেহিনঃ ।

দেহি নঃ পতিরূপেণ দেবি গোপেশ্বরনন্দনম্ ॥

৫০ । ইতি স্তব্ধা চিরতরং রুচিরতরং রুচ্যমুরূপং দেবীং প্রণম্য যমুনায়ামেব বিসর্জয়ামাসুঃ । এব-

৪৪ । যোগশক্তির্যোগমায়াখ্যা শক্তিঃ ॥ (৪৫)

৪৬ । “গৌরীব সর্বান্তঃপুরপ্রধানভূতা” ইতি বাসবদত্তাল্পেযদর্শনানুহাদেববাচী সর্ব-শব্দো দস্তাদিরূপি, ততশ্চ হে সর্বাণি । শব্দুপাতি । উন্মীলন্তি জায়ন্তে, নিমীলন্তি নশন্তি, ভবন্তি সত্তাং প্রাপ্নুবন্তি, বিভবন্তি সমুদ্যন্তি ॥

৪৭ । সমজ্ঞা কীৰ্ত্তিঃ ॥

৪৮ । কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ সেবাত্তেন যশ্চাঃ, বস্তুতস্ত স্পষ্ট এব ॥

৪৯ । মনোজ্ঞা শ্রেষ্ঠা অসি, যতঃ সর্বশ্চৈব মনো জানামাসি মনোজ্ঞা, অতএবাস্মন্ননোরুচ্যমুসারেণৈবাবীষ্টং সম্পাদনীয়মিতি ভাবঃ । তর্থেব স্পষ্টমাহঃ—দেহীতি, স্বমেব স্বয়ং দেহি, ন তু পিত্রাদয়ো দদন্তি (ভা০ ১০।২২।৪) “পতিং মে কুরু তে নমঃ” ইতি পূর্ববৎ । স্বদর্চনশাস্ত্রাভিপ্রোক্তেতৎফলকত্বে কথঞ্চিৎভক্ত্যাতে কুমারীগামম্মাকং লজ্জা শ্রাদ্ধিতি তে জানন্তুপি নৈবেতি ভাবঃ । তথা অনভিকুচিস্তাসাং শ্রীরাধাদিসৌভাগ্যদৃষ্ট্যা পরকীয়াশ্চৈব কৃষ্ণশ্রাদ্ধিক্যাদিক্য-সম্ভাবনামুমানাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৫০ । ক্রমেণৈধমানো বধমানো মানঃ পূজা তথা বলিঃ পূজোপযোগ্যপহারশ্চ তাভ্যাং বলিতয়া বর্ধিতয়া সর্পর্যয়া

করা-না করা-অতথা করার শক্তি আপনার আছে ।

৪৫ । আপনিই তুষ্টি-পুষ্টি-শাস্তি-ক্ষান্তি । আপনিই বিদ্যা-অবিদ্যা । আপনিই জীবের বন্ধনকারিণী, মুক্তিদায়িনী ।

৪৬ । হে মা সর্বাণি, আপনার দৃষ্টিপাতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, এবং সমুদ্ভি হচ্ছে ।

৪৭ । সর্বমঙ্গল-শিরোপরি বিরাজমান হে দেবি, আপনার আজ্ঞা ও কীৰ্ত্তি সমস্ত দেবতাদের মস্তকোপরি রাজহংসীর মতো বিরাজমান ।

৪৮ । হে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণের সেবা-তৎপরা পরমবৈষ্ণবি ! সদা পরোপকারে রত হে পরমেশ্বরী ! আপনাকে প্রণাম ।

৪৯ । আপনি সকল জীবের মন জানেন তাই শ্রেষ্ঠা । হে দেবি ! আমাদের মনোরুচি অনুসারে গোপেশ্বরনন্দনকে আমাদের পতিরূপে দান করুন ।

৫০ । এইরূপে বহুক্ষণ ধরে নিজেদের রুচি অমুরূপ পরম মনোহর স্তুতি করত প্রণাম করে

মেঘমহরহরহতোৎকণ্ঠাঃ কণ্ঠাভরণীকৃত-কৃষ্ণগুণগণাঃ ক্রমৈশ্বর্যমানমানবলিবলিতয়া সপৰ্যয়া পর্যয়াহবিনা-
ভাবেন ভাবেন ভগবতীমস্বিকাং প্রসাদয়ন্ত্যঃ সাদয়ন্ত্যশ্চ হংপ্রসাদং মাসমেব তং কতিপয়দিনাবশিষ্টং
কারয়ামাসুঃ ॥

৫১। ন হি তথাবিধবিধবিশিষ্টসিদ্ধসৌভাগ্যবতীনাং যোগ্যবতীনাং যোগমায়াদেবতাস্তুরাধন-
ধনসাপেক্ষা মনোরথসিদ্ধয়ঃ ॥

৫২। তেন চ তাবতৈব বতৈবমসৌ ভগবতী সৌভগবতী পদিশ্রমেণ বশং বদাহবদাতহৃদয়া দয়ালু-
তমতয়া মতয়া চ সুপ্রসন্নাসন্নামিতদায়িনী প্রতিজনং মনসি প্রাহুর্ভূব ॥

৫৩। প্রাহুর্ভূয় ভূয়সাদরেণৈব ‘অয়ি শুভবত্যো ভবত্যো ভগবত্ৰতিদেবতা দেবতাস্তুরমারাধয়িতুং
নাইন্তি, ন হি লক্ষ্মীকা লক্ষ্মীকামনয়া অহুদেবতামারাধয়ন্তি। তথাপি বঃ কেবলবলমানোৎকণ্ঠাকণ্ঠা-

পরিচর্যা পর্যয়ো বিপর্যয়াভাবঃ। সাহজিক্যং তন্ত্ৰ ন বিনাভাবো যত্র তেনাতিস্থিরৈণৈব ভাবেনেত্যর্থঃ। কতিপয়দিনা-
বশিষ্টং মাসমেব বাপ্যাস্বিকাং প্রসাদয়ন্ত্যো হং চিত্তমপি সাদয়ন্ত্যন্ত্যৈ প্রাপয়ন্ত্যঃ সত্যন্তং প্রসিদ্ধং প্রসাদমস্বিকাং
কারয়ামাসুঃ। তাসাং তাদৃশভক্ত্যা বশীভূতৈব দেবী প্রসাদমকরোদিত্যাণ্যন্ত-বাক্যম্ ॥

৫১। অত্র বস্তুতত্ত্বদৃষ্ট্যেবাশঙ্কাং পরিহরমাহ—ন হীতি। যোগ্যা নরলীলত্বেনোচিতা বতির্যাচনং যাসাং তাঃ ;
‘বহু যাচনে’ ক্লিন্নস্তঃ। দেবতাস্তুরাধনমেব ধনং তৎসাপেক্ষা মনোরথসিদ্ধয়ো ন হি, কিন্তু নিত্যসিদ্ধশ্রেয়সোভাবানামেব
তাসাং লোকবল্লীলয়গিতি ভাবঃ ॥

৫২। মতয়া উচিতয়া। আসন্নস্তাভিমতস্ত বাঙ্কিতস্ত দায়িনী ॥

দেবীকে যমুনায় বিসর্জন দিলেন। এইরূপ অহরহ অবিনাশী উৎকণ্ঠাযুক্তা, কৃষ্ণগুণগান কণ্ঠের ভূষণ-
কারিণী কন্যাগণ ক্রমবর্ধমান পূজা ও পূজোপহারে বর্দ্ধিত পরিচর্যা দ্বারা, এবং প্রাতিকুল্যাহীন অতিস্থির
ভাবের দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদন করতে করতে এবং নিজেদের চিন্তেও দেবীর প্রাপ্তি করাতে করাতে
কিছুদিন কম একমাস কাটিয়ে দিয়ে দেবীদ্বারা প্রসিদ্ধ প্রসাদ করিয়ে নিলেন অর্থাৎ তাদের তাদৃশ
ভক্তিতে বশীভূত হয়ে দেবী কৃপা করলেন।

৫১। এই কন্যাগণ নরলীল বলে এই যাচঞা তাঁদের পক্ষে উচিত হলেও বস্তুতস্ত এঁদের
মতো বিবিধ বিশিষ্ট সিদ্ধ সৌভাগ্যবতী কন্যাদের মনোরথ-সিদ্ধি যোগমায়াদি দেবতাস্তুর আরাধনরূপ
ধন সাপেক্ষ নয়।

৫২। এই হেতু বিস্তুত হৃদয়া-যোগ্যপাত্রে পরমদয়াবতী বলে সুপ্রসন্ন-আসন্ন বাঙ্কিতদায়িনী-
সৌভাগ্যবতী ভগবতী এই কন্যাদের বশীভূতা হয়ে গেলেন—প্রতিজনের মনে প্রাহুর্ভূত হলেন।

দেবীর আবির্ভাব ও বরদান :

৫৩। দেবী প্রাহুর্ভূত হয়ে অত্যন্ত আদরের সহিত বললেন—ওহে মঙ্গলময়ী কন্যাগণ !
আপনারা ভগবত্ৰতিদেবতা। আপনাদের দেবতাস্তুরের আরাধনা শোভা পায় না। লক্ষ্মীরও

ভরণমিদং মমাপি যশোভারভারচনমেবেদস্তো দস্তোজ্জিতং মহুপসর্পণং তেনাচিরতয়েব রুচিরতয়েব কৃষ্ণাসন্ত্যা ভবিতব্যম্ । অতঃ পরং তপঃকরণতো বিরমত' ইতি নিগদ্যৈব সর্বাসামস্তরতস্তিরোবভূবেতি তাসামনুভবঃ সমুৎপনীপদ্যতে স্ম ॥

৫৪ । তৎসাক্ষি বামাক্ষিভুজোরু পম্পন্দেহপম্পন্দেনেব সুহৃদা হৃদাপি নিরবসাদং প্রসাদং প্রগতে-
নাশ্বাস্তমানাঃ করতলগং রতলগং মনোরথফলং জাতমিবেতি মহাপি তা মাসপ্রপূরমেবং করণীয়মিতি
নিরনৈষুঃ ॥

৫৫ । অনন্তরং মাসাবসানদিনে দিনেশ উদিতবতি দিতবতি কমলিনীমুদ্রামুদ্রামগীয়া কেন কেনচি-
দাবৃত্তান্তাঃ পূর্বতোহপি বহুগুণেন বহুগুণেন সন্ত্যারেণ ভারেণ দেবীং পূজয়িত্বা জয়িত্বাদতিশয়প্রমোদাঃ
প্রমোদারতয়া ত্রতং সমাপ্য সমাপ্যমানতপঃ-ফলমিব স্বং স্বং জানতো নত্যোৎকর্ষহর্ষবশাৎ পরম্পর-

৫৩ । ভগবদ্বতেরপি দেবতাস্তৎপ্রাপ্তার্থমৈচ্ছদেবাদিভিরপারাদা ইত্যর্থঃ । লক্ষ্মীকা লক্ষ্ম্যাপি ইকং কামনাসুখং
যাস্ত তাঃ ;—“বিজিহীর্ষে ত্বয়া সাক্ষং গোপীরূপেতি সাহস্রবীং” ইতি (৬২৮) শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃততত্ত্বলক্ষ্মীবচনাং ;
“ইথেদে পরুষোক্তো চ কামদেবে অনব্যয়ম্” তথা “সুখশীর্ষজলেষু কম্” ইতি চ বিশ্বঃ । যশোভারত্ৰ ভা শোভা তস্তা
রচনম্, ভো ইতি সস্বোধনম্ ; দস্তোজ্জিতং নিষ্কপটম্ । সমুৎপনীপদ্যতে স্ম, অতিশয়েনোৎপন্নঃ ॥

৫৪ । তত্ত্ব তাদৃশানুভবস্ত সাক্ষি সূচকম্, বামাক্ষিভুজোর্বিত্তি প্রাণ্যজ্জ্বাদর্শন্যকাম্, অম্পন্দেনাপগতম্পন্দেন
নিশ্চলেনাভিস্থিহিরেণেতি যাবৎ, রতং শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমণং লগয়তি যোজয়তীতি রতলগম্ ; তাঃ কুয়ার্থো মাসং প্র
পূরয়ত্বৈতি ‘দ্বিতীয়ায়াং’ ইতি গমূল । নিরনৈষুর্নির্গয়ং কৃতবত্যাঃ ॥

৫৫ । কমলিত্বা মুদ্রাং মুদ্রিতত্বং দিতবতি খণ্ডিতবতি মুদ্রামানন্দানাং রামগীয়েকেন রম্যত্বেন বহুগুণেন শতসহস্রোধ-
সংখ্যাবতা বহুগুণেন চর্বাচোচ্ছাদিত্বগুণযুক্তেন ভা কান্তিত্বাং রাতি গৃহ্যতীতি তেন । প্রমা প্রকৃষ্টা শোভা তস্তা উদারতয়া

কামনাসুখদায়ী জন লক্ষ্মীকামনায় অত্মদেবতা আরাধন করে না । তথাপি ভো আপনাদের এই নিষ্কপট
প্রার্থনা শুধু কেবল বলমান উৎকর্ষারূপ কণ্ঠাভরণ, আর আমারও যশোভার শোভা রচন । এর দ্বারা
শীঘ্রতাপূর্বক রুচিসঙ্গতভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়ে যাবে । অতঃপর তপস্তা থেকে বিরমিতা হোন ।’
এইরূপ বলেই সকলের অন্তঃকরণ থেকে অন্তর্হিত হলেন—এইরূপ তাঁদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল ।

৫৪ । ত্রতাবসান দিন এই অনুভবের সাক্ষীসূচক বামনেত্র-বাহু-উরুর ম্পন্দন হতে হতে থেমে
যাওয়ায়, ও বন্ধুর মতো হৃদয় গ্লানিশূন্য হয়ে প্রসন্নতা লাভ করায় তারা আশ্বাসিত হলেন যে শ্রীকৃষ্ণের
সহিত তাঁদের রমণরূপ মনোরথফল যেন করতলগতই হয়ে গিয়েছে । এইরূপ মনে করলেও তাঁরা স্থির
করলেন যে তাঁদের ত্রত মাস পূরিয়েই করণীয় ।

৫৫ । অনন্তর মাস-অবসান দিনে সূর্য উদয় হলে, কমল প্রস্ফুটিত হলে কোনও অনির্বচনীয়
আনন্দের রমণীয়তায় আবৃত্তা হয়ে পূর্ব হতেও অসংখ্য অসংখ্য ও বহুগুণযুক্ত-কান্তিমন্ত সস্তার দ্বারা
দেবীর পূজা করে বিজয়িনী হওয়ার দরুণ অতিশয় আনন্দোচ্ছল কন্যাগণ পূজাসস্তার সংগ্রহে উদারতা
দেখিয়ে ত্রত সমাপন করলেন । অতঃপর ‘তপফল যেন সমাপিত হয়ে গিয়েছে’-এইরূপ নিজ নিজকে

মভিষেকার্থং কুতুকালিকালি কালিন্দীং জিগাহিষবঃ প্রাগেব কাত্যায়ন্তা কাত্যায়ন্তায়প্রসাদীকৃতকৃত-
কেতরচিহ্নপটপটলস্ত্র জলাবিলীভাব-শঙ্কয়া কয়পি দেশাচারচারবেণ চ তদেব পটপটলমহুকুলে কুলে
নিঃক্ষিপ্য সলিলে সলীলমবললম্বিরে ॥

৫৬ । অবলম্ব্য পরম্পরপরমকৌতুহলহলনলুলিতললিতলসম্মনসো দিনকরকরকরস্থিততয়া নাতি-
শীতভীতাঃ ক্ষণং বিহরমাণাশ্চ রাজন্তে স্ম ॥

৫৭ । এতস্মিন্নেব দিবসে প্রাগেব নিয়তবিচারচারস্থলমুখাভিসরণরণদনাকুলখংকুলাকুলায়মানে
নভসি দিবসমুখে মুখেন্দুসুশাসুধাবিতমুরলীকোহলীকোজিতপ্রণয়ৈর্বলাদিভিঃ প্রিয়সমৈর্বলবতি নিরাবাবেহেহু-
ধেহুগণং সঞ্চারসুখে যোগেশ্বরেশ্বরো ব্রতরতকহারতকহারয়লক্কেপ্রেমবশ্যোহবশ্যোহবশ্যো দাস্ততত্ত্বৎ-
কণ্ঠাভরঃ কণ্ঠাভরণীকৃত-তত্ত্বদগুণগণো গোচারগমুখং বয়স্য়গণসঙ্গমুখং চ বিহায় হায়নাবধিবিবিক্টিতাপূর্ব-

মহত্বেন ; যদা, প্রমায়াং পূজাসজ্জারপ্রমাণে ঐদার্ষেণ, ন তু কার্পণ্যেন ; নত্যা পরম্পরং নমস্কারেণাৎকর্ষো হর্ষস্ত
তদবশ্যং কুতুকানামালিঃ শ্রেণির্ধাসাং তাঃ ; কুতুকালিকা আলয়ঃ সখ্যো যত্র তদ্যথা ভবত্যেবং জিগাহিষবঃ কাত্যায়ন্তা
দুর্গয়া কস্তা স্তবস্তাতিশয়ো য আয়ো বৃদ্ধিস্তত্র যো ভায় ওচিভ্যং তেন প্রসাদীকৃতানাং কৃতকেতরমকৃত্রিমং তস্ত্রোখমেষ
চিহ্নং যেসু তথাভূতানাং পটানাং কোশেষবজ্রাণাং পটলস্ত্র সমুহস্ত্র জলে আবিলীভাবস্ত্র মালিহস্ত্র শঙ্কয়া দেশাচারেণ
হেতুনা চারবং চারুত্বমেব, তেন হেতুনেতি বিগানাভাবশ্চোক্তঃ ॥

৫৬ । পরম্পরং পরমকৌতুহলেন হলনং কর্ণম্, 'হল বিলেখনে' ইত্যস্মাৎ । তেন লুলিতং সংযুটং ললিতং
লসংকান্তিসুস্তং মনো যাসাং তাঃ ॥

৫৭ । প্রাগেব পূর্বদিন এব নিয়তো বিচারঃ 'স্বোহত্র অমৃত চরিত্যমঃ' ইত্যেবংলক্ষণো যত্র তথাভূতস্ত্র চারহলস্ত্র
মুখেভিসরণে রণদ্বিরব্যাকুলৈর্লগ্নকুলৈরাকুলায়মানে সতি নভসি । তথা ধেহুগণমহু লক্ষীকৃত্য সঞ্চারমুখে চ বলবতি
সতি । ব্রতরতাভিঃ কণ্ঠাভী রতকাং প্রেষ্ঠনিষ্ঠরমণসুখাং হেতোর্নায়লক্কে যঃ প্রেমা তেন বশ্তঃ । অবশ্যঃ স্বতস্ত্রোহপি,

জেনে সখীগণ পরম্পর নমস্কার-প্রাপ্ত উৎকর্ষ ও হর্ষবশে কৌতুকে উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন । যমুনাজলে
বিহার ইচ্ছায় তাঁরা কাত্যায়নী দ্বারা সুখোচ্ছল-সমুচিতভাবে প্রসাদীকৃত ও তাতে বোনা সাজ্জারির
নজ্রায়ুক্ত রেশমী সাড়িগুলি জলে মলিন হওয়ার ভয়ে ও দেশাচারেও ভব্য বলে কুলের কোনও অনুকূল
স্থানে ছুঁড়ে দিয়ে লীলাসহকারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐ জলে ।

৫৬ । জলের মধ্যে গিয়ে পরম্পর পরমকৌতুহলভরে টানাটানিতে মর্দন সংমর্দনহেতু ললিতা,
আনন্দোৎফুল্লা, সূর্যকিরণ-ব্যাপ্তিতায় অতিশীত-ভীতিশূন্য কন্যাগণ ক্ষণকাল বিহারপরায়ণা হয়ে শোভা
পেতে লাগলেন ।

৫৭ । সেই দিন প্রাতঃকালে পূর্বপরামর্শ মতো গোচারগস্থল অভিমুখে গমনশীল রাখাল
বালকগণের পদধ্বনিতে অনাকুল খগকুল আকাশে ছড়িয়ে পড়লে নিষ্কপট প্রণয়বন্ধ বলরামাদি প্রিয়-
সখাগণের দ্বারা বলবান, স্বতন্ত্র হলেও রমণসুখার্থে কন্যাগণের আয়লক্কে প্রেমের নিকট অবশ্য বশ্যতা
হেতু তাঁদের উৎকণ্ঠা দূরীকরণে যোগ্য, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখেন্দু সুধায় প্রপূরিত মুরলীর ধ্বনি

পূর্বরাগাণাং তাসাং কলিকামুৎকলিকাবিকাশোন্মুখীকরণায় সংগানবিগানবিরহেণ প্রাচুর্ত্বাবাবধি সমুৎ-
পন্নতত্ত্বজ্ঞানৈরিবানন্দপৃথুকে: পৃথুকে: ক্রীড়াশালভঞ্জিকাকৃতিভী রম্যাশয়ৈ: স খলু ব্রজরাজকিশোরো
বলম্বলসুদামাদিভিরপ্যালঙ্কিত: কাত্যায়ন্তা ভারলাঘবং তাসাং চ সৌভাগ্যভারগৌরবং স্বস্ত্য বৈদম্ভ্যভার-
প্রকটং করিষ্যন্ত তত এবালঙ্কিতমাজগাম ॥

৫৮। আগত্য চাসৌ কৃষ্ণোহপি রক্তো রক্তোহপি ন চলোহিতঃ, ন চলো হিতঃ চলোহিতঃ
হিতপরোহপি ন হি তপরঃ ॥

৫৯। বন্ধা কেশান্ যমিতপরিধিনুপূরে মুকয়িত্বা, বারং বারং পরিজনকথাং বারয়ন্তুঃ ক্রবিক্ষুভৈঃ।

অক্ষং কায়শ্চকিতনয়নো গোপয়ন্তুমজৈঃ, গুটস্মেরো বসনমহরচ্ছোরিরাভীরিকানাম্ ॥

অবশ্যমেব উদাস্ত উৎক্ষেপয়িতুং দূরীকৃতুং যোগ্যস্তাসাং স উৎকর্ষাভ্যারো যেন সঃ ‘লুপ্পদবশ্মগঃ কৃত্যে’ ইতি
মলোপঃ। উৎকলিকা উৎকর্ষা তত এষ যা মুদাং কলিকা স্বদর্শনেন জনিস্থমাণ আনন্দকোরকস্তস্তা বিকাশোন্মুখীকরণায়
তাং বিকসনোন্মুখীকৃতুং মিত্যর্থঃ। সংগানং শৃণুদৃষ্টিং, বিগানং দোষদৃষ্টিং। আনন্দেন পৃথুকে: প্রচুরৈঃ, পৃথুকে: বালকৈঃ,
তেন স্বপ্রেয়সীনাং তাসাং নগ্নত্বে তৈর্দৃষ্টেহপি ন ক্ষতিঃ; অত্রাপি সঙ্গানেত্যাদি বিশেষণত্রয়বৈশিষ্ট্যে নিত্যরামেব।
শালভঞ্জিকা পুতলিকা ॥

৫৮। রক্তস্তাস্বরাগী, কর্তরি নিষ্ঠা। রক্তোহপি রজ্যতেহজ্ঞেতি রক্তঃ, অধিকরণে নিষ্ঠা; তাসামমুরাগবিষয়ো-
হপীত্যর্থঃ। ন চলমুহিতং তর্কো যন্ত সঃ; ন চলো ন চকলো হিতঃ স্তুহুচ। চলমুহিতমর্দনং যত: স চলোহিতঃ, ‘উহি
ষর্দে উহিৎ তর্কে’ ইতি বোপদেবঃ। হিতপরোহপি উপকারকোহপি ন হি নৈব তপরঃ, তপস্তাপস্তং রাতি দদাতীতি
সঃ; বিরোধপক্ষঃ স্পষ্ট এব ॥

করতে করতে খেচুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্বাধ সুখে কন্যাগণের ব্রতাদিশুণ কণ্ঠের আভরণ করত
গোচারণসুখ ও বয়স্কগণের সঙ্গসুখ ত্যাগ করে লীলায় চলতে লাগলেন—পূর্বরাগবতী কন্যাগণের
বর্ধাবধি বিবর্দ্ধিত অপূর্ব পূর্বরাগের উৎকর্ষা ও তদুৎখ আনন্দকলিকা বিকাশোন্মুখী করার জন্ত। এইরূপে
চলতে চলতে দোষশৃণুদৃষ্টিরহিত, প্রচুর্ত্বাবাবধি সমুৎপন্ন-তত্ত্বজ্ঞানের মতো আনন্দময়, ক্রীড়াপুতলির
মতো আকৃতিবান্, রম্য আশ্রয়বান্ গোপশিশুগণ সহ সেই ব্রজরাজ কিশোর বলরাম-সুবল-সুদামাদিরও
অলঙ্কিতভাবে কাত্যায়নীদেবীর প্রতিজ্ঞাভার লাঘব, আর কন্যাদের সৌভাগ্যভারগৌরব ও নিজের
বৈদম্ভ্যভার প্রকাশ করবার জন্ত কন্যাদেরও অলঙ্কিতভাবে সেখানে গিয়ে বিরাজমান হলেন।

বস্ত্রহরণ :

৫৮, ৫৯। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হয়েও ঐ কন্যাগণে অমুরক্ত, ঐ কন্যাগণের অমুরাগপাত্র হয়েও যিনি
অচঞ্চলভাবে ভক্তসুহৃদ, যার থেকে কারও পীড়া হয় না, যিনি উপকারক হয়েও তাপপ্রদ নন সেই
শৌরি শ্রীকৃষ্ণ চুল বেঁধে, ঝুলানো কাপড় মালকোঁচা করে পরে, নূপুরের শব্দ থামিয়ে, ক্রকুটিদ্বারা
পরিজন গোপশিশুদের আলাপ বার-বার থামিয়ে, অঙ্গ একটু কুঁজো করে, চকিতনয়ন হয়ে, অঙ্গের

৬০। আশ্রয়ং চোরীকৃত্য চোরীকৃত্য তারল্যং সারল্যং সাক্ষীয়স্বং ছরবগাহং গভীরোহভীরোজসা-
পহৃত্য সকলানি তুকুলানি—

আচ্ছাত্ত গাত্রেঃ সহসাস্বরানি, মূকীকৃত্যশেষবয়স্ববর্গঃ।

শনৈঃ শনৈর্নীপভূজাধিরূঢ়-, স্তদাভিমুখ্যং হরিরঙ্গল্লাস।

৬১। তদনু তা নুতাঃ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা সলিলাহুত্তিতীর্থবো নিহুঁক্লে ক্লে কৃতালোকা লোকাভীতা-
শ্চকিতমিদমাতর্কয়ামাসুঃ—অহো কিমিদং কেনাপ্যপহৃতমম্বরমম্বরমণিকরং বিনা করস্থিণা কেনাপি
নাত্র ভূযতে। ভূযতেহ কেবলং কে বলস্তীনাং বিহগরাজীনাং পদরাজী, তদহো কয়্যপি দেবতয়া বত
যাপিতানি কুত্রাপি নো বসনানি, যদেবতয়া এব ধরণিতলতলনাভাবাং পদপদবিলোকনাভাবঃ ॥

৬২। ইতি চকিত-চঞ্চলাঞ্চলাক্ষমভিতোহভিতো বিলোকমানানামানানাবিধবিতর্কং চিস্তয়ন্তীনাং-
পাঙ্গতরঙ্গা মিহিরহুহিতুরূপযূর্যপযূর্যফালফরফরায়মানসফরবধুশ্রেণয় ইব মদমুদিত-চলদলিদলিতবিস্মাপিত-

৬৩। যমিতো বজ্রা সংযতীকৃতঃ পরিধির্লক্ষ্মণানপরিধানবস্ত্রং যেন সঃ ॥

৬০। তাসামাভিমুখ্যং যথা স্তাস্তথেন্তি তাসাং প্রত্যঙ্গদর্শনার্থং নর্মসংবাদার্থক ॥

৬১। তাঃ কুমার্যঃ, নুতাঃ স্ততাঃ। অম্বরমণিঃ সূর্যস্তুত্র করং কিরণং বিনা করস্থিণা সংযোগিনা। কে জলে
বলস্তীনাং প্রবলানাং বিহগরাজীনাং পদরাজী চিহ্নশ্রেণী, ইহ প্রদেশে, ভূয়তা ভূবি যতত ইতি পচাস্তচ্। তলনং প্রতিষ্ঠা,
পদপদং চরণচিহ্নম্ ॥

৬২। আনানাবিধতর্কং বিবিধবিতর্কপর্যন্তম্; মদমুদিতৈশ্চলন্তিরলিভিঃ কনীনিকাস্থানীয়ের্দলিতানি সন্দর্ভিতানি

দ্বারা অঙ্গ গোপন করে, রহস্যপূর্ণ মুহূর্ত্তাসিতে মুখ ভরিয়ে গোপকন্যাগণের বস্ত্র হরণ করলেন।

৬০। যিনি নিজেকে বানালেন চোর অথচ ভান করছেন তারল্য-সারল্য-সাধুতার সেই অত্যন্ত
দুর্বোধ্য-গম্ভীরায় গোপকিশোর, হরি দৃপ্ত ভঙ্গীতে সব বস্ত্রগুলি চুরি করত অঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদিত করে
বয়স্কসকলকে চুপ করিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে কদম্বশাখায় আরোহন করত (প্রত্যঙ্গদর্শন ও নর্মমালাপার্থে)
গোপীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৬১। এরপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীদ্বারা স্ততা-লোকাভীতা কন্যাগণ জল থেকে উঠবার ইচ্ছা করে
তটের দিকে তাকিয়ে বস্ত্র না দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এইরূপ বিচার করতে লাগলেন—‘অহো
এ কি হলো, আমাদের বস্ত্র কে চুরি করে নিল, সূর্যকিরণ বিনা কারও তো আর এখানে সংযোগ নেই,
এই ভূখণ্ডে কেবল বড় বড় জলচর পাখীদের পদচিহ্নই আছে—তাই মনে হয় অহো কোনও দেবতাই
বা কোথাও আমাদের বসন লুকিয়ে রেখেছে, যেহেতু দেবতাগণ মাটিতে পা ছোঁয়ান না তাই চরণচিহ্ন
দেখা যাচ্ছে না।’

৬২। চকিত চঞ্চল নয়নপ্রাপ্তে এদিক-ওদিক বিলোকমানা ও সম্ভবনা-অসম্ভবনা বিবিধ
বিতর্কে জরানো কন্যাদের কটাক্ষ-লহরি যমুনা-জলোপরি লক্ষ্য দিয়ে দিয়ে ফরফরায়মান সফরবধুশ্রেণীর

কুবলয়কুবলয়দলানীবা পরিতঃ পরিতস্তুরিরে দিশাং মুখানি ॥

৬৩। ততশ্চাতিশয়বৈকল্যেন বৈ কল্যেন ভূয়ত ইতি সক্রণারুণাপাঙ্গোহপাং গোচরীভূতা ভূতাপ-
হারী হারী তাঃ কুলকুমারিকাঃ শুকুমারিকাঃ সুললিতমধুমধুরবিকস্রস্র-স্রপরিচিত-সুধাসুধাবিতামুবাচ
বাচমতিরসপরিহাসহাসপেশলং হাসয়ন্নপি পৃথুপৃথুকবয়স্তগণমতিপ্রিয়প্রিয়ক-তরুতরুণস্কন্ধারোহরোহংপর-
ভাগোহপরভাগোজঃপটলোদ্ধূতরবিকিরণঃ শ্রীব্রজরাজযুবরাজঃ ॥

৬৪। ‘ভো ভো মাশঙ্কনকননীয়তাপরাং তাপরাং কুরুত মনোরুদ্ভিমাঙ্গনীনাংময়মহমহস্তাং কুরুক-
রসময়ং সময়ং প্রাপ্য কুর্বাণো লীলালোভবতীনাং ভবতীনাং গতস্ত্রাণ্ডাংগুকাণ্ডাংগুকানি নিস্তহার। নিজহার-
মূপহারীকৃত্য সরসমিত এবাগত্য গত্যানবসাদেন মিলিতা একৈকশোহথবা নিজ নিজাস্ররাণি বরাণি সমাদক্ষং
মাদক্ষংসেন ॥

বিশ্ম্যপিতভৃগুঙলানি যৈস্তানি কুবলয়দলানি নীলোৎপলপদ্মাদীবা, পরিতস্তুরিরে ইতি ‘স্তুগ্ আচ্ছাদনে’, ব্যাপ্তবস্ত
ইত্যর্থঃ। শফরবধুশ্রেণয় ইতি প্রথমমকস্মাদতিচকিতসংবিগতয়া সম্পূর্ণপাঙ্গানাংমেবাতিচাকল্যে দৃষ্টান্তঃ। মদমুদিতচলদলীতি
তদনন্তরং কিঞ্চিচ্ছিচারপরতয়া তদংশতায়কামাত্রচাপল্যে ইতি ॥

৬৩। অতিশয়বৈকল্যেন বৈ নিশ্চিতং কল্যেন এবলেন জায়তে ইতি হেতোঃ; “কলৌ সজ্জনিরাময়ো” ইত্যমর;
তাঃ কুলকুমারিকাঃ প্রুতি ব্রজরাজযুবরাজো বাচমুবাচেত্যমরঃ। তাঃ কীদংশীঃ? অপাং জলানাং গোচরীভূতা জল-
মধ্যস্থা ইত্যর্থঃ। কারুণ্যে হেতুঃ—ভুবঃ পৃথিবীস্থমাত্রস্তাপি তাপহারী, কিমুত তাসাম্। হারী হারবান্। বাচং কীদংশীম্?
সুললিতাং মধুতোহপি মধুরো বিকস্রঃ সরো যন্তাং তাম্; স্রঃ স্বর্গোহপি অপরিচিতয়া সুধয়া স্তম্ভু ধাবিতাং কালিতা-
মিব। রোহংপরভাগ উৎপত্তমানশোভঃ; ন পরং ভক্ততে অপরভাক্, স্বাধীন ইত্যর্থঃ। যত ওজঃপটলেন ভেজোবুলেন
তিরস্কৃত-সুধকিরণ ইতি তন্তদনীতিকর্মণি দেশাধ্যক্ষাদপি নির্ভয়ত্ব-ব্যঞ্জনার্থম্ ॥

৬৪। আশঙ্কনস্ত আশঙ্কয়া যা কননীয়তা দীপ্ততা যংপরাম্, ‘কনী দীপ্তো’। অতএব তাপরাং তাপপ্রাণং

মতো, বা মদমুদিত চঞ্চল ভ্রমর-মদিত জগৎবিস্ময়কারী নীলোৎপল দলের মতো চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে
লাগল।

৬৩। অতঃপর ঐ কণ্ঠাগণ অতিশয় বিকলতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তা দেখে জগতের
জীবমাত্রেরই তাপহারী, অতিপ্রিয় কদম্বের তরুণ স্কন্ধারোহণে অপূর্ব শোভা, স্বাভাবিক রবিকিরণবিজয়ী
তেজরাশিতে দীপ্ত শ্রীব্রজরাজযুবরাজ সুললিত মধু হতেও সুমধুর স্পষ্ট স্বরে স্বর্গেও অপরিচিত
সুধায় সুধোত - অতিরসপরিহাসযুক্ত হাসির কথায় গোপশিশুগণকে হাসাতে হাসাতে ঐ শুকুমারী কুল-
কুমারীগণকে বললেন—

৬৪। ‘ভো ভো, তোমরা অতি আশঙ্কায় অস্থির হয়ে না—এই নিয়ে মনোরুদ্ভিকে উত্তপ্ত করে
তুলো না। রসময় কোঁতকের উপযুক্ত সময় পেয়ে তোমাদের মনোরুদ্ভিকে আমার অমুফল করে
নেওয়ার জন্য লীলালোভবতী তোমাদের পবিত্র ঝলমলে বস্ত্র এই আমি হরণ করে নিয়েছি। নিজ

৬৫ । অথ কাত্যায়নীব্রত-ব্রততেরিব ফলে দুপ্পচে পচেলিমতামিবাগত্য গলিতে প্রকট-সৌরভ-রভসং তস্তা রসমিব তৎ কৃষ্ণস্ত সলোভ-ব্যাহরণং ভব্যাহরণং হরণমিব ব্রতকর্মসমাপ্তেঃ শ্রবণপুটকেন পীত্বা পীত্বা চ ব্রতপরিশ্রমপারমসময়সময়মানমাশালতা বিশালতা বি সৌভাগ্যফলমিব তমম্বরবরচোরমুপস্ব-মুপস্বত্য ইবাসকৃদ্ধরকুড্‌মলিতললিতলক্ষ্মপল্লপতনচঞ্চলাঞ্চলাভিনীতমন্দাক্ষমন্দাক্ষতলক্ষ্মীকেনাপাঞ্জন সমুৎকর্ষহর্ষহঠাকৃষ্টমনসোহপি দারুদারুণয়া ত্যৈবাপত্রপয়াপযাপিতহর্ষচিহ্না অপ্রতিভা প্রতিভাসমানসমান-সাক্ষসাসাঃ সাক্ষসাসাধিতশীলভয়মাকর্ষণমেব সলিলমবললম্বিরেহলং বিরেমুশ্চ ক্ষণমুত্তরতঃ ॥

মনোরত্তিং যা কুরুত, কিন্তু অয়মহমহং তাং ভবতীনাং মনোবুদ্ধিমাত্মনীনামাশ্রমে হিতাং কুর্বাণঃ কতুংসন্তকানি নি-জহার, হ্রতবানস্মি। কীদৃশানি? গতা স্তানির্ঘেষাং তথাভূতা অংশবঃ কিরণা যেষাং তানি। সমাদক্ষং গৃহীত; যাদো মন্ততাগর্বজস্তা ধ্বংসেন তং বিহায়েত্যর্থঃ ॥

৬৫ । দুপ্পচে অর্থাৎ শূন্যপাকে, পচেলিমতাং স্বয়মেব পকতাম্, কর্মকর্তরি কেলিমরঃ। তস্তা ফলস্ত সলোভ-ব্যাহরণং লোভশূচক-বাক্যং ব্রতকর্মসমাপ্তেঃ ভব্যাহরণং মঙ্গলপ্রাপকং হরণং যৌতুকবস্ত্র; “ভাবুকং ভবিকং ভবাম্” ইত্যমরঃ; “হরণং যৌতুকদ্রব্যাম্” ইতি মেদিনী। ব্রতপরিশ্রমস্ত পারম ইত্যা প্রাপ্য। তমম্বরবরচোরমপাঞ্জনোপস্বত্য ইবেতি অপাঞ্জনমর্ষাভিনায়কস্বমপি সূচিতম্। তং কথঙ্কৃতমিব? অসময়েহপি সমাগয়মানং স্বয়মগচ্ছং সৌভাগ্যরূপং ফলমিব। তদপি কীদৃশম্? আশৈব লতা তস্তা বিশালতয়া বীঃ প্রজননং যতন্তঃ; ‘বী প্রজনন-কাস্তি-গতিষু’; উপ-মাশ্রয়ম্; (পা০ ৩।৩।৮৫) “উপয় আশ্রয়ে” ইতি পাণিনিষুত্রম্। অপাঞ্জন কীদৃশেন? দরকুড্‌মলিতাভ্যামীষংকুড্‌মলায়-মানাভ্যাং ললিতং লক্ষ্ম যত্র তদ্যথা স্তাস্থা পল্লপতনে চঞ্চলাভ্যামঞ্চলাভ্যামভিনীতং যম্মদাক্ষং লজ্জা তেন মন্দা পুনঃ পুনরেবাকৃত্যপ্রতিহতা লক্ষ্মীঃ শোভা যত্র তেন; “মন্দোহতীক্ষে চ মূর্খে চ” ইতি মেদিনী। সম্যগুৎকর্ষো যস্ত তথাভূতেন হর্ষণে হঠাদাকৃষ্টচিত্তা অপ্যপ্রতিভয়া প্রতিভাসমানং দেদীপ্যমানং সমানং তুল্যং চ সাক্ষসং যাসাং তাঃ; ‘ভাস দীপ্তো’ প্রতিপূর্ণঃ। সাধু যথা স্তাস্থা অসাধিতমগণিতং শীতভয়ং যত্র তদ্যথা স্তাস্থা অবললম্বিরেহবলম্বিতবত্যঃ। উত্তরতঃ

নিজ হার উপহাররূপে ধরে সরস মনে উৎসাহপূর্বক প্রত্যেকে একা একা কিম্বা সবাই একসঙ্গে মিলে অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে নিজনিজ শ্রেষ্ঠ বস্ত্র গ্রহণ কর।

৬৫ । অতঃপর কাত্যায়নীব্রত-লতার ফল যা অত্রের পক্ষে পাকানো কঠিন তা স্বয়ংই পঞ্চদশায় এসে গলে গেলে তার থেকে প্রকাশিত সৌরভ-বেগযুক্ত রসের মতো, ব্রতসমাপ্তির মঙ্গলপ্রাপক যৌতুকবস্ত্রের মতো সেই লোভশূচক কৃষ্ণমুখকথা শ্রবণপুটে পান করে ব্রতপরিশ্রমের পার প্রাপ্ত হলেন কুমারীগণ। অসময়েও পরিপূর্ণভাবে আগত সৌভাগ্যফলের মতো, আশালতার বিশালতাপ্রজননকারী সেই শ্রেষ্ঠ বস্ত্রহারীকে সেই কণ্ঠাগণ ঈষৎমুকুলিত সুন্দর চক্ষুরোমরাজির পতনে চঞ্চল নয়নকোণে লজ্জার অভিনয় করে যেন কটাক্ষের দ্বারা বার বার তাড়না করতে লাগলেন। অতিশয় হর্ষে হঠাৎ আকৃষ্ট চিত্তা হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় দেদীপ্যমান ও তুল্য সাক্ষসযুক্তা, শীতভয় একটুও গণনার মধ্যে না এনে আকর্ষণ যমুনার জল অবলম্বন করে স্থিতা কণ্ঠাগণ ক্ষণকাল প্রত্যুত্তর দান থেকে একেবারে বিরমিত হয়ে রইলেন।

৬৬ । পরম্পরাং পরাক্ষিতাননাঃ সত্যোহিসত্যোদিকমিব তং ব্যাহরং বিদত্যঃ সুদত্যঃ ‘সুভগত্মন্তরং দেহি ত্মন্তরং দেহি ত্মন্তরম্’ ইতি নিভৃতমেবোচুর্ন তু কাপি কুতুকাহুন্তরমদাং ॥

৬৭ । তদেবমভিতঃ কৃতচকিতেক্ষণং ক্ষণং নির্বচনরচনরম্যতমং তাসাং বদনকুলমবাচালচালচতুর-
চক্ষরীকং দরবিকাসং দরবিন্দদরবিন্দবৃন্দমিব মগ্ননালাং নালাং চকার যমুনায়াঃ কিমু কমনীয়তাম্ ॥

৬৮ । এবমহুন্তরমহুন্তরজিতদৃশাং চিরসময়রসময়তাং ব্রজদরসতামেবোৎপাদয়তীতি পুরোগাং
রোগান্তরবহুপদ্মবকরীমপত্রপামত্র পারয়িত্বা মধুরতরতরলিত-পল্ললক্ষ্মীলক্ষ্মীলদক্ষিকমলমতিসকলসকলসরস-
সসজ্জম-বিনয়ানুনায়াহুন্তরমহুন্তরমন্দাক্ষমতি-দরহসিতসিতদন্তুকাঙ্কিতিকঙ্কিমধুর-মধুরিমাঙ্কি-লহরি হরিম-
ভাষন্ত ॥

প্রত্যাস্তরদানাদপ্যলমতিশয়েন বিষয়বিরতাঃ ॥

৬৬ । পরম্পরামিতি ‘দ্বীনপুংসকরোঃ সুপ আগ্ বেতি স্থতিঃ’ ইতি আগ্, পরাক্ষিতাননা লজ্জানভুম্বাঃ, ন সত্য
উদর্ক উত্তরফলং যন্ত তথাভূতং ব্যাহরং কৃষ্ণবাক্যমিতি প্রত্যাস্তরে দস্তে সতি ন বস্ত্রপ্রাপ্তিসম্ভাবনা। সুভগত্বেন
সৌভাগ্যেন হেতুনা মূং আনন্দস্তয়া তরোহিভিভবো যত্র ভদ্রযথা স্তাস্তথা দেহি ; “তু তরে অভিভবে গুত্য়াম্” ইতি
কল্পক্রমঃ। নিভৃতমেব নীচৈরেব পরম্পরামুচুঃ ॥

৬৭ । অবাচালো চালে চলনে চতুরো চক্ষরীকো ভ্রমরো যত্র তৎ, দর ঈষদবিকাসং বিন্দং প্রাপ্ত বদরবিন্দমিতি ।
অত্র চক্ষরীকয়োনির্বচনত্বেনৈবাবিন্দবৃন্দমপি নির্বচনমিতি তাদৃশ-বদনকুলসাধর্ম্যম্ভ সিদ্ধম্। কিমু নালাক্ষকার ? অপিত্ত
অলক্ষকারেব ॥

৬৮ । নোচ্চৈস্তরজিতা দৃশো যাভিস্তাসাম্। এবমহুন্তরং প্রত্যাস্তরাভাবঃ, চিরসময়ং ব্যাপ্য রসময়তাং ব্রজং সৎ
অরসতাং সারসভাবমেব বস্তুবিচারত উৎপাদয়তীতি হেতোইরিমভাষন্তেত্যয়ঃ। নহু লজ্জাবতীনাং কুলকুমারিকাণাং
কথমেতৎ সম্ভবেৎ ? ইত্যত আহ—পুরোগামপ্রবর্তিনীং পত্রপাং লজ্জাং পারয়িত্বা সমাপা ; ‘পার তীর কর্মসমাপ্তো’।

৬৬ । লজ্জানতা আননা সেই সুদন্তী কন্যাগণ কৃষ্ণবাক্যের শেষফল (বস্ত্রদান) সত্য হবে না
বিচার করে পরম্পর নীচু স্বরে এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন—‘আরে সৌভাগ্যজনিত আনন্দবেগে
ওঁর পরাজয় যাতে হয় সেইভাবে তুমি উত্তর দাও, তুমি উত্তর দাও।’ কিন্তু কৌতুকপরবশ হয়ে কেউ
উত্তর দিলেন না।

৬৭ । অতঃপর চতুর্দিকে চকিত চাহনিযুক্ত নয়নে শোভিতা ক্ষণকাল কথা বলার বিরামে
সুন্দরতম তাঁদের মুখকমল শ্রেণী নিঃশব্দচারী চতুর ভ্রমর সমাকুল ঈষৎ বিকসিত কমলশ্রেণীর মতো
যমুনার এক অনির্বচনীয় কমনীয়তার সৃজন কি করে নাই ? অবশুই করেছে।

৬৮ । এইরূপ বহুক্ষণ প্রত্যাস্তর না দিয়ে উচ্চ বৃক্ষশাখায় দৃষ্টি তরঙ্গায়িত না করাটা রসময়তা
প্রাপ্ত হলেও বস্তুবিচারে শেষপর্যন্ত বিরসতাই সৃজন করবে—এই হেতু আগে আগে সঞ্চারী রোগান্তরের
মতো লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঐ কন্যাগণ হরিকে বলতে লাগলেন—চঞ্চল রোমরাজি শোভিত সনিমেষ
নয়নকমল মধুরতর ভাবে নাচাতে নাচাতে, শোভায় সকল কিছু অতিক্রম করতে করতে, বৈদক্ষীসূচক-

৬৯। ‘আং জানীমহে মহেচ্ছ ! ঝাং গোকুলমহীমহেন্দ্রস্তা বিততনয়ং তনয়ং প্রাণ্ণগুণ্ণরত্নরত্নাকরং করস্থিতকরণাতরঙ্গমবনীমঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মীভরেণ বিতস্থানং তস্থানন্দময্যা সকললোকলোচনরোচনরোচিষং ব্রজানন্দনং দক্ষিণমক্ষীণসমজ্ঞাসমজ্ঞানমজ্ঞানহস্তারং হস্তারং কথমনয়মনয় ইমমতিমহীয়াংসং মহীয়াং সম্পাদয়তি তত্রভবান্ ভবান্ দুর্নীতিহানিং হা নিন্দ্যমিদমাচরিতম্। চরিতং কিমহো মহোন্নতকুলকুমারিকা-মারিকা দেবতেব তেবতে বতেয়ং তে রীতিঃ, যদমূনি নঃ সমীচীনানি চীনানি জহার, হা রসিকতেয়ং তেহয়ং ন জনয়িষ্যতে, পরং স্বপয়শ এব। ভো ব্রজপ্লাষ্য ! ব্রজ প্লাষ্যতাম্, দেহি তাবদস্মাকমম্বর্যণি,

মধুরতরং যথা স্রাস্তথা, তরলিতৈঃ পক্ষ্মভিলক্ষ্মীং শোভাং লাতি গৃহ্নাতি তথাভূতং ক্ষীলং সনিমেষমাক্ষিকমলং যত্র তদযথা স্রাস্তথা; ‘মীল ক্ষীল নিমেষণে’। অতিসকলং সর্বমতিক্রান্তম্; কয়া শোভয়া ? ইত্যত আহ—সকলং কলা বৈদক্ষী তৎ-সূচকং সরসমরক্ষং সমস্রমং সম্রমসূচকং বিনয়ানুনাভায়াং প্রশ্রয়প্রসাদনাভায়াগমুত্তমং শ্রেষ্ঠং মুত্তমন্দাক্ষং প্রেরিতলজ্জং তচ্চ তচ্চ যথা স্রাস্তথা; তত্র বৈদক্ষ্যাদিসূচনং মহেচ্ছত্যাদিভির্ভিশেষ্যৈর্গেথ্যযথং জ্ঞেয়ম্। অতিদর অতাল্লেন হসিতেন সিতস্ত দন্তস্ত কান্তীনাং কস্ত জনস্তাস্তিকলক্যা নিকটপ্রাপ্ত্যা তত্র প্রতিবিস্তিতদ্বানুধুরা মধুরিমাঞ্চলহরী যত্র তদযথা স্রাস্তথা; অভাষন্ত ব্যক্তমব্রবন্ ॥

৬৯। অঙ্গলক্ষ্মীভরেণ অবতা মঙ্গলং বিতস্থানং বিস্তারয়ন্তম্; আনন্দময্যা তস্মা দেহেন ব্রজানন্দনম্; দক্ষিণং সরলম্; অক্ষীণয়া সম্পূর্ণয়া সমজ্ঞয়া কীর্ত্তা সমং তুল্যমেব জ্ঞানং শস্ত্র-শাস্ত্রাদিপাণ্ডিত্যং যন্ত তমজ্ঞানহস্তারম্, অতল্লে অপি তাদৃশজ্ঞানদায়কমিত্যর্থঃ। বিততনয়মিত্যাদিভির্নবভির্ভিশেষ্যৈর্গেথ্যপ্রতিক্রপমনীতিং প্রাণ্ণদূষণং শীতান্তকক্কাঙ্ক-কারুণ্যং মল্লিকা-দিদৃক্ষাক্রপমমঙ্গল্যং কত্যাগণকটুকটাক্ষবিসয়ীভাবং দুঃখদঙ্কম্। অদাক্ষিণ্যং দুক্ষীক্টিম্; অবিজ্ঞমজ্ঞান-বিস্তারক্ ক্রমেণাভিবাজ্যাপি কোমলমুদ্রয়া স্পষ্টমপ্যাছঃ। হস্ত খেদে, অরং শীভ্রম্, ইমমনয়মনীতিম্, কথং স্বমনয়ো গৃহীত-বানসি, নীঞো লণ্ড মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। অনয়ং কীদৃশম্ ? অতিমহীয়াংসমভিবহন্তরম্। মহীয়াং মছে পৃথিব্যে হিতাং

সম্রমসূচক বিনয়ানুনাভায়াং প্রাশ্রয়প্রসাদনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ লজ্জা প্রেরণ করতে করতে, ঈষৎ হাসিতে বিকসিত, ও জলের নৈকট্যেহেতু তথায় প্রতিবিস্তিত দন্তকিরণের মধুরিমা লহরি সৃজন করতে করতে।

৬৯। ‘ওহে মহাশয় তোমাকে চিনেছি হে চিনেছি। তুমি-না মহামহিম ব্রজরাজ নন্দের নীতি-প্রচারক পুত্র—সর্বোৎকর্ষপ্রাপ্ত গুণরত্নের সাগর, সংবদ্ধ করণাতরঙ্গ, অঙ্গশোভাভরে পৃথিবীর মঙ্গল বিস্তারকারী, আনন্দময় দেহের দ্বারা সকললোক-লোচনের রূচকর দীপ্তিতে ব্রজানন্দ, সরল, সর্বাতিশায়ী কীর্তিতে সমান, শস্ত্র-শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত, অজ্ঞান হারী। হায় হায়, এ অন্যায়—কি করে তুমি পট-করে এরূপ একটি অতি কদর্য অন্যায় কার্য করে ফেললে। পৃথিবীর হিতকারক অতি পূজনীয় তুমি দুর্নীতি দূরই তো করে থাকো, তোমাদ্বারা হায় হায় এই নিন্দনীয় কার্য কিসের জন্য আচরিত হল। (বলি, এতে নিন্দার কি আছে ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে।) ব্রতোদ্যাপনে আসক্ত আমরা তো অনুকম্পারই পাত্র। হায় হায়, তোমার এ রীতি তো কুলকুমারী-মারণদেবতার মতোই হচ্ছে, কেন-কি তোমাদ্বারা আমাদের এই ব্রতযোগ্য সুন্দর বস্ত্রগুলি হৃত হল—হায় হায়, তোমার এ-কি রসিকতা। এ তোমার কোন মঙ্গল আনবে না, পরন্তু অপযশই ডেকে আনবে। হে

বরাণি সন্ত তে বিশদানি যাশাংসি ॥’

৭০ । অথ স পুনরাহ তাঃ পুনরাহতাঃ ব্রীড়ভারেণ কুব্ধ—‘অগ্নি নালীকমুখ্যো নালীকমুখ্যোক্তিরহম্, কদাচন বচনবতাময়মযথার্থ এব ব্যবহারো হারোপেণ যদযথাতথ্যা তথ্যায়তে ভণিতিঃ, মম তু বচনা-মৃতমৃতমেবেতি সুপ্রসিদ্ধমেবৈতৎ, পরিহাসেনাপি হিতং নাপিহিতং করোগি সত্যম্, বিশেষতস্ত ব্রতবতী-ভির্ভবতীভির্ভবতি ন ভব্যঃ পরিহাসঃ, সহসা সহ সাধুবাচেন যদুক্তমিহাগত্য নীয়ন্তাং বরাণ্যম্বরাণ্যঞ্জসেতি তন্ন কদাপি মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ॥’

৭১ । পুনর্নিজগত্বস্তাঃ,—‘দুস্তাপহর হন্ত হস্তরধর্মশ্চ ধর্মশ্চ কিমহো পন্থানং নারোহসি, হসিতেনাপি সন্তো নৈবং নিগদন্তি, দন্তিবরগামিন্ ! ভবন্তি হি ভবন্তুঃ কিল সহজদয়ালবো দয়ালবোহপি কিমস্মাসু নাস্তি পরদুঃখমননুভবতাং ভবতাম্ ॥

দুর্নীতিহানিং ভবান্ সম্পাদয়তি, ‘তস্মৈ হিতম্’ ইতি ছঃ। হা পীড়ায়াম্, নিন্দ্য চরিতগিদং কিমহো কিমর্থমাচরিতম্ ? নমু কিমত্র নিন্দনং সম্ভাবিতম্ ? তদাহঃ—কুলকুমারিকা ইত্যনুকম্পায়াং কঃ; মহোন্নতা ব্রতোদ্যাপনোৎসবাসক্তাঃ, অতএব অনুকম্পাঃ, কুলকুমারীর্ময়তীতি সা দেবভেব ইয়ং তে তব রীতিস্তেবতে দীব্যতি, ‘তের দেবনে’। বতেতি খেদে। চীনানি বস্ত্রাণি, ‘হা’ ইতি শোকে। তে তবেয়ং রসিকতা অয়ং শুভাবহবিধিং ন জনয়িষ্যতে। শ্লাঘ্যতাং শ্লাঘ্যত্বং ব্রজ প্রাপুহি ॥

৭০ । তাঃপ্রতি স শ্রীকৃষ্ণ আহ, ব্রীড়ভারেণ লজ্জাতিশয়েনাহতাঃ প্রাপ্তাঘাতান্তাঃ; কুব্ধ কৰ্ত্তু মিত্যর্থঃ। নালীক-মুখ্যঃ! হে কমলমুখ্যঃ! অলীকমুখ্যা মিথ্যাপ্রধানা উক্তির্ষশ্চ তথাভূতো নাভম্, বচনবতাং জনানাং কদাচিৎ কচিদযথার্থো মিথ্যাভূত এব ব্যবহারো ভবতি। কুতঃ? যতোহযথাতথ্যা মিথ্যাভূতৈব ভণিতিঃ, হ স্ফুটম্, আরোপেণ সত্যদ্বারোপণেব কদাচন তথ্যায়তে, তে মিথ্যাভূতমপি স্ববচনং সত্যমিহ প্রতায়য়ন্তীত্যার্থঃ। অপহিতমাচ্ছাদিতং ন করোগি ॥

ব্রজশ্লাঘ্য! প্রশংসার পথেই চল, আমাদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দেও, তোমার শ্রেষ্ঠ নির্মল যশোরশ্মি উজ্জল হয়ে উঠুক।

৭০ । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন তাদিকে পুনরায় অধিকতর লজ্জাভরে পীড়িত করতে করতে—‘অগ্নি কমলমুগিগণ, মিথ্যাপ্রধান-বাক্যবাগিশ আমি নই, বাক্যবাগিশ লোকের কদাচিৎ কোনও মিথ্যা ব্যবহার তো হয়ই থাকে, যেহেতু তারা মিথ্যা কথাই বলে থাকে, বার বার সত্যতা আরোপ করে মিথ্যা কথাকেই সত্য বলে প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু আমার বচনামৃত নিত্য সত্য, এ তো সুপ্রসিদ্ধই আছে। আমি তো পরিহাসেও মজ্জলময় সত্যকে গোপন করি না, বিশেষতঃ ব্রতবতী তোমাদের সঙ্গে পরিহাস তো ভদ্রোচিতই নয়। হাঁ আমি ঐ ভালয় ভালয় যা বলেছি ‘এখানে এসে তোমাদের সুন্দর বস্ত্রগুলি অনায়াসে নিয়ে যাও’—তা কখনও মিথ্যা হবে না।’

৭১ । পুনরায় তাঁরা বললেন—‘হায় হায় হে তীব্রতাপহারী, হে অধর্মনাশী! অহো কেন তুমি ধর্মের পথ ধরছো না, পরিহাসেও সজ্জন একরূপ কথা বলে না। হে গজেন্দ্রগামিন্! তুমি

৭২ । যদস্মাকমতিহিমমহিমমমুখতনয়াস্তোহবগাহমানানাং পৃথুবৈপথুমতীনাং মতীনাং কৈবল্যং কল্যাং ভবতীতি ন বিদাকুর্বন্তি ভবন্তঃ ॥

৭৩ । তদহো বরমিহ মিহিরুহিতরি হিতরিচ্যামানাঃ স্তুমহিমহিমপয়সি ত্রিয়ামহেহয়ামহে ন বিবজ্জা বজ্জাসকারিণামন্তিকময়ং হি কুলজাকুলজাতিস্বভাবো ভাবোহয়ং তে খলু দৃষ্টঃ ॥

৭৪ । তদ্বিরম চিরমচিকণকণন ! প্রণমামো মা মোহয় বচসা চ সাধুপরিহাসবিশারদ ! শারদশশি-
বাস্তিতাস্ত্র-দাস্ত্র । দাস্ত্র এব তে বয়মিমা মিমান ইব নো মনো যদা যদাজ্ঞাপয়সি, তদেব তে করবামহৈ
মহৈশ্বর্যমিদং হীয়তাং হীয়তাং ধর্মশরণিঃ । রসপরিহাসামৃতস্ত মা প্রহীয়তাং প্রহীয়তাং নোহরুচীর

৭১ । হে অধর্মন্ত হন্তঃ ॥

৭২ । অহিমমমুখঃ সূর্যস্তুতনয়া যমুনা তস্তা অস্তো জলমতিহিমম্, বৈকল্যাং ব্যাকুলত্বম্, কল্যাং সমর্থং ন বিদাকুর্বন্ত, ন জানন্তি, ন বিচারয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

৭৩ । হিতেন রিচ্যামানা বিজুয্যমানাঃ; ‘রিচ সম্পর্কবিরোগয়োঃ’, ন অয়ামহে ন গচ্ছামঃ, ‘অয় গর্তো’ । তে
তব ভাবোহভিপ্রায়ঃ ॥

৭৪ । অচিকণকণন ! হে রক্ষবাদিন ! বচসা চ বাকোনাপি মা মোহয়, কিং পুনঃ কর্মণা । শারদশশিনাপি বাস্তিত-
মাস্ত্রস্ত মুখস্ত্র দাস্ত্রং যস্ত্র হে তথাভূতেতি তাদৃশমুখাদমুতরুপং প্রিয়মেব বাক্যং নিঃসৃত্ত্বমহীতীতি ভাবঃ । নোইস্মাকং মনো
মিমান ইব পরিমাতুং পরীক্ষিতুমেবেত্যর্থঃ । হেতৌ শানচ্ । ইদং বজ্জদানরুপং মহৈশ্বর্যং হীয়তাং ত্যজ্যতাম্, ‘ওহাক্
ত্যাগে’; হি নিশ্চিতম্, ঈয়তামহুবিধীয়তাম্, ধর্মন্ত শরণির্মার্গঃ । ‘ইঙ্ গর্তো’ । মা প্রহীয়তাং মা কৃপায়তাম্; ‘পুংস্তে-
বাকুঃ প্রহিঃ কৃপঃ’ ইত্যমরঃ । চীরনিচয়ঃ প্রহীয়তাং প্রেয্যতাম্, হে অরুচির ! অস্মাকমরুচিময়োচকমেব ঈরয়সি আচরসি,
তং কিমর্থমেবেতি ভাবঃ । শিশুভিরেব দ্বারচূড়ৈঃ, ন তু স্বয়মেবাগত্যোত্যর্থঃ । কৃতঃ ? রেবণানহৈঃ, রেবণং শব্দা ‘রেব

যে স্বভাবদয়াল—এ কথা তো প্রসিদ্ধই আছে, কেন দয়ার লেশও আমাদের প্রতি হচ্ছে না, কেনই বা
আমাদের দুঃখ তুমি অনুভব করতে পারছ না ।

৭২ । যেহেতু অতি শীতল যমুনাঞ্জে অবগাহমানা, বিপুল কম্পমতী আমাদের বুদ্ধি-ব্যাকুলতা
কিসে নিরাময় হয় সে কথা তুমি বিচার করছ না ।

৭৩ । তাই অহো, বরং চূড়াগ্যবতী আমরা যমুনার বরফগোলা জলে ডুবে মরে যাব হে,
তবুও বিবজ্জা আমাদের ত্রাসকারী তোমার নিকট যাব না—কুলকণ্ঠাদের এই-তো কুলজাত স্বভাব ।
তোমার কথার অভিপ্রায় আমরা বুঝে নিয়েছি ॥

৭৪ । অতএব হে কর্কশভাষি ! একদম চুপ করে যাও । তোমার পায় প্রণাম, হে সাধু-
পরিহাস বিশারদ ! বাক্যেও মোহিত কর না । কাজের দ্বারা, সে আর বলবার কি আছে । শারদশশী
ঈষৎ মুখচন্দ্রের দাস্ত্র বাজা করে সেই তুমি হে সুন্দর ! তোমার দাসী এই আমরা—আমাদের মন
পরীক্ষার্থে যা-যা আজ্ঞা করবে তাই পালন করব । বজ্জদানরুপ এই মহান্ ঐশ্বর্য ত্যাগ কর, ধর্ম পথের

চীর নিচয়ঃ শিশুভিরেব রেবণানর্হৈঃ ॥'

৭৫ । ইতি সামভিরাসামভিরামোক্তৌ বিরতায়ামগ্ৰাশ্চতুরস্মগ্ৰাশ্চ তুরঙ্গবদনা বিকস্বর-স্বরপরিবাদি-পরিবাদিনী কলকণ্ঠস্বর্যঃ স্বরাগপ্রাকট্যেন সপ্রাগলভ্যমুচিরেহচিরেণ,—‘অহো কষ্টং কষ্টক্সয়তু ধর্মপথম্, গোকুলনগরী গরীয়সাহায়ায়ৈনৈবং না কদাপি নাকদাপিহিতা, অগ্ৰায়ৈ সতি তদপসারার্থং সারার্থং যস্মৈ নিবেদিষ্যতে, স এবাগ্রায়কারী, কা রীতিরভূদস্মিন্ ব্রজনগরে ব্রজনগরেন্দ্রনন্দন বসনানি চেন্ন দদাসি দাসিকায়মানাভ্যো নন্তদা ব্রজরাজায় জায়মানয়ানয়ানুয়য়া নিবেদনীয়ম্ ॥

৭৬ । পুনরসকৌ রসকৌতুকী স্মিতব্যাজহারো ব্যাজহারোচিতং কিমপি —‘এতদয়ি দয়িতমুদিত-মুদিতমুদিতরথাকর্ষুং নর্হিৎ । যদি ভবত মম দাস্যো মদাস্যোদিতং বা করিষ্যথ, তচ্ছচিতমুপচিতমুপধিরহিতং হিতং খন্দিদং মম বচনং কথং ন পাল্যতে ? ন হীস্বরস্ত রস্তমরস্ত বা বচঃ খণ্ডয়ন্তি দাস্যোহিদাস্যো বা কঃ

শঙ্কায়াম্’ তদনর্হৈঃ, শিশুহাদেয়ু লজ্জাভূৎপত্ত্যা বিশ্বস্তা ভবেম, স্বয়ি তু নৈব তথৈতি ভাবঃ ॥

৭৫ । ইতি সামভিঃ প্রীতিলক্ষণৈরুপায়ৈরভিরামায়াং রমায়ামুক্তৌ বাচি বিরতায়াম্ সত্যাম্, অগ্ৰায়প্রদর্শন রূপং ভেদলক্ষণমুপায়মালম্ব্যনা উচিরে । চতুরঙ্গবদনাশ্চতুরঙ্গসেনাবিশেষক্সমুখ্যঃ, শ্লেষণে তুরঙ্গবদনাঃ, মূর্ত্তাঃ বিদ্যা এবোতার্থঃ । বিকস্বরং স্বরং পরিবদিতুং শীলমগ্ৰাঃ সা পরিবাদিনী বীণা তন্তাঃ কল ইব কণ্ঠস্বরো যাসাং তাঃ । টক্সয়তু নির্বপ্নাতু নিশ্চিনোতু বা । গোকুলনগরী এবং গরীয়সাহায়েন কদাপি নাপিহিতা নাচ্ছাদিতা; “অভাবে নহ নো নাপি” ইত্যমরঃ । কীদৃশী ? নাকং স্বর্গং তুতি তিরস্করোতি, ততোহপি স্তম্ভরীতি ভাবঃ । যদ্বা, ন অকং হুংখং দদাতীতি সা । জায়মানয়া তবানয়চেষ্টিতেন হেতুনাধুনৈবোৎপত্তমানয়া ॥

৭৬ । অসকৌ কৃষ্ণস্তাভিরজ্জাতাভিপ্রায়ক্সাৎ, ‘অজ্জাতার্থে অবচ্’; স্মিতমেব বক্ষসি স্তোতমানং সদ্ব্যাজেন

অমুরগ কর । রসপরিহাসামৃত সাগরকে সামাগ্র কূপ বানিয়ে তুলো না । হে অরুচির ! শঙ্কার অযোগ্য ঐ শিশুদের দিয়ে আমাদের বস্ত্রগুলি পাঠিয়ে দেও ।

৭৫ । এইরূপে এদের রমণীয় সামানীতিবাক্য বিরাম লাভ করলে অগ্ৰ এক চতুরস্মগ্ৰা - চতুরঙ্গ-সেনাবৎ নিঃশঙ্কমুখী - বীণাবিনিদিত স্পষ্ট কলকণ্ঠস্বর্য কন্ঠা নিজ অমুরাগ প্রকাশ করে তেজস্বিতার সহিত টক্ করে বলতে আরম্ভ করলেন—‘অহো কষ্ট, ধর্মপথ কে বাঁধবে, স্বর্গ হতেও মহিয়ান্ এ গোকুলনগরী এহেন জঘন্ অগ্ৰায়ের দ্বারা পূর্বে কখনই দূষিত হয়নি, অগ্ৰায় হলে তা অপসারণার্থে ওর সারার্থ যার নিকট নিবেদন করব সেই হ’ল অগ্ৰায়কারী, এই ব্রজনগরে এ-কি অদ্ভুত রীতি । হে ব্রজনগরেন্দ্রনন্দন । নিজেদের দাসী বলে মাননকারী এই আমাদের বস্ত্র যদি না দেও তবে ইদানীং জায়মান এই অনুয়াবশে ব্রজরাজের নিকট নালিশ করব ।

৭৬ । পুনরায় মুহূর্ত্তাসিতে উদ্ভাসিত, হারে শোভিত বক্ষ, রসকৌতুকী কৃষ্ণ কোনও উচিত বাক্য বললেন,—‘অয়ি, প্রীতিমাখান এই প্রিয় বাক্য প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে উচিত হবে না । যদি তোমরা আমার দাসীই হও তবেও করা উচিত, আর আমার মুখের কথা বলেও করা উচিত ।

পদার্থস্তাসামীশ্বরায় ? তেনোভয়ধৈবাগত্য নীয়তাং বসনকূলম্, ন কূলং কলঙ্কনীয়ম্, নো চেদহং ন দদানি, কুপিতেন কিং রাজ্ঞা বাহজ্ঞা বাধিষ্যতে ॥’

৭৭ । ইতি সনির্বন্ধং কৃষ্ণশ্চ তদানীন্তন-ব্যাহারং নব্যা হারং হারং শ্রবণপুটেন কেনচিচ্চিরচিতেন প্রণয়েন নয়সনাভিনাভিলষণীয়-দুর্লভজন-ভজন-ভাজনসভাজনসরসেন ‘নাতঃ পরং হেলনীয়ং দুর্লভজনো-দিতং নো দিতং চ ভবতি’ ইতি বিচারয়তা রয়তারল্যবতা বতাস্তুরেণ কুপিতামপি তামনুরক্তসখীমিব হ্রিয়ং চানপেক্ষ্য পরম্পরং পরং নির্বিবাদ-সম্বাদ-সম্বন্ধ-হৃদয়া যুগপদেব তা দেবতা ইব যমুনাজলাধিষ্ঠাত্রীঃ কূলমনুকূলমনু সমুখাতুমুপচক্রগিরে ॥

হায়ো যশ্চ সঃ; ব্যাজহার উবাচ । অয়ীতি সম্বোধনে, এতদ্ব্যতিরং প্রিয়ম্, উদিতং বাক্যম্ । কীদৃশম্ ? উদিতমুৎ উদিতা মুৎ শ্রীতির্ভতন্তুৎ । ইতরথা কর্ত্ত্বং প্রত্যাখ্যাভুৎ । মদাশ্চোদিতং সমুখবাক্যম্, অদাশ্চোহদেয়ঃ; ‘দাস্য দানে’ । উভয়থা স্বমুখস্বীকৃতেন মদাশ্চেন মদ্যাক্য-পরিপালনেন বা হেতুনেত্যর্থঃ । তেন রাজ্ঞা মংপিত্রা ময়ি পরমবৎসলেন কিং বা বাধিষ্যতে ? ন বাধিষ্যত এবতি । হে অজ্ঞাঃ ! এতদপি ন জানীথেতি ভাবঃ ॥

৭৭ । নব্যা নবীনা গোপকুমারঃ, হারং হারং হৃদ্যা হৃদ্যা গৃহীত্বা গৃহীত্বৈত্যর্থঃ । নয়-সনাভিনা সমুচিতনীতিসোদরেণ চিরচিতেন বহুদিনসঙ্কিতেনাভিলষণীয় বাঞ্ছনীয় যদুর্লভজনশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চ ভজনং তদ্ভাজয়তীতি তচ্চ তৎ সভাজনেন শ্লাঘয়া সরসং চেতি । তেন তথাভূতেন প্রণয়েণ হেতুনা দুর্লভজনশ্চোদিতং বাক্যম্, অতঃপরং ন হেলনীয়ং নো নাপি দিতং খণ্ডিতং চ ভবতি ; দাশ্চো ভবেম, ভবোদিতঞ্চ করবান্বেতি স্বয়মেবোক্তবতীনামম্বাকমধুনা যোগ্যপ্রত্যুত্তরা-ভাবাদপীতি ভাবঃ । ইতি বিচারয়তা অন্তরেণ মনসা অনুকূলং কূলং তটম্ অনু লক্ষীকৃত্য সমুখাতুমারেভিরে । অন্তরেণ কীদৃশেন ? রয়ঃ প্রেমবেগশ্চেনৈব তারলাং চাপল্যাং তদ্বতা, চিরং ধৈর্যং কতুর্গমশ্চ কুং বতেত্যর্থঃ । বতেতি বিস্ময়ে, লজ্জা-তোহপি প্রেমবেগশ্চ প্রাবল্যদ্ব্যতনায় । অনুরক্তসখীমিবেতি উপেক্ষিতায়াস্তিরস্কৃত্যাপি তস্যাঃ স্বত্যাগাসম্ভবাৎ ॥

তোমাদের যোগ্য, সারগর্ভ, নিষ্কপট, এবং তোমাদের মঙ্গলদায়ক আমার এ-কথা কেনই বা পালন করছ না ? স্বামীর বাক্য প্রিয় অপ্রিয় যেমনই হোক দাসী কখনও খণ্ডন করে না, দেয় অদেয় এমন কি পদার্থ থাকতে পারে যা স্বামীকে দেওয়া যায় না ? কাজেই উভয় প্রকারেই স্থির হ’ল যে বস্তুগুলি এখানে এসে তোমাদের নিয়ে যাওয়াই উচিত, কূল কলঙ্কিত কর না, এ না করলে আমি দিব না । হে অজ্ঞা ! কুপিত হলেই বা রাজাধারা আমার কি বিস্ম ঘটতে পারে ।

৭৭ । এই প্রকার কৃষ্ণের তদানীন্তন সনির্বন্ধ, সাক্ষাৎ সমুচিত নীতিস্বরূপ, বাঞ্ছনীয় দুর্লভজনের সেবাদায়ী, সেই প্রিয়জনের শ্লাঘায় সরস বাক্য নবীনা গোপকুমারীগণ শ্রবণপুটে বার বার পান করে মনে মনে বিচার করলেন ‘বহুদিন সঙ্কিত প্রণয় হেতু উদিত দুর্লভজনের বাক্য অতঃপর আর না-অবহেলা না-খণ্ডিত করা উচিত’ । এরূপ বিচার করে প্রেমবেগে চঞ্চলা কণ্ঠাগণ—হায় হায় সেই লজ্জাদেবী অন্তরে কুপিতা হলেও তাকে অনুরক্তা সখীর মতো অপেক্ষা না করে পরম্পর অতি স্বচ্ছন্দে কথাবার্তায়া সম্মিলিত-হৃদয়া হয়ে যমুনাজলাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো যুগপৎ অনুকূল কূলের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠে আসতে আরম্ভ করলেন ।

- ৭৮ । যথা— স্বকদম্বাভুরসি লুলিতৈরায়তৈঃ কেশপাশৈ-
 ররসস্তম্ভাবধিনিপতিতৈশ্ছাদয়ন্তী পুরোহঙ্গম্ ।
 বালামালা মিহিরহুহিতুঃ প্রোক্ততারানুকূলং
 গাঢ়াশ্লিষ্টা তিমিরনিকরৈশ্চন্দ্রিকামণ্ডলীব ॥
- ৭৯ । কিঞ্চ, স্বীয়া শ্রীর্নয়নেষু যৌতুকতয়া নীলোৎপলৈরর্পিতা
 হংসীভিব্যধিতোপটোকনমিব প্রস্থানলীলায়িতম্ ।
 সৌন্দর্য্যং চ সূর্য্যোভাং চ কমলৈস্তাসাং মুখেষাহিতং
 কালিন্দীপয়সঃ প্রয়াণসময়ে পূজ্যেব সর্বৈঃ কৃত্য ॥
- ৮০ । কিঞ্চ, হ্রিয়া শীতেনাপি ব্যরচি চিরমান্দ্যং চরণয়ো-
 র্মূদা বাতেনাপি ব্যতনি তুহিনাটোন পুলকঃ ।
 হ্রিয়োৎকণ্ঠ্যেনাপি প্রসভমবিশেষং বলবতা
 সমাভেনেহৈছোহ্যং ক্ষুটমগতিগত্যোরিব রণঃ ॥

৭৮ । লুলিতৈর্মূলিতৈঃ, আয়তৈর্দীর্ঘৈঃ; উরু এব স্তম্ভো যুগে তাবভিবাধ্যা, জাহ্নপর্ষদ্ব্যমিতার্থঃ । পুরোহঙ্গমপ্র-
 গাঙ্গম্ । বালানাং মালা শ্রেণী ॥

৭৯ । সৌন্দর্য্যং সূর্য্যোভাং প্রোক্ত্য পূর্ববৎ, যৌতুকোপটোকনাদ্ব্যং প্রেক্ষণবিশেষাভুক্ত্যা ভগ্নপ্রক্রমাখ্যা দোষো
 নাশকনীয়ঃ । পূর্বৈকভূতৈরেকৈকবস্তপ্রদানাত্তথোক্তিঃ । কমলৈস্ত সৌন্দর্য্যং সৌরভ্যন্ত চকারাভ্যাং যুদ্ধ-প্রযুক্তযোশ্চ
 প্রদানাং সর্বস্বার্থগমেব কৃতম্, সর্বস্বার্থগন্ত তু যৌতুকদানদ্ব্যাবহারান্তথানুভূতিরিত্তি ব্যাখ্যানাং ॥

৮০ । তুহিনাটোন হিমকণযুক্তেন বাতেন হ্রিয়া লজ্জয়োৎকণ্ঠ্যেন চ যথাক্রমগতিগত্যোনিমিত্তয়োঃ প্রোক্ত্যং রণঃ
 সম্যাগভেনে ব্যস্তারি । অবিশেষং বলবতেতি দ্বয়োবিশেষণম্, তচ্চ প্রথমমেবায়ত্যাং যৌৎকণ্ঠ্যৈস্তৈবাবিকবলভ্বং গত্যা

৭৮ । যথা—

হুই স্বকদম্ব থেকে বক্ষোপরি আলুলায়িত আজানুলম্বিত দীর্ঘ কেশপাশের দ্বারা দেহের
 সমুখভাগ আচ্ছাদিতা ঐ গোপকুমারীশ্রেণী যমুনার অনুকূল কূলের উপর উঠে এলেন—দেখে মনে হতে
 লাগলো যেন তিমিরনিকরে গাঢ় আলিঙ্গিতা চন্দ্রিকামণ্ডলী ।

৭৯ ॥ আরও, নীলোৎপল যৌতুকরূপে অর্পণ করল নয়নে নিজ শোভা, হংসী উপটোকনরূপে
 দিল লীলায়িত চলনভঙ্গী, আর কমল অর্পণ করল মুখে সৌন্দর্য্য-সূর্য্যোভা ঐ কন্যাদের—কালিন্দীজল
 থেকে প্রয়াণসময়ে সকলেই পূজা করল ।

৮০ । আরও, লজ্জা আর শীত হুই চরণে এনে দিল বহুত জাড্য, আনন্দ আর হিমকণযুক্ত
 বাতাস সঞ্চার করল পুলক, উৎকণ্ঠা আর লজ্জা সমান রূপে বলবতী হয়ে স্পষ্টরূপে চলার ও না-চলার
 নিমিত্ত পরস্পর হঠপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল ।

৮১। কিঞ্চ, কিঞ্চিদদূরমুপেত্য হস্ত সহসা ব্রীড়াসখী তর্জনা-
দন্তোন্মথং সরসোপহাস-পিপ্পুনস্তাসাং বচোবিগ্রহঃ ।
ত্বং যাহি প্রথমং প্রযাতু ভবতী যাহি ত্বমেকাকিনী
গচ্ছ ত্বং ব্রজ তস্মি যাতু ভবতীত্যেকাত্মকান্তোহভবৎ ॥

৮২। কিঞ্চ, সৌভাগ্যেন পরস্পরং বলবতা তুল্যেন তুল্যং তদা-
কৃষ্টানাং নহি তত্র কাচন যযৌ নো কাপি তত্শৌ পথি ।
সর্বা এব নতাননা দ্রুতহৃদো মন্দাক্ষমন্দোঃসবাঃ
কিঞ্চিন্দৃষ্ণত্বদক্ষদক্ষলদৃশঃ কৃচ্ছ্রণ তত্রায়ুঃ ॥

৮৩। এবং সমীপমুপসন্নানাং সন্নানাং হ্রীভরেণ কাশাক্ষিৎ পুরোগাণামঙ্গৈরন্তরিতাদীর্নতাদীর্নয়ন-
কোণেনালক্ষ্য সর্বৈলক্ষ্য-সর্বৈদক্ষ্যং স রসিকশেখরঃ খরতরমনোরাগপরভাগপরভাজনং জনং জনং প্রতি
প্রতিজগাদ—‘কথমস্মি মস্মি কৃতসাধবসাঃ সাধবসারস্তেন পুরঃ পশ্চাত্তাবেনানবস্থিতাবস্থিতাঃ কথং
লক্ষিতগিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৮১। কিঞ্চিদদূরং নাভিদম্বজলপ্রদেশম্ ॥

৮২। পরস্পরং তুল্যেন সমানেন বলবতা সৌভাগ্যেন তুল্যমহুরূপমেব যথা স্ত্রীত্বা তেন কৃষ্ণেনাকৃষ্টানাং
তাসাং মধ্যে কাচন কাপি ন যযৌ ন তত্শৌ চ । কিঞ্চ, সর্বা এবত্যাদি । দ্রুতহৃদঃ প্রেমবিক্রিয়মনসঃ ॥

৮৩। হ্রিয়ো লজ্জায়া ভরেণ ভারেণ সন্নানাং বিষন্নানাং পুরোগাণামগ্র-গামিনীনাং কাশাক্ষিদঙ্গৈরবাস্তরিতাদী-
রাচ্ছাদিতগাত্রীঃ সর্বৈলক্ষ্যং সর্বিস্ময়ং সর্বৈদক্ষ্যঞ্চ যথা স্ত্রীত্বা, যমকানুরোধাৎ দ্বন্দ্বিকাম্ । খরতরস্ত্রীত্বীকৃত্ত মমসৌহৃ-
রাগস্ত পরভাগঃ সৌন্দর্যং তস্ত পরভাজনং শ্রেষ্ঠং পাত্রম্; অনবস্থিতমব্যবস্থিতমস্থিতং স্থিতির্যাসাং তাঃ; উন্নতরূপ-

৮১। আরও, নাভি-জলে উঠে এলে হায় হায় সহসা লজ্জাসখীর তর্জনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁরা
পরস্পর সরস উপহাসমৃচক কথাবার্তা আরম্ভ করলেন—‘আরে সখি, তুমি আগে যাও, আরে না
তুমিই আগে যাও-না—তুমি একাকিনী চলে যাও, তুমি যাচ্ছনা কেন—হে কৃশোদরী, তুমি যাও,
না সখি তুমি যাও—নির্জনতার দরুণ এই বাক্যবৃদ্ধ অতি রমণীয়তা ধারণ করছিল ।

৮২। আরও, পরস্পর সমান বলবান সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুরূপ ভাবে আকর্ষিতা
কথ্যাগণের মধ্যে কেউ না-কোনও পথে গেলেন না-দাঁড়ালেন । আরও, সকলেই প্রেম-বিগলিত
চিত্ত হয়ে, লজ্জায় আনন্দোচ্ছাস সংযত করত চঞ্চল নেত্রকোণে কখনও নীচের দিকে কখনও উপরের
দিকে তাকাতে তাকাতে অতি কষ্টে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন ।

৮৩। এইরূপে নিকটে আগত লজ্জাভরে বিষণ্ণা, কোনও কোনও পুরোগামিদের অঙ্গের
আড়ালে লুক্কায়িতা নতাদী কুমারীদিকে বিস্ময় ও চাতুর্যপূর্বক তেরছা চোখে দেখে সেই রসিকশেখর
সেই খরতর চিত্তানুরাগ-পরাকর্ষার শ্রেষ্ঠ পাত্রদের প্রত্যেক জনের প্রতি বলতে লাগলেন—‘অস্মি,

বাচ্যানং গোপায়িতুমর্হিস্থ। উন্নতরূপ-তরুণরি পরিতস্তুষা ময়া সময়। সকলাঃ কলাবত্যা ভদ্রেণৈব
বীজ্যন্তে, তং কিমনয়ানয়ানুবন্ধপরয়া প্রতারণয়া? তদধুনা সাধুনাঃসাধবসেন শ্রেণীভূয় ভূয়সীং শ্রিয়ং
দধতোহবস্থাভূমর্হিস্তি, তথা কৃতে প্রকৃতে প্রয়োজনে বাসোগ্রহণেইপি কৌশল্যং কৌ শল্যং তদেব
যদন্তরঙ্গজনরঙ্গজনকং ন ভবতীতি মদ্বচসা চ সাম্প্রতং বাসো গৃহীত' ইতি। তদা তদাকর্ণ্য কর্ণ্যমতি-
রসায়নং মতিরসায় নন্দদপি পুরোগতানাং সমানভাবেন সমানভাবেন তদা তদাজ্ঞানুরূপমেব যথাযথং
শ্রেণীভূয় তস্তুঃ ॥

৮৪। তথা স্থিতানু তানু সুশ্রীতমণা মনাবিহস্য স্বক্কে নিহিত-তত্তদম্বরঃ পীতাম্বরঃ পীতাখিলকুমারী-
বদন ইব দৃশা দৃশামভিরামঃ পুনরাহ তা হতা মন্দাক্ষেণ,—‘অয়ি বিরুদ্ধমেতং,

বিশস্তকীর্ণচিকুরঙ্গমিদং হালক্ষ্মী-লক্ষ্ম ব্রতস্থিতজনস্ত তু নিন্দ্যমুচৈঃ।

সামান্তলোকসবিধেইপি বিমুক্তকেশা, নাইস্তু গন্তুমান্যজনং পুনঃ কিম্ ॥

আত্মাকাকৃতত্তরোরুপরি; শ্লেষণে, উন্নতং রূপং সৌন্দর্যং তদেব তরুন্তরুপরি পরিতস্তুষা স্থিতবতা সর্বসৌন্দর্যগুণস্তাপি
চূড়ামণিনেতৃত্বঃ। তেন তাসাং প্রলোভনময়ং স্বয়ংদৌত্যং ব্যঞ্জিতম্। সময়। নিকট এব। অসাধবসেন নিঃসঙ্কোচেন
তথা কৃতে তথাবস্থানে কৃতে সতি, কুশলস্ত ভাবঃ কৌশল্যং চাতুর্যম্। অতথা ব্যবহিতগাজীণাং পঞ্চাধতিদ্বাদশাসো
গ্রহণে পরিধানে চ কুচ্ছমেবেতি ভাবঃ। কৌ পৃথিব্যাং তদেব শল্যং তদ্বচঃ কর্ণ্যং কর্ণ্যভ্যাং হিতম্, মতেবুদ্ধেঃ,
রসায়নাদার্থং নন্দদপি সমুদ্বিমিত্ত, পুরোগতানাং সমানভাবেন ॥ তুল্যাকারত্বেন মান আদরো ভাবঃ প্রেম তাত্ভ্যাং
সহিতেন ॥

৮৪। মন্দাক্ষেণ লক্ষ্ময়া হতান্তাঃ পুনরাহ। মারজনমাদরগীয়জনং, অতু লক্ষ্মীকৃত্য, তস্তু নিকট ইত্যর্থঃ ॥

আমাকে ভয় করে কেন অত্যন্ত অরসিকের মতো আগে পিছে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়েছ, কি করেই
বা নিজেকে গোপন করতে সমর্থ হবে। অতি উচ্চ বিশালাকার এই বৃক্ষের উপর বসে নিকটবর্তী
আমি কলাবতী তোমাদিকে বেশ স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছি নীতিকে উপলক্ষ করে এই
প্রতারণার প্রয়োজন কি? অতএব এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে শ্রেণীভূত হয়ে অপূর্ব শোভা বিস্তার
করে দাঁড়িয়ে যাও। সেরূপ করলে প্রকৃত প্রয়োজন বস্ত্রগ্রহণেও সুবিধা হবে। পৃথিবীর পীড়াদায়ক
তো তাই যা অন্তরঙ্গজনের রঙ্গজনক হয় না—এইজন্য এবং আমার কথার অনুরোধে সম্প্রতি
বস্ত্র গ্রহণ কর। তখন ঐ কর্ণহিতকর অতি রসায়ন বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্বাদন-দানে সমুদ্বিমান কথা
শুনে পুরোগতাদের তুল্য আকারে, এবং আদর ও প্রেমের সহিত যথাযথ শ্রেণীভূতভাবে দাঁড়িয়ে
গেলেন।

৮৪। কণ্ঠাগণ এভাবে দাঁড়িয়ে গেলে নয়নাভিরাম পীতাম্বর অত্যন্ত প্রসন্ন মনে একটু হেসে
স্বক্কে বস্ত্রগুলি ঝুলিয়ে নয়নদ্বারে যেন সমস্ত কুমারীদের বদন পান করতে করতে লজ্জায় হতপ্রায় ওঁদের
পুনরায় বললেন—‘এই আলুলায়িত এলোমেলো চূলে এসে দাঁড়ান অলক্ষ্মীসূচক, ব্রতপরায়ণ জনের

৮৫ । হস্ত ভোঃ স্নেহঃ ! কে শ্রুতি স্বহিতম্, অনিবন্ধাঃ কেশা নাকেশানামপি লক্ষ্মীঃ স্ত্রীলয়ন্তি, তদয়ি বদননিন্দিতরাকেশাঃ কেশান্ বধীত ॥'

৮৬ । ইতি সমাশ্রত্য শ্রুতিতিরম্য শমিতাত্ত্বং তং কল্পনয়নস্ত ব্যাহরং সকলাঃ সকলাকৌশলং শলন্ত্যপাজলনিধৌ নিধৌতভাবাঃ সমাকুক্ষিতোরুচিতোরুগামীয়কমধিধরণিরণিত-হংসককলহংসককল-হাস্তরক্তরক্তচরণকমলপাঙ্কিযুগলোপরিপরিপাতিত-জাহ্নুযুগলমুপবিশ্চ চলবলয়বন্ধারকারণকর্ণামোদকরাভ্যাং করাভ্যামদরসমুন্নমিতাভ্যাং মদরসমুন্নমিতাভ্যাং দরবিকসত্বরসো রসোল্লাসিতমানসাঃ কেশকলাপং কলাপণ্ডিততয়া ববন্ধুঃ ॥

৮৭ । বন্ধুরথ তাসাং পুনরপি নিজগাদ নিজগাদপ্রতিপালনতন্ত্ততোষ চ তোষচপলঃ,—‘হস্ত ভোঃ

৮৫ । কে জনাঃ স্বস্ত হিতং শ্রুতি নাশয়ন্তি । নাকেশানাং স্বর্গপতীনাংপি স্ত্রীলয়ন্তি মুদ্রয়ন্তি, রাকেশচক্ষুঃ ॥

৮৬ । সকলাকৌশলমিতি ব্যাহারবিশেষণম্ । জপাজলনিধৌ শলন্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ, তদৈব নিধৌতভাবা অভিশয়েন কালিতস্বরূপাঃ, নিমজ্ছ্যাপ্তিতা ইত্যর্থঃ । সমাগাকুক্ষিতাভ্যামুরুভ্যাং চিত্তমানীতমুরু অধিকং বামণীয়কং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা, অধিধরণি ধরণ্যাং রণিতো ধনিযুক্তো হংসকঃ পাদকটক এব কলহংসকস্তস্য কলহে অনুরক্তয়োরাগিণৌ রক্তয়োরাগণয়োশ্চরণকমলয়োঃ পাঙ্কিযুগলশ্রোপরি পরিপাতিতং সংহতজাহ্নুযুগলং যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা উপবিশ্চ ; অত্র কেশবন্ধনে লক্ষ্মীয়া শ্রেণীভাবমণহায় পুনরপ্যপ্রশচাস্তাবস্থিতিমঙ্গীকুর্বাণানাং তাসাং বাঃ শ্রেণ্যপ্রবর্ত্তিঃ কুক্ষিতনিচীন-সংহতজাহ্নু-যুগলোপরি নিহিত-কফোণি যুগলমুপবিবিস্তৃতাসামেব পাঙ্কিযুগোপরি পৃষ্ঠবর্ত্তিতস্তাদৃশজাহ্নুযুগলং নিদধুরিতি জ্ঞেয়ম্ । অতথা স্বপাঙ্কিযুগোপরি নিহিতজাহ্নুযুগলেন সুখাসনতয়োগবশে জঘনপ্রান্তোদ্বাটনং শ্রাৎ । চলানাং বলয়ানাং বন্ধার এব কারণং যন্ত তথাভূতম্, কৃষ্ণশ্রু কর্ণয়োরামোদং কুরুত ইতি তাভ্যাং করাভ্যামদরমনন্তং সমুন্নমিতাভ্যাং মদরসং হর্ষরসমুন্নমার্জমিতাভ্যাং রোমাঞ্চচিহ্নেন প্রাপ্তাভ্যামিত্যর্থঃ ॥

নিকট তো অত্যন্ত নিন্দনীয়ই । সামান্য লোকের নিকটই খোলা চুলে যেতে নেই মাশ্রু জনের নিকট তো দূরের কথা ।

৮৫ । হায় হায় হে স্নেহীকন্যাগণ ! নিজেদের মঙ্গল কে দূর করে, এলোচুল স্বর্গের লক্ষ্মীকে পর্যন্ত নিস্প্রভ করে দেয়, তাই হে চন্দ্রবিজয়িনী মধুর বদনা কন্যাগণ । চুল বেঁধে নেও ।

৮৬ । কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের এই অতিশ্রুতিরম্য আতঙ্ক দূরকারী কলাকৌশলযুক্ত কথা শুনে সকল গোপকুমারী লজ্জারূপ জলনিধিতে নিমজ্জিত হয়ে, ভাবে অভিভূত হয়ে, সমাকুঞ্চে উরুর অধিক রমণীয়তা বিস্তার করে, রণিত পদকটকরূপ কলহংসের কলহে অনুরাগিনী অরুণচরণকমলের পাঙ্কিযুগলোপরি দৃঢ়বন্ধ জাহ্নুযুগলকে স্থাপন করে মাটিতে বসে পড়লেন । বসে পড়ে চঞ্চল বলয়-বন্ধারে কৃষ্ণের কর্ণামোদ বিস্তার করে, হাত বেশ খানিকটা উঠিয়ে, হাস্তরসে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঈষৎ বিকসিত বক্ষস্থলে শোভিতা কন্যাগণ রসোল্লাসিত মনে কলাপাণ্ডিত্যের সহিত কেশকলাপ বন্ধন করলেন ।

পুরতো মাগ্নস্ত মাগ্নস্ত সমুপবেশোহভিশোভিতামুপৈতি, ভবতো যতপি ন সামাগ্না মা গ্নায়স্তদপি মদগ্রতো
বঃ সমুপবেশনম্ । তদুত্তিষ্ঠন্ত তিষ্ঠন্ত চ মচ্ছাসনেইচ্ছাসনেইশ্মিন্নোপবিষ্ঠতাম্' ইতি পুনরস্ত রস্ততমমুক্তং
মুক্তং বদনচন্দ্রমসঃ পীযুষযুষ্মিব শ্রবণনির্বাথনেন নির্বাথনেন নিপীয জাতসাক্ষসাঃ সাক্ষসাধু-বিচারবিরহে-
নৈব সহসা সহসাদরতয়া জাহ্নুনি জাহ্নু নিধায় পরম্পরাসক্তকরকমলপিহিতোরুমূলমামূলমালম্বমানাবরোহ-
রোহদতিরামগীয়কা মগীয়কাননলতা ইব কিঞ্চিদানতাঃ সমুত্তস্থঃ ॥

৮৮ । পুনরুবাচ বাচমতিসরসাং স রসাক্তিমনা মনাগ্নিহস্ত,—‘হস্ত ভোঃ কুমার্যো মাৰ্য্যোপ-
সেবনোচিতং চিতং বশ্চরিতম্, ন খলু ব্রতপরাঃ পরাস্তদুকূলতয়ানুকূলতয়ানুগম্য জলদুকূলতাং কূলতাণ্ডবিত-
দৃশঃ খেলিতুমর্হন্তি । নগ্নতয়া সলিলাবতরণে তরণেহুঁহিতরি সলিলদেবতা বতাতিশয়হেলিতা ভবতি ।
দেবতাহেলা হে লালসাবিরোধিনী চ, তদিদমাগো মা গোচরীভূতং বঃ । ব্রতকলকলনায় যদি বো দুর্লভায়

৮৭ । নিজস্ত গাদো বচনং তন্ত প্রতিপালনাঙ্কেতোস্তস্ততশ্চ তোষচপল আনন্দেনাহিরোহভূৎ । মাগ্নস্তাদরগীয়স্ত
পুরতোহগ্নস্ত অমাগ্নস্ত জনস্ত উপবেশো মা অভিশোভিতামুপৈতি, ন শোভতে । মা গ্নায়োহগ্নায়ঃ । অশ্লিন্নচ্ছাসনে
নির্মলসনে ; শ্রবণনির্বাথনে কণ্ঠস্রোতঃ ; “হিষ্টং নির্বাথনং রোকম্” ইত্যমরঃ ; ব্যথনশ্রাত্যন্ত্যভাবো নির্বাথনং তেন
নিপীয আমূলং মূলসমীপপর্যন্তম্, আ ঈষৎলম্বমানাভ্যামবরোহাভ্যাং রোহত্বং পশ্চমানমতিরামগীয়কং যসাং তাঃ, মগীয়া
মগিময্যঃ কাননলতা ইব ॥

৮৮ । মেতি নিষেধে । আৰ্য্যাণাং শিষ্টানামুপসেবনোচিতমহুসরণযোগ্যং বো যুস্মাকং চিতং সমুদিতং চরিতং ন
ভবতি । অনুকূলতয়া আনুকূল্যেন জলদুকূলতাং জলং দুকূলং যসাং তথাভূতম্, অনুগম্য প্রাপ্য । তরণেহুঁহিতরি
যমুনায়াম্ ; হেলা অবজ্ঞা, ‘হে, ইতি সম্বোধনে, লালসা কামনা বো যুস্মাকমাগোহপরাধো মা গোচরীভূতং ন বিষয়ী-

৮৭ । এরপর নিজের বাক্য প্রতিপালনে সন্তুষ্ট তাঁদের বন্ধু আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন—
‘ওহে কুমারীগণ! মাগ্নজনের সম্মুখে অগ্নের উপবেশন করা শোভা পায় না, তোমরা যদিও সামাগ্না
নও, তথাপি আমার সম্মুখে তোমাদের উপবেশন অগ্নায় । অতএব উঠে দাঁড়াও এবং আমার আজ্ঞা-
পালনরূপ এই পবিত্র আসনে উপবেশন কর’—শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র ক্ষরিত এইরূপ অতি সরস বাক্য
অমৃত নির্ধাসের মতো কর্ণপুটে ব্যথার লেশমাত্রহীন অবস্থায় পান করে ভয়ে ভীত হয়ে ভাল-মন্দ
বিচার রহিত হয়েই যেন সহসা আদরপূর্বক জাহ্নুর উপর জাহ্নু স্থাপন করে পরম্পর দৃঢ়বদ্ধ করকমলযুগল
উরুমূল আমূল আচ্ছাদন করে ঈষৎ নীচে ঝুলিয়ে দেওয়াতে বিকসিত অতি রমণীয়তায় শোভনা তাঁরা
মগিময়ী কাননলতার মতো কিঞ্চিং অবনতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ।

৮৮ । শৃঙ্গারমূচক রসে রসিক মনা শ্রীকৃষ্ণ মূচকি হেসে পুনরায় অতি সরস বাক্যে বললেন—
‘অহো কুমারীগণ তোমাদের কৃত এই আচরণ সজ্জনের অনুসরণ যোগ্য নয় । ব্রতপরায়ণ জনের
জলবস্ত্রের আনুকূল্য লাভে উলঙ্গ হয়ে কুলের দিকে চোখ নাচিয়ে জলকেলি করা উচিত নয় ।
নগ্ন হয়ে জলে নামলে জলদেবতা সূর্যকণ্ঠা যমুনা হায় হায় অত্যন্ত অবহেলিত হন । ওহে শোন,

লভায়তা ভবতীচ্ছায়াস্তদা তদাগঃক্ষমাপণায় পণায়ন্তাম্, অস্তি নিরপায় উপায় উত্তমস্তত্র কশ্চিং' ইতি নিশম্য শম্যবস্থাংমাপয়েন হৃদা সুহৃদা সুখদেন সহ সহসা হরিণনয়না ব্যচীচরন্ ॥

৮৯ । 'যদ্যজ্ঞগাদ তদিহাকরবাম বামঃ, কিংবা পরং বদতি তন্নহি হস্ত বিদ্বঃ ।

নৈব ক্রিয়েত যদি তদব্রতসাধ্যবাধা-,ভীতিং প্রদর্শয়তি হা কিমিহাচরামঃ ॥'

৯০ । ইতি ক্ষণমিতরেতরেক্ষণসক্ষণসচকিতং শঙ্কাপঙ্কাপঙ্গুনসো ন সোঢব্যমন্তং সোঢব্যং বা কিমপীতি সন্দিহানা হানাদান-ব্যসনিহো বভূবুঃ ॥

৯১ । তাসাং তাদৃশাং দৃশাং কাতর্যং সমালোক্য সমালোক্যবদনশ্রীমালিন্য়ান্নোপ্তানি চানুমায়া-
ইমায়ামেবাস্তিত্য স পুনরাহ ॥

তৃতম্ । নহু তর্হি সম্প্রতি কিং বিশেষ্য ? তত্রাহ—ব্রত-ফলশ্চ ফলনায় নিষ্পত্তয়ে, 'ফল নিষ্পত্তৌ' । কীদৃশায় ? তুর্লভায়, ইচ্ছায়া লভা লাভ আয়তা অধিকা ভবতি ; লভে: ষিৎবাদাঙ: ; ব্রতফলনিষ্পত্ত্যর্থং যদিচ্ছামধিকং প্রাপুথেত্যর্থ: । শমিনাং শান্তানামবস্থাং প্রাপ্তেন অপ্ৰৌঢ়িনাশাং প্রাপ্তদৈত্তেনেত্যর্থ: । হৃদা মনসা সহ ব্যচীচরন্ পরামমন্ত: । সুখদেন সুহৃদা অনার্কব্যত্যাগাদহুকুলপ্রিয়সুহৃদ্রপেণেত্যর্থ: ॥

৮৯ । বামঃ প্রতিকূলচেষ্টিতঃ কৃষ্ণঃ । ব্রতশ্চ সাধ্যং ফলং তত্র বাধারূপাং ভীতিম্ ॥

৯০ । ইতরেতরেক্ষণং অপরিবিচারসংবেদনার্থং পরস্পরকৃতদৃষ্টিকং সক্ষণং প্রেষ্ঠশ্চ তাদৃশাংহৃদ্যো সোৎসবং সচকিতং 'হস্ত কিং ভবিষ্যতি' ইতি সজ্ঞস্তং তচ্চ তচ্চেতি বস্মৈক্যাম্ । শট্কেব পঙ্কস্তেন আ সগ্যক্ পঙ্ক প্রবৃত্তাসমর্থং মমো যাসাং তা:, হানাদানে তদাজ্জায়াস্ত্যাগস্বীকারো এব ব্যসনে বিপত্তী তৎততো বভূবুঃ ॥

৯১ । সমমকুটিলমালোক্যং দীপ্তিযোগ্যং তদ্বদনং তশ্চ শ্রিয়ঃ শোভায়া মালিন্য়াদ্বেতো: ; 'আলোকো দর্শনো-

দেবতাহেলা লালসা-বিরোধিনী । অজ্ঞতার জন্মই তোমাদের এ-অপরাধ গোচরীভূত হচ্ছে না । এই তুর্লভ ব্রতফল প্রাপ্তির জন্যে তোমাদের তীব্র ইচ্ছা থাকে তা হলে এই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য মূল্য কিছু দেও । এ-বিষয়ে আমার নিকট এক উত্তম উপায় আছে ।' এ-কথা শুনে হরিণনয়নাগণ দৈছাবস্থা প্রাপ্তিতে নিজ সুহৃদ সুখদ হৃদয়ের সঙ্গে সহসা বিচার করতে লাগলেন ।

৮৯ । এই প্রতিকূল লোকটি যা যা বলছে আমরা তাই তাই করে যাচ্ছি, এরপর কি বা বলবে হায় তা-তো বুঝি না । যদি না করি ব্রতফল প্রাপ্তিতে বাধা হবে এরূপ ভয় দেখাচ্ছে, হায় হায় এখন করি কি ।

৯০ । এইরূপ চিন্তাকুল হয়ে ক্ষণকাল পরস্পর তাকাতাকি করতে লাগলেন, প্রেষ্ঠের তাদৃশ আগ্রহ দেখে উৎফুল্লা ও সচকিতা হয়ে উঠলেন । শঙ্কাপঙ্কে পড়ে তাঁরা বিকলমনা হয়ে পড়লেন । 'অন্ত যা কিছু বলবে তা পালন করতে পারব কি পারব না' এরূপ সন্দেহযুক্ত হয়ে তাঁর আজ্ঞার ত্যাগই হবে কি স্বীকার হবে এরূপ বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়লেন ।

৯১ । এইরূপ চিন্তাকুল কণ্ঠাদের দৃষ্টিতে কাতরতা দেখে এবং দীপ্তিযোগ্য বদন-শোভার মলিনতায় মনোগ্রানি অহুমান করে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নিষ্কপট ভাবে বললেন—

৯২ । ‘আশঙ্ক্য চকিতচকোরকাস্তিচৌরৈঃ, পশ্যন্ত্যাহ্ণিভিরভিতঃ পরম্পরাস্তম্ ।

কিং বালাঃ কলয়থ কৰ্কশান্ বিতৰ্কান্, শ্রয়ন্ত্যাহ্ণি কলুষমুষোহস্মদীয়বাচঃ ॥

৯৩ । বিনোদকং বিনোদকং ভবতি কিং পিপাসায়াঃ, সায়াহুং চ বিনা ন ভবতি কোহপি সময়ো
নিদাঘবাসরস্ত রন্তঃ, তদ্ব্যতপদেশো ভবতীনাং কার্য্যঃ ॥

৯৪ । অংহঃ-সজ্জ-ক্ষপণপণনো মহমেব প্রণামঃ

কল্যাণানামপি জনয়িতা শ্রদ্ধয়া কল্যমানঃ ।

উর্দ্ধে মূর্খামুজুতরতনুবল্লয়ো হস্ত তস্মা-

দদ্ধা বদ্ধাঞ্জলি বিদধতাং সুভ্রুবোহস্মৎপ্রণামম্ ॥’

৯৫ । ততশ্চ, হ্রিয়ং কৃদ্ধা পশ্চাৎ প্রিয়তমগিরোহগ্রে বিদধতী

স্বলাবণ্যং কৃদ্ধা বসনমখিলাঙ্গাবরণকম্ ।

দ্যোতো” ইত্যমরঃ । অর্হার্থে যৎ । অমায়ামকৈতবম্ ॥

৯২ । কলুষং ব্রতবৈগুণ্যরূপং পাপং মুকুস্তি নাশয়ন্তীতি তাঃ ॥

৯৩ । উদকং জলং বিনাপি পিপাসায়াস্তৃষ্ণায়া বিনোদকং নিরাসকং কিঞ্চিদন্তি কিম্ ? নাশ্ত্যেব । যত্র পিপাসা
ভ্রোদকে প্রাতিকূল্যমযুক্তমিব ময়ি স্পৃহাবতীনাং ভবতীনাং ত্রিতীনাং মদরোচককৃত্যানাচরণরূপং প্রাতিকূল্যং মধ্যহ্ন-
চিত্তমেবেতি ভাবঃ । নহু কুলবালিকানাং লঙ্কানিমূলনেনাত্যন্তবিড়ম্বনমেব সম্প্রতি তে রোচকম্, তৎ কথং কৰ্কশং শক্যতে ?
রোচকাস্তরমুচ্যতাং যথ্যমভুতিষ্ঠেয়ং ? তত্রাহ—সায়াহুং বিনা নিদাঘবাসরস্ত কোহপি সময়োহপরাঙ্গাদির্ন রন্তঃ, তথা তৎ
বিনা কথমপ্যুত্মা ন নিবর্ততে, তথৈব ভবতীনাং একটমেব সর্বাঙ্গদর্শনং বিনা সমাগ্রহো ন নিবর্ত্তিযত এবতি ভাবঃ ॥

৯৪ । এবং রহস্তং স্বচিকীর্ষিতমর্থমপদেশেনৈব বাঞ্জনয়া বোধয়িত্বা একটমপ্যপরাধরূপং দ্বিষমালস্য ব্যবতিষ্ঠমান
আহ—অংহ ইতি । অংহঃসজ্জানাং পাপসমূহানাং ক্ষপণমেব পণনং পণঃ ফলং যন্ত সঃ । কিঞ্চ, শ্রদ্ধয়া কল্যমানঃ সন্
কল্যাণানাং বহুতরমঙ্গলস্বাভীষ্টানামপি জনয়িতা উপদেকো ভবতি । ততস্তাঃ পঞ্চাঙ্গপ্রণামং বিধিৎসতীরাশঙ্ক্য স্বাভীষ্টা-
বিরোধিনীং তৎপরিপাট্য স্বয়মভিনয়েন শিক্ষয়ন্তাহ—মূর্খাং মন্তকানামুর্ধ্বং সৌমন্তপ্রদেশে বদ্ধোহঞ্জলিযত্র তদ্ব্যথা স্তাত্তথা
অস্মৎপ্রণামং বিদধতাং কুর্বন্ত । সুভ্রুব ইত্যন্ত বিশেষত্বাৎ প্রথমপুরুষঃ । তত্রাপি কুণ্ঠিতাঙ্গং সন্তাব্যাহ—মুজুতর-
তনুবল্লয়া ইতি ॥

৯২ । ‘আশঙ্ক্য চকিত - চকোরকাস্তিহারী নয়নে এদিক্-ওদিক্ পরম্পরের মুখ দেখতে দেখতে
হে কুমারীগণ, কি কৰ্কশ বিতর্কে কলকল করছ । ব্রতবৈগুণ্যরূপ অপরাধনাশী আমার বাক্য শুনে নেও ।

৯৩ । জল বিনা পিপাসার নিবৃত্তি হয় কি ? সায়াহু বিনা গ্রীষ্মের কোন সময়ই আরামদায়ক
হয় না । অতএব আমার উপদেশই তোমাদের পালনীয় ।

৯৪ । আমাতে প্রণাম বিধানের ফলই হল পাপসমূহ-নাশ । আর সেই প্রণাম শ্রদ্ধায় কলিত
হলে তো অনেক প্রকার মঙ্গল স্বাভীষ্টের জনক হয়ে থাকে । হে সুভ্রু কণ্যাগণ ! হায় হায় একেবারে
সোজা তনুলতার শিরোপরি বদ্ধাঞ্জলি ধারণ করে সাক্ষাৎভাবে আমাকে প্রণাম কর ।’

ঋজুভূয় স্থিহা দরমুকুলিতাক্ষী করপুটীং

শিরোহগ্রে বিভ্রাণা হরিণনয়নাস্ত্রেণিরনমং ॥

৯৬ । অথ যথানিদেশং বিহিতাচরণপ্রপঞ্চাঃ পঞ্চালিকা দারবীরিব নাট্যমানা নাট্যমানাশয়ঃ শয়-
কুশেশয়শয়সকলবসনঃ সনত্রমুখীস্তাঃ প্রতি প্রীতমনা মনাগ্নিহসিতসিতসুধাসুধাবিতাধরঃ প্রত্যেকমেব
প্রণয়রসোৎকটাক্ষঃ কটাক্ষকলয়া নিরীক্ষ্য নিজগাদ,—‘প্রীতোহহং বঃ সাধুনাধুনা নির্বালীকেন কেনচিদ্-
ভাবেন, ভাবেন তচ্ছরীয়তাং করকমলং নীয়তাং করকমলং কর্তৃমুচিতরাগং বসনকুলং পরিধীয়তামুপরি
ধীয়তামুচিতচিতপরিতোষাণাং মনোরুত্তিঃ ॥’

৯৭ । ইতি নিগন্ত তথা সমুদ্রীতকরকমলাভাঃ কমলাভাধিকসৌভগাভ্যা নিজকরকমলেন প্রতিজ্ঞনং
তথা সমীচীনানি চীনানি সমর্পয়ামস, যথা যথাস্বমেব তদা তদাপূর্ণ খলু বিপর্যয়ঃ পর্য্যয়তে স্ম ॥

৯৫ । দরমুকুলিতাক্ষীতি হস্তাস্মাকমুকুলস্ত কীদৃশং বা ঋজুনেন দৃষ্টমভূদিতালোকনার্থমতিলজ্জয়াপি নেত্রয়োঃ
সম্যগ্-মুদ্রণাভাবঃ ॥

৯৬ । দারবীঃ কাষ্ঠময়ীঃ পঞ্চালিকাঃ পুস্তলিকা ইব নাট্যমানাঃ, নৃত্যং কার্যমাণাঃ । স কীদৃশঃ ? নাট্যে নর্তনায়াম্
মানো জ্ঞানং যন্ত তথাভূত আশয়োহস্তঃকরণং যন্ত সঃ, নর্তয়িতুং বিচক্ষণধীরিত্যর্থঃ । শয়ঃ পাণিরেব কুশেশয়ং কমলং
তত্র শেরতে ইতি শয়কুশেশয়শয়ানি সকলবসনানি যন্ত তথাভূতঃ, বস্ত্রাণি দাতুং স্বকৃতো হস্তে দধান ইত্যর্থঃ ।—“পঞ্চশাখঃ
শয়ঃ পাণিঃ” ইত্যমরঃ । প্রণয়রসেন উৎকটমক্ষমন্তঃকরণং যন্ত সঃ, প্রেমোদ্রেকচিত্ত ইত্যর্থঃ । ভাং শোভামবতি পুষ্পাতীতি
ভাবস্তেন । বসনকুলং নীয়তাং ততশ্চ পরিধীয়তাম্ । কথংভূতম্ ? করকং দাড়িমপুষ্পমপি অলঙ্কৃতুমুচিতো রাগ অরুণাং
যন্ত তৎ ; “সর্মে করকদাড়িমো” ইত্যমরঃ । উচিতানাং যোগ্যানাং চিতপরিতোষাণাং সমুদ্যানন্দানামুপরি মনোরুত্তি-
ধীয়তামপ্যতাম্, নিজভাবোচিতসুখসিদ্ধিমগ্নচেতসো ভবতেত্যর্থঃ ॥

৯৭ । চীনানি বস্ত্রাণি তথা তেন প্রকারেণ সমর্পয়ামস, যথা যথাস্ব নিজনিজমেব তত্তদবসনমাপুঃ প্রাপ্তবতাঃ ।

৯৫ । লজ্জা পিছনে করে প্রিয়তমের বাক্য সম্মুখে ধরে নিজ অঙ্গলাবণ্য সমস্ত অঙ্গের আবরণ-
বসন করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নয়ন ঈষৎ মুকুলিত করে করপুট মাথার উপরে স্থাপন করত হরিণনয়না
কন্ঠাগণ প্রণাম করলেন ।

৯৬ । অতঃপর নাচানোতে বিচক্ষণধী, নিজ পানিকমলশায়িত বসনযুক্ত, ঈষৎ হাসিরূপ
সুত্রসুধা-সুধাবিত অধরবিশিষ্ট, সনত্রমুখী কন্ঠাদের প্রতি প্রীতমনা শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞারূপ আচরণ বিস্তার
করে কাষ্ঠের পুতুলের মতো নটনশীলা ঐ কন্ঠাদের প্রত্যেককেই প্রেমোদ্রেকিত্তে কটাক্ষকলয়া নিরীক্ষণ
করে বললেন—‘অধুনা কোনও অনির্বচনীয় রমণীয় শোভার উৎস নিষ্কপট প্রেমপরাকাষ্ঠায় আমি
তোমাদের উপর প্রীত হয়েছি, অতএব হাত উঠাও, দাড়িমপুষ্প বিজয়ী অরুণবর্ণের বসনকুল গ্রহণ কর,
এবং পরিধান কর,—নিজ ভাবোচিত সুখ সিদ্ধিতে মগ্নচিন্তা হও ।

৯৭ । এই কথা বলে লক্ষ্মী হতেও অধিক সৌভাগ্যবতী কন্ঠাদের ঐ ভাবে সমুদ্রীত করকমলে
নিজ করকমলের দ্বারা প্রতিজনকে যার যে সমীচীন বস্ত্র তা এমন ভাবে সমর্পণ করলেন যাতে

৯৮। ততশ্চ তাঃ স্বং স্বং ললিতাংশুকমংশুকমঙ্গলতামঙ্গলতয়াং মূর্ত্তিমত্যাগিব সঙ্গময্য মদন-
পতাকিনীপতাকিনীরজিনীরাজয় ইব জয়ন্তি স্ম ॥

৯৯। অথ শ্রীকৃষ্ণকরকমলপরিমলপরিপূর্ণামোদানি পূর্ণামোদা নিবীয় বসনানি সনা নির্মলানি
সাদরদরমন্দাক্ষমন্দাক্ষতাগ্রবিলোকনকনংকনককমলানানাস্তদঙ্গসঙ্গসম্ভাবভাবিতা ইব পুলককুলকঙ্কিততনবো
নবোম্মীলদানন্দনিঃস্পন্দনিঃস্পর্শপরিষঙ্গমঙ্গলমিবানুভবন্ত্যঃ ক্ষণমবতস্থিরে স্থিরেণ প্রণয়ভরেণ। স চ ন
জুগোপ গোপরাজযুবরাজো গান্ধীর্ঘ্যম্, যদতঃ পরং পরমকোমলতাহমলতাধোতহ্রদয়ঃ সদয়ং সমুবাচ ॥

১০০। ‘অয়ং বঃ সঙ্কল্পঃ প্রথম ইব কল্পক্ষিতিকরঃ

প্ররোহঃ প্রাগেব ব্যজনি মম চিত্তস্ত বিষয়ঃ।

বিপর্যয়ঃ পরি সর্বতোভাবেন ন অয়তে স্ম, ন প্রাপ্তোহভূৎ, কিস্ত্বেকাংশেনৈব। তত্র প্রথমং কঙ্কলিকাং দত্তা তামেব
সসম্বন্ধমন্তরীয়তয়া পরিহিতবতীভ্যোহন্তরীয়াং শাটিকাং চ দদাবিতি ভাবঃ ॥

৯৮। ললিতাংশবঃ কিরণা যশাস্তদংশুকং বস্ত্রম্, অঙ্গমেব লতা সৈব মঙ্গলতা মূর্ত্তিমতী তস্তাং সঙ্গময্য যোজয়িত্ব
জয়ন্তি স্ম, সর্বোৎকর্ষং প্রাপুঃ। মদনস্ত কন্দর্পস্ত পতাকিনী সৌভাগ্যবতী তৎপ্রিয়া রতিস্তুত্যাঃ ক্রীড়ার্থং পতাকিত্যঃ
পতাকাধারণ্যঃ কমলিনীশ্রেণয় ইব; “পতাকা বৈজয়ন্ত্যাঞ্চ সৌভাগ্যাস্বধ্বজেহপি চ” ইতি বিশ্বঃ ॥

৯৯। পূর্ণামোদাঃ পূর্ণানন্দবত্যাঃ, নিবীয় পরিধায়, সনা সদা নির্মলানি; “সনা নিত্যে” ইত্যমরঃ। সাদরং যথা
শ্রান্ততা দরমন্দাক্ষেণ ঈষল্লজ্জয়া মন্দম্ আক্ষতম্ ঈষৎক্ষতং যদগ্রবিলোকনং সম্মুখদর্শনং তেন কনং শোভমানং কনককমল-
তুল্যমাননং যাসাং তাঃ; তদঙ্গসঙ্গিবসনসঙ্গাদেব তদঙ্গসঙ্গস্ত সদ্ভাবেনৈব ভাবিতা বাসিতা ইব। নবোম্মীলদ্বিরানন্দৈ-
নিঃস্পন্দঃ স্পন্দরহিতো নিঃস্পর্শঃ স্পর্শবিনাভূত এব পরিষঙ্গস্তজ্জপং মঙ্গলম্। পরমকোমলতয়া যা অমলতা নৈর্মল্যং
তয়া ক্ষালিতমনাঃ ॥

তঁারা নিজ নিজ বস্ত্রই ঠিকমত পেয়ে গেলেন—উণ্টাপান্টা লেশমাত্রও হ'ল না।

৯৮। অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ ললিত উজ্জ্বল বস্ত্র মূর্ত্তিমতী মঙ্গলতারূপ অঙ্গলতায় পরিধান
করে মদনপ্রিয়া রতিদেবীর ক্রীড়ার জন্তু পতাকাধারণী কমলিনীশ্রেণীর মতো সর্বোৎকর্ষে দীপ্তি পেতে
লাগলেন।

৯৯। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ করকমলের পরিপূর্ণ সুগন্ধে পূর্ণ সুবাসিত সদা নির্মল বস্ত্রগুলি তাঁরা
সাদরে পরিধান করে ঈষৎ লজ্জায় সম্মুখ দিকের দৃষ্টিপাত কিছুটা সংযত-করণে কনক কমলাননের
শোভা বিস্তার করে, ‘তঁার অঙ্গসঙ্গ যেন হয়েই গিয়েছে’ এরূপ ভাবে ভাবিতা হয়ে, আনন্দশিহরণ
তরুর কাঁচুলিরূপে ধারণ করে, নবপ্রকাশিত আনন্দে নিস্পন্দ হয়ে, স্পর্শ বিনাই আলিঙ্গনমঙ্গল যেন
প্রাপ্তি হয়েছে এরূপ অনুভব করতে করতে কিছুকাল প্রণয়ভরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গোপরাজ-
যুবরাজ গান্ধীর্ঘ্য রক্ষা করতে পারলেন না, তাই অতঃপর পরমকোমলতা - অমলতাধোত হ্রদয়ে সদয়ভাবে
বলতে লাগলেন—

১০০। ‘কল্পবৃক্ষের অঙ্কুরের মতো তোমাদের এ-সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্ব্বেই আমার চিহ্নের

ইদানীং তদ্ব্যক্তৌ ব্যরচি বিবিধেয়ং বিরচনা

পরীক্ষা চ প্রেম্ণো ব্যতনি ভবতীনাং নিরুপধেঃ ॥

১০১ । যন্মদভিহিতমভি হিতমকারী হৃদয়ম্, ন কাপি বামতা মতাসীদ্বঃ, তদয়ং বো মনোরথঃ সাধু
নাধুনাতনত্বমেতি, বাসনাসনাতনত্বেন সহ পূর্বপূর্বসিদ্ধ এব, তদয়ং নিত্যঃ সত্যঃ সরসশ্চ । সাধারণ্যেন
মমায়ং স্বভাবঃ । তথা হি—

স্থবীয়স্থানন্দে ময়ি বিনিহিতং ধৌতহৃদয়ে-

র্ন রাগং রাগত্বাশ্রয়ময়ি করোমি ক্ষণমপি ।

পরং তু স্বানন্দামৃতময়তয়া তং প্রবিদধে

ন হি স্বচ্ছন্দোজা ভবতি রসকূপোহনুরসভাক্ ॥

১০০ । কল্পক্ষিতিরূহ ইতি মদভীষ্টত্বাপি সাধকত্বাৎ মচ্ছিত্তবিষয়ঃ প্রাগেব ব্যজনি অভূৎ । ইয়ং বিরচনা বিবিধ-
হঠনিদেশময়ী ; নিরুপধেঃপাদিশূন্যত্বাৎ ॥

১০১ । হৃদয়ম্ অভি মননোহভি লক্ষীকৃত্য মদভিহিতং হিতমকারি, বো যুস্মাকং বামতাপি অমতা অসম্মতা
অভূৎ, তত এব হেতোরসে মনোরথঃ সাধু যথা স্তাস্তথা অধুনাতনত্বং ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু নিত্যসিদ্ধত্বমেবেত্যর্থঃ । অয়ং
মনোরথঃ সত্যো নিকৈতবঃ সরসঃ প্রেমময়ঃ । স্থবীয়সি পরমমহতি আনন্দে তৎস্বরূপে রাগং স্পৃহাং কামমিতি যাবৎ,
তং রাগং স্বানন্দামৃতময়তয়া মৎসুখামৃততাৎপর্যকত্বেন বিদধে করোমি, আশ্রয়-সুখতাৎপর্যকত্বেন কামময়োহপি রাগো
ময়ি নিক্ষিপ্তশ্চ মল্লক্ষণবিষয়-সুখতাৎপর্যকত্বেন প্রেমময়ত্বৈব ফলভীত্যর্থঃ । স্বচ্ছন্দোজাঃ স্বতন্ত্রপ্রভাবো রসস্ত পারদস্ত
কূপোহনুরসং ন ভজত ইতি যোহন্তো রসস্তত্র নিক্ষিপ্তো ভবতি, স স্বরূপং বিহায় তন্ত রূপতাং প্রাপ্নোতি, লবণা-
করবদিত্যর্থঃ ॥

গোচরীভূত হয়ে গিয়েছিল । ইদানীং ওর বুদ্ধ্যর্থ হঠ-আজ্ঞাময়ী এই বিবিধ চমৎকার লীলা রচনা
করেছি, এবং তোমাদের নিরুপাধি প্রেমের পরীক্ষাও করে নিয়েছি ।

১০১ । যেহেতু তোমরা আমার মনের দিকে চেয়ে আমার আদিষ্ট হিতময় বাক্য পালন
করেছ, তোমাদের কোনও বাস্যভাব প্রতিকূলতা করে নি, এই হেতু তোমাদের এই মনোরথ সুন্দরভাবে
আধুনিকভাব প্রাপ্তি করেনি কিন্তু নিত্যসিদ্ধভাবই প্রকটিত করেছে । তোমাদের এই মনোরথ
বাসনানিত্যত্বের সহিত পূর্বপূর্ব সিদ্ধই—অতএব এ নিত্য নিকৈতব এবং সরস । সাধারণ জগতের প্রতি
তো আমার স্বভাব এইরূপ—

পরমমহান্ আনন্দসাগর স্বরূপ আমাতে যদি স্বসুখতাৎপর্যকত্ব হেতু কামময় স্পৃহাও শুদ্ধচিত্ত
জনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় তবে ওকে আমি ক্ষণকালের জগুও ঐ স্পৃহাময়রূপে স্থায়িত্ব দান করি না,
পরন্তু মল্লক্ষণবিষয়-সুখামৃত তাৎপর্যকত্ব অর্থাৎ প্রেমময়রূপে পরিবর্তিত করে দেই । স্বতন্ত্র প্রভাববিশিষ্ট
পারদকূপ অনুরসের সঙ্গে কখনই আপোষ করে না ।

১০২ । ভবতীনাং তু স্বভাবসিদ্ধানাং নাম স্বভাবোহয়ং ভাবো যং শ্রীরপি প্রার্থয়তে । সামান্য-
নামপি ময়ি পরমে রসসিদ্ধৌ কামাত্মা নাক্ষরায়ন্তে, ন কথিতা ন চ ভূষ্টা যবাদয়ো হস্ত বীজন্তি ॥'

১০৩ । ইতি সরসতর-তরলতালতাকুসুমমিব পরিমলমলনমনোহরং প্রিয়তম-বচনামৃতমৃতমেব
মন্ত্যমানা মানাতীতর্হ্ষোৎকর্ষোৎকমনসো মনসো দ্রুতশ্চেব শীকর-নির্গমমিবানন্দাশ্রু-কণ-নিঃস্রুন্দমভিনয়ন্ত্যো
নিরন্তরমেব কিঞ্চিদাকৃষিতেক্ষণং ক্ষণং তন্তুঃ ॥

১০৪ । তদনুত্তমপ্রণয়কলাকলাপকণ্ঠীঃ কলকণ্ঠীরিব শিশিরসময়াবসানসানন্দতয়া কণ্ঠগুপ্তিত-
কুজিতা জিতারিরথ পুনরাললাপঃ—‘অয়ি ব্রজত ব্রজতলমাগামিনীঃ ক্ষণদাঃ ক্ষণদাঃ সময়া ময়া সহ রন্তব্যম্,
সিদ্ধা এব ভবত্যঃ, স্তোভবত্যঃ স্তোকমপি মা ভবন্তু’ ইতি লঙ্কাশ্বাসাঃ শ্বাসানিলধূতধরকিসলয়ং সলয়ং
দলদিন্দীবরবরবর্ষণমিব কটাক্ষাপাতপাতপরম্পরাং তদুপরি পরিকল্প্য কুচ্ছেনৈব ব্রজং ব্রজন্তি স্ম ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে বস্ত্রাহরণং

নাম দ্বাদশঃ স্তবকঃ ॥১২॥

—ঃ:ঐঃ:—

১০২ । অদ্বা সাক্ষাৎ, নাম প্রাকাশে, ভাবো দীপ্তিধারী, যং স্বভাবম্, বীজন্তি বীজানীবাচরন্তি ॥

১০৩ । সরসতরা যা তরলতা প্রেমার্দ্ৰতয়া গান্তীর্ঘ্যভাবঃ, সৈব লতা তন্তু কুসুমম্, অঙ্গসঙ্গরূপফলকারণহাৎ
পরিমলঃ কর্ণরোচকত্বং তন্তু মলনেন ধারণেন মনোহরম্ । অতং সত্যম্ ॥

১০৪ । অনুত্তমপ্রণয়কলয়া কলং মধুরাশ্রুটমালপতীতি স কণ্ঠো যাসাং তাঃ কলকণ্ঠীঃ কোকিলজ্ঞীঃ, কণ্ঠে গুপ্তিতং
প্রথিতং কুজিতং যাভিস্তাঃ, তেন অয়ি বচনং কিংসিদ্ধাকর্ণয়সি, কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তরমপি দেহি, অয়ি নাহমত্র প্রভবামি,

১০২ । কিন্তু স্বভাবসিদ্ধা তোমাদের এ-স্বভাব তো সাক্ষাৎ স্পষ্টই জ্বল-জ্বল করছে, লক্ষ্মীদেবীও
যা প্রার্থনা করেন । পরসরসসিদ্ধি আমাদের সামান্যজনেরও কামাদিসমূহ অক্ষুরিত হয় না, জলে পচা বা
আগুনে ভাজা ধান হায় হায় কখনও আর বীজের ধর্ম প্রকাশ করতে পারে না ।'

১০৩ । এই কথা শুনে অতি সরস চঞ্চলতা-লতার কুসুমের মতো পরিমল ধারণে মনোহর
প্রিয়তমের কথা সত্য বলে মননশীলা তাঁরা অপরিমিত হর্ষ ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হলেন । তাঁদের
প্রেমবিগলিত মনের জলকণা ক্ষরণের মতো আনন্দাশ্রু-কণ পাতন অভিনয় করতে করতে করতে নিরন্তর ও
কিঞ্চিৎ কুটিলনয়না হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন ।'

১০৪ । অতঃপর অসমোদ্ধি প্রণয়কলাযুক্ত মধুরাশ্রুট আলাপকণ্ঠী কলকণ্ঠী যেমন শীতকাল
অবসানের আনন্দে কণ্ঠে রচিত কুজন করতে থাকে সেইরূপ এই কল্যাণকলকল করতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ
পুনরায় বললেন—‘অয়ি তোমরা এখন ব্রজে চলে যাও, সামনের নিকটবর্তী উৎসবময়ী রজনীতে
আমার সহিত বিহার করো, আরে তোমরা তো নিত্যসিদ্ধা, তুষিত চাতকের মতো আর কলকল করো

অমৃৎকণ্ঠসে চেৎ ত্বমেব নিঃসন্নেহং পৃচ্ছেত্যাদি ভাসাং নীচৈঃ পরম্পরসঙ্কথনমপি সংজ্ঞাবহলং সমভূদিত্তি ব্যঞ্জিতম্ ।
 ত্রিতারি: শ্রীকৃষ্ণ: । সময়ানিকট এব, সলয়ং সন্নেষং কটাক্ষাণামাপাতপাতস্তংকালপাতনং তন্ত পরম্পরাম্ ; “আপাত-
 স্তদাহে পতনেহপি চ” ইতি বিখ্য: ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্ত্তাং দ্বাদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১২॥

...:।★।:....

না।’ এইরূপে লক্সাশ্বাসা তাঁরা সেই সময়ে পল্লব ও প্রফুটিত দলবিশিষ্ট নীলপদ্ম বর্ষণের মতো
 শ্বাসবায়ুদ্বারা কম্পিত অধরপল্লব-আলিঙ্গিত কটাক্ষপরম্পরা কৃষ্ণোপরি রচনা করতে করতে অতি কষ্টেই
 ব্রজে ফিরে গেলেন ।

ইতি শ্রীমানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে

বস্ত্রহরণ নামক দ্বাদশ স্তবক ।

... = ০:০ = ...

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ



১। অথ ভগবানহু গবানহুসন্ধানং ক্ষপিতবহুকালোহকালোপনতং কিমপি মধুররসকোমলতালতা-
ফলমিবাস্তুরাস্তুরাস্বাচ্চ পুনর্গোচারণকুতূহলিনা হলিনা সহ সহজলীলালাবণ্যভাজাং সহচরানামপি
সঙ্গসঙ্গহরহরতরা সাদরেণ সোদরেণ সোৎকর্ষমানন্দিতেন নন্দিতঃ সহচরৈরপি চাভিনন্দিতো বনমধ্য-
মবজ্জগাহে ॥

২। অবগাহ্য চ সরসমধুরং মধুরঞ্জিনা বচসা চ সাদরং সোদরং সোহয়ং বয়স্তুবিশেষ্যান্ বয়স্ক-
বিশেষ্যানপি সম্বোধয়তি স্ম,—‘তদ্রভবন্ ভবন্নার্য ! রক্তসাস্তোক স্তোককৃষ্ণ ! অয়ে উরুচিরাংশো রুচি-
রাংশো ! হস্ত সকলসৌভগশ্রীদামন্ ক্রীদামন্ ! অস্মি প্রণয়বক্ষুবল শুবল ! ভোঃ প্রেমযশোনিবহেহজুন

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ

চক্রে ভক্তার্থনাং ভক্তার্থনাং বিচ্ছেদ চাচ্চাতঃ।

ত্রয়োদশে বাধাং সাযং প্রমদাঃ প্রমদাকুলাঃ ॥

১। গবানহুসন্ধানং গবানহুসন্ধানাভাবন্, অহু লক্ষীকৃত্য, ক্ষপিতবহুকালো বস্ত্রহরণাদিলীলাবেশেন গোচারণমপি
বিস্মৃত্য যাপিতবহুকণ ইত্যর্থঃ। অকালেহসময়ে সঙ্গবপূর্ব্বাহ্বাদাবপ্যুপনতং মিলিতং সহচরাণাং সঙ্গে সঙ্গহরী সঙ্গমশীলা
হরা যন্ত তন্তয়ানন্দিতেন সোদরেণ ভ্রাতা বলদেবেন নন্দিতঃ ॥

২। সোদরং বলদেবন্, সোহয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ, বয়স্তুবিশেষ্যান্ সখিভেদান্। কীদৃশান্? বয়সি বিশেষমপ্রাপ্তান্, তুলা-
বয়স্কানিত্যর্থঃ। রক্তসে হর্ষে, অস্তোক অনন্ন। উরবঃ প্রধানাশ্চিরং ব্যাপ্যাংশবঃ কিরণাঃ কেলিযুদ্ধাদৌ যন্ত হে তথাভূত ?

ত্রয়োদশ স্তবক

যজ্ঞপত্নী জনানুগ্রহ :

ব্রজের সখা ও বৃক্ষের প্রশংসা :

১। অতঃপর বস্ত্রহরণাদি লীলাবেশে গোচারণও বিস্মৃত হয়ে অসময়ে প্রাপ্ত মধুররসের
কোমলতারূপ লতার ফলের মতো কোনও অনির্বচনীয় বস্তু অন্তরে অন্তরে আশ্বাদন করত বহুকাল
কাটিয়ে পুনরায় গোচারণ কুতূহলী হলীসহ মিলিত, সহজলীলালাবণ্যবাহী সহচরগণের সঙ্গে
মিলনাকাজক্ষায় স্বরাশ্রিত নিজের দ্বারা অতিশয় আনন্দিত ভ্রাতা বলদেবের আদরে হুষ্ঠ, এবং সহচরগণের
দ্বারা অভিনন্দিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করে গেলেন।

২। বনের মধ্যে প্রবেশ করে সেই শ্রীকৃষ্ণ সরস মধুর মধুরঞ্জী বাক্যে সাদরে জ্যোষ্ঠভাই বলদেব
এবং সমবয়স্ক বয়স্তুবিশেষদিকে সম্বোধন করতে লাগলেন—‘হে পরমপূজনীয় আর্য ! হে আনন্দোচ্ছল
স্তোককৃষ্ণ ! অয়ি যুদ্ধাদিতে দেহকাস্তি বহুসময় পর্যন্ত দীপ্ত রাখতে সমর্থ অংশুমান্ ! অহো সকল

হেহুর্ন। হংহো প্রণয়বিশাল বিশাল। হন্তু ক্রীমন্মোজ্জিগ্মোজ্জিগ্মিন্! অঙ্গ প্রণয়গিরিদেবপ্রস্থ দেবপ্রস্থ! হন্তু ভো মনোরথরথবরুথপ বরুথপ। দৃষ্টতাং দৃষ্টতাং পুত্রেয়ং বিপিনপ্রীঃ।

৩। যত্র ক্রমা বিক্রমাবিশিষ্টকিমলয়াঃ সলয়া ইব, যেমাং চ মর্ষাপত্রানি পত্রানি, পয়িত্তঃ সম্প্রি-
কৃতাহংশাখাঃ শাখাঃ, বিবিধবিহঙ্গবিটপা বিটপাঃ, বশীকৃতসুমনসঃ সুমনসঃ, পুরুষাপুরুষাপুরুষানি
গুফলানি ফলানি।

■। তিষ্ঠতু ভাবদেয়াং বৃন্দাবনতরুণাং রামগীয়কম্, সুবসামাশ্রানাং সামাশ্রানাং চ তরুণাং জন্ম
পরমসাধীযঃ। যতঃ পট্টেরেব শরাঃ পরসুখদাঃ পরসুখদা ভবন্তি, সুমনোভিরেব সাধবঃ, ফলৈরেব পুণ্য-
কর্মাবি, ক্রগ্ভিরেব শাদূলাঃ, সমিস্তিরেব ক্ষত্রিয়াঃ, ভাস্মীভাবেনৈব পারদাঃ, তরবন্ত পত্রসুমনঃফলসক-
রুচির সুন্দর! অংশো ইতি বিশেষ্যপদম্। সকলসৌভগেব ক্রীযুক্তং দাম মালা যন্ত হে তাদৃশ। প্রণয় এব বহু ধর্ম
তেনৈব বলতে হে তথাভূত। প্রেমযশসাং নিবহে সমূহে অর্জুন। হে শুক্রবর্ণ আতাত্রমধরায়ুত ইতিবৎ তব প্রেমযশ-
সমূহঃ শুক্রবর্ণ ইত্যর্থঃ; “বলক্ষো ধবলোহর্জুনঃ” ইত্যমরঃ। অঙ্গ ইতি সম্বোধনে। প্রণয় এব গিরিদেবঃ পর্বতমুখ্যস্ত
প্রস্বরূপঃ;—“প্রস্থঃ সানুরদ্রিয়ো” ইত্যমরঃ। মনোরথ এব রথস্তত্ত্ব বরুথং কবচং পাতীতি তথা, “বরুথো রথগুপ্তো
আদরুথং বর্মবেশ্বনোঃ” ইতি বিশ্বঃ।

৩। বিক্রমৈঃ প্রবালৈরবিশিষ্টানি কিশলয়ানি যেমাং তে সলয়া ইব পরম্পরাশ্লেষবন্ত ইব; যদা, পত্রচাপল্যভ্রম-
রুদ্বারকোকিলরাবৈশ্চ নৃত্য-গীত-বাস্তগত-তালধারিণ ইব; “লয়ো বিনাশে সংশ্লেষে সাম্যে ভৌবে ত্রিকশ্চ চ” ইতি বিশ্বঃ।
সর্ষাপদ্মাস্তায়ন্ত ইতি মূলবিভূজাদিভ্যাং কঃ, সম্যক্ পরিবৃত্তা আশা দিশঃ ধ্যমাকাক্ষক যাভিস্তা বিবিধা বিহঙ্গাঃ পক্ষিণ
এব বিটাঃ ষিড়্গাস্তানপি পাতীতি তথা। সুমনসো দেবাঃ, সুমনসো পুংসানি; পুরুষা পুরুষেতি বীপা, প্রতিপর্বত্যর্থঃ;
“গ্রহির্না পর্বপুরুষী” ইত্যমরঃ। অপুরুষাণ্যক্সকানি গুফলা গ্রহনং তং লাস্তীতি তানি।

■। শোভনৈ রসৈঃ জ্ঞা সম্যক্ত্মান্তানাম্ মাননীয়ানাম্। পট্টকঃ পট্টকৈঃ, শরা বাযাঃ, পরসুখদাঃ শক্রসুখগুকাঃ,

সৌভাগ্যরূপ ক্রীযুক্ত মালায় শোভন ক্রীদাম! ওহে প্রণয়রূপ ধনে বলীয়ান সুবল! ভো প্রেমযশরাশিতে
শুক্রবর্ণ অর্জুন, হে হৈ হৈ প্রণয়ে বিশাল বিশাল! অহো শোভাবিশিষ্ট ভেজদীপ্ত ওজ্জ্বলিন্! হে প্রণয়রূপ
মুখ্যপর্বতশেখর দেবপ্রস্থ! হন্তু ভো মনোরথ রথের কবজের পালনকারী বরুথপ! ওহে দেখ দেখ
সমুৎপন্ন ঐ দেখবার মতো রমণীয় বিপিনশোভা।

৩। ‘ঐ যেখানে প্রবালের মতো রক্তবর্ণ নবপল্লবে শোভিত বৃক্ষরাজি যেন হয়ে আছে পরম্পর
আলিঙ্গনে বদ্ধ—যাদের পত্রচয় সকল বিপদভ্রাতা, শাখা চতুর্দিকে দিক্ ও আকাশের সম্যক্ আচ্ছাদন-
কারী, ছোট ছোট ডাল বিবিধ বিহঙ্গলম্পট পালয়িতা, পুংস দেবতা-বশীকারী, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সুকোমল
গুচ্ছ গুচ্ছ ফলরাশি।

৪। এই বৃন্দাবনের বৃক্ষের রমণীয়তার কথা দূরে থাকুক ও-তো মনোবাক্যের অগোচর।
বৃন্দাবনের বাইরের শোভন রসে সম্যক্ মাননীয় সামান্ত বৃক্ষজন্মও পরমসাধু। কারণ দেখ-না,
পরসুখদায়ী হয়ে থাকে—বহুবাণ শুধু পত্রের (নীচের পুচ্ছ) সন্নিবেশে শক্রসুখ নাশকত্বের দ্বারা, সাধু শুধু

সমিস্তস্যভিরেব, তৎ খলু তরুজন্ম সকলপ্রাণিসার্থসার্থকম্ ॥’

৫। ইত্যনুপমমনোহরং নিগদম্নগুবীনোহনুগবীনো ধেনুগণাবনবনলীলাসো লালসো বয়স্তানাং হেতোরুদদ্যাদদ্যাদকৃতালসস্ত সস্তদগতিহীনং গবাং গণং মিহিরহুহিতুরোধোরোধোদয়ং প্রাপিপয়িসুঃ পিপয়িসুচ পরমাং শ্রীতিমন্তুরেণ ক্ষিতিজন্মনামন্তুরেণ ক্ষিতিজন্ম নালোক্যভাবৈবয়শ্চৈবয়শ্চেকরূপ্যং গতেঃ সহ স হ সহসাগ্রজোহগ্রজোষমুপসসর্প ॥

৬। স সর্পরাজদমনো মনোজ্ঞচরিতস্তরণিতনয়াতটীণা গাঃ পায়য়ামাস। পয়ঃ পিবন্তীষু নৈচিকীষু চিকীষুরপদবীদবীষসীনাং বিপ্রভার্যাণাং বিপ্রভার্যাণাং মনোরাগং রাগং তরুমূলমালস্য কৃতবিশ্রামঃ স

পরশুখদা ভবন্তীতি সর্গাজ্যেতি। কর্মণীভাজ ছ লিঙ্গবিপরিয়ামেনৈব পরেয়াং সুখদায়িনো ভবন্তীতি তত্র তজার্থঃ। স্তমনোভিঃ শোভনৈশ্চিষ্টৈঃ ফলৈঃ স্বর্গাশ্চক্ষুঃ শিঃ স্বচর্যভিঃ। সমিস্তিঃ সাধুজনপালনার্থং যুদ্ধৈঃ। প্রাণিসার্থে প্রাণিসমূহে বিষয়ে সার্থকং সপ্রয়োজনকং কিন্তু যাজ্ঞিকব্রাহ্মণজন্মৈব নিম্প্রয়োজনমিত্যগ্রেতনলীলানামভিপ্রেত্য সূচনা। বৃক্ষা অচেতনাঃ, বিপ্রা মদজ্ঞানাদচেতনাঃ, কিঙ্কর্যাং প্লাবয়াহকাণ্ডে ধিক্ ভানেবেতি সূচিতম্ ॥

৫। অনুগণাং বীঃ কাস্তিরিচ্ছ, তস্তা ইনঃ প্রভুঃ। ধেনুগণস্তাবনং যত্র তথাভূতায়ং বনলীলায়াং রসো যন্ত সঃ। উদজ্জাং পিপাসাং দদাতীতি সা চাসৌ জ্ঞানো নিত্যমদনঞ্চ তেন কৃতস্তালসস্ত হেতোঃ সন্তদয়া সবেগয়া গত্যা হীনং গবাং গণং মিহিরহুহিতুর্যমুনায়া রোধঃ পুলিনং প্রাপিপয়িসুঃ প্রাপয়িতুমিচ্ছুঃ। কীদৃশম্? ন রোধস্তাবরণস্তোদয়ো যত্র তত্র তৎ পিপয়িসুর্জিগমিসুঃ ‘পয় গতো’; ক্ষিতিজন্মাং তরুণাম্, অন্তরেণ মধ্যেন পথা, অন্তরেণেতি তৃতীয়ান্তম্, বয়শ্চৈঃ সহ। কীদৃশৈঃ? ক্ষিতিজন্ম ক্ষিতৌ প্রাদুর্ভাবমন্তুরেণ বিনা নালোক্যো ন আলোকয়িতুং শক্যো ভাবঃ স্বরূপং যেবাং তৈঃ। অন্তরেণেত্যব্যয়ম্; একরূপ্যং তুল্যাকারত্বম্, অগ্রোহধিকো জোষঃ শ্রীতিযজ্ঞ তদ্বধ্যা স্তান্তথা উপসসর্প ॥

৬। ততঃ স কৃষ্ণঃ সর্পরাজস্ত দমনঃ; তবণীতনয়ায়ান্তটীং গচ্ছন্তীতি তা গা ধেনুঃ। বিপ্রভার্যাণাং রাগং প্রেম

সুমনের (সুন্দর চিত্তের) দ্বারা, পুণ্যকর্ম শুধু ফলের (স্বর্গের) দ্বারা, ব্যাস্ত শুধু স্বকের (চর্মের) দ্বারা, ক্ষত্রিয় শুধু সমিৎ-এর অর্থাৎ যুদ্ধের (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) দ্বারা, পারদ ভয়ীভাব-এর (ভয়) দ্বারা। কিন্তু তরু একাই পত্র-সুমন-ফল-স্বক্-সমিৎ-ভয় এত সব দিয়ে পরশুখদায়ী হয়ে থাকে। অতএব বৃক্ষজন্ম সকল প্রাণী সম্বন্ধেই প্রয়োজন সাধক।’

৫। এইরূপ অনুপম মনোহর কথা বলতে বলতে ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলমান সখাগণের ইচ্ছার প্রভু, বাললীলারসে রসিক, বয়স্গণের লালসার ধন শ্রীকৃষ্ণ পিপাসাদায়ী ভুরিভোজনে দ্রুত-গতিহীন ধেনুগণকে যমুনার নিরাকুল পুলিনে নিতে ইচ্ছুক হয়ে এবং পরমশ্রীতির অভিলাষে বৃক্ষশ্রেণীর ভিতরের রাস্তায়—পৃথিবীতে জন্ম না হলে যাদের ভাব দৃষ্ট হত না, এবং যারা সমবয়স্ক বলে একই চেহারার সেই বয়স্গণ ও অগ্রজ বলরামের সহিত শ্রীতুচ্ছল মনে পুলিনের নিকট চলে গেলেন।

বিপ্রভার্যা-অনুরাগ-পরীক্ষেচ্ছ কৃষ্ণের ক্ষুধাপীড়িত সখাগণকে খাওয়া যাজ্ঞা-উপদেশ :

৬। অতঃপর সেই মনোজ্ঞচরিত সর্পরাজদমন কৃষ্ণ যমুনাতটে উপস্থিত ধেনুগণকে জলপানে লাগিয়ে দিলেন। ধেনুগণ জলপান করতে থাকলে তিনি বিশিষ্ট প্রভায় শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাকুলবতী

উচ্চৈঃ শুভে ॥

৭। শুভে তস্মিন্ সময়ে ধেন্বনবিহারবনবিহারক্লান্তাঃ প্রাতরকৃতাহারা নীহারানীতগ্ৰানিকমলবদনাঃ সর্ব এব সখায়াঃ সমমশনায়য়া নায়য়ামাসিরে গ্ৰানিং যদি, তদামী তদামীলম্মোদা ইব শ্রীরামদামোদরয়ো-
র্মদামোদরয়োঃ সোদরয়োদ্ধ্রুতমভ্যাসমভ্যাসনাঃ কাতরতয়া জগদ্ধঃ—‘জগদ্ধুত্তমতমমহোহভিরাম রাম
মহাবাহো নবানুবাহকৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভূজ ভূজগবিষবদতিকরালয়া বৃভক্ষয়াক্ষয়া জঠরপিঠরপিপীড়য়িষা
নো ব্যতনি। তনিমাননপি নোপলভামহে নিরুতঃ, তদুপশমনমননমনুবিধীয়তাং তত্রভবন্ত্যাং
ভবন্ত্যাম্ ॥’

৮। ইতি কুন্দশুভগদংশু স্নগদংশু কোমলমনা মনাক্ স্মিতং বিধায় সমুপদিশে দেশকালোচিতং
চিতং প্রণয়েন,—‘ভো ভো যদেবং ক্ষুধাধামনুভবন্তো ভবন্তো বিমনায়ন্তে, তদা তদাবাধাপ্রশমনায়
শমনায়ন্তং যত্নচ্যতে, তদাকলয়ন্ত। ইত এবাদুরে দূরেক্ষিণো মহান্ত উৰ্বীগীৰ্বাণা নির্বাণানির্বচনীয়াশ্রদ্ধা-
চিকীৰ্ষুজ্ঞাতুমিচ্ছুঃ; ‘কি জ্ঞানে’। কথন্তুতম্? মনোরাগং মনো লগয়তি লগ্নং করোতীতি তথা তম্। পদব্যা বস্তুনা
দবীয়ন্তো দূরতরা ন, তথাভূতানাং নিকটবতিনী নামিত্যর্থঃ। বিশিষ্টয়া প্রভয়া আৰ্হাণাম্ ॥

৭। নীহারেণ হিগেনানীতা গ্ৰানিৰ্ষন্ত, তাদৃশকমলভূলাবদনাঃ, অশনায়য়া বৃভক্ষয়া গ্ৰানিং নায়য়ামাসিরে, আত্মনঃ
প্রতি প্রাপয়াষভুবঃ। তদামী তয়েব বৃভক্ষয়া হেতুনা আ সম্যকপ্রকারেণ মীলম্মোদা ইব অল্পলচ্ছদানন্দা ইব মদন্ত
কন্তুৰ্ধা আমোদং সৌগন্ধ্যং রাতো গৃহীত ইতি তয়োঃ। অভ্যাসং নিকটম্। নবানুবাহ ইব কৃষ্ণ শ্রামবর্ণ। অক্ষয়া
ক্ষয়রহিতা, জঠরমেব পীঠরঃ স্থালী তন্ত পিপীড়য়িষা পীড়নেচ্ছা, বৃভক্ষয়া কর্জয়া ব্যতনি ব্যস্তারি। তনিমানমল্লতম্ ॥

৮। প্রণয়েন চিতং ব্যাপ্তং পুঞ্জীভূতং যথা স্তাস্থা। শং স্তুতম্, অনায়ন্তমায়াসশৃন্তম্। দূরেক্ষিণো দূরদর্শিনঃ;
নির্বাণৈশ্চ নিভিরপ্যনির্বচনীয়া যা শ্রদ্ধা তদন্তঃ, তদন্তবিধিত্যুপগমাদালুচ্; “নির্বাণো মুনিবহ্যাদো” ইত্যমরঃ।

বিপ্রভাৰ্হাগণের মন আসক্ত করানো অনুরাগ পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়ে পথের নিকটবর্তী তরুমূল অবলম্বন
করে বিশ্রাম করতে করতে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭। সেই শুভ সময়ে বনে বনে ধেনুচরানোতে ও বনবিহারে ক্লান্ত, সকালে আহার রহিত,
শিশিরপাত জনিত গ্ৰানিভরা কমলের মতো মুখবিশিষ্ট সখাগণ সকলকেই একসঙ্গে ক্ষুধায় যদি
অবসাদগ্রস্ত করে দিল, তখন ক্ষুধাকাতর তাঁরা আনন্দের সম্পূর্ণ অপ্রকাশে মলিন ব্যক্তির মতো কস্তুরীর
স্নগন্ধ গ্রহণরত শ্রীরামদামোদর দু ভাই-এর নিকট নির্ভয়ে গিয়ে কাতরতার সহিত বললেন—‘হে
জগতের সর্বোত্তম, তেজে অভিরাম’ মহাবাহু রাম! হে নবঘন শ্রাম মহাভূজ কৃষ্ণ! সর্ববিষবৎ অতি
করাল ক্ষয়রহিত ক্ষুধায় জঠর হাঁড়ীর পীড়নেচ্ছা আর বাড়িয়ে তুলো না। অল্প একটু শাস্তিও পাচ্ছি না
আমরা। হে সম্মানীয়, তোমাদের দুভাই-এর এর উপশম-উপায় চিন্তা করা উচিত।

৮। এইরূপে কুন্দসম শুভ্রদস্তী সখাগণ মধুর মধুর বাক্যে তাদের আবদার জানালে কোমলমনা
কৃষ্ণ মুচকি হেসে পুঞ্জীভূত প্রণয়ে দেশকালোচিত কিছু উপদেশ করলেন—‘ভো ভো, তোমরা যখন
এরূপ ক্ষুধার পীড়ায় উদ্বিগ্নমনা হয়ে গিয়েছ তেবে শোন, সেই পীড়া প্রশমনের সুখকর আয়াসহীন

লবোহ্লবোদিহরপ্রভাবা ভাবাধিক্যেন সত্রমাজিরসং নাম রসম্নাম মূর্ত্তিমন্তমিবরক্ৰবন্তঃ, সন্ততততবহ-
জন-ভোজনভোজ্জলযশসঃ শসনবিমুখা জ্ঞানদশমিনোহজ্ঞানদশমিনো ভবন্তি দ্বিতীয়াশ্রমিণঃ শ্রমিণঃ ।
তানুপগম্য প্রণম্য প্রণয়সাধবসভক্তিপুরঃসরং জনং জনমামন্ত্য মহামহিমবৰ্ষাণামাৰ্ষাণামাহবয়ং মম চ গৃহীত্বা
হীত্বা নাতিনিকটং প্রকটং প্রাশ্রয়েণ ভক্ষ্যাণি যাচধ্বম্ । যা চ ধ্বংসকরী যাক্ষায়া ন গা ত্রপাত্র পালনীয়া,
নিরপাত্রপা হি স্বার্থসাধকা ভবন্তি ॥

৯ । ইতি ভগবতাদিষ্টা দিষ্টাতীতাঃ প্রমুদিতহৃদয়া হৃদয়ালবস্তুমার্মগার্গনিপুণাঃ কিয়দদূরমুপব্রজ্য
ব্রজ্যজাতালস্তা লালস্তালাঘবসত্ত্বরাশ্চ পুরঃ পুরশ্চ তেবাং দদৃশুরাভীরদারকাঃ ॥

১০ । ততশ্চ প্রাজ্য-প্রাজ্য-গন্ধি-ধূম-ধ্বজ ধূমধ্বজ-নিবহেন নয়নানন্দম তৎসৌরভরভসেন শ্রাণ-
তর্পণম্, প্রকটভর-তদগন্ধ-সমীর-সমীরণ স্পর্শামোদেন ত্বগামোদকম্, সাম বিকস্বরস্বরমাবহতা গানেন

অলবোহনন্ত উদিহরঃ প্রভাবো যেবাং তে ; সততমেব ততঃ বিস্তৃতং বহুজনানাং ভোজনং তন্ত ভা শোভা তইয়-
বোজ্জলানি যশাংসি যেবাং তে ; শসনং হিংসা তদ্বিমুখা ইত্যভোজ্যায়তা নিরন্তাজ্ঞানদশমিনো জ্ঞানবৃদ্ধাঃ ; “বর্ষীয়ান্
দশমী জায়ান্” ইত্যমরঃ । অজ্ঞানং তন্তি খণ্ডয়ন্তীতাজ্ঞানদাশ্চ তে শমিনঃ শান্তাশ্চেতি তে ; তথাপি দ্বিতীয়াশ্রমিণো
গৃহস্থ-শ্রমিণো বৈদিকক্রিয়াশ্রমপরাঃ । হীত্বা—হি নিশ্চিতম্, ইত্বা গত্বা । ধ্বংসকরী নাশকত্রী, ত্রপা লজ্জা ; সা অত্র
বিপ্রগৃহে ॥

৯ । দিষ্টাতীতাঃ শুভাশুভকর্মশূন্যাঃ, নিত্যসিদ্ধা অপীত্যর্থঃ । মার্মগমেষমণম্ ; ব্রজ্য গন্তব্যে জাতালস্তাঃ, অভঃ-
পরং শ্রমাক্রান্তমলসা অভবন্তিত্যর্থঃ । তদপি লালস্তং লালসা তস্তালাঘবেনানন্তত্বেন হেতুনা সত্ত্বরাশ্চ গমনে ত্বরাবন্তশ্চ ।
পুরোহিতঃ পুরঃ পুরাণি, তেবাং বিশ্রাণাং দদৃশুঃ ॥

১০ । যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানং প্রবিবিশুঃ । কীদৃশম্ ? প্রাজ্যং প্রচুরং যং প্রাজ্যং প্রকৃষ্টমাজ্যং তদগন্ধিনস্তদগন্ধবতো

উপায় যা আছে বলছি—‘ঐ অদূরে দূরদর্শী মুনিদেরও অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাভাজন, বহু প্রভাবশালী মহাস্ত
ব্রাহ্মণগণ ভাবাধিক্যে অজিরস নামক মূর্ত্তিমান্ রসস্বরূপ এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন । এঁরা সতত
বিস্তৃত ও বহুজনকে ভোজন করানো শোভায় উজ্জল যশে বিভূষিত, জ্ঞানবৃদ্ধ, অজ্ঞান দূরকারী,
গৃহস্থ, এবং বৈদিকক্রিয়াশ্রমপর । এঁদের নিকট গিয়ে প্রণাম করত প্রণয়-সাধব-ভক্তি সহকারে
জনে জনে আহ্বান করে, মহামহিম আর্ষশ্রেষ্ঠের এবং আমার নাম নিয়ে, অবশ্যই অতি নিকটে না
গিয়ে স্পষ্টরূপে আদরপূর্বক ভক্ষ্য যাক্ষা কর ।

বিপ্রপুরী-যজ্ঞশালায় সখাগণের প্রবেশ ও তার শোভা দর্শন :

৯ । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শুভাশুভ কর্মশূন্য - সন্তদয় - সেই যজ্ঞশালা পথ
অন্বেষণে নিপুণ গোপবাল-গণ খুসী মনে কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রমহেতু যদিও চলনে অলসতা প্রাপ্ত হলেন
তথাপি ভোজন-লালসায় ত্রস্ত চলতে চলতে সম্মুখে বিপ্রদের পুরী দেখতে পেলেন ।

১০ । অতঃপর প্রচুর যজ্ঞীয় ঘৃতের গন্ধবাসিত বহিঃ ধূমধ্বজানিবহে নয়নানন্দকর, ওর সৌরভ-
বেগে শ্রাণের তৃপ্তিকর, অতি প্রকাশমান ওর গন্ধবাহী বায়ুর স্পর্শামোদে ত্বকের আমোদকর, সামবেদকে

শ্রবণরসায়নম্, আশোভিশ্রমাণশোভিশ্রমাণভক্ষ্যলিপ্সয়া রসনারসনায়কমিত্যেবমনেকেন্দ্রিয়প্রিয়ং যজ্ঞবাটং প্রবিবিশুঃ ॥

১১। এবিশ্রু চ রঘুনায়কমিব ত্রেতাবতারম্, কোশলাপুরমিব বিসরযুপারম্, ভগীরথমিব সমুদ্রীত-
প্রাংশম্, অসমাপ্তব্রহ্মচর্য্যং বিপ্রদারকমিব সমেখলকুণ্ডলাংসম্, রসিকজনহৃদয়মিব প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্,
নিমজ্জণার্থপাকস্থলমিব প্রাজ্যস্থালীকম্, বিরহীগজন-নয়নযুগলমিব সদাশ্রবাসম্, বর্ষানদ-নদীকদম্বমিব

ধুমধ্বজস্ত যজ্ঞবল্লভম্। এব ধ্বজান্তেষাং নিবহেন। আশামুভিশ্রমাণং পূরয়িশ্রমাণং চ তৎ কৃষ্ণসভাং প্রাপ্য শোভিশ্রমাণ-
কেতি ‘উভ উভ পুরণে’ তথাভূতং যদভক্ষ্যং তন্ত লিপ্সয়া প্রাপু মিচ্ছয়া রসনায়ৈ জিহ্বায়ৈ রসনায়কং রসপ্রাপকং প্রাপ্তেঃ
পূর্বমপি স্বাদদায়কমিত্যর্থঃ। অনেকেন্দ্রিয়প্রিয়মুক্ত-প্রকারেণ নয়নাদিপক্ষেন্দ্রিয়স্বখদম্ ॥

১১। এবিশ্রু যজ্ঞাগারং দদৃশুঃ। ত্রেতায়াং যুগেহবতারো যন্ত তম্; পক্ষে, ত্রেতায়ী অগ্নিত্রয়স্তাবতরণং সন্নিধানং
যত্র তম্; “দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ো ত্রয়োহুগয়ঃ। অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা” ইত্যমরঃ। বিশিষ্টায়াঃ সরযাঃ পারং পারবতি;
পক্ষে, যুপান্ ইযুতি প্রাপু বন্তীতি ‘কর্মণ্যণ্’ যুপারা বিসরাঃ মম্বা যুপারা যুপসম্বন্ধিনো যত্র তম্, যুপসম্বন্ধিমিত্যর্থঃ।
সমুদ্রীতাঃ সমুদ্রতাঃ প্রাংশো পূর্বপুরুষা যেন তম্; পক্ষে, সমুদ্রীকৃতঃ প্রাংশো হবির্গৃহপ্রাংগতি যজমানগৃহং যত্র তম্;
“প্রাংশঃ প্রাগ্ হবির্গেহাং” ইত্যমরঃ। সমেখলং মেখলাসহিতং কুণ্ডলং যোজীরজ্জুরংসে স্বন্ধে যন্ত তম্; “কুণ্ডলং
কর্ণভূষায়াং পাশেহপি বলয়েহপি চ” ইতি মেদিনী; পক্ষে, মেখলাসমেতং কুণ্ডং লাঙ্গলি গৃহস্তি অংশা ভাগাঃ প্রদেশা
যত্র তম্। প্রবিষ্টো রসো যত্র তং পূর্ণমন্যনম্; পক্ষে, প্রকৃষ্টেন বিষ্ট্রেণ দর্ভযুষ্ট্যা সম্পূর্ণম্। প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ স্থালো

সুব্যক্তকারী স্বরের ধারক গানে শ্রবণরসায়ণ, এবং আশার পূরক ও কৃষ্ণসভা প্রাপ্তিতে শোভমান হওয়ার
যোগ্য ভক্ষ্যের প্রাপ্তির ইচ্ছা দ্বারাই জিহ্বার পক্ষে প্রাপ্তির পূর্বেই স্বাদদায়ক—এইরূপে নয়নাদি পক্ষেন্দ্রিয়-
স্বখদ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন কৃষ্ণসখাগণ।

১১। প্রবেশ করে তাঁরা যজ্ঞশালায় শোভা দেখতে লাগলেন—রঘুপতি রাম যেমন
‘ত্রেতাবতারম্’ অর্থাৎ ত্রেতায় আবির্ভূত তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘ত্রেতাবতারম্’ অর্থাৎ আহবনীয়-
দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ের সামিধ্যবিশিষ্ট, অযোধ্যাপুরী যেমন ‘বিসরযুপারম্’ অর্থাৎ বিশিষ্ট
সরযুনদীর তটবর্তী তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘বিসরযুপারম্’ অর্থাৎ যুপকান্টরাশিযুক্ত, ভগীরথ যেমন
‘সমুদ্রীতপ্রাংশম্’ অর্থাৎ পূর্বপুরুষের উদ্ধারকর্তা তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সমুদ্রীতপ্রাংশম্’ অর্থাৎ
হবির্গৃহের পূর্বদিকে অবস্থিত যজমান-গৃহের দ্বারা শোভন, অসমাপ্ত-ব্রহ্মচর্য্য বিপ্রবালক যেমন ‘সমেখল-
কুণ্ডলাংসম্’ অর্থাৎ কোমরে মেখলা ও স্বন্ধোপরি মুঞ্জত্ব রজ্জুতে সুন্দর তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সমেখল-
কুণ্ডলাংসম্’ অর্থাৎ স্থানে স্থানে বেদীযুক্ত হোমকুণ্ডের সন্নিবেশে সুন্দর, রসিক জনের হৃদয় যেমন
‘প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্’ অর্থাৎ ভক্তিরসের প্রবেশে সম্পূর্ণ তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্’ অর্থাৎ
কুশমুষ্টিতে সম্পূর্ণ, নিমজ্জণ বাড়ীর পাকশালা যেমন ‘প্রাজ্যস্থালীকম্’ অর্থাৎ প্রচুর ভোজনপাত্রসমষ্টি
তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘প্রাজ্যস্থালীকম্’ অর্থাৎ বিস্তৃত যুত-ভোজনপাত্র-জল সমষ্টি, বিরহীগ জনের
নয়নযুগল যেমন ‘সদাশ্রবাসম্’ অর্থাৎ সদা বিগলিত অশ্রুর উৎস তেমনই এ-যজ্ঞশালা সদা শ্রবের দীপ্তিতে

বিশালপূর্ণপাত্রম্, ছরীশ্বরসদ ইব সাধুযুছলুখলমুঘলম্, ক্ষত্রিয়কুলমিব সমিংকুশলম্, মহেশমিব সহোমং যজ্ঞাগারম্, উপায়চতুষ্কমিব সামপ্রধানম্, বিলাসিবক্ষঃস্থলমিব পদকক্রমকম্, মুনিকদম্বকমিব সুজটম্, তরুণীস্তনযুগলমিব সুসংহিতম্, গানং দধানৈরীশ্বরবরোপাসটকৈরিব সময়াসময়াজ্ঞৈঃ, কোদণ্ডৈরিব প্রধনেজ্যাশীলৈঃ সমাকীর্ণং দদৃশুঃ ॥

ভোজনপাত্রাণি যত্র তৎ; পক্ষে, প্রকৃষ্টমাজাং চ স্থালী চ কং জলং যত্র তম্। সদা অশ্রুণাং বাসো যত্র তৎ; পক্ষে, সদাশ্রবাণামাসো গ্রহণং দীপ্তির্বা যত্র তম্; ‘অস গতিদীপ্তাদানেষু’। বিশালং বিস্তৃতং পূর্ণং ভরিতং চ পাত্রং নদীমধ্যভাগঃ স্থালাদিকঞ্চ যত্র তম্; ‘পাত্রং তদন্তরম্’ ইত্যমরঃ। ছরীশ্বরসদো ছষ্টরাজসভা। সাধুনাং মৃদুনাং চ যা লুচ্ছিদা তন্তাং বিষয়-ভূত্যাং খলা এব মুঘলরূপা যত্র তৎ; পক্ষে, সাধু যথা স্ত্রান্তথা মৃদুনাভীতি সাধুযুৎ উলুখলং মুঘলং যত্র তম্। সমিংকুশলং যুদ্ধনিপুণম্; পক্ষে, সমিধঃ কাষ্ঠানি কুশাংশ লাতি গৃহ্মাতীতি তম্; সঠোমম্—উমাসম্ভিতং হোমসহিতঞ্চ। যজ্ঞাগারং পুনঃ কথন্তু তম্? গানং দধানৈঃ প্রধনেজ্যাশীলৈঃ সমাকীর্ণম্। গানং বিশিনষ্টি—উপায়েত্যাদি চতুর্ভিঃ। ‘ভেদো দণ্ড সামদানমিত্যুপায়চতুষ্টয়ম্’ ইত্যমরঃ; সাম শ্রীতির্বেদবিশেষশ্চ। পদকস্ত নিষ্কস্ত ক্রমেণ পরিপাট্য কং সুখং যত্র তৎ; পক্ষে, পদানাং সুপ্তিঙস্তানাং কেন সুখে নৈব ক্রমো যত্র তৎ; শোভনা জটা লম্বকচঃ স্বরাদি-

উজ্জল, বর্ষার নদনদীসমূহ যেমন ‘বিশালপূর্ণপাত্রম্’ অর্থাৎ বিশাল ও গভীর মধ্যদেশবিশিষ্ট তেমনই ‘বিশালপূর্ণপাত্রম্’ অর্থাৎ এ-যজ্ঞশালা বিশাল খাত্তপূর্ণ পাত্রবিশিষ্ট, ছষ্টরাজসভা যেমন ‘সাধুযুছলুখলমুঘলম্’ সাধু ও যুহু জনের ছেদনে উত্তত খলপ্রকৃতিজনরূপ মুঘলসমন্বিত তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সাধুযুছলুখলমুঘলম্’ অর্থাৎ হবনসামগ্রী স্তুত্বভাবে কোটনকারী উলুখল ও মুঘলসমন্বিত, ক্ষত্রিয়কুল যেমন ‘সমিংকুশলম্’ অর্থাৎ যুদ্ধ নিপুণ তেমনই এ-যজ্ঞশালা ‘সমিংকুশলম্’ অর্থাৎ সমিধকাষ্ঠ ও কুশসমন্বিত, মহেশ যেমন ‘সহোমং’ অর্থাৎ উমাদেবী সহ বর্তমান তেমন এ-যজ্ঞশালা ‘সঠোমং’ অর্থাৎ হোমবিশিষ্ট। আরও, এই যজ্ঞশালা গানধারী - প্রকৃষ্টধনশালী যাজ্ঞিকগণের দ্বারা সমাকীর্ণ দেখতে পেলেন গোপবালকগণ।

এ-গান কিরূপ? ভেদ-দণ্ডাদি উপায় চতুষ্কের মধ্যে সাম যেমন প্রধান তেমনই এ-গান সামবেদ প্রধান, বিলাসি-বক্ষোস্থল যেমন ‘পদকক্রমকম্’ অর্থাৎ স্বর্ণপদকের পরিপাটি বিজ্ঞাসে সুখবিশিষ্ট তেমনই এ-গান ‘পদকক্রমকম্’ অর্থাৎ সুপ্তিঙনরূপ পদের সুখদায়ক ক্রমবিশিষ্ট, মুনিকুল যেমন ‘সুজটম্’ অর্থাৎ সুন্দর জটাসমন্বিত তেমনই এ-গান ‘সুজটম্’ অর্থাৎ মধুর সুরাদির সম্মেলনবিশিষ্ট, তরুণীর স্তনযুগল যেমন ‘সুসংহিতম্’ অর্থাৎ শোভন সন্ধিবদ্ধ তেমনই এ-গান ‘সুসংহিতম্’ অর্থাৎ শোভন সংহিতাবিশিষ্ট।

এ-যাজ্ঞিকগণ কিরূপ? ঈশ্বরশ্রেষ্ঠ উপাসক যেমন ‘সময়াসময়াজ্ঞৈঃ’ অর্থাৎ সময় অসময় জ্ঞান-বিশিষ্ট তেমনই এ যাজ্ঞিকগণ ‘সময়াসময়াজ্ঞৈঃ’ অর্থাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিতে অতুলনীয় যজ্ঞশীল, ধনুক যেমন ‘প্রধনেজ্যাশীলৈঃ’ অর্থাৎ সংগ্রামে গুণধারী তেমনই এ-যাজ্ঞিকগণ প্রকৃষ্ট ধনবান্ ও পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকারী।

১২ । দৃষ্টা চ নিঃসাধ্বসমেব শনৈঃ শনৈঃ পুরত উপগম্য ত উপগম্যমানহোমধূমধূতি-সুরভিপবন-তর্পিতনাসা নাসাদিততৃপ্তয়োহনুধরগিরণিতবলয়নুপূরং পুরন্দরাত্মাদরগীয়া অপি দণ্ডবন্নিপত্য বন্ধাজ্জলয়ো জলযোগগম্ভীরস্বরং স্বরঙ্গনসঞ্চারিণ ঋষীনিব তপোমহসা মহসারানিব মূর্ত্তানিব জাতবেদসো বেদসোদরতয়া-ইদরতয়া যথার্থানুভবানিব মূর্ত্তিমতো মূর্ত্তিমতো ভূমিদেবানামস্ত্র্য নিবেদয়ামাসুঃ ॥

১৩ । ‘ভো ভো আৰ্য্যাস্ত্রভবন্তো ভবন্তো বিদাকুর্বন্ত শ্রীরামদামোদরয়োঃ সখায়ো বয়মতিথয়-স্তিথয় ইব প্রতিপদাত্মা উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ । তত্র তেন হি সকলগুণাভিরামেণ রামেণ সমানমানস-সারেণ সারেণ রত্নসানুজেন সানুজেন বয়মিহ শুভবৎসু ভবৎসু প্রহিতাঃ । প্রহিতা হি ভবন্তুঃ

সন্মেলনঞ্চ যত্র তৎ ; ‘জট ঝট সংঘাতে’ ; সুসংহিতং শোভনসন্ধিকৃতম্ ; পক্ষে, শোভনা সংহিতা যত্র তৎ । সময়-সময়ঞ্চ জানন্তীতি তৈঃ ; পক্ষে, সময়সু প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিষু অসমা যজ্ঞা যেষাং তে । প্রধনে সংগ্রামে জ্যাং গুণং শীলয়ন্তি ধারয়ন্তি তৈঃ ; পক্ষে, প্রকৃষ্টধনাশ্চ তে ইজ্যাশীলাশ্চ যাজ্ঞিকাস্চেতি তৈঃ । এতদেব বিশেষ্যপদম্ ; “ইজ্যাশীলো যাজ্ঞকুঃ” ইত্যমরঃ ॥

১২ । তে আভীরদারকা দণ্ডবন্নিপত্য ভূমিদেবানামস্ত্র্য নিবেদয়ামাসুঃ । উপগম্যমানস্তোপলভ্যমানস্ত হোমধূমস্ত ধূনিঃ কম্পনং যতন্তথাভূতেন সুরভিগা পবনেন তর্পিতা নাসা যেষাং তে । জলযোগো মেঘস্তস্তেব গম্ভীরস্বরো যত্র তদ্-যথা স্তাত্তথা মহসারানিবোৎসবমুখ্যানিব, জাতবেদসো বহীন্ । বেদস্ত সোদরতয়া বেদবিপ্রয়োস্তল্যাহ্বানোদ্ভবত্বাৎ । অদরতয়া অনল্পতয়া । যথার্থানুভবান্ মূর্ত্তিমত ইব, যথার্থানুভবাভিশয়বদিতার্থঃ । মূর্ত্তিমতঃ কঠোরতায়ুক্তান্ ; মূর্ত্তিঃ কাঠিকায়য়োঃ” ইত্যমরঃ ॥

১৩ । সমসংখ্যাস্তল্যাসংখ্যাঃ ; পক্ষে, সম্যগসংখ্যা ইতি বহুতরানদিংসাং প্রবর্ত্তয়ন্তি । সকলগুণৈরভিরামেণ বয়ং রামেণ প্রহিতাঃ প্রেষিতাঃ । নহু স এব কিমিতি নাগতঃ ? তত্রাহঃ—রত্নসানুঃ সুমেক্ষন্তজ্জেন তদ্ববেন সারেণ হৃষ্যেণ

সখাগণের যাজ্ঞিকগণের নিকট অনুরোধ ও আশাভঙ্গ :

১২ । অতঃপর ঐ যজ্ঞশালা দেখে তাঁরা নির্ভিকভাবে ধীরে ধীরে সম্মুখে এগিয়ে যেতেই উপলক্ষমান হোমধূম-কাঁপানো সুরভিত পবনে নাসা তাঁদের তৃপ্তিতে ভরে গেল । তবে এতে-তো পেটের তৃপ্তি হল না, তাই তখন ইন্দ্রের আদরগীয় হয়েও সেই বালকগণ বলয়নুপূরের ঝঙ্কার তুলে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণত হওয়াত বন্ধাজ্জলি হয়ে সেই ব্রাহ্মণগণকে, যারা স্বর্গাঙ্গনে সঞ্চারী ঋষির মতো, তপস্ব্যতেজে উৎসবপ্রধানের মতো, মূর্ত্তিমান্ অগ্নির মতো, বেদ ও বিপ্র তুল্যস্থানজাত হওয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের হেতু মূর্ত্তিমান্ যথার্থ অনুভবের মতো হলেও কঠোরতায়ুক্ত তাঁদিকে জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন—

১৩ । ‘ভো ভো পরমপূজনীয় আৰ্যগণ ! আমাদের দিকে একটু মন দিন, শ্রীরামদামোদরের সখা আপনাদের অতিথি এই সম্মুখে উপস্থিত—প্রতিপদ তিথি যেমন শুক্লকৃষ্ণ ‘উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ’ অর্থাৎ উভয় পক্ষের প্রথম দিন তেমনই আমরা এই সখারা ‘উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ’ অর্থাৎ গণনায় রেশ ভালভাবেই অসংখ্য । ঐ যে ঐখানে উপস্থিত সেই সকলগুণাভিরাম রাম ছোট ভাই-এর সঙ্গে

কৃপাকৃপারাঃ কৃপারামাদিপুণ্যকর্মাণো ভো জনমাত্রপ্রিয়া ভোজনমাত্রপ্রিয়ান্ প্রাণিনঃ শ্রীণয়ন্তি
প্রায়শো যশোহবদাতা দাতারো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। অথ প্রাতরকৃতাহারতয়াহ্নারতয়া নানাবিহারকলয়া চ
ক্ষুধিতো পরিশ্রান্তো চ তৌ শ্রীরামদামোদরৌ ক্ষামোদরৌ ক্ষাস্থা ক্ষণমথান্নকাজ্জির্ণো ভবতোহবতো
গার্হমেধ্যমেধ্যত্বং ক্ষুদ্রপশমনার্থমন্নমযাচেতাম্, তয়োঃ সহসহচরগণয়োঃ সমুচিতং চিতং সমাদরেণান্নং
দাতুমর্হস্তু ॥'

১৪। ইতি নিবেদিতবৎসু তেষু সবিতানযজ্ঞানযজ্ঞা অপি তথা বালবাক্তয়া বা লবাক্তয়া বা মূঢ়-
তয়াইগৃঢ়তয়া গূহিতয়া ভগবৎকৃপয়া রহিততয়াহ্নিততয়া বা নিরস্ত-তথাবিধমুকৃততয়া বা তত্র কৃতানাদরা
নাদ-রাহিত্যেন মুকা ইব দারুণতাবধিরা বধিরা ইব ভদ্রমভদ্রমথবা তত্র যদি ন কিঞ্চিদূচিরে চিরেণাপি
তদাভীরদায়াদা দায়াদানবিরহেণ বিরসা রসায়ান্ তানতিজরজরঠ-কাঠিষ্ঠমতীন মদ্বাহমদ্বাহ্রদম্মুখা

সমানো মানসস্ত সারো ধৈর্যং যন্ত তেন, ইতি তদুপাঙ্গোদগারেণ দাতুঃ শ্রদ্ধাযুৎপাদয়ন্তি। গ্রহিতাঃ প্রকৃষ্টহিতাঃ কৃপায়া
অকৃপারাঃ সমুদ্রাঃ। ভো ইতি সম্বোধনে, জনমাত্রস্তব প্রিয়াঃ। ভোজনমদনম্। অনারতয়াহ্নবিশ্রাময়া নানাবিহার-
কলয়া ক্ষণং ক্ষান্তেতি রত্নসান্নজেন সারেণেত্যুক্তপ্রকারেণাতিথুভিন্তোরপি তয়োঃ ক্ষুধয়া যুতিচ্যুতিং শ্রাবয়িত্বা দয়াং
জনয়ন্তি। ভবতো যুগ্মানযাচেতাম্। কীদৃশান্? গার্হমেধ্যং গার্হস্থ্যমেব মেধ্যং পবিত্রং ব্রতমবতঃ পালয়তঃ পরমাদরেণ
চিতং সমুদ্রম্ ॥

১৪। বিতানং বিস্তারং যাস্তীতি তথাভূতৈজ্ঞানযজ্ঞৈঃ সহিতা অপি; যদা, সবিতানস্ত যজ্ঞস্ত যাচকানাদরেণ
যোহ্নয়ন্তজ্জা অপি। বালবাক্তয়া বালবচনত্বেন হেতুনান্ প্রামাণ্যাত্তত্র নিবেদনে কৃতোহ্নাদরো যৈশ্চে। অগৃঢ়তয়া
স্পষ্টত্বৈব য়া মূঢ়তা তয়া বা। কীদৃশা? লবঃ পশুচ্ছেদস্তত্রাক্তয়া সংস্কৃতয়া বা; শসনবিমুখা ইতি পূর্বোক্ত-ভগবৎকৃষ্ণ

পরামর্শ করে আমাদের মঙ্গলময় আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। (তিনি নিজে কেন এলেন না—
এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে) তিনি যে সুরেকপর্বতোদ্ভব স্ত্রৈশ্বের সমান স্ত্রৈশ্ববিশিষ্ট - (দাতার মনে
শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য এই গুণোদগার)। আপনারা তো প্রাণীমাত্রেরই প্রকৃষ্ট হিতৈষী, কৃপার সমুদ্র,
কৃপ উদ্ভাদাদি পুণ্যকর্মকৃৎ, ভো প্রাণীমাত্রের প্রিয়, আপনারা আহারমাত্র-প্রিয় প্রাণীদের সচরাচর
তৃপ্তি দান করে থাকেন, আপনারা যশোজ্জ্বল, দানশীল, ব্রহ্মনিষ্ঠ। আজ প্রাতঃকালে খেয়ে আসা
হয় নি বলে, বিশ্রামও এ পর্যন্ত হয় নি বলে, এবং নানা বিহারে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত
সেই শ্রীরামদামোদর ক্ষুৎপিপাসায় আর্ত হলেও ক্ষণকাল সহ্য করবার পর এখন অন্নকাজ্জি হয়ে
গার্হস্থ্যধর্ম পালক আপনাদের নিকট ক্ষুধার উপশমের জন্য অন্ন যাজ্ঞা করে পাঠিয়েছেন। সহচরগণ সহ
বিভ্রমান তাঁদিকে যথাযোগ্য রাশিকৃত অন্ন সমাদরে দেওয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান।

১৪। তাঁরা এইরূপ নিবেদন করলে সেই ব্রাহ্মগণ জাঁকজমকপূর্ণ জ্ঞানযজ্ঞ সহ বিভ্রমান
হয়েও তাঁদের কথায় আদর করল না—বালভাষণ হেতু বা পশুবধরূপ কর্মাসক্তি হেতু, বা স্পষ্ট মূঢ়তা
হেতু, গোপন ভাবেও একটু ভগবৎকৃপা না থাকা হেতু, বা শত্রুতা হেতু, বা তথাবিধ মুকৃতির অভাব
হেতু। দারুণতার সীমাপ্রাপ্ত বধিরের মতো তাঁরা যদি ব্রহ্মক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলল তখন দায়েঠেকা

ইব ছঃখপরাঃ পরাপবুতিরে, পরাগচ্ছতোহপরাগচ্ছতোষঃ শ্রীদামোদরো দরোদিত-স্মিতমালোকয়ন্মাকারত
এব রত এবমেষামকুতার্থতার্থতাৎপর্যনির্ণয়ে যাজ্ঞিকচ্ছবি-প্রাণাং বিপ্রাণাং দয়ালুভাবো নৈব পুষ্টো
বপুষ্টো নির্গত ইবেতি নিরুণৈষীৎ ॥

১৫। উপস্থ্যত চ তে সর্বৈবগনশ্চমুচুঃ,—‘ভো রাম ! রামণীয়কশ্চ কস্তচিৎ পরা কোটিয়ালোকিতা,
কঠিনতা ন তাদৃশী কুত্রাপি বর্ততে তেষাং যাদৃশী দৃশীক্ষিতাস্মাভিঃ, তে ব্রাহ্মণপুঞ্জবাঃ পুঞ্জবা এব,
যদাত্মমোদনমোদনমস্মাভির্ভবন্মায়ী যাচিতং নান্নায়াচিতং কিমপি তৈরুজ্জ্বলং, অস্ত দূরে দানপ্রসঙ্গঃ ।
অপি তু পচত-ভৃজ্জতা খাদত-পিবতা আগচ্ছত-গচ্ছতা গৃহীত-চলতেত্যাদিভূয়শ্চ এব বাচঃ শ্রুতা দৃষ্টাশ্চ ।
তথা তথা ব্যবহরন্তোহভ্যবহরন্তোহভ্যাগারমগাধবোশাঃ পরস্ংসহশ্রাঃ সহস্রাবিণঃ পুরুষা রুশা তত্র ন

যাজ্ঞাপ্রবর্তনার্থেবৈতব্যবসেয়ম্ । গহিতয়া গুপ্তয়াপি ভগবৎকুপয়া রহিতয়া বা, অহিতো দুহুৎ তন্তয়া বা, নিরস্ত-
মহুৎপন্নমেব উৎপন্নবিনষ্টং বা তথাবিধং স্কৃতং যেথাং তন্তয়া বা—ইতি হেতুপঞ্চকং বিকল্পিতম্ । দাক্ষণতায়্য অবধিৎ
সাম্যং রাস্তি গৃহীতীতি তে । আভীরদায়াদা গোপবালকাঃ ; “দায়াদো স্তবজ্ঞবো” ইত্যমরঃ । অতিথিৎদাদায়তুল্যং
যদাদানং গ্রহণং তস্ত বিরহেনাভিজরা অতিজীর্ণা জরঠশ্চৈব কাঠিন্যং যন্তান্তথাভূতা মতির্ধেয়াং তান্ মশা জ্ঞাতা ।
অমদ্যং মা শোভা তদ্রহিতত্বাৎ আশাভঙ্গহেতোর্মালিত্যাদিত্যর্থঃ । পরাবৃত্যাগচ্ছতন্তানালোকয়ন্ পশুন্মেব বিপ্রাণাং
দয়ালুভাবো দয়ালুৎ বপুষ্টো দেহতো ন নির্গত ইবেতি নিরুণৈষীৎ নির্ণতবান্ । কীদৃশঃ ? অপরাড্ ন পরাস্তো-
হচ্ছতোষো যন্ত সঃ । তান্ সরসীকর্তৃং পুনশ্চ যাজ্ঞায়াং প্রবর্তয়িতুং চেতি ভাবঃ । আকারত আকারাদেবৈষাৎ
গোপানামকুতার্থতারণো যোহর্থস্তস্ত তাত্পর্যনির্ণয়ে রতঃ । যদেবাহ যাজ্ঞিকেত্যাদি । যাজ্ঞিকানাং হবিং রূপমাজ্জম্, ■
তু পরানুগ্রহরূপং স্বভাবং প্রাপ্তি পুরয়ন্তীতি তেষাম্ ॥

১৫। রামণীয়কশ্চেতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া কথনম্ । আত্মানং মোদয়তীত্যাত্মমোদনং যৎ ওদনমস্মাভির্ভবন্মায়ী তন্মামো-
জিত্বা যাচিতম্, তন্মাম্মোয়োচিতং বেদশাস্ত্রসংগৃহীতং তৈঃ কিমপি নোক্তম্ ; “আচিতঃ সংগৃহীতেহপি বৃন্দেহপি শ্রাজ্জিলিকঃ”
ইতি মেদিনী । বেদশাস্ত্রসংগৃহীতাতিথিসম্মাননধর্মাজ্ঞানমেব তেষাং পুঞ্জবৎপ্রয়োজকমিতি ভাবঃ । পচতভৃজ্জতেত্যাদি

দানও অপ্রাপ্তিতে গোপবালকগণ বিষন্ন হয়ে ঐ ব্রাহ্মণগণকে অতিজীর্ণা ও বার্ক্যের কঠোরতার মতো
কঠোর মতি মনে করে আশাভঙ্গ হেতু মলিনতায় যেন কাঁদোকাঁদো মুখে ছঃখের সহিত ফিরে গেলেন ।
তাদের ফিরে আসতে দেখে শ্রীদামোদর মনের নির্মল সন্তোষ না হারিয়ে একটু মুচকি হেসে ঐ
গোপবালকদের মুখ চোখের চেহারা দেখে তাঁদের অকুতার্থতারূপ বিষয়ের তাৎপর্য নির্ণয়ে রত হলেন ।
যাঁরা যাজ্ঞিকের আকারমাত্রই ফলাও করে বেড়ায় পরানুগ্রহ স্বভাবে কিছুই নয়, সেই ব্রাহ্মণদের দয়ালুতা
দেহ ছেড়ে যেন বাইরে আসবার মতো পুষ্ট হয়নি—এরূপ নির্ণয় করলেন তিনি ।

১৫। নিকটে এসে তাঁরা বিমনাভাবে বললেন—‘ভো রাম ! রামণীয়তার কোনও অনির্বাচনীয়
পরাকার দেখলাম, তাঁদের নয়নে যেমন কঠিনতা দেখলাম তা ভূভারতে কুত্রাপি নাই, ঐ ব্রাহ্মণগণ
নামমাত্রই যাজ্ঞিক আসলে তো বেদশাস্ত্রে অজ্ঞানতাবশতঃ একটি আস্ত বলদ,—যেহেতু তোমার
নাম করে আত্মার শ্রীতিকারক খাজদ্রব্য আমরা চাইলাম, অথচ তারা বেদশাস্ত্র-সমুচিত কোনও

গতমস্মাভিরেবাং বিপ্রাণামমর্যাদয়া দয়ালুতয়া চ ন স্থিতং ক্ষণমপি, ত্রীড়ৈব পরমর্জিতা, জিতা চ নিজাভিজাতরীতিঃ। অহো বয়শ্চ কৃষ্ণ ! কৃষ্ণবস্ত্রনো ধূমা এব যং ক্ষণং পীতাস্তদেব নো লাভঃ, কিং বদামো দামোদর ! যত্তাবত্তাবকং বচনং তদেব দেবনিদেশ ইব নঃ শিরঃ-শেখরীভবতি, খরীভবতি ন কদাপি পীযুষযুষ্মন্তেন হি ভবদ্বচসৈব সৈবমাসাদিতা কাচন ত্রীড়া' ইতি ॥

১৬। ভূয়শ্চ ভূয়শ্চতুরতরতামুদারমুদারস্মিতামুবাচ বাচমসৌ ভগবান্ সৌভগবান্ বল্লবেশ্বরতনয়ো রতনয়োদয়মধুরম্,—‘ভো ভো মানবোঢ়ারো মা নবোঢ়ারোষণে বিগ্না ভবিতুমর্হত। ন কিং স্বার্থপর্যঃ স্বার্থপর্যাহত্যা হত্যামিব মশ্বস্তে, তদুচিতমেব বো ভো বোভোতি মনোগ্লানিঃ। তথা পুনরপি নর-পিপ্তনতাদোষদৃষ্টিশ্চেষু ন কার্য্যা, কার্য্যাস্তুরাঙ্কুরোধরোধবশা হি তেষাং মনোরত্তয়স্তেন হি তে ন

‘আপ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাতত্যে’ ইতি সমাসঃ। তথা ব্যবহরন্তো রমবতীষু পচনভর্জনাদিক-ব্যাপারবন্তঃ, অভাব-হরন্তো ভৃঞ্জানাঃ, অভাগারমগারাভাস্তরে। পরঃসহস্রাঃ সহস্রতোঃপ্যপরিংখ্যাকাঃ। সহমিলিত্বৈব শ্রাবিণো গমনাগমন-পর্যঃ; ‘ক্ষ গতো’ গ্রহাদিঃ। কৃষ্ণবস্ত্রনো যজ্ঞাঘেঃ। নহু মামেব সম্বোধ্য দ্বঃখোক্ষাগারেণ যাজ্ঞাপ্রবর্তক-মদ্বচনস্তৈব দ্বঃখদায়িকমধুনা কিমিতি ধ্বন্যতে, পূর্বমেব তৎ কিমিত্যসম্বতং নাকুটম্? তত্রাহঃ—যত্তাবদিত্যাदि। তেন হি তৎ-প্রামাণ্যেনৈবেত্যর্থঃ ॥

১৬। ভূয়শ্চ পুনরপি বাচমুবাচ। ভূয়শ্চা চতুরতয়া চাতুর্যেণ রতাং সংস্ক্রামুদারাং মুদমিয়তি ব্যঞ্জকত্বেন প্রাপ্নো-তীতি তথাভূতং স্মিতং যশাং তাং রতাং প্রীতিন্নয়ো নীতিস্তয়োৰুদয়েন মধুরং যথা স্তাস্তথা। নবোঢ়ায়া ইব যো রোষঃ কারণাকারণবিবেকশূন্তেন বিগ্না উদ্বিগ্নাঃ। স্বার্থস্ত পরাহত্যা পরকৃত্যাতেন বো যুয়াকম্। ভো ইতি সম্বোধনে,

একটা উত্তরও করল না, দান-প্রসঙ্গ তো দূরের কথা।

ওদিকে কিন্তু পাক কর - ভাজাভাজি কর - খাও পিয় - আস যাও - নেও চলো ইত্যাদি বহু বহু কথা কানে এল, দেখলামও অনেক কিছু বটে। রান্নাঘরে তো এই এই ভাবেই রান্নাবাড়াবি ব্যাপার চলছে, জ্ঞানিশিরোমণিগণ গৃহাভ্যন্তরে ভোজনে ব্যস্ত রয়েছে, আর তথায় বাইরে সহস্রাধিক লোকজন একই সঙ্গে যাতায়াতে ব্যস্ত হয়ে আছে। আমরা ক্রোধবশে তথায় গেলাম না, এই বিপ্রদের হাতে দয়ালুতা গুণের অমন অমর্যাদা দেখে আমরা ক্ষণকালও সেখানে দাঁড়ালাম না, ওখানে গিয়ে লাভের মধ্যে লাভ তো হল লজ্জার একশেষ, আর উজ্জলীকৃত হ'ল নিজেদের কুলমর্যাদারীতি। অহো বয়শ্চ কৃষ্ণ ! যজ্ঞধূম যা ক্ষণকাল পীত হ'ল লাভ বলতে লাভ তো তাই হল। অহো, তোমার যা কিছু কথা সবই তো আমরা দেববাক্যের মতো মাথার চূড়ামণি করে নি। ‘অমৃতযুষ্ম কখনও-ই খরে যায় না’—প্রমাণসিদ্ধ তোমার সেই বাক্যেই কি-না আমরা এই এক অনির্বচনীয় লজ্জায় পড়ে গেলাম।

পুনরায় বিপ্রভার্ষাগণের নিকট প্রেরণ :

১৬। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অতি চতুরতা মাখান মহান্ আমোদ ব্যঞ্জক মুচকি হাসি মুখে প্রীতিনীতির সঞ্চারে মধুর মধুর এই কথা বললেন—‘ভো ভো অভিমান ভোরা ! নব বিবাহিতা রমণীর মতো তোমাদের বাগ্যভাব ধারণ করা উচিত নয়। স্বার্থপর ব্যক্তির কি স্বার্থসম্বন্ধে পরকৃত বাধায় জীবন

হিতে বো ভবিতুমশকুন। অতঃ পরং পরং নিরপায়মুপায়মুপদিশামি দিশাহমিত্যৈবান্যৈব ভবন্তি-
ব্যাহ্রিয়তাম ॥

১৭। সন্তি তত্র লক্কোদয়া দয়া ইব শরীরিণ্যঃ, আশু চিতাঃ শুচিতা ইব মূর্তিমত্যঃ, প্রমদা
মদাস্বকতাসম্পদ ইব ধৃতাকৃত্যঃ, মানব্যোহপি ন মানব্যঃ, প্রতীপদর্শিণ্যোহপি ন প্রতীপদর্শিণ্যঃ,
ক্ষিপ্ৰমোদা অপি অক্ষিপ্ৰমোদাঃ, শাতপ্রদা অপি অশাতপ্রদাঃ, সকলা অপি নিষ্কলাঃ, ভূষিতা অপি ন
ভূষিতাঃ, প্রভাৰ্যা অপি বিপ্রভাৰ্যাঃ পল্লীশালামুদ্दिष्टा मुद्दिष्टमानेन চেতসা তাসামভ্যাসমভ্যাসনাঃ
প্রসনাঃ প্রকামং মন্যমা সর্বমোদনমোদনমর্থয়ধ্বম। তাঃ কিল বোহিলবোৎপন্নামাশং কল্পব্রততিততিকল্পাঃ

বোভোতি, অতিশয়েন ভবতি। মরেষু পিত্তনতয়া যা দোষদৃষ্টিঃ, সা তেষু ন কার্যা। তেন হেতুনা, হি নিশ্চিতম্,
তে বিপ্রা বো যুয়াকং হিতে বিষয়ে ভবিতুং নাশকুন। অতঃপরমেতদনন্তরং পরমমম্; অমিতয়াহতুলয়াহন্যৈব দিশা
ব্যবহ্রিয়তাম ॥

১৭। নহু ভবন্ত তদয়াগযাঃ, কিন্তু স্ত্রীহাদশুচিৎ তাসামাশঙ্কেমহীতি? তত্রাহ—আশু চিতাঃ শীঘ্রং বৃন্দীভূতাঃ,
শুকতা ইব মদাস্বকতা মদপিভগনস্তুতা। মানব্যোহপি মানুজ্যোহপি ন মানব্যো ন মানস্য যাচক্যবমাননলক্ষণগর্বস্ব
বীঃ প্রজননং যাতু তাঃ। প্রতীপদর্শিণ্যঃ স্ত্রিয়োহপি ন প্রতীপদর্শিণ্যো ময়ি ন প্রতিকূলং পশুন্ত্যঃ। ক্ষিপ্ৰং শীঘ্রং মন্যম-
শ্রবণমাত্রৈব জনিস্থমানো মোদো যাসাং তাঃ। অক্ষিপ্ৰমোদাঃ, অক্ষাং দ্রষ্টৃনেত্র্যাণাং প্রমোদো বভ্যস্ত্যঃ। শাত-
প্রদা যথেষ্টৈভক্ষ্যবিতরণেণ সুখদায়িণ্যঃ; অশাতং ক্ষুধাধারূপমঙ্গলং প্রকর্ষণে জন্তীতি তাঃ। ন ~~তত্র~~ যাচনাপেকা-
পীত্যাহ—সকলাঃ কলা বৈদক্ষীন্তংসহিতাঃ। আকারাদেব যুয়াকমভিপ্রায়ং জ্ঞাতুজীতি ভাবঃ। ন তত্র দারিদ্র্যমপি

চলে যাওয়ার মতো মনে করে না? করে। তাই ওহে তোমাদেরও এ-মনোগ্রানি উচিতই বটে।
তবে এও বলতে হয় খলতা হেতু সাধারণ জনে যে পরদোষদৃষ্টি দেখা যায় তা তোমাদিকেতে থাকা
উচিত নয়। নিশ্চয়ই অল্প কার্যানুরোধে তাদের মনোবৃত্তি অশুভ্র ব্যাপ্ত ছিল, তাই তোমাদের
আকাজ্জিত বিষয়ে মন দিতে পারে নি। অতঃপর অল্প এক অক্ষয়োপায় উপদেশ করছি, সেই
অতুলনীয় নির্দেশানুসারে তোমাদের কাজ করা উচিত।

১৭। সেই যজ্ঞশালায় শরীরিণী লক্কোদয় দয়ার মতো, আশু পুঞ্জীভূতা মূর্তিমতী শুচিতার
মতো, মূর্তিমতী মদপিভগনস্তুতা-সম্পদের মতো ব্রাহ্মণপত্নীগণ বিদ্যমান রয়েছে—তারা ‘মানব্যোহপি
ন মানব্যঃ’ অর্থাৎ মানবী হয়েও যাচক-অবমাননারূপ গর্বের উৎস নয়, ‘প্রতীপদর্শিণ্যোহপি ন প্রতীপ-
দর্শিণ্যঃ’ অর্থাৎ স্ত্রীজাতি হলেও আমাতে কিছু প্রতিকূল অদর্শিণী, ‘ক্ষিপ্ৰমোদা অপি অক্ষিপ্ৰমোদাঃ’
অর্থাৎ আমার নাম শ্রবণমাত্রই প্রকটিত আনন্দবিশিষ্ট হয়েও দ্রষ্টৃনেত্রের প্রমোদদায়িনী, ‘শাতপ্রদা-
হপি অশাতপ্রদাঃ’ অর্থাৎ যথেষ্ট খাত্ত্রব্য বিতরণে সুখদায়িনী হয়েও ক্ষুধাধারূপ অমঙ্গল সম্পূর্ণ
দূরকারিণী, ‘সকলা অপি নিষ্কলাঃ’ অর্থাৎ বৈদক্ষ্যবতী হয়েও অষ্টোত্তরশত স্ববর্ণপদক দেয়ানেকারিণী,
‘ভূষিতা অপি ন ভূষিতাঃ’ অর্থাৎ অলঙ্কৃত হয়েও ভূমিতে অনুপবিষ্ট। কিন্তু রাজার মতো স্বর্ণসিংহাসনে
উপবিষ্টা, তথাপি তারা বিপ্রগণের ভাৰ্যা, অতএব প্রভায় শ্রেষ্ঠা। পল্লীশালা খুঁজে বের করে নিয়ে

কল্পয়িস্থিতি পরিপূর্ণামেব। তদয়ি দয়িতমিদং শ্রীতিমহুদিতং মহুদিতং সমাশ্রত্য শ্রুত্যাৰ্থমিব মহা চ পুনর্গন্তুমর্হসি ভবন্তুঃ ॥

১৮। ইতি তদ্বচন-বলতো নবলতোছানতঃ প্রমোদ-তরঙ্গরঙ্গভাজঃ সমুয় ভূয় এব যজ্ঞবাটকবাটক-মধ্যে প্রবিষ্ট পত্নীশালাং বিশালাং বিনীতাঃ সন্তুঃ সমুপসর্পস্তু স্ম ॥

১৯। উপস্থ্য চ সতত-সম্মাননভোগা নভোগা অপঘনা অপঘনাসক্তচিরক্ষণপ্রভাঃ ক্ষণপ্রভা ইব, অজলাশয়া নালীকিনীর্নালীকিনীরিব, অনারামা অনারামাভাঃ সঞ্চারিণীঃ কার্ত্তস্বরবল্লীরিব, অনিশা

শঙ্কনীয়ম্, যতো নিক্ষেপদকমষ্টোত্তরশতসুবর্ণং লাস্তি গৃহস্থি দদতি চেতি তাঃ ; “সাস্টে শতে সুবর্ণানাং হেম্যুরোভুষণে পলে। দীনারেহপি চ নিক্ষেপেহস্তী” ইত্যমরঃ। অতএব ন ভূবি উষিতা উপবিষ্টাঃ, কিন্তু রাজ্ঞা ইব হেমপট্টাদিষেবেতি ভাবঃ। তথাপি বিপ্রাণাং ভাষাঃ, অতএব প্রভয়া আৰ্ষা শ্রেষ্ঠাঃ। মুংপ্রীতিস্ত্যৈব দিশমানেন প্রের্যমাণেন; অভ্যাসং নিকটম্, সর্বমোদনং সর্বসুখদম্। বো যুয়াকম্; অলবোৎপন্নামনল্লোৎপন্নাম্। দয়িতং যুয়ংপ্রিয়ং শ্রীতিমং তাসামপি, শ্রীতিদায়ি, উদিতমুদগতং মহুদিতং মহাকাম্ ॥

১৮। সমুয় মিলিতা ॥

১৯। ক্ষণপ্রভা বিদ্রুত ইব, অপঘনে স্নাজে, অসক্তা ন সংসক্তা; পক্ষে আসক্তা সমবেতা এব চিরক্ষণং ব্যাপ্য প্রভা কাস্তির্ধামাং তাঃ;—“অঙ্গং প্রতীকোহবয়বোহপঘনঃ” ইত্যমরঃ। অপঘনা নির্মেষাঃ; পক্ষে, অকঠোরাঃ;—“ঘনঃ সাস্ত্রে দৃঢ়ে চাপি” ইতি মেদিনী। নভোগাঃ শ্রাবণমাসগামিনীঃ; “শ্রাবণস্ত আনভাঃ” ইত্যমরঃ। পক্ষে, নঞর্থক-নকারেণ কৃষ্ণবিরহাদভোগহীনা ইত্যর্থঃ। তেনে বিস্তৃতেন সম্মানেন সম্যক পরিমাণেন সহিতাশ্চ তা নভোগা আকাশ-

তোমরা শ্রীতিপ্রেরিত চিত্তের ভাবে প্রসন্ন হয়ে ঐ বিপ্রভাৰ্ধাগণের নিকট গিয়ে আমার নাম করে যথেষ্ট সর্বসুখদ খাণ্ডদ্য যাচ্ছা কর। কল্পলতাচয়সম ঐ বিপ্রভাৰ্ধাগণ তোমাদের অতিশয়রূপে জাত আশা পরিপূর্ণ করে দিবে—এতে ভুল নেই। তাই বলছি অগ্নি সখাগণ, তোমাদের নিকট প্রিয় এবং তাদের নিকট প্রিয় আমার মুখের এই কথা বেদবাক্যের মতো মনে করে তোমাদের পুনরায় যাওয়া উচিত।

১৮। কৃষ্ণের এই বচনবলে নবলতোছান থেকে নির্গত, প্রমোদতরঙ্গরঙ্গের আধারস্বরূপ বালকগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় যজ্ঞশালার দ্বারমধ্যে প্রবেশ করে বিশাল পত্নীশালার নিকট গিয়ে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন।

বিপ্রভাৰ্ধাগণের রূপগুণ বর্ণন :

১৯। সেখানে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণসখাগণ কঠোর চিন্ত ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণকে দেখলেন—

বিদ্যুৎ যেমন ‘সতত-সম্মাননভোগা’ অর্থাৎ সম্যক পরিমাণে আকাশ এবং পৃথিবীতে প্রসরণশীল। তেমনই এঁরা ‘সতত-সম্মাননভোগা’ অর্থাৎ সতত সম্মানরূপ ধনে ধনী। বিদ্যুৎ যেমন ‘নভোগা’ অর্থাৎ শ্রাবণ মাসগামিনী তেমনই এঁরা ‘নভোগা’ অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে ভোগহীনা। বিদ্যুৎ যেমন ‘অপঘনা’ অর্থাৎ নির্মেষা (নিষ্ঠুরের মতো মেঘ থেকে বেরিয়ে আসে), তেমনই এঁরা ‘অপঘনা’ অর্থাৎ

নিশাতাশ্চন্দ্রমসচ্ছন্দিকা ইব, অদররুদ্রতীররুদ্রতীপ্রভৃতীনামপি যশো মূর্তিমতীঃ কীলাঃ কীলালযোনেরিব
মহসা মহসারেণ সস্নেহা অপি সস্নেহদীপিকাবজ্জলন্তীর্দিব্যোষধীরিব ললিতান্নসভাসভাজনজনকরূপ-
শ্রিয়ন্তৎকালোচিত-ব্যাপারবতীঃ, পারবতীরিব লৌকিকচমৎকারস্ত, রস্তুতমবৎসলতালতা ইব মূর্তিমতী-
র্মতীহিত-ভগবদ্রতীঃ, ক্ষমাঃ ক্ষমাতলমাস্রিতা ইব, গুণগণশোভা গণশো ভাতীরিব, পবিত্রাঃ পবিত্রাবসথ-

গাশ্চেতি তাঃ ; পক্ষে, সততং সম্মাননমেব ভোগা ধনং যাসাং তাঃ ; “ভোগঃ স্তুথে ধনে চাহেঃ শরীরফণয়োঃপি”
ইতি মেদিনী। নালীকিনীঃ কমলিনীরিবাজলাশয়া জলাশয়বিনাভূতাঃ ; পক্ষে, অজড়াশয়াঃ। নালীকিনীর্নাল্যাং ক্ষুদ্র-
মুণালে কং জলং তধতীঃ ; পক্ষে, ন অলীকবতীঃ সত্যচরিত্রা ইত্যর্থঃ। কার্ত্তসদবল্লীঃ কনকলতাঃ সঞ্চারিণীর্জন্মা
ইতু্যপমানবিশেষণমেব স্বরূপেণাপ্যভূতত্বাঙ্ককম্। যন্তুপ্যপঘনা অজলাশয়া অনারামা ইত্যাদীতু্যভূতত্ব-বাঙ্ককানি,
তথাপি তত্র তত্র স্বস্বযোগাধিকরণেইব বিনাভূতত্বং বিবক্ষিতম্, ন তু স্বরূপেণেতি স্লেষণোপমেয়বিশেষণাঙ্গপি
তানি স্মরিত্যানারামা আরামবিনাভূতাঃ ; পক্ষে, ন বিস্তৃতে আ সম্যক্ রমণং কৃষ্ণবিরহাদযাসাং তাঃ। অনারামাভাঃ
বিরামশূন্য আভাঃ কান্তয়ো যাসাং তাঃ। অনিশা নিশাবিনাভূতাঃ, নিশাতা নিতরাং তেজিতাঃ ; “নিশিত-কৃত-
শাতানি তেজিতঃ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে, অনিশমেব ন নিতরাং শাতং স্তুথং কৃষ্ণবিরহাদযাসাং তাঃ। এবং ক্ষণপ্রাভাত্যপমান-
চতুঃষয়েন তাসাং ক্রমেণ কান্তির্দার্দব-সৌরশ্চে দুর্লভত্বক্ বর্ণিতম্। আত্মদকত্বক্ বর্ণিতম্, তদধিকরণানাং ঘনাদীনাং
চতুর্গাং শ্রীকৃষ্ণোপমানত্বক্ বাঙ্কিতম্ ॥

এবং স্বরূপমুপবর্ণ্য তাসাং সধ্বীষ্মপি বর্ণয়তি—অদরেতি। অদর অনন্ত রুদ্রতীঃ প্রভাবং স্বঘনসা আদ্রতীঃ।
কীলাঃ শিখাঃ, কীলালযোনের্বহেঃ। সাদৃশ্যং বর্ণয়তি—মহৈকরূপসর্বৈঃ সারেণ স্থিরেণ মহসা তেজসাপি। অন্নাদি-

অকঠোরা অর্থাৎ সরসচিত্তা, বিদ্যুৎ ‘অপঘনাসক্তা’ অর্থাৎ মেঘরূপ নিজ অঙ্গে অনাসক্তা অর্থাৎ
ক্ষণস্থায়ী, এঁরা কিন্তু ‘অপঘনাসক্তচিরক্ষণপ্রভা’ অর্থাৎ অঙ্গে পুঞ্জীভূত চিরস্থায়ীত্বাতিতে উজ্জ্বল।
‘অজলাশয়া নালীকিনী’ বিনা সরোবরে জাত কমলিনীর মতো এঁরা অজড়াশয় অর্থাৎ নির্ভয় চিন্তা,
‘নালীকিনীর্নালীকিনীরিব’ অর্থাৎ কমল যেমন ‘নালীকিনী’ অর্থাৎ জলা ডাঁটায়ুক্ত তেমনই এঁরা
‘নালিকিনী’ অর্থাৎ অলিক-ভাষিণী নয়। এঁরা ‘অনারামাভাঃ’ অর্থাৎ উদ্বান নয় এমন যেখানে
সেখানে সঞ্চারণশীলা কান্তিপ্রবাহধারিণী স্বর্ণলতা সদৃশা—তথাপি কৃষ্ণবিরহে ‘অনারামা’ অর্থাৎ বিহার
বিহীন। এঁরা বিনা-নিশা নিরন্তর তেজঃপূর্ণ চন্দ্রের চন্দ্রিকার মতো—একুপ হলেও কৃষ্ণবিরহে নিরন্তর
সুখহীন। (সাম্বীতের কথা বলা হচ্ছে—) এঁরা নিরতিশয় সাম্বীতের যশে অরুদ্রতী প্রভৃতির যশকে
গ্লান করে দিয়ে মূর্তিমতী অগ্নিশিখার মতো বিরাজিতা। (সাদৃশ্যের বর্ণন—) এঁরা উৎসবপরম্পরা-
প্রাপ্ত নিশ্চল তেজে-স্নেহময়ী বলে তৈলযুক্ত দীপিকাবৎ জ্বলনশীল দিব্যোষধির মতো। (খাচ্ছাদি
বিতরণে স্বাতন্ত্র্য বলা হচ্ছে—) এঁরা সুন্দর খাচ্ছাদি যে সভায় পরিবেশন হচ্ছে সেই সভাজনের শ্রিয়
সম্ভাষণ-জনয়িত্রী রূপসম্পত্তিশালিনী ও তৎকালোচিত কর্মকৃতিনী। এঁরা লৌকিকচমৎকারের সীমান্ত-
বর্তিণী। (বুবুক্ষিত জনমাত্রকে উপেক্ষা করণে অশক্তির কথা বলা হচ্ছে—) অতি আশ্রিত বৎসলতালতা
সদৃশা এঁরা। এঁদের ভগবৎরতি বুদ্ধিদ্বারাই সাধিতা। (কুপিত-পত্যদি-তর্জন সহনে সামর্থ্য বলা হচ্ছে—)

সম্পত্তি-তিরস্কারিণীরমূরমূর্ত্তা যাজ্ঞিক-পত্নীরবলোকয়ামাসুঃ ॥

২০। অবলোক্য 'নমো বো দ্বিজবৃষভ-দারাগামুদারাগামুদিত-মুদিত-করণেভ্যোহরণেভ্যোহজি-
কমলেভ্যঃ, নিবোধত নো বোধতনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সহচরাণাং নিবেদিতম্' ইত্যুপক্রম-সমকালমেব
কৃষ্ণান্নাহনান্নাতেনাপি তেনাপি প্রত্যেকং কর্ণাভ্যাগিতেন নিখিলব্যাপারতোহপারতোত্তমাঃ কেনা-
প্যমুপমোহনমোহনমস্ত্রেণেব প্রকৃষ্টাকৃষ্টাহরিণ্যো হরিণ্যো বা যুগপদেব তা দেবতা ইব প্রেমরসোপ-
নিষদামবনিসদামবদাতমনসঃ ক্ষিতিস্বরমণ্যঃ সসম্ভ্রমং ভ্রমদীক্ষণং ক্ষণং তেষামভিমুখানি মুখানি কৃতা

সামগ্রীবিতরণাদিষু স্বাতন্ত্র্যমাহ—ললিতায়েতি। ললিতারসভাস্থজনকর্তৃকং যৎ সভাজনং তস্য জনিকা হেতুভূতা
রূপসম্পত্তির্বিধাসাং তাঃ, লৌকিকচমৎকারস্ত পারবতীঃ সীমান্তবর্তিনীরিতার্থঃ। বৃত্তকিতজনমাত্রোপেক্ষণাশক্তিমাহ—রস-
তমবৎসলতেতি। মত্যা বুদ্ধৌবেহিতা ভগবদ্রতিধাভিত্তাঃ। কুপিত-পত্যা-দি-তর্জনসহনসামর্থ্যমাহ—ক্ষমা ইতি। অতএব
গুণগণানাং শোভা গণশঃ প্রতিগণং ভাতীরিব দীপ্যমানা ইব। জ্বীয়াদৌঃপত্তিকাশৌচস্ত প্রাপ্ততাপি রাহিত্যমাহ—
পবিত্রা ইতি। স্বত এব মহার্ঘত্বমাহ—পবিত্রা বজ্রেণ ত্রায়ত ইতি পবিত্র ইন্দ্রস্ত্র্যাবসথসম্পত্তেরপি তিরস্কারিণীঃ, যাজ্ঞিক-
সম্বন্ধেন প্রসক্তং কাঠিগং বারয়তি। অমূর্ত্তা অকঠিনাঃ ॥

২০। উদিতং মুদিতং প্রফুল্লং যেষাং তানি চ করুণানি দয়ালুনি চ তেভ্যো নিবোধত, অবগচ্ছত। নোহস্ম্যকং
নিবেদিতম্, বোধতনোজ্ঞানঘনমূর্ত্তেঃ। অনান্নাতেনাপ্যনভাস্তেনাপি সঙ্কদেবোচ্চরিতেনেত্যর্থঃ। তথাপি কর্ণস্তাভি অভা-
স্তরেহভিমুখে বাহগিতেনাপরিনিতেন সত্যংপাত্তোত্তমা বিরতোত্তমাঃ; অমুপমমূহনং বিস্ময়মূলক-বিতর্কো যতস্তথাভূতেন
মোহনমস্ত্রেণেব প্রকৃষ্টং যথা স্তাস্তথাকৃষ্টা হরিণ্যো যুগ্যো বা হেমপ্রতিমা বাঃ “হরিণী স্ত্যামূগী হেমপ্রতিমা হরিতা চ
বা” ইত্যমরঃ। তেন জাভ্যাবোদয়ো ব্যজ্ঞিতঃ। প্রেমরসা এব উপনিষদস্ত্যাসং দেবতা অধিষ্ঠাত্রী ইব। তাসাং কীদৃশীনাং
অবনিষদাং ভূমাবপি প্রচরন্তীনামিত্যর্থঃ। উপনিষদো হি সত্যলোকবর্তিত্ত এবপ্রসিদ্ধা ইত্যবদাতমনসঃ শুদ্ধচিত্তাঃ,

এঁরা ভূতল-আশ্রিত মূর্ত্তিমতী ক্ষমাদেবীর মতো। অতএব বিবিধ গুণরাজির শোভা যেন এঁদের
প্রতি জনে জনে দীপ্যমান। (জ্বীজাতী শুলভ জন্মার্শৌচপ্রাপ্তিরও রাহিত্য বলা হচ্ছে—) এঁরা সদা
পবিত্র। (এঁদের স্বাভাবিক মহার্ঘত্ব বলা হচ্ছে—) এঁরা বজ্রের দ্বারা ত্রাণকর্তা ইন্দ্রের সম্পত্তিরও
তিরস্কারিণী।

বিপ্রভার্গ্যগণের নিকট অন্নযাক্ষা :

২০। দেখেই বলতে আরম্ভ করলেন—‘হে উদার দ্বিজশ্রেষ্ঠ-পত্নীগণ! আপনাদের প্রফুল্লতা
দয়ালুতার উৎস অরুণ চরণকমলে প্রণাম করছি। আমরা জ্ঞানঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সহচর। আমাদের
নিবেদন একটু ধ্যান দিয়ে শুনুন।’ এই উপক্রমের সমকালেই ‘কৃষ্ণ’ নামের এই একবার উচ্চারণই
তাদের কর্ণের নিকট বাক্ত হতে থাকলো। লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে অপরিমিতরূপে তাঁদের করে দিল নিখিল
ব্যাপার থেকে উত্তমহীন। অহো এ কোন্ মোহন মন্ত্র! অনির্বচনীয়, অমুপম, বিস্ময়-বিতর্কের
আঁকর এই মোহন মন্ত্রের তীব্র আকর্ষণে মত্তমুগ্ধ হরিণীর মতো বা স্বর্ণপ্রতিমার মতো সকলে একসাথেই
আকৃষ্টা, বা ভূমিতলে সঞ্চরণশীলা উপনিষদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো শুদ্ধচিত্তা সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ

যত্নবতস্থিরে স্থিরেণ মনসা, তদা তেহপি সমাশ্বাসাশ্বাসাশ্বমানাভ্যাগমগমকবদনশ্রিয়ো বাক্যশেষং
সমাপয়িতুমারেভিরে ॥

২১ । ‘ভো ভো ভূদেব্যঃ ! তত্রভবতীষু ভবতীষু শ্রীব্রজরাজকুমারঃ কুমারঃ কুমারয়ন্নত প্রাতরকৃত-
ভোজনতয়া জনতয়া সহ ক্ষুধিতোহমিতোত্তমযাজ্ঞাগমোদনার্থী মোদনার্থী চান্মাকং সহচরাণাম্ । স কিল
প্রমোদবর্ষী বর্ষীয়সা দেবেনবলদেবেন বলদেবেন বলমানো নিকট এব বিরাজমানো বর্ততে ॥

২২ । স তাবদতিবিশ্রুতঃ শ্রুতশ্চ ভবতীভিরপি পরম্পরয়া পরয়া বার্তয়াহবার্তয়া যঃ কিল বাল
এব পুতনামাপুতনামানমকার্ষীং, তৃণাবর্তমপি তৃণাবর্তমপি শবকং বকং মহাব্যালাং ব্যালজিহ্বতজীবনং
নির্বিষং বিষং চ কালিন্দ্যাঃ । কিং বহুনা পল্লবেন ? লবেন যন্ত গুণগণামৃতজলধিশীকরাণাং চরাচরাস্তরে
সুরাসুরাদি-বন্দ্যা অপি ন তুলামহিস্তি ॥’

সসম্মমং যথা স্তাস্থা ভ্রমস্তী পাকাদি-স্বস্কৃত্যতঃ পরাবৃত্তমানে ঈক্ষণে যত্র তদযথা স্তাস্থা ক্ষণং বাপ্য ; তেষাং গোপ-
বালকানাং সমাগাশ্বাসেন বত্রা আশু শীঘ্রমাসাশ্বমানঃ প্রাপ্যমাণঃ স্তীক্রিয়মাণ অভাগম আভিমুখোনাগমনসামর্থ্যাং
তদগমিকা তদ্যজ্ঞিকা বদনশ্রীমুখশোভা যেষাং তে ॥

২১ । কুমারঃ কো পৃথিব্যাং মারঃ কন্দর্পতুলাঃ কুমারয়ন্ ক্রীড়য়ন্, অধিত অধারয়ন্ । বর্ষীয়সা জ্যোষ্ঠেন দেবেন
দেবেস্তত্তুল্যেন বলেন দীব্যতীতি ভথা তেন বলদেবেন ॥

২২ । বার্তয়া কথন্তুতয়া ? অবার্তয়া মহতোত্যর্থঃ । যদা, নিরাময়য়া নির্বিঘ্নয়েত্যর্থঃ ; “বার্তং ফল্লত্বযোগে চ”
ইতামরঃ । পুতনাং রাক্ষসীমপি আ সম্যক পুতং পবিত্রীকৃতং নামাপি যন্তাস্থতথাত্তামকার্ষীং । স্তনমাত্রদানপ্রভাবাদিষ
মুতয়া অপি তন্তা দন্ধদেহস্থা পুরুসোরভোলারাদিতাপ্রতর্ক্যাহাশ্বায়ুক্তম্ । অলৌকিকং শৌর্যমপ্যাহঃ—তৃণাবর্তমসুর-
মপি তুর্ণৈরাবৃত্যতেহসাবিতি তথাত্তং শবমিত্যর্থঃ । অকার্ষীদিত্যশ্চ সর্বত্রান্তবৃত্তিঃ । বকমপি শবকং কুংসিতং শবম্ ; নির্বিষং

সসম্মমে নিজ নিজ হাতের পাকাদি কর্ম থেকে নয়ন ফিরিয়ে ক্ষণকাল ঐ বালকদের দিকে মুখ করে
যদি দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির মনে, তখন ঐ বালকগণও আশ্বাসনের দ্বারা সত্ত্ব প্রাপ্ত তাঁদের দিকে গমন
সামর্থ্যানুচক মুখশোভা ধারণ করে আরন্ধ বাক্যের শেষ অংশ সমাপন করতে আরম্ভ করলেন ।

২১ । ‘ভো ভো ব্রাহ্মণীগণ ! প্রাতে খেয়ে না আসার দরুণ নিজজনদের সঙ্গে খেলতে খেলতে
পৃথিবীর কন্দর্পতুলা ব্রজরাজকুমার ক্ষুধা-কাতরতায় অন্মার্থী হয়ে, ও সথাগণের প্রসন্নার্থী হয়ে পরমপূজনীয়া
আপনাদের নিকট এক উত্তম যাজ্ঞা করেছে । প্রমোদবর্ষী জ্যোষ্ঠভাই ইন্দ্রতুলা বলদীপ্ত বলদেবের
দ্বারা বলবান্ সে এই নিকটেই আছে ।

২২ । সে এক সর্বদেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি । আপনারাও তার কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠভক্তলোক
পরম্পরা মহতি কথায়—যে বালক অবস্থাতেই রাক্ষসী পুতনাকে করে দিল অতি পবিত্রনামা, মহারাক্ষস
তৃণাবর্তকে কবর দিয়ে দিল তৃণে, বকাসুরকে করে দিল কুংসিত শবে পরিণত, অঘাসুরকে করে দিল
জীবনহীন, আর কালিন্দীকে নির্বিষ । আর বহু পল্লবিত করবার প্রয়োজন কি ? চরাচরে যার
গুণগণামৃত-জলধিবিন্দুর লেশমাত্রের সহিতও সুরাসুরাদি-বন্দনীয় জনও তুলনার যোগ্য নয় ।

২৩। ইতি তেষামুদিতমুদিতসুখাসুখারায়মাণমানয়ন্তীনাং শ্রবণসীমনি সীমন্তিনীনাংমাংসং মনোরথ-
পথপরতরমভিলষণীয়তমং তমঞ্জসা স্বয়মুপনতমিব মহানিধিমহানিধিযণাধিরূঢ়ভাবমহানি ভাবমহানি
বহুলানি যদর্থং গমিতানি, তমাসন্নমবগচ্ছন্তীনাং সপদি দ্রুতমিব চেতসা স্নাতমিবাক্ষিযুগলেন কণ্টকিত-
মিব তনুলতাভিলুপ্তেব করণরুতিঃ, পরিবর্তিতানীব জননানি, উদ্বর্তিতানীব সৌভাগ্যানি, অস্থানীব
শরীরানি উৎকণ্ঠাময়ঃ সময়ো যথাক্রমশ্রীকৃষ্ণরূপময়ো নয়নব্যাপারঃ। এবং যদি পুনস্তাসামবস্থাবস্থানং
ক্ষণমুল্লাস, তদামী ব্রজকুমারাঃ সচমৎকারমিতরেতরমালোকয়ন্তুঃ সমাশঙ্কিরে। যথা—

আকর্ণ্য নঃ সরভসোৎকলিকাপ্রমোদং, যাক্ষ্মাগিরং যুগপদেব তদৈব দেব্যঃ।

নৈবালপস্তি ন চলন্তি ন লোকয়ন্তি, হা হন্ত হা গ্রহগৃহীতদশাং কিমীযুঃ॥

গরলশূচ্যম্, বিষং জলম্ “বিষং তু গরলে তোয়ে” ইতি বিখ্যঃ। পল্লবেন বিস্তরেণ বহুনা কিম্? “পল্লবোহস্তী কিসলয়ে
বিটপে বিস্তরে বনে” ইতি মেদিনী। লবেন লেশেন॥

২৩। ইতি তেষামুদিতং বাক্যং শ্রবণসীমন্তানয়ন্তীনাংমাংসং সপদি তৎক্ষণ এব চেতসা দ্রুতমিবেত্যাদিযোজনা।
উদিতসুখায়াঃ প্রকটীভূতামৃতত্ব শোভনধারাতুল্যাং তং কৃষ্ণরূপং মহানিধিমঞ্জসা শীঘ্রং স্বয়মবোপনতং প্রাপ্তমিবাব-
গচ্ছন্তীনাং। কীদৃশং তম্? ন বিদ্বতে হানির্নশু তথাভূতো ধিযণাধিরূঢ়ো বুদ্ধ্যাক্রুতো ভাবঃ সত্তা যন্ত তম্। অহানি
দিনানি বহুলানি যদর্থং গমিতানি যাপিতানি। কথন্তুতানি? ভাবো ভাবনা স্বরণং তেঁনৈব মহ উৎসবো যেম্, ন তু
সাক্ষাৎকারেণ তানি। চেতসা দ্রুতং দ্রবীভূতমিব, ততশ্চ তদ্রবেণেব স্নাতমিবাক্ষিযুগলেন তৎস্নানেনৈব হেতুনা কণ্টকিতং
তনুলতাভিলুপ্তকণ্টকাঘাতেনেব লুপ্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ, তল্লোপেনেব পরিবর্তিতানি জন্মানি জন্মপরিবর্তেনেব তৎফলভূতসৌভাগ্যা-
হ্যবর্তিতানি সৌভাগ্যোদবর্তনলাভেনেবাভ্যনীব শরীরানি তাদৃশ শরীরপ্রাপ্ত্যেব যোগ্যতয়া প্রিয়াভিসারার্থমুৎকণ্ঠাময়ঃ

অন্নযাক্ষ্মা শ্রবণে বিপ্রভার্যাগণের অপূর্ব ভাবাবেশ :

২৩। তাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণসীমায় আনয়নকারিণী সীমন্তিনীগণের মন যেন তৎক্ষণাৎ
ভাবে গলে গেল। তাঁদের মনে হতে লাগল প্রকটীভূত অমৃতের শোভনধারা তুল্য, মনোরথপথের
সর্বশ্রেষ্ঠ অভিলষণীয়তম, অবিদ্বত বুদ্ধি-আকৃষ্ট সত্তাবিশিষ্ট সেই কৃষ্ণরূপ মহানিধি যার জন্ত বহুদিন
অপেক্ষা করে বসে আছি শীঘ্রই যেন স্বয়ং নিকটে এসে গিয়েছে। ভাবভরে তাঁদের নয়নযুগল
যেন অশ্রুজলে নেয়ে উঠল, তনুলতা রোমাঞ্চে যেন কণ্টকিত হয়ে উঠল, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সব যেন লুপ্ত
হয়ে গেল, অবস্থান্তরিত নূতন জন্ম যেন লাভ হল ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপে। এই অবস্থান্তর-ফলভূত
সৌভাগ্যরূপ বিলেপন অব্যে শোভনা হলেন এঁরা। এতে তনুলতা তাঁদের অন্তরূপ দেখাতে লাগল।
প্রিয় অভিসারার্থ সময় হয়ে উঠল উৎকণ্ঠাময়, সেই উৎকণ্ঠাপুষ্ট গাঢ় অভিনিবেশে নয়ন-ব্যাপার
হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণরূপময়। তাঁদের এইরূপ অবস্থার স্থিতি যদি ক্ষণকাল উল্লসিত হয়ে চলল, তখন
ঐ ব্রজকুমারগণ সচমৎকার পরস্পর তাকাতাকি করতে করতে বিশেষভাবে আশঙ্কান্বিত হয়ে
পড়লেন। যথা—

আবেশ - উৎকণ্ঠা - আনন্দের সহিত আমাদের যাক্ষ্মা বাক্য শুনে তখনই যুগপৎ দেবীগণ

২৪। কিঞ্চ, পারম্যাদবহেলয়া চ গণিতং নাস্মাকমভ্যর্থনং
নোক্তং কিঞ্চন নৈব দন্তমপি যদ্বিপ্রৈর্ন তৎ কৌতুকম্।
ঋত্বা সম্পৃহমাদরেণ সুদৃশো দাতুং ক্ষমা নাভবন্
দুর্বারোৎকলিকাকুলীকৃতহৃদস্তগ্নাম চিত্রং মহৎ ॥

২৫। যথা বা—যদ্বৈতুতাং ব্রজতি যত্র মনোবিকারে, নাসৌ তদন্তরয়িতুং ক্ষমতে বিকারঃ।
আলম্বনাদিজনিতো হি রসপ্রকর্ষো, নালম্বনাগ্ননমুভূতিমুরীকরোতি ॥

২৬। ইতি কৃতসমূহে সমূহে কৃষ্ণানুগতানাং গতানাং চাপি তাদৃশীং দশাং তাসাং ব্যাপারান্তরাস্ত-
রায়শূন্তে স্বানুকূলকূলনাভাবেন ভাবেন সরসে মনসি সান্দ্রানন্দনন্দকসংস্কারসংস্কারবশাদমুত্তরৈর্গৈব শাদ-

সময়ঃ, তদুৎকর্ষ্যৈব পোষিতেন গাঢ়ভাবনাভিনিবেশন শ্রীকৃষ্ণরূপময়ো নয়নব্যাপায়ঃ, ইতোবংরূপা অপ্যুৎপ্রেক্ষা
ব্যঞ্জনীয়াঃ। সরভগং সোৎকলিকং সপ্রমোদং চ যথা ভ্রান্তথা আকর্ষণ, বন্দ্যং পরত্র পূর্ণত্র বা ঋতন্ত প্রত্যেকনাভিসম্বন্ধাৎ।
আকর্ষণোতি ভ্রূপ্রত্যয়েনোক্তস্তানন্তর্যন্ত বারণার্থং তদৈবেত্যাকর্ষণসমকালমেবেত্যর্থঃ। বিনাপ্যানন্তর্যং ভ্রূপ্রত্যয়ন্ত
'ঋণংকৃত্য পততি', 'সংমীল্য হসতি' ইত্যাদিষু দৃষ্টভাং, পুনশ্চ যুগপদেবেভ্যুক্তিরাকর্ষণস্তাপি সর্বসামেব তুল্যকালভাং ॥

২৪। দাতুং ক্ষমা: সমর্থী নাভবন্; নৈবালপক্ষীত্যাদিনা ব্যঞ্জিতজাড্যাদেবেতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—
দুর্বারেত্যাদিনা তেনোভয়থাপ্যাস্মাকমন্তপ্রাপ্তিহানিরেবেতি ভাবঃ ॥

২৫। অথবেতি। পুনরপ্যনুমানেনার্থান্তরতাসব্যঞ্জিতেন প্রাপ্ত্যাশাং সাধয়ন্তি। যদ্বন্ত যত্র মনোবিকারে হেতুতাং
ব্রজতি, স বিকারস্তদন্তরয়িতুমন্তর্ধাপয়িতুং ন ক্ষমতে; যথা আলম্বনাদীত্যাদি। তেন শ্রীকৃষ্ণ-যাক্ষাশ্রবণজমিদমানন্দ-
জাড্যং তৎপ্রতিকূল্যায় ন প্রভবতীতি প্রাপ্তিঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥

২৬। কৃষ্ণানুগতানাং গোপবালকানাং সমূহ ইতি কৃতসমূহে। এবং কৃতসমাগ্ বিতর্কে সতি তাদৃশীং জাড্যোথ-

কেমন যেন হয়ে গেলেন—না-কোন কথা বলছেন, না-নড়ছেন, না-তাকিয়ে দেখছেন—হায় হায়,
কোনও গ্রহাবিষ্ট দশা কি প্রাপ্ত হলেন এঁরা !

২৪। আরও, ব্রাহ্মণগণ-যে কঠোরতা অবহেলায় আমাদের কোনও গণনার মধ্যেই আনলেন
না, কোনও অভ্যর্থনা বাক্যও উচ্চারণ করলেন না, কিছু দিলেন তো না-ই— তা-ও এমন কিছু
আশ্চর্য নয়। কিন্তু দুর্বার উৎকর্ষা-আকুলিত হৃদয়া শুনয়নীগণ এই যে সম্পৃহ-আদরের সহিত
স্তনেও দিতে সমর্থ হলেন না—এ-ই এক বিখ্যাত মহান আশ্চর্য।

২৫। পুনরায় অর্ধান্তর-ত্বাস অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত অনুমানে প্রাপ্তির আশা সিদ্ধ করছেন—
যে বস্তু যেখানে মনোবিকারের কারণতা প্রাপ্ত হয়, সেই কারণরূপ বস্তুকে ঐ বিকার অন্তর্ভুক্ত
করাতে সমর্থ হয় না, যেরূপ না-কি আলম্বনাদি জনিত রসপ্রকর্ষ কখনও-ই আলম্বনাদির অনমুভূতি
অঙ্গীকার করে না—এ কথাতো শাস্ত্র প্রসিদ্ধই আছে।

বহুবিধ খাণ্ডহস্তে ব্রাহ্মণীগণের অভিসারোৎসব :

২৬। কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণ এরূপ কথাবার্তা পরস্পর করতে থাকলে তাদৃশ দশাপ্রাপ্তা

মুত্তরৈণৈবমুৎকণ্ঠাভরণে কৃষ্ণামোদনমোদনমপি ব্যঞ্জনানি ব্যঞ্জনানি নিজানুরাগসম্পদাং সমবধাতুমেব
 ভব্যাপারো ব্যাপারো যদা সমজনিষ্ঠ, তদা বিশালাং পাকশালাং পাককারিণীভিরভিতঃ পরিশোভিতাং
 প্রবিষ্টা যথাসমীহিতং মিষ্টমিষ্টতমমপিষ্টপিষ্টকমপূপপূপশঙ্কলিকুলকলাকলিতলালিত্যং সৌরভ্যসৌরশ্যো-
 পায়সপায়সপায়সবিকারম্, চতুঃপ্রকারমপ্যানস্তপ্রভেদং যড়রসমপি নবনবরসম্, গোবর্দ্ধনমিব ভগবত্প-
 যোগিগন্ধবহানন্দকন্দরামঠম্, অলঙ্কারগ্রন্থনির্যমিবাহিভিধালক্ষণোত্তরব্যঞ্জনানেকবিধ-সৌষ্ঠবম্, স্ব-স্ব-
 মনোরথমিব সুপচিতং দিব্যাস্ত্রমিব বহুশোভাজীরাজিতং স্বস্বানুরাগপরিমলমিব সুরভিত-নানাশাকং গঙ্গা-
 প্রবাহমিব বিলসৎ-কাশীতলভাবম্, কলধৌতধৌতভাজনেষু ক্ষটিকপুটিকাটিকান্তিকন্দলীকন্দলীলেষু

সুস্তময়ীং দশাং গতানামপি তাসামোদনং ব্যঞ্জনানি সমাগবধাতুং যদা ব্যাপারঃ সমজনি, তদা পাকশালাং প্রবিষ্টাদনীয়-
 সামগ্রীসমুদয়ং কলধৌতধৌতভাজনেষু নিধায় জনাননাদৃতা বহির্ভবন্ত্যন্তা নয়নাঞ্চলকৃতচলনোপদেশং যথা স্ত্রীতথ্য কৃষ্ণা-
 চরাভিমুখ-মুখকমলা যদি বভূবুতদা তেহপি বস্ত্রপিপ্তনতয়া পুরতঃ পুরতশ্চলন্তো মুমূর্দির ইত্যন্বয়ঃ। ব্যাপারান্তরমেব
 তাদৃশস্বতন্ত্রাস্তরায়ন্তচ্ছত্তে মনসি ভাবেন প্রেমণা সরসে। তেন কথন্তুতেন? স্বস্ত্রাহুকুলো বিষয়ালম্বনরূপঃ কৃষ্ণ এব
 তন্ত কুলনাভাব আবরণাভাবো যত্র তেন; 'কুল আবরণে'। অতএব তত্র সাম্প্রানন্দস্ত নন্দকঃ সমুদ্বিকারকো যঃ সংস্কার-
 স্তস্ত সংস্কারবশাদুদ্বোধরূপপরিষ্কারবশাদমুত্তরৈণৈবাবচনেনৈব সমবধাতুম্। কৃতঃ? এবমুৎকণ্ঠাভরণেদৃশোৎকণ্ঠাতিশয়েন।
 কীদৃশেন? শাদমুত্তরৈণ বিচ্ছেদদুঃখোপশমকতমেনোৎকণ্ঠাভরণৈশ্চ শীঘ্রপ্রিয়মিলনফলকত্বাৎ। 'শদে২ শাতনে', 'হৃদ
 প্রেরণে' গওস্ত-ক্লিবন্তো। ব্যঞ্জনানি শাক-সুপাদীনি, নিজনিজানুরাগসম্পদাং ব্যঞ্জনানি সূচকানি। ভব্যাপারো ভব্যং
 মঙ্গলং তেনাপারো ব্যাপারঃ। অপিষ্টা অখণ্ডিতাঃ পিষ্টকা যত্র তম্; অপূপাশ পূঃ পাবিত্রাং তাং পাত্তীতি তাঃ 'ক্ষুলাচ',
 তাসাং কুলস্ত সমুদ্রস্ত কলয়া শিল্পবিচ্ছাসেন কলিতং লালিতাং যত্র তম্; সৌরভ্যসৌরশ্যৈরুপায়ো যত্র তথাভূতঃ

ব্রাহ্মণীগণ তাদৃশ স্ত্রের অন্তরায় শূন্য ও নিজ নিজ অনুকূল বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের নির্বাধ প্রেমে সরস
 মনে, পূর্বসংস্কাররূপ পরিষ্কার ধারণা থাকায় বালকদের কথার উত্তর না দিয়ে, বিচ্ছেদ দুঃখোপশমক
 উৎকণ্ঠাভরে, কৃষ্ণের সন্তোষকারক নিজ অনুরাগ-সম্পদসূচক অন্নব্যঞ্জন নিপুণ ভাবে হিসাব করে
 গুছিয়ে নেওয়ারূপ মঙ্গলজনক অপার ব্যাপারের সমাধান চিন্তার উদয়ে পাচিকাগণের দ্বারা চতুর্দিকে
 পরিশোভিতা বিশাল পাকশালায় প্রবেশ করলেন। তথায় থরে থরে সাজানো নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য,
 যথা—কারিগরিতে রচিত ললিত মিষ্ট মিষ্ট হতেও মিষ্ট যুগল পিঠে-রোটিকা-পবিত্র পুলি পিঠে দ্বারা
 সমুদ্র, সৌরভ্য সৌরশ্যের আকর সপরিমিত দধ্যাদিসমন্বিত, চব্যচুষ্মলেহ্যপেয় চার প্রকার হয়েও
 অনন্তপ্রকার ও মধু লবনাদি যড়রসযুক্ত হয়েও নব নব রসযুক্ত, গোবর্দ্ধন যেমন 'গন্ধবহানন্দকন্দরামঠম্'
 অর্থাৎ ভগবৎসেবোপযোগী বায়ুর প্রবাহে আনন্দপ্রদ কন্দরারূপ আলয়বিশিষ্ট তেমনই ভগবৎ-
 সেবোপযোগী গন্ধবাহী আনন্দকন্দ হিঙ্গুযুক্ত, অলঙ্কার গ্রন্থ অবধারণ যেমন অভিধা-লক্ষণা-শ্রেষ্ঠ
 ব্যঞ্জন প্রভৃতি বহুপ্রকার সৌষ্ঠবমণ্ডিত তেমনই নামচিহ্নের দ্বারা প্রধান ব্যঞ্জন শাক সুপাদির বহুপ্রকার
 সৌষ্ঠববিশিষ্ট, ব্রাহ্মণীদের নিজ নিজ মনোরথ যেমন সচ্ছন্দ-উচ্ছলনবিশিষ্ট তেমনই উত্তম উত্তম ডাল
 ও রসার দ্বারা সমুদ্র, দিব্যাস্ত্র যেমন বহুশোভাযুক্ত-যুদ্ধে প্রেরিত হয়ে অজিত তেমনই বহুস্থানে

সকলমদনীয়মদনীয়সামগ্রীসমুদয়ঃ সমুদয়স্ত্রিতমানসতয়া নিধায় সিতসূক্ষ্মসিচয়াঞ্চলেনাচঞ্চলেনারচিতা-
চ্ছাদনম্, পশ্চাৎশু পরিতোহধ্বরাধ্বরাগকৃতসভাজনেষু সভাজনেষু স্বস্বকরকমলাহিত-তত্ত্বস্বাজনা জনা-
ননাদৃত্য বহির্ভবন্ত্যো বিটপোদীর্ণাভীষ্টফলা জঙ্গমাঃ কল্পবল্ল্য ইব ধরণিশুরেন্দ্রবাসনয়না নয়নাঞ্চল-
চলনচলনোপদেশং যদি কুষ্মাণ্ডচরাভিমুখমুখকমলা বভূবুঃ, তদা তেহপি পুরতঃ পুরতঃচলন্তো বস্মা-
পিপ্তনতয়াহহু নতয়া চেতোবৃত্ত্যা চ ইত ইত ইতি কলবিকলবিকস্বরগনোরগমধ্বানগমধ্বানমভির্দর্শয়ন্তো
মুমুদিরে ॥

সপায়সঃ সপারমানঃ পায়সবিকারো দুগ্ধবিকারো দধ্যাদির্যত্র তম্ ; “পরমান্নং তু পায়সঃ” ইত্যমরঃ। চতুঃপ্রকারং চৰ্য্য-
চোষ-লেছ-পেয়রূপম্। নবনবা রসাঃ স্বাদা যত্র তম্ ; ভগবত্প্রযোগিনা গন্ধবহেন পবনেনানন্দো যত্র তথাভূতাঃ কন্দ্বা
এব মঠা আলয়া যত্র তম্ ; পক্ষে, তাদৃশগন্ধং বহতীতি তৎ, অতএবানন্দকন্দং রামঠং হিঙ্গু যত্র তৎ ; “বাহ্লীকং হিঙ্গু-
রামঠঃ” ইত্যমরঃ, অভিধেতি স্পষ্টম্ ; পক্ষে, অভিধালক্ষণাভ্যাং নামচিহ্নাভ্যাং প্রধানানাং ব্যঞ্জনানাং শাকসুপাদীনাম-
নেকবিধং সৌষ্টব্যং যত্র তম্। স্তম্ভপুচিতং সূপৈশ্চিতং চ বহশোভং চ আজ্যে যুদ্ধে ঈরং প্রেৰ্মমাণং চাজিতং চ তৎ ;
পক্ষে, বহশো বহত্র বহত্র ভাজীভিঃ পকশাকাদিসামগ্রীভির্দীপ্তম্ ; “জ্ঞানপদকুণ্ড-” ইত্যাদিনা ভীষ্। সুরভিতা
নানাবিধা আশা যত্র তম্ ; পক্ষে, স্পষ্টম্। বিলসন্ কাশ্মাণ্ডলে ভাবঃ সত্তা যত্র তম্ ; পক্ষে, বিলসৎ কং স্তম্ভং
যতঃ স চাসাবশীতলভাবশ্চেতি তম্। কলধোতানি স্বৰ্ণময়ানি ধোতানি কালিতানি চ তেষু ভাজনেষু। কীদৃশেষু ?
ক্ষটিকপুটিকাসু তদুপরিবিহিতাঋতিতুং প্রতিবিষতয়া গন্ধং শীলং যাসাং তথাভূতানাং কাস্তিককন্দলীনাম্ কন্দা দ্রষ্ট-
সুখদা লীলা যেষু তেষু। সকলা অপি মদনীয়া হর্ষণীয়া যেন তম্ ; সকলানামপি মদনীয়ো হর্ষো যত্র তমিতি বা।
সমুৎ সানন্দমযস্ত্রিতমানসতয়া। অধ্বরাধ্বনি যজ্ঞপথে যো রাগঃ শ্রীতিস্তত্রৈব কৃতসভাজনমাদরো যৈশ্চেষু সভাস্থিত-

বহুপ্রকারে পাকানো শাকাদি সামগ্রীদ্বারা দীপ্ত, ব্রাহ্মণীদের অনুরাগ পরিমল যেমন সুরভিত নানা
আশায় বাসিত তেমনই নানাবিধ শাকে সমৃদ্ধ বিবিধ খাদ্যসামগ্রীসমুদয় যা কাশীর তলদেশবাহী
শোভায় বিরাজিত গঙ্গাপ্রবাহের মতো অতিশয় সুখদায়ী ও গরমগরম এবং সকলের আনন্দদায়ী তা হর্ষবেগ
জনিত বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থায় ব্রাহ্মণীগণ স্বর্ণপাত্রে যথাভীষ্ট ধারণ করলেন। পাত্রটি হয়ে উঠল
রমণীয়—তার ক্ষটিক ঢাকনাতে প্রতিবিম্বরূপে চলমান কাস্তিমালার দ্রষ্টৃসুখদা বলমলানিতে।
অতঃপর শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে ধীরে ধীরে সূন্দর করে আচ্ছাদন দিয়ে, যজ্ঞপথে শ্রীতি থাকায় ঘাঁরা
সেখানে আদরপূর্বক চলাফেরা করছেন সেই সভাসদেরা চতুর্দিকে চেয়ে দেখতে থাকলে, নিজ নিজ
করকমলে খাটুপাত্রগুলি স্থাপন করে চতুর্দিকের লোকজনকে কোনও পরোয়া না করে যজ্ঞভূমির
বাইরে বেড়িয়ে এলেন তাঁরা। শাখাশিতা - অভীষ্টফলা-জঙ্গম কল্পলতার মতো এই ধরণীর ইন্দ্রাণীগণ
তাঁদের পরস্পরের নয়নকোণের ইঞ্জিতে চলনোপদেশ যেমন পেলেন সেই অনুসারে কুষ্মাণ্ডচরগণের
অভিমুখে যখন মুখকমল ধারণ করলেন তখন বিনয় চিত্তবৃত্তি বালকগণও আগে আগে পথনিশানারূপে
শীঘ্র গতিতে চলতে চলতে ‘এদিকে এদিকে’ এরূপ অক্ষুট হলেও স্পষ্ট প্রফুল্ল মধুর ধ্বনিতে সম্মুখের
পথ দেখাতে দেখাতে উল্লসিত হয়ে চললেন।

২৭। অথ করকমলগৃহীতান্নস্থালীকাহস্থালীকারিতসাহায্যসৌভাগ্য। সৌভাগ্যতিরেকারেকা
দ্বিজবনিতারাজী রাজীবিনীততিরিব বিলক্ষণলক্ষণবিশালৈকপাত্রা ধরণিবিহারিণী হারিণী বভূব ॥

২৮। কিংবা, করতলগৃহীতপূরট-পুটকিনী-বিশালতরৈকপত্রপুটী করিণীঘটেব রাজমানা হৃদয়াস্তর-
তরলায়মানপ্রণয়ভার-ভারেণ স্তনজঘনভারেণ পূর্ণভাজনভারেণ চ দরনমদন্ততয়া চ হৃদয়বৃত্ত্যা লঘু লঘু
চলন্তী পুরঃ পুরঃ পরিলোক্যমানমিব হৃদয়াধিনাথং দয়াধিনাথং চ তমেব জানতী ন তীত্রতরং গমনথেদং
চ বিদাঞ্চকার ॥

২৯। কিঞ্চ, স্তম্ভশ্চেৎকলিকা চ পঙ্কজদৃশাং প্রস্থানলীলাক্রমে
মাধুর্য্যং চ যদি ত্বরাং চ যুগপৎ সংস্পর্ধিয়া চক্রতুঃ।

জনেষু পশুংসু। বিটপেতি করাণাং পল্লবত্বং তজ্জহানাং ভাজনানামভীষ্টফলদত্বং নয়নাঞ্চলস্ত চলনেনৈব চলনে গমনে
উপদেশো যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা বভূবুঃ। বত্মপিশুনতয়া বত্মসূচকচ্ছেন পুরতঃ পুরতশ্চলন্ত, আশু শীঘ্রং নতয়া নতয়া
কলোহস্ফুটন্তেন বিকলঃ স্পষ্ট ইত্যর্থঃ। স চাসৌ বিকল্পঃ প্রফুল্লো মনোরমো মধুরো ধ্বানো যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা।
ইত ইত ইত্যধ্বনাং মার্গমগ্রে চলন্তোহপ্যন্তরা অন্তরাহিভি অভিমুখীভূয়াভিনয়ে চ দর্শয়ন্তাঃ ॥

২৭। আস্থাঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়াঃ, অপেক্ষা এব আলাঃ সখ্যস্তাভিঃ কারিতং সাহায্যং যন্ত তথাভূতং সৌভাগ্যং যন্তাঃ
সা;—“আস্থা স্থালঘনানাহানীষত্বাপেক্ষাসু যোষিতি” ইতি মেদিনী। ভাগ্যতিরেকেকৈব অরেকা নিঃশঙ্কা;—“রেক
শঙ্কায়াম্”। বিলক্ষণলক্ষণেতি বিবিধবর্ণায়বজ্ঞানাদিসুত-স্বর্ণস্থাল্যাস্তাদৃশাকারত্বাৎ। হারিণী রম্যা রাজীবিনীততিরিব
বভূবেতি সৌন্দর্য-সৌরভ্য মার্দব-পাবিত্র্য-ভগবদুপযোগিত্বাদীহ্যুক্তানি ॥

২৮। আসক্তি-প্রগল্ভ্যে প্রস্তুতাং গমনশোভাং চাহ—কিংবেতি। করতলেন গৃহীতং পূরটপুটকিত্যাঃ কনক-
কমলিত্যা বিশালতরমেকং পত্রপুটং যয়া সা। হৃদয়াস্তরে মনোমধ্যে বক্ষোমধ্যে চ তরলায়মানস্ত উৎকণ্ঠায়ায়ুগা
চপলায়মানস্ত হারমধ্যরত্নায়মানস্ত চ প্রণয়ভরস্ত ভারেণ; “তরলো হারমধ্যঃ” ইত্যমরঃ। দরনমদন্তয়েষন্নগ্নগাততয়া।
নহাদিমং ভারদ্বয়ং হৃৎস্পরিহরমেব, পূর্ণভাজনভারস্ত কিঙ্করীকরে কিমিতি ন নিক্খিপ্তঃ? তজ্জাহ—ন গদং গতয়া ন গর্বং
প্রাপ্তয়া হৃদয়বৃত্ত্যা তথাকরণং হি গর্বপ্রতিপাদনমেব, ভগবদুপসংস্পর্গে তু (ভা০ ১০।৬১।৬) “দাসীশতা অপি বিভোবিদধুঃ স
দান্তম্” ইতি-রীত্যা তদনৌচিত্যমেব। দয়য়া আধেৰ্ধনঃপীড়য়া নাথযুগপৎপিকং নাশকমিতি যাবৎ;—“নাথু যাজ্ঞো-

২৭। অতঃপর করকমলগৃহীতান্নস্থালীকা, কৃষ্ণের জন্ত প্রতীক্ষারূপা সখীর সাহায্য-প্রাপ্ত জনের
মতো সৌভাগ্যবিশিষ্টা, অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ও নিঃশঙ্কা, বিলক্ষণলক্ষণযুক্তা একপাত্রহারিণী
দ্বিজবনিতারাজি ধরণিবিহারিণী হয়ে কমলিনীর মতো রমণীয়া হলেন।

২৮। কিম্বা, করতলে কনককমলিনীর পত্রনির্মিত এক বিশালতর পত্রসম্পুটহারিণী দ্বিজ-
বনিতারাজি করিণীঘটার মতো দীপ্তা হয়ে, মনোমধ্যে উৎকণ্ঠাতাপে চপলায়মান ও বক্ষোমধ্যে হারমধ্য-
রত্নায়মান প্রণয়ধিক্যের ভারে, ও স্তনজঘন ও পূর্ণপাত্রে ভারে কিঞ্চিং নত্নগাত্রা হয়েও চিস্তবৃত্তিতে
অগর্বিতা হেতু ধীরে ধীরে চললেন। হৃদয়াধিনাথ দয়াধিনাথ কৃষ্ণকেই আগে আগে পরিলোক্যমানের
মতো জ্ঞান করছিলেন বলে চলার হুঃখ তীত্রতর হলেও বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁদের।

নিধুঁতপ্রতিভেব হস্ত লপতি স্মাস্তে তদা মেখলা-

নিকাণো ন লঘুব্ভুব ন গুরুমঞ্জীরযুগ্মস্ত চ ॥

৩০ । এবং গচ্ছন্ত্যঃ কতিচিৎ পদানি চিৎপদানি বৃন্দাবনতরুলতানিকুরস্মাণি গোবৃন্দানি চাগ্রে বিলোক্যাত্ৰৈব নিখিলগুণাভোগবতা ভগবতা ভবিতব্যমিতি মনসি বিদধত্যো দধত্যো মতিমতিপ্রমদমদ-ললিতানুরাগদলিতাং দলিতাঞ্জনঘনধারাধরকুবলয়বলয়তিরস্কারিমহোমহোজ্জ্বলমতিনেদীয়ো বিলোকয়া-মাসুঃ ॥

৩১ । তদিদমহো মহোহপি তাসাং নয়নেষু কজ্জলায়িতম্, কবরীষু কুবলয়মালায়িতম্, শ্রবণেষু তাপিহুগুচ্ছায়িতম্, পয়োধরেষু নীলমণিহারায়িতম্, সর্বাঙ্গেষু নীলনিচোলায়িতম্ ॥

৩২ । ততশ্চ, লাবণ্যোর্মীমিব বরভূজাং সখ্যরংশে দধানো
ধুম্রজং যুবতিমতিবৎ পাণিনা দক্ষিণেন ।

পতাপৈশ্বর্যানীঃসু' ॥

২৯ । স্তম্ভো হর্ষোথঃ, উৎকলিকা উৎকর্থা চ প্রেষ্ঠাবলোকনস্পৃহোথো, তয়োযুগপদুতয়োর্মীহর্ষ-হর্ষে ক্রমেণানুভাবো পরস্পরস্মাভিনো বহুবতুঃ । তত্র মাস্তর্ষণে স্বরায়ং বাধ্যমানায়ং স্বরয়ো মাস্তর্ষণে বাধ্যমানে সত্যপি কদাচিৎ স্পর্দ্ধাবশাদিব মাস্তর্ষণাংশপ্রাধাচ্ছে মেখলা অস্তে অস্তপ্রদেশে এব নিধুঁতপ্রতিভেব লপতি স্ম, কদাচিৎ স্বরায়ংপ্রাধাচ্ছে মঞ্জীরযুগ্মস্ত নিকাণো ন লঘুব্ভুব, কিন্তু মাস্তর্ষণান্ত্যোব সস্তাব ইতি গুরুরপি নৈবেতি ॥

৩০ । চিৎপদানি চিন্ময়বস্তু স্তুতিপ্রমদোহতিহর্ষঃ, মদন্তদুখ-মস্ততা তাভ্যাং ললিতেনানুরাগেণ দলিতাং জাতদল্যাং মতিং দধতাঃ । অতিনেদীয়োহতিনিকটবতি ॥

৩১ । তাসাং নয়নাদিশু ভগ্নহঃ কজ্জলায়িতং সদেবাবিরাসীদিত্তাত্তরোণায়য়ঃ । তথা তথা ভাবস্তাসাং স্পর্শোৎ-সুক্যাবেশেন, তত্র তত্র স্নোচকতয়া প্রেম্যা তথা তথা ভানাং । তাপিহুগুচ্ছমালাঃ ॥

২৯ । কমলনয়নাদের অভিসারলীলোৎসবে ■■■ আর উৎকর্থা এ-তুই যদি পরস্পর অতি স্পর্দ্ধায় মাস্তর্ষণ ও স্বরা যুগপৎ আনয়ন করল, তখন কটির ঘন্টি ভিতরে ভিতরেই হায় হায় প্রতিভাহীনের মতো যুহু যুহু বাজতে লাগল, আর পায়ের নুপুরযুগলের রুণুরুণু ধ্বনি না-লঘু না-গুরু হল ।

৩০ । এভাবে কয়েক পা চলতে চলতে চিন্ময় ধাম বৃন্দাবনের তরুলতানিবহ ও গোবৃন্দ সম্মুখে দর্শন করে 'এখানেই নিখিলগুণসাগর কৃষ্ণ অবশ্য হবে' এরূপ মনে মনে বিচার করে ব্রাহ্মণীগণ অতি হর্ষোথ মত্ততায় ললিত অনুরাগে জাতপত্রা-মতি ধারণ করে দলিতাঞ্জন-ঘনমেঘ-নীলকমলমণ্ডল তিরস্কারী অতি উজ্জ্বল তেজোমণ্ডল অতি নিকটেই অবলোকন করলেন ।

ব্রাহ্মণীগণের শ্রামধাম দর্শন ॥

৩১ । অহো কি আশ্চর্য, ঐ তেজ তাঁদের নয়নে এসে লেগে গেল কজ্জল হয়ে, কবরীতে লেগে গেল নীলকমল মালা হয়ে, কর্ণে লেগে গেল তমালগুচ্ছ হয়ে, স্তনে লেগে গেল নীলমণি হার হয়ে, আর সর্বাঙ্গে লেগে গেল নীল নীচোল হয়ে ।

শ্রীবৎসাক্ষঃ কনকবসনো বর্হবান্ বৈজয়ন্তী-

গুঞ্জামালাভূষকরচনঃ শ্রামধামাবিরাসীং ॥৫॥

১১১। ততশ্চ ততশ্চটুলতয়া চন্দ্রিকাসিতহসিত-হঠাকৃষ্ট-নব-সুধা-সারো বসুধাসারো লাবণ্যসার ইব যন্তেবমাসামাসাদিতনয়নাতিথিভাবো ভাবোন্নতমনসাং তদা তাসামপি—

লীলালাশ্রোত্তত ইব নটঃ পঞ্চবাণপ্রপঞ্চঃ

কিংবা মূর্ত্তঃ কিমহহ রসো মূর্ত্তিমানাত্ত এব।

প্রেমানন্দঃ কিমুত তনুমান্ কিং বিলাসঃ শরীরী-

ত্বেবন্তুতা মনসি কতি নো হস্ত তর্কা জুযুগ্ঃ ॥

৩২। এবং কিকিদ্দূরতো নির্বিশেষশ্রামধামমাত্রমপি পরমরোচকত্বেনামুসন্ধায় নিকটগভিসরজ্জীনাং তাসাং সবিশেষ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-চমৎকারমাহ—লাবণ্যোতি। সখ্যুঃ সুবলশ্রাংসে বাগভূজানিধানং সন্তোগবিশেষোদীপনং তাসাং মোহনার্থং কমলধুননং তু স্বমাধুর্ঘ্য রসাসুধি-বিবর্ত্তত্বেন প্রত্যায়নম্, তত্র পিপতিযুগাং পুনরুত্তরণাভাব-জ্ঞাপনার্থং বৈজয়ন্তাদি-বস্ত্রবেশোভাভূষাবনং তু স্বস্ত নির্জনবৃন্দাবনবাসাসক্তত্বজ্ঞাপনয়া নির্বিরোধবিলাসবিশেষলসোৎপাদকম্। তদেতচ্চ সর্বং তাসাং সঙ্গমনঙ্গীচিকীর্ষোরপি তত্র তাসাং মানসসন্তোগাবেশবৈশিষ্ট্যজননার্থম্, তচ্চ শীঘ্রমেব দেহান্তর-প্রাপণয়াহ্নৈব বৃন্দাবনপ্রকাশবিশেষে ব্রজহৃন্দরীণামিব স্বসাক্ষাৎসন্তোগপ্রাপকমেবেত্যবসেয়ম্ ॥

৩৩। চটুলতয়া নাগরিমোচিতচাপল্যেন। ততো বিস্তৃতশ্চন্দ্রিকাতোহপি সিতং যৎ হসিতং তেন হঠাদাকৃষ্টো নবঃ সুধায়া আসারো ধারাসম্পাতো যেন সঃ। বসুধায়াং সারঃ শ্রেষ্ঠঃ। পঞ্চবাণপ্রপঞ্চ ইতি হঠাদেব রস-সমর্পণ-শক্ত্যাহু-

৩২। (এইরূপে কিকিৎ দূর থেকে নির্বিশেষ শ্রামধামমাত্রও পরমরোচকরূপে প্রকাশ পাওয়াতে ওঁর অনুসন্ধান তৎপর হয়ে নিকটে গমনপরা তাঁদের সবিশেষ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-চমৎকার বলা হচ্ছে—‘লাবণ্যোতি’।)

অতঃপর, লাবণ্যোর্মীর মতো বাগ হস্ত সখা সুবলের স্বন্ধে ধারণ করে, দক্ষিণ হস্তে যুবতীর মতির মতো এক কমল ঘুরাতে ঘুরাতে শ্রীবৎস চিত্তে লক্ষিত, কনকবসন পরিহিত, ময়ূরপুচ্ছ - বৈজয়ন্তী গুঞ্জামালাধারী, গৈরিকাদি ধাতুতে পত্রভঙ্গরচনামণ্ডিত এক শ্রামধাম তাঁদের নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন।

১১২। নাগরিমোচিত চাপল্যে বিস্তৃত, ও তাঁদের জ্যোৎস্না থেকেও শুভ্র হাসিতে হঠাকৃষ্ট নবসুধার ধারাবর্ষণকারী, জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদস্বরূপ, লাবণ্যসারের মতো সেই শ্রামধাম যদি এইরূপে ভাবময়ীদের নয়নের অতিথিভাব প্রাপ্ত হলেন তখন ভাবোন্নততা মনা তাঁরা চমৎকৃত হয়ে বিচার করতে লাগলেন—

এ কি লীলানৃত্যোত্তম কোনও নট, কিম্বা মূর্ত্তিমান্ কামদেব, কিম্বা অহহ এ কি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রস, কিম্বা তনুমান্ প্রেমানন্দ, কিম্বা এ কি শরীরী বিলাস—এইরূপে মনোমধ্যে কত-না তর্ক অহো ঘুর ঘুর করতে লাগল।

৩৪ । এবং বিতর্কয়ন্ত্যোহসাধ্বসসাধ্বসগসাহসহসদনুরাগগ্রহ-গ্রহণনিগৃহীতমানসা মানসারাঃ ॥

৩৫ । ক্রমেণ— চিত্তাদ্বাহুং গত ইব পুনর্বাছতো বা প্রবিষ্ট-
 শ্চিত্তং চিত্রং যুগপদুদয়ী কিম্ চিত্তে বহিষ্চ ।
 ইথং তর্কাকুলিতমনসো মীলতুমীলদক্ষং
 চিত্তে সাক্ষাদপি চ তমথালোকয়ন্ত্যোহভিসম্প্রঃ ॥

৩৬ । কিঞ্চ, অম্লাত্যুপায়নবিরাজি-করাজকোষা-শ্চেতোহভিলাষফলদা ইব কল্লবল্লীঃ ।
 দিব্যোষধিব্রততিকাননবজ্জলন্তী-রালোক্য তাঃ সরসমেতত্ববাচ কৃষ্ণঃ ॥

ভাবাৎ । আত্মো রস ইতি তৎসমর্মকত্বেহপি তদভিন্নত্বেনৈব প্রতীতেঃ । প্রেমানন্দ ইতি তত্রাপি তৎস্বভাবাৎপর্ষে-
 ণৈব তত্র স্বাভাবিক-তাদৃশ-সপ্রবৃত্তি-সুখোদয়-দর্শনাৎ । বিলাস ইতি ততো জনিস্থমাণস্তাপি তাদৃশবিলাসস্ত তদানীমেব
 তস্তাদাছ্যো নৈব সাক্ষাৎকারাৎ । জুঘূর্নু ইতি তথাভূততর্কানামপি প্রত্যেকং সমস্ত-সাধর্ম্যাগ্রহণাসামর্থ্যাদপর্ষাপ্তত্বমেবেতি
 ভাবঃ ॥

৩৪ । অসাধ্বসেন নিঃসঙ্কোচেন সাধু উত্তমং যদসমসাহসগতিবৃহত্তম-সাহসং তেন হসন্ প্রফুল্লোহনুরাগ এব
 গ্রহস্তস্ত গ্রহণেন নিগৃহীতং মানসং যাসাং তাঃ, যতো মানসারা গানো জ্ঞানং রসানুভব ইতি যাবৎ, স এব সারো বলং
 যাসাং তাঃ । যদ্বা, মেতি নিষেধে, ন সারা ন, অপি তু সারাঃ শ্রেষ্ঠা এবত্যর্থঃ ॥

৩৫ । কিঞ্চ তাসাং তদানীং তদাবেশোদ্রেকেনৈব স্মিত্যবৃত্তয়ন্তম্য এবং বভূবুরিত্যাহ—বহির্বহিরনুসন্ধানে চিত্তাদি-
 ত্যাди: প্রথমঃ, অন্তরনুসন্ধানে বাহুত ইত্যাদি দ্বিতীয়ঃ, ক্রমেণেতাং উভয়ত্রৈব সম্বন্ধঃ । বিস্ময়ে নৈকর্দেবোভয়ত্রানুসন্ধানে
 চিত্রমিত্যা দিস্তৃতীয়গুর্কঃ । মিলন্তী চিত্তে দর্শনার্থং উন্মীলন্তী, বহির্দর্শনার্থমক্ষিপী যত্র তদ্ব্যথা শ্রান্তথা । তৃতীয়গুর্কশ্চৈব
 সত্যনিশ্চয় ইত্যাহ—চিত্ত ইত্যাদি ॥

৩৬ । কল্লবল্লীরেব তাসাং কান্তিসাধর্ম্যস্তাপি প্রাপ্ত্যর্থং বিশিনষ্টি—দিব্যোষধীতি ॥

৩৪ । এইরূপ সঙ্কোচশূন্যতা ও অতিভারী সংসাহসের দ্বারা উজ্জলীকৃত অনুরাগগ্রহের দ্বারা গ্রস্ত
 হওয়াতে বশীকৃত মানসা, রসানুভব-বলে বলবতী ব্রাহ্মণীগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির কৃষ্ণ-তন্ময়তায় মনে মনে
 বিচার করতে লাগলেন—

৩৫ । ক্রমে যেন কৃষ্ণ চিত্ত থেকে বাইরে গত, পুনরায় বাইরে থেকে চিত্তে যেন প্রবিষ্ট, পুনরায়
 অহো কি আশ্চর্য যুগপৎ কি চিত্তে ও বাইরে উভয়ত্র একই সঞ্জে প্রকাশিত হয়ে অবস্থিত—এইরূপ
 তর্কাকুলিত মনে চিত্তে দর্শনার্থ নয়ন নিমীলন এবং বাইরে দর্শনার্থ নয়ন উন্মীলন করতে করতে চিত্তে
 সাক্ষাৎ দর্শন হতে থাকলেও কৃষ্ণের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁরা ।

৩৬ । আরও, অম্লাদি উপায়নে শোভমান করকমলকুঁড়ি বিশিষ্টা, ও চিত্তাভিলাষরূপ ফলদায়ী
 কল্ললতাসদৃশা তাঁদেরকে অঙ্গকাণ্ডিতে দিব্যোষধিলতা-কাননবৎ ঝলমল করতে দেখে কৃষ্ণ সরসভাবে
 এরূপ বললেন—

৩৭ । ‘হন্ত স্বাগতমাস্ততাং মৃগদৃশৌ ধন্যাঃ স্ব যুয়ং মহান্
সম্ভাবো ময়ি বঃ স্বয়ং যত ইতঃ প্রাপ্তা গৃহীর্হোদনম্ ।
এতৎ প্রত্যুপকর্তৃতাস্তি ন মম স্বেনৈব ভাবেন বঃ
সন্তোষঃ পরিপূষ্টিমেতু নিতরামানুগমপ্যস্ত মে ॥’

৩৮ । ততশ্চ তাঃ শরদমৃতমযুখ-বিগলদমৃতবিন্দুবিন্দুমধুরকল-বিকস্বর-স্বরপরিমলপরিমলন-কর্ণরম-
ণীয়ং রমণীয়ং তাৎপর্য্যপার্য্যবসান-বিরহেণ সামান্যতো মাত্ততোদারপ্রণয়-প্রণয়নপরিমিষ প্রমুদিত-মুদিতমস্ত
নিশম্য কৃতার্থমস্মা ইব নয়নকমল-নির্বাথনেন নির্বাথনেন তমস্তুহুদি নিবেশ্য ভুজলতাভ্যাং জলতা-

৩৭ । হন্তেতি আশ্রয়ামিতি ধন্যাঃ স্ব । সম্ভাবো ময়ীত্যাदि । যতপি ভাগ্যমোৎসুক্যাহুৰূপমেব প্রথমতো বচনম্,
তদপ্যেতৎপ্রত্যুপকর্তৃতাস্তি, ন মমতাস্ত একটার্থ এব একটভ্যাংপর্য্যং একটস্বীকারসূচকমেব, বস্তুতস্ত তাদৃশকামো-
দীপন-স্বরূপচেষ্টাদর্শনপ্রদানেনাস্ততামিতি স্বপার্শ্বে এবোপবেশপ্রদানেন চ সত্যবাক্য তস্মাস্তঃস্বীকার এব ব্যঞ্জিতঃ ।
বো যুস্মাকং স্বেনৈব ভাবেনেতি, ন তু তদুচিতেন ময়া করিস্থমাগেন ভাবেনেত্যর্থঃ । বস্তুতস্ত ময়া তাদৃশতা ভাবস্ত
প্রাপ্তুমেষাশক্যত্যাং (ভা০ ১০।৩২।২২) “ন পারয়েহং নিরবন্তসংযুজাম” ইত্যাদ্যক্ত্যা গোপীষিব যুস্মাস্মপি মম ঋণিত-
মেবেতি ভাবঃ ॥

৩৮ । ততশ্চ তা অস্তোদিতং বচনং নিশম্য নয়নকমলস্ত নির্বাথনেন ছিদ্ৰেণ তমস্তুহুদি নিবেশ্যাহুরাগসুম্নোভরেণ
সমর্চয়াক্রুঃ । উদিতমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যাং ক্রমেণ বিশিনষ্টি—শরদমৃতমযুখাং শরদচন্দাদবিগলতোহমৃতস্ত বিন্দু-
বিন্দুতোহপি মধুরং সুস্বাদু চ, তৎ কলঃ কোমলো বিকস্বরঃ স্পষ্টশ্চ বঃ স্বরঃ কলঃ, স এব পরিমলস্তস্ত পরিমলনেন
ধারণেন কর্ণরমণীয়ঞ্জেতি ৩৭ । রমণীয়ং রমণীয়াতি তদভীষ্টদানে পর্য্যপ্নোতীতি ৩৭ । নহেতৎ প্রত্যুপকর্তৃতাস্তি ন মমে-

কৃষ্ণের স্বাগতপ্রশ্ন ও অঙ্গীকার :

৩৭ । ‘হে মৃগলোচনাগণ ! অহো, তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে তো, এসো বসো, তোমরা
ধন্য । আমাতে তোমাদের মহান্ সম্ভাব দেখা যাচ্ছে, যেহেতু অন্ন নিয়ে এখানে স্বয়ং এসেছ । তোমাদের
এ উপকারের প্রত্যুপকার করবার আমার কিছু নাই । তোমাদের নিজেদের ভাবের দ্বারাই তোমাদের
সন্তোষ পরিপূষ্টি প্রাপ্তি হউক । এতেই আমার ঋণ একান্তভাবে শোধ হয়ে যাউক ।’ (‘আমার করবার
কিছু নাই’ এতে বাইরে অঙ্গীকারের ভাব প্রকাশ হলেও বস্তুতস্ত তাদৃশ কামোদীপন-স্বরূপচেষ্টা দর্শন
প্রদানের সহিত ‘এসো বসো’ এরূপ কথায় স্বপার্শ্বেই উপবেশন প্রদানের ভাব প্রকাশ করায় অন্তঃস্বীকার
ব্যঞ্জিত হ’ল ।)

ব্রাহ্মণীগণের অনুরাগপুষ্পাঞ্জলী প্রদান :

৩৮ । অতঃপর শারদচন্দ্রে থেকে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু অমৃত থেকে মধুর, কোমল, স্পষ্ট, শ্রবণে
কর্ণরমণীয়, যথেষ্ট অভীষ্টদান রহিততায় সামান্যভাবে আদর হেতু যেন সবিস্তৃতভাবে প্রকাশনপর প্রণয়
মাখান, ও পরমানন্দজনক শ্রীকৃষ্ণ-কলকণ্ঠ-পরিমল শ্রবণ করে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন এইভাবে
তাকে নয়নকমলছিদ্রপথে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জীবীভাবে আপ্নত-গতব্যর্থ ও নম্রতায় সান্নিহিত্যে

ভ্যাঙ্কিতেন মনসা নমনসান্দ্রেণ পরিবৃত্ত্য সৌরভ্য-সৌভাগ্যভূতানুরাগসুমনোভরেণ সমর্চয়াক্তে: ॥

৩৯ । তদনু দমুজদমনো মনো মোহয়ন্নিব নিবরীযুতমানহৃদয়-সম্পাপতাপবিচিত-সান্দ্রানন্দা দ্বিজ-বরবধূরবধূতসকলকলনাঃ পুনরভাষত ॥

৪০ । ‘তদযাত দেবযজনং পতিদেবতাভি-যুগ্মাভিরক্ষরমগী পরিপারয়ন্ত ॥

মন্মুর্তিমক্ষরমগীমপি যে ভজন্তে, মামেব তেহপি কৃতিনঃ পরিতোষয়ন্তি’ ॥

৪১ । ইতি তদমৃতময়ুখবিস্মতোহবিলম্বলম্বমানকাল কালকূটকূটমিব মধুরতরমনোহরাং শ্রীবদনা-দনাস্বাদনীয়ং কটুতরমালপিতমালপীতবাসসস্তম্ভ নিশম্যাহশম্যাহসামাশা মাশান্তিরপ্যজনি ॥

৪২ । যথা—দীর্ঘাতিদীর্ঘতর-সংশ্রবণাচুচিহ্না, সম্ভানপল্লবিতকোরকিত-প্রতানাম্ ॥

আশালতাং বিফলতামুপসাদয়ন্তী, সা তস্মৈ বাগ-দ্বিজবধূবিধুরীচকার ॥

তু্যন্তে: কথং রমণ্যভীষ্টদানে পর্যাণ্ডি: ? তত্রাহ—তাৎপর্যেতি । তস্মৈ তাৎপর্য (ভা. ১০.২৩২৮) “তদযাত দেবযজনম্” ইত্যুক্তরবাক্যানুসারেণাভিহিতার্থে এব যৎপর্যবসানং তস্মৈ বিরহেণ তদ্বিনেতব্যং । কিন্তু আশ্রয়তামিত্যনুসারেণ যান্ত-তয়াদরণীয়ত্বেন য উদারঃ প্রণয়ন্তস্মৈ প্রণয়ণপরং প্রকটনপরম্, ‘অতএব প্রকটং যুদিতং যতন্তং । নির্বাখনেন হিঙ্গ্রণ, নির্বাখনেন তৎপ্রাপ্ত্যা গন্তব্যত্বেন মনসা পরিবৃত্ত্য । কীদৃশেন ? জলতাদ্রবীভাবস্তেনাভ্যাঙ্কিতেন ব্যাঞ্চেণ, ‘আহি আযামে’ । নমনং নম্রতা তেন সার্ধেণ ॥

৩৯ । নিবরীযুতামানোভ্যন্তং নিবর্তমানেন হৃদয়সম্পাপস্ত মানসজ্বরস্ত উপায়েন হেতুনা বিচিত উপচিতো বিবিধ-বন্দীভূতো বা সান্দ্র আনন্দো যাসাং তাঃ, অতএবাবধূতং খণ্ডিতং সকলকলনং সর্বব্যাপারো যাসাং তাঃ ॥

৪০ । ন চ মৎপ্রাতিকূল্যারোপসাত্রেণ পতয়ন্তে হেলনীয়া ইত্যাহ—মন্মুর্তিমিতি ।

৪১ । কালো যমঃ, তজপং কালকূটকূটমিব; কৃতান্তানেনহসো: কালঃ” ইত্যমরঃ । আলবৎ পীতবাসসঃ; আলক-হরিতালকে” ইত্যমরঃ; তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণস্ত কটুতরমালপিতং বচনং নিশম্য ক্রম্বা আসাং যজ্ঞপত্নীনামাশা অশমি, স্বয়মেব উপরতা নষ্টেত্যর্থঃ । কর্মকর্তরি চিণ্ । ততশ্চ মাশান্ত: শোভানাশোহপ্যজনি, অভূং ॥

ভূজলতায় আলিঙ্গন করে সৌরভ্য-সৌভাগ্যপূর্ণ অনুরাগ-পুষ্পভারে অর্চনা করতে লাগলেন ব্রাহ্মগীগণ ।
কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানপর বাক্যবাণ :

৩৯ । অতঃপর দমুজদমন মানসজ্বরের অতিপ্রশমিত তাপ হেতু পুঞ্জীভূত সান্দ্রানন্দযুক্তা দ্বিজ-বধূগণের মন যেন মোহিত করতে করতে বললেন—

৪০ । ‘অতএব তোমরা দেবপূজাস্থানে চলে যাও । তোমাদের সঙ্গে মিলিত পতিদেবতাগণের দ্বারা এই যজ্ঞ পরিপাট্যরূপে নির্বাহিত হউক । আমার যজ্ঞমগী মূর্তিকেও যে ভজনা করে সেই ধার্মিক ব্যক্তি আমাকেই পরিতুষ্ট করে থাকে ।’

বাক্যবাণে অধীরা ব্রাহ্মগীগণের প্রেম নিবেদন ॥

৪১ । এইরূপে অমৃতকিরণবর্ষী সেই মুখচন্দ্রমণ্ডল থেকে দ্রুত লম্বমান যমকালকূটরাশির মতো অনাস্বাদনীয় অতি কটু বাক্য শ্রবণ করে আশাভঞ্জে তাঁদের অঙ্গশোভা বিনষ্ট হয়ে গেল ।

৪৩। অথ বিধুরিতবদনা-বিধুরিতবদনবরতমানন্দসন্দোহঃ মন্থমানাহমানানাদরাহতহৃদয়েব
হৃদয়ে বহন্তী গুরুখেদমধিকসবাস্পগদগদনকলস্বরং স্বরঙ্গনাশ্রেনিরিব বিচ্ছায়া সলিলকণভরমন্দাক্ষং
মন্দাক্ষং চ নির্বাস্ত নির্বাস্তমানদীপশিখেব মন্দপ্রভা প্রভাবৈকনিবদ্ধদৃষ্টিঃ শুশ্রুমাণকাকুদা কাকুদাক্ষিণ্যবতী
নিজগাদ ভূসুরনিতম্ববতীধিততিঃ ॥

৪৪। ‘অলমলমতিমাত্রং কর্কশেনামুনা তে, বচনবিলসিতেন প্রাণিমাত্রপ্রিয়স্তু।

নহি পুরুকরণানামেষ পস্থাঃ সুভব্যা, যদহহ পরমর্মচ্ছেদি-বাথজ্জমোক্ষঃ ॥

৪৫। অবধেহি, বধেহিতং মুঞ্চ মাদৃশাম্, মা দৃশাং নঃ সুখমপাকুরু ॥

৪৬। ঘটতাং বা কথমিদম্—

৪২। দীর্ঘাদপ্যতিদীর্ঘতরৈঃ সম্যক্ অবগৈর্ধা অহুচিন্তা নিরন্তরভাবনা তস্তাঃ সন্তানেন বাহুল্যেন পূর্বমেব পল্লবিতঃ,
সম্প্রত্যস্তমিত্যাত্মাশ্বাসেন কোরকিতশ্চ প্রতানো বিস্তারো যস্তাস্থতুভূতামপি ॥

৪৩। বিধুরিতো বদনবিধূর্যস্তাঃ সাহনবরতমানন্দসন্দোহমিতবং গততুল্যং মন্থমানা অমানঃ পরিমাণরহিতো-
হনাদরো যস্তাঃ সা, অদর অনল্পমাহতং প্রাপ্তাঘাতং হৃদয়ং যস্তাঃ সা। স্বরঙ্গনা স্বর্গনারী বিচ্ছায়া ছায়ারহিতা কান্তিরহিতা
চ। সলিলানাং কণভরৈর্মন্দে অক্ষিণী যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা, প্রকৃষ্টেন ভাবেন একত্রৈব নিবদ্ধা দৃষ্টির্যস্তাঃ সা, চিন্তাহু-
ভাবোহয়ং শুশ্রুমাণ কাকুদং তালু যস্তাঃ সা; “তালু তু কাকুদম্” ইত্যমরঃ ॥

৪৪। সুভবাঃ সুমঙ্গলঃ ॥

৪৫। মাদৃশাং মধিধানাং বধে মারণে ঈহিতমিচ্ছাং মুঞ্চ। নহু কোহত্র বধোহবগতঃ? তত্রাহঃ,—নোহস্মাকং
দৃশাং নেত্রাণাং সুখং মা অপাকুরু, হৃদর্শনং বিনা মরিয়াম এবেতি ভাবঃ ॥

৪২। ব্রজজনমুখে দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর কৃষ্ণকথার স্মৃষ্ণু অবশ্যাস্তর তার নিরন্তর চিন্তন বাহুল্যে
পল্লবিত, সম্প্রতি ‘এসো বসো’ ইত্যাদি আশ্বাস বাক্যে কোরকিত ও বিস্তারিত আশালতার বিফলতা প্রাপ্তি
করানো এ-কথা সেই দ্বিজবধুগণকে হুঃখে অধীরা করে তুললো।

৪৩। অতঃপর হুঃখে ম্লান বদনা, অনবরত আনন্দসমূহ গততুল্য মন্থমানা, অপরিমিত
অনাদরযুক্তা, হুঃসহ আঘাতে জর্জরিতা, হৃদয়ক্ষেত্রে বিষম হুঃখ বহনকারিণী, অশ্রুজলকণা-ভারে স্তিমিত
নয়না, স্বর্গের দেবীগণ যেরূপ ছায়ারহিতা সেইরূপ কান্তিরহিতা, নিবু নিবু দীপশিখার মতো মন্দপ্রভা,
ভাবাবেগে স্থিরদৃষ্টি, শুশ্রুমান তালুযুক্তা, কাকুদাক্ষিণ্যবতী ভূসুরনিতম্ববতীগণ লজ্জা নির্বাসন দিয়ে অতি
সবাস্প গদগদ কলকণ্ঠে বলতে লাগলেন—

৪৪। ‘প্রাণীমাত্র-প্রিয় তোমার এককর্কশ বচনবিলাসের কোনও প্রয়োজন নেই, লেশমাত্রও
প্রয়োজন নেই। পূর্বকরণাময়ের এ নহে সুমঙ্গল পস্থা—অহহ, যার জন্ত পরমর্মচ্ছেদি এ-বাকুবজ্র
নিক্ষেপ হল।

৪৫। অবধানপূর্বক শোন, মাদৃশ জনের বধের চেষ্টা ছার, আমাদের দর্শনসুখ দূর কর না।

ন শিখরিশিখরেভ্যো নির্গতাঃ শৈবলিঙ্গঃ, পুনরপি বিনিবৃত্তা হস্ত তানাশ্রয়ন্তে ।

অপি তু সমুপসীদন্ত্যেব রত্নাকরাস্ত-র্ন ভবতি নিরপেক্ষস্তাসু রত্নাকরোহপি ॥

৪৭ । নিক্ষিপ্তনপ্রিয় কিঞ্চন প্রিয়মস্মাকং ন ভবন্তুমন্তরেন, কথমথ মথন মুরস্ত রস্তামেতু নঃ পুনরগারগমনম্ ॥

৪৮ । যতঃ, ন ঘনতরতমোহন্তর্ভ্রাস্তিবিভ্রাস্তমার্গা, জহতি শূকৃতপাকাং প্রাপ্তমালোকমুচ্চৈঃ ।

ন বিধিবিলসিতেনায়ত্তমাসাদিতায়া, বিদধতি জন্মাক্ষা দিব্যদৃষ্টৈরপেক্ষাম্ ॥

৪৯ । হস্ত হস্তরঘনস্ত তব বচনমিদং ন মিদং জনয়তি, নয়তিলক ! তব সংশ্রবঃশ্রবস্ত শ্রবণপুটে জাগরুকমেবাস্তে । তদমুস্মর স্মর-সহস্রসহস্রবর্ণকারিরূপসৌন্দর্য্য নিশাগম্য যদনু বদামো দর দামোদর মদরক্ষনমপাকৃত্য ॥

৪৬ । শৈবলিঙ্গো নগন্তান্ শিখরিণঃ ॥

৪৭ । হে মুরস্ত মথন ॥

৪৮ । ন ঘনেত্যপ্রস্তুতপ্রাশংসয়া কৃষ্ণবিরহস্ত তদন্তঃ তদ্ব্যাকুলতায়াক্ষ ভ্রাস্তিৎ সঙ্গপায়স্ত মার্গতঃ কৃষ্ণস্ত আলোক-
স্মারোপিতম্ । যত্র চ কথঞ্চিদধীরতারুপদৃষ্টিবলদালোককৈরপেক্ষাহপি যৎকিঞ্চিদগমনসামর্থ্যং সম্ভবেদপীত্যন্তথৈব
পুনরাহঃ,—ন বিধীতি । বিধিবিলসিতেন ভাগ্যবৈভবেনৈব কত্রী আসাদিতায়াঃ প্রাপিতায়া দিব্যদৃষ্টৈরপেক্ষাং জন্মাক্ষা
জন্মাক্ষা ন কুর্বন্তীতি স্বেষাস্ত মূলত এব তদবিরহনিধুর্ভৈষণাং জন্মাক্ষতম্, ততশ্চ দিব্যদৃষ্টিং কৃষ্ণস্ত । যথা, তদ্রূপ-
গন্ধশব্দাণ্ডনমুভবিৎ স্বেষাগন্ধঃ তৎপার্ষস্থিতেদিব্যদৃষ্টিতম্ ॥

৪৯ । হে অঘস্ত হস্তঃ ! মিদং স্নেহম্, সংশ্রবসাং যশসাং শ্রবঃ শ্রবণম্ । স্মরসহস্রস্ত সহসন্তেজসঃ শ্রবণং চ্যোতনং
কর্তুং শীলমস্ত, তাদৃশং রূপসৌন্দর্য্যং যন্ত হে তথাভূত ! পূর্বস্ত সহস্র-শব্দস্ত (পা০ ৮।৪।৪৭) “অনচি চ” ইতি সকার-

৪৬ । এ অঘটন ঘটবেই বা কি করে—পর্বতশিখর থেকে নির্গত নদী হায় হায় পুনরায়
উল্টা পথে ফিরে গিয়ে সেই তাকেই আশ্রয় করে কি ? করে না । পরন্তু রত্নাকর-গর্ভে গিয়েই অবসান
প্রাপ্ত হয় । সমুদ্রও তাঁদের প্রতি নিরপেক্ষ হয় না ।

৪৭ । হে নিক্ষিপ্তন-প্রিয় ! তোমা ছাড়া কেউ আমাদের প্রিয় নয়, তাই বলছি হে মুরমথন,
পুনরায় গৃহে গমন কি করে আমাদের রসজনক হতে পারে বলতো ।

৪৮ । যেহেতু, অতি অন্ধতামিশ্র মধ্যে ভুল বশতঃ বিপরীত পথগামি জন শূকৃতিবশে প্রাপ্ত
উজ্জল আলোক কখনও-ই ত্যাগ করে না । ভাগ্যবশে অযত্নে প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির উপেক্ষা জন্মাক্ষ ব্যক্তি
কখনও-ই করে না ।

৪৯ । হায় হায়, অঘহস্তা ! তোমার এ কথা স্নেহ প্রকাশক হচ্ছে না । হে ত্রায়নীতিবিশারদ !
তোমার যশের শ্রবণ আমাদের কর্ণপুটে এখনও জাগরুক রয়েছে । তাই বলছি, হে মদন-সহস্রের
তেজস্রাবী রূপসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, তোমার মাধুর্যের কথা একবার ভেবে দেখ । অতঃপর আমরা যা বলছি
হে দামোদর, বিনা গর্ব ত্যাগেই না হয় কিঞ্চিৎ শোন ।

৫০ । সকুদপি ভজতে যো যন্তবাস্মীতি বক্তি, তাজসি ন তমিতীযং পাল্যতাং স্বপ্রতিজ্ঞা ।

প্রকটকটুকঠোরৈঃ কর্মভিঃ কটকাভৈঃ, গৃহগহনমপাশ্রোপাশ্র দাশ্রো ভবামঃ ॥

৫১ । কিঞ্চ, সংগৃহস্থ ন নঃ কদাপি পতয়ো মুঞ্চস্ত বা বান্ধবাঃ

স্বীকুৰ্বস্ত ন মাতরো ন পিতরো ন ভ্রাতরো ন প্রজাঃ ।

কামং বোপহসন্ত হস্ত সৃজনা নিদন্ত বা দুৰ্জনা-

স্তংপাদাশুজসেবয়া বপুর্দিদং নির্বাণয়িষ্ঠামহে ॥

৫২ । তদেবং দেবং নিবেদয়ামো দয়া মোপেক্ষণীয়াপেক্ষণীয়া নো মনোরথপূর্তিঃ ॥

৫৩ । তথা হি—অঙ্গীকুরুষ করণার্ণব নঃ প্রপন্নাঃ, সম্মোদয়স্ব মদয়স্ব দয়স্ব দেব ।

পাদারবিন্দদলদোলনবিক্রীর্ণং, নির্মাল্যমাল্যমুরসা শিরসা বহামঃ ।’

দ্বিভেন, পরন্তু তু “বা শরি” ইতি সভেন দ্বিসংকারপ্রবণম্ । দর ঈষদেব যদহু পশ্চাদ্বেদামঃ । কিং কৃত্বা ? মদরন্ধনং স্বগর্ব-
খণ্ডনমপাকৃত্য দুরীকৃত্য গর্বং ধ্বংসেবোৎপত্ত্যঃ ॥

৫০ । সকুদপীত্যৈশ্বৰ্যজ্ঞানমাসাং মাথুরত্বাদশ্রোতব্য, কিন্তু ভগবৎকৃপাসিদ্ধানাং ত্যৈব সমর্থ্যাত্যত্বেদয়ান্মাথুর্যজ্ঞানা-
চ্ছন্নমেব । যদা, (ভা০ ১০।২৯।৩৭) “শ্রীশ্রীপদাশুজরজস্টকমে” ইত্যাদিবদ্যামাথুর্য্যকুলীনবিগর্হিতখতাদ্বেদবিরহাদ্যৈশ্বৰ্যজ্ঞানশ্চ
ন মাথুর্য্যবরকঙ্ক শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-ব্যাখ্যান-দৃষ্ট্যংবসেয়মিতি । ‘প্রকটকটু-’ ইতি গৃহগহনমিত্যশ্চ বিশেষণম্ ॥

৫১ । নির্বাণয়িষ্ঠামহে সমাপয়িষ্ঠামহে ॥

৫২ । দয়া কৃপা মা উপেক্ষিতুং যোগ্যা ॥

৫৩ । সম্মোদয়স্ব প্রথমমঙ্গীকারেণৈব সংহৃষ্টাঃ কুরুষ, মদয়স্ব, ততঃ স্ববিলাসসীমাবৃষ্ট্যা মন্তাঃ কুরু, এবং দয়প্রেতি ।

৫০ । যে একবার তোমার ভজন করে, যে একবার ‘তোমার হল্যাম’ বলে, তাঁকে তুমি
ত্যাগ কর না—তোমার এই নিজ প্রতিজ্ঞা পালন কর । প্রকটকটুকঠোর ও কর্মকটকাকীর্ণ গৃহগহন
ত্যাগ করে হে আরাধ্য, তোমার দাসী হব আমরা । (মাথুরব্রাহ্মণী বলে এদের ঐশ্বৰ্যজ্ঞান স্বাভাবিক
ভাবে থাকলেও ভগবৎকৃপাসিদ্ধা ব্রজবাসিদের সঙ্গগুণে সমর্থ্যারতির উদয় হেতু মাথুর্যজ্ঞানের দ্বারা এদের
এই ঐশ্বৰ্যজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়েছে ।)

৫১ । পতিগণ আমাদের কখনও-ই গ্রহণ না করুক, বান্ধবগণ ত্যাগই বা করুক, মাতাপিতা-
ভ্রাতা-পুত্র-সৃজনগণ হায় হায় স্বীকার নাই বা করুক, সৃজনগণ হায় হায় যথেষ্ট উপহাস-দুর্জনগণ
নিন্দাই বা করুক—আমরা কিন্তু তোমার পাদাশুজ সেবাতেই এই দেহ সমাপন করব ।

৫২ । তাই নিবেদন করছি—হে দেবতা, তোমার কৃপাদেবী উপেক্ষার যোগ্য নয় । আমাদের
মনোরথপূর্তিও অপেক্ষার যোগ্য নয় ।

৫৩ । তথা হি—হে করণার্ণব দেব, শরণাগত আমাদের অঙ্গীকার কর । অতঃপর নিজ
বিলাসামৃত-বৃষ্টিদ্বারা মত্ত কর, দয়া কর । আমরা তো তোমার পদারবিন্দদলদোলনে চতুর্দিকে ছড়ান
নির্মাল্য বক্ষে-শিরে বহন করব ।’

৫৪ । তদা তদাকর্ণেন কর্ণনৈয়মাধুরীধুরীগবচনানাং নানাজ্জরজ্জি-পুলকাবলীনাং লীনাস্তরীণ-
ভাববিশেষাণামশেষাণামপি মুখমালোক্য মধুরতরসিতস্মিতস্পতিাধরদলং রদলজ্জিতশিখরোহখরোহস্র-
সহস্রসহজমধুরাননো নিজগাদ শ্রীদামোদরঃ,—‘অয়ি সমাকর্ণয়ত কর্ণযতমানমোদা মোদারেণ হঠেন বো
ভূয়তাং ন বোভূয়তাং চ খেদঃ । অবধাতুমর্হন্তি শুভবত্যো ভবত্যো মদালপিতম্ ॥

৫৫ । শ্রবণকীর্তনচিন্তন-চাতুরী, কৃতধিয়াং যদি চারুতরায়তে ।
অপি পুরস্চরতো হি তদেক্ষণা-ন্যম বশীকৃত্যে কৃতিনী ভবেৎ ॥

৫৬ । তদয়ি যাত নিরন্তরমাগ্না, কুরুত মেহনুগতিং গতিকোবিদাঃ ।
মদমুখাবনধূনিতবন্ধনা, ভুবনবান্ধবমেমুখ মাং ধবম্ ॥

নহু সত্যং নষ্টিকীর্তিতমেবার্থয়ধেব, অটিকীর্তিতমপি ক্রতেতি ? তত্রাহঃ—পাদারাবন্দেতি ॥

৫৪ । কর্ণয়োর্নৈয়ং নেভুং যোগ্যং মাধুরীধুরীগং বচনং যাসাং তাসাং তদাকর্ণেন প্রার্থনাশ্রবণে সতি নিজগাদ ।
নানাজ্জেষু রজ্জরজ্জিনা রজ্জে কৃষ্ণত্ৰাপি রজ্জনশীলা পুলকাবলী যাসাং তাসাম্ । আন্তরীণো ভাবঃ শৃঙ্গারময়ো রদৈর্দষ্টৈ-
র্লজ্জিতানি তিরস্কৃতানি শিখরাণি যেন সঃ ; “শিখরং পক্ষদাড়িমবীজাভমাণিকো শিখরেহপি চ” ইতি বিখঃ । অথর-
মতীক্ষ্মস্রসহস্রং কিরণসহস্রং যন্ত সঃ ; চন্দ্র ইব সহজমধুরমাননং যন্ত সঃ ; “কিরণোস্ত্রযুগাংস্ত-” ইত্যমরঃ । কর্ণয়ো-
র্ষতমানঃ স্মাতুং প্রযত্নবান্ মোদো যাসাং তথাভূতাঃ সত্য এবাকর্ণয়ত, কর্ণয়োঁরানন্দং নিবেশ্যৈব শৃণুত, ন তু প্রস্তুতং
খেদং ধুত্বৈত্যর্থঃ । উদারেণ মহতা হঠেন বো যুস্মাকং বা ভূয়তাম্, তথা খেদশ্চ ন বোভূয়তাম্, ন পুনঃ পুনর্ভবতু ॥

৫৫ । হি নিশ্চিতম্, পুরস্চরতোহপি মমাগ্রেবর্তিনী কৃষ্ণগাদদর্শনাং সকাশাদপি ॥

৫৬ । এমুখ প্রাপ্যথ ॥

কৃষ্ণের ব্রাহ্মণীগণকে তত্ত্বোপদেশঃ ॥

৫৪ । কর্ণে নেওয়ার যোগ্য মাধুরীতে ভরপূর বাক্চাতুর্যবিশিষ্টা, নানাজ্জ রজ্জরজ্জিত-পুলকাবলী-
যুক্তা, অন্তরে গোপনে রক্ষিত অশেষ-বিশেষ ভাববতী ব্রাহ্মণীদের প্রার্থনা শ্রবণ করত তাঁদের মুখ
অবলোকন করে অতি মধুর শুভ্র মুচকি হাসিতে খোয়া অধরদলসম্মিত, পক্ষদাড়িমবীজাভ - মাণিক্য
তিরস্কারী সুদন্তি, কোমল কিরণসহস্র বিকিরণকারী, ও সহজমধুর চন্দ্রবদন শ্রীদামোদর বললেন—কর্ণে
আনন্দপুর গুঁজে নিয়ে অবধানপূর্বক শ্রবণ কর—‘তোমাদের এক্রপ মহান্ হঠ করা ঠিক নয়, এবং বার বার
এক্রপ ছুঃখ করাও ঠিক নয় । হে কল্যাণীগণ, তোমরা আমার কথা ধ্যান দিয়ে শোনার যোগ্য ।

৫৫ । শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণে সংযতমনা ব্যক্তির শ্রবণকীর্তনচিন্তন-চাতুরী যদি অতিশয় মনোরম-
ভাবে বিস্তার লাভ করে তবে আমার সম্মুখবর্তী জনের দর্শন থেকেও আমাকে বশ করতে কুশলী
হয়ে থাকে ।

৫৬ । তাই বলছি, অয়ি তত্ত্বনিপুণাগণ, তোমরা ঘরে যাও । নিরন্তর মনের দ্বারা আমাকে
অনুসরণ করে চল । আমার অনুসরণ বন্ধন খণ্ডন করে দেয় । এর দ্বারা ভুবনবান্ধব স্বামী আমাকে
প্রাপ্ত হবে ।

৫৭ । কিঞ্চ, ন ত্বাদৃশাং নৃজলুযাং ভবতীহ দেহে, যোগ্যো মমায়মতিমঙ্গলমঙ্গসঙ্গঃ ।

ভাবাভিধেন বপুশা রময়ধ্বমন্তু-র্যদ্বো ময়াপি সুদৃঢ়ং মনসোপগৃঢ়ম্ ॥

৫৮ । কিঞ্চ, বিদেহ্যন্তি ভবাদৃশীর্ন পতয়ো ময্যেকতানাত্মনো

যেনানেন ময়াত্মনা পতি-স্মৃত-ভ্রাতাদয়োহতিপ্রিয়াঃ ।

তস্মিন্নপিতচিত্তবৃত্তিষু জনঃ কো দ্বেষমীহিষ্যতে

হিৎসেকান্ মছুপেক্ষিতানিতি গতাসঙ্কং গৃহে গম্যতাম্ ॥'

৫৯ । ইত্যেবমশেষবিশেষবিবিধবাচোযুক্তিবাচো যুক্তিমন্তু শ্রবণপুটকে নিধায় নিধায় পীযুষযুষমিব বচনং তদলঙ্ঘনং তদলঙ্ঘনং যুক্তমোবতি মত্বা পরমসমুৎকাঃ সমুৎকা মনো দত্ত্বা কামনোদত্বাদিদোষমবি-
গণ্য তদ্রূপলাবণ্যমাদায় দায়লক্কমিব সমুচিতবিনিময়াৎ, তেনৈব হৃদয়ে পুরিতে বহিরুদিতান্ হৃদয্যানিব

৫৭ । ত্বাদৃশাং ব্রাহ্মণজাতিমাত্রাণাং তত্র দোষভাগিত্তো বয়ং ভবাম ওমিতি চেৎ, তত্রাহ—অতিমঙ্গলং যথা স্তাস্তথা ন ভবতি । গোপজাতের্মম ব্রহ্মণ্যতয়াতিথ্যাতস্ত বিপ্রপত্নীসন্তোগঃ প্রায়ো লোকৈবীগীয়েতৈব । ততশ্চ তেষামঙ্গলং দুর্বীরমেব স্তাদিত্যভিপ্রায়ঃ । যদ্বপূর্বো যুগ্মকম্ ॥

৫৮ । নহু বন্ধুপত্যাদিকৃতমর্ষাদামুল্লজ্যাত্রাগতবতীন্ত্যক্তা এবাস্মান্ন পুনন্তে গ্রহীষ্যন্তি তি ? তত্রাহ—বিদেহ্যন্তীতি । যেন ময়া আত্মনা কিঞ্চিদংশমাত্রৈণেবাত্মরূপেণ সত্য এব পত্যাদয়ঃ প্রিয়াস্তস্মিন্ পরিপূর্ণাত্মনি ময়ি ॥

৫৯ । তাদৃশবাচোযুক্ত্যেব বাগ্ যস্ত তস্তাত্ত যুক্তিং ভাবাভিধেনেত্যাদিনা প্রাপ্তুপায়ং (পা০ ব০ ৯৭৯) 'বাগ্ দিক্-
পশ্চদ্যো যুক্তিদণ্ডহরেষু' ইতি অনুক্ । তদ্বচনং পীযুষমিব নিধায় পীত্বা 'ধেট্ পানে' তস্ত ধর্মস্থালঙ্ঘনং কৃষ্ণকর্ভুকং
তদ্রূপময়মলমতিশয়েন যুক্তমেবেতি ঘনং সাক্ষং যথা স্তাস্তথা, মত্বা পরমসমুৎকা অপি সমুৎকা মুৎসহিতাঃ সত্যো
মনো দত্ত্বা তস্মৈ স্বচেতঃ প্রদায় দায়লক্কমিব তস্ত রূপলাবণ্যমাদায় গৃহীত্বা । কিঞ্চ, তস্ত কামনোদত্বাদিদোষং কন্দর্প-

৫৭ । আরও, মনুষ্যজন্মের এই ব্রাহ্মণীদেহে গোপজাতি আমার অঙ্গসঙ্গ অতি মঙ্গলজনক হবে না । ভাবদেহে মনে মনে আমার সঙ্গে রমণ কর, যাতে আমিও সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে আছি মনে মনে ।

৫৮ । আমাতে নিবিষ্টমনা ভবাদৃশগণের পতিগণ বিদেহ করবে না । যে আমি অংশমাত্রে অমৃত্যুমীরূপে আছি বলেই পতিস্মৃতভ্রাতাদি অতি প্রিয় হয় সেই পরিপূর্ণধরূপ আমাতে যারা অর্পিত চিত্ত তাঁদেরকে কে দ্বেষ করতে ইচ্ছা করবে, কেবল আমার উপেক্ষিত জন ছারা । কাজেই শঙ্কা ছেয়ে দিয়ে ঘরে যাও ।'

৫৯ । এইরূপ কথার পর অশেষবিশেষ বিবিধ আলাপে যুক্তিযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে পটু শ্রীকৃষ্ণের এই যুক্তি শ্রবণপুটে ধারণ করত পীযুষযুষের মতো পান করে এই বচন অলঙ্ঘনীয় ও অতিশয় সান্ধ্যযুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন ব্রাহ্মণীগণ । পরমসমুৎসুকা-মানন্দিতা তাঁদের মন কৃষ্ণকে প্রদান করে দয়ালক্ক-সমুচিত বস্তুর মতো তাঁর রূপলাবণ্য হৃদয়ে গ্রহণ করত তাঁর বন্দর্প প্রেরণত্বাদি

কণ্টকান্ কণ্টকান্ সুখপ্রকোপঘনেষপঘনেষবিরতমাদধত্যো নিরর্গলগলদশ্রবঃ শ্রবদখেদশ্বেদসলিলপৃষতাঃ
পৃষতাক্যঃ কৃচ্ছ্রেণৈব পুরং প্রতি নিবরতিরে ॥

৬০ । অথ তত্র পুরা পুরামন্তরেষু নিরনুরোধরোধনপরান্ ধর্মধনপরান্ ধর্মবিপ্লবোহয়মিতি ভ্রমবিভ্রম-
বিহতবিচারানবনির্গীর্ষণান্ বাণানিব বিষদিক্কানবিগণ্য বহিভূতান্ তান্ যা কাচন বিপ্রবধূরবধূতভর্তৃ-
নিরোধা ভবিতুং ন শশাক, সা কিল যথাক্রতি ক্রতিপথোপগতব্রজরাজযুবরাজযুবরূপলাবণ্যক্ষুরণরণ-
রণকনিধূতান্তঃকরণা করণান্তরশূণ্ণা তমিব সাক্ষাদয়িতং দয়িতং বিলোকয়ন্তীব তেনৈব বহিঃ ক্ষুরতেব
কৃতোপদেশাদেশাদ্দেশান্তরমিব যিযাসুঃ কৃতশুভমুহূর্তা মুহূর্তাদেব ব্রজলোকান্তরকান্তরতিরঙ্গে সংজিগমিষুঃ
প্রবলরতিমত্তয়া মত্তয়া তৎক্ষুরণরণসমুখীনয়া নয়্যাসাদিতমুচিতমপি তমপিধেয়ং তৎস্বরূপভাবং নিরন্ত

প্রেরণাদিকং বৈগুণ্যম্, আদি-শব্দাধিষ্যাস্তরৈবমুখ্যাধানং চাবিগণ্য। তেনৈব ব্রজপলাবণ্যেন সুখম্ প্রকোপেন
প্রাবল্যেন ঘনেষু নিবিড়েষপঘনেষু কণ্টকান্ রোমাঞ্চানাদধত্যঃ। হৃদযান্ হৃদয়ভবান্ কণ্টকান্ ঔৎকর্ষ্যরূপসূচ্যপ্রা-
নিব; “সূচ্যগ্রে ক্ষুদ্রশর্কো চ রোমহর্ষে চ কণ্টকঃ” ইত্যনরঃ। শ্রবন্তোহখেদেনৈব শ্বেদসলিলম্ পৃষতা বিন্দবো যাসু ভাঃ
পৃষতাক্যো মুগাঙ্গাঃ ॥

৬০ । সিংহাবলোকিত্যয়েন পূর্বকথাস্তরারম্ভে অথ-শব্দঃ। অবিনির্গীর্ষণান্ ভূদেবান্। যথাক্রতি গোপবালকবাক্য-
শ্রবণানুসারেণ কর্ণপথোপগতম্ ব্রজরাজযুবরাজম্ নন্দকুমারম্ প্রবলরূপলাবণ্যক্ষুরণরণরণকং প্রেমাত্মককামচিন্তা তেন
নিধূতং বৃত্তিরহিতীকৃতমন্তঃকরণং যন্তাঃ সা, অতএব কারণান্তরশূণ্ণা বহির্বি্যাপাররহিতা। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমেব অয়িতং
প্রাপ্তং তেনৈব দয়িতেনৈব কৃত উপদেশঃ ‘সর্বপরিত্যাগেনৈব বৃন্দাবনে ময়া সহ সখং রমস্ব’ ইত্যাকারকো যন্তু সা।
ব্রজলোকান্তরে মধ্য এব কাস্তেন সহ রতিরঙ্গে সংজিগমিষুঃ সঙ্গাধিনী প্রবলা যা রতিমত্তা প্রেম তর্যৈব কত্র্যা নয়্য-

গুণবৈপরীত গণনা না করে রূপলাবণ্য আশ্বাদন জনিত সুখপ্রাবল্যে উথিত ঔৎকর্ষ্যরূপ সূচ্যগ্রে মতো
রোমাঞ্চ সুবলিত অঙ্গে অবিরত ধারণ করে নিরর্গল অশ্রুপাত করতে করতে হর্ষজনিত ঘর্মজলবিন্দু-
ধারিণী মুগাঙ্গীগণ অতি কষ্টেই পুরীর দিকে ফিরে চললেন।

পূর্বকথারম্ভ :

৬০ । অতঃপর সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণের বিশ্রামাগারে ব্রজবালকগণ যেতেই অনুরোধশূণ্য
জ্বরদস্তি অবরোধে তৎপর, ধর্মধনপর, এ ধর্মবিপ্লব একরূপ ভ্রাস্তিবিলাসে বিচাররহিত ব্রাহ্মণগণের
বাণের মতো বিষদন্ধ বাক্য গ্রাহ্য না করে ঘর থেকে বহিভূত ব্রাহ্মণীগণের মধ্যে কোনও একজন যে
অতিক্ষিপ্ত স্বামী কর্তৃক আবদ্ধ হয়ে বাইরে বেরতে পারলেন না তিনি বালকদের মুখ থেকে যেমন
শুনেছিলেন সেই অনুসারে কর্ণপথোপগত ব্রজরাজযুবরাজের উচ্ছলিত রূপলাবণ্য স্মৃতিতে প্রাপ্ত হয়ে
প্রেমাত্মক কামচিন্তায় ক্রিয়াশূণ্য অন্তঃকরণযুক্তা ও বহির্বি্যাপার রহিতা হয়ে সেই দয়িতকে যেন সাক্ষাৎ
প্রাপ্ত হয়েছেন এই ভাবে যেন বিলোকন করতে করতে স্মৃতিতে বাইরে আগত তাঁর দ্বারাই যেন
উপদিশ্ত হলেন—‘অয়ি, তুমি সর্ব ত্যাগ করে বৃন্দাবনে আমার সঙ্গে বাস কর’। এই আদেশানুসারে
দেশান্তরে যাওয়ার ইচ্ছুক জনের মতো শুভক্ষণ দেখে নিয়ে ব্রজলোক মধ্যে কাস্তের সঙ্গে রতিরঙ্গে

রস্তুতমং তদঙ্গসঙ্গসঙ্গমকমানন্দঘনমপঘনমপরিবর্তিনমাপিতাপি তাসামগ্রতোহগ্রতোষণে তদঙ্গসঙ্গরঙ্গিণী সমজনীতি ন তচ্চিত্রম্ ॥

৬১। ন হি তাদৃগ্নুবাগজনীনাং জনীনাং গুরুপরাধীনং পরাধীনং জীবনম্। নিখিলসৌভগবতি ভগবতি স্বভাবজা ভাবজাগরুকতা হি ভাবিনীনাং ভাবিনী নাস্তুরায়ৈবিক্রান্তে, যেন খলু নখলুলিতললিত-লতাখণ্ডমিব তৎকালকালতাপত্তি বপুৰেব পুরেহবর্তত ॥

৬২। জীবনসহিতঃ স হিতঃ স্বভাবো ভাবো ভগবদঙ্গসঙ্গসরসকলে বরে কলেবরেহনুপ্রবিষ্টো ব্রজ-কন্তাব্রজকন্তায়েন তৎসাহচর্য্যচর্য্যৈবাবাগামিনীষু যামিনীষু যাস্তুতি ভগবদানন্দহেতুতামেব, কিমশক্যং

সাদিতং নীত্যা প্রাপিতং তৎপ্রাপ্ত্যাশাদানেন কারিতত্বীকারমিত্যর্থঃ। তাদৃশমুচিতং যোগ্যমপি অপিধেয়মনাচ্ছাত্তং তিরোধাপয়িতুমযোগ্যমপি তং প্রসিদ্ধং তৎস্বরূপভাবং তৎস্বরূপত্বং বিপ্রপত্তীভূমিত্যর্থঃ। নিরস্ত দুরীকৃত্য। রস্তুতম-পরিবর্তিনং পুনঃ পরিবর্তনশূন্যম্; অপঘনমঙ্গং প্রাপিতা; তাসাং নিক্রান্তবতীনাং মপাশ্রিতঃ। প্রবলরতিমস্তয়া কথজুতয়া? মস্তয়া মমত্বেন তন্ত কৃষ্ণস্ত ক্ষুরগমেবোৎকণ্ঠ্য-দৈত্বনিবেদাদিতীক্সাত্রসংসর্গদয়ত্বাদ্রণো যুদ্ধং তত্র সম্মুখীনয়া তন্তদাঘাত-প্রাপ্তাবপি স্থিরয়েত্যর্থঃ। অগ্রতোষণে শ্রেষ্ঠানন্দেন ॥

৬১। তাদৃশোহনুরাগস্ত জনিরূপপ্তির্ধাতু তাসাং জনীনাং জীর্ণাম্; “জনী সীমস্তিনী-বধোঃ” ইতি যেদিনী। পরঃ শ্রীকৃষ্ণতদধীনং জীবনং ন হি গুরুগাং পরাধীনং ভবতি। অতো গুরুনুরোধেন তন্ত জীবনং কথং স্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ। নহু গুরুনিরোধোহস্তাঃ সাক্ষাদভগবদর্শনে সাক্ষাদন্তুরায়রূপোহভূদেবেতি? তত্রাহ—নিখিলেতি। স্বভাবজা স্বভাবিকী ভাবস্ত জাগরুকতা; ভাবিনী জনিষ্টমাণা ভাবিনীনাং বনিতানাম্। যেনাস্তুরায়বিষাভাভাবেন হেতুনা নখেম লুলিতং মদিতং ললিতং লতাখণ্ডমিবেতি যথা লতায়্যা: খণ্ডমাত্রস্ত ভজে লতানাশো ন সিধ্যতি, সময়ান্তরে চ তাদৃশখণ্ডশ্চোদগমো-হপি ভবতি, তথা তৎকাল এব কালতায়্যা: কালধর্মস্ত পঞ্চত্বাপত্তিঃ প্রাপ্তির্ভূত তৎ; “স্ত্যাং পঞ্চতা কালধর্মঃ” ইত্যমরঃ ॥

৬২। স ভাবো হিতঃ স্বাং ভামবতীতি সঃ, বরে শ্রেষ্ঠে ভগবৎস্বীকারোচিত কলেবরেহনুপ্রবিষ্টঃ। কীদৃশে?

বিলাসার্থিণী হয়ে প্রবল প্রেম হেতু ও কৃষ্ণের ক্ষুরগরণ-সম্মুখীন হেতু নীতি অনুসারে প্রাপ্তি ও তিরোধাপনের অযোগ্য সেই বিপ্রপত্তীভাব দূর করে রস্তুতম কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গপ্রাপক, আনন্দঘন, ও পুনঃ পরিবর্তনশূন্য অঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে অত্যাগ গোপীদের পূর্বেই এক মুহূর্তে পরমানন্দে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরঙ্গিণী হলেন। এ কিছু আশ্চর্য নয়।

৬১। তাদৃশ অনুরাগের উৎপত্তি ঘাঁড়ের ভিতর সেই স্ত্রীদের জীবন কৃষ্ণাধীন, স্বামীর অধীন কোনও ক্রমেই নয়। নিখিল সৌভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণে বনিতাদের স্বভাবিকী ভাব-জাগরুকতা অন্তুরায়ের দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় না। যেমন নখমর্দিত কোমল লতার খণ্ডমাত্র ভজে লতা বিনষ্ট হয় না, সময়ান্তরে তাদৃশ খণ্ডের উদগম হয়ে থাকে, তেমনই সেই সময়ে কালধর্মে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বপুই ঐ পুরীতে পড়ে থাকল।

৬২। ঐ ব্রাহ্মণীর নিজের কাস্তি পালনকারী মঙ্গলময় সেই ভাবদেহ তাঁর জীবনের সহিত ভগবদঙ্গসঙ্গ হেতু সরস কলাযুক্ত ভগবৎস্বীকারোচিত কলেবরে প্রবিষ্ট হয়ে—রাসারন্তে অন্তর্গত হৈ নিরুদ্ধ

ভগবদ্ভ্যন্তরভগবতশ্চ ॥

৬৩ । ততশ্চ নিবিড়যোগধারণাকারণাকালশরীর-পরিত্যজাং পরমযোগিনামপি নাম পিহিতং বিদধানং সক্রদনুশীলিত-কৃষ্ণগুণগণনাজনিতরাগতরাগতদবলুলোকিষাভঙ্গভঙ্গমাত্রসাধনেন সা ধনেন তদনু-
ধাবনধাবনধূনিতবিবিধবন্ধনা ধবং ধনাদিকমপি ত্বীকৃত্য নিমেষমাত্রেন যন্তুত্যাগং বিদধে, তদবলোক্য
সচমৎকারমাকারণমালিঙ্গভূতা নিভূতানির্বচনীয়নির্বেদবেদনপটুনা দ্বিজসমুদয়েন সমুদয়েন মুহুরনুতেপে ॥

৬৪ । যথা—
‘ধিগ্দ্দাক্ষ্যং ধিগ্দ্দারতাং ধিগ্ধিকাং বিজ্ঞাং ধিগ্দ্দাক্ষ্যতাং
ধিক্ শীলং চ ধিগ্ধরাতিরচনাং ধিক্ পৌরুষং ধিগ্ধিয়ম্।
ধিগ্দ্ধ্যানাসনধারণাদিকমহো ধিগ্দ্ মন্ত-তন্তজ্ঞতাং
শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়েন হীনমনসাং ধিগ্জন্ম ধিগ্ জীবিতম্ ॥

ভগবদঙ্গসঙ্গেন সরসাঃ কলা যত্র তস্মিন্ । ব্রজকন্তানাং বাসারভে অন্তর্গৃহ্নিরুদ্ধানাং ব্রজসু সমুহসু কং তৎপ্রাপ্তিস্থখং
তন্মায়েন তাদৃশরীত্যা ॥

৬৩ । সক্রদেবানুশীলিতানাং কৃষ্ণগুণানাং গুণনা অভ্যাসস্তয়া জনিতো রাগতরো মহানুরাগস্তত্র সমুদ্রায়মাণে
তদবলুলোকিষেব ভঙ্গস্তরঙ্গস্তস্ত ভঙ্গমাত্রং ব্যাঘাতমাত্রমেব সাধনং তেন ধনেন ধনরূপেণ সা বিপ্রবধুস্তুত্যাগং বিদধে ।
কথন্তুতম্ ? তথা শরীর-পরিত্যজাং পরমযোগিনামপি নাম খ্যাতিং পিহিতমাচ্ছন্নং বিদধানং কুর্বাণম্ । তদনুধাবনং
কৃষ্ণানুসন্ধানং তত্র ধাবনমতিশৈথ্যং তেনৈব খণ্ডিতবিবিধবন্ধনা; দ্বিজানাং সমুদয়েন সমুহেন । তস্যা যুতিদর্শনাং যুদা-
মানন্দানাময়ো নাশস্তৎসহিতেন, ‘ই গতো’ ইত্যন্বাং; অন্তুতেপে অন্তপাত ॥

৬৪ । উদারতাং দানশীলত্বম্ ॥

ব্রজকন্তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সুখের রীতিতে গোপীদের সাহচর্য আচরণের দ্বারা আগামিনী ষাষিনীভে
ভগবদানন্দ-কারণতা প্রাপ্ত হবেন ।

৬৩ । একবার অনুশীলিতা কৃষ্ণগুণের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে প্রাপ্ত মহানুরাগ সমুদ্রের কৃষ্ণ-
দর্শনেচ্ছারূপ তরঙ্গভঙ্গমাত্র (অর্থাৎ ব্যাঘাত মাত্ররূপ) সাধন ধনের বলে যে কৃষ্ণানুসন্ধান ব্যাকুলত্যা
তাতেই খণ্ডিত হয়েছে বিবিধ বন্ধন যাঁর সেই ব্রাহ্মণী স্বামী ও ধনাদিকে তৃণবৎ মনে করে নিমেষমাত্র
তনুত্যাগ করলেন—এই অন্তুত কর্ম পরমযোগী যাঁরা নিবিড় যোগধারণাদ্বারা অকালে শরীর ছেড়ে
দেয় তাঁদের খ্যাতিরও আচ্ছন্নকারী হল । এ দেখে আশ্চর্য্যবিত, চেহারায় মলিনতা প্রাপ্ত, ও একাক্ষ
অনির্বচনীয় নির্বেদ জ্ঞানার্চ্য দ্বিজসমুদয় নিরানন্দ অবস্থায় মুহুমুহু অন্তুতাপ করতে লাগলেন ।

ব্রাহ্মণগণের অন্তুতাপ :

৬৪ । যথা—‘হায় হায় আমাদের ক্রিয়ানৈপুণ্যে ধিক্, দানশীলতায় ধিক্, বিজ্ঞাগরিমায় ধিক্,
আত্মতন্তজ্ঞতায় ধিক্, ধিক্ আমাদের কোলিঙে, ধিক্ আমাদের যজ্ঞাদি রচনায়, ধিক্ পুরুষাকাব্যে,
ধিক্ বুদ্ধিতে, ধিক্ ধ্যান-আসন-ধারণাদিতে, ধিক্ মন্ত-তন্তজ্ঞতায়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়ে হীনমনা আমাদের জন্মে
ধিক্, ধিক্ জীবনে ।

৬৫ । ন শৌচং ন বেদাধ্যয়ন-জপহোমাত্মশুকৃতি-
 ন সংস্কারো নাত্মশ্রবণ-মননাদি-ব্যবহৃতিঃ ।
 প্রসঞ্জন প্রাপ্তে হরিশৃণগণে কর্ণবিবরং
 তথাপ্যাসামীদৃশ্যবসিতিরহো প্রেমমহিমা ॥

৬৬ । যতোহমন্দা মন্দাক্ষহানিরবধীরিতাঃ সনাভয়ো ভয়োপেক্ষয়া পরাজিতা গুরুগুরুতা চাপলতা-
 ইপলতা গাঢ়োৎকর্ষণে নিরাকৃতা রজবতীরজবতী চেতোরতিশৃণমিব পতাপত্যসুহৃদনুরোধঃ কৃষানুগ্রহ-
 গ্রহগ্রস্তমন্তঃকরণং চ তাসামালোকি মালোকিতং কুত্রাপি তথাবিধং বিবিধং বিচিত্রম্ ॥

৬৭ । পুনরিয়ং সবিস্ময়া সা গোষ্ঠী বিপ্রাণাং বিপ্রাণাং তামবলোক্য ‘অহো অস্তাঃ পুনঃ
 কিমাখ্যেয়ম্ । যতঃ,—

ষট্চক্রক্রমভেদখেদপটবো যোগেন যোগীশ্বরঃ
 কৃচ্ছ্রৈব বশীকৃতানিলজবা মুঞ্চন্তি জীবাশয়ম্ ।
 এষা তু প্রিয়দর্শনাভিলষিত-প্রস্থানবাধাবশাদ-
 যোগীশ্বেরপি দুর্গমং পদমগাং প্রেমগোহিতুতঃ প্রক্ৰমঃ ॥

৬৫ । প্রেমমহিমেতি প্রেমণঃ শৌচাশ্রয়নপেক্ষেন স্বতন্ত্রতয়া মাহাত্ম্যাম্, শৌচাদীনাস্ত তং বিনা ধিক্কারদায়িত্বমে-
 বেতি ভাবঃ ॥

৬৬ । প্রেমগোহিতুভাবনাহঃ,—অমন্দেতি । মন্দাক্ষহানিঃ কুলবধূত্বাদদুস্ত্যাজয়া অপি লজ্জয়াস্ত্যাগঃ; সনাভয়ো
 জ্ঞাতয়ঃ । পরাজিতা তিরস্কৃতা গুরুগুরুতা গুরুগৌরবম্ । চপলতয়াশ্চ অপলতাহননপ্রমাণতা, রজবতীনাং যুবতীনাং
 স্বদ্রজচাক্ষল্যকৌতুকং তবতী চেতোরতিমিরাকৃতা ॥

৬৭ । বিপ্রাণাং বিগতপ্রাণাং তাং নিরুদ্ধাম্ । জীবাশয়ং শরীরম্ । প্রিয়েতি ভগবতঃ কৃষ্ণসা পরমাত্মনির্ধারঃ,

৬৫ । না-শৌচ, না - বেদাধ্যয়ন-জপহোমাদিতে অধিকার প্রাপ্তি, না - দ্বিজাতি সংস্কার, না-
 আত্মশ্রবণ-মননাদি ব্যবহার—শুধু প্রসঙ্গক্রমে হরিশৃণগণ কর্ণবিবর প্রাপ্ত হয়েছে, তাতেই এদের ঈদৃশ
 চেষ্টা, অহো প্রেমমহিমা ।

৬৬ । ভারী লজ্জার ত্যাগ, জ্ঞাতিগণকে উপেক্ষাকরণ, ভয়ের উপেক্ষাদ্বারা গুরুগৌরব তুচ্ছকরণ,
 গাঢ়োৎকর্ষণ হেতু চপলোল্ললতা, যুবতীদের মতো চাক্ষল্যকৌতুকবতী চিত্তবৃত্তির খণ্ডিতা অবস্থা,
 স্বামী-পুত্র-সুহৃদগণের অনুরোধ তৃণের মতো তুচ্ছকরণ, ও কৃষ্ণের অনুগ্রহগ্রহের দ্বারা অন্তঃকরণের
 অভিভূততা—এতসব অনুভাব দর্শন করলাম । তথাবিধ বিবিধ আশ্চর্য ব্যাপার কুত্রাপি দেখিনি ।

৬৭ । পুনরায় বিপ্রদের সেই গোষ্ঠী বিগতপ্রাণা সেই ব্রাহ্মণীকে দেখে বললেন—‘অহো এর
 কথা আর কি বলব ! কারণ, মূলাধারাদি ষট্চক্রের ক্রমভেদ জনিত শ্রমে পটু যোগীশ্বরগণ যোগের
 দ্বারা অতি কষ্টেই বায়ুবেগ বশ করে শরীর ত্যাগ করেন, আর এঁ' কিন্তু প্রিয় দর্শনের জন্য
 অভিলষিত-প্রস্থানে বিপ্লবশতঃ যোগীশ্বরগণেরও দুর্গম পদ প্রাপ্ত হলেন । প্রেমের গতি অতি অদ্ভুত ।

৭০। শ্রীভগবদলোকন জনিত আনন্দে সমৃদ্ধিমান্ অন্তঃকরণের দ্বারা সম্পাদিত শোভায়
অদ্ভুত কান্টিমতী, অসীম গুণ গুণীকৃতরূপে ধারিণী, পূর্ব থেকে ভিন্নরূপে দৃশ্যমানা, নিঃসঙ্কোচে আকর্ষণ
পীত পীতাম্বরের রূপলাবণ্যামৃতবিন্দুচয় যেন নয়নদ্বারে নিরর্গল বসিত হচ্ছে এরূপ বিতর্কিতা, মনোহারিণী,
অবিচ্ছিন্ন অমুরাগময় বুদ্ধিবিশিষ্টা, জ্ঞানমর্যাদা তুচ্ছকারিণী মুকুতিবতী, ঘরে ফেরা, ও অখিলবন্ধন-

বন্ধনা ধনাবাপ্তিতৃপ্তা ইব মহাপ্রমোদং বহন্তো হস্তোদারমতয়ো দারমতয়োহপি তান্ন সুকৃতিবরা বরারোহাস্তা
নিরীক্ষ্য সাদরদরপ্রণয়মুখায় পূর্বতোহপি সর্বতোহপি সমুল্লাসিতং সম্মানমানয়ন্তোহভিজগুঃ। নৈতচ্চিত্রম্,
এবমেব শ্রীকৃষ্ণানুরক্তজনসমালোকনপ্রভাবঃ প্রভাবহুলতাং ব্যনক্তি ॥

৭১। তাশ্চ শ্রীকৃষ্ণালোকনকনকনকনিধিলাভায়মানমানসোল্লাসভাজোহপি শ্রীকৃষ্ণানবলোক-
শোকশোশুষ্ণমাণতয়া সমুজ্জ্বিত-জীবনায়া বিলোকেন লোকে ন হস্তাঃ সমানা সমানা সৌভগবতী
কাচিদপীহ, যতোহস্মাকমপি পুরতঃ পুরতো নবগোপুরতোহনবগোচরীকুতেন তেন সহ তদঙ্গসঙ্গসমুচিত-
মঙ্গলাঙ্গলাবণ্যসারসারস্তেন বিহরতীয়ম্, তদ্বয়মধস্তা ধস্তা খস্মিয়মিতি ভাষমাণা মুহূর্ত্তনবস্থাস্তরাবস্থান-
মাসেহুঃ ॥

দশোদয়েনেত্যস্ত বিশেষণং মনোহারিণেতি। সদনবেশো গৃহে প্রবেশঃ; মূর্ত্তিমতীরিত্যস্ত ‘কাকাঙ্ক্ষিগোলক’-চায়েনোভয়জ
সম্বন্ধঃ। বিরতিশ্রুত্যা যা রতিরহুরাগস্তবৃত্তো যা মতয়ো বুদ্ধয়স্তা এব মূর্ত্তিধারিণীরিবেত্যর্থঃ। অতিক্রান্তা মতীয়স্তা
জ্ঞানমর্যদা যৈস্তথাভূতানি স্কৃত্তানি যাসাং তাঃ। বিনিবৃত্তাঃ পুনরপ্যাগতা ইত্যর্থঃ। হস্তেতি বিশ্বয়ে; উদারমতয়স্তাসাং
দর্শনমাত্রাদেব ভক্তিং প্রাপ্য প্রাপ্তনির্মলমতয় ইত্যর্থঃ। অতএব তান্ন দারমতয়োহপি ভাষ্যাবুদ্ধিমন্তোহপি। সাদরদরপ্রণয়ং
অঙ্গাসঙ্কোচভক্তিসহিতং যথা স্তাস্তথোখায়াভ্যুখায় সর্দতো গুরু-বিপ্রায়-বেদাদিভ্যোহপি সমুল্লাসিতং সমুদ্ভাসিতম্।
প্রভাবহুলতাং প্রেমশোভা-বাহুল্যম্ ॥

৭১। শ্রীকৃষ্ণালোকনমেব কনকনকং দীপ্যমানসুবর্ণং তদেব নিধিস্তস্ত লাভেভায়মানমাগচ্ছন্তং মানসোল্লাসং ভক্তস্ত
ইতি তান্তথাভূতা অপি। সমুজ্জ্বিত-জীবনায়াঃ প্রতিনিরোধবশাৎ সন্ত্যক্তপ্রাণায়া বিলোকেন তাং দৃষ্টেত্যর্থঃ। ইহলোকে
অস্তাঃ সমানা তুল্যা সমানা মাননীয়্য কাচিল্লাস্তি। যতো নবগোপুরতো নবীনপুরদ্বারাং পুরতোহত্র এব তেন
শ্রীকৃষ্ণেন সহৈয়ং রিহরতি। কিন্তু অস্মাকমপি নিরোধমুল্লজ্য সাক্ষাত্তং দৃষ্টবতীনাগপাত্রত এব বয়ং তু বহুকালানন্তরমেব
তাং প্রাপ্যাম ইতি ভাবঃ। তেন কীদৃশেন? অনবগোচরীকুতেন নেদানীমপি মিলিতেন, কিন্তু প্রতিজন্মৈবেতি ভাবঃ ॥

মুক্তা সুন্দরীগণকে দেখে ধনপ্রাপ্তির মতো তৃপ্তিতে পরমানন্দে উদ্ভাসিত-উদারমতি ব্রাহ্মণগণ হায় হায়
অন্ধা-সঙ্কোচ-ভক্তির সহিত উঠে পড়ে পূর্ব থেকেও অমিক এবং গুরু-বিপ্রায়-বেদাদি থেকেও উজ্জল
সম্মান ধারণ করে ওঁদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ কিছু আশ্চর্য নয়। শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত জনের
সমালোকন-প্রভাব এরূপই প্রেমশোভা-বাহুল্যময়ই হয়ে থাকে।

কৃষ্ণদর্শনপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণীদের মুখে ত্যক্তদেহা ব্রাহ্মণীর প্রশংসা :

৭১। এই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপ দেদীপ্যমান কনকনিধির লাভে আগত মানসোল্লাসে
উজ্জল হয়েও শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শন জনিত বিরহশোক-কাতরতার সহিত সেই গৃহে আবদ্ধ হেতু সংত্যক্ত-প্রাণ
ব্রাহ্মণীদেহ দেখে বললেন—‘এ সংসারে এঁর সমান মাননীয়্য সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই।
যেহেতু নবপুরদ্বারের অগ্রবর্তী দেশে কেবল যে সম্প্রতিই তা নয় প্রতি জন্মেই সম্মিলিত কৃষ্ণের সহিত
আমাদেরও পূর্বে তদঙ্গসঙ্গ-সমুচিত মঙ্গল অঙ্গলাবণ্যসারে সমুজ্জল হয়ে বিহার করে। তাই বলছি
এ ধস্তা, নিশ্চয়ই ধস্তা’। এরূপ বলতে বলতে তাঁরা এক মুহূর্ত্ত অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়ে বিরাজমানা হলেন।

৭২। অথ শ্রীকৃষ্ণোহপি স্বভাবস্বভাবজ্ঞে দ্বিজসুতনুতনুত্যাগসমজ্ঞাসমজ্ঞানকোমলহৃদয়ো দয়োত্তর-
তরলতালতাপাশবদ্ধ ইব সর্বপ্রস্তুতপ্রস্তুত-ভোজনেহপ্যলভমানো রুচিমিতি তদনুকূলকূলরহিতরতি-
তরঙ্গিণীরঙ্গিণীমিচ্ছামুরীকৃত্য কৃত্যকোবিদো নিরাবিলবিলসদ্বিলাসিনীজন-সভাসভাক্রি়াতামেব তাং কারয়িত্বা
বিলসদ্রাগে দ্রাগেব নিজাঙ্গসঙ্গে সমুপযোগিনীং সংযোগিনীং সম্ভাষ্য ততঃ পরমেব পরমে বলদেবেন
সহ সহচরগণস্ত তদোদনভোজনমোদনে মোদনেতা ভবন্ স্বয়মপি বুভুজে সহজ-স্বরসং যদতিরসং
তদতিশয়ামুরাগরসবত্তয়া কৃষ্ণস্ত পরমাশ্বাস্তমাসীৎ ॥

৭৩। এবং সরসহাসপরিহাস-পরিতোষকলয়া সকলয়া সহ সহচরসভয়া সভয়া সর্বৈদক্ষি সন্ধি-
সমাপনানন্তরমনন্তরমণৌহুয়ায় পরাহুয়ায় পরামম্নং দিবসমালোক্য নৈচিকীনিচয়-সমভিহারবিহারবিশেষণ

৭২। স্বস্মিন্ যো ভাবস্তত্ত্ব স্বভাবং নিসর্গং সানাতীতি সঃ, দ্বিজসুতনোবিপ্রস্বাস্তনুত্যাগরূপা যা সমজ্ঞা কীৰ্ত্তিস্তাতাঃ
সমং সাধু যথা শ্রাস্তথা, যজ্ঞজ্ঞানং কাচিস্তত্ত্ব নিকৃদ্ধাপি ভবিষ্যত্যবশ্যমিত্যভ্যাহবশেন বা সার্বজ্ঞাশক্ত্যা বা সহসা
স্মুরণং তেন কোমলহৃদয়ঃ। সর্বৈঃ প্রাকর্ষণে স্তবং প্রস্তুতং যদভোজনং তদ্রূপীতি হেতোস্ততা অনুকূলকূলরহিতরতি-
কূলরহিতাঃ পরমেয়া যা রতিতরঙ্গিণী প্রেমনদী তস্তাং রঙ্গিণীং রঙ্গবতীং তেচ্ছামুরীকৃত্য : তৎসুচ বিলসন্ রাগো যজ্ঞ তাদৃশে
নিজাঙ্গসঙ্গে নিমিত্তে সম্যগুপযোগবতীং তাং সংযোগিনীং সম্ভাষ্য প্রাপ্তসংযোগাং নির্ধার্য, ততঃ পরমেব সুসুচিস্তঃ সারিত্তি
ভাবঃ। পরমে উত্তমে ওদনভোজনস্ত মোদনেহনুমোদনে জাতে সতি। মোদনেতা ভবন্ হর্ষগ্রাহী সন্। সহজস্বরসং
স্বভাবতঃ সুস্বাদু তদোদনমতিরসমতিরাগং যথা স্যাস্তথা আশাস্তমভূৎ। তাসাং যজ্ঞপত্নীনামতিশয়ামুরাগেণ রসবত্তয়া
রসবৈশিষ্ট্যেন; যথা, তাহতিরাগেণ রসিকতয়া কৃষ্ণস্তব ॥

৭৩। সহচরসভয়া সহ। কীদৃশা? সভয়া ভা কান্তিস্তৎসহিতয়া; সন্ধিঃ সহভোজনম্; অহুয়ায় শীঘ্রম্; পরঞ্চ

ভোজন লীলার পর উত্তরগোষ্ঠ পথে কৃষ্ণ :

৭২। অতঃপর তাঁর প্রতি ভক্তের যে ভাব তাঁর স্বভাবজ্ঞাতা, দ্বিজপত্নীর তনুত্যাগ-কীর্ত্তির
সহসা স্মুরণে কোমল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ দয়োত্তর চঞ্চলতা-লতাপাশে যেন বদ্ধ এইভাবে সর্বপ্রশংসিত সুসজ্জিত
ভোজনেও রুচি লাভ করলেন না। তখন কার্যকুশল কৃষ্ণ ঐ ব্রাহ্মণীর রুচি অনুসারিণী অপার প্রেম-
নদীতে রঙ্গবতী ইচ্ছা অঙ্গীকার করে নির্মল বিলাসকারিণী গোপীর সভায় তাঁকে কুশল প্রশ্ন আলিঙ্গনাদি
দ্বারা সম্বর্ধনা করিয়ে তৎপর অতি উজ্জ্বল অনুরাগবিশিষ্ট নিজ অঙ্গসঙ্গের নিমিত্ত দ্রুত সম্যক্ উপযুক্ত
তাঁকে প্রাপ্তসংযোগা নিক্রপণ করে পরম সুসুচিস্ত হয়ে গেলেন।

অতঃপর বলদেবের সহিত সমস্ত সহচরগণের ঐ উত্তম ভোজনে অনুমোদন হয়ে গেলে হর্ষগ্রাহী
হয়ে তিনি স্বয়ংও ভোজন করতে লাগলেন। স্বভাবতঃ সেই সুস্বাদু অন্ন যজ্ঞপত্নীদের অতিশয়
অনুরাগ-রসে সিক্ত হয়ে কৃষ্ণের পক্ষে পরমাশ্বাস্ত হল।

৭৩। কান্তিমন্ত সহচর সকলের সহিত সরস পরিহাস-পরিতোষের হাব-ভাবে রসিকতা ও
নিপুণতার সহিত ভোজন সমাপন করলেন অনন্তরমণ শ্রীকৃষ্ণ। অতঃপর গোগণ একত্রীকরণরূপ
বিহার-বিশেষে দিন শীঘ্রই অবসান হয়ে গিয়েছে দেখে মুরলীরবরূপ ছলাধারী সুধা যা উৎকর্ষপ্রাপ্তার্থ

মুরলীরবব্যাজয়া জয়ায় লঙ্কবসুধয়া সুধয়া খগমৃগমৃগয়াবাণ্ডরয়েব তরুণতিকাতিকাস্তদিগঙ্গনাঙ্গনানাবিকার-
মিবার্পয়ন্ নির্বাণয়ন্ নির্বাধমেব ব্রজবনিতানিতাস্তদ্বিবসকৃতসস্তাপং ব্রজপুরাভিমুখে ভবতি স্ম ॥

৭৪ । তথা হি— গোধূলীধূতকমলালকলসদলিকস্তিৰ্য্যগুণীষবন্ধ-

প্রোজ্জ্বলংকৈঙ্কিরাভস্তবকনবকলং বহিবর্হং দধানঃ ।

আবল্লংকুণ্ডলশ্রীদিনকরকিরণক্লাস্তকর্ণোংপলাহু-

নির্ঘং-কিঙ্কলেশচ্ছুরিতলঘুতরস্মিন্নগণ্ডাস্তলক্ষ্মীঃ ॥

৭৫ । কিঞ্চ, মন্দপ্রস্থানলীলামুহুমধুরগম্ভীৰ্মজ্জীরনাদ-

শ্রেণীসম্মতমান-শ্রুতিমুহুমুরলীশ্বাননিষাতকর্ণঃ ।

অগ্রে কৃতাগ্রজাতং সহচরনিকরং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ

প্রেমানন্দস্তনুমানিব নয়নবতাং স ব্রজং প্রাবিবেশ ॥

তদহচেতি পরাভুস্তৈশ্চ পরাভায় । সমভিহার একীকরণম্ । মুরলীরব এব ব্যাজচ্ছলং বস্তান্তয়া সুধয়া জয়ায়োংকর্ষ-
প্রাপ্যার্থং লঙ্ক-বসুধয়া পৃথিব্যামপাবতীর্ণয়েত্যর্থঃ । খগানাম্ মৃগাণাম্ মৃগয়াসম্বন্ধিতা বাণ্ডরয়া জালেনৈব তরুভিল্তিকান্তি-
শ্চাতিকাস্তা দিশ এবাঙ্গনান্তাসামঙ্গেষু নানাবিকারং মকরম্মুকুলাদি-বাজেনাশ্র-পুলকাদিকমিত্যর্থঃ ॥

৭৪ । তিৰ্য্যগুণীষবন্ধে প্রোজ্জ্বলতা চলতা কৈঙ্কিরাভস্তবকেনাশোকগুচ্ছেন নবা নবীনা কলা শিল্পবিশেষো যন্ত
তাদৃশং বহিবর্হং ময়ূরপুচ্ছং দিনকরশ্চ কিরণৈঃ ক্লাস্তশ্চ কর্ণোংপলশ্চান্তনির্ঘম্ভাস্তরতো নির্গচ্ছন্ যঃ কিঙ্কলস্ত লেশেন
ছুরিতঞ্চ তলঘুতরং যথা স্তান্তথা, স্মিন্নগ যদগণ্ডাস্তং তেনাপি লক্ষ্মীঃ শোভা যন্ত সঃ ॥

৭৫ । তাদৃশ-মজ্জীর-নাদ-শ্রেণী সহ সংবাগ্গমানাভিঃ সংবাদং কার্যমাণাভিঃ শ্রুতিভিঃ বড়্ জাতি-সম্বন্ধিনীভিমুহুঃ
কোমলো যো মুরলীশ্বানস্তত্র নিষাতো দোষাস্পৃষ্টগুণতারতম্যজ্ঞান-নিপূর্ণো কর্ণাবেব যন্ত সঃ । এতচ্চ পরমকলাবতীষু
স্বপ্রেয়সীষু চমৎকারাভিশাধানার্থম্ ॥

পৃথিবীতে খগমৃগমৃগীর ফাঁদস্বরূপে অবতীর্ণ তার দ্বারা তরুণতার শোভায় অতি মনোরম দিগাঙ্গনার
অঙ্গে নানাবিকার যেন প্রকাশ করতে করতে ব্রজবনিতাগণের দিবসকৃত অতিবিরহ-সস্তাপ স্বচ্ছন্দে
নির্বাণন করতে করতে ব্রজপুর অভিমুখে চললেন শ্রীকৃষ্ণ ।

৭৪, ৭৫ । তথা হি—

গোধূলী ধূসরিত কমণীয় অলকে শোভিত শিরদেশে তেরছা করে বাঁধা উক্ষীষবন্ধে, দোলায়মান-
নবকলায় রচিত অশোকগুচ্ছ আন্তরণে, ময়ূরপুচ্ছের শিরভূষণে, চঞ্চলকুণ্ডলশোভার রমণীয়তায়,
সূর্যকিরণক্লাস্ত কর্ণোংপলের অভ্যন্তর থেকে নির্গত পরাগলেশে ব্যাপ্ত অল্পঅল্প ঘর্মান্ত্র কপোলের
শোভায় রমণীয়, তথা মন্দমন্দ চলনলীলায় মুহুমধুর রণিত মঞ্জুমঞ্জীর-নাদপ্রবাহের সহিত এক-
তানতায় মিলিত শ্রুতিসম্বন্ধিনী মুহুমুরলীশ্বান-নিষাত কর্ণযুগলে মনোহর, চক্ষুস্মানগণের মূর্তিমান
প্রেমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বড়্ভাই বলরামকে অগ্রে সহচরগণকে পশ্চাতে-পার্শ্বে নিয়ে ব্রজে প্রবেশ
করলেন ।

৭৬। কিঞ্চ, ত্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবস্ত কথং সায়াক্ষ এবাশ্রতঃ
সন্ধস্তে তদনন্তরং বহুতরীকুর্বন্তি গোধূলয়ঃ।
সত্যং সত্যমিতিব তদদৃঢ়তরীকুর্বন্তি ধেনুশ্বনা-
স্তত্রৈবাবসরে মনো যুগদৃশাং মুক্ষাতি বেণুশ্বনঃ ॥

৭৭। এবমমুভূয়মানোৎকর্ষারসকলমহো সকলমহো বিদ্বান্না কুমুদতীব মুদ্রতীব বিহায় হায়ন-
সহস্রমিব ক্ষণমেকমভিমমুমানা মানাস্তুরানপেক্ষি-মহারাগা মমুখমালিমালিন্ত-সমাগমমাগময়ন্তং সময়-
মপেক্ষ প্রিয়গোকুলচন্দ্রসমালোকনাশয়া নাশয়ামাস হ্রীমুদ্রা মুদ্রামগীয়কভাগাভীরভীররাজী ॥

৭৮। রাজীববন্ধো সমভিপত্ত বারুণীভাবমরুণীভাবমপি লক্ষ্য নিপততি সতি অকৃতগগনাবতারান্
তারান্ তারাস্তুরাণীব হর্যাদ্জনগগনে স্য তাঃ সমুজ্জিহতে হ তেন বিগতেতিকর্তব্যাতাকাঃ পতাকাঃ

৭৬। তত্রৈবাবসরে মুক্ষাতি স্বলোচনেন্দ্রিয়মেব সন্তর্পয়িত্বং ব্যাঘ্রাণং তাসাং মনোরত্নং প্রতি স্বসাবধানতা-
মালঙ্কোতি ভাবঃ ॥

৭৭। মমুখমালিনি সূর্যে মালিন্তসমাগমম্। আগময়ন্তং প্রাপয়ন্তং সময়মপেক্ষাভীরভীররাজী কুমুদতীব প্রিয়ং
গোকুলং কিরণসমূহো যন্ত তথাভূতন্ত চন্দ্রস্তঃ পক্ষে, প্রিয়চ্চাসৌ গোকুলচন্দ্রঃ কৃষ্ণস্ত তন্ত সমাগালোকনাশয়া হ্রিয়ো
লঙ্কারা এব মুদ্রা মুদ্রণানি তা নাশয়ামাস। যতো মুদ্রাং সম্প্রত্যানন্দানাং রামগীয়কং ইতি সা। পূর্বং কথঙ্কতা ?
অহো আশ্চর্যম্, অমুভূয়মানোৎকর্ষারসস্ত কলা অংশা মাত্র তথাভূতং সকলমহঃ সর্বং দিনং ব্যাপ্য বিদ্বান্না মুদ্রতীনা-
মানন্দবতীনাং বস্তুমার্গং বিহায় ভ্যক্তা হৃৎখবতীনাং বস্তুপ্রিত্যোতি ভাবঃ। মানাস্তুরমজ্ঞানম্ ॥

৭৮। ততশ্চ রাজীবানাং পরমপবিত্রাণামপি বন্ধো সূর্যে বারুণ্যাং মদিরায়াং ভাবং প্রাপ্তিং পান্যভিপ্রায়ং বা ;
পক্ষে, বারুণ্যাং পশ্চিমায়াং দিশি ভাবং সন্তামভিপত্ত প্রাপ্য। ন কৃতো গগনেহবতারঃ প্রাকট্যং সূর্যাস্তমনির্ধারেণেব

উত্তরগোষ্ঠপথে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন :

৭৬। আরও, প্রথমতো গোপীগণের মধ্যে ত্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবের আলাপন সন্ধ্যা হলেই হতে
থাকে, তারপর গোধূলি ওকে বহুতরভাবে পল্লবিত করে তোলে, একটু পরে ধেনুগণের ‘সত্য সত্য’
ধ্বনির মতো প্রতীয়মান হাঙ্গারব ঐ আলাপকে করে তোলে অতি জমজমাট। আর সেই অবসরে
দর্শনোৎকর্ষা হেতু অসাবধান যুগলোচনাগণের মনোরত্ন বেণুধ্বনি নিয়ে যায় চুরি করে।

৭৭। এইরূপে দিনভোর অমুভূয়মান উৎকর্ষারসের ছটায় অহো কুমুদিনীর মতো বিদ্বান্না,
আনন্দবতীদের মার্গ ত্যাগ করে একটি ক্ষণ সহস্রবর্ষসম অভিমননকারিণী, ও অশ্রু জ্ঞান-নিরপেক্ষ মহামুদ্রাগে
যত্না গোপরমগীগণ সূর্যের মলিনতা-প্রাপক সন্ধ্যাকাল নিরীক্ষণ করে প্রিয় গোকুলচন্দ্রের সমালোকন
আশায় সম্প্রতি হর্ষবেগে লজ্জার ভাব বিদূরিত করে দিলেন।

৭৮। পরমপবিত্র হলেও গোপীগণ যেমন বন্ধু কৃষ্ণে ‘বারুণীভাবম্’ অর্থাৎ পান্যভিপ্রায়
পোষণ করেন তেমনই সূর্য যখন ‘বারুণীভাবম্’ অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থিতিপ্রাপ্ত হওয়াতঃ অরুণিত হয়ে

৭৯। স্থিরেণানুরাগেণ দত্তাশাসাশাসাত্তমানক্ষণদক্ষণদক্ষিণাবশাদতিসমুপচীযমানমানসাক্ষিপা-
বিশেষা ক্যচন নিজাভিমুখমুখকমলানিব তং যযান। মদালক্ষ্যময়বশাস্নেয়াতীতি যপ্রমোদগালিজনবদনমীক্ষিত
অ ॥

৮০। কাচন ধৃতিমুক্তা মুক্তালতাং করপুটপুটকয়ুগলেনাশ্রুত্যা কাতরতরতরলনয়নঃ সঙ্গীজনমাশ্রুত
নিগদতি অ,—‘হস্ত কুন্দদন্তি ! দন্তিবরমন্দগামী যাবদয়মপরাশ্রা বস্তায়া ভবনং নোপসরতি, তাবদিহা-
নীয়তাম, নীয়তাং মমেয়মেকাবলী, বলীয়াংশচ প্রণামোহয়ম্, যদি মে জীবিতমবিতমপি কর্তুমভিলষতি
ভবতী, তদা মা পরং বিলম্বতাম্, লম্বতাং তদ্রিতম্’ ইতি ॥

৮১। কাচন ‘হে সখি কিং করিষ্যসি গুরবো ববোপতাড়নেন, কিময়ি ব্রীড়াপীড়াপীয়াং সম্মতে,
চল তাবং লতাং বেষ্ঠয়ামো মনোরথকল্পতরুরূপসিমাং গিমজ্জরো বয়মানন্দাশ্বনির্গো নিধোতুসন্তাপাঃ,
সখি ! ব্রজ, ব্রজবাজগৃহমেব যামো-যাসোহয়ং শুভ এব জাতঃ।’

৮২। ইত্যেবমাদিকয়া দিশাদি-শাবল্যেন ভাবানামসম্বন্ধালাপকতাস্পরতাসুজ্ঞান-নিমিলকরণ-

৭৯। অতএব তাসু মধ্যে কাচন আশু শীঘ্রমাসাত্তমানায়াঃ ক্ষণদায়া বজন্তাঃ ক্ষণে উৎসবে যদদাক্ষিণ্যমামুক্যাম্,
তদশাং ॥

৮০। ধৃতিমুক্তা ধৈর্যরহিতা। আশ্রুতোতি সখ্যা মুক্তালতামুৎকোচতেন দাতুমিতি ভাবঃ। মে জীবিতং জীবন-
মপি। অবিতং রক্ষিতং কর্তুং যদিচ্ছতি। লম্বতাং হর্ষাপৃষ্ঠতোহবতরত ॥

৮১। চল গচ্ছ। গিমংক্ষবো ময়া ভবিতুমিচ্ছন্ত্যো যামো গচ্ছামঃ, কেনচিৎ ছলেনেতার্থবশাৎ। যামঃ প্রহরঃ ॥

৭৯। স্থায়ী অনুরাগের দ্বারা দত্ত আশাসা, ব্রজবীর উৎসবে প্রাপ্ত আমুক্য হেতু অতি
উচ্ছলিত মানসাক্ষিপা-বিশেষা, নিজ অভিমুখে যেন কক্ষের মুখ হস্ত রয়েছে একপা সন্তান
কোনও গোপী আমার ভবনে অবশ্য তিনি আসবেন এই ভেবে আনন্দের সহিত সঙ্গীজনের বদনপানে
চাইলেন।

৮০। কোনও ধৈর্যরহিতা গোপী উৎকোচরূপে মুক্তালতা ছুই হাতের অঞ্জলিতে ধরে অতি
কাতর চঞ্চল নয়নে সঙ্গীজনকে আহ্বান করে বললেন—‘হস্ত কুন্দদন্তি, করিশ্রেষ্ঠ-মন্দগামী কক্ষ যতক্ষণ-না
অপরের রসময় ভবনে চলে যান তার মধ্যে তাঁকে এখানে নিয়ে এস, আর আমার এই একাবলি হার
পারিতোষিক নিয়ে নেও—এই আমার শ্রদ্ধায় উচ্ছলিত প্রণাম গ্রহণ কর।’

৮১। কেউ বলল—‘হে সখি, গুরুজনেরা বাক্যবাণে পীড়িত করে কি করবে, লজ্জার নিপীড়ন
কেন শুধু শুধু সহ্য করছি। ততক্ষণ চল-না আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হতে ইচ্ছুক আমরা সকল সন্তাপ
ধুয়ে মুছে ফেলে মনোরথকল্পতরুরূপ ঐ তরুণকে লতার মতো জড়িয়ে ধরিগা। সখি, চল যাই
ব্রজবাজের গৃহেই চলে যাই—এ-প্রহরটি শুভই বটে।’

৮২। ইত্যাদি প্রকারের দিক্‌দর্শনানুসারে বিবিধ সকারীগ্রমুখ ভাবের উৎপত্তি ও সংস্পর্শের

বৃত্তিভ্যঃ কৃষ্ণৈকতানতয়া সমুৎকণ্ঠয়া কণ্ঠযাপিত-জীবিতানু তানু সদনুরাগরসোৎকট্যঃ কটাক্ষ-লক্ষ্মীনিষ্কিপন্ন-
ক্ষিপন্নমোদো মনসা রময়ন্নিব সারময়ন্নিব নিবহীভূতভূতলাবিদিতপ্রণয়ামৃতস্ত মৃতস্ত সঞ্জীবনো বনোদেশত
উপেয়িবান্। গাঢ়োৎকণ্ঠাভরকণ্ঠাভরণতাং প্রাপ্তমধিকমধিকমনীয়তমং মনোরথং সফলয়ন্নিব প্রত্যেক-
মুখসন্মুখ-সংবীক্ষণক্ষণলক্ষণক্ষণনিবৃত্তো বৃত্তোহমুচরগণেন কৃষ্ণোহপি নিজভবনমাসাদ ॥

৮৩। সা দয়িতাবলিরপি চেতসা চেতসাফল্যভূতা ভূতাতিশয়ানন্দং তস্ত সজ্জেনৈব গতা কেবলং
বিপুলপুলকায়েন কায়েন জগৃহে গৃহেইবস্থানম্ ॥

৮২। এবমাদিকয়া দিশা। ভাবানাং বিবিধ-স্কারিণামাদিক্ৰুপান্তিষ্ঠ শাবল্যং সম্মদচ্চ ; যথা ‘মদালয়ময়মবশ-
মেস্থতি’ ইত্যত্র স্বাভিমুখ্যাহেতু-পর্যায়ান্ধিত্যন্ত-বিতর্কোদয়ঃ, তথা চ ‘কিং করিস্বস্তি গুরবঃ’ ইতীষ্টলাভাদ্গবর্ণণ গুরু-
হেলনম্, ততশ্চ ‘কিময়ি ব্রীড়াপীড়া সহতে’ ইত্যুক্তোব সূচিতেন ‘হস্তকুলবধূয়হং সায়মুদভেব কথং বহির্গির্গচ্ছামি’ ইতি
বাক্যেন ব্রীড়য়া তস্ত সম্মদনং পুনঃ ‘চল ভাবন্নভাবদবেইয়াম’ ইত্যোৎসুক্যেন তস্তা অপি সম্মদ ইত্যেবং গর্বাদিভাবঃ
শাবল্যং তেনাসংবদ্ধো বিশিষ্ট-বৈদগ্ধ্যচাতুর্ধাদিশস্ত্র আলাপস্তত্র রতাস্ত্র সত্যম্। অতএব করণবৃত্তিভ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারেভ্য
উপরতাস্ত্র, যতঃ কৃষ্ণৈকতানতয়া যা সমুৎকণ্ঠা তয়া ; “একতানোহনন্তবৃত্তিঃ” ইত্যমরঃ। অনুরাগরসেনোৎকট্যঃ কটাক্ষ-
সম্পত্তীস্তাঃ স্নানিক্ষিপন্নবাক্কোঃ পন্নঃ প্রাপ্তঃ পরিবর্তেনৈব মোদো যেন সঃ, মনসা তাঃ প্রেয়সী রময়ন্নিব, ততশ্চ ভাবির্দক্ষি-
ণাশ্চেন কল্পিতমিব নিবহীভূতস্ত ভূতলেহবিদিতস্ত কাপ্যদৃষ্টশ্রুতস্ত প্রণয়ামৃতস্ত সারময়ন্নিব প্রাপ্ত বন্নিব, অতএব মৃতস্ত সঞ্জীবনঃ।
প্রত্যেকং মুখানাং সন্মুখ এব যং সমাগ্ বীক্ষণং তেন যং ক্ষণলক্ষণমুৎসব-চিহ্নং প্রফুল্লত্ব-পুলকিত্বাদি, তেনৈব ক্ষণং
বাণ্য নিবৃত্তো মনোরথং সফলয়ন্নিব। কীদংশম্ ? গাঢ়োৎকণ্ঠাভরণে কণ্ঠস্তৈবভরণতাং প্রাপ্তম্। ‘অন্ত সন্মিতানি
সকটাক্ষানি প্রেয়সীমুখানি কিমালোকিয়ে’ ইত্যাদি-মনোরথবাক্যস্ত মুহুরাবৃত্তা কণ্ঠস্থীকৃতত্বাৎ ॥

৮৩। চেতসা মনসা। কীদংশেন ? চেতস্ত জ্ঞানস্ত যং সাফলাং শ্রীকৃষ্ণমাগুর্ধৈকনিষ্ঠত্বং তদবিভর্তীতি তথা তেন ;
“চিভী সংজ্ঞানে” যজ্ঞস্তঃ ; তস্ত কৃষ্ণস্ত স্বসজ্জেনৈব ভূতঃ পৃষ্টচাসাবতিশয়ানন্দশ্চেতি তং গতা প্রাপ্তা কেবলং কায়েনৈব।
কীদংশেন ? বিপুলপুলকানামায়ো বৃত্তির্বিজ্ঞ তেন কল্পা ; জগৃহে গৃহীতম্ ॥

দ্বারা সন্মিলিত আলাপরতা, কৃষ্ণৈকতানতা হেতু নিখিল উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে নিবৃত্তিপ্রাপ্তা,
সমুৎকণ্ঠাগত প্রাণা গোপীগণের উপর মৃতসঞ্জীবনস্বরূপ কৃষ্ণ উচ্ছলিত অনুরাগ-রসোৎকট উৎকট
কটাক্ষসম্পত্তি নিক্ষেপ করতে করতে, এর পরিবর্তে নয়নে আনন্দ লাভ করতে করতে মনে মনে সেই
প্রেয়সীগণকে যেন রমণ করতে করতে, এবং দক্ষিণাস্বরূপে তাঁদের দ্বারা রচিত - পুঞ্জীভূত-ভূতলে
অবিদিত প্রণয়ামৃতের সার যেন প্রাপ্ত করতে করতে বন্দ্যাবনের নিকট এসে গেলেন। গোপীদের
প্রত্যেকের মুখের সামনের দিক নিরীক্ষণে যে প্রফুল্লতা-পুলকাদি উৎসবচিহ্ন চোখে পড়ল
তাঁর দ্বারা ক্ষণভোর শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে অমুচরগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ ‘ঐ হাসি হাসি-সকটাক্ষ প্রেয়সীর
মুখখানি আজ কি আর দেখতে পাবো’ গাঢ়োৎকণ্ঠাভরে বার বার এইরূপ আবৃত্তি দ্বারা যেন কণ্ঠস্থ
করতে করতে অধিক হতেও অধিক কমনীয়তম তাঁর মনোরথ যেন সফল করতে করতে নিজ ভবনে
প্রবেশ করলেন।

চতুর্দশঃ স্তবকঃ



১। অথ বিভাভায়াং বিভাবৰ্ঘ্যাং বিভাবৰ্ঘ্যাং সহচরমণ্ডলীমাদায়াহুগবীনো নবীনো নট ইব
ললিতাকল্পঃ কল্পদ্রুম ইবাহুগতসঙ্কল্পকল্পকঃ পূৰ্বপূৰ্বদিনবহ্ননবিনোদায় নোদায় খগ-য়ুগ-তরু-বীৰুধাং বিরহ-
হুঃখস্ত চ যদি স্য ব্রজতি ব্রজতিলকনন্দনঃ, তদা তদাপ্ততমসহচরঃ স তাবদেব ভূদেবভূরতিগীনাবটু-
বটুঃ কুসুমাসবো নাম যদৃচ্ছাচ্ছয়া মনোবৃত্তা সকলসৌভাগ্যলক্ষ্মীসম্পূটভেদনং পুটভেদনং তদ্-
গোকুলাখ্যং ভ্রমল্লেক এব দৈবতো বতোত্তম-স্ববিরামিরাভিরাভীরীভিরীক্ষিতঃ সাদরমহুতশ্চ কুতুকা-
ছপসসাদ ॥

চতুর্দশঃ স্তবকঃ

চতুর্দশে বটুর্ভেজে সার্বজ্যং জয়তীব্রজে। ব্রজেন্দ্রস্বহুঃ কান্তাভিস্তেনে তেন মধুংসবম্ ॥

ঐশ্ব-বৰ্ঘা-শরৎপূর্বহেমন্তা বর্ণিতাঃ ক্রমাৎ। তন্তুলীলাশ্চ শিশিরো নাপ্রসিদ্ধেবিস্তৃতঃ ॥

বৃন্দাবনে সদা সত্ত্বাং প্রাধাত্যাং কেলিবৰ্ধনাৎ। মধুসুংকর্ষয়ামাসে ভ্রমহানল্পবর্ণনৈঃ ॥

১। ললিতাকল্পঃ সমীচীনবেশঃ। ঋগাদান্যং বিরহহুঃখস্ত নোদায় দূরীকরণায়। ভূদেবভূবিপ্রতনয়ঃ; অতি
গীনাবটুঃ পুষ্টগ্রীবঃ সকলানাং সর্বেষামেব সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাঃ সম্পূটং ভিনন্তি স্বসৌভাগ্যপ্রিয়ং চূর্ণয়তীতি তৎ; যদা,
সকলমেব সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাঃ সম্পূটং ভিনন্তি উদঘাট্য প্রদর্শয়তীতি তৎ পুটভেদনং পতনম্। বত হর্ষে। উত্তমস্ববিরামিঃ
শ্রীকৃষ্ণপ্রায়সীনাং স্বাক্ষতিঃ ॥

চতুর্দশ স্তবক

বসন্তোৎসবঃ

বৃদ্ধা গোপী সভায় জ্যোতিষের ছদ্মবেশে বটুর

কুঞ্জদেবতা-পূজন উপদেশঃ

১। অস্তঃপর রাত্রি প্রভাত হলে অতি শোভোজ্জ্বল সহচরমণ্ডলী নিয়ে গোগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
অবীক্ষ্য নটের মতো সমীচীন বেশে কল্পদ্রুমের মতো অহুগত জনের সঙ্কল্প পূরণকারী ব্রজতিলকনন্দন
যদি পূর্ব পূর্ব দিনের মতো বনবিহারের জন্তু, এবং খগ-য়ুগ-তরু-লতার বিরহহুঃখ দূরীকরণের জন্তু
বনে চললেন, তখন সকল সহচরগণের মধ্যে আগুতম বিপ্রতনয় অতি পুষ্টগ্রীব কুসুমাসব নামক বটু
যদৃচ্ছাবশে সরল মনে সকল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্পূট উদঘাটন করে প্রদর্শনকারী গোকুল নামক
নগরে একা একা ভ্রমণ করতে করতে অহো দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রায়সীগণের স্বাক্ষরী অতিবৃদ্ধা অভিজাত
গোপীগণ কর্তৃক লক্ষিত ও সাদরে আহূত হয়ে তাঁদের নিকটে চলে গেলেন।

২। আসন্নঃ সন্নতিসন্নতিপরং তান্নিরথ নিজগদে—‘জগদেকললিতমেধমেধমানপ্রতিভ প্রতিভয়-
রহিতং ভবন্তু জানীমঃ কৃষ্ণশ্চ প্রিয়নর্মসহচরম্।’ তদেবং পৃচ্ছানো ভবতা কিমধীতং ধীতং সন্ধুগম্ ?’

৩। আহ স হসন্নেব,—‘ভো ভো ময়া মহাজ্যোতিষা জ্যোতিষাণ্যমাবেবাধীতৌ মীর্ডোরবকৃত্য
কিমন্তেন শাস্ত্রেণ ?’ তা নিজগচ্ছঃ,—‘জগচ্ছত্তম ! কো নয়োহনয়োঃ প্রতিপাত্তভূতঃ প্রভূতঃ প্রায়শ্চ
তস্ম্যভ্যম্ ॥’

৪। স উবাচ বাচমতিসরসাম্,—‘হংহো ব্রজপুরপুরস্বীপ্রধানাঃ ! প্রধানা বি জ্যোতিঃপ্রভাবাঃ
প্রভাবাহিনঃ। তথা হি—ইহ ভূমধ্যে ভূমধ্যোং ভ্রম্যভ্রভূতং ভূতং শুভাশুভবং ভবং কুশলাকুশলভাবি
ভাবি সর্বং জ্যোতিঃ পাঠেন জ্ঞায়তে। আগমগমকং তু দেবতারাদনতঃ কর্তৃমকর্তৃসমুথারকর্তৃং চ ক্ষমকৃত্বম্’
ইতি ॥

২। নিজগদে উক্তঃ। জগতি মধ্যে একা মুখ্যা ললিতা রম্যা মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিযশ্চ তথাভূতম্। অতএব
এধমানা বর্ধমানা প্রতিভা যশ্চ হে তথাভূত। ততশ্চ প্রতিভয়রহিতং নিঃসাদ্বসম্; ধিয়া বুদ্ধেস্তংসরূপং ভূষণভূতম্;
“তসি অলঙ্কারে” ॥

৩। মহাজ্যোতিষা অতিতেজস্বিনা; জ্যোতিষঞ্চ আগমশ্চ তৌ; “জ্যোতিষং জ্যোতিষকাপি” ইতি বিরূপ-
কোষাৎ। ধিয়ো বুদ্ধেস্তৌবরকৃত্য বৈরশ্চকারিণা ইব; “তুবরশ্চ কষায়োহস্ত্রী” ইত্যমরঃ; তুবরশ্চ ভারস্তৌবরম্। অনয়োঃ
শাস্ত্রয়োঃ; কো নয়ঃ কা নীতিঃ ॥

৪। তত্রাপি জ্যোতিষো জ্যোতিঃশাস্ত্রশ্চ প্রভাবাঃ প্রধানা মুখ্যাঃ। যত্বপি প্রধান-শব্দশ্চ “ক্লীবৈ প্রধানম্”
ইত্যমরদৃষ্ট্য আবিষ্টলিঙ্গত্বম্, তথাপি তট্টীকায়াং বোপালিতদৃষ্ট্য পুংস্বত্বাপি প্রতিপাদনাং “ক্ষরঃ প্রধানো রোগাণাম্”;
“প্রধানা হরিতা মুদ্রা” ইতি বৈজয়দর্শনাং, (৪র্থ-শ্লোঃ) “অং সর্বেষাং সম গুণনিধে বাক্ষরানাং প্রধানঃ” ইত্য্যকরসম্বন্ধে-

২। নিকটে এসে গেলে সেই বৃদ্ধা গোপীগণ অতিশয় সবিনয়ে বললেন—‘জগতের মধ্যে
মুখ্যা রম্যা ধারণাবতী বুদ্ধিতে দীপ্ত, অতএব হে প্রতিভোজ্জ্বল! নির্ভয় নর্মসহচর জ্ঞানীনাং আমরা
জানি। তাই জিজ্ঞাসা করছি বুদ্ধির ভূষণস্বরূপ কি শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করছেন ?’

৩। বটু হাসতে হাসতে বললেন—‘ভো ভো আমি অতিতেজস্বী জ্যোতিষ ও আগম শাস্ত্র
অধ্যয়ন করছি। বুদ্ধির বিরসকারী অশ্রু শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?’

বৃদ্ধাগণ বললেন—‘হে জগৎশ্রেষ্ঠ! এর প্রতিপাত্তভূত কোন্ নীতি অসামান্য—তা আমাদের
নিকট খুলে বলুন।’

৪। বটু অতি সরসভাবে বললেন—‘হংহো ব্রজপুরপুরস্বীপ্রধানাগণ! জ্যোতিষ শাস্ত্রের
প্রভাব শ্রেষ্ঠই হয়ে থাকে। এ প্রভায় উজ্জ্বলই বটে। এই পৃথিবীতে প্রচুরভাবে ধ্যানযোগ্য ভ্রাম্যন্দ
কন্তু যা অতীত হয়েছে, শুভাশুভ যা কিছু বর্তমান, কুশল-অকুশল যা কিছু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে
সব কিছু জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। আর দেবতা আরাধনের দ্বারা করা-না করা-অনুথা করার
ক্ষমতা অর্জন হল আগমের লক্ষণ।’

৫। তা উচিরেইচিরেণ,—‘ভো নির্মলং তে যামো, যামোইয়ং সমীচীন এব, তদত্র কিঞ্চিং পৃচ্ছামোহচ্ছামোদকানি মোদকানি তে দাতব্যানি, তদস্মাকমমুযোগো যো গোকুলে প্রষ্টব্যো ন ভবতি, স শুভবতি ভবতি প্রকাশ্যতে। তস্মোত্তরং দীয়তাম্, দীয়তাং চ নো মনঃসন্দেহো দেহো বিত্তা বা জ্ঞাপৃথিব্যোঃ কেন হি ন হিতায় পরেষাং ক্রিয়তে ॥’

৬। সহাসং স জগাদ,—‘গা দথ চেত্তত্রতরাস্তদাহস্তদারুণভাবোহরুণভাবোঃ খব্বহং সকলমেব বজ্জুগীশেহী শেরতে হি ময়ি সর্বজ্ঞতাদয়ঃ সর্ব এব প্রভাবা বিপ্রভাবাদবিরুদ্ধাঃ ॥’

৭। রেণুস্তাঃ,—‘রেণুস্তাবদিদং গবাদি, বসু বসুখায়াং কিমদেয়ং তে যদি নঃ সমীহিতং বজ্জু-মহসি ?’ স পুনরাহ,—‘ন রা হরণীয়ো মে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠাপনমেব মমোদ্দেশ্যম্, তৎ পৃচ্ছ্যতাং ভোঃ

দর্শনাচ্চ বাচ্যলিঙ্গমপি সাধিতম্। প্রভা কাস্তিত্বদ্বাহিনস্তদযুক্তা ইত্যর্থঃ। ইহ ভূমধ্যে জগতীত্যর্থঃ ভূম্মা বাহুল্যেন ধোয়ং ভাবনার্থং ভদ্রাভদ্ররূপং বস্তু; ভূতমতীতম্, এবং ভবং বর্তমানম্। কুশলাকুশলে ভবিতুং শীলমন্ত তৎ। ভাবি ভবিত্বং; আগমগমকমাগমলক্ষণম্ ॥

৮। যামঃ প্রহরন্তস্তস্মাৎ। অচ্ছানি নির্মলানি চ তানি আমোদকানি স্নখদানি চেতি তানি। তস্তস্মাদমুযোগঃ প্রশ্নঃ, ‘‘প্রমোহমুযোগঃ পৃচ্ছা চ’’ ইত্যমরঃ। প্রষ্টব্যঃ প্রষ্টুং শক্যো ন ভবতি, স্বগৃহচ্ছিত্র-প্রকাশ-শব্দয়ৈতি ভাবঃ। দীয়তাং খণ্ড্যতাম্। জ্ঞাপৃথিব্যোঃ স্বর্গমর্ত্যলোকয়োর্মধ্যে কেন বা জ্ঞেন পরেষাং হিতার্থং দেহো বিত্তা বা ন ক্রিয়তে? অপি তু ক্রিয়ত এব ॥

৯। ভদ্রতরা গা বহুধ্ববতীর্থেহুঃ; অস্তদারুণভাবস্তাক্রোধঃ; অরুণস্ত সূর্যস্ত ভা জ্যোতীর্ষি তাভিরেব বুধাতে লগ্নক্রমেণ ভদ্রাভদ্রং জ্ঞানাতীতি সঃ। তথা বজ্জুগীশে শক্লামি। কূতঃ? অগী সর্বজ্ঞতাদয়ঃ প্রভাবা ময়ি হি নিশ্চিতমেব শেরতে, গুপ্তা বর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥

১০। তা আভীর্ষঃ, রেণুর্জগৎ, রভসাহুচ্চৈরুচুরিতার্থঃ; ‘রণ ধ্বন শব্দে’। ইদং গবাদিকং বসু ধনম্, রেণুস্তাবং

১১। একথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধারা বলে উঠলেন—‘অহো আপনার বলিহারি যাই। সময়টাও এখন উপযুক্তই বটে, তাই এখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। নির্মল সুখদ লড্ডুক দিব দক্ষিণাস্বরূপে। আমাদের প্রশ্ন—নিজেদের সেই গৃহচ্ছিত্র যা গোকুলে জিজ্ঞাসা করাই চলে না, তা মঙ্গলময় আপনার নিকট প্রকাশ করে বলছি। এর উত্তর আপনি দিন। আমাদের মনের সন্দেহ খণ্ডন করুন। স্বর্গমর্তে এমন লোক কে আছে যে দেহ-বিত্তা পরের হিতের জন্ত নিয়োগ না করে।’

১২। হাসতে হাসতে বটু বললেন—‘বহু ছদ্মবতী গাভী যদি দক্ষিণা দেন তবে ত্যক্তবক্রভাব সূর্যজ্যোতিদ্বারা অর্থাৎ লগ্নক্রমে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবান্ আমি সব কিছু বলে দিতে পারি। ব্রাহ্মণ বলে সর্বজ্ঞতাদি সব কিছু প্রভাব অনুকূলভাবে আমাতে নিশ্চয়ই গুপ্তভাবে বিরাজমান।’

১৩। তাঁরা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন—‘এই গবাদি ধন তো ধূলিকণা সদৃশ, এ-জগতে এমন কি অদেয় বস্তু আছে যা আপনাকে দেওয়া না যেতে পারে যদি আমাদের বাঞ্ছিত মিমাংসা বলতে আপনি সক্ষম হন।’

পৃচ্ছ্যতাম্ ॥'

৮। নিজগৃহস্থাঃ,—নিজগৃহস্থাপজননং কিমপি অস্মাকং স্নানকটকব্রজপুরবসতীনাং সতীনাং ন কিমপি কটকতুল্যম্, কিঞ্চৈক এব মানসাময়ো ন সামযোগ্যঃ। যৎ খলু নো বধুরাজী রাজীবিনী-সমাপি মাপি কতমা নঃ সুখায় বভূব। যতোহমূর্বিবাহ-দিনাবধি বধিরা ইব ভর্তৃনামশ্রবণেইপি, অপি তদীয়বন্ধাবন্ধা এব, কিং পুনস্তেষামবলোকে, লোকে ক দৃষ্টমীদৃশং পতিবৈরস্তুম্, যদন্তাপ্যাসাং পতিষ্ণভিমানোইপি নো জাতো নো জাতোৎকটমেবমেব হুঃখম্। তদন্ত কঃ প্রতীকার ইতি বিচারয় চারয় নিজং যশো দিক্ষু বিদিক্ষু বিশেষণ' ইতি ॥

৯। এতদধিগত্য কৃত্রিমমোনী মমৌ নীরতয়া মনসি তন্নিদানমিব কুসুমাসবঃ। চিরং বিচার্যা-চার্য্যাকারং চাভিনীয় সবিষাদমিব দমিবদতিনিগৃহীতমনা মনাক্ শুক্লং বিহন্ত্য পুনরুবাচ বাচম্পতির্মেশাবী ধাবী কুতুকময়ে বস্মনি—‘অয়ি শুভংযুবরা যুবরাজকৃষ্ণস্ত গোচারোহয়মুদন্তো মুদন্তোচিতো মে ভবিষ্যতি।

রজঃমদংশমিত্যর্থঃ। দাতুং পুনঃ কিমশকাংমিতি ভাবঃ। রা ইতি ধনম্, ন হরণীয়ো ন মম গ্রাহঃ, কিন্তু প্রতিষ্ঠায়াঃ খ্যাতেরেব প্রতিষ্ঠাপনং লোকৈর্গবাদিদানস্ত তস্তা জ্ঞাপকমেব। অতএব প্রথমমহং গাঃ প্রার্থিতবানস্মীতি ভাবঃ ॥

৮। নিজগং নিজগতং হৃষ্টতাপজননম্। মানসাময়ো মনস্তাপো ন সামযোগ্যঃ, ন সাস্বনাঃ। মাপি কতমা, কতমপি ন। তদীয়বন্ধৌ স্বদেবরাদৌ অপি অন্ধা এব। নোহস্মাকং হুঃখমেবমেব। কীদৃশম্? জাতঞ্চ তদুৎকটক্ষেতি তৎ। যদৈব জাতম্, তদৈব বর্ধিতমিত্যর্থঃ। চারয় প্রচারিতং কুরু ॥

৯। কৃত্রিমং মোনং যন্তাস্তীতি সঃ। নীরতয়া নিতরাম্ ইরা সরস্বতী যন্ত তন্তয়া তন্নিদানং মমৌ প্রমিতবান্। ইবেতি সর্বত্র তা এব তথা প্রত্যাশয়তি, বস্তুতস্ত সর্বং কৃত্রিমমেবেতি সূচয়তি। দমিবং দাস্ত ইবাতিনিগৃহীতমনাঃ

বটু পুনরায় বললেন—‘ধন আমার গ্রহণের যোগ্য কিছু নয়, কিন্তু শুধু একটা খ্যাতি প্রচারের উদ্দেশ্যেই গাভী যাজ্ঞা করেছি। অতএব এবার বলুন তো, ভো আপনাদের কি জিজ্ঞাসা।

৮। বৃদ্ধাগণ বললেন—‘অকটক ব্রজপুরবাসিনী সতী আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনও কিছু হৃষ্টতাপের জন্ম হয় না, যা কটকতুল্য হতে পারে। কিন্তু একটাই মনস্তাপ আমাদের, যার কোনও সাস্বনা নাই। কারণ আমাদের বধূগণ কমলের মতো সুন্দর হয়েও একটুও সুখের হচ্ছে না। যেহেতু বিবাহ দিনাবধি স্বামীর নাম সম্বন্ধে যেন এরা বধির, তদীয় বন্ধুদের সম্বন্ধেও তথৈবচ, তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবার কথা আর কি। এ-জগতে ঈদৃশ পতিবৈরস্তু আর কোথায় দেখা যায়? যেহেতু অত্মপি এদের পতিতে অভিমানও জন্মাল না। এক্ষেপেই আমাদের হুঃখ জাত হয়েই উৎকট হয়ে উঠেছে। অতএব জিজ্ঞাসা করি এর প্রতিকার কি? এ বিষয়ে বিচার করে দেখুন—এর দ্বারা দেশে বিদেশে নিজের যশ অশেষ-বিশেষে প্রচার করুন।’

৯। বৃদ্ধাদের মনের ভাব বুঝে নিয়ে কুসুমাসব মৌনের ভাব অভিনয় করে সরস্বতীদ্বারা যেন গাঢ়ভাবে আবিষ্ট হয়ে পতি বিমুখতার মূল কারণ গণনাদ্বারা নির্দ্বারণ করতে লেগে গেলেন। বহুক্ষণ বিচার করে আচার্যের ভাব অভিনয় করে জিতেজিয়ের মতো স্থির চিত্ত হয়ে একটু শুকনো হাসি

তেনায়াং সঙ্গোপ্যো গোপ্যোহবশ্যমেব। বক্ষ্যামি সিদ্ধফলমেকং ফলমেকং সমানয়ত' ইতি তথানীতং
কলমাদায় ক্ষণং বিভাব্য বিভাব্য-সুদুর্দর্শঃ পুনর্নিজগাদ ॥

১০। 'ভো ভো আৰ্য্যা লৌকিকালৌকিকান্তোবাত্র দৃশ্যানি দৃশ্যন্তে, লৌকিকানি কানি চ লগ্না-
লগ্নানি যৈঃ কিল পতিবিপক্ষতাহক্ষতা ক্রিয়তে, অলৌকিকানি তাবদবধারণয়ত রয়ত এব। কাচিদত্র
প্রতিযোগিনী যোগিনী যোগি-মীরাজিত-পদারবিন্দা রবিং দারয়িতুমপি সমর্থী যোগমায়া মায়া-বিবাহং
কারয়িত্বা কোতুকবতী কো তু কবতীতরেষু তদভিজ্ঞতো বিবাহমিতি পুনরাসাং নরাসাম্প্রতং পতিবিদ্বেশং
চ জনয়ামাস ॥

দ্বিরচিস্রঃ। শুভংযুযু শুভবতীষু বরঃ শ্রেষ্ঠাঃ যুবরাজস্ত কৃষ্ণস্ত মৎপ্রিয়সখস্ত গোচরঃ সমগ্ৰমুদন্তো বৃত্তান্তো মে মম
মুদামানন্দানামস্তে নাশে উচিতো যোগ্যো ভবিষ্যতি। যা এব মাং মিথ্যাণরিবাদেন দুষয়ন্তি, তাশ্বেব বৃদ্ধাভীরীষু
মৎপ্রিয়সখো ভূত্বাপি সর্বজ্ঞতয়া সর্বং ভদ্রাভদ্রমুক্ৰবা হিতযুপদিশস্তীতি নয়ি কৃষ্ণো দুর্মনায়িত্বত ইতি। তেন হেতুনাংমুদন্তো
বৃত্তান্তঃ সঙ্গোপাঃ সঙ্গোপয়িতুমর্হঃ। হে গোপাঃ! সিদ্ধং ফলং পতিবৈমুখ্যরূপং যস্মাৎ তৎ কারণং বক্ষ্যামি। কীদৃশম্?
একং যুখ্যম্। বিভায়াঃ কাস্তেরব্যয়েন নায়্যভাবেন হেতুনা সুদুর্দর্শঃ ॥

১০। লৌকিকানি স্বভাববৈকল্যোণ সৌরূপ্য-কৌরূপাভ্যাকারোচকত্বানি লৌকিকানি লোকপ্রসিদ্ধানি তানি
লগ্নেষু জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্তেষু ন লগ্নানি, প্রত্যক্ষনিদানরূপাং কিং তদগণনয়েতি ভাবঃ। রয়তো বেগতঃ। প্রতিযোগিনী
যুগ্মপ্রতিকূলা যোগিনী। নদ্বৈবং চেৎ সা মাস্তিকৈরত্ৰৈভ্যঃ সকেলমেব বিনাশ্য।? তজ্জাহ—যোগিনী রাজিত্তেতি। ভবতু,

হেসে বাচস্পতিমেধাবী ষটু কোতুকময় পথে পা বাড়িয়ে পুনরায় বললেন—‘অয়ি পরমকল্যানময়ীগণ,
এই বৃত্তান্ত যুবরাজ কৃষ্ণের গোচরীভূত হলে আমার হর্ষ নাশের যোগ্য হবে—বন্ধু হয়ে নিন্দাকারিণীদের
সহায়কারী হচ্ছি বলে। তাই বলছি এ সব কথা অতি সাবধানে মনের ভিতরে অবশ্যই গোপন
করে রাখবেন। একটি ফল নিয়ে আসুন পতিবিমুখতার মুখ্য কারণ বলে দিচ্ছি।’ তার কথামুসারে
একটি ফল নিয়ে এলে ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করে অক্ষয় কান্তিমান্ বলে দুর্লভ-দর্শন কুমুদাসব
পুনরায় বললেন—

১০। ‘ভো ভো আৰ্যাগণ! লৌকিক-অলৌকিক ছ-রকম দোষ এখানে দেখা যাচ্ছে।
কুস্বভাব কুরূপাদি লৌকিক দোষ যা পতিবিমুখতা নিখুত করে দিচ্ছে তা লোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষমূলক
বলে আর জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্ত লগ্নের সহিত সংলগ্ন করবার কি প্রয়োজন? অলৌকিক যা কিছু
সেই সমস্ত আবেগের সহিত অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন। এখানে আপনাদের প্রতিকূল কোনও যোগিনী
আছেন যিনি যোগিগণের দ্বারা নিরাজিত চরণকমলা, সূর্যকে যেন বিদারিত করতে সমর্থী, যিনি
যোগবলে মায়া বিস্তার করেন সেই কোতুকবতী যোগমায়া আপনাদের পুত্রের সহিত গোপকন্তাদের
মায়া বিবাহ করিয়ে তাঁর মায়াবিজ্ঞাজালের দ্বারা পৃথিবীর অজ্ঞজনদের ভিতরে এটি বিবাহ এরূপ
প্রচার করিয়ে দিয়েছেন—আর এই হেতু তিনিই মানুষের ভিতরে এঁদের ব্যবহার অযোগ্যতা এবং
পতিবিদ্বেশ জন্মিয়ে দিয়েছেন।

১১। স্বভাবতঃ পুনরিমা ন মানবাঃ, তেনাশু তস্যা মহতীহ তীব্রতরা শ্রীতিরতএব মানবাহ-
মানবানাং সঙ্কতিরসাম্প্রাতং সাম্প্রাতং ক্রিতি স্বয়মেব মতিভেদং কারয়িত্বা রয়িত্বাচ তস্মা স্পর্শাদিকঞ্চ ন
কারয়তি রয়তিগ্না সা খলু যোগিনী। তদাশু ভবতীভিবধুতাহবধুতা দ্রিয়তাম্, কিন্তু নিকামমতা মমতা
তু কর্তব্য, তয়া তু বঃ ক্ষেমং বিধান্ততে ॥

১২। অপি চ যদি বঃ পুত্রাশাহিত্রাশাবিসারিণী ভবিতুমহতি, তদাসাং স্পর্শোহপি যথা ন ভবতি,
তথা কার্যম্, নহি কৃষ্ণভুজগাবলা বলাকৃষ্টাঃ সুখং জনয়ন্তি। অস্তি ভাগ্যং বঃ সূতানাং যদাসাং তেষাং
স্পর্শোহপি জাতঃ ॥’

১৩। অথ তাঃ সবিষাদরৈকল্যং বৈ কল্যং পুনরুচুঃ,—‘অগ্নি মূর্তপ্রমাণ মাণবক! ভবতঃ কৃপা
মানবকথা নেয়ম্, কিন্তু সর্বজ্ঞতৈবেয়ং তে। তয়া পরমজ্যোতিষা জ্যোতিষাধায়নপ্রভাবো দর্শিতঃ।

তথাপি ভবতাতিতেজস্বিনাহসৌ পরাভান্যেতি? তত্রাহ—কবিমপি দারয়িত্বং সমর্থী যোগেনোগায়েন মায়া যন্তাঃ সা।
কৌ তু পৃথিব্যাস্ত তদভিজ্ঞতন্তমায়াভিজ্ঞাদিতরেষজ্ঞজনেষু বিবাহং কবতি কীর্তয়তি সতি, পুনরিতি হেতোরেব, আসাং
নরেষসাম্প্রতমযোগাম্ ॥

১১। তস্মা যোগিতাঃ; স্মাসম্প্রতমযোগ্যম্। তস্মা মতিভেদস্য রয়িত্বাং তেজস্বিতাচ স্পর্শাদিকমপি পতীনাম্।
রয়েন বেগেন তিগ্না তীক্ষ্ণা দুর্বীরেত্যর্থঃ। বধুতা বধুভারঃ, অবধুতা খণ্ডিতা। নাপালেং তর্হ্যেতাভিরিত্তাদাসিত্বামিত্যাহ
—কিঙ্কিত। তয়া তু যোগিতা তু ক্ষেমং পুত্রারোগ্যধনাদিকম্, অতথা তু বিনাশয়িত্ব ইতি ভাবঃ ॥

১২। যদি বো যুগ্মকং পুত্রাণামাশা ধনাদিবাহু অত্র গোপকুলনগরে আশাবিসারিণী সর্বদিক্কাগ্রিতিসমুদ্রিমতীতি
শাবং, অতথা ত্রাশা ন ফলয়তীতি ভাবঃ। তেভ্যো যুগ্মংসুতভ্যঃ স্পর্শোহপি সম্প্রদানমপি এবিশাগনং বিতরণং
স্পর্শনং প্রতিপাদনম্” ইত্যমরঃ। আসাং দানাত্মকস্পর্শ এব ক্ষেমু ভাগ্যব্যাঞ্জকঃ। সংযোগাত্মক-স্পর্শস্ত কৃষ্ণভুজঙ্গীনাং
সাক্ষাত্মক এবোতি ভাবঃ। অতএব ভীত্যা শ্রীরাধাদিপ্রতিচ্ছায়াস্পর্শোহপি রাসাদিরাত্রিসু তৎপতিভিন্ন ক্রিয়তে
স্মেত্যবসেয়ম্ ॥

১১। পুনরায় বলবার কথা এই যে স্বভাবতঃই এঁরা মানুষ নয়। এঁদের উপর আবার এই
যোগিনীর মহতী তীব্রতরা শ্রীতি, অতএব মানব-অমানব কারোরই সহবাস এঁদের অযোগ্য। এই জন্য
ইদানীং যোগমায়া নিজেই মতিভেদের তেজস্বিতা জন্মিয়ে পতিদের স্পর্শাদি পরীক্ষণও করানেন না।
সেই যোগিনী তেজে চূঁবার। অতএব শীঘ্র তাঁদের প্রতি বধুভাব ছেড়ে দিন। এঁদের প্রতি প্রচুরভাবে
মমতা করা কিন্তু কর্তব্য হবে। এতে সেই যোগিনী আপনাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

১২। আরও, যদি আপনাদের পুত্রগণের ধনাদি বাহু অতি সমুদ্রিমতী দেখতে চান তবে
এঁদের স্পর্শও যাতে এঁদের না হয় সেইরূপ করবেন। কৃষ্ণভুজঙ্গরগণী বলাৎকারে আকর্ষিত হলে
সুখদায়ক হয় না—(এঁদের সংযোগাত্মক স্পর্শ সাক্ষাৎ মারক হয়ে থাকে)। আপনাদের পুত্রদের
ভাগ্য খুলে গিয়েছে, যেহেতু তাঁদের প্রতি মহালক্ষ্মীস্বরূপা এঁদের দানাত্মক দৃষ্টি পড়ে গিয়েছে।’

১৩। অতঃপর তাঁরা সবিষাদ ব্যাকুলতায়, কিন্তু নিশ্চিত শুভব্যঞ্জক ভাবে পুনরায় বললেন—

আগমাধ্যয়নস্ত চ মহীমহীয়াং প্রভাবো দর্শ্যতাম্, কস্তা দেবতয়া বতায়াসকুতেনারাধনেন ধনেন যোগিনীকৃত-বিলসিতং বিলসিতং ভবতি, তদপ্যুপাদিশ্যতাম্, দিশ্যতাং চ তদারাধনবিধিঃ' ইতি ॥

১৪। স উবাচ,—‘অন্ত্যুপায়ো নিরুপায়ো নিরবকরঃ কোহপি কোপিত্যন্ত্যুঃ কোপশমনায় দেবতাস্তরোপাসনাসনাথঃ।’ তা অথ সপ্রমোদং প্রমোদন্তমিব তং ব্যাহারং হারং মস্তা নিজগত্বনিজগ-
ত্বঃখহানিকৃতে কৃতেনাভিলাষণ—‘ব্রহ্মবটোহবটোস্তমোহসি গুণরত্নানাম্, রত্নানাং যথার্থভাবেন স্থাং পৃচ্ছামঃ। কাসৌ দেবতা, বতাস্তা বা কিং নাম নাম, কীদৃশী বা তদুপাসনা, সনানাভাবং কথয়িতু-
মর্হসি।’ স সহর্ষমবদৎ,—‘অবধত্ত ভো মহাভাগা মহাভাগাঃ,—অস্তি কিল কশ্চনাতিকালঃ কালকুমারো
নাম মারো নাম মূর্তিমানিহ বৃন্দাবনে কুঞ্জদেবতা, দেবতাবৃন্দমহনীয়া যোগিনী চ নীচসাদৃশ্যং যতো
ভজতে, সোপাসিতাহসিতাপাক্ষীনাং কামং নিকামং নির্বাহয়তি। সা চেৎ প্রসীদতি, সীদতি ন তদা

১৩। বৈ নিশ্চিতম্, কলাং নিরাময়ং যথা শ্রাস্তথোচুঃ। মহীমহীয়াং মহ্যং ভূতলে মহত্তমঃ। বত খেদে;
আয়াসো যত্নস্তেন কৃতেন; বিলসিতং চেষ্টিতম্; বিলে গর্তে সিতং বন্ধং ভবতি, বিলুপ্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥

১৪। প্রমোদন্তমিব প্রকৃষ্টা মা সম্প্রস্তুস্তা উদন্তং প্রাপ্তো বৃন্তান্তমিব। অবটোস্তমোহসি শ্রেষ্ঠগর্তোহসি; ‘গর্তা-
বটো ভূবি স্বত্রে’ ইত্যমরঃ। সনানাভাবং নানাভিপ্রায়সহিতং যথা শ্রাস্তথা কথয়িতুম্। মহান্ ভাগো ভাগাং যাসাং
তাঃ, অতএব মহতীম্। আভাং গচ্ছন্তীতি তাঃ; যদা, মহত্যা আভয়া গায়তি গানবদ্বক্তীতি মহাভাগাঃ, সোমপা-
শবৎ স ইত্যস্ত বিশেষণম্। অতিকালোহতিশ্রামলঃকালাতীতশ্চ, কালস্ত কুমারঃ,; পক্ষে, কালঃ শ্রামলশ্চাসৌ

‘হে মূর্তিমান্ প্রমাণস্বরূপ বটু! আপনার এ-কথা বালশুলভ কথা নয়, কিন্তু আপনার সর্বজ্ঞতা
গুণেরই পরিচয়। আপনি তো পরমজ্যোতিষ, জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভাব দেখিয়ে দিয়েছেন।
এবার আগম অধ্যয়নের মহত্তম প্রভাবও ভূতলে দেখিয়ে দিন। হায় হায় কোন্ দেবতার যত্নকৃত
আরাধন-ধনে যোগিনীকৃত-চেষ্টা গর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তা আমাদের উপদেশ করুন, তাঁর
আরাধন-বিধিও আমাদের দিন।’

১৪। মধুমঙ্গল বললেন—‘সেই কোপিনীর কোপ নিরসনের কোনও অক্ষয়-নির্মল-দেবতাস্তর
উপাসনাদ্বারা উজ্জলীকৃত উপায় আছে।’ অতঃপর তাঁরা আনন্দের সহিত প্রকৃষ্ট সম্পত্তিপ্রাপ্তির
মতো সেই কথা গলার হার মাননা করে নিজস্ব দুঃখহানির অভিলাষে বললেন—‘হে ব্রাহ্মণ বটু,
আপনি শ্রেষ্ঠ গুণরত্নরাজির শ্রেষ্ঠ খনিস্বরূপ! যথার্থভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—সেই দেবতা
কে? হায় হায় তাঁর ডাক নামই বা কি? তাঁর উপাসনাই বা কিরূপ তা বিস্তারিত ভাবে বলুন।’
বটু সহর্ষে বললেন—‘ভো মহাভাগা মহতী আভায় গানবৎ বক্তা! অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন—
অতি শ্রামল কালাতীত কালের কুমার (কৃষ্ণপক্ষে-শ্রামল যুবরাজ) কন্দর্প নামক কোনও এক
মূর্তিমান্ কুঞ্জদেবতা এই বৃন্দাবনে প্রকট ভাবে বিরাজমান্ রয়েছে। দেবতাবৃন্দ মোহিনীয়া ঐ
যোগিনীও তাঁর নিকট অবনতের মতো হয়ে থাকেন। এই দেবতার উপাসনাকারিণী কাজলকালনয়নী

জনঃ কোহপি, কোপিতাং বা যথোতি, তদা ন সপি নাকোহপি কোহপি রক্ষিতুংগীষ্টে ॥

১৫ । তথা হি— কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরতি ন কেনাপি সংলক্ষ্যতেহসৌ
ধ্যানাদাবির্ভবতি ভজতামেকভাবব্রতানাম্ ।
পূজা তস্মাঃ সময়নিয়মাপেক্ষিণী ছক্ষরৈকা
পুণ্যাশ্রানঃ পরমকৃতিনঃ কেবলং কুর্বতে তাম্ ॥

১৬ । ছক্ষরত্বং চাবধত্ত—

পরার্থ্যমগিভূষণোত্তমবিলেপচেলাদ্বিতৈঃ, স্বয়ং কুসুমসঞ্চয়াবচয়নায় গম্যাটবী ।
তদেকহৃদয়ৈরনাকলিতলোকলজ্জৈর্বৃথা, বচোরচনবর্জিতৈর্নিয়তমেব ভাব্যং জনৈঃ ॥

১৭ । এবং চ বধনবিমুখতয়াভিমুখতয়াভিলাষপুরস্ সরং সুসম্পাদিতে পূজোপচারে সদাচারে
সাধীয়সি—

কুঞ্জে কুঞ্জে তমথ মুদিতাঃ পুষ্পধূপপ্রদীপৈ-
নৈবেদ্যৈশ্চ প্রিয়সুরভিভিঃ পূজয়েয়ুস্তিসঙ্কাম্ ।
পূজোপাস্তে নবকিশলয়শ্রস্তর-শ্রস্তদেহা
বন্ধুত্রাতৈরপি সহ নিশাং জাগরেন ক্ষিপেযুঃ ॥

কুমারো যুবরাজশ্চেতি স তথা । নাম প্রাকান্তে, কামমভীষ্টং কন্দর্পঞ্চ, নিকামং যথেষ্টম্ । যদি ব কোপিতাং ক্রুদ্ধত্বমেতি
প্রাপ্নোতি, যদি কশ্মৈচিং কুপাতীত্যর্থঃ । সপি নাকোহপি পিনাকসহিতো রুদ্ধোহপি ॥

১৫ । সময়েষু বক্ষ্যমাণেষু নিয়মানেন বক্ষ্যমাণানপেক্ষিতুং শীল যশ্চাঃ সা । একা মুখ্যা ॥

১৬ । অটবী স্বয়মেব গম্যা গন্তব্যা, নাত্র প্রতিনিধিকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ । তত্র নিয়মানাহ—তদেকৈতি ॥

গোপীসুন্দরীদের মনোভীষ্ট এঁ যথেষ্ট নির্বাহ করে থাকেন । এই দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তবে
কোনও ব্যক্তিই মিয়িয়ে যায় না । যদি কুপিত হন তবে কেউ-ই এমন কি পিনাকপানি মহাদেবও
রক্ষা করতে পারেন না ।

১৫ । তথা হি—এ দেবতা কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করে বেড়ায় । কেউ-ই তাঁকে দেখতে পায় না ।
তিনি ভজনশীল একভাবব্রতীদের ধ্যানের দ্বারা আবির্ভূত হন । তাঁর পূজার সময় ও নিয়মের
অপেক্ষা আছে, যা ছক্ষর ও মুখ্যা । পুণ্যাশ্রা পরমকৃতিগণই কেবল তা করে থাকেন ।

১৬ । ছক্ষর কি তা ভাল করে শুনুন—যে জন সেই দেবতার পূজা করবে সে পরাক্রমূল্য
মগ্নিখচিত ভূষণে অলঙ্কৃত ও উত্তম বিলেপন দ্রব্যে - বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিবে, কুসুম চয়নের জন্ত স্বয়ং
বৃন্দাবনে যাবে, লোকলজ্জা তুচ্ছ করে দিবে, বাকুবিলাসিতা বর্জন করবে এবং তদেকচিত্ত হয়ে নিরস্তর
তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবে ।

১৭ । এইরূপভাবে বিদ্বশাঠ্যাহিত্য, ও তাঁতে উন্মুখতা বশতঃ অভিলাষ পুরঃসর সদাচারের

১৮। এবং প্রাতঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নপূজে ধর্মম্, সাধয়তি সর্বজনং সিদ্ধব্যবসায়ং সায়াংপূজা, নিখিলা-
ভিলাষক্ষণদা ক্ষণদাপূজা চেতি। বর্ণিতোহয়ং ত্রিকালপূজামহিমাঃমুমহি মানুষে লোকে লোকে নাতঃ
পরং ব্রতম্। অস্তাশ্চ দেবতায়াঃ সর্বাতিরেকা মন্ত্রাঃ কামস্ত্রাণকারিণো বহব এব সন্তি, তেষু
প্রধানতমোহষ্টাদশাক্ষরোহক্ষরোপমঃ কোহপ্যস্তি যদি বো ভো বোভোতি শ্রদ্ধাবিশেষস্তদা তমপি
বর্ণয়িষ্ঠ্যামঃ॥'

১৯। তাভিরভিব্যাহারি হারি বচঃ,—‘হে বালাচার্য্য ! বিনা মন্ত্ৰেণ কথমুপাসনা সনাথা ভবতু ?
তত্রভবতা ভবতা সোহম্ভ্যমুপদিশ্যতাম্, দিশ্যতাং প্রযাতু তে যশঃ। অস্মাভিরূপদেষ্টব্য এষ্টব্য এব
বধূভ্যঃ, ইতি ॥

১৭। বন্ধনবিমুক্ততয়া বিস্তার্য্য-রাহিত্যেনাভিমুখতয়া তৎসামুশ্রোয়ন। তৎ কালকুমারম্; অন্তরং শয্যা ॥

১৮। ধর্মং প্রাতঃ পূরয়তঃ, ‘প্রা পূর্তো’ প্রথমপুরুষবিবচনান্তঃ। সায়াংপূজা কর্ত্তা সাধয়তি কেরোতি। ক্ষণদা
উৎসবদায়িনী ক্ষণদাপূজা রাত্রিপূজা। ত্রিকালেতি প্রাতর্মধ্যাহ্নরোর্য্যধর্মপূরকত্বেন ফলসাম্যাদৈক্যমাভিপ্রেত্যোক্তম্,
ততশ্চ প্রাতঃরশক্তৌ মধ্যাহ্নে পূজা অবশ্যমেব কার্য্যেতি ভাবঃ। ফলানামুত্তরোত্তর প্রাধাত্যং সর্বাশক্তৌ রাত্রিপূজা
স্বাবশ্যকৈবেত্যপি জ্ঞোতিতম্। মানুষে জ্ঞোকেহতঃপরং ব্রতং ন লোকে, ন পশ্চামি; ‘লোক দর্শনে’ উত্তমপুরুষৈক-
বচনান্তঃ। কীদৃশম্? অমুমহি অমুগতা ভবতি মহী যস্মাৎ তস্মহীপদেয় তত্রহাঃ সর্বজনাঃ লক্ষিতাঃ। কামং যথেষ্টম্।
অক্ষরোপমো ব্রহ্মোপমঃ, বো যুয়াকম্। ভো ইতি সম্বোধনে; বোভোতি অতিশয়েন ভবতি ॥

১৯। অভিব্যাহারি স্পষ্টমুক্তম্। স মন্ত্রো দিশ্যতাং প্রযাত, সর্বদিক্‌বর্ত্তিৎ প্রাপ্নোতু, দিক্‌ ভবং বিজ্ঞানং দিশ্য
তত্ ভাবো দিশ্যতা তাম্, এষ মন্ত্রঃ কথন্তুতঃ সন্ এষ্টব্যঃ? ইচ্ছাবিষয়ীকরিত্তমাণঃ সন্, অর্থাস্তাভির্ধূতিরেষ ॥

সহিত পূজোপচার স্তম্পাদিত হয়ে গেলে—সেই জন প্রিয়পুশ-ধূপ-প্রদীপ-নৈবেদ্য-গন্ধদ্বারা কুঞ্জে কুঞ্জে
সেই কালকুমারকে ত্রিসন্ধ্যা প্রসন্ন মনে পূজা করবে। পূজাশেষে নবকিশলয় শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে
বন্ধুগণের সঙ্গে নিশা জাগরণে কাটাবে।

১৮। এইরূপে সম্পাদিত প্রাতর্মধ্যাহ্নপূজা ধর্মপূরয়িতা, সায়াংপূজা সর্বজনের সিদ্ধমনোরথ-
কারিকা, আর রাত্রিপূজা নিখিলাভিলাষোৎসবদায়িনী। বর্ণিত এই ত্রিকালপূজা জগতের সকল
লোককে অমুগত করে দেয়। মানুষ্যলোকে এর থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রত আর কিছু দেখি না। এই দেবতার
যথেষ্টভাবে ত্রাণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বহুই আছে। তার মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠতম
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অক্ষরতুল্য। ভো যদি আপনাদের শ্রদ্ধাবিশেষ অতিশয়রূপে হয় তা হ’লে তাও
বর্ণনা করবো।’

১৯। তখন ব্রহ্মাগণ স্পষ্টরূপে মনোহারী কথা কিছু বললেন—‘হে বালাচার্য্য, বিনা মন্ত্রে
উপাসনা কি করে হতে পারে? পরমপূজনীয় আপনি সেই মন্ত্র আমাদিকে উপদেশ করুন। আপনার
যশ দিকে দিকে ছরিয়ে পড়ুক। অভিলষণীয় এই মন্ত্র বধুগণকে আমরা উপদেশ করবো।’

২০। 'বাচং তং সাম্প্রতং সাম্প্রতং প্রীয়তাং সৈব ভগবতী কাচন দেবতা' ইতি মঙ্গলমঙ্গলং কৃষা
স চ সচমৎকারমুপদিদেশ দেশকালোচিতং তমেব মঙ্গরাজম্ ॥

২১। যথা 'অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসায়নে স্বাহা' ইত্যুপলিখ্য পুনরায়,—'এবমস্তাঃ সরস্বতী
রহস্তজ্ঞা কথিতমুপাসনাকাণ্ডং প্রকাণ্ডং প্রথমমনেনসানেন সাধুসমারাধিতয়া তয়া দেবতয়া প্রতিকূলা
কূলান্নাবিনী সরিদিব সা হরয়া হরয়া ভবিস্ত্যতি যোগিনীতি প্রকটিতমঙ্গলমঙ্গলভ্যাসমর্থ্যাদায্যা
দাক্ষিণ্যং চ ॥'

২০। বাচমিত্যভ্যুপগমে, তত্ত্বাং সাম্প্রতং যুক্তমেব সাম্প্রতমিদানীম্। মঙ্গলং স্বস্তিবাচনাদিকমঙ্গলমঙ্গলসমেতং
কৃত্বা সাক্ষমেব মঙ্গলমার্চ্যেত্যর্থঃ। স চ কুন্তমাসবঃ ॥

২১। রহসি বিবিজ্ঞে স্থানে অনেনোপাসনাকাণ্ডেন সাধু যথা শ্রাৱণা সমারাধিতয়া তয়া কুঞ্জের্ষা দেবতয়া
হেতুনা সা যোগিনী তু অরয়া বেগরহিতা ভবিস্ত্যতি, হরয়া শৈল্যোণৈব। কা ইব? কূলান্নাবিনী সরিদিব, কাং জ্ঞেন
নিঃসারয়িতুং তু সা হৃৎশর্কবেত্তি ভাবঃ। বেগরাহিত্যে চ নস্তা ইব স্থিতয়াপি তয়া ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমিতি তদভয়মপি
নিঃশেষেণ ন নিবর্তিতমিতি সর্বকালমেব তায়াং স্বস্থবধূজনবনপ্রস্থাপনার্থং গৃঢ়চাতুর্ঘমস্ত। নদীদৃষ্টান্তেন চ মদুজ্ঞে-
তৎপ্রতিকারাকরণে তু প্রতিদিনমেব বর্ষমানবেগা সা যুগ্মকূলমেব সর্বযুগ্মলয়িত্বাতি ভয়মুৎপাদ্য তাদৃশপূজনায়ামপি
তাঃ শীঘ্রং প্রবর্তিতা। আগমধ্যস্ত গণনাশাস্ত্রস্ত চোপসনাশাস্ত্রস্ত চাভ্যাসমর্থ্যাদা প্রকটিতা। হে স্বাহা দাক্ষিণ্যং চ
যুম্নাস্ব স্বাহুকূলাং চ প্রকটিতমিতি।

অর্থতৎপ্রকরণশ্চেদং তত্ত্বম্—যজ্ঞপি শ্রীরাধাদীনাম্ বনান্তিসরণাদৌ তত্তৎপ্রতিচ্ছায়া-নির্মাণেন তত্তৎপতি-দৃশ্যাদি-
সমাধানং যোগমায়ৈব অশ্বকমেবাস্তি, তথাপি তায়াং স্বগুরুজনসম্বাধানাভাবভাবনায়াং সত্যং কুর্জাদিবিহারস্বচ্ছন্দ্যং
ন সম্ভবেৎ; ন চ ত্যৈব তায়াং তদানীং সা ভাবনা নোৎপাদয়িতব্যোতি বাচ্যম্,—তাসাং ক্ষেপূপরকীয়াতদুত্তৌ
বর্তমানায়াং তদ্বাবনাহুদয়াসম্ভবাৎ। ন চ তদ্বাদৃষ্টরিপি তদানীং ত্যৈব লোপোতি বাচ্যম্,—তস্যা উচ্ছলনীলমণাবুজ্যুজ্য
স্বসোজ্জেকাবহুদেন লোপানহাৎ। ততশ্চ কদাচিমুপানোজ্জেকাদিতত্তুভী রাতিন্দ্রিমমেব বিলাস-বৃক্ষা গোষ্ঠ-গমনে
বিস্মারিতে সতি কদাচিচ্চ মুরলীনাদোম্মাদিতানাং তায়াং বনগমনে কৃষ্ণান্ন-সঙ্গ-হেতুকাভিসারতেন গুরুভিত্তিকিতে

২০। 'আপনাদের কথা সমীচীনই বটে, অতএব ইদানীং সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কোনও অনির্বচনীয়
দেবতা প্রসন্ন হউন।' এই বলে নিজের অঙ্গে অঙ্গসমন্বিত স্বস্তিবাচনাদি মঙ্গল আচরণ করে বটু
সচমৎকার দেশকালোচিত সেই মঙ্গরাজ উপদেশ করে দিলেন।

২১। যথা 'অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসায়নে স্বাহা' এই মন্ত্র উপদেশ করে পুনরায়
বললেন—'এইরূপে উপদিষ্ট হ'ল নিকুঞ্জদেবতার প্রকাণ্ড বিখ্যাত শোভাবিশিষ্ট উপাসনাকাণ্ড।
এর দ্বারা নির্জন স্থানে স্তম্ভভাবে আরাধিত সেই দেবতার প্রভাবে প্রতিকূলা কূলান্নাবিনী নদীর মতো
সেই যোগমায়াদেবী শীঘ্র বেগরহিতা হয়ে যাবেন। এই তো জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আগমশাস্ত্র
এ-দুয়েরই অভ্যাস-নিয়ম বলে দিলাম। এতে আপনাদের প্রতি আমার নিজ আহুকূল্যও
প্রকাশিত হল।

২২ । ইতি নিগজ্ঞানবজ্জা নবমুখায়মানা গিরো ঝটিতি নিজ্জাস্তে কুতুকপটৌ কপটৌজ্জল্যকৃতি
বটৌ তাঃ কিল তস্ম বাচো বাচোযুক্তিপটুতাজ্জুষো জুষোপপন্নাঃ কুত্বা সমুপগৃহ গৃহকৃত্যভিমুখাঃ ক্ষণ-
মবস্থায় ভবনমধ্যমধ্যবস্থায় চ স্ব-স্ব-বধুঃ স্ববধৃতমাংসর্ঘ্যমাহুয় হুয়মানদহনশিখা ইব জ্বলন্তীরথ সমুপ-
দিশস্তি স্ম ॥

২৩ । ‘অয়ি জন্তো জন্তোত্তমা ভবত্যো গুণশীলোদার্যদার্যমাণসুরসুরমণীগর্বতয়া ধন্তা এব । কিন্তু
দুষণমপীদং মহীয়ো মহীযোগে যন্ন দৃশ্যতে কুত্রাপি, যৎ খলু ভর্তৃবৈমুখ্যং মুখ্যং নারীনাং নারীগাং
চৈতন্তবতু কদাপি তদেতদদুষণোপশমনায়াসন্নশমনায়াসন্ন কথমুপায়ং চিস্তয়থ ? জ্ঞায়তাম্—

সৌভাগ্যপ্রতিবন্ধরন্ধনকুতে ভর্তৃমুদে ভর্তরি

শ্রদ্ধাপ্রীতি-বিবুদ্ধয়ে গুরুজনস্তানন্দ-সম্পত্তয়ে ।

শ্রীবন্দাবনমধ্যমধ্যমুপমা কুঞ্জেরচরী দেবতা

কাপ্যাস্তেইখিলকামদা মুহুরিয়ং যুস্মাভিরারাধ্যতাম্ ॥’

সতি চ যোগমায়ায়াস্তত্ত্বংপ্রতিচ্ছায়াভিত্ত্বংসমাধানমাবশ্যকমেব, উপায়ান্তরাসম্ভবাদিত ॥

২২ । জুষা প্রীত্যাপপন্না উপযুক্তাঃ কুত্বা । গৃহকৃত্যং গৃহসম্বন্ধি কর্ম, শ্রষ্টৃ অবধৃতং খণ্ডিতং মাংসর্ঘ্যং যজ্ঞ তদ্যথা
ভাস্তথা আহুয় । হুয়মানস্ত পাত্যমানম্বতধারস্ত দহনস্ত । ততশ্চ তস্ত দক্ষিণাংন বহু-গো হিরণ্যাস্বর-ভক্ষাদীনি তাঃ
প্রেময়ামাহুরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

২৩ । অয়ি জন্তঃ! হে বন্ধঃ! “সমাঃ সুযাজনীবন্ধঃ” ইত্যমরঃ । জন্তা জন্মনা উত্তমা এব যুয়ম্, সদভিজাতা
ইত্যর্থঃ । ইতি স্বনিয়োগগ্রহণে শ্রদ্ধামুৎপাদয়ন্তি । দুষণমপীদং দৃশ্যতে । কিং তৎ ? যন্নারীগাং ভর্তৃবৈমুখ্যং তন্মুখ্যমেব
দুষণম্, ন ত্বন্নমিত্যর্থঃ । এতন্ন অরীগাং শত্রুণামপ্যস্ত, তেষুদৃশ্যদোষাংশংসান যুক্তা কর্তৃমিতি ভাবঃ । তত্তস্মাদেতদ-
দুষণোপশমনায়াপায়ং কথং ন চিস্তয়থ ? কৌদৃশম্ ? আসন্নমেব শং স্মৃথং যতন্তম্ । অনায়াসমায়াসরহিতম্ ।

শ্বাশুড়ীদের বধুগণকে কুঞ্জদেবতা পূজনোপদেশ :

২২ । এইরূপে অনবজ্ঞ নবমুখামাখা কথা বলে কোতুকপটু কপটৌজ্জল-চেষ্টাষিত ব্রহ্মচারী
ঝটিতি বের হয়ে গেলে বৃদ্ধাগণ তাঁর বাক্যপ্রয়োগপটুতাসেবী কথা প্রীতির সহিত সাদরে গ্রহণ করে
গৃহসম্বন্ধি কর্মের দিকে গিয়ে ক্ষণকাল অবস্থান করত গৃহের অন্তরমহলে স্থির হয়ে বসে নিজ নিজ
বধুদিকে মাংসর্ঘ্য ছেঁরে দিয়ে ডেকে নিয়ে এসে ঘৃতাছতিতে জ্বলন্ত শিখার মতো দীপ্ত তাঁদের বিশেষভাবে
উপদেশ দিতে লাগলেন—

২৩ । ‘অয়ি বোমা, কুলিন-ঘরের অতি উত্তম মেয়ে তোমরা, গুণশীলোদারতায় সুন্দরী
দেবরমণীগণের গর্বধ্বংসকারিণী বলে তোমরা ধন্তাই বটে । কিন্তু দোষও এক মহান দেখা যাচ্ছে
তোমাদের মধ্যে, যা ভূতলবাসিনী রমণীদের মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় না । নারীদের যে পতি বিমুখতা
তা অবশ্যই এক মুখ্য দোষ, অল্প কিছু নয় । এ শত্রুদেরও যেন কখনও না হয় । তাই বলছি এ-কারণে

২৪। বহুস্ততো ধ্বস্ততোষা ইব সাক্ষকসাম্মগতং বিতর্কয়ামাসুঃ,—‘এতা নঃ কিমু পরীক্ষন্তে, কিমু পরীক্ষন্তে বা কমপ্যর্থম্, তদধুনা ধুনানা ইব হৃদয়ং কিমপি তুষ্ণীমেব তিষ্ঠাসো যাবদদরামুরামূলমেব কথয়ন্তি ॥’

২৫। ইতি তামু স্থিতামু স্থিতিরতয়া পুনরপি হিতা নরপিহিতাপহিতাপদেশা দেশাচারলক্ষং তদেব ব্রতমামূলতঃ কথয়ামাসুঃ ॥

২৬। আকর্ণ্য কর্ণ্যমিব তং কমপি রসায়নং প্রয়োগমিব কুসুমাসবস্ত কৃতিরন্তেয়মহো মহোৎসব-করী নঃ সমপাদীতি মনসি ক্রণং বিভাব্য বিভাব্যতিবজ্রসরসবদনা রসবদনায়াসং তাঃ কিমপি নিজ্জগছুঃ,—

সৌভাগ্যেত্যাদি ফলং কুসুমাসবেনাহুক্তমপি স্বমতাহুসারেণৈব তাসাং কচ্যৎপাদনার্থমুক্তম্। যোগিনীকৃতোপদ্রব-শাস্তিস্ত তাসাং ভীক্ণুমালক্যা তস্তা অপি ভয়েন একটং নোদ্বাটিতা। অত্র বাস্তবার্থস্ত ভক্তুঃ কৃক্ণুশাশ্রুজ্ঞানস্তাহুভি লোকস্ত ॥

২৪। ধ্বস্ততোষা ইতি কুঞ্জের্ষী দেবতায়ান্তাভিরকস্মাৎ প্রস্তাবাৎ কৃক্ণুসঙ্গ-বিলাসব্যক্তিসম্ভাবনয়া। কিংবা অস্মাকমুপরি কমপ্যর্থং কিঞ্চিদন্তপ্রয়োজনং বা ঈক্ষ্যন্তে, পর্যালোচয়ন্তি, যাবদমুঃ অদর সর্বমেব ॥

২৫। তামু বধুশু হিতা হিতরূপাঃ, অতএব নরেশু পিহিতমাচ্ছাদিতম্, অপহিতং যোগিনীকৃতবৈশুণ্যমপদেশেন ছিলেন যাভিষ্ঠাঃ, তটস্থজ্ঞানৈঃ পৃষ্টান্তা ধনাদিকামনয়া দেবপূজাবন্ধুঃ কারয়ামহে ইতি ক্রবন্তি স্মেতার্থঃ। দেশাচারলক্ষ-মিতি বধুভিরেব তজ্জ্ঞানোপাদানন্ত প্রল্লশক্যা কুসুমাসবেন স্বসঙ্গোপনার্থমুক্তত্বাৎ ॥

২৬। বিভায়াঃ কান্ত্বৈর্যতিষঙ্গে পরস্পরমেলনে সসবদনাঃ, তাসাং মধ্যে একস্তাঃ স্বাভিপ্রায়ানুরূপতো দীপ্ত্যা

এই দোষ উপশমের ঝটিতি সুখদায়ী আয়াস রহিত উপায় কেন-না চিন্তা করছ? শোন, সৌভাগ্য-অন্তরায় দূরীকরণ, পতির আনন্দ পোষণ, পতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতি বর্ধন, ও গুরুজনের আনন্দ-সম্পত্তি সম্পাদনার্থে এই বৃন্দাবনমধ্যে যে অখিলকামদায়ী কুঞ্জচরী দেবতা আছে তাঁর আরাধনা ভোগাদের যুহুযুহু করাই উচিত।

২৪। এ কথা শুনে বধুগণ অপ্রসন্নের ভাবে শঙ্কার সহিত আত্মগত ভাবে মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—এরা কি আমাদের পরীক্ষা করছেন, কিম্বা কোনও বিষয়ে আমাদের উপর নজরদারী করছেন? তাই অধুনা দোহুল্যমানের মতো হৃদয়ে চুপচাপ বসে থাকি যতক্ষণ-না এরা সব কিছু আগাগোড়া বলে দেয়।

২৫। এইরূপে তাঁরা চুপচাপ বসে থাকলে ইষ্টসামিকারূপা বৃদ্ধাগণ লোকের নিকট থেকে যোগিনীকৃত দোষের ব্যাপারটা কোনও ছলে গোপন রেখে (অর্থাৎ তটস্থ জনের দ্বারা জিজ্ঞাসিতা হয়ে তাঁরা বললেন, ধনাদি কামনায় দেবপূজা করাচ্ছি) দেশাচার প্রাপ্ত সেই ব্রত আমূল বলে দিলেন।

২৬। কোনও অপূর্ব রসায়ন প্রয়োগের মতো সেই কর্ণরসায়ণ তুল্য কথা শুনে ‘কুসুমাসবের এই কার্য অহো আমাদের কতই-না মহোৎসবকরী হল’ মনে মনে কিছুকাল এরূপ চিন্তা করে পরস্পর

‘আর্য্যো ! কা নাম নাথ্যো নাথ্যো দিতমধ্বানামধ্বানমমুসরন্তি, তদমুষ্ঠীয়তাং তীব্রতরং ব্রতরং হোহমুষ্ঠায়
বপুং-কার্ষ্যং বিদধামো ধামোদরে কিং বৃথা সময়ং নষ্টামঃ, ন যামোহপি নঃ সার্থকো য়াতি প্রিয়সৌভগায়
গায়মানা প্রযত্নং কা ন ভবতি ॥’

২৭ । এবং বধুজনে নাকীকৃতে গুরুজনবচনবন্দাবনে বন্দাবনে কুসুমাবচনমায় নাসীদ্যদি বিপ্রতি-
পন্নতা প্রতিপন্নতারল্যা, তদা অনুবাসরমেব রমেব নানাবিগ্রহগ্রহণতৎপর। পল্লবানন্দেন সা বধুততি-
রবধুত-তিরস্কারা গুরুপুংস্কারা গুরুপুংসো বহির্ভূয় ভূয়সা পরিজনেন সহ সহগামা মনোরথবেগং
রথবেগং চ জিজ্ঞাস্তব্বরেণ সত্ত্বরেণ মনসা বন্দাবনমধ্যমধ্যবস্থায় কুসুমাত্মবচিষতী হতীবকৌতুকেন
কৌ তু কেনচিৎকেষবনবনবিহারিণো হারিণো ভগবতঃ কৃষ্ণস্তাবলোকনকনকামা কামাহ্লাদধুরাং
নাসিসাদি ॥

বদনসারস্তেনাত্মা অপি তথৈব বদনসারস্তং জ্ঞাতমিতিার্থঃ । কিমপি রসবৎ রসযুক্তবচো নিজগতঃ । কা নাথ্যো বধব
আর্য্যভিঃ স্বত্বভিক্রমিতং কথিতমধ্বানং মার্মমধ্বানং নিঃশব্দং যথা স্বাস্থ্যথাহমুসরন্তি ? অপি তু সর্বা এব। ধামোদরে
গৃহভাস্তরে । নয়ামো যাপয়ামঃ, ন যামোহপি, ন গ্রহহরাহপি । প্রিয়ং যৎ সৌভগং সৌভাগ্যং তন্মৈ তদর্থম্ ;
শ্লেষণে প্রিয়ে ক্রীড়ক্ষে বিষয়ে তস্মাদা যৎ সৌভগং তন্মৈ প্রযত্নম্ ; গায়মানেনিতি বচসি চানশব্দম্, গানবর্হচ্চৈঃ পৃচ্ছন্তী কা
ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

২৭ । বচনবন্দাবনে পালনে। রসা ইব নানাবিগ্রহগ্রহণতৎপর। একৈব লক্ষ্মী নানাদেহধারিণীবেত্যাৎপ্রেক্রামাণা
ইত্যর্থঃ । এতচ্চ নরলীলভেন তদানীন্তনলোকসন্তাবনয়ৈব বর্ণনম্, ন তু বস্ততঃ সিদ্ধান্তোপযোগিতেন রূপগুণাদিভিরপি
রম্যতোহিণ্যাসাং পরমোৎকর্ষাদিতি । গুরুভিরপি পুংস্কারো যত্নাঃ সা । সত্ত্বরেণ সত্ত্বগুণযুক্তেন ভাবযুক্তেন বা মনসা ;
‘সেইং গুণে পিশাচাদৌ বলেহপি দ্রব্যভাবয়োঃ’ ইতি মেদিনী । তু ইতি বিকল্পে ; অত্যা কিঞ্চিৎ কুর্বতীত্যর্থঃ । কৌ তু

অজ্ঞকান্তির মেলনে সরসতাপ্রাপ্ত তাঁরা সচ্ছন্দে কিছু বলতে লাগলেন—‘আর্য্য, কে এমন বধু আছে,
যে নিঃশব্দে স্বাস্থ্যরীর কথিত পথ অমুসরণ করে না-চলে । অতএব অমুষ্ঠানযোগ্য ব্রত অতিতীব্র বেগে
সম্পাদন করে অজ্ঞের কুশতা সম্পাদন করবো । গৃহের অন্তরমহলে কেন বৃথা সময় কাটাবো ।
একটি গ্রহরও আমাদের সার্থক যায় না । প্রিয় সৌভাগ্যের জন্ত প্রযত্নের কথা কে-না গানবৎ উচ্চকণ্ঠে
জিজ্ঞাসা করে থাকে ?

২৭ । এইরূপে বধুগণ গুরুজনদের বাক্যপালনে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে গেলে বন্দাবনে কুসুমচয়নে
যদি আর বিরুদ্ধতা থাকল না তখন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়ে একই লক্ষ্মী নানাদেহধারিণীর মতো
সেই বধুগণ প্রতিদিনই পরসামান্দে তিরস্কার থেকে মুক্ত হয়ে গুরুজনের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে গুরুজনদের
সম্মুখেই বহু পরিজনের সহিত বেঁধে হয়ে মনোরথবেগ ধারণ করে রথবেগ থেকে অধিক বেগে সত্ত্বর
ভাবযুক্ত মনে বন্দাবনমধ্যে বিরাজমান হয়ে কুসুমচয়ন করতে লাগলেন—কুসুমচয়নচ্ছলে ধুমপালনে
বনবিহারী - হাঙ্গে শোভিত ভগবান্ কৃষ্ণের শোভামা অলোকনকামা তাঁরা পৃথিবীর কোনও অনির্বচনীয়
কৌতুকের আতিশয়ো কোন্-না কামাহ্লাদভার প্রাপ্ত হলেন ?

২৮। অথ সা। কুমারিকামালা কামালাধব-লাব-বধকারিণস্তস্তাশীসবাচমগেক্ষমাণাক্ষমাণামতি-
বিলম্বসহনেহক্ষবতীনাযুদ্ধেজনজমকেন কেনচিৎকর্ত্তাভরণে কৰ্ত্তাভরণে কতুলমনা মনাসিবি বিদ্বানবদনা
স্নানবদনাকুলকুলমৰ্ঘাদাভির্জননীতিরজ্যভাষ্যত—‘অগ্নি হৃষিতরো হিতরোপনার্থং যদার্ক্যপরিচরো ভবতীনাং
বভূব ভুবলয়চমংকারী কা রীতিস্তস্ত সমজনি’ ইতি নীতিমদ্বচনশ্রবণানন্তরং তরঙ্গবতী নাম তাগাং কাপি
ধাত্রেয়ী নিজগাদ ॥

২৯। ‘হংহো গৃহেশ্বর্যঃ! এতদবশীয়তাং তদবশীয়তাং দিবসানামন্তরেহস্তরেণ ভবাদৃশীনাং
পৃচ্ছামিচ্ছা মিথঃ কথনায় কথমায়াং ভবতু কুলকণ্ডাকুলকণ্ডায় এষ সম্প্রতি লক্ষ্যবৃত্তা হু জ্ঞানসমং
কথয়িস্যন্তি। যত্নমুগত্বে, তদা ময়া সময়াসন্নয়া সন্নয়াদেব কথ্যতে। আরাধিতা হি সা যোগমায়া
অগমায়া সর্বদৈবতৈঃ সর্বদৈব তৈঃ প্রত্যাদিদেশ দেশকালোচিতং কিমগ্নি ॥

পৃথিব্যাং তু কেনচিদতীৰ কোতুকেন কামাঙ্লাদধুরামানন্দাভিশয়ং ন প্রাপ? অপি তু সৰ্বামেব ॥

২৮। কামাঙ্লাধবেন গৌরবেণ হেতুনা লাঘত্ব ধৈর্যাদিসামর্থ্য বধকারিণো নাশকর্ত্তুঃ, ‘রাঘু লাঘ সামর্থ্যে’;
তস্ত কৃষ্ণশ্রোংকর্ত্তাভরণে কণ্ডযুক্তমনাঃ। কৌশলেন? অতিবিলম্বসহনেহক্ষমাণমসমর্থানামক্ষবতীনাং চিন্তবৃত্তীনাযুদ্ধেজনজ-
বেগশ জনকেন। স্নানবৎ স্নানাভিরিবি কতানাং মুখম্নানিদৃষ্টা তদুঃখেনৈব হুঃখিনীভিরিবেত্যর্থঃ। তথাপ্যনাকুলেতি
তদ্যতিক্রমং কৰ্ত্তুং সহসাহসক্ৰুবতীভিরিত্যর্থঃ। আৰ্য্যাপরিচরো দেবীপ্রত্যাদেশঃ ॥

২৯। তদবধি তৎপ্রত্যাদেশদিনমারভ্য ইয়তাম্, এতাবতাং দিবসানাং গতানামন্তরে মধ্যে ভবাদৃশীনাং পুঙ্খাং
প্রশ্নমন্তরেণাসাং মিথঃ পরস্পরং যুগ্মান্ শ্রাবয়িতুং তৎকথনায় ইচ্ছা কথং ভবতু? নহত্ব কো দোষঃ? তজাহ—কুলকতানাং

মাত্রেয়ৈঃ সম্প্রতিতে ধন্যাক্ষি কক্ষাগণেশ

বনবিহার-বাধা দূর :

২৮। অতঃপর এ দিকে কামভারহেতু ধৈর্যাদি সামর্থ্য নাশক কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্য অপেক্ষমানা
সেই ধন্যাদি কক্ষাগণ অতিবিলম্ব সহনে অসমর্থ চিন্তবৃত্তির উদ্বেগজনক, ও বাস্পে কৰ্ত্তপূরণকারী
কোনও অনির্ভরনীয় উৎকৰ্ত্তাভরে অতি চঞ্চলমনা ও কিঞ্চিং বিদ্বান-বদনা হলেন। কক্ষাদের
মুখ হুঃখিজনের মতো স্নান দেখে হুঃখিনী, তথাপি ও দূর করতে সহসা অসমর্থ, কুলমৰ্ঘাদায় শ্রোতা
জননীগণ বললেন—‘অগ্নি নন্দিনি, তোমাদের চিন্তে মজল-রোপণের জন্ত দেবীর যে ভূমণ্ডলচমংকারী
প্রত্যাদেশ হল তার কি গতি হল’ এরূপ নীতিবচন শ্রবণান্তর তরঙ্গবতী নামক ওদের কোনও এক
ধাইকণ্ঠা বললেন—

২৯। ‘হংহো গৃহেশ্বরীগণ! এই বা বলছি অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন—এত দিনের মধ্যে ভবাদৃশ
জনের প্রশ্ন ব্যতিরেকে সেই কথা পরস্পর মিলে আপনাদের নিকট বলবার ইচ্ছা এদের কি করে
হতে পারে। যদি বলেন এতে দোষ কি, তবে বলছি শুধু—এই তো কুলকক্ষাগণের রীতি। এখন
আপনারা যদি আত্মা করলেন তবে যথা জ্ঞান বলে দিবে। যদি আত্মা হয়, তো উপযুক্ত কালে

৩০। কশ্চিৎ প্রভাবী প্রভাবীচীনীচীকৃত-সকলমহা মহামহিমা হি মাদৃশামপি ন গোচরো গোচরো ভবন্নল্লেনৈব দিনেন দিনেন ইব কমলিনীনামলিনীনামিব মহালী মহালীলো ভবতীনাং শবো ভবিতা বোভবিতা যন্ত সজ্জন হে পরমা রমাতোহপি যুস্মাকমুস্মা কমুস্তমং প্রথয়ন্ সৌভাগ্যভাস্করন্ত । কিস্তন্ত পতিকামানুভবন্ত ব্রতন্ত কাচিছুত্তরা ক্রিয়া ক্রিয়াজীবনময্যাহপি, ময্যাপিতবিশ্বাসাভিঃ কর্তব্যাহকোভবতীভির্ভবতীভিঃ ॥

৩১। সা চাবধীয়তাং ধীয়তাং বিধায় শ্রদ্ধামদ্বা মন্নিযোগেন 'ভো নিরুপমগুণবৃন্দা বৃন্দাবনদেবতা বৃন্দা নাম দানামন্দা মংস্বরূপা স্বরূপাতিকরণা কাচিদস্তি, সা বোহভিমতসিদ্ধয়ে ভাবিনী' ইতি নীতি-

কুলকন্ত বৃন্দন্ত ছায় এবেবঃ, মাতাপিতৃদাদিগুরুসন্নিধৌ স্বয়মেব স্বাভীষ্টপতিপ্রাপ্তার্থকবন্ত দ্বাটনে মহতোব লঙ্ঘতি । সন্নয়ং সন্নীতিমালম্ব্য ; সর্বদৈব সর্বশ্রমেব কালে, তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ সর্বদৈবতৈরগমোহগম্য আয়ো গতির্যন্তাঃ সা ॥

৩০। কশ্চিৎ প্রভাবী ভবতীনাং ধবঃ পতিভবিতা ভবিষ্যতি । প্রভাণাং বীচিভিত্তরঙ্গৈর্নীচীকৃতানি সকলানা- মপি মহাংসি তেজাংসি যেন সঃ । হি যতো মহান্ মহিমা মাহাত্ম্যং যন্ত সঃ । কমলিনীনাং দিনেনো দিনপ্রভুঃ সূর্য ইব । তজ্জাসাজাত্যমনিকটবর্তিত্বমপরম্পরসাপেক্ষোন্মাদসং চালোকাহুথোপমীথে—অলিনীনাং ভ্রমরীণামিব মহালী মহাত্রমরঃ । যন্ত সজ্জন রমাতোহপি লক্ষ্মীতোহপি যুস্মাকং সৌভাগ্যভাস্করন্ত উস্মা প্রতাপো বোভবিতা, অতিশয়েন ভবিষ্যতি । কিং কুর্বন্ ? কং সূর্যমুস্তমং প্রথয়ন্ থ্যাপয়ন্ থ্যাপয়ন্ । উত্তরা ক্রিয়া কথন্তুতা ? ক্রিয়াণাং সর্বাসামেব জীবনময়ী সাফল্যদায়িনী । আপি, স্বয়মেবালভি, প্রাপ্তেত্যাঃ । সা ভবতীভিঃ কর্তব্য । নহু দেবি ! ময্যাপিতঃ প্রাপ্তিতো বিশ্বাসো যাভিন্তাভিঃ । যুস্মান্ন মম বিশ্বাসো জাতঃ, অতঃ শ্রীত্যা স্বয়মেব কথয়ামীতি ভাবঃ অক্কোভো ধৈর্যং ভবতীভিঃ ॥

৩১। ধিয়ো বুদ্ধেতং যমোহস্ত্যাসক্ত্যুপরমো যন্তাং তাং শ্রদ্ধাং বিধায় দানে বাঙ্কিতদানেহমন্দা পরমসমর্থা

নিকটে নিকটে থাকি বলে আমিই সাধু নীতি অবলম্বনে সব কিছু যথাযথ বলে দিতে পারি, শুধু— সর্বদেবতার অগম্যগতি সেই প্রসিদ্ধ যোগমায়া আরাধিতা হয়ে দেশকালোচিত কোনও প্রত্যাদেশ দিতে লাগলেন—

৩০। প্রভাতরঙ্গদ্বারা সকল তেজ তিরস্কারী, মহামহিমা, মাদৃশ জনেরও অগোচর প্রভাবশালী কোনও একজন অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের গোচরীভূত হবেন । কমলিনীর প্রভু সূর্যের মতো, ভ্রমরীণীদের সম্বন্ধে মহাত্রমরের মতো সেই মহানীল তোমাদের স্বামী হবে, যার সঙ্গগুণে হে পরমা । রমা থেকেও তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী হবে—সৌভাগ্যসূর্যের কোনও উত্তম সুখ প্রখ্যাপনের দ্বারা । কিন্তু এই পতিকামব্রতের অনুগামী কোনও সর্বক্রিয়ার সফলতাদায়িনী পরবর্তিক্রিয়া আছে, যা আপনা থেকেই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত । আমাতে তোমাদের বিশ্বাস আছে, তাই শ্রীতির সহিত নিজের থেকেই বলছি, ধৈর্য ধারণ করে তা তোমাদের করা উচিত ।

৩১। যাতে মনের অস্থাসক্তি উপরম হয়ে যায় সেইরূপ অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপদেশ মতো সেই কথা বুঝে নেও । যথা—'ভো নিরুপম গুণশালিনী কন্যাগণ বৃন্দা নামক বোনও

বশাদবৃন্দাবনানুগমনং কতি দিনানি নানিবর্তনীয়ম্ ॥

৩২ । ইদং হি সিদ্ধবনং তপঃ-ফলোপগমস্ত ফলোপগমস্ত সকলাভিলাষসম্পাদকম্, অশ্রোপসন্ত্যাং সন্ত্যাং সমীহিতসিদ্ধিরচিরেণৈব ভাবিনীতি তদনুগম্যধ্বমমুখনি-নিরসনপূরঃসরং পূরঃ সরংহসো নিষ্ক্রম্য যথাহরহরহো বনমধ্যমবস্থায় তদুদ্ভিত-কর্মশেষং সমাপয়ন্তি ॥'

৩৩ । ইতি তদস্তাঃ সপ্রমুদিতমুদিতমাকর্ণ্য তথানিদেশজননীতির্জননীতির্হিদি সিদ্ধিয়ে, তদা তদনুগম্য মতান্তরনিরাসেন নিরাবাধস্তায়থস্থা যথাদয়ো বৃন্দাবনপারিসর-পারিসরণং তাঃ কুর্বন্তি ॥

৩৪ । তদা দ্বয়ীযামমুঢ়ানামুঢ়ানামুঢ়ানাং চ সম এব বৃন্দাবনচারিচারিমাচাতুরীতুরীয়ে কোতুকে সতি বিররাম শিশিরসময়ো রসময়ো বসন্তুচ্চাসাদ ॥

অরূপেণ স্বভাবেনাতিকরণা, না ইত্যাব্যং নিষেধবাচকম্, ন নিবর্তনীয়মিত্যর্থঃ ॥

৩২ । হি নিষ্কিতম্, ইদং সিদ্ধং সিদ্ধস্বরূপং সিদ্ধানাং বা বনম্ । কথং তত্ ? তপঃফলোপগমং তপসাং ফলেনৈব হেতুনোপগচ্ছতি মিলনীতি তৎ, বহুতপঃফলপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ । অতএবাস্ত সিদ্ধবনস্ত যঃ ফলোপগমঃ ফললাভস্তস্ত সকলা-ভিলাষ-সম্পাদকম্ নিত্যং বর্তত ইত্যর্থঃ । উপসত্তিরহরহস্তিস্তদনুগম্যধ্বমমুখনিং দত্ত, যথাহরহনি ত্যাগপূর্বকং পুরো-হত্রে সরংহসঃ সবেগাঃ সন্ত্যাঃ ॥

৩৩ । অস্তা ধাত্রেয্যাস্তদুদ্ভিতং বাক্যং নির্দেশজননীতির্নির্দেশকজ্ঞীভিঃ, 'সিদ্ধিয়ে' ইতি ইচ্ছাকৃতং সম্মতিভোতকম্ । নিরাবাধো নির্বাধো তায় উক্তপ্রকারেণ হেতুনা যজ্ঞাঃ ॥

এক বৃন্দাবন দেবতা আছেন । তিনি বাহ্যিত দানে পরম সমর্থ, মৎস্বরূপা, স্বভাবে অতি করুণাময়ী । তিনি তোমাদের অভিমত সিদ্ধির জন্য চিন্তাকুলা থাকেন ।' এই উপদেশ বশে এঁদের বার বার বৃন্দাবন গমন থেকে কিছুদিন নিবৃত্ত করা সমীচীন হবে না ।

৩২ । বহু তপোফল প্রাপক এই বন সিদ্ধস্বরূপ । অতএব এই সিদ্ধ বনে যে ফলোপগম হয় সেই ফলের সকল অভিলাষ সম্পাদকম্ গুণ নিত্য বর্তমান । এর সেবা হলে অভীষ্ট-সিদ্ধি অচিরেই হয়ে যায়, এই হেতু অস্তা কথা ছেয়ে দিয়ে নিঃশঙ্কে বেগের সহিত পুরী থেকে বের হয়ে যাতে অইরহ এই বন মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেবীর কথিত কর্মের শেষ সমাপন করতে পারে সেই মতো আপনারা অনুগতি দিন এঁদের ।'

৩৩ । এইরূপে ধাত্রীকণ্ঠার আঙ্কাদের সহিত কথিত বাক্য শুনে তদনুসারে নির্দেশদানের কণ্ঠী জননীগণ যদি সম্মতিসূচক ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন তখন ওতেই তাঁদের অনুমতি হয়ে গেল । অতঃপর মতান্তর ও পূর্বের বাধা-নিষেধ-নীতি অপসরণে যথ্যা যথাদি কণ্ঠাগণ বৃন্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে গমনাগমন করতে লাগলেন ।

বসন্তের আগমন :

৩৪ । প্রথমে বিবাহিতা গোপীগণের পুষ্পচয়ন-ছন্দময়ী, অতঃপর কুমারী গোপীগণের

৩৫ । যথা— গতঃ শিশিরবারণো গলিতকুন্দদন্তো জরাং
সকেসররদোদগমঃ সুরভিসিংহশাবোহভবৎ ।
হিমে ব্রজতি দক্ষিণে মরুতি বাতি কালস্ত মু-
নসোরিব বিরাজতে শ্বাসিতমারুত-ব্যত্যয়ঃ ॥

৩৬ । কিঞ্চ, অপি প্রোচ্যং গর্ভে প্রসুবতি লতালো ন কলিকাং
কুহূকর্পঃ কণ্ঠে কলয়তি কলং ন প্রথয়তে ।
চকার প্রস্থানং ত্যজতি মলয়ং নাপি পবনঃ
প্রাতীক্শ্বে যাতুং যুগপদিব সর্বে হিমখাতুম্ ॥

৩৭ । আসন্নপ্রসবতয়া লতাজনান্যং, রোলদ্বীশুহৃদবলাবলিঃ প্রসজ্য ।
উদ্দেশং মুহুরিব কুব্জী সমস্তা-দাপৃচ্ছাং যুহুকলহৃকৃতৈঃ করোতি ॥

৩৪ । অমৃটানাং পরমবৃদ্ধিমতীনাং কোতুকে সমে তুল্যে সতি । কথঙ্কতে ? বৃন্দাবনচারিণী বৃন্দাবনপ্রবেশোপায়ী
চারিণী চারুতয়া যা চাতুরী তয়া তুরীয়েহতিশ্রেষ্ঠে, কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমাতিশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে চতুর্থে ইত্যর্থঃ । যথা, উটানাং
পুষ্পাবচয়ছন্দমযা চাতুর্যা কোতুকং প্রথমম্, ততোঃ নুটানাং কাব্যায়ত্তর্চনপ্রথামযা বস্ত্রহরণাদিময়ং দ্বিতীয়ম্, ততঃ পুন-
রপূটানাং শ্রবণামহুমত্যা কুণ্ডেচরদেবতারাদনমযা তৃতীয়ম্, তদনন্তরমিদানীং নুটানাং বৃন্দা-পূজন-ছন্দমযা চতুর্থমিতি
কোতুকশ্রুত তুরীয়ম্ সাধিতম্ । সাম্যঞ্চ বয়ীষাণেব যুগপদেকত্রৈব কৃষ্ণসঙ্গলক্ষেপ্তাঙ্ক্যং ॥

৩৫ । শিশির এব বারণো হন্তী জরাং গতঃ প্রাপ্তঃ । সুরভির্নসন্তো হিমে ব্রজতি সতি দক্ষিণে মরুতি বাতি
চলতি সতি । কালস্ত কালাত্মকস্ত মুঃ পুরুষস্ত, নসোর্নাসিকয়োঃ ॥

৩৬ । প্রথমং বয়ঃসন্ধিমিব শিশিরবসন্তসন্ধিঃ বর্ণয়তি—অপীত্যাদিভিঃ । প্রস্থানমুত্তরদেশং প্রতি গমনম্ ॥

কাত্যায়নী-অর্চনপ্রথাময়ী, অতঃপর পুনরায় বিবাহিতা গোপীগণের শান্তুরীগণের অনুমতি অনুসারে
আরাধনাময়ী, অতঃপর ইদানীম্ কুমারীগণের বৃন্দাপূজনছন্দময়ী অতিশ্রেষ্ঠ কোতুক, যা পরমবৃদ্ধিমতি
গোপীগণের ছ-এরই বৃন্দাবনপ্রবেশযোগ্য কমনীয় চাতুরীতে সিদ্ধ, যুগপৎ কৃষ্ণসঙ্গলক্ষেপ্তাঙ্ক্যে তুল্য হ'লে
শীতকাল শেষ হল । রসময় বসন্তের আগমন হ'ল ।

৩৫ । যথা—শীতকালরূপ হন্তী কুন্দপুষ্পরূপ দন্তহীন হয়ে জরা প্রাপ্ত হল । ফুলের কেশররূপ
দন্তোদগম সহ বসন্তরূপ সিংহশাবক এসে উপস্থিত হল । শীত চলে গেলে দক্ষিণ বাতাস বইতে
লাগল যেন কালাত্মক পুরুষের ছ-নাসার শ্বাসবায়ু বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়ে দেখা দিল ।

৩৬ । আরও, (প্রথম বয়ঃসন্ধির মতো শিশির বসন্ত সন্ধির বর্ণনা হচ্ছে) লতাবলী তাদের
গর্ভে পরিপুষ্ট কলিকা প্রসব করছে না, কোকিল তাঁদের কণ্ঠে যুহুমধুর কাকলী তুলছে বটে কিন্তু
মধুর উচ্চকণ্ঠে কুহু কুহু করছে না । উত্তরদেশের দিকে পবন রওনা তো হয়েছে কিন্তু মলয়পর্বতের মায়া
ত্যাগ করে উঠতে পারছে না । এরা সব যেন একই সঙ্গে শীতঋতুর চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে ।

৩৮ । কিঞ্চ, রসালে সালম্বো নবমুকুলসন্ধানকলয়া
 পিকো দন্তাস্বাসঃ কিমপি মরুতা তংসুরভিণা ।
 কুহুরিত্যালাপং সপদি গুফিতং কণ্ঠকুহরে
 শ্রুতো দর্শত্রাসাদিব লপতি দীর্ঘব্যবহিতম্ ॥

৩৯ । এবমুপনতেন তেন কুসুমসুরভিণা সুরভিণালঙ্কতেহহনি হনিষ্যমাণহিমমহিমমর্মণি স্নাতমিষ
 বিপিনেন, উল্লসিতমিষ তরুভিঃ, উদ্বর্তিতমিষ লতাভিঃ, উৎকণ্ঠিতমিষ বিহগৈঃ, হাসিতমিষ দিগ্ধৃভিঃ,
 অমূলিগুমিষ চন্দ্রিকাচন্দনেন রজনীভিঃ, অঙ্কুরিতমিষ চন্দনানিলেন, সঞ্চারিতমিষ পরিমলেন, গুফিতমিষ
 গোষ্ঠী-মধুত্রৈঃ, পুলকিতমিষ মাকন্দৈঃ, জাগরিতমিষ মাধবীভিঃ, কিং বহুনা? পরিবর্তিতমিষ বপু-
 র্মনসিজে ন ॥

৪০ । ইত্যেবং যতপি ক্ষুরদৃশ্যটকষট্ কলাকমনীয়প্রদেশং বৃন্দাবনং তথাপি ক্রীড়াসময়সময়ানু-

৩৭ । রোলম্বা এব স্নহদবলা মিতস্ত্রিয়স্তাসামাবলিঃ ॥

৩৮ । কণ্ঠকুহরে কুহুরিতি সহদীর্ঘমালাপং গুফিতং গ্রথিতমপি শ্রুতো শব্দশক্তিক্রমে তু দীর্ঘব্যবহিতং
 যথা স্নাতত্বা লপতি উচ্চারণতি । তত্র হেতুযুক্ত্যেতে—দর্শন্ত অমাবস্তায়াস্ত্রাসাদিব, কুহুরিতি দীর্ঘশ্রুত্যা সহসাহমা-
 বস্তায়াঃ প্রাপ্তো প্রতীত্যাযামোষধীশনাশশোকেনেব রসাললঙ্কণ স্বমুকুলানি নোৎক্রময়িষ্যন্ত ইতি শঙ্কিত ইবেত্যর্থঃ ।
 চন্দ্রিকাবহলপক্ষ এবাত্রমুকুলোদগম ইতি লোকপ্রসিদ্ধেঃ; “সানষ্টেন্দুকলা কুহুঃ” ইত্যমরঃ ॥

৩৯ । হনিষ্যমাণমগ্নম্বো বা নাশমানং হিমম্ মহিম্নো মর্ম যত্র তথাভূতেহহনি ॥

৩৭ । লতারূপ অঙ্গনাগণ আসন্ন প্রসবা, তাই ভ্রমরীকূপ বন্ধুপত্নীগণ পরস্পর মিলিত
 চতুর্দিকে মুহুমুহু খোঁজখবর নিতে গিয়ে প্রাশ্নে প্রাশ্নে যত গুঞ্জারধ্বনির সৃজন করছে ।

৩৮ । আরও, আত্মবক্ষোপরি নবমুকুলের সন্ধানকুশলতার সহিত আলম্বিত কোকিল বায়ুবাহিত
 মুকুলের গন্ধে আশ্বাস প্রাপ্ত হয়ে কণ্ঠকুহরে কুহু কুহু দীর্ঘ আলাপ গুফিত করে তুললেও ডাক শুনে
 পাচ্ছে ‘কুহু’ অর্থাৎ ‘অমাবস্তা তিথি’, যাতে আত্ম মুকুল জন্মায় না তা এসে যায় এই ভয়ে কণ্ঠ নীচু
 করেই আলাপ করছে ।

৩৯ । এইরূপে উপনত সেই কুসুম সুরভি সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত বসন্তকালের দ্বারা দিন অলঙ্কৃত
 হলে, ও শীতের মহিমামর্ম ভেঙ্গে পড়ার মতো হলে বিপিন যেন স্নাত ব্যক্তির মতো প্রক্লিষ্ট হয়ে
 উঠল, লতাজাল যেন গন্ধ-বিলেপিত হ’ল, বিহগকুল যেন উৎকণ্ঠায় আকুল হ’ল, দিগ্ধৃ যেন হেসে
 উঠল, রজনী চন্দ্রিকারূপ চন্দনে যেন প্রলেপিত হ’ল, মলয়ানিল যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, পরিমল
 যেন সঞ্চারণশীল হ’ল, ঝাঁকের ভ্রমর ঝাঁকে মিলে যেন গুফিত হয়ে উঠল, আত্মবক্ষ যেন পুলকিত
 হয়ে উঠল, মাধবি যেন জেগে উঠল,—আর বেশী বলবার কি আছে? কামদেব যেন নিজের শরীর
 বদলে নিল ।

রূপরূপতয়া কচিৎ ক্রমেণাক্রমেণাপি কচন নবনবতয়া যত যাচ্যমানৈব তেষামনুবৃত্তিঃ ॥

৪১। অথ ‘প্রথমপ্রথমমুরাগসাবহন্তীনাং গোকুলকুলললনানাং ললনানাং পরিপূর্তয়ে কাপি বসন্তোৎসবলীলাবলী বলীয়সী বিরচনীয়া’ ইতি মমসি বিচারয়তো রয়তো লক্ষপ্রমোদস্ত প্রমোদস্তমান-
প্রণয়িজনহৃদ্যাম্পশু নিখিলসৌভাগবতো ভগবতো ব্রজরাজযুবরাজস্তাশয়ং বিদিত্বা বনদেবতা এব তা
এবমভিনবমুরভিসুরভিতমপি বমং স্ব-কৌশলশলদতিচারিগচারিগমহাশিল্লকল্পনাকল্পনানাবিধত্বভূষতং
ভূষিতং সকলসৌভাগ্যমেকাভূতমিব বিদধতি স্ম ॥

৪২। তথা চ— লাক্ষ্মীলৈশ্চমরীচয়েন বিপিনক্ষেণীতলং মার্জিতং
কন্তুরীহরিণীগণেন বিদধে সৈঃ স্মৈদৈবাসিতম্।
পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ সিক্তং ক্রমাণাং কুলৈঃ
সঙ্গীতানি বিভেদিত্বৈলিনিবর্হেঁল্যস্তানি বীরুদব্রজেঃ ॥

৪০। ক্ষুরত ঋতুষ্টকস্ত ষড়্ভিরেব কলাভী রঞ্জকঋশিল্লৈঃ কমনীয়াঃ প্রদেশা যন্ত, তথাভূতমেব বৃন্দাবনং
তথাপি ভগবতো মরলীলতয়া বাধুযবিশেষার্থং ক্রীড়ানাং সময়ানুরূপমেব রূপং যেষাং তত্তয়া তেষামনুভূতং কচিৎ
ক্রমেণানুবৃত্তিবাচ্যমানৈব শ্রীঃ; হেমন্তানন্তরমেব শিশিরস্ত, তত এব বসন্তস্ত—ইতোবং কচনাক্রমেণাপি যথা প্রাবৃষ্টপি
বসন্তসম্বন্ধিবিদগ্ধমাধবে ভগবদিচ্ছাবশাদৃক্তা, কচন নবনবতয়েতি যথা প্রথমপ্রথমানন্তরমেব প্রথমবর্ষাঃ, তত এব
প্রথমশরদিভ্যোবম্ ॥

৪১। অতএব প্রথমা প্রথা খ্যাতিযশ্চ তাদৃশমুরাগং বহন্তীনাং গোকুলকুলললনানাং কুলান্জনানাং বা ললনা
বাষ্টান্জনাং পরিপূর্তয়ে;—‘লল ঙ্গস্যাম্’ বুজন্তঃ, ল্যুড়ন্তো বা। প্রকৃষ্টা মা শোভা তয়া উদন্তমান উৎকৃষ্টমাগঃ

৪০। যদিও শ্রীবৃন্দাবন ক্ষুতিশ্রাপ্ত ঋতুষ্টকের ছয় কলায় কমনীয় প্রদেশে শোভন, তথাপি
এরূপ হলে ভগবানের মরলীলার মাধুৰ্য্য পোষণের জন্য ক্রীড়ার সময়ানুরূপ সৌন্দর্যে মাধুৰ্য্য ভরে
উঠবার জন্য কবির ক্রমাগতসারে হেমন্তের পর শিশির তৎপর বসন্ত, আবার কখনও ক্রমভঞ্জে বর্ষার
পর বসন্ত, আবার কখনও নবমম রূপে তাঁদের অনুবৃত্তি চেয়ে নেয় ভগবানের নিকট থেকে ঋতুচয়।

৪১। অতঃপর ‘আদি বলে খ্যাতিসম্পন্ন অনুরাগরস হৃদয়ে বহনকারিণী গোকুলললনাগণের
কাছা পুত্রিশূর্ণের জন্য কোনও এক অপূর্ব বসন্তোৎসবলীলাবলী খুব ঘট্য করে রচনা করা উচিত’
এরূপ মনে মনে বিচারপরায়ণ, বেগতঃ লক্ষপ্রমোদ, নিজের শোভারূপ বায়ুবেগে প্রণয়িজনের
হৃদয়ের বাষ্প উজ্জ্বল চাটলীকারী সেই নিখিলসৌভাগ্যবান ভগবান ব্রজরাজযুবরাজের আশয়
বনদেবতা জানিতে পেরে পূর্বোক্ত অভিনব বসন্তে বৃন্দাবন সুরভিত হয়ে বিরাজমান থাকলেও
স্ব-কৌশলের সহি এসে মিলিত অতিচারুত্বে উচ্ছল মহাশিল্লগণের কল্পনায় রচিত নানাবিধ বেশের
ছায়া সঞ্চিত করলেন তাকে, এবং পৃথিবীতে অবস্থিত সকল সৌভাগ্য যেন স্তম্ভীকৃত করে তুললেন
সেখানে ॥

৪৩। এবং সতি—অন্ত প্রাঙ্মধুবাসরে মধুমদক্ৰীড়াবিশেষালসঃ

শ্রামঃ শ্রামলয়ন্ দিশঃ স্বমহসাং পুরেণ দুরেরিণা।

মাধুর্য্যামৃতশীকরোৎকরকিরা তস্মাপি বর্ষাভ্রমং

তস্মানোহপি বিধান্ততীহ পরিতো মূর্তং বসন্তোৎসবম্ ॥

৪৪। ইতি মুক্তরত্নরথ্যং তথ্যমুদঘৃণ্যমাণে, শ্রবণনয়নচিত্তোদ্ধবর্ষিণ্যদন্তে।

সহজসদনুরাগাবেগবিগ্নাস্তরাণাং-মজ্জনি বিধুমুখীনাং চিত্তমুৎকণ্ঠমানম্ ॥

৪৫। এবং সতি—চন্দ্রাবল্যা সহ পরিজনে রাধয়া স্থালিবুন্দৈঃ

শ্রামাদেব্য্যা সহ সহচরীমণ্ডলৈরাশ্রনীনৈঃ।

শ্রীবাসন্তোৎসবরসকলাসন্দিদৃক্ষাচিকীর্ষা-

ব্যাগ্রং জাগ্রন্মধুমদহতক্রীড়মুত্থানমীয়ে ॥

প্রণয়িজ্ঞানানাং হৃদ্ব্যাপ্পো যেন তত্। অভিনবেন সুরভিণা বসন্তেন সুরভিতং স্নগন্ধীকৃতমপি বনং সৈঃ সৈঃ কোশলৈঃ
শলস্তি মিলস্তি, অতিচারিমাচারীণ্যতিচারকৃৎগামীনি যানি মহাশিল্পানি তেষাং বহুনাভরাকল্পে বেষন্ত যন্ত্রানাবিশেষং তেন
ভূষিতং মণ্ডিতং ভূষিতং ভূবি পৃথিব্যামুষিতং স্থিতম্ ॥ (৪২)

৪৩। দুরেরিণা দূরমীরিতুং ব্যাপ্তুং শীলমন্ত তেন ॥

৪৪। অম্বরথ্যং রথ্যায়াং রথ্যায়াং প্রতিমার্গমিতার্থঃ। উদন্তে বৃন্তান্তে ॥

৪৫। আশ্রনীনৈরাশ্রহিতৈঃ, সংদিদৃক্ষাচিকীর্ষাভ্যাং ব্যাগ্রং যথা স্তান্তথা ॥

৪২। আরও, বৃন্দাবনের ভূমিতল মার্জিত করে দিল চমরীগণ তাঁদের লাদুলে, সুবাসিত
করে তুলল কস্তুরীহরিগীগণ নিজ নিজ গন্ধে, ভিজিয়ে দিল পুষ্পচয় মকরন্দবিন্দুসমূহে। আরও সেখানে
অলিকুল গুঞ্জারধ্বনি ও লতাবলী বহুপ্রকার নৃত্য বিস্তার করল।

বসন্তের আগমনে শ্রাম অঙ্গের অপূর্ব মাধুর্য :

৪৩। এইরূপ হলে—অন্ত বসন্তের প্রথমদিবসে মধুমদক্ৰীড়াবিশেষালস শ্রামসুন্দর দূর দূরান্তে
ছরিয়ে পড়ার স্বভাববিশিষ্ট নিজ তেজের প্রবাহে দিগ্দিগন্ত শ্রামলিমায় ভরিয়ে দিতে দিতে
শ্রীবৃন্দাবনের চতুর্দিকে বসন্তোৎসব মূর্ত করে তুললেন—তাঁর তনুর মাধুর্য্যামৃতবিন্দুর বর্ষণে বর্ষাভ্রম
বিস্তারিত হলেও।

বসন্ত-আনন্দ মত্তা গোপীগণের বনগমন :

৪৪। এইরূপে মুহমুহ প্রতি পথে পথে শ্রবণ-নয়ন-গনের পক্ষে হর্ষবর্ষী এই শবর রটে গেলে
সহজ সদনুরাগবেগে উদ্ভিন্ন হৃদয়া বিধুমুখীদের চিত্ত উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উঠল।

৪৫। এইরূপ হলে চন্দ্রাবলী পরিজন সহিত, রাধা নিজ সখীগণ সহিত, শ্রামাদেবী সহচরী-
মণ্ডলীর সহিত আশ্রহিতার্থ শ্রীবসন্তোৎসব রসকলা দেখবার এবং করবার ইচ্ছায় ব্যাগ্র হয়ে জাগ্রত বসন্তের

৪৬। ততশ্চ, বৃন্দাদিভিঃ সরভসং বনদেবতাভিঃ, শ্রীতাদয়েণ মহতাভ্যুপগম্যমানাঃ।

কামং বসন্তমহমঙ্গলবেষবাসো, ভূষাদিভির্বিদধিরে পরিভূষিতাস্তাঃ ॥

৪৭। ‘এবং চাগামিনীষামিনীষাপয়িস্থা হে প্রমদা মদাসঞ্জন’ ইতি কৃষ্ণেন দত্তাশ্বাসাশ্চাসাদিত-
ভূরিসঙ্কল্পাঃ কল্পায়ুতমিব ক্ষণমপি মত্তমানাঃ কুমার্যোহপি সাক্ষস্যা ধ্বসা এব যদি সমপসেদুস্তদা কাঞ্চন-
কাঞ্চনলতোত্তানপরম্পরাং পরাং জঙ্ঘামিব মঘানা বনদেবতা অপি তা অপি বীক্ষ্য দিসিদ্ধিযিরে।
প্রণয়াদরাধরাঃ পূর্ববদসমুহা মহানুরূপবেষাদিভিরভূষয়ন্নপি চ ॥

৪৮। যথা— কচোঁষে পুন্নাগং বকুলমুকুলানি ভ্রমরকে-
ষশোকং সীমন্তে শ্রাবসি সহকারন্ত কলিকাঃ।
স্তনাগ্রে বাসন্তীকুসুমদলমালেতি কুসুমৈঃ
স্বয়ং বৃন্দা রাধাং সপদি মুমুদেহলঙ্কৃতবতী ॥

৪৬। রেখাঃ ষোড়শাকল্পাঃ, বাসাংস্ততিবৈবিধ্যাস্ততঃ পৃথগুজ্জানি, ভূষা দ্বাদশাভরণানি, আদি-শব্দাং
সময়োচিতকৌলুম-লঙ্কটিকা-কন্দুকাদি ॥

৪৭। হে প্রমদাঃ! মদাসঞ্জন মম সম্যক্ সঞ্জেনতি বস্ত্রাহরণদিনে দত্ত আশ্বাসো যাভাস্তাঃ। কুমার্যোহপীতি
তাবৎকালবিলম্বাসহিষ্ণুতয়া তৎপূর্বমপি বিহারং প্রাপুরেব, কিন্তু রাসবিলাসবতীষু যামিনীষু বিহারাধিক্য-বিবক্ষ্যৈব
তথোক্তিঃ, “ভূষা ব্যপদেশা ভবন্তি” ইতি জ্ঞায়াৎ। কাঞ্চন কাঞ্চিদপূর্বমিত্যর্থঃ। কাঞ্চনময়ীনাং লতানামুজ্জানন্ত পরম্পরাং
সম্ভতিং পরামুৎকৃষ্টাম্, তা অপি কুমারীরপি রাধাত্মা ব্যাচাস্ত বীক্ষ্য কিমুতেত্যাঃ। প্রণয়েন অদর অনন্ন আদরো
যান্ন তাঃ ॥

৪৮। ভ্রমরকেষু ললাটলম্বালকেষু ॥

আনন্দে হতলজ্জা হয়ে বনে চলে গেলেন।

গোপীগণকে বনদেবীদের ভূষিত করণ :

৪৬। অতঃপর বৃন্দাদি বনদেবীগণ অতি ভরান্ন মহান্ শ্রীতি আদরের সহিত বসন্তোৎসব
উপযোগী মঙ্গল ষোড়শ আকল্প - বিবিধ বস্ত্র - দ্বাদশ আভরণ, এবং সময়োচিত ফুলের যষ্টি - কন্দুকাদি
দ্বারা সম্মুখে আগত তাঁদিকে যথেষ্ট সর্বতোভাবে ভূষিত করে তুললেন।

৪৭। আরও, ‘হে প্রমদাগণ আগামিনী যামিনীতে আমার অন্তরঙ্গ সঞ্জে তোমরা যাপন
করবে’ বস্ত্রহরণলীলার দিনে কৃষ্ণের নিকটে এইরূপ আশ্বাস পেয়ে নানাবিধ সঙ্কল্পকারিণী, ক্ষণকালকে
অযুত কল্পের মতো মাননাকারিণী, সম্ভ্রম-বুদ্ধি ধ্বসে পড়া কছাগণ যদি নিকটে এসে পৌঁছে গেলেন,
তখন বনদেবীগণ তাদেরকে উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-লতোত্তান পরম্পরা মনে করে বিস্মিত হলেন। এবং পূর্ববৎ
বহুপ্রণয়াদর পাত্রী তাঁদিকে বসন্ত মহোৎসবের উচিত বেশাদির দ্বারা ভূষিত করতে লেগে গেলেন।

৪৮। যথা—শ্রীরাধার কেশকলাপে পুন্নাগ, ললাটচুশি চূর্ণকুন্তলে বকুলমালা, সীমন্তে অশোক,

৪৯ । তথ্যাত্মাশ্চাত্মাসাং মধুমদমহোৎসাহমহিমং, প্রমুখাচ্ছিত্তানামহমহমিকাসম্বহুদঃ ।
প্রসূনালঙ্কারৈরুচিতরচনৈঃ প্রত্যবয়বং, বিলেপৈঃ সৌরভ্যপ্রণয়িরলধত্বরভিতঃ ॥

৫০ । কিঞ্চ, রত্নালঙ্করণানি কাঞ্চনময়ীঃ শাটীশ্চ কুর্পাসক-
শ্রেণীশ্চাতিবিচিত্রিতাঃ সুমুত্বলাশ্চীনোত্তরাসজ্জিনীঃ ।
তাম্বুলান্নমূলেপনানি বিবিধাঃ পোষ্পীঃ স্রজো গন্ধিনীঃ
স্বচ্ছন্দং সুষুবুঃ সকল্ললতিকাঃ কল্লদ্রমাঃ সর্বতঃ ॥

৫১ । কিঞ্চ, বাস্পচ্ছেদসদচ্ছজাতুবপুটীগর্ভেষু সম্পূরিতাং
নানাবর্ণবিলাসচূর্ণপটলীং পঙ্কজ কাস্তুরিকম্ ।
পোষ্পং কামুকমায়ুধং চ বিবিধং নানাবিধান কল্লুকান্
রত্নানাম্ জলমস্ত্রকাণি সুষুবুঃ কল্লদ্রমাণাং গণাঃ ॥

৪৯ । অত্যা বৃন্দাভূবতিত্যা বনদেবতা অত্যা সাং চম্পাবল্যাদীনাম্ প্রত্যবয়বমলঙ্করিত্যাহুয়ঃ । কীদৃশাঃ ? অহম-
হমিকয়া ইয়মহমেনামলঙ্করোমোষা অহমবৈনামলঙ্করোমি, ন স্বমিত্যেবং রূপয়া সত্বরং ভূষয়িতুং ত্বরায়ুক্তং হম্মনো যাসাং
তাঃ ; “অহমহমিকা তু সা ত্যাং পরস্পরং যো ভবত্যহঙ্কারঃ” ইত্যমরঃ ॥

৫০ । কুর্পাসকশ্রেণীঃ কঙ্কলিকাতভীঃ । কীদৃশীঃ ? চীনোত্তরাসজ্জিনীশ্চীনোত্তরাসজ্জাঃ সুস্কোত্তরীয়াণি তদ্বতীঃ ।
গন্ধিনীঃ প্রশস্তগন্ধবতীরিতি স্রজো বিশেষণম্ ॥

৫১ । জাতুযপুটো জতুবিকারসম্পুটাঃ ;—(পা০ ৪।৩।১৩৮) “ত্রিপুজ্জতুনোঃ যুক্ চ” ইতি যুগণো ॥

কর্ণে সহকারকলিকা, স্তনাগ্রে বাসন্তিকুসুমদলমালা—এইরূপে পুষ্পের আভরণে স্বয়ং বৃন্দা রাধাকে
তৎক্ষণাৎ অলঙ্কৃত্য করে আনন্দিতা হলেন ।

৪৯ । তথা ‘এঁর শৃঙ্গার তো আমিই করব ওঁর শৃঙ্গার তো আমিই করব’ এইরূপ অহঙ্কারের
সহিত সাজাতে ত্বরায়ুক্ত মনো অত্যা বনদেবীগণ চতুর্দিকে বসন্তের আনন্দোৎসবে উৎসাহ-গৌরব হেতু
বিমুগ্ধ চম্পাবল্যাদি অত্যা গোপীগণের প্রতি অবয়ব অতি চাক্রতায় রচিত পুষ্পালঙ্কারের দ্বারা এবং
সুগন্ধ চন্দনাদি বিলেপনের দ্বারা শ্রীতির সহিত চতুর্দিকে অলঙ্কৃত্য করলেন ।

কল্লদ্রমের সেবা ॥

৫০ । আরও, রত্নালঙ্কার, কাঞ্চনময়ী সাড়ী, অতি বিচিত্রিতা কঙ্কলিকা, সুমুত্বল সূক্ষ্ম উত্তরীয়,
তাম্বুল, চন্দনাদি অমূলেপন, বিবিধ সুগন্ধী পুষ্পমালিকা—এরূপ যত কিছু সেবা-সরঞ্জাম সচ্ছন্দে উৎপন্ন
করতে লাগল কল্ললতিকার সহ কল্লদ্রমশ্রেণী চতুর্দিকে ।

৫১ । আরও, বাস্পের চাপেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে এমন হালকা সুন্দর নির্মল লাক্ষাসম্পুটগর্ভে
পাদান নানাবর্ণবিলাসবিশিষ্ট আবির্ভূর্ণ, কাস্তুরিকা পঙ্ক, পুষ্প নির্মিত ধনু, বিবিধ আয়ুধ, নানাবিধ
খেলার বল, রত্নের পিচকারি উৎপন্ন করতে লাগল কল্লদ্রমগণ ।

৫২ । কিঞ্চ, মাতঙ্গী নাম সঙ্গীতকনিগমকলা-কৌশলাচার্যবর্ষা
নানাবীণাপ্রবীণাঃ প্রণয়িসহচরীঃ সঙ্গিনীঃ সন্ধিয়ায় ।
মূর্ত্তং রাগং বসন্তং সরিগমপধনীন্ মূর্ত্তিভাজঃ স্বরাংশ্চ
স্ত্রীবেশেন ঞ্জীতীশ্চ প্রকটমুপচিতাঃ কুব্ধতী প্রাহুরাসীং ॥

৫৩ । প্রাহুভূয় সা ভূয়সাদরেণ দরেণ চ বরাজীণাং প্রবরাং বরানুজমুখীং বার্ষভানবীমভিতোহভি-
তোষবংশবদা বদাগ্রীর্ঘত্ববতস্থে, তদা বৃন্দাভ্যভাষত,—‘ঞয়তাময়ি গুণময়ি গুণকৃতাবধানা বধানাশ্চ
বিস্রস্তম্ । ইয়ং মাতঙ্গী নাম সঙ্গীতনিগমগমকচাতুরীতুরীয়াচার্যা চার্যায়ান্ত্রভবত্যা ভবত্যানন্দদায়িনি
বসন্তোৎসবকোঁতুকে কোঁ তু কে ন রজ্যস্তীতি কৃষ্ণা সঙ্গীত-সামগ্রীমগ্রীয়ামাদায় ভবতীমুপঞ্জয়িতুমাগতা ।
ইমাশ্চাস্তাঃ সহচর্যো বিবিধবীণাপ্রবীণাঃ প্রবরগুণভাজাঃ । অয়ন্ত—

কেকৌষে বিরচিতশেখরঃ শিখণ্ডে, পুষ্পানঃ পরভূতমাত্রাকোরকেণ ।

আমন্তঃ প্রকৃতিত এব মেঘনীলঃ, স্ত্রীবেশস্তব নিকটে বসন্তুরাগঃ ॥

৫২ । সরীতি ষড়্জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদান্ স্বরান্ সপ্ত ঞ্জীতীর্ষাবিংশতিম্ ; সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী
দেবতৈব মাতঙ্গীনামী সতী প্রাহুরাসীদতি । কিম্বরলোকত ইব গানপ্রসিক্তিমবকল্যিহিতুনিব সা মাতঙ্গী হৃদেচ্ছয়া বহুত্বক-
ষারৈবেতি তদানীন্তনী প্রতীতিস্তাসাম্ ॥

৫৩ । সা মাতঙ্গী ভূয়সা আদরেণ দরেণ সঙ্কোচেন চ যন্তবতস্থে । বদাগ্রীর্ঘদানীং বাগ্মিনীনাং শ্রেষ্ঠাপি । গুণে
গানশিল্পময়ে কৃতমবধানং যদা তথাভূতা সতী আশু বিস্রস্তং বিশ্বাসং বধান কুৰ্বিত্যর্থঃ । সঙ্গীতশ্চ তল্লিগমস্ত গমকানাঞ্চ ;
যথা, সঙ্গীতশ্চ নিগমনঃ যতন্তেষাং গমকানাং যা চাতুরী তয়া তুরীয়া চতুর্থী মুখ্যা মুখ্যতরা-মুখ্যতমাতোহপ্যতিশ্রেষ্ঠা

সহচরগণ সঙ্গে সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রীদেবী মাতঙ্গীর আবির্ভাব :

৫২ । আরও, মাতঙ্গী নামক সঙ্গীতশাস্ত্র-কলাকৌশলাচার্যবর্ষ (সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী) নানাবিধ
বীণা বাজানোতে প্রবীণা সহচরীগণকে সঙ্গিনী করে বসন্তুরাগ ‘সারোগামাপাধানি’ সপ্তস্বর ও দ্বাবিংশতি
ঞতিকে মূর্ত করে তুলে স্ত্রীঃবশে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হলেন ।

৫৩ । সেই মাতঙ্গী আবির্ভূতা হয়ে ভূয়সী আদর ও সঙ্কোচের সহিত বরাজীদের শ্রেষ্ঠা
ফুল্লকমলমুখী বার্ষভানবীর সম্মুখে বাগ্মীশ্রেষ্ঠা হয়েও অতি প্রসন্নতার বশে অভিভূত হয়ে যদি চুপ করে
দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন বৃন্দা বললেন—‘অয়ি গুণময়ি রাধে ! শোন, সঙ্গীতশিল্পপ্রাচুর্যে কৃতাবধানা
রমণীদের মতো হয়ে আমার কথায় শীঘ্র বিশ্বাস স্থাপন করে নেও—এঁর নাম মাতঙ্গী, সঙ্গীত শাস্ত্রের
ও গমকের চাতুরীতে মুখ্যতম হতেও শ্রেষ্ঠা ইনি, এবং কিম্বরীগণের অধ্যাপিকা । পরমপূজনীয়া আর্ষা
তোমার এই জায়গান আনন্দের উৎস বসন্তোৎসব-কোঁতুকে কার না মন রঞ্জিত হয়ে উঠে এই জগতে ?
তাই রঞ্জিতমনা হয়ে ইনিও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন তোমার শ্রীতি
সম্পাদনের জন্ত । আর এই যাঁদের সঙ্গে দেখছ, এঁরা সব সহচরী, বিবিধবীণাপ্রবীণা, অতিশয় গুণী ।’

৫৪। অথ তং প্রতি প্রতিপন্নকৌতুকা কৃষ্ণাকারতয়ারতয়া দিদ্গ্ফয়ানন্দা সরসমুজ্জ্বলাপাঞ্ছনৈব
কিক্রিদীক্ষয়ামাস যদি বার্ষভানবী, নবীনপরিগৃহীতনারীবেষ: স চ বসন্তরাগোহস্তরাগোচরং কমপি
কৃতার্থভাবমাস্বনো মন্যতে স্ম ॥

৫৫। সা চ মাতঙ্গী মাতঙ্গীব ললিতগতিরাহ,—‘অবধেহি বধেহিভোগস্ত কুতুকিন: কৃষ্ণস্ত
দয়িতেহয়ি তে চরণপরিচরণপরিচরায় সমুপসসাদ—

সরিগমপধনীনাং মণ্ডলীয়ং স্বরাণাং, তব চরণসমীপে যোষিদাকারচাকুঃ।

শ্রুতিপরিষদপীয়ং বিংশতিযা দ্বিযুক্তা, নহি দধতি বিভক্তিং কিন্নরীণাং চ কণ্ঠে ॥’

৫৬। তদা তদাকলয্য রসবশতো বিশতো বিচিত্রভাবে গনসো মুদর্ধমুদর্ধচমংকারং কিমপি ললিতা

ইত্যর্থ:। আচার্যা চ কিন্নরীণামধ্যাপিকা চেত্যর্থ:। আৰ্য্যায়: পূজ্যায়ান্তত্ৰভবত্যা বসন্তোঃসবকৌতুকে ভবত্যুৎপত্ত্যামে,
অগ্রীয়াং শ্রেষ্ঠাম্। পরভূতং কোকিলম্ ॥

৫৪। আরতযেতি দিদ্গ্ফয়েত্যন্ত বিশেষণম্। অন্তরাগোচরমন্ত:করণানামপ্যবিষয়ম্ ॥

৫৫। ললিতা গতি: পাদবিজ্ঞাস: সঙ্গীতবিজ্ঞাসভেদশ্চ যন্তা: সা। হে কৃষ্ণস্ত দয়িতে প্রিয়ে রাধে! তন্ত কীদৃশস্ত ॥
অহিভোগস্ত কাযিনাগফণস্ত বধে নাট্যমিষেণ হিংসনে কুতুকিন:; “ভোগ: স্তখে স্ত্রাদিভূতাবহেচ্চ ফণকায়য়ো:”
ইত্যমর:। তেন তদ্ব্যিতস্তাং তবাপি নাট্যজ্ঞতা মহতীতি ভাব:। ‘অয়ি’ ইতি সম্বোধনে। তে তবেয়ং স্বরাণাং মণ্ডলী
সমুপসসাদ; তথেষং শ্রুতিপরিষদপি যা দ্বিযুক্তা বিংশতি: শ্রুতয়: কিন্নরীণাঞ্চ কিন্নরীণামপি কণ্ঠে বিভক্তিং বিভাগং
ন দধতি, ন প্রাপু বস্তীত্যর্থ: ॥

কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছে বিরচিত চূড়া ধারণে রমণীয়, ও নব কোমল আত্ম কোরক ধারণে
কোকিলপালক, স্বভাবতই অতিমত্ত ও মেঘনীল, স্ত্রীবেশে সজ্জিত এই যে তোমার নিকট ‘দাঁড়িয়ে, ইনি
বসন্তরাগ।

৫৪। অত:পর কৃষ্ণাকৃতি হওয়াতে বসন্তরাগের প্রতি প্রাপ্তকৌতুকা বার্ষভানবী অনুরাগময়ী
দর্শনেচ্ছায় অক্ষয়ানন্দযুক্তা বসন্তরাগকে যদি সরসভাবে বক্র কটাক্ষে কিক্রিৎ দেখে নিলেন তখন
নবীনপরিগৃহীত নারীবেশবিশিষ্ট সেও অন্ত:করণের অগোচরে নিজেকে কোনও কৃতার্থতাপ্রাপ্ত জন
বলে মনে করলেন।

মাতঙ্গী কতৃক স্বর ও শ্রুতির পরিচয় দান :

৫৫। হস্তিনীর মতো ললিতগতি ও সঙ্গীতবিজ্ঞাসভেদবিশিষ্টা সেই মাতঙ্গী বললেন—‘অয়ি
নাট্যচ্ছলে কালিয়নাগ-ফণের হিংসনে কৌতুকা কৃষ্ণদয়িতে! আপনার চরণসেবা-সংযোগ করার
জন্তু স্বরের এই ‘সারেগামাপাধানি’ মণ্ডলী, এবং কিন্নরীর কণ্ঠেও যারা বিভাগপ্রাপ্ত হয় না সেই
দ্বাবিংশ শ্রুতিপারিষদ সুন্দরী নারী আকারে আপনার চরণসমীপে উপস্থিত।

৫৬। এই কথা শুনে ললিতা রসের অধীন হয়ে বিচিত্র ভাবে প্রবিষ্ট চমংকারজনক মনে

ললিতাক্ষরমভায়ত,—‘অয়ি সঙ্গীতদেবি ! কিং ন ররাজ্জ কিল্লররাজবধুগণঃ কঠেন শ্রুতীর্বিভাজয়িতুম্ ?’
তাং প্রতি প্রতিজ্ঞাদ মাতঙ্গী—‘অয়ি,

কফাদিদৃষিতে কঠে তাসাং ব্যক্তির্ন জায়তে ।

অতো বীণাদ্বয়ং বক্ষ্যে চলং চাচলমেব চ ॥’

৫৭ । হে পরমে ! পরমেষ্ঠিনৈব চলাচলবীণে কৃতে ; চলবীণায়াং দ্বাবিংশতিরৈব শ্রুতয়ো নিবদ্ধাঃ,
অচলবীণায়াং সপ্তৈর স্বরাঃ । কিং বজ্রনা ? পশুস্ত্ব শূন্ত চ সন্দেহং সূর্যোপরীক্ষয়া পরীক্ষয়া, এতা
এতাকারশচতস্রঃ শব্দস্ত যড়জস্ত শ্রুতয়ঃ স্ত্রশ্রুতয়ঃ স্ত্রহর্ষিভাব্যাঃ কণ্ঠস্ত ॥’

৫৮ । ইতি চতুঃশ্রুতিভাস্বরং স্বরং যড়জ্জমালপন্ত্যাং তত্র তদধ্বনি ধ্বনিতা সা যড়জস্ত বনিতাকারা
তুহুরতুহুরম্যা স্বয়মেব । তস্ত চতস্রণাং শ্রুতীনাং সস্বভাগং কঠেন বিধাতুং ধাতুং চ সমারন্ধবত্যাং
সত্যাং সবিশেষং নৈকাপি তাসাং তনুঃ সম্বাদবতী বভূব ॥

৫৬ । মনসো মুদর্শগানন্দার্থম্ । কীদৃশস্ত ? বিচিত্রভাবে বিশতঃ প্রবিশত উদর্ঘঃ উৎকৃষ্টপ্রয়োজনকক্ষমংকারো
যত্র তদ্যথা শাস্তথা ; কিল্লররাজস্ত বধুগণঃ কঠেন শ্রুতীর্বিভাজয়িতুং কিং কথং ন ররাজ, ন রাজতে স্ব, ন সমর্থ ইত্যর্থঃ ।
তেন স্বেরাং তৎসামর্থ্যং জ্যোতিতম্ । তাসাং শ্রুতীনাং ॥

৫৭ । পশুস্ত্ব তত্রভবত্যঃ সর্বাণাং শ্রুতীনাংপরি অগ্রে ঈক্ষয়া দৃষ্টা এতাস্চতস্রঃ যড়জস্ত শ্রুতয়ঃ সন্দেহং শূন্ত
কিঞ্চ । কীদৃশস্ত ? একভাষাঃ শব্দবর্ণাঃ ; “শব্দলৈতাশ্চ কবুঁরে” ইত্যমরঃ । স্ত্রশ্রুতয়ঃ স্ত্রশ্রবাঃ ॥

৫৮ । অস্ত ‘এতাঃ’ ইত্যঙ্গুল্যা এব তং তাস্চ দর্শয়িতা আলপন্ত্যাং সত্যাং তত্রালাপে তদধ্বনি কণ্ঠবস্ত্র নি
যড়জস্ত তনুঃ স্বরপং স্বয়মেব ধ্বনিতা, নিজলক্ষণোপলক্ষে: সাপি ধ্বনতি স্মেত্যর্থঃ । বনিতাকারা স্ত্রীরাপা, ঘোষিদাকার-

আনন্দার্থ ললিতাক্ষরে এইরূপ বললেন—‘অয়ি সঙ্গীতদেবি ! কিল্লররাজ বধুগণ কঠের দ্বারা
রাগিণী-ভাজনে কেন-না উৎকর্ষের সহিত দীপ্তা হচ্ছেন । ললিতাকে লক্ষ্য করে মাতঙ্গী প্রত্যুত্তর
করলেন—‘অয়ি, কফাদি দৃষিত কঠে শ্রুতিগণের অভিব্যক্তি হয় না, অতএব বীণাদ্বয়ের কথা বলছি—
এক তো চল, অত্র অচল ॥’

৫৭ । হে সর্বমুখ্যে ! ব্রহ্মাই চল-অচল এই দু-বীণা করে দিলেন । চল বীণায় দ্বাবিংশ
শ্রুতি, আর অচল বীণায় সপ্তস্বর বেঁধে দিলেন । আর বেশী বলবার কি আছে ? পরমপূজনীয়া
আপনি একটু পরেই সকল শ্রুতির উপরে পরীক্ষামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন—এই যড়জ নামক স্বরের
বিচিত্র চারটি শ্রুতি সন্দেহ ক্ষীণ করে দিবে । এগুলি শুনে অতি সুন্দর হলেও কঠের পক্ষে একেবারেই
ভাবনার অতীত ॥’

৫৮ । এইরূপ বলে মাতঙ্গী শ্রুতি চতুষ্ঠয়ে দীপ্ত স্বরকে যড়জে আলাপ করতে আরম্ভ
করলেন—সেই কণ্ঠবর্তী যড়জের মদন সম রম্যা বহিস্থ স্ত্রীমূর্তি নিজে নিজেই ধ্বনিত হয়ে উঠল ।
কিন্তু সেই স্বরের শ্রুতি-চতুষ্ঠয় নিজ নিজ ভাগকে যত্নের সহিত কঠে ভাগ করতে ও ধারণ করতে

৫৯ । যদা তু সা সঙ্গীতপ্রবীণা বীণায়াং চলায়ামেব ষড়্‌জস্ত চতস্রঃ ঋতীর্থার্থবিক্রমেণ ক্রমেণ তস্ত্রীষু বাদয়ামাস, তদা দয়ামাসত দাক্ষিণ্যেনৈব তাঃ ঋতয়ঃ ঋতয় ইব যতো যথার্থবাদিস্ত এবামন ॥

৬০ । এবং সতি চমৎকারকারণে তস্মিন্ সঙ্গীতবিজ্ঞাবিনোদে সঙ্গীতবিজ্ঞা বিনোদেন কাপি রাধায়াঃ সহচরী চরীকরীতি স্য পরিহাসমিব—‘অয়ি সঙ্গীতদেবতে । তদেব তে পরমকৌশলম্, যদয়মেকঃ স্বরো বিকস্বরোহবিকলশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য তস্ত্রীষু বিশকলিতঃ কলিতঃ, নৈকাপি ঋতির্নিষাদস্পর্শিনী, ন কাপি ঋষভস্পর্শিনী । কিন্তু স্বরপরিচয়ঃ স্বরপরিচয়বতাং দুর্লভ এব । অপি হ্রিয়মস্তা বার্ষভানব্যা নব্যা কাপি সখী মূললিতা ললিতা নাম কণ্ঠেনৈব বিভাজয়িতুং সমর্থ্য ভবতি । ভবতি চেৎ কুতুকং তদাদিশ দিশমসৌ দর্শয়তু স্বকৌশলস্ত লস্তমানতায়্যাঃ ॥

চাকুরিত্তাপক্রান্তত্যাং । ততশ্চ তস্ত্রীষু ষড়্‌জস্ত চতস্রাং ঋতীনাং স্বং স্বং ভাগং কণ্ঠেনৈব ভাগং ভাগযুক্তং বিভাজ্য কতুং ধাতুং ধতুং সমাগারকবত্যাং সত্যং তাসাং ঋতীনামেকাপি তদ্বরেকমপি স্বরূপং সবিশেষং যথা স্ত্রাজ্ঞা ন সংবাদবতী বভূব, নিজলক্ষণানুপলব্ধেনানুধ্বনতি স্মেতার্থঃ । তেন কণ্ঠে স্বরা এবোৎপত্তাস্তে, ন ঋতয় ইতি দর্শিতম্ ॥

৫৯ । দয়ামাসত স্বরূপোপলব্ধাদনুধ্বননেন দয়ামকূর্ণয়িতার্থঃ । “স্বয়ঃ সঙ্গমাসত” ইতিবৎ । যদা, দয়াং প্রতি আসত কতুং স্থিত্য ইত্যর্থঃ । ঋতয় ইব বেদা ইব, যতো যাং বীণাং প্রাপ্য ॥

৬০ । সঙ্গীতবিজ্ঞেতি কর্তৃপদম্, বিনোদেন বিশিষ্টনোদেন প্রেরণয়েত্যর্থঃ । সঙ্কল্পমুক্তিঃ প্রেরণশাস্ত্রালঙ্কিতত্ব-বোধিকা । পরিহাসমিতি সৌহার্দসূচনর্থম্, ইবেতি পরাভবদানে তাৎপর্য্যং । এক স্বরঃ ষড়্‌জাখ্যাঃ, চতুর্ধেতি চতস্রাং

আরম্ভ করলে তাদের বহিস্ত্র একটি মূর্তিও সবিশেষ ভাবে অনুধ্বনিত (আলাপাচারী) হল না—নিজ নিজ লক্ষণ বুঝতে না পেরে ।

৫৯ । কিন্তু যখন সঙ্গীতপ্রবীণা মাতঙ্গী চল বীণার তস্ত্রীতে ষড়্‌জের ঋতিচতুষ্টয় যথার্থ বিক্রমে ক্রমানুসারে বাজাতে লাগলেন, তখন স্বরূপ উপলব্ধি হেতু সেই মূর্তিমতী ঋতিসকল অনুকূলভাবে ঐ বীণার প্রতিধ্বনিদ্বারা দয়া করতে লাগলেন । কারণ বীণা তস্ত্রীতে সেই ঋতিসকল তো বেদের মতো যথার্থ বাদিনী হয়ে উঠল ।

সখী কতুক অবহেলিতা মাতঙ্গীকে রাধার সম্মান :

৬০ । এইরূপে সঙ্গীতবিজ্ঞার এই বিহার চমৎকারের কারণ হয়ে উঠলে সঙ্গীতবিজ্ঞা নামক রাধার কোনও এক সখী বিশেষ প্রেরণাবশতঃ উপহাসের ভঙ্গীতে কথা উঠালেন—‘অয়ি সঙ্গীতদেবী এ আপনার পরমকৌশলই বটে যে আপনি এক স্পষ্ট স্বরকে অবিকল চার ভাগে ভাগ করে বীণার তারে উঠালেন । কোনও একটি ঋতিও না-নিষাদ স্বরকে স্পর্শ করল, না-কোনও একটি ঋষভ স্বরকে স্পর্শ করল । কিন্তু স্বরপরিচয় মানুষের পক্ষে দুর্লভই বটে । তা হলেও ললিতা নামক ঐ বার্ষভানবীর কোনও এক নবীনা সখী আছে, সে কণ্ঠেই স্বরকে বিভাগ করে আলাপ করতে সমর্থ ।

৬১ । কস্ম স্বরস্ম কাঃ ক্রতয় ইত্যপরিচিতানামপি চিত্তানামপি চৈকত্র সর্বাসামাসামাসাধারণ্যৈব
দ্বাবিংশতিক এব গণঃ পরিচায়িতুং শক্যঃ কঠোন্নীতক্রতিপ্রতিক্রতিপ্রতিপত্ত্যা' ইতি । এবং সতি
বনদেবতাস্তামুচুঃ—‘অয়ি সঙ্গীতবিদে ! সঙ্গীতবিদ্যেয়মনয়া দেব্যা চতুর্মুখমুখনির্গতৈব ব্যাখ্যাতা,
খ্যাতা চেয়ং বো বিরিকপ্রপঞ্চত এব হি বহিরিতি তদুভয়মেব নিরবচ্ছম ॥’

৬২ । অথ মাতঙ্গীস্তোভজনিতবাধা রাধাহরালীকৃতচিল্লীলতা চিল্লীলতাপরমা পরমাপ যদি খেদম্,
তদা স্বয়মুবাচ বাচম্,—‘অযথামতিকে সঙ্গীতবিদ্যে ভবতী নিজগাদ যদশক্যং দেবতানাং তানাং শকরণং
ক্রতীনাং ক্রতীনাং ভিন্নার্থকরণমিতি তং কিং মানবানাং নবানাং প্রযত্নসাধ্যম্ ? তদলীকবাদিনি !
বিরম, রময়্যাপি নৈতং কৰ্ত্তুং শক্যতে, কিং পুনর্ললিতয়া, তদয়ি দয়িতসঙ্গীতে । সঙ্গীতেন তোষয়িতু-
মর্হতি তত্রভবতী ভবতী স্বাধীনবনদেবতাবৃন্দাং বৃন্দাম্ ॥’

ক্রতীনাং প্রত্যেকং যোগাদবিশকলিতোৎখণ্ডিতঃ কলিতো নিদিষ্ট উদ্গীতো বা । স্বরাণাং পরিচয়ঃ । স্বঃ স্বর্গেঃ পরিচয়-
বতাং মর্ত্যানাং মিত্যর্থঃ । অজ যগী স্বরসম্বন্ধাপেক্ষয়া । তদা আদিশ আজ্ঞাপয়, স্বকোশলস্ত যা লগ্নমানতা তস্তা দিশ-
মসৌ ললিতা দর্শয়তু । আদিশেতি গৌরবপ্রদানং স্বেযাং শালীনতা-বাজ্ঞনায় ॥

৬১ । সৈব কীদৃশী দিগিত্যপেক্ষায়ামাহ—একত্র স্বরে চিত্তানাং ছন্নানাসপ্যাসাং ক্রতীনাং সাধারণ্যেনৈব,
অসাধারণানাং ভাব অসাধারণাং তেনৈব ॥

৬২ । মাতঙ্গ্যাঃ স্তোভেন মানদ-স্বাভাব্যাং কারুণ্যেন জনিতা বাধা পীড়া যন্তাঃ সা, স্বসখীং সঙ্গীতবিদ্যাং
প্রত্যয়ালীকৃত্য কুটিলীকৃত্য চিল্লীলতা যয়া সা, চিল্লীলতা চিম্ময়লীলত্বং তেন পরমা সর্বসুখদেতার্থঃ । হে অযথামতিকে ।
মিথ্যাবুদ্ধিকে ! দেবতানামপি যদশক্যং ক্রতীনাং তানৈঃ কঠোলাপিরেবাঃ শকরণং ভাগকরণম্ । দয়িতং সঙ্গীতং যন্তা
হে তথাভূতে মাতঙ্গি ! তব সঙ্গীতং সমাভিরোচকমিতি সম্মানপ্রয়োজনকো ভাবঃ ॥

আপনার যদি কোঁতুহল হয় তবে আজ্ঞা করুন নিজ কোঁশল-বিলাসের দিগ্‌দর্শন করাক ললিতা ।

৬১ । কোন স্বরের কি ক্রতি তা অপরিচিত হলেও, ও স্বরে উহা একত্র ছন্নভাবে থাকলে ও
এই সকল ক্রতির ‘তীব্রাদি’ দ্বাবিংশতি গণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে সমর্থ
ললিতা—কণ্ঠে উন্নীত ক্রতির প্রতিধ্বনি জ্ঞানের দ্বারা । এইরূপ কথাবার্তা চলতে থাকলে বনদেবী
তাকে বললেন—‘অয়ি সঙ্গীতবিদে, এই মাতঙ্গীদেবী যে গানবিদ্যা ব্যাখ্যা করলেন তা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত,
আর এই তুমি যা বললে এ ব্রহ্মার প্রপঞ্চের বাইরে প্রসিদ্ধ, তাই এ-উভয়ই নিরবচ্ছম ।

৬২ । মাতঙ্গীর অবজ্ঞা জনিত আঘাতে চিম্ময় লীলায় সুখদা রাধা যদি পরম খেদ প্রাপ্ত হলেন,
তখন ক্রলতা কুটিল করে স্বয়ং এরূপ বলতে লাগলেন—হে মিথ্যা বুদ্ধিকে সঙ্গীতবিদে ! ভাল
বললে তো, দেবতাগণেরও যা অশক্য সেই ক্রতিকে ভাগকরণ, ও বৈদিক ক্রতির ভিন্ন ভিন্ন অর্থকরণ
কার্য অর্বাচীন মানুষের চেষ্টাসাধ্য হয়ে যাবে ? অহো, তাই বলছি হে মিথ্যাবাদিনি ! থাম, স্বয়ং
লক্ষ্মীও এ করতে পারে না, ললিতার কা-কথা । অতএব অয়ি প্রিয়সঙ্গীতালপি মাতঙ্গীদেবি !

৬৩। বৃন্দাহ,—‘ন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণো নবসন্তং বসন্তং গায়ন্তিহ বিহরতি রতিমান্, ন তাবদ্বসন্তো গেয়স্তদপরোহপরোক্ষাক্রিয়তাং রাগো রাগোদয়েন’ ইতি রসাক্ষিবেলাবলীবেলাবলীরাগো গাতুমারভ্যত তয়া ততয়া কোঁতুকেন কেনচিদেব দেবতয়া মাতঙ্গ্যা ॥

৬৪। তদনু তদনুগানকারিণীনাং গণো বিপক্ষীপক্ষীভূতাসু মহতীমহতীত্রকবিলাসিকালাসিকান্ত-কচ্ছপীকচ্ছপীবরস্বরমগুলিকাসু বীণাসু প্রবীণাসু প্রপঞ্চয়ামাস রঞ্জিতশ্রুতি শ্রুতিজাতং পঞ্চবিধমপ্যেকমিব। তাসাং তথাবিধস্বরসমুৎকর্ষকর্ষতন্ত্রীসমুদগতো মুদগতোৎকর্ষকারী কা রীতীঃ প্রমোদন্ত ন জনয়ামাস স কিল নিনাদঃ ॥

৬৫। এবং চ তত্রাবহিতাসু হি তাসু রাধাপ্রভৃতিষু বৃন্দাদিষু বনদেবতাসু তাসু চ দূরাদেব দেব-

৬৩। নবশ্যাসৌ সংশ্চেতি স তথা তন্ম, রসাক্ষিবেলাবলী জলরাশিতুল্যঃ “বেলা স্ত্রীতীরনীরয়োঃ” ইত্যমরঃ; বেলাবলীরাগো ‘বিলাবল’ ইতি পাশ্চাত্যোষু খ্যাতঃ; তয়া মাতঙ্গ্যা গাতুমারভ্যত। কীদৃশা? কেনচিদেব কোঁতুকেনা-ততয়া পরিপূর্ণয়া ॥

৬৪। তদনু তদনুস্বরং তন্তা মাতঙ্গ্যা অনুগানকারিণীনাং গণো বিপক্ষ্যা পক্ষীভূতাসু বিস্তৃতাভূতাসু মহত্যাदिषু বীণাসু বীণাপাঞ্চবিধ্যাং পঞ্চবিধমপি শ্রুতিজাতমেকমিব প্রপঞ্চয়ামাস। রঞ্জিতে শ্রুতী কর্ণে যেন তদ্যথা স্ত্রীতথা, মহতী মহে চ উৎসবে তীত্রা কবিলাসিকা চ লাসিনী কাস্তা কচ্ছপী চ, কচ্ছঃ শিবরো যন্তাঃ সা স্বরমগুলিকা চ তান্তথা তাসু। স নিনাদঃ প্রমোদন্তানন্দন্ত কা রীতীর জনয়ামাস? অপি তু সর্বা এব। কীদৃশঃ? তথাবিধে স্বরে সম্যকুৎকর্ষা যন্ত সঃ, কর্ষন্ত তন্ত্রী চ তাভ্যাং সমুদগতঃ সমুথিতো মুদগতমানন্দনিষ্টমুৎকর্ষঃ কর্ষুং শীলমন্তসঃ ॥

হে পরমপূজনীয়ে! স্বচ্ছন্দাচারিণী বনদেবতাবৃন্দের এবং বৃন্দাদেবীর আনন্দ বিধান করতে আজ্ঞা হউক।

মাতঙ্গী প্রমুখার নানারাগালাপ :

৬৩। বৃন্দা বললেন—‘যতক্ষণ না রতিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এক নব ধারায় মানাজ্ঞভাবে বসন্তরাগ গাইতে গাইতে এখানে বিহার করছেন, ততক্ষণ বসন্তরাগ গাওয়া উচিত হবে না। তাই বলছি রাগালাপে অপর কোনও রাগকে মূর্তিমন্ত করে তুলতে আজ্ঞা হউক। এক্রূপ অনুরোধে রসমাগরের জলরাশিতুল্য ‘বেলাবেলী’ রাগ গাইতে আরম্ভ করলেন সেই দেবী মাতঙ্গী কোনও কোঁতুকে পরিপূর্ণ হয়ে।

৬৪। অতঃপর বিস্তৃতাভূতা ও উৎসবে তীত্রা ‘মহতী’, বিলাসশোভন ‘কবিলাসিকা’, ‘কচ্ছপী’, সজ্জল পুষ্ট ‘স্বরমগুলিকা’ এই চার বীণায় পঞ্চশ্রুতি জাত হলেও এক তানতায় কর্ণরসায়ণ একই শ্রুতি যেন বিস্তারিত করলেন সহকারীগায়িকাগণ বিপক্ষীকাদ্বারা। তথাবিধ স্বরে সম্যক্ উৎকর্ষায়ুক্ত, কর্ষ ও বীণা তারে সমুথিত, আনন্দনিষ্ঠ উৎকর্ষ সম্পাদনের স্বভাববিশিষ্ট সেই নিনাদ আনন্দের কোন্ গতি-না জগ্মাল।

লোকস্র চমৎকারকারী কশ্চন—

বীণা-বেণু মৃদঙ্গ-কাংস্র-পণবৈঃ প্রত্যেকসন্দর্শনা-

দেব ব্যক্ততমৈঃ সমানমুখরৈরুদ্বাস্ত একঃ স্বনঃ ।

আমোদী সমভাগপিষ্ঠ ইব নো ভেদক্ষমঃ কর্ণয়োঃ

সর্বাঙ্গীণকযক্ষকর্দম ইবানন্দৈককন্দোহভবং ॥

৬৬ । তন্নিশমনেন শমনেন কর্ণয়োঃ কলয়তা লয়-তালাদিযুতেহপি মাতঙ্গীসঙ্গীতরসেহপি তাঃ সাবহেলা হেলালোলমানসা যুগ্য ইব সমুৎকর্ণাঃ কর্ণায়তলোচনা লোচনাঞ্চলচঞ্চলচটুলতয়া পরিতঃ পরিপশ্যন্তি স্ম ॥

৬৭ । ততস্তত্রৈবাক্ষনি ধ্বনিতেন বসন্তরাগেণাতুরাগেণায়মপি মূর্ত্তো যোষিদাকারতো রতো বসন্ত-রাগো ধ্বনতি স্ম ॥

৬৮ । ততশ্চ তেনানুমিতামিতানন্দনন্দকিশোরবসন্তোৎসবগমনমনহুভূতভূতলপ্রমোদং নির্ণীয়

৬৫ । তত্র নিনাদেহবহিতাস্র কৃতাবধানাস্র । বীণাদিভিমিলিতা এক এব স্বন আনন্দৈককন্দঃ স্রুথৈকমূলোহভবং । কীদৃশৈঃ ? প্রত্যেকম্ ‘ইয়ং বীণা, অয়ং বেণুরয়ং মৃদঙ্গঃ’ ইত্যেবং দর্শনাদেব ব্যক্ততমৈঃ, শ্রবণাস্র বিভক্তমশক্যৈরিতিার্থঃ । আমোদী ব্যাপকঃ সর্বাঙ্গীণং সর্বাঙ্গব্যাপি কং স্রুথং যতস্তাদৃশো যক্ষকর্দম ইব, (পাং ৫২৭) “তৎসর্বাদেঃ” ইত্যাদিনা ধঃ । “কুঙ্কমাগুরু-কন্তুরী-কর্পূরং চন্দনং তথা । মহাসুগন্ধিরিত্যুক্তো নামতো যক্ষকর্দমঃ ॥” ইতি ধন্বন্তরিঃ ॥

৬৬ । তন্নিশমনেন তচ্ছবণেন হেতুনা । কীদৃশেন ? কর্ণয়োঃ শং স্রুথমনেন স্বনেন কলয়তা কুর্বতা সাবহেলাঃ সাবজ্ঞাঃ, হেলা ভাববিশেষস্তয়া লোলমানসাঃ । লোচনাঞ্চলানাং চঞ্চল-চটুলতয়া চঞ্চলতয়া চটুলতয়া চেত্যর্থঃ ; “চটুলঃ স্রন্দরে চলে” ইতি ধরণিঃ ॥

৬৭ । অন্তরাগেণ তন্মধ্যগেন ॥

৬৫ । এইরূপে শ্রীরাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বন্দাদিদেবীগণ এবং বনদেবীগণ যখন মাতঙ্গীর সেই গান মন দিয়ে শুনছিলেন তখন—সমান মুখর বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কাংস্র-পণব মার প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শনে অতি স্পষ্ট হলেও শ্রবণে অস্পষ্ট তার দ্বারা বসিত, দেবলোকেরও চমৎকারকারী, পৃথকীকরণে কর্ণের অভেদ এক অনির্বচনীয় শব্দবাক্সার দূর থেকে ভেসে এল যা সর্বাঙ্গব্যাপি সুখদায়ী যক্ষকর্দমের মতো স্রুথৈকমূল হল একতানতায় ।

৬৬ । কর্ণের সুখদায়ক সেই শব্দবাক্সার শ্রবণ হেতু মাতঙ্গীর সঙ্গীতরস লয়-তালাদিযুক্ত হলেও অবহেলা করে আকর্ণবিস্তৃত-নয়না তাঁরা শৃঙ্গারসূচক ভাবে লোলমানা হয়ে যুগীর মতো কান খাড়া করে চঞ্চল চটুল নয়ন কোণে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ।

সখাগণ সঙ্গে হোলীরঙ্গে কৃষ্ণের আগমন :

৬৭ । অতঃপর সেইখানে পথের মাঝখানে বসন্তরাগ ধ্বনিত হতে থাকলে রাধার দলের এই মূর্ত্ত শ্রীবেশিনী বসন্তরাগ শ্রীত হয়ে ধ্বনি করতে লাগল ।

বনদেবতা নিভাল্য ভালাবগাঢ়গাঢ়মাধুর্যধুর্যাতনবো নবোল্লাসেনারাদালোক্য কৃষ্ণং নির্বর্ণয়ন্তি স্ম,—‘অয়ি বার্ষভানবি! ন বিনা কৃষ্ণোৎসবনৈনাদৃশো দৃশোরানন্দঃ সম্পাদ্যতেহুততে তে। স এষ হৃদয়াধীশো ধীশোভিনাহিভিনায়কেন কেনচিদানন্দগুরুণা গুরুণা সুরভিকালাগমেন সম্পাদিত-সমুল্লাসো মুল্লাসোচিত-বেশভূষঃ সমধুমদমদনঃ সহ সহচরগণেন ভগণেন ভগবানিন্দুরিব সম্পাদ্যমান-বসন্তোৎসবঃ। সবহুতর-খেলনসামগ্রীকমগ্রীকরণায়েব পরমপ্রমোদস্তা সুসজ্জাহসুসজ্জাযায় যোষণাময়ময়মুজ্জীহীতে হী তে সৌভাগ্যসম্পদো মহিমা হি মাদৃশা কিং বর্ণনীয়ঃ ॥

৬৯। পশ্য পশ্য,—

একেনৈব শিখণ্ডকেন চলতা রোলম্বসস্তাষিণা

পুন্নাগস্তবকেন চারুণরজঃপূরেণ চালঙ্কৃতম্।

তির্য্যাক্তাসবিশেষশোভমলিক প্রাত্যাবলম্বালসং

শুভ্রাষ্ণীবগনীষতুজ্জলমতিল্লক্ষং শিরস্তাদধং ॥

৬৮। নানুভূতো ভূতলে প্রমোদো যশ্চ তৎ। বনদেবতাভিরেব নিভাল্যা নিভালয়িতুং শক্যা যা ভালী শোভা-শ্রেণী তয়াইবগাঢ়ং কৃতাবগাহং গাঢ়ং নিবিড়ং যন্মাধুর্যং তশ্চ ধুর্যাতনবো যাসাং ভাঃ। অত্ তে তব স এব হৃদয়াধীশঃ। কীদৃশঃ? সুরভিকালাগমেন সম্পাদিত-সম্যগুল্লাসঃ। তেন কীদৃশেন? ধিয়ং শোভয়িতুং শীলং যশ্চ তেনাভিনায়কে-নাভিনয়কত্রা বিদগ্ধনটেনেত্যর্থঃ। আনন্দ এব গুরুরূপাধ্যায়ন্তেন সহ বর্তমানেনেত্যর্থঃ। স্বয়মপি গুরুণা শ্রেষ্ঠেন মুল্লাসে আনন্দপ্রকাশশুদ্ধচিতবেষভূষঃ। মধুনা বসন্তেন মদো যশ্চ স চার্সো মদনশ্চেতি তেন সহ বর্তমানো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ; “ভগং শ্রীকামগাহাত্ম্য-” ইত্যমরঃ। সবহুতরেতি ক্রিয়াবিশেষণম্। পরম-প্রমোদস্তাশ্রীকরণায় প্রধানীকরণার্থম্, তেনাপি কিং ফলমত আহ—যোষণাং স্বীণামস্তভিঃ প্রাণৈঃ সজ্জায়া যা উত্তমা সেবা তদর্থং যোষা স্বপ্রাণানহি প্রদায় মাং সেবস্তামিতোবমর্থমিত্যর্থঃ। অয়ময়মিতি হর্ষণে দ্বিত্বম্। হী বিন্ময়ে, তে তব ॥

৬৮। অতঃপর সেই ধ্বনি দ্বারা অনুমিত হল অমিতানন্দস্বরূপ নন্দকিশোরের ভূতলে অননুভূত-প্রমোদজনক বসন্তোৎসবের আগমন হয়েছে—এরূপ নির্ণয় করে বনদেবতাদেরও চেয়ে দেখবার মতো শোভায় নিমজ্জিত, নিবিড় মাধুর্যশ্রেষ্ঠ তনু গেপীগণ নবোল্লাসের সহিত দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখে অভিনিবেশের সহিত বলতে লাগলেন—‘অয়ি বার্ষভানবী, কৃষ্ণোৎসব বিনা তোমার নয়নে এতাদৃশ আনন্দের বিকাশ আজ হতে পারে না। হাঁ, সেই হৃদয়াধীশ কৃষ্ণই বটে। আনন্দরূপ গুরু সহ বর্তমান বিদগ্ধনটস্বরূপ ভাবী বসন্তকালের দ্বারা সম্পাদিত উল্লাসে ভরপুর, আনন্দ প্রকাশোচিত বেশভূষায় সজ্জিত, মূর্ত বসন্তোৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর খেলনসামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে বসন্তের আগমনে গর্বিত মদন ও সখাগণ সহ ঐ যে ঐ যে তারকা-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো অতি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাচ্ছেন—পরমানন্দ ছল্লোড়কে প্রধানরূপে তুলে ধরতে এবং প্রিয়াগণের প্রাণের সেবা গ্রহণ করতে। অহো রাধে, তোমার সৌভাগ্যসম্পদ-মহিমার কথা মাদৃশ জন কতটুকু বলতে পারে।

৬৯। দেখ দেখ,—ভ্রমরবন্ধুত-কম্পমান একটি মাত্র ময়ূর পুচ্ছে, স্তবকে, অরুণ আবির্বে

৭০ । কিঞ্চ, বল্লদন্তমণীন্দ্রকুণ্ডলধুরা দীর্ঘীকৃতচ্ছিত্রয়ো-
বিন্ধতৎক্ষণভূগৃহতমুকুলং শ্রীকর্ণযোরেকতঃ ।
গণ্ডে তৎপ্রতিবিস্তভাজি মধুরাং কাঞ্চিস্বিষো মঞ্জরীং
গ্রীবাসীম্নি বিলাসবদ্ধচিকুরস্তোমেহতিমুক্তভঙ্গম্ ॥

৭১ । কিঞ্চ, লীলাঙ্গীকৃতপীতকঞ্চকপরিপ্রোদকিতালঙ্কৃতি-
শ্চঞ্চৎকাঞ্চিতটীনটীং মণিময়ীং কর্পূরধানীং দধৎ ।
দোলৎসারসনাগ্রচুষ্মন-লসজ্জজ্বাতলঃ কিঙ্কিণী-
রত্নোদ্যদ্যটিকঃ পদাশুজলসচ্ছিজ্ঞানমঞ্জীরকঃ ॥

৭২ । অপি চ— বেণুং বামকরেণ দক্ষিণকরেণান্দোলয়ন্ কন্দুকং
সৈন্দুরং ন বিদূরয়ন্ বদনতো রাগং বসন্তাভিধম্ ।
উদগীতে শুবলাদিভিঃ প্রিয়সখৈঃ শ্রীমূর্দানিধুননে-
নাম্বাদং প্রথয়ন্মদালসলসদঘূর্ণায়মানেক্ষণঃ ॥

৬৯ । বোলবসন্তাষিণা ভ্রমরবন্ধারবতা অনীষহৃজ্জলমিত্যগ্রভাগেহরুণচূর্ণধূঁসরিতত্বাং ॥

৭০ । ‘চূতমুকুলম্’ ইত্যল্লীলঙ্গমক্ষরপরিবৃত্তা পাঠাৎ সোঢ়বাম্ । “মুকুলিতপ্লকিতচূতে”, “মুকুলপ্রসূতিশ্চূতানাং
সখি শিখরিণীযম্” ইত্যাদি মহাকবি-প্রয়োগাৎ । অতিমুক্তভঙ্গং মাধবীপুষ্পমালাম্ ॥

৭১ । চঞ্চল্যং কাঞ্চীতট্যাং নটীং চঞ্চলাং দোলতা সারসনস্তাগ্রেণ লব্ধমানপটুম্ব্রজন্তবকেন চুষ্মনাল্লসদ্বিরাজমানং
জজ্বাতলং যন্ত সঃ ॥

৭২ । সৈন্দুরমরুণচূর্ণকল্লিতম্ ; “সিন্দুরং রক্তচূর্ণকে” ইতি মেদিনী ॥

অলঙ্কৃত হয়েছে আছে, আর তেরছা করে স্থাপনে বিশেষ শোভন - ললাটপ্রাস্ত অবলম্বনে আলস - অরুণ
আবিরে কিঞ্চিং উজ্জল-সূক্ষ্ম-শুভ্র উষ্ণীয় শীরে ধারণ করে আছে ।

৭০ । চঞ্চল মনোহর মণীন্দ্রকুণ্ডলভারে দীর্ঘীকৃত ছিত্রবিশিষ্ট কু-কর্ণের একটিতে ধারণ করা
রয়েছে সত্ত ভঙ্গা আশ্রমুকুল, গণ্ডে তৎপ্রতিবিস্তভাজি-কাহিতে মধুর - কোনও অনির্বচনীয় মঞ্জরী,
আর গ্রীবাসীমায় বিলাসে বদ্ধ চিকুরনিকরে মাধবীপুষ্প মালা ধারণ করা রয়েছে ।

৭১ । আরও, লীলায় অঙ্গীকৃত হয়েছে পীতপরিচ্ছদ, সজ্জিত দেখা যাচ্ছে অতি উজ্জল
অলঙ্কারে, চঞ্চল ঘটিমেখলা তটে নটনশীল মণিময়ী কর্পূরপাত্র ধরা রয়েছে, ঘটিমেখলার পটুম্ব্রজন্তবকের
দ্বারা চুষ্মন হেতু বিলসিত জজ্বাতলযুক্ত কটিতটে শোভা পাচ্ছে উজ্জল রত্নে খচিত ঘটিমেখলা, আর
পাদাশুজে লীলায় রুণবুণু রুণবুণু বাচছে হুপূর ।

৭২ । বাম করে বেণু ধরে দক্ষিণ করে অরুণ আবিব বল আন্দোলিত করতে করতে, বদন থেকে
বসন্তরাগ ছেলে না দিয়ে, শুবলাদি প্রিয়সখাগণের দ্বারা উদগীত ঐ রাগের তালে তালে শ্রীমন্তক
তুলিয়ে আশ্বাদন করতে করতে মদালসে বিলসিত ঘূর্ণায়মান নয়ন শ্রীকৃষ্ণ ঐ তো শোভা পাচ্ছে ।

- ৭৩। অপরঞ্চ— পার্শ্বরয়ে প্রিয়সখদয়দীয়মানং, তাষুলিকাদলপুটং পুরট-প্রকাশি।
স্নিগ্ধেন শোণরদনচ্ছদনদ্বয়েন, লীলাক্রমাত্তভয়তঃ কুতুকেন গৃহ্নন্ ॥
- ৭৪। অপরঞ্চ— উদ্ধৃনিতৈস্তত ইতঃ পটবাসপূরৈ-বালাকুণাকৃতিভিরুদ্ধটগন্ধবদ্বিঃ।
অত্যন্তলাঘবতয়া নভসি ভ্রমন্তি-রপ্রাপ্তমৌলিতিলকালকপক্ষ্মসম্মাঃ ॥
- ৭৫। অপি চ— গায়ন্তো মুহূচ্চরৌ দ্বিপাদিকং ত্র্যামৈশ্চিভিঃ সপ্তভি-
নির্মিশ্রশ্রুতিভিঃ স্বরৈরুপচিতে রাগে বসন্তাভিধে।
অত্রোত্রং কুতুকেন কেনচিদমী ব্রন্তো মুহুঃ কন্দুকৈঃ
সিন্দুরৈরভিতোহভিতঃ সহচরাঃ খেলন্তি নৃত্যন্তি চ ॥
- ৭৬। তদা তদাকলিতং ললিতং লসন্তুরমেতদতিরুচিরং রুচিকরং জাতমচেতনানামপি যদিমং বিলাস-
লালসং লসন্তুমালোক্য বনলতা অপ্যনেকবিধং ভাবমাবিকুবন্তি ॥
- ৭৭। পশ্যত পশ্যত,—

৭৩। পুরটপ্রকাশি কনকবৎ প্রকাশধারি ॥

৭৪। পটবাসপূরৈর্বসন্তুখেলার্চুপটলৈর্বালাকুণাকৃতিভিরুদ্ধটগন্ধবদ্বৈর্ণেরত্যন্তং লাঘবং ঘেবাং তেবাং ভাবস্তত্তা
তয়া।

৭৫। ত্রিভির্ত্র্যামৈঃ ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধার্যৈর্বাণির্মিশ্রাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যেকমেব ঘেবাং তৈঃ স্বরৈঃ সরিগমপধনিভিঃ।

৭৬। তদগানমাকলিতং শ্রুতং সদচেতনানামপি রুচিকরং জাতম ॥

৭৩। আরও, পার্শ্বরয়ে প্রিয়সখাদ্বয়ের দ্বারা দীয়মান স্বর্ণোজ্জ্বল পানের খিলি স্নিগ্ধ অরুণ ওষ্ঠদ্বয়ে
লীলাক্রমে উভয় দিকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করতে করতে শোভা পাচ্ছে।

৭৪। এদিক-ওদিক উর্ধ্ব নির্মিশ্র-বালাকুণ উদ্ধটগন্ধা হোলির আবিররাশি অত্যন্ত হালকা হওয়াতে
আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, চূড়া-তিলক-অলক-পক্ষ্মশোভা স্পর্শ করতে পারছে না।

৭৫। আরও ত্রীকুণ্ডলের সখাগণ বসন্তের গান মুহূচ্চরী ও দ্বিপাদিকা (দুচরণের গান) গাইতে থাকলে
আকাশ ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধার্য ত্রিগ্রামের দ্বারা ও অমিশ্রা শ্রুতি সম্পন্ন সারেগামাদি সপ্ত স্বরের দ্বারা
বসন্তাখ্য রাগ যদি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তখন তাঁরা কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকে পরস্পরে অরুণ আবির-বলের
দ্বারা মুহুমুহু আঘাত করতে করতে চতুর্দিকে খেলছিল ও নৃত্য করছিল।

হোলীখেলা দর্শনে বনলতাগণের আনন্দ মত্ততা :

৭৬। তখন ললিত অতি বিলসিত অতি রুচির সেই গান শ্রবণে যদি অচেতনদেরও রুচি জাত হল,
তখন সেই বিলাস লালস বিহার দেখে বনলতাগণও নামাবিধ ভাব প্রকাশ করতে লাগল।

৭৭। দেখ দেখ,—

- ৭৭ । আমন্দচন্দনসমীরগুরুপদেশাৎ, প্রত্যগ্রপল্লবকরাভিনয়ং দধত্যঃ ।
গীতেন ভৃঙ্গমিথুনপ্রকরশ্চ বল্যঃ, কৃষ্ণাবলোকনমুদা সরসং নটন্তি ॥
- ৭৮ । তত্রৈব কাচিং— সন্ত্রাসং নবদলপাণিকম্পনেন, প্রোৎসাহং কুসুমময়েন সুস্মিতেন ।
রোষণং চ ভ্রমরঘটাকটাক্ষপাতৈঃ, রাসম্নে মধুমথনে করোতি বল্লী ॥
- ৭৯ । অত্যা চেয়ম্— একেনানিলচপলেন পত্রহস্তে-নারৌৎসাহীং স্তবকপয়োধরং পরেণ ।
এহীত্যাশ্রয়ত ইবাংপরেণ কাঞ্চিৎ, সত্রীড়া কুসুমময়ং স্মিতং প্যথত ॥
- ৮০ । তদত্র সচেতনানাং ক্ৰ নাম ধীরতা ধীরতাস্ত ॥
- ৮১ । তদা তদাকলয়া মন্দমধুরমধুরম্যাস্মিতমুবাচ বৃষভানুন্দিনীজিতজ্ঞা শ্রামা,—‘শ্রামামৃতকরাদেব
তে বনদেবতেহবনমানন্দস্ত, তদেতশ্চৈব খেলনং সুখেহলনং সুষ্ঠু ক্রিয়তাম্, কিমস্মাকমুত্তত্তনেন
যচ্ছেত্মাপাং মানুথা তন্তবিতুমহীতি ॥

- ৭৭ । কৃষ্ণাবলোকনমুদা কৃষ্ণকর্তৃকাবলোকনেন মুৎ হর্ষস্তয়েতি কৃষ্ণস্ত সভ্যত্বম্ ।
- ৭৮ । মধুমথনে শ্রীকৃষ্ণে স্তবকগ্রহণার্থমাস্মে সন্তি কাচিদ্ধল্লী কুটুমিতভাববতীতি ভাবঃ
- ৭৯ । স্তবকমেব পয়োধরং স্তনমেকেন বামেণ পত্ররূপহস্তেনারৌৎসাহীদাবৃতবতী । এহীত্যাপরেণ দক্ষিণেণ পত্র-
হস্তেন কৃষ্ণচাক্ষুর্দৃষ্ট্যা স্বসাহায্যার্থং কাচিং সমীক্ষয়ত ইব প্যথত তিরোৎসাহত । বিকৃতনামারং ভাবঃ ।
তল্লক্ষণং যথা—‘হ্রীমানেষ্যাদিভির্বিদ্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্ । বাজ্যতে চেষ্টয়েবেদং বিকৃতং তদবিহ-
বুধাঃ । ইতি ।
- ৮০ । ধীরতা ধৈর্যম্, ধিয়া বুদ্ধ্যা, যতা সংসক্তা, কাঙ্ক্ষ ন কাপীত্যর্থঃ ।
- ৮১ । হে বনদেবতে । বনাধিপত্নী বৃন্দে । শ্রামামৃতকরং শ্রামচন্দ্রাৎ, শ্লেষভঙ্গ্যা শ্রামস্ত কৃষ্ণশ্রামতুল্যাহত্যাৎ

কৃষ্ণ কর্তৃক অবলোকন জনিত হর্ষে, মুহুমন্দ মলয়ানিলরূপ গুরুর উপদেশানুসারে ভ্রমর ভ্রমরীর
গীতের সহিত নবীন পল্লবরূপ করাভিনয় সহ লতাবলী সরসে নাচতে লাগল ।

৭৮ । সেইখানেই মধুমথন স্তবক গ্রহণার্থ নিকটে গেলে কোনও লতা যেন কুটুমিত ভাবে নবপত্র-
রূপ পাণিকম্পনে অতিশয় ভয়, কুসুমময়ী সুন্দর মন্দ মন্দ হাসিতে প্রবল উৎসাহ, আর ভ্রমরনিকররূপ কটাক্ষ-
পাতে রোষ প্রকাশ করছে ।

৭৯ । আর অত্যা এক লতা এখানে—কৃষ্ণের চাক্ষুর্দৃষ্টি দেখে বায়ু-চালিত কোনও এক পত্ররূপ বাম
হস্তে পুষ্প-স্তবকরূপ পয়োধর আবৃত করছে, অপর কোনও এক পত্ররূপ দক্ষিণ হস্তে নিজ সাহায্যার্থ সমীকে
যেন আহ্বান করছে, লজ্জায় কুসুমময় মুচকি হাসিতে মনের ভাব প্রকাশ করছে ।

৮০ । তাই বলছি, এই বৃন্দাবনে সচেতনগণের ধৈর্য ও বুদ্ধি-সংলগ্নতা কি করে হতে পারে ?

হোলীরগারস্তে রাধাচন্দ্রাবলীর নিজ নিজ ভাবানুসারে স্থিতি :

৮১ । তখন এইসব কথা শুনে বৃষভানুন্দিনীর ইজিত অভিজ্ঞা শ্রামা বললেন—‘হে বনদেবী বৃন্দে,

৮২ । কিন্তু কৌতুকলোভবতি ভবতি হীদৃশং কুলজাকুলজাতিকৃত-হ্রীবাটিকা-কবাটিকা-কঠোরং যদেবা
খরতরতথাবিশোৎকণ্ঠাকুঠারোণাপি ছেত্তুং ন শক্যতে ॥

৮৩ । যা সমীহিতমপি হিতমপিধত্তে ধত্তে চ হ্রদাথাং কামপি, তেনাধুনা সাধুনাহসাধারণেন ধৈর্য্যেণেব
যদ্ভূয়তে, তদেব নিরবজ্ঞমজ্ঞ মহোৎসববাসরে বিশিষ্ট শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তা রচিতদৌর্ভগ্যাপচি-
তিরপচিত্তিরনঙ্গস্ত বিধাতবোতি ব্যোতি ন মনোরথোহস্মাকম্ । তেন তৎসম্পাদনায়ানায়ামলভ্য-
মানকুতুমচয়্যাবয়্যাবসরেণ বর্তমানা নিরীক্ষামহে মহেন মহিতং হিতং সকলকলাকলাপে হে
শুভংযুবরা যুবরাজং ব্রজরাজস্ত ॥'

৮৪ । সরসমতো রসমতোচিত্তমস্তা বচনমাকলয্য পুনরপি বৃন্দা বৃন্দাবনদেবীঃ শ্রীরাধামুবাচ, — 'ভবতু

তে তবানন্দশ্রাবনং পালনং তং তস্মাদেতৎশ্রবণে লেনং স্তম্ভু ক্রিয়তাম্ । কীদৃশম্ ? স্তম্ভে লনং পরিপূরকম্—'অল
ভূষণপৰ্য্যাপ্তাদিষু' নন্দ্যাদিঃ ! যদিখম্, অগ্ৰথা কন্যা ভবিতুমর্হতি !

৮২ । কুলজানাং কুলজাতিকৃতা স্বভাবসিদ্ধা যা হ্রীবাটিকায়াঃ কবাটিকা, তস্তাঃ কঠোরং হি হীদৃশং ভবতি,
যদ্যস্মাদেবা কবাটিকা

৮৩ । যা হ্রদো মনসো বাথাং কামপ্যানিবাচ্যাং ধত্তে ধাবয়তি, তথাপি হিতমপি সমীহিতং বাঞ্ছিতমপিধত্তে
আরণ্যোত্যেব, ন তু প্রকাশয়তীত্যর্থঃ অজ্ঞ তদেব নিরবজ্ঞং নিদ্রবণম্ কিঞ্চ, অজ্ঞানজ্ঞস্ত কন্দর্পসাপচিতিঃ পূজা বিধাত-
বোতি মনোরথোহস্মাকং ন ব্যোতি, ন বিগতো ভবতি; "পূজা নমস্তাপচিতি" ইত্যমর কীদৃশী ? রচিতা দৌর্ভগ্যাপ-
চিতিঃ ক্ষয়ো বয়া সেতি প্রয়োজনমুক্তম তেন তস্যা অপচিভে: সম্পাদনায়ানায়াসেনৈব লভ্যমানানাং কুতুমচয়্যানাম-
বচয়্যাবসরেণ বর্তমানাঃ সত্যো বয়ং ব্রজরাজস্ত যুবরাজং নিরীক্ষামহে হে শুভংযুবরা: । পরমশুভবত্যাঃ ।

৮৪ । অত এতদনন্তরং রসমত্তং সম্ভবতমুচিতং বোগাম্ । অস্তা বচনং সরসং যথা শ্রাদ্ধেবমাকলয্য শ্রদ্ধা ।
শ্যামচন্দ্র থেকেই তোমার আনন্দের পালন, সেইহেতু যা সুখরাশিতে পরিপূর্ণ করে দেয় এঁর সেই হোলীখেলা
সুসম্পন্ন করে তোলে । আমাদের আর উত্তেজিত করে বোলার কি আছে, এই তুমি যা বললে তা অগ্ৰথা
হবার নয় ।

৮২ । কিন্তু হে কৌতুকলোভবতি ! কুলবতীগণের কুলের স্বভাবসিদ্ধা লজ্জারূপ গৃহ-কপাটের কঠোরতা
দৃশ্যই হয়ে থাকে,—যেহেতু এই কপাট অতি তীক্ষ্ণ তথাবিধ উৎকণ্ঠা কুঠারের দ্বারাও ছেদিত হয় না ।

৮৩ । যা মনের ব্যাধিকে কোনই অনিবর্তনীয় দশা ধারণ করছে, তথাপি বাঞ্ছিত হিতকেও গোপন
করে রাখছে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধৈর্য্যে এখন যা ঘটছে তা অবশ্য নিরবজ্ঞ । আজ এই উৎসবদিনে দুর্ভাগ্যের
ক্ষয়-রচনাকারিণী, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণা, শিষ্টাচার প্রাপ্তা পূজা অবশ্য করা চাই । এই মনোরথ আমাদের
সর্বসময় আছে—যাচ্ছে না । এতএব আমরা সবাই সেই পূজা সম্পাদন করবার জন্য অনায়াম-লভ্যমান কুতুম-
চয় চয়নের অবসরে এখান থেকে হে শ্রেষ্ঠমঙ্গলম্বরূপ সকলকলা-কলাপা সখীগণ ! উৎসবে সম্মানিত প্রিয়
ব্রজরাজ কুমারকে নিরীক্ষণ করতে থাকি ।

৮৪ । এরপর শ্যামার শৃঙ্গাররস-সম্ভবত সমুচিত কথা শুনে বৃন্দা পুনরায় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারানীকে

নাম নামরূপাকৃতিকৃতিনীনং ভবতীনাং মিদমেব সৌশীলাম, তথাপি মাতঙ্গীগীতঙ্গীতসহকারা সহকারাটবীমধ্য-
মধ্যবস্থায় চন্দ্রাবলী বলীয়স। মহোৎসবানুকারেণ কুতূহলহলহলাপুসসরং পুরসঙ্গীতী বদীয়া ॥ সখী চারুচন্দ্রা
রুচং দ্রাঘয়তু মাদৃশাং দৃশাম্, সফলয়তু ॥ বসন্তরাগস্ত স্বরশ্রুতীনাং মূর্ত্তিমন্তাং মন্তাঞ্চ প্রমোদরভাসাদরভসা
মাতঙ্গীম্ ॥'

৮৫। ইতি বনদেবতাবচসা ॥ সা চারুচন্দ্রা চন্দ্রাবলী বিবিধবীণাপ্রবীণা প্রকটিতবসন্তসম্বৃত-সম্বৃত-
মানশ্রুতিশ্রুতিসুখদং গায়ন্ত্যা সঙ্গীতদেবতয়া আদ্রিয়মাণা বল্লভতো ৷ ত্রুতোদীর্ণমহোৎসব-ক্ৰীড়নকনককমনীয়-
বালাকুণারুণামোদমোদনবিলাসধূলীধূলীলয়া মণিখচিত-সুখচিত-সুমঞ্জুল-জলযন্ত্রবরনির্ভৃত-জগুড়জগুড়কতুরিকা-
ঘনসার-গঙ্কসারগঙ্কসারদ্রবদ্রবগখেলয়া চ সঙ্গীততালসমং গমনমেব নটনয়ন্তীভিনয়ন্তীভিঃ প্রমোদস্ত পরাং কোটিং
কোটিং চ স্বর্ণাণিনীনাং তিরস্কৃতবীভিঃ সহচরীভিঃ সহ সহর্ষমারেভে মারেভেন প্রেরিতা যদি বসন্তক্ৰীড়াম্,
তদা সরসমধুমধুরস্মিতং বিন্মিতং বিরচয়া মনো মনোজ্ঞচরিতা শ্রীরাধা চ ক্রিয়তীভিঃ সখীভিরুভয়তোহভয়তো-
ষতো বিলোকয়ন্তী কৃতকুসুমাবচয়ব্যপদেশে দেশে তস্মিন্নেব বিললাস ॥

নামাদিভিঃ কৃতিনীনং যোগ্যানাম; “কৃতি স্থাং পণ্ডিতে যোগো” ইতি মেদিনী। তথাপি চন্দ্রাবলী বদীয়া চ সখী চারুচন্দ্রা
সহকারাটবী আশ্রবনং তন্মধ্যমধ্যবস্থায় মাদৃশাং দৃশাং দৃশীনাং রুচং দ্রাঘয়তু। কথন্তু তা ৭ মাতঙ্গ্যা গীতং ১২ সঙ্গীতং তেন
সহকারঃ সহবাপারো যত্রাঃ সা পুরঃসরন্তী অগ্রগামিনী প্রমোদস্ত গানানন্দসা রভসাদবেগান্নতাং মাতঙ্গীঃ সফলয়তু সার্থ-
কয়তু, স্বয়ং অরভসা সাবধানেন্ত্যর্থঃ।

৮৫। চারুচন্দ্রা সহ চন্দ্রাবলী সহকারাটবীং গতা যদি বসন্তক্ৰীড়ামারেভে, তদা রাধা তস্মিন্নেব দেশে তিমুক্ত
বাটিকায়াং বিললাসেত্যর্থঃ। প্রকটিতাভির্বসন্তে সন্ততং সন্ততগুণানাভিঃ শ্রুতিভিঃ শ্রুতিসুখদং কর্ণস্থদায়ী যথা স্যান্তথা
গায়ন্ত্যা সঙ্গীতদেবতয়া মাতঙ্গ্যা আদ্রিয়মাণা। কর্ণদ্রুতঃ কর্ণস্থদায়ীভুতমেবাদীর্ণা উদগতা চারসৌ মহোৎসবে ক্ৰীড়নং যতঃ
সা চ কনককমনীয়া চ কনকোত্তমবর্ণা চ বালাকুণবহুদিতস্বর্ষবদকুণা চ, আমোদেন সৌগন্ধোদ মোদনী হর্ষকরী চ যা
বিলাসধূলী তস্য ধুঃ কপ্পনং প্রচলনং তদ্রূপয়া লীলয়া, মণিভিঃ খচিতঞ্চ তৎসুখানাং চিতং সমূহো যত্র তচ্চ সুমঞ্জুলঃ চ
বললেন — “স্বীকার করি, নাম-রূপ-আকৃতিতে যোগ্যা আপনাদের এ-ই সৌন্দর্য্য বটে, তথাপি মাতঙ্গীর গাওয়া
গান সহ বসন্তোৎসব অচ্যুতানরতা চন্দ্রাবলী তাঁর সখী চারুচন্দ্রার সহিত অগ্রগামিনী হয়ে ভারি মহোৎসবানু-
রূপ কুতূহল-হলহলা শব্দ করতে করতে এই আশ্রবন মধ্যে ঐ তো দিক্ আলো করে মাদৃশ জনের দৃষ্টির অতি-
শয় রুচিকর হয়ে বিরাজমানা হয়েছেন, আর অহো বসন্তরাগের স্বর ও শ্রুতি সকলের মূর্ত্তিস্বরূপ ও গানানন্দ
বেগে মন্তা মাতঙ্গীকে সার্থক করে দিচ্ছেন— নিজে কিন্তু আনন্দবেগে অসামাল হচ্ছেন না।’

৮৫। এইরূপে বৃন্দাদেবীর বাক্যে যদি শ্রীরাধা সমীহিতা হয়ে গেলেন, আর বসন্তে নিরন্তর ব্যক্ত
ও বিস্তারিত শ্রুতির সহিত কর্ণসায়ণরূপে গান করতে করতে বিরাজিত সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গীর দ্বারা সেবিতা,
কল্লরুথ থেকে চোখের নিমেষে উদগত মহোৎসবোপযোগী কনক-কমনীয় বালস্বর্ষ সম অরুণ ও সৌগন্ধে আনন্দ-
দায়ী বিলাসধূলির নিক্ষেপণ-লীলার সহিত এবং মণিখচিত-সুখাধার-সুমঞ্জুল পিচকারীতে গাদানো কুসুম
গোলক ও যুগমদ-কপূর-চন্দনগন্ধী অতিশ্রেষ্ঠ কর্দ্দম সজোর-চালনে ছোড়নরূপ হোলীখেলার সহিত নৃত্য-

৮৬। এবং সতি তং দেশমেব খেলনানুক্রমেণ ক্রমেণ সমুসরৎসু সরৎসুখসন্দোহদোহনপরেষু ব্রজ-
রাজ্যুবরাজ্যুবসহচরেষু পুংসসরেণ বটুনাহবটুনাটিত-রমাহারেণ কৌতুকারোহসমানেন হসমানেন দিশি বিদিশি
বিতীর্ণনয়নেন দূরত এব মহোৎসবপ্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা চন্দ্রাবলী-প্রভৃতিকলসঙ্গীতসঙ্গী তরলতরললিত-বলয়লয়প্রিয়ঙ্কর
করতালিকালিকাস্তঃ সকলকলাকলাপবিদগ্ধমুগ্ধমুরজ-মৃদঙ্গ-বীণা সম্বাদিবাদিত্রিলাসিকা-লাসিকা-চরণসঞ্চরণ-
সঞ্চলমুণি-মঞ্জীর-নিকণ সনাথঃ কোহপি নাদ শুশ্রবে ॥

যং জলযন্ত তত্র ভরেণাতিশয়েন নির্ভৃত্য জগুডজগুড্য কুসুমগোলক্য কস্তুরিকা-ঘনসার গন্ধসারাণাং যুগমদকপূর
চন্দনানাং চ যে গন্ধেন সারা দ্রবান্তেষাং দ্রবণং ক্ষেপণবশাং প্রচলনং তদ্রূপয়া খেলয়া চ।—“গুড়ঃ শ্রাদ্গোলকে হস্তি
সন্নাহেকুবিকারয়োঃ” ইতি মেদীনী। গমনমেব খেলোপযোগী দ্রুত মধ্য মন্দ ভেদৈঃ স্বাভাবিকং নটনয়ন্তীভিনটনং কুব-
তীভিঃ, সঙ্গীত-তালসমং যথা শ্রাদ্গিতি তাদৃশ-গমনানুসারেণৈবোচিত তাল প্রয়োগং তদনুকূলমেব সঙ্গীতং চ কুবতীভিরি-
তার্থঃ। অতএবাতিবৈষম্যোপাতিকৌশলাং স্বর্ণাণিনীনীং স্বর্ণ-নর্তকীনীং কোটিমপি তিরস্কৃতীভিঃ, “বাণিশ্চো নর্তকীমভে”
ইত্যমরঃ। মনো বিস্তিতং বিস্ময়যুক্তং বিরচয়া কৃষোভয়তঃ শ্রীকৃষ্ণা গানাদিকমেকতশ্চন্দ্রাবল্যাশ্চাত্তো বিলোকয়ন্তী।
অভয়ং বিজাতীয়হুপ্রবেশবনমধ্যস্থত্মিঃশঙ্কঃ তচ্চ তোষ আনন্দশ্চ তাভ্যাম্ ॥

৮৬। ক্রমেণ চরণবিজ্ঞাসেন; “ক্রমঃ শব্দো পরিপাট্যাং ক্রমং চলন কম্পয়োঃ” ইতি বিখ্যঃ। সরতাং প্রসরতাং
সুখসমুহানাং দোহনপরেষু প্রপূরকেষু সংস্র পুংসসরেণ সতা কুসুমাসবেন বটুনা কোহপি নাদঃ শুশ্রবে। কথন্তু তেন ?
অবটৌ ঘাটীয়াং নাটিতো ভগ্নুতাভঙ্গ্যা স্বকগ্রীবোচ্চালনেন নতিতো রমাহারো যেন তেন। কৌতুকস্যারোহেণ হেতুনা

ভঙ্গীতে গামিণী, গমনানুসারে তাল প্রয়োগ ও তদনুকূল সঙ্গীতকারিণী, কোটি আনন্দের পরাবধিদায়িনী,
কোটি স্বর্ণনর্তকীদের তুচ্ছীকৃতকারিণী সখীগণকে সঙ্গে নিয়ে সহর্ষে মদন হস্তীর দ্বারা প্রেরিতা হয়ে যদি বসন্ত-
ক্রৌড়া আরম্ভ করলেন চারুচন্দ্রা সহ বিবিধ বীণাপ্রবীণা চন্দ্রাবলী, তখন মনোহর চরিতা জীরাশা সরস মধু
হতেও মধুর মুচকি হাসি হেসে মনকে বিস্ময়যুক্ত করে উভয় দিকে অর্থাৎ একবার কৃষ্ণের দিকে একবার চন্দ্রা-
বলীর দিকে তাকাতে তাকাতে কুসুমচয়নচ্ছলে মাধবীগতা বনে বিহার করতে লাগলেন।

কৃষ্ণদেশে বটুর গোপীসমাজে আগমন ও হোলীযুদ্ধের সূচনা করণ :

৮৬। এদিকে যখন এইরূপ অবস্থা তখন ওদিকে প্রসরণশীল সুখরাশির প্রপূরক, ব্রজরাজ্যুবরাজ্যের
যুবসংচরণগণ হোলী খেলতে খেলতে এই বনের দিকে লীলানুসারে নাচতে নাচতে আগমনরত হলে সকলের
পুরগামী, ভাঁড়নৃত্য-ভঙ্গীতে স্বকগ্রীবা উচ্চালনে রমা-হার নাচানী, কৌতুকের উচ্ছলতা হেতু গর্বিত এবং
চতুর্দিকে সঞ্চালিত-নয়ন বটু কুসুমাসব দূর থেকে ভেসে আসা কোনও একটি অনির্বচনীয় শব্দবাক্য শুনতে
পেলেন—এ হ’ল হোলী মহোৎসবে প্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির যুগ্ধ মধুর গানের সঙ্গে মিলিত অতি
চঞ্চল ললিত বলয়ের পরস্পর আলিঙ্গনবাৎসল্য যুক্ত, প্রিয়কারিণী করতালিকা শ্রেণীতে রমা, সকল কলা-
কলাপে বিদগ্ধ-মুগ্ধ মুরজ-মৃদঙ্গ-বীণার সম্মিলিত বাত্মকনি বিশিষ্ট এবং বন বিহারিণীদের ও নর্তকীদের চরণ-
সঞ্চারণ-তালে চঞ্চল মণিমঞ্জরীর নিকনযুক্ত কোনও অনির্বচনীয় শব্দ-বাক্য।

৮৭। শ্রুত্বা চ ত্ৰাচমুদ্বিষমভিনীয় সমুৎকঃ সমুৎকঃ প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণমুবাচ,—‘প্রিয়বয়স্য ! কিময়-
ময়তেহস্মাকমেব সম্প্রতি প্রতিশ্রুতি শ্রুতিনিকরোহতিনিকরোতি বা কোহপ্যপরোহপরোক্ষ এব কেষাঞ্চন
মহোৎসবসঙ্গী সঙ্গীতক-কলকলঃ, তদবগন্তুমহীমহীমৈরতৎ’ ইতি নিগদিতেন তেন কিশোরবরমুকুটমণি-
নানালঙ্কারধারণা স পুনরয়মবাদী,—‘বাদিত্রিধনিরয়মতুদীয় এব, তন্নিভালয় ভালয় কুতোহতাতোতাত্তরধ্বনি-
রয়ং রয়ং গতঃ ॥’

৮৮। ইতি নিগদিতেন বটুনাতিপটুনাতিপরমোল্লাসেন সত্বরমুপগম্যাহতিরমণীয়া রমণীমণীসভা-
সভাজিতা জিতাক্রিতনয়া নয়ার্জবজ্রবা জ্বারুণকরচরণপল্লবা পল্লবাগ্রমবধুতা মাধবীকুসুমমবচিষতী স্বতীন্দ্রিয়া
ভুবনমবতীর্ণা বসন্তলক্ষ্মীরিব প্রথমতো বার্ষভানবী দদৃশে। তদবাবহিতা হিতাচরণশালিনী ললিতা ললিতাকারা
শ্যামা চ তদদূরে মহামহানন্দপরবশাশ্চাকচন্দ্রাচন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়শ্চ ॥

সমানেন সগর্বেণ। নাদঃ কথন্তুত ? তরলতরাণাং ললিতবলারানং লয়েন পরস্পরং সংশ্লেষেণ প্রিয়ঙ্করাভিঃ করতালিকা-
শ্রেণিভিঃ কান্তো রম্যঃ। সকলানং সমন্তানং কলানং কলাপে সমূহে বিদগ্ধাশ্চ তাঃ, মুগ্ধানং মনোহরাণাং মুরজাদীনং
সংবাদি সমেলকং যদাদিত্রং বাতুং তত্র বিলাসিকাশ্চেতি তাস্চ লাসিকা নর্তক্যশ্চ তাসাং দ্বয়ীযাং চরণসঙ্করণৈঃ সমাক্
তালানুসারেণ চলতাং মণিমঞ্জীরীণাং নিকর্ণেন সনাথঃ ॥

৮৭। ত্ৰাচং ত্রগ্ভবঃ রোমাঞ্চরূপমিতার্থঃ, সমুৎকো দ্রষ্টুং সমুৎকঠঃ, সমুৎকঃ সহর্ষঃ। প্রতিশ্রুতি প্রতিকর্মস্মাক-
মেব সঙ্গীতশ্রুতিনিকরঃ শ্রুতি সমূহোহয়তে প্রত্যাগচ্ছতি কোহপ্যপরো বা অপরোক্ষঃ প্রত্যক্ষ এব সন্ অতিনিকরোতি,
অস্মন্নহোৎসব-কলমতিক্রমঃ তিরঙ্করোতীত্যর্থঃ—‘নিকারঃ শ্রাং পরিভবঃ’ ইতি ধরণিঃ। তত্সাদেতদদ্যদতিক্রমকং গীত-
মবগন্তং জাতমহীমহীমৈরস্মাভিরহীমুচিতম্। হে ভালয় ! কান্তালায় ! কুতঃ স্থানাদত্মায়মাতোতাত্তরধ্বনিবাতাত্তরশব্দো রয়ং রয়ং
গতঃ বেগযুক্তং লয়ং সাম্যং প্রাপ্তঃ।—‘লয়স্ত ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ’ ইতি গীতপ্রকাশঃ ॥

৮৮। ইতি নিগদিতেন বটুনা সত্বরমুপগম্য বার্ষভানবী দদৃশে। সভাজিতা স্তুতা জিতাক্রিতনয়া সৌন্দর্যেণ
বিজিতলক্ষ্মীকী নয়শ নীতেরার্জবসা ঋজুতয়া জবো বেগো যস্যঃ সা; অতীন্দ্রিয়া অমূর্ত্তাপি বসন্তলক্ষ্মীভূবনমবতীর্ণা-
মুতিমতীবেত র্থঃ। তদদূরে সহকার-বাটিকারাং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়শ্চ দদৃশিরে ইতি বচনবিপরিণামেনানুযজঃ ॥

৮৭। ঐ শব্দ-বন্ধার শুনেই রোমাঞ্চরূপ মহান্ হর্ষের ভাব ধারণ করে দর্শনের উৎকণ্ঠায় সহর্ষে
প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—‘প্রিয় বয়স্য। সম্প্রতি কি প্রত্যেক সখার কর্ণে আমাদের সঙ্গীতেরই ‘শ্রুতি’
সকল আনছে কিম্বা কোনও অপর কারও মহোৎসব-সঙ্গী সঙ্গীত-কলকল প্রত্যক্ষ হয়ে আমাদের মহোৎসব-
কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠছে? যদি আমাদের সঙ্গীতকে ছাপিয়ে উঠা কোনও গীতই হয় তবে সম্মানীয় আমাদের
খোঁজ নেওয়া উচিত।’ এ কথা শুনে সেই নানামণি-অলঙ্কার-ধারী কিশোরবরমুকুটমণি কৃষ্ণ বটুকে পুনরায়
এইরূপ বললেন—‘হে কান্তির আগার! এই বাতুধ্বনি অত্র কারুরই হবে, অতএব খোঁজ কর, কোথেকে
আজ এই বাতাত্তর-শব্দ বেগযুক্ত হয়ে সাম্য প্রাপ্ত হচ্ছে।

৮৮। এইরূপ বললে অতিপটু বটু অতি পরমোল্লাসে সত্বর শব্দ-বন্ধারের নিকটে গিয়ে অতি রমণীয়,
রমণীমণীসভা-স্তুতা, বিশিষ্ট সৌন্দর্যে লক্ষ্মী-বিজেত্রী, নীতি ও সরলতাবেগ বিশিষ্টা, এবং জ্বারুণ করচরণপল্লবা

৮৯। দৃষ্ট্বা চ স ত্রসাহ,—‘সাহসিকে ললিতে। কিমিতিমিতিমদেনোন্নতিমদেনোন্নতিবিধীয়তে, যদন্তনববসন্তমহে মহেচ্ছন্ত মম বয়স্যন্ত বয়স্যন্ত নবাতিমুক্তস্য কুসুমং ন কেনাপি গৃহীতং হী তং তস্মাতিপ্রিয়-মতিমুক্তং মুক্তং পল্লবৈঃ কুসুমৈরপি কুর্বন্তি ভবত্যো দর্পবত্যো দর্পকন্দর্পকলাহারিণে ন জানীথ মদয়স্যন্ত ভুজভুজ-গভোগদর্পং তদিদানীমেব জ্ঞাস্থথ। তদহমিতো গতা নিবেদয়ামি’ ইতি সত্বরং শ্রীকৃষ্ণমুশ্ণত্যা ‘বয়স্য। সম্প্রতি প্রতিপন্নঃ কিল বসন্তমহো মহোদয়স্য ভবতঃ। যতঃ,—

বসন্তলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব মূর্তী, বিভূতিভিঃ স্বাভিরিবাক্তভাগ্ভিঃ।

ইতো ন দূরে বিবিধৈর্বিধানৈঃ-মূর্ত্তং বসন্তোৎসবমাতনোতি ॥

৯০। তথা হি— আতোজ্ঞং কান্নমোজ্ঞং ভবতু ভুবি তথা সা ॥ সঙ্গীতভঙ্গী
সংসঙ্গীতোদ্ধূরাণামপি নহি বিষয়ঃ কোহপরস্তাং তনোতু ॥

৮৯। স কুসুমাসব আহ—হে ললিতে! কিং কিমর্থমিতিমিতিনা এতৎপরিমাণকেন মদেন গর্বেণোন্নতিমদাধিকা-
বৃক্তমেনোন্নপরাধোহনু সহ্যাকিবিধীয়তে, অতিশয়েন ক্রিয়তে।—“অনু হীনে সহার্থে চ” ইতি বিশ্বঃ অত্র মিতিমদেনোন্ন-
তিমদেনো ইতি চতুর্ভির্বর্ণৈরেকবর্ণ-ব্যবধানেন যমকং জ্ঞেয়ম্। মম বয়স্যন্ত ভস্য তং প্রসিদ্ধমতিমুক্তং পল্লবৈঃ কুসুমৈরপি
মুক্তং রহিতং ভবত্যঃ কুর্বন্তি, হী বিশ্বয়ে। অস্ত নবাতিমুক্তস্য বয়সি কেনাপি মুক্তং কুসুমং ন গৃহীতম্। নবাতিমুক্তস্যেতি
নবত্বাদতিশয়েনৈব পুষ্পানবচরাদস্মাভিরপি তাক্তস্যেতি শ্লেষার্থঃ। দর্পকস্য কন্দর্পস্যপি দর্পকলাহারিণঃ ॥

৯০। তাং সঙ্গীতভঙ্গীমঃ অনলে প্রচুরেহপি ব্রহ্মশিল্পে বিধিশিল্পে সা সামগ্রী নাস্তি। অতন্তত্র লোকৈঃ কথং
কল্লোত, তাং সম্পাদয়িতুং কথং সমর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

বার্ষভানবীকে দেখলেন—অমূর্ত্ত হলেও ভুবনতলে অবতাণী মূর্ত্তিমতী বসন্তশোভার মতো পল্লবাগ্র ধরে মাধবী-
কুসুম চয়ন করছেন।

৮৯। এ দেখে তিনি ধমকের সুরে বললেন—‘হে সাহসিকে ললিতে! কি জ্ঞাত্য এরূপ গর্বগিরি-
চূড়ায় চড়ে অত্যন্ত অপরাধ জনক অত্যাচার আরম্ভ করলে, কি আশ্চর্য, যেহেতু আজ নববসন্তোৎসবে আমার
বয়স্য অনেক কিছু করবে বলে অভিলাষ পোষণ করে রেখেছে তাই নবমাধবীর এই কুসুম এতকাল পর্যন্ত
কেউ চয়ন করেনি। দর্পবতী তোমরা সেই অতিপ্রিয় মাধবী পল্লব ও কুসুম শূন্য করে দিলে যে। তোমরা
যে বড় দর্প দেখাচ্ছ, কন্দর্পের দর্পবলহারী আমার বয়স্যের ভুজভুজঙ্গফণার দর্প কি জান না, আচ্ছা এখনই
দেখতে পাবে। এই দাঁড়াও আমি এখান থেকে গিয়ে সব কিছু বলে দিচ্ছি—এইবলে দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নিকট
গিয়ে বললেন—

পরপক্ষের স্তবে কৃষকে যুদ্ধে উত্তেজিত করণঃ

‘বয়স্য, সম্প্রতি অতিসমৃদ্ধ তোমার বসন্তোৎসব সম্পাদিত হয়ে গেল বলে। যেহেতু,—

বসন্তশোভা নিজেই নিজের অঙ্গভাক্ত বিভূতি সহ মূর্ত্ত হয়ে এখান থেকে অদূরে বিবিধ বিধানে
বসন্তোৎসব মূর্ত্ত করে তুলছেন।

সামগ্রী যা চ যা চোৎসবরভসবিধেনাস্তি সা ব্রহ্মশিল্পেহ-
নগ্নে কল্লত লোকঃ কথমহং মহৎ কৌতুকং দৃষ্টমাসীৎ ॥

৯১। তব তু বজ্ররাজকুমারস্ত মা রস্ততমা তাদৃশী মহতী মহতীব্রতা ॥'

৯২। সখায় উচুঃ,—‘অয়ি কুসুমাসব! মা সবহমানং পরপক্ষং স্তুহি, বস্ত হি বহুমতং স্বমতমেব,
তৎ হমধুনা মন্তোহসি ॥’

৯৩। স উচে,—‘ন হি কুসুমাসবঃ স্বয়মেব মাত্ততি, মাদয়তোব সর্বান্, তত্রাপি নাহং স কুসুমাসবো
যং পীঠেব মাত্তস্তি, মম তু শব্দেনৈব সর্বে মন্তা ভবন্তি ॥’

৯৪। শ্রীকৃষ্ণ আহ,—‘সাধু বয়স্য সাধু, সাহধুনা সাধুনা মহোৎসবস্থলী পুনরপি চাক্ষোভবতা ভবতা
জষ্টমর্হা পশ্চাদম্মাভিচ্চ ॥’

৯১। তব তু মহস্য উৎসবস্য তীব্রতা মা তাদৃশী রসাতমা ॥

৯২। সবহমানং বখা স্যাতখা পরপক্ষং মা স্তুহি। মধুনা মাধ্বীকেন, শ্লেষাৎ বসন্তেন, নর্মভঙ্গ্যা মন্তেন চ ॥

৯৩। কুসুমস্যাসবো মধুঃ মম শব্দেনৈবতি বাঙমাত্রৈণৈব যুগ্মাদৃশান্ ভ্রামরিতুং শক্লোমীতি ভাবঃ ॥

৯৪। সাধুনা ভবতা ॥

৯০। বীণা-শৃঙ্গ-মৃদঙ্গ-করতালাদি চারপ্রকার বাজ য়া দেখে এলাম তা এ-পৃথিবীতে কোথায়-না
পরমাদরে স্বীকৃতি লাভ করবে, তথা সেই সঙ্গীতভঙ্গী স্বর্গীয় সঙ্গীতশ্রেষ্ঠগণেরও বোধগম্য নয়, অন্য অপর
কে আর তা কণ্ঠে তুলতে পারবে? উৎসবের উপাচার এবং আমোদ-অনুষ্ঠান যা দেখে এলাম তা প্রাচুর্যময়
ব্রহ্মশিল্পেও নেই। এই জগতের লোক আর তার কল্পনা কি করে করতে পারে—হায় হায় এক মহাকৌতুক
দেখে এলাম।

৯১। তুমি যে ব্রজরাজের কুমার তোমার উৎসব-উচ্ছগতাও তাদৃশী অতি মহতী আশ্বাদনীয়
হবে না।’

৯২। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—‘অয়ি কুসুমাসব, বহুমান্ততা যাতে হয় সেই ভাবে পরপক্ষকে স্তুব করো
না। নিজের মনোগত ভাবই সার, তাই সমাদৃত হয়। তাই মনে হচ্ছে, তুমি অধুনা মত্তপানে মাতাল হয়েছো।’

৯৩। কুসুমাসব বললেন—‘কুসুমাসব অর্থাৎ কুসুমের মধু নিজে কখনও-ই মত্ত হর না, মত্ত করে
সকলকে। তত্রাপি আমি তেমন ‘কুসুমাসব’ অর্থাৎ কুসুমের মধু নই যা পানে লোকে মত্ত হয়। আমার
তো কথাতেই সকলে মত্ত হয়ে পড়ে।’

কৃষ্ণের দ্বারা পুনঃ প্রেরিত বটুর গোপী সমাজে বাক্যুদ্ধ :

৯৪। শ্রীকৃষ্ণ বললেন —‘সাধু বয়স্য সাধু, সেই মহোৎসব-স্থলী পুনরায় অধুনা অভ্যোগ্যংসাহ তোমার
দ্বারা দেখারই যোগ্য, পশ্চাৎ আমাদের দ্বারাও।’

১৫। ইতি তেন সরসমুদিতো মুদিতো বটুঃ পুনরসকৌ রসকৌতুকী তং দেশমাশ্রিত্য সাটোপং 'ভুল'-
লিতে ললিতেহপসর সরসীরহাঙ্কমিদেদেতো দেশতো হি তাবদস্মাদস্মকমতিমুক্তকুসুমং মা পহর, হরসি চেৎ প্রতিফলং
লপ্ স্তসে । 'সাহ — 'সাহসিক বটো । কপটপটো । জল্পম্নিদমবত্তমবত্তসি কিমিতি নিজসৌজন্ম ? শিষ্টপরম্পরাপরা-
গতা রাগতারতমোনাহতানবত্যা নববসন্তোৎসববাসরে বাসরেশতনয়াকুলেহনুকুলেহনুরক্তা রক্তাশোকমূলে মদন-
মর্চয়তি বধূতিরিতি রীতিরিতিরোগধুরীগতয়া স্বয়মেব কুসুমাবচয়নায় নায়কমণীসদৃক্ষয়াক্ষয়াভিজনয়ানয়া নয়াসন্ন-
সকলগুণয়া প্রিয়সখ্যা স খ্যাতিকয়া কয়াচন রাধাভিখ্যায়া সহ সমাগতা বয়ম্, কথমুন্মত্ত ইবাত্র প্রলপসি ।'

১৬। স আহ,— 'রে হরেরপরঃ কোহন্তো মদনো মদনোদনো যঃ সকলানামুন্মাদকো মুন্মাদকোমলশ্চ ।
তস্মিন্ সাক্ষাদ্বিভিন্য়সাক্ষাদ্বিভিন্য়হো মদনে বঃ পূজারতিঃ কিমিতি ভবত্য এবোন্মত্তা মণ্ডাবচ্ছূত । অয়মহং মহং
বঃ কারয়িষ্যামি, স্বস্তিবাচনপূর্বকমপূর্বকমনীয়েং পুরোহিততয়া পুরো হিততয়া তদিত ইত ইত তঐশ্বেব সমীপম্ ॥'

১৫। হে বটো কপটপটো ! ইতি কপটপাটবেইনব ত্রয়া বটুং সাধিতমিতি ভাবঃ । তেন তুভাং গালিপ্রদানমপি
নানুচিতমিতি ত্রোতিতম্ । ইদমবত্তং নিন্দ্য জল্পন নিজসৌজন্মং কিমিতি অবত্তসি ষণ্ডয়সি, স্বদৌর্জন্মেবাস্তমুখত আখ্যা-
পয়সীতি ভাবঃ । রাগস্তাসন্তোষারতমোনাহ অনবত্যা অনিন্দ্যা বধূতির্মদনমর্চয়তীতি রীতিঃ । শিষ্টপরম্পরাগতেত্যয়ঃ ।
ইতি হেতো রীণা ক্ষরিতা যা ধুরীগতা প্রভুতা তয়া রাগোৎকর্ষ্যারিজ-প্রভুতামপানাদুতোত্যর্থঃ । নায়কমণী হারমধ, রত্নং
ততুল্যা অক্ষয়োহভিজনঃ কুলাং যশাস্তয়া, মহাকুলবত্যা ইত্যর্থঃ ॥

১৬। মদনোদনো গর্ব্বখণ্ডনঃ, সকলানাং সর্ব্বেবাস্, কিন্তু উন্মাদয়তীতি স ইতি মদনশব্দবাচ্যঃ স এবত্যর্থঃ ।
স্বয়ম্ মুং হর্ষো মাদো মত্ততা, তাভ্যামপি কোমলঃ । তস্মিন্ হরৌ ভগবতীতি সাক্ষাদ্বিভিন্য় সত্যসাক্ষাদ্বিভিন্য় পরোক্ষে
মদনে মত্তাবৎ মত্তত্তাবৎ মহং পূজামুৎসবং বা পুরোহিততয়া পৌরহিত্যেন পুরো হিততয়া পুরোহিত্রে হিতরূপত্বেন; যদা,
হীতি পৃথক্ পদম্, ততয়া বিতৃতয়া ইত ইত ইতি তদ্ব্যর্থোপদেশঃ; ইত গচ্ছত ॥

১৫। এইরূপে কৃষ্ণ সরসতার সহিত কথাগুলি বললে হর্ষোৎফুল্ল হোলীক্ৰীড়ারসকৌতুকী বটু
সেই স্থানে গিয়ে সাটোপে বললেন— 'ওহে ভুল্লিতে ! কমল-নয়ন আমার সখীর আদেশ শোন— এই বনদেশ
থেকে চলে যাও, এখান থেকে আমাদের মাণবীকুসুম চুরি করা এখনই বন্ধ কর । যদি চুরি কর তবে প্রতিফল
পাবে ।'

ললিতা বললেন— 'সাহসিকে বটো ! কপটপটো ! এইরূপ কুৎসাকারী বাচালতায় নিজের সৌজন্ম-
তাকে কেন দূর করে দিচ্ছ ? নববসন্তোৎসব-বাসরে সূর্যতনয়ার অনুকূল কূলে রক্তাশোকমূলে অনুরক্ত অনবত্যা
বধূগণ আসক্তির তারতম্যানুসারে অত মদনের অর্চনা করে । এই রীতি শিষ্টপরম্পরায় এসেছে । এই রীতি-
নিমিত্ত প্রভুতার বলে নিজ স্বাধীনতাকে পর্যন্ত অনাদর করে অত্র আগতা, হারমধ্যমণি তুল্যা, অক্ষয় কুলবতী,
নীতি বলে আগত সকলগুণবিশিষ্টা এবং যশস্বিনী রাধা নামক কোনও প্রিয় সখীর সঙ্গে আমরা এখানে সমা-
গতা হয়েছি । তুমি কেন উন্মত্তের মতো এখানে এসে প্রলাপ বকছো ।'

১৬। বটু বললেন— 'আরে, হরি বিনা কে আবার অত মদন এল ! যে সকলের গর্ব্ব খণ্ডন করে,

৯৭। শ্রীরাধাহ,—‘পূজার্হোহয়ং বটুঃ পটুঃ পরম্ ললিতে । তদাশি চারুচন্দ্রাচন্দ্রাবলৌ ভ্রুণায়ং
পুরোহিতঃ পুরোহিততয়া পূজ্যতাম্’ ইতি তদুক্তাভ্যাং তাভ্যাং মহামহাশ্রাব্যং প্রসভমাকৃশ্য বিবিধবর্ণচূর্ণনগন্ধো-
দকোক্ষণগণপরাভূতো ভূতোত্তম ইব যদা বিদধে, তদাসৌ চুক্রোশ ক্রোশগামিনা স্বরেণ ॥

৯৮। ‘উন্মত্তাভিব’সন্তোৎসবরভসমদৈর্গোত্ৰহং কণ্ঠকাভিঃ

ক্ষৌদৈঃ সিন্দূরকাস্মীরকমলয়রুহাং হা ধিগন্ধীকৃতোহস্মি ।

জাডাং গন্ধাস্বসৈকৈরজনি তত ইতো ধাবিতুং নাশ্মি শক্তো

ব্যাপতেহং বয়স্ত প্রিয়সখমব মাং মাশ্বিহ ব্রহ্মহত্যা ॥’

৯৯। তদা তদারাদাকর্ণ্য তদাক্রন্দিতং দিতং চ প্রতিভা প্রতিভানং বিদিত্বা কুহুমাসবস্ত কুতুকসরলা-
ভিরবলাভিরহো কৌতুকমিতি ত্বরয়া রযাকুটরাটৈঃ সহ সহচরৈঃ কুতুহলহলহলাপুরঃসরং পুরঃ সরংহা সমুপসদাদ ॥

৯৭। বিবিধবর্ণৈশ্চূর্ণৈশ্চূর্ণং সর্বাঙ্গপেষণং তচ্চ গন্ধোদকৈরক্ষণং সেচনং চ তাভ্যাং ক্ষণং ব্যাপ্য পরাভূতঃ ॥

৯৮। ধাবিতুং পলায়িতুং ব্যাপ্যে ত্রিয়ে ॥

৯৯। তদাক্রন্দিতং তস্তাভিক্রন্দনমবলাভিরেব দিতং ঋণ্ডিতং বিদিত্বা অহো কৌতুকমিতি ব্রবন্মিত্যর্থঃ । সরংহাঃ
সবেগঃ ॥

উন্মত্ততা এনে দেয় আর নিজে থাকে হর্ব মত্ততায় কোমল, সেই তো মদন। সাক্ষাৎ ইনি বর্তমান থাকতে
অহো, পরোক্ষ মদনে তোমাদের পূজা-রতি কি করে হ’ল। এতে মনে হচ্ছে তোমরা উন্মত্তা হয়েছ। আমার থেকে
এ বিষয়ে সব কিছু শুনে নেও। এই আমি স্বস্তিবাচন পূর্বক কমনীয় পূজা তোমাদের করিয়ে দিব পোরহিত্য
করে। তারই নিকট চল। আগে আগে চলে, এদিকে এদিকে বলে রিস্তারিত ভাবে সেই পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।’

গোপীগণ কতৃক বটুকে রঙ-এ রঙ-এ ভূত বানান :

৯৭। শ্রীরাধা বললেন --‘পরম-পটু এ-বটু পূজাযোগ্য। ললিতে, তাই বলছি চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রা-
বলীকে আদেশ কর পুরের মঙ্গলের জন্য তাঁরা এই পুরোহিতকে ভদ্রভাবে পূজা করুক’—তিনি একরূপ বললে
উৎসবানন্দে মহা অন্ধ তাঁরা হুজনে বটুকে জোর করে টেনে এনে নানাবর্ণের আবীর সর্বাঙ্গে মর্দন ও গন্ধজল
সেচনদ্বারা ক্ষণকাল পরাভূত রেখে যখন একটি আস্ত ভূতের মতো করে দিলেন, তখন সে ক্রোশগামী স্বরে
চিৎকার করে বলতে লাগল—

৯৮। ‘বসন্তোৎসবের আনন্দমদে উন্মত্তা গোপকন্যাগণ রক্তবর্ণ আবীর-কুঙ্কুম-চন্দনচূর্ণদ্বারা হা
ধিক আমাকে অন্ধ করে দিল। গন্ধজল সেকের দ্বারা জাডা এস গিয়েছে, তাই এখান থেকে পালাতেও
পারছি না। আমি মরে যাচ্ছি, বয়স্ত হে প্রিয়সখ! আমাকে রক্ষা কর। এই উৎসবদিনে ব্রহ্মহত্যা না-হয়।’

বটুর চিল্লাচিল্লি শুনে কৃষ্ণের রণাঙ্গণে প্রবেশ :

৯৯। তখন সেই দূর থেকেই বটুর অতিশয় চিল্লাচিল্লি শুনে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন আনন্দ উচ্ছ্বসনে

১০০। স সাদরদরব্রীড়মালোকামানো মানোন্নতাভিরপি তাভিঃ সুভগতমো গতমোদমিবাহবলোক্য
বটুমপটুমপরিভুটুমনা ইব কৃতকৃতক-সংরন্তং ব্যাজহার বিহারবিশেষণ,—‘হংহো কথময়ং নিরাগা রাগাঙ্কাভি-
ভবতীভিকপালঙ্কো লঙ্কোক্রতরপমানো মম মমতাপাত্রং বটুঃ, তদপরোধপরোধমতামতানি প্রতিফলানি সহস্ৰাম্’
ইতি সহচরানবলোকয়তি স্ম ॥

১০১। ততশ্চ, সহচরকরদন্তৈঃ কন্দুকৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ সকলকুলবধূনামেব বিক্ষোভি বক্ষঃ ।

যদকৃত কৃতহস্তো যৌগপত্নেন সন্তা, স্তনমরবরনার্যঃ সাধুবাদৈঃ পুপুজুঃ ॥

১০২। তথা সতি দ্বয়োরেব সেনয়োরনয়োরনয়োপরমেণৈব—

শোণশ্লক্ষারূপসুরভিভূলিভিধূলিভিচ্চ, ক্রৌড়াযুদ্ধং সমজনি মহৎ কন্দুকৈঃ কন্দুকৈশ্চ

শৃঙ্গোন্মুক্তৈঃ কুসুমধনুভো বারুণাশ্চৈরিবারাং, কাশ্মীরীয়েরতিসুরভিভবীরিভিচ্চ ॥

১০০। ততশ্চ স ত্রীকুণ্ডো মানোন্নতাভিরপি গর্বাধিকভিরপি সাদরদরব্রীড়ং যথা স্তান্তথা, আলোক্যমানঃ ।
তত্র মহারাজনন্দনন্দনব্রাদারঃ, তৎপ্রিয়সখাবমাননাদভয়ম্, কন্দর্পোদ্বোধকবেশেভেন লজ্জতি । অতএব শুভগতমঃ । বটুম-
পটুং চেটনাসমর্থমালোক্য । নিরাগা নিরপরাধঃ, অপরাধ এব পরো মুখ্যো যশাং সা, অধমতা তন্তাঃ মতানি সমস্তাহা-
চিত্তানীতার্থঃ ॥

১০১। কৈঙ্কিরাতৈরশোকপুষ্পোদ্ভবৈঃ; বক্ষঃ কুচয়োর্মধ্যপ্রদেশং বিক্ষোভি বিশিষ্টকোভযুক্তং যদকৃত অকাষীং;
কৃতহস্তো যুদ্ধকুশলঃ, “কৃতহস্ত সূত্রযোগবিশিষ্টঃ” ইত্যমরঃ ॥

১০২। অনয়োর্দ্বয়োরেব সেনয়োঃ । অনয়োপরমেণ অনীতি রাহিত্যেন । শোণারূপয়োঃ কিঞ্চিং শ্রামলিম-

সরলা অবলাগণের দ্বারা বটুর প্রতিভা-প্রকাশ ঋণিত হয়েছে। ‘অহো কৌতুক’ এই বলে শীঘ্র বেগবান্,
হয়ে অমুরাগী লখাগণসহ কুতুহল-হলহলা পূর্বক সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন সবেগে ।

১০০। গর্বগিরিচূড়া অধিকটা সেই গোপীগণের দ্বারা আদর-ভয়-লজ্জা মিশ্রিতভাবে আলোক্যমান
(শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র বলে আদর, প্রিয়সখা বটুকে অবমাননা করা হেতু ভয়, এবং কন্দর্প-উদ্বোধক বেশ হেতু
লজ্জা), অতএব পরমমোভাগ্যবান্ কৃষ্ণ বটুকে আনন্দ রহিতের মতো, নিশ্চেষ্ট ও অপরিভুট মনার মতো
দেখে কৃত্রিম ক্রোধের ভাব টেনে এনে বললেন—‘হংহো বলতে পার, কেন আমার মমতা প্রাপ্ত এই নিরপরাধ বটু
অমুরাগাক্ত তোমাদের হাতে অত্যন্ত গর্হিত এ-অপমান পেল ? অপরাধ মুখ্যরূপে যাতে আছে সেই অধমতার
উচিত প্রতিফল এবার সহ কর ।’ এই বলে সহচর বালকদের দিকে তাকালেন ।

কৃষ্ণসনে গোপীকুলের হোলীরণ আরম্ভ :

২০১। অতঃপর সহচর-করদন্ত অশোক-পুষ্পোদ্ভব কন্দুকের আঘাতে যুদ্ধকুশল কৃষ্ণ যুগপৎ সকল
কুলবধূগণের কুচযুগলের মধ্যপ্রদেশ যেরূপ বিশেষ ক্ষোভান্বিত করে দিলেন তদনুরূপ পূজা তাঁর করতে লাগ-
লেন দেবাজ্ঞাগণ সাধুবাদে ।

১০২। একুপ হলে এঁদের ছই সেনার মধ্যে প্রবল খেলা-রণ আরম্ভ হয়ে গেল—শ্লিদ্ধ-অরুণ-সুগন্ধী

১০৩। ততস্ত ততস্ততিভিঃ সুরবধুভিরুভয়বলসাম্যমালোকয়ন্তীভিঃ ক্রিয়মাণে সাধুবাদে সতি—

অভয়মুভয়সেনাচারিভির্ঘৃয়মানৈঃ, সমজনি পটবাসৈরন্ধকারোহতিগাঢ়ঃ ।

ব্যতনুত হরিরস্মিন্ সাহসং তীক্ষ্ণমেকো, অবিশত পরচক্রে যন্মনোজেন ভুঙ্গঃ ॥

১০৪। ততশ্চ, ন পততি লঘুভাবাদ্ঘৃতি বোয়সি তস্মিন্, রজসি তমসি গাঢ়ং জায়মানে মুহূর্তম্ ।

ন পরিচয়ম্বাপং কাপি কস্তাপি কশ্চিৎ, তদনু স পরচক্রে কৃষ্ণবেণুব্যাধাণং ॥

১০৫। অথ যদি পরচক্রে বিক্রমী কৃষ্ণবেণুঃ, সুরতসমরভেরীভাবমাবিশ্চকার ।

দিশি বিদিশি তদাসীদঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গী-সশিখবিশিখপাতো যোগপত্নেন জাতঃ ॥

১০৬। অথৈবং মুহুরজনি রজনিরণবদ্ যদি স লীলারণে রণোদ্ধুঃ একস্তদা হি তদাহিতদাক্ষিণ্যঃ ॥

মিশ্রণামিশ্রণেভেদঃ। ধূলিভির্ধূলিভিরিত্যাদি বীপা, শৃঙ্গোদ্যুতৈর্জলযন্তোদ্যুতৈঃ; “শৃঙ্গঃ প্রভূষে শিখরে চিহ্নে ক্রীড়াঙ্ক-
যন্তকে” ইতি মেদিনী ॥

১০৩। তথা বিহ্বতা স্ততির্ধাসাং তাভিঃ। অভয়ং নিঃশঙ্কং যথা স্তাত্থা, ঘৃয়মানৈঃ কিপ্যমাণৈঃ পটবাসৈর্গন্ধ-
চূর্ণৈর্গন্ধরসেনাব্যাপিভিঃ ॥

১০৪। কস্তাপি জনস্ত পরিচয়ং কশ্চিদপি জনো নাবাণং, ন প্রাপ্তবান্, তদনু তদনন্তরমেব ॥

১০৫। তদা চ অঙ্গনানামপাঙ্গভঙ্গ এব সশিখবিশিখাঃ সাগ্রশবাস্তেবাং পাতো জাত আসীৎ, কৃষ্ণোপরীত্যার্থাৎ ॥

১০৬। রণোদ্ধুরো যুদ্ধচণ্ডঃ। তত্র যুদ্ধে আহিতমর্পিতং দাক্ষিণ্যং স্বাতন্ত্র্যং যেন সঃ।—“দক্ষিণো দক্ষিণোভূত-
সরলচ্ছন্দবর্তিষু” ইতি মেদিনী ॥

আবিরে আবিরে, কন্দুকে কন্দুকে এবং কামদেবের বরুণাজ্জের মতো পৌচকারিতে দূর থেকে ছুরিত অতি সুরভিত
কুঙ্কমগোলা জলে ।

১০৩। অতঃপর অতিশয় স্ততিতে মুখর সুরবধুগণ উভয়ের সমবল দেখতে দেখতে সাধুবাদ করতে
থাকলে—

উভয় দলভুক্ত সৈন্যগণের দ্বারা নির্ভয়ে ছোড়া সুরঙ্গী আবিরের দ্বারা চতুর্দিক অতি গাঢ় অন্ধকারে
ঢেকে গেল। এই সুযোগে হরি এক অতিসাহসের কাজ করে ফেললেন—মদনের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি
গোপীবাহুর মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন ।

১০৪। অতঃপর সেই আবির-ধূলিজাল হাক্কা বলে নোচে না পড়ে গিয়ে আকাশেই পাক খেতে
থাকলে মুহূর্তকাল গাঢ় তমসার সৃজন হ’ল। কেউ কোথাও কারোও পরিচয় বুঝতে পারলেন না। এরপর
কৃষ্ণবেণু গোপীবাহুর মধ্যে মধুর মধুর বাজতে লাগল ।

১০৫। অতঃপর বিক্রমী কৃষ্ণবেণু যদি গোপীবাহুর মধ্যে সুরত সমরভেরীর ভাব আবিষ্কার করে
মিল, তখন যুগপৎ দিক্-বিদিক্ থেকে কৃষ্ণের উপর অঙ্গনাগণের অপাঙ্গরূপ সফলা-শর বর্ষিত হতে থাকল ।

১০৬। অতঃপর এইরূপে সেই লীলারণ যদি পুনঃ পুনঃ রজনীর যুদ্ধবৎ হয়ে উঠল, তখন সেই
অদ্বিতীয় যুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য অর্পণকারী যুদ্ধচণ্ড কৃষ্ণ—

১০৭। সংপ্রস্থাপনসংজ্ঞমাযুধমিব ক্রোচাপমারোপয়ন্
লীলালোলকটাক্ষমক্ষি বিষয়ং কুবন্ সমস্তাঙ্গনাঃ ।
অস্তাঙ্গং বিনির্মীলিতাক্ষমলসেনোজ্জ্বলমাণাননং
কৃষ্ণংকণ্ঠতং চলাধরপুটং চক্রে প্রস্থস্তা ইব ॥

১০৮। এবং সতি তথাবিধা বিধাতব্যশূন্যঃ স্বসেনা নিরীক্ষ্য—
তথাবিধপরাক্রমং ক্রমত এত্যা চন্দ্রাবলী, নিপাত্য পুরুবীচিকাং নয়নকোণনারাটিকাম্ ।
নিবধ্য নিবিড়ং ভূজাভূজগপাশবন্ধেন তং, চব্বুনয়নাচম্পতিরমুমুহম্মোহনম্ ॥

১০৯। ততশ্চ ক্ষণত এব প্রতিবৃধ্য—
তিমিরমিদমনক্সং নৈব যাবদ্বারংসী, দতিলঘু লঘুহস্তস্তাবদৈবকবীরঃ ।
ব্যতনুত তনুমধ্যাবূহমালোভ্যমানং, মদকলকলভেল্লঃ পদ্বিনীনািমিবৌষম্ ॥

১১০। তথা সতি বিরতে চ পরাগজাঙ্ককারে রাগজাঙ্ককারে তু বলমানে—
হিমানাং মৃগলোচনাচয়চ্যুমানদ্বিপানামিব
ক্ষৌণী সা ক্ষতজৈরভূদরুণিতা স্নিগ্ধারুণৈঃ পাংস্তভিঃ ।

১০৭। লীলয়া লোলং কটাক্ষমেব সংপ্রস্থাপনসংজ্ঞম্ । আযুধং শরং ক্রয়েব চাপস্তমারোপয়ম্মারোহয়ন্ । অস্তাঙ্গ-
মিভাদীনি ক্রিয়াবিশেষণাত্মনঙ্গ-বিক্রিয়া-ভরজন্ত মদস্তনুভাবাঃ ॥

১০৮। পুরুবীচিকাং বহু-ভয়ঙ্গমুক্তাম্, নারাটিকাং ক্ষুদ্রশরম্, অমুমুহং মোহরামাস ॥ (১০৯)

১০৭। লীলালোল কটাক্ষরূপ 'সংপ্রস্থাপন' নামক নিদ্রাকর্ষক বাণ ক্রুরূপ ধনুকে যোজনা করে
অঙ্গনা সকলকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের নিদ্রামগ্নের মতো করে দিলেন। তাদের অবস্থা হ'ল—ঢল ঢল
অঙ্গ, ঢুলু ঢুলু আঁখি, আলস্তে অতিজ্বলমান আনন, কৃজিত কণ্ঠতট, কম্পমান অধরপুট ।

১০৮। এইরূপ হলে নিজ সেনাদিকে তথাবিধ মিয়ন্ত্রণ শূন্য দেখে মৃগনয়নাদের সেনাপতি চন্দ্রাবলী
অবস্থানুসারে ক্রমশঃ পরাক্রম প্রকাশ করে বহু তরঙ্গযুক্ত কটাক্ষরূপ ক্ষুদ্র শর ছুঁড়ে ভূজরূপ নাগপাশে নিবিড়
ভাবে বন্ধন করে মোহিত করে দিলেন সেই মোহনকে ।

১০৯। অতঃপর একটি পরেই মোহভাবের থেকে জেগে উঠে—

এই মহান্ অন্ধকার যতক্ষণ-না অতি হাল্কা হয়ে এল সেই সময়ের মধ্যেই ক্ষিপ্ৰহস্ত মুখ্যবীর কৃষ্ণ
সুন্দরীদের বৃহৎ আলোড়িত করে তুললেন, যেমন আলোড়িত করে তোলে আনন্দধ্বনিমুখরশ্রেষ্ঠ করিশাবক
কমলিনী বনকে ।

১১০। এরূপ হলে পরাগজ অন্ধকার চলে গেলে ও অনুরাগজ অন্ধকার বলবান্ হয়ে উঠলে দেখা গেল—

সিংহের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হস্তিনীদের ক্ষতজ শোনিতে বনভূমি যেমন অরুণিত হয়ে উঠে তেমনই যেন
কৃষ্ণহস্তে ছিন্নভিন্ন মৃগনয়না চন্দ্রাবল্যাঙ্গাদি গোপীগণের ক্ষতজ শোনিতে স্নিগ্ধারুণ ধূলিদ্বারা ক্রীড়াভূমি অরুণিত

ভৃঙ্গজাতমদৈরিবাস মলিনা কস্তুরিকা-কর্দমৈ-

রাকীর্ণাজনি কৌকশৈরিব পরিভ্রষ্টেমণীশৃঙ্গকৈঃ ॥

১১১। অথ তথাবিধবিধবিকারবিকলাং তাং বধুসেনামবেক্ষ্য সুখজলধিজলমিয়া বটুনা হী হীতি ভৃঙ্গাবৃত্তম্য নটতা অটতা চ কৃষ্ণসমীপং কিঞ্চিদবাতি ॥

১১২। 'সাধু বয়স্য। সাধু, বয়স্যস্মদীয়ে নৈতাদৃশং সুখমনুভূতমনুভূতলম্। যদমুভিনিবংশিকাভি-
বংশিকাভিরতপাণেষ্টব সহচরোহংং রোহং প্রাপিতোহস্মি দুরবস্থায়ঃ সম্প্রতি তথৈব দুরবস্থিতিস্থিতিভাজঃ
পশ্যামি ॥

১১৩। তথা হি—ছিন্নাঃ কঞ্চুলিকাঃ প্রযত্নগুফিতা ক্ষুণ্ণা চ হারাবলী

সামগ্র্যোহপি মধুৎসবস্ত পরিতো ভ্রষ্টা লুষ্ঠিত্তি ক্ষিতৌ।

ধম্মিল্লালক-ভাল-গণ্ডযুগদৃষ্কাসি শোণাত্তহো

চূর্ণৈঃ কিংশুকপাটলৈর্নিজকৃতেঃ সম্প্রাপ্তমাভিঃ ফলম্ ॥

১১০। ক্ষতজৈঃ শোণিতৈঃ; আস বভূব, লাবণ্যমুৎপাত্ত ইবাস। বভূ ইত্যাদিনর্শনাদনুপ্রয়োগাদগত্ৰাপ্যন্তে-
ভূতাবং কেচিন্নেচ্ছতীতি ধাতুপ্রদীপঃ। বদা, 'অস গতিদীপ্ত্যাদানেষু' ইত্যন্ত রূপম্;—অনেকার্থত্বং সত্যায় বৃত্তেঃ। কৌক-
শৈরস্থিতিঃ। অত্র ক্ষতজাদীনামল্লীলত্বং নাশক্যম্, তেষাং প্রাণি-নিষ্ঠত্বৈব তথাত্ত ব্যবহারায়, ন তুপমোৎপ্রেক্ষাদৌ 'সমুদ্রান্ত-
সুধাংগুঃ, ইত্যাদি ভূরিপ্রয়োগাৎ ॥

১১১। অটতা চ গচ্ছতা চ ॥

১১২। অনুভূতলং ভূতলং লক্ষীকৃত্য, অস্মদীয়ে বয়সি বাল্যাদৌ এতাদৃশং সুখং নানুভূতম্। নির্বংশিকাভি-
রিত্তি বিদূষকত্বং স্বাবমানমনুভূত্যাভিশাপাঙ্গকগালিপ্রদানম্, শ্লেষণ বংশীরহিতাভিঃ; রোহমূলকম্ ॥

১১৩। কিংশুকপাটলৈঃ কিংশুকবর্ণৈঃ শ্বেতরক্তবর্ণৈঃ; তথাপি শোণানীতি শোণিয়া পীতিমশ্বেতিমোগ্রাস-
হয়ে উঠেছে, ভৃঙ্গজাত হস্তিনীদের মদবারিতে যেমন বনভূমি মলিনতা প্রাপ্ত হয় তেমনই গোপীদের অঙ্গনিঃসৃত
কস্তুরিকা কর্দমের দ্বারা ক্রীড়াভূমি যেন মলিন হয়ে উঠেছে, হস্তিনীদের অস্থিতে বনভূমি যেমন ছেয়ে যায়
তেমনই গোপীদের হস্তস্থলিত পিচকারীতে যেন ক্রীড়াভূমি ছেয়ে গিয়েছে। (এখানে ক্ষতজাদি কথাতে
অল্লীলত্ব দোষের আশঙ্কা নেই। কারণ এসব কথা প্রাণিনিষ্ঠ ভাবে ব্যবহার হয়েছে—উপমাতে কিন্তু নয়।
উৎপ্রেক্ষাদিতে এরূপ ভূরি প্রয়োগ শাস্ত্রে দেখা যায়।)

১১১। অতঃপর বধুসেনামগুলীকে তথাবিধ বিকার-বিকল দেখে সুখ-সমুদ্রে নিমজ্জন হেতু ঠাণ্ডা-
মাথা বটু হীহী শব্দ করতে করতে ছুই বাছ উঠিয়ে নাচতে নাচতে কৃষ্ণের নিকট গিয়ে এইরূপ বললেন—

১১২। 'সাধু বয়স্য। সাধু, আমাদের এতখানি বয়সের মধ্যে এতাদৃশ সুখ এই ভূতলে অনুভব
করিনি। এই নির্বংশিকারা সদা বংশীধারী তোমার সখা আমাকে যেরূপ দুরবস্থার চরমে পৌঁছে দিয়েছে,
সম্প্রতি সেইরূপ দুরবস্থায় পতিত দেখতে পাচ্ছি তাঁদের।

১১৩। তথাহি—ছিন্না কাঁচুলি, চূর্ণা প্রযত্ন-গুফিতা হারাবলী, চহুর্দিকে ভুলুষ্ঠিত বসন্তোৎসব-উপায়ন,

১১৩। কিন্তু বয়স্তু ইমাঃ খলু মহাচতুরা হা চতুরানন-সৃষ্টিবহিরেব হি রেজিরে, তদ্যাবৎ পুনরপি সমুদ্র ভূয়সীভিরপরাভিঃ পরাভিবৃষভানুতনুজাদিভির্ভবন্তু বিজেতুং নোৎসহন্তে । হস্তেদানীমেব তাবদপসরামঃ, বন্ধবৈরা বৈ রাগেণ কিং ন কুবঁন্তি ॥’

১১৫। সখায়ঃ সৰ্বে মহাসং নিজগতঃ—‘নিজগতমুখতাদোষণায় ভীত এবাধিকোহধিকোপতয়া ক্ষণং তীব্রশচ ভবতি, তদয়মান্বাস্ততাং সখে সখেদোহয়ং যথা ন ভবতি ॥’

১১৬। স আহ,—‘কুসুমাসব । যতন্তে ভয়ং তামধুনা সাধুনাহসাধ্বসেন মাং দর্শয়, ময়ি সতি কিং তে ভয়ম্’ ইতি নিগদিতো দিতোরুভয়ো ভয়োৎকটঃ সাটোপমগ্রেসরো ভবন্নিত ইত ইত ইত্যালপন্নতিমুক্ত-বাটিকাপরিসরং পরিসরন্তীং ললিতাদিভিরালিমালাভিঃ কুসুমমবচিষ্তীং স্বতীন্দ্রিয়রূপাং তাং দর্শয়ামাস ॥

সম্ভবাৎ ॥

১১৪। ‘রেজিরে’ ইতি বর্তমানতায়ামপি ভূতত্বং পরোক্ষস্বারোপো ন কেবলমত্বতন এবাসাং পরাক্রম ইতি বিবোধয়িষয়া, সা চ স্মৃতিভয়মূলক। সমুদ্র মিলিতা, অপসরামঃ পলয়ামহে, রাগেণ কোপেণ কিং ন কুবঁন্তি, অপি তু মর্ষাদামপতিক্রমন্ত এবোত্যর্থঃ । স্বামেব লীলয়ৈব জিত্বা মৎপৈশ্চন্তমহুস্বতা । ন জানে মম কঞ্চন দণ্ডং ব্রহ্মহত্যামেব বা করিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥

১১৫। নিজগা নিজগতা যা হুমুখতা স্বাভাবিকমেব নিরূপযি মোখধ্বং তদোষণে ভীত এবায়ম্, অধিকোপতয়া কোপাধিক্যেন তীক্ষ্ণশচ ভবতীত্যভিতারল্যাং ক্ষণেনৈব ভয়ং ক্ষণেনৈব সাহসং কিং নিদানং বা দৈন্ত ত্রাসাদি, কিং নিদানকং বা গর্বকোপাদি ন বিদ্য ইতি ভাবঃ ॥

১১৬। দিতোরুভয়ঃ ঋণিতবহুভয়ন্ততশচ ভয়া কান্ত্যা উৎকটঃ ॥

পীত-শ্বেত-রক্ত আবিরে লালে লাল কবরী-কেশপাশ-ললাট-কপোল-নয়ন-বক্ষস্থল । স্বকর্মের ফল ভালভাবেই পেল ।’

১১৪। কিন্তু বয়স্তু এরা মহাচতুর, বিধির সৃষ্টির বাইরেই এঁরা শোভা পায়। তাই যতক্ষণ-না ছত্র-ভঙ্গ এঁরা পুনরায় বহু সংখ্যক অপর বৃষভানুন্দিনী প্রমুখা গোপীগণ সহ মিলিত হয়ে তোমাকে জয় করতে উৎসাহিনী হয় হায় হায় তার মধ্যেই চল পলায়ন করি। বন্ধবৈরিণী এঁরা রাগে কি-না করে ফেলে ।

১১৫। সখাসকল হাশ্ব সহকারে বললেন—‘নিজস্ব স্বাভাবিক বাচালতা দোষ হেতু এ ভীত হচ্ছে । অতি অব্যবস্থিত চিন্ত হেতু ক্ষণেই ভয় ক্ষণেই সাহস, তাই বলছি সখে, যাতে এ স্বাবরে না যায় সেইভাবে একে সাহস দিয়ে দেও ।’

১১৬। কুষ্ম বললেন—‘কুসুমাসব । যাঁদের তোমার ভয় সেই গোপীদের অধুনা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আমাকে দেখিয়ে দেও দেখিনি, আমি থাকতে তোমার ভয় কি ।’—এ কথায় ভয়ের ভাব কেটে গেলে জ্বিল জ্বিলিয়ে উঠে দম্ভভরে এগিয়ে গিয়ে ‘এদিকে এদিকে’ বলতে বলতে মাধবীলতাবনের প্রাঙ্গণে এগিয়ে গিয়ে ললিতাদি সখীগণের সহিত কুসুমচয়নরতা অতীন্দ্রিয় রূপা জীরাধাকে দেখিয়ে দিলেন কুসুমাসব ।

১১৭। তস্মিন্নেব রসময়ে সময়ে —

আলীনাং কুটিলকটাক্ষবাণলক্ষ্মৈ, রাবিদ্ধো হরিরসজ্ঞং কটাক্ষবাণম্।

রাধায়া উরসি নিপত্য হৌ কথঞ্চিং, স ব্রীড়াকবচবিভেদমেব তেনে ॥

১১৮। তদনু— ব্যতনুত বৃষভানুন্দিনীয়াং, তনুতরকজ্জলকালকূটদিক্শম্।

স-হসিতনিশিতঃ কটাক্ষবাণো, হরিস্তদয়ং বিদয়ং বিনির্বিভেদ ॥

১১৯। তদা তদাঘাতেন বিমুচ্যুতরভসতয়া তমালোক্য সরসতরং সতরঙ্গ ইব বটুরাবভাষে,—‘বয়স্য !

এষ তে সহায়তমোহহম্, মোহং মা গাঃ’ ইতি কেলিকন্দুকান্ গ্রাহয়িত্বা ‘বিজাবয় বয়স্তুতা যস্তুতাদৃশঃ পার্শ্বি
গ্রাহকোহহম্ হস্ত তস্য কিমশক্যম্’ ইতি নিগদতি ॥

১২০। লীলালসং মুকুলিতাক্ষমরালিতক্র, বাক্ষারিকঙ্কণমুদস্ত্য করাজ্জকোষম্।

কেনাপ্যালক্ষিতমথো বৃষভানুপুত্রী, সিন্দুরকন্দুকমুরশ্চকিরমুরারেঃ ॥

১১৭, ১১৮। তদাঘতি ককটাক্ষানন্তরমপি রাধাকটাক্ষোদগমো ব্রীড়াকবচভেদাদবসন্তোৎসবেহত্রোপযোগ্যং
তনুতরণাভ্যন্তরেন কজ্জলরূপকালকূটেন দিক্শমুপচিতং যং ব্যতনুত, স কটাক্ষবাণো হসিতেন নিশিতস্তীক্ষ্ণঃ ॥

১১৯। বিমুচ্যং তং সখায়মালোক্য উচ্যতরভসতয়া বেগযুক্তঃ সন্নিভার্থঃ। সরসতরং সাত্তিবিক্রমম্; সতরঙ্গ ইতি
ভুজাগ্রীবাদিং মুহুশ্চালয়ন্নিত্যর্থঃ। ইতি নিগদতি সতি বটৌ ॥

১২০। তংকন্দুকনিক্ষেপে মাহুর্ধ্বমবধার্য তত্র নিজাতিলাঘবং দর্শয়ন্তী শ্রীরাধিকৈব প্রথমং কন্দুকং বাহুদদিত্যাহ
—লীলেতি। ক্রিয়াবিশেষবর্ণনম্। কেনাপ্যালক্ষিতমিত্যন্তালক্ষিতত্বেহপি তস্তা মোহং প্রাপ্তবতাপি শ্রীকৃষ্ণেন লক্ষিতং
নিভৃতমেবাবশ্যং মন্তব্যম্, লীলালসমিত্যাदीনামন্তথা তদনাস্থাভ্যন্তেন তন্নাতিসার্থকত্বেমেবেতি ॥

১১৭। সেই রসময় সময়ে —

সখীগণের লক্ষ কুটিল কটাক্ষবাণে আবিদ্ধ হরি কটাক্ষবাণ ছুঁড়িলেন। সেই বাণ রাধার বক্ষে পড়ে
তার লজ্জাকবজ ভেদ করে দীপ্তি পেতে লাগল।

১১৮। অতঃপর এই বৃষভানুন্দিনীর অতিশূন্য কজ্জলরেখারূপ কালকূটে সমুদ্র কটাক্ষবাণ যা
হাসিতে তাঁক্ষ হয়ে অতি উজ্জলভাবে দীপ্তি পেতে লাগল তা হরির হৃদয় নির্দয়ভাবে ভেদ করে দিল।

১১৯। তখন সেই আঘাতে সখাকে একেবারে মোহিত দেখে বটু উচ্ছলিত হয়ে উঠে অতি বিক্রমের
সহিত বাহুগ্রীবাদি বার বার ঝাঁকতে ঝাঁকতে বললেন—‘বয়স্য, তোমার সহায়শ্রেষ্ঠ এই আমি উপস্থিত,
মোহপ্রাপ্ত হয়ো না’ এই বলে কেলিকন্দুক হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—‘বয়স্য এর দ্বারা এঁদের একেবারে
ভিজিয়ে জবজবে করে দেও, যার আমার মতো এমন শত্রুর পশ্চাৎ ধাবনকারী সখা আছে, হায় হায়, তার
কি অশক্য।’ এরূপ বলতে বলতেই

১২০। লীলায় আলস দেহা, মুকুলিত আঁখি, মরালিত ক্র বৃষভানুপুত্রী করকমলকোষোপরি সিন্দুর
কন্দুক ধরে কখনে বাক্ষার উঠিয়ে অশ্রুর অলক্ষে মুরারির বক্ষে ছুঁড়ে দিলেন।

১২১। তেন চ তদাসৌ প্রবোধিতোহধিতোষসুপ্তঃ কেশরিকিশোর ইবাতিকুপিতোহপি তোষকরঃ
সখীনাং করকমলগৃহীতকন্দুকৌ রাধামনুধাবন্নথ ললিতয়োচে,—‘অয়ে তবোরসি রসিকয়া কয়া কৃতঃ সিন্দূরশ্চ,
কন্দুকনিষ্ফেপো নিষ্ফেপো নিজানুরাগশ্চেব, কা জানাতি, নাতিমুঞ্চে ভুয়তামনুভুয়তামনুপারোধিনীং, বৃথাস্মাৎ-
সখীমুপধাবসী।’ তথাপি ধাবন্নৈব সাকৌতুকম্—

আলীনাং বলয়ে নিলীয় বসতিং শ্রামাং কলাকৌতুকাং

স্মেরাপাঙ্গতরঙ্গিতঙ্গিতরুচিা সন্দশতাং রাধয়া।

তস্মা এব মধুংসবস্তা বিভবৈর্গন্ধোদধুসৌমুখে-

স্ত্যামুচৈঃ স লিলেপ ভালকবরোগণ্ডেষু বক্ষস্তপি ॥

১২২। তমস্ত্রায়মবলোক্য তদা তদালী বকুলমালাকুলমালাপমাশ্চকার—‘অহো তে বৈদক্ষী বৈ
দক্ষীকরোতীব নো হৃদয়ম্, যতঃ কন্দুকমুক্তাবৎ মুক্তাবৎ কিরতি হসিতসিতদীধিতিং সিতদীধিতিং বিড়ম্বয়ন্তীব

১২১। তেনাসৌ প্রবোধিত ইবেতাগ্রেতনকৌতুকার্থং স্বস্ত তথাভূতয়েন জ্ঞাপনমেব। অধিতোষণাধিকসুপ্তেন
সুপ্তঃ কেশরিকিশোর ইবেতি স্বপ্রহারিকাভিমুখধাবন-স্বভাবত্বধর্মণাপি। সখীনাং কুসুমাসবাদীনাং ললিতাদীনাং চ।
অং চেজ্জানাসি, তাং দর্শয়েত্যত উচে—কা জানাতীতি। মুগ্ধস্বং বিচারাজ্ঞঃ সদা ভবশ্চেব, কিন্ততিমুঞ্চে ন মা ভুয়তাম্,
তদপ-ঐর্ধমালোক্য পুনরুচে—অনুভুয়তামনুভবোহপি ক্রিয়তামবধীয়তামিত্যর্থঃ। নিলীয় শ্রীরাধায়ৈব সহ তস্তা দ্বন্দ্বযুদ্ধরীত্যা
কৌতুকদর্শনার্থং নিহুতা বসতিশ্চ যত্নাস্তাম্। সন্দশিতাং রাধয়েতি স্বরমণেন তেন সহ প্রথমং তামেব খেলয়িত্ব তত এব
স্বয়ং খেলিতুমিচ্ছন্ত্যেতি ভাবঃ। ততশ্চ নিলীয় বসতিমিতি লীনত্বমেবাংপরাধলক্ষণমিতি জ্ঞাপিতঞ্চ। স্মেরশ্রাপাঙ্গস্ত তরঙ্গিণী
তরঙ্গযুক্তা তঙ্গিতা শ্রামাশঙ্কয়া স্বলনবতী চ ষা রুক্ কান্তিগুয়া; ‘তগি স্বলন-কম্প-গতিষু’ ॥

১২২। আকুলং যথা স্ত্যাস্তথা, বৈ নিশ্চিতম্, দক্ষীকরোতীতি পরমবিদগ্ধস্ত চতুরসিংহস্তাপি ‘তবেদৃশং মোক্ষামভু-

১২১। তখন ঐ কন্দুকাধাতে মোহ থেকে জাগরিত হয়ে অতিমুখে সুপ্ত কেশরিকিশোরের মতো
অতি কুপিত ও কুসুমাসব-ললিতাদি সখাগণের আনন্দকর শ্রীকৃষ্ণ করকমলে কন্দুক নিয়ে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবিত হলেন। এ দেখে ললিতা বললেন,—‘অয়ে তোমার বক্ষে কোন্ রসিকা সিন্দূর কন্দুক নিষ্ফেপ করেছে,
এতো কন্দুক-নিষ্ফেপ নয় যেন নিজ অনুরাগেরই নিষ্ফেপ। (কৃষ্ণ—জান যদি নামটি তার বলে দাও-না, এর উত্তরেই
যেন ললিতা বললেন) কে জানে তার নাম? মুগ্ধ তো তুমি সদাই, কিন্তু তাই বলে এ-মুগ্ধতায় বিহ্বল
হয়ে পড়ো না। (তথাপি বিহ্বলতা লক্ষ্য করে পুনরায় ললিতা বললেন) বিষয়টি ভাল করে বিচার করে দেখ।
নিরপরাধিনী আমার সখীর পশ্চাৎ বৃথাই ধাবিত হচ্ছে। এত কথার পরও সাকৌতুকে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবিত হতে থাকলে রাধা সখীমণ্ডলীতে লুকিয়ে বসে থাকা শ্রামাকে কলাকৌতুক হেতু (শ্রামার সঙ্গে খেলিয়ে
পরে নিজ খেলব এই আশয়ে) অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন—মৃহাসিভরা কটাক্ষের তরঙ্গ খেলিয়ে ও
শ্রামার ভয়ে কম্পমান ইচ্ছাবশে।

১২২। সেই অন্ত্রায় দেখে শ্রামার সখী বকুলমালা আকুলা হয়ে বলতে লাগলেন—‘অহো, তোমার
বৈদক্ষী, দক্ষ করে দিচ্ছে আমাদের হৃদয়, কারণ তোমার বক্ষে কন্দুক যে ছুঁড়ে দিয়েছে সে তো শুভ্রহাসির ঝলকে

মুখমণ্ডলেন, তামপহায় নিরাগসং রাগসম্বাধবাধয়া পিঞ্জাপীড় পীড়য়সি মে সখীম্ ॥’

১২৩। ইতি বচন-তাৎপর্যার্থ্যবসানেন সানেন সারাধিকাং রাধিকাং যদি স্মরয়তি স্ম, তদা তদালা-
পেন জাতকৌতুহলো রাধাভিমুখীভূয় ভূয়সা রাগেণ—

প্রকটয় বলং গর্বিণ্যোহি ক্ষিপ ক্ষিপ কন্দুকা-
নিতি সরভসং শ্লিষ্টা বীক্ষ্যোপসর্গতি মাধবে ।
পরিবৃণুত ভো নিম্প্রত্যাং স্নত স্নত চৈকদে-
ত্যাথ কলকলঃ পদ্মাক্ষীগাং পিকেশচ গুরুকৃতঃ ॥

১২৪। তথা সতি স তিলকায়মানো রসিকসভানাং সভানাং নববধুনাং বৃন্দেন বন্দীকৃত ইব যদা
সমজনিষ্ট, তদা—

আকীর্ণঃ কতিভির্বিলাসরজসাং পুরৈঃ পরাভিহৃতঃ
পৌষ্টৈঃ কন্দুকসঞ্চয়ৈশ্চ কতিভির্মাণিক্যশৃঙ্গশ্রুতৈঃ ।
সিক্তঃ কুঙ্কুম-চন্দনাদি-সলিলৈরপ্যেক এব শয়ং
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ সলীলমসকৃদ্বিপ্রাবয়ামাস তাঃ ॥

দিতি হৃদয়ানুতাপায়ৈবাস্মাকমিতি ভাবঃ। কন্দুকং মুঞ্চতীতি কন্দুকমুক্, সিতদীপ্তিঃ চন্দ্রম্, রাগেণ মাৎসর্ঘ্যেণ, সংবাধা
ব্যাপ্তা বা বাধা ব্যাধা তয়া বিশিষ্টঃ সন্। শ্লেষভঙ্গ্যা রাগেণানুরাগেণ। ততশ্চ কর্তৃকর্মণোর্ব্যোরপি বৈশিষ্ট্যং যুক্তম্ ॥

১২৩। সা বকুলমালা, সারাধিকাং বলাধিকাম্, বচনতাৎপর্যম্ বৎ পর্যবসানং তেনৈব, তচ্চ ললিতাদিষুপি হসিত-
দীপ্তিঃ কিরন্তীষু। তামপহায়েতি ত্যাগস্ত প্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাৎ প্রাপ্তেচ্চ রাধায়ামেব পূর্বপ্রসক্তত্বাৎ তস্যামেব সংভাবিতম্।
এতচ্চ স্ব-যুগ্মেশ্বরীং শ্রামামেবাভিমুখয়িতুং তৎসৌহার্দীনুরূপমেব সখ্যা ভাষিতম্ ॥

মুক্তা ঝরাচ্ছে, মুখমণ্ডলের শোভায় চন্দ্রকে বিভূষিত করছে। তাকে ত্যাগ করে আমার নিরপরাধ সখীকে
পীড়া দিচ্ছ, মাৎসর্ঘ্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে।

১২৩। এইরূপে এই বচন-তাৎপর্যের শেষফলের দ্বারাই যদি বকুলমালা বলাধিকা রাধিকাকে ইঙ্গিতে
বুঝিয়ে দিলেন, তখন তাঁর কথায় জাত কৌতুহল কৃষ্ণ রাধার দিকে তাকিয়ে প্রচুর অনুরাগের সহিত বললেন—

‘হে গরবিণি! আসতো দেখি, ছোড়-না ছোড়, কন্দুক ছোড়’—এরূপ বলে আবেশের সহিত মুচকি
হেসে কটাক্ষ হানতে হানতে মাধব নিকটে যেতে থাকলে রাধা বললেন—‘ভো সখীবৃন্দ! সবাই একসঙ্গে মিলে
এঁকে ঘিরে ফেল, নির্বিল্পে কন্দুকের আঘাতে আঘাতে ভরিয়ে দেও এঁকে।’ এরূপ বলে পদ্মাক্ষিগণ কল কল
শব্দে পিককণ্ঠকে হার মানালেন।

১২৪। এরূপ হলে রসিকসভার তিলকস্বরূপ কৃষ্ণ যখন কাঙ্ক্ষিতে উজ্জ্বল নববধূবাহে বন্দীকৃতের
মতো হয়ে পড়লেন তখন—সলীল শ্রীগোপেন্দ্রসুত শয়ং একাই কতজনকে বিলাসধূলিপ্রবাহে ছেয়ে দিলেন,
অপর কতজনকে পুষ্পকন্দুক সমূহের দ্বারা প্রতিহত করলেন, আবার কতজনকে মাণিক্য পিচকারী নিঃসৃত

১২৫। ততশ্চ, মধুমহমহসৈব জাবিতায়াং ত্রপায়াং, সহজসদনুরাগাবেগকণ্ডুলচিত্তাঃ ।
পুনরপি যুগপত্তাঃ সাহসেনাতিভূয়া, প্রিয়মথ পরিবক্রশ্চন্দ্রিকাং পয়োদম্ ॥

১২৬। ততশ্চ, মাতঙ্গীপ্রমুখো গণঃ সরভসং বীণাদি-নানাবিধ-
ধ্বানধ্যাতহরিম্মুখো ব্যরচয়ঙ্গানং বসন্তোচিতম্ ।
রোলম্বাশ্চ পিকাশ্চ চিত্রবিহগাশ্চাত্তো কলং তুষ্ঠু-
নৃত্যদ্বাতগুরুপদেশবশতো লাস্ত্যং ব্যধুবীরুধঃ ॥

১২৭। পরতশ্চ, নানায়ন্ত্রমবাদয়ন্তু কতিচিৎ কেচিদসন্তং জগুঃ
কেচিদগন্ধরজাংসি কন্দুকচয়ানন্তোত্তমাচিক্শিপুঃ ।
শ্রীকৃষ্ণানুচরোৎকরেষু স্তবলশ্রেষ্ঠেষু হৃষ্টান্তরো
হাসৈকপ্রণয়ী বটুঃ পট্টরটনুশ্লাসনৃত্যং ব্যধাৎ ॥

১২৮। এবং সতি, মদকলকলবিক্শীকুলকলকমণীঃ স্বক্কারি-কঙ্কণমুখরকরকমলমুদ্রীয় ভূজমৃণালদণ্ডমুদ্রান্ত-
মুদ্রণ্ডিত-হৃদয়াভিরবলাভিরভিরম্যমভিতোহভিতোহভিহমানঃ প্রণয়িতমাবলা-বলাংকার-সুখ-চমৎকারকারণ-

১২৯। সতানং সকান্তীনাং । অসরুদিতি বিদ্রুত্যাপি মুহুর্হস্যাবধতীঃ ॥ ১২৫। অতিভূমেতি সাহসে হেতুঃ ॥

১২৬। ধ্বানৈর্ধ্যাতানি প্রতিধ্বনিষুজীকৃতানি হরিতাং মুখানি যেন সঃ ॥

১২৭। শ্রীকৃষ্ণানুচরোৎকরেষু মধ্যে কেচিন্নানায়ন্ত্রম বাদয়ন্তু ইত্যাদি ॥

১২৮। মদকলানাং মত্তানাং কলবিক্শীনাং চটকশ্রীণাং কুলশ্চ কলামুখাঙ্কুটধ্বনিতোহপি কমণীয়স্কারবতা
কঙ্কণেন মুখরং করকমলমুদ্রীয়োথাপ্য । কথংভূতম্? ভূজ এব মৃণালদণ্ডো যন্ত তদভিরম্যং যথা শ্রান্তথা হতমানঃ সন্
কুঙ্কুম-চন্দনাদি জলে ভিজিয়ে দিলেন। গোপীগণ বার বার পালিয়ে গেলেও পুনঃ ফিরে এসে বার বার ছেয়ে
ধরলেন তাঁকে ।

১২৫। অতঃপর বসন্তোৎসবের তেজে লজ্জা গলে জল হয়ে গেলে সহজ সদনুরাগবেগ জনিত চিন্ত-
চুলবুলানিতে অস্থির গোপীগণ পুনরায় সকলে একসঙ্গে মিলে সংখ্যার আধিক্যে সাহসে ভর করে প্রিয়কে ঘিরে
ধরলেন—জ্যোৎস্না যেমন মেঘকে ঘিরে ধরে ।

১২৬। অতঃপর মাতঙ্গীপ্রমুখ সম্প্রদায় সবেগে বীণাদি নানাবিধ বাজ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্
প্রতিধ্বনিত করে বসন্তোচিত সঙ্গীতের স্বাক্ষর উঠালেন, ভ্রমর-পিক-অণু চিত্রবিচিত্র পক্ষিকুল কলকাকলিতে
স্তব করতে লাগল, নৃত্যরত বায়ুর উপদেশবশতঃ লতাবলী নৃত্য রচনা করল ।

১২৭। এরপর স্তবলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণানুচরগণের মধ্যে কতিপয় অল্পের নানা যন্ত্র বাজাতে লাগলেন,
কেউ কেউ বসন্তুরাগ গাইতে লাগলেন, কেউ কেউ স্নগন্ধা আধির ও কন্দুকচয় পরস্পরে ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে
লাগলেন, আর হাসৈকপ্রণয়ী-গমনভঙ্গীতে পট্ট বটু আনন্দিত মনে উল্লাসনৃত্য রচনা করলেন ।

১২৮। এইরূপ হলে মত্ত চটককুলের মধুর অক্ষুট ধ্বনি হতেও কমণীয় স্বাক্ষরী কঙ্কণের দ্বারা মুখর
মৃণালদণ্ডসম বাহুলতায়ুক্ত করকমল উর্দ্ধে উঠিয়ে কৃষ্ণকে দূরন্ত কঠোর দণ্ড দিতে লাগলেন অবলাগণ । এই

করণকলহে পরাজয়ং জয়ং মন্তমানো মানোচিতং চরিতং নাচরন্নিব সাবহিথমিথমিন্দুমুখো বিগ্নানিমিবাভিনয়ন্
যদি ক্ষণমূপরতপরতরপ্রভাবো বভুব, তদা—

কাচিৎশীমপঙ্কতবতী কাপি পানীয়যন্তঃ

কাচিৎ পৌষ্পং ধনুন্নুপমং বাণজালং চ কাচিৎ ।

অপ্যন্তস্তাং কুতুককলয়া মণ্ডনাত্মাহরন্ত্যাং

ক্রভঙ্গেন স্মিতস্কুচিনি রাধিকা বাধিকাসীৎ ॥

১২৯ । ততস্ত,

স্বাধ্বলেন ঘৃষ্ণাদিকপঙ্কান্, শ্বেদবারি চ শনৈঃ ক্ষপয়ন্ত্যা ।

যৎ পপে মধুরিমান্ত দৃশা, তদ্বীরপানমিব জাতমমুখাঃ ॥

১৩০ । পুনশ্চ

আকৃষ্য সখ্যাঃ করপদ্মকোষা-, স্তাস্থূলবীটীঃ স্বয়মশয়ন্তী ।

ক্রভঙ্গিসঙ্গীতবিজয়া তং, সা শ্যাময়ানীবিজদাশ্বনাথম্ ॥

প্রণয়িতমা যা অবলা তৎকর্তৃকো বলাংকার এব সুখচমংকারস্ত কারণং যত্র তথাভূতে রণকলহে পরাজয়মেব জয়ং মন্তমান ইতি স্বপরাজয়ে সত্যেব তদবলাংকারসৌলভ্যাং, অতএব মানোচিতমহঙ্কারযোগাং চরিতং পূর্ববদবলাংকারং ন কুর্বন্ । সাবহিথমিতি নিজাসামর্থ্যজ্ঞাপনম্, বিগ্নানিমিতি বিশিষ্টা স্বপ্নানিরেব বহুখেলনশ্রোমদ্বিতা তত্র হেতুরিতি জ্ঞাপয়ন্তিতার্থঃ । সর্বোষামেব কৃত্রিমত্যাং ইবকারঃ । ক্রভঙ্গেনেতি মণ্ডনোত্তরগণনিষেধকং স্বক্রভঙ্গং শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়িত্ব তন্মৈ মহাপরাজয়দুঃখ-
দানার্থমিব স্বকারুণ্যং ব্যঞ্জয়তি স্ম ॥

১২৯ । স্বাধ্বলেনেত্যাদি শ্বেন পরাজিতে প্রতিযোধকরি স্বয়মেব কৃপয়া তৎসঙ্কক্ষণময়পরিচরণাদিকং তন্মৈবাতি-
লজ্জাবিভ্রমকরমিতি প্রকটার্থো ব্যঞ্জিতঃ, বসুধ্বশ্চ তন্নিষেধ নিঃশঙ্কতয়া স্বমনোরথসাফল্যাসম্পাদনমেব । ভূতে ভবিষ্যতি
বা রণে যোধানাং মধ্বাদিপানং বীরপানম্ ॥ ১৩০ । অবীবিজদবীজনাং কারয়ামাস ॥

নির্মম চিণ্ডাদের হাতে সর্বভোভাবে যাতে রমণীয় হয় সেইভাবে নিষ্পৌড়িত হয়েও প্রণয়িতম অবলাগণের
হাতে বলাংকাররূপ সুখচমংকারের জনক রণকলহে পরাজয়কেই জয় মনে করে চন্দ্রমুখ কৃষ্ণ অহঙ্কার-যোগ্য
চেষ্টা করলেন না অর্থাৎ পূর্ববৎ বলাংকার করলেন না । নিজ কৃত্রিম অসামর্থ্য প্রকাশ করলেন । বহু খেলনের
পরিশ্রমে যেন অঙ্গে গ্লানি এসেছে এরূপ ভাব অভিনয় করে ক্ষণকাল খেলা হতে যদি উপরত হলেন নিরতিশয়
প্রভাবশালী কৃষ্ণ, তখন কেউ বংশী চুরি করে নিল, কেউ পিচকারী, কেউ অনুপম পুষ্পধনু, কেউ বাণ সমূহ,
অন্য কেউ আবার কৌতুক কলায় ভূষণাদি খুলে নিতে লাগলে রাধারানী মুচকি হেসে নিষেধ সূচক স্কুচি-
সম্পন্ন ক্রভঙ্গী করে স্বকারুণ্য প্রকাশ করলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণকে মহাপরাজয় দুঃখ দানের জন্য ।

আদরের সহিত রাধার কৃষ্ণসেবা ॥

১২৯ । অতঃপর নিজ অঞ্চলের দ্বারা কুঙ্কমপঙ্ক ঘর্মজল ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণের মধু-
রিমা যা পান করলেন রাধা, তা তো তার বীরপানই হ'ল । (যুদ্ধের আগে বা পরে যোদ্ধা যে মদপান করে
~~করত~~ বীরপান বলে) ।

১৩০ । আরও, নিজ সখীর করপদ্মকোষ থেকে তাম্বুল-বিটিকা টান দিয়ে নিয়ে নিজেই খাইয়ে

১৩১। এতস্মিন্নেবাবসরে স রেণুকষিত্তিরশ্চানীকৃতাবটুঃ বটুরবলোকা বিরচিতোৎসাহ-সাহসিক্য-মুচ্চৈঃ-স্বরং জগর্জ গর্জদম্বুহ ইব —‘হী হী জিতমস্মাভিধিদিয়ং সর্বোত্তমানন্তমাহায়া ভো বয়স্যব্ধভা বৃষভানু-সুতা সুতানিতগর্বাপি পরাজিতা রাজিতারং বিজয়মহসা মহসালসং প্রিয়বয়স্যমস্মাকং স্মাকম্পিতানুগৃহীতদাস্তর-সেব সেবতে। কিমতঃ পরং পরং কৌতুকম্ উচিতমেবৈতৎ যস্য ময়া ধীসচিবতা বতাক্ষীক্রিয়তে, তস্য কথং পরা-জয়ো রাজয়ো হি জয়সম্পদামেব’ ইতি পরমতৃপ্তঃ সুখভুজা ভুজাবৃত্তম্য নরীনুতাতে স্ম। তস্য তয়া প্রতিভয়ো-ভয়োরেব পক্ষয়োঃ পক্ষয়ো রভসঃ সমজনি। সমজনিতসন্তোষয়া দেব্যোপি বার্ষভানব্যা নব্যা হারযষ্টিঃ প্রসাদীচক্রে ॥

১৩২। ইতোবাং চিরবিহরণরণপরিশ্রমালস লসদবসাদসাদরসেব্যমানবপুষাং তেষাং তাসাং চ মাধুরী ধুরীণ-তাৎকালিকরুচিররুচিরসতরঙ্গমালোকা বনদেবতা দেবতা চ সা মাতঙ্গী সঙ্গীতস্য সাঅশ্লাষমুশ্লাষমুশ্লাঘবা-ভাবতো ভাবতোহপি সহজাতুৎসববিরামমেবাভিরামমেবাভিরুচিতং মন্যন্তে স্ম ॥

১৩১। স বটুঃ। রেখিত্তি ক্রিয়াবিশেষণম্। বিরচিত উৎসাহো যত্র তথাভূতং সাহসিক্যং সহসা প্রবর্তনং যত্র তদ্বষা শ্রান্তথা। ভো বয়স্যব্ধভা হে সর্ষিশ্রেষ্ঠাঃ। সুবলাদয়ো বিজয়তেজসা রাজিতারং দীপ্তিমন্তম্। মহামিজোৎসবাং সালসম্; লাব্ধলোপে পক্ষমী; তং প্রাপ্যোত্যর্থঃ। স্নেহাবধারণে। অকম্পিতা নিশ্চলা এব সতীত্যর্থঃ। ধীসচিবতা মন্ত্রিত্বম্। বত হর্ষে, রাজয়ঃ শ্রেণয়ঃ, সুখভুজা সুখসা ভুক ভোগস্তয়া, সুখানুভবেন হেতুনেত্যর্থঃ। তয়া প্রতিভয়া ভণ্ডবদল্গন-নটনাদিময়া; উভয়োরেব পক্ষয়োঃ, রভসো হর্ষঃ। সমমন্যনং যথা স্যাত্থা, জনিতহর্ষয়া ॥

১৩২। মাধুরীধুরীণশ্চ তাৎকালিকসুতংকালভবশ্চ রুচিরা রুচিঃ প্রীতিবৃত্তঃ স চ যো রসতরঙ্গন্তং তেষাং তাসাঞ্চ-লোকাৎকুপ্তো যো লাঘবভাবঃ পরমশ্রেষ্ঠ্যম্, ততো হেতোস্তস্মামেব শোভানাং পর্ঘবসানাকাজ্জয়েত্যর্থঃ। সহজাতুৎসবতঃ দিলেন, দ্রুভঙ্গিসঙ্গী-ইঙ্গিতবিজ্ঞা শ্যামার দ্বারা নিজ নাথকে বীজন করালেন।

হোলীখেলার সমাপ্তিঃ

১৩১। এই অবসরে সেই আবির্ভূলি-ধূসরিত বটু অভিনয়-ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকিয়ে উৎসাহ সঞ্চয় করে ছট্ করে লাফিয়ে উঠে গর্জনশীল মেঘের মতো উচ্চস্বরে গর্জন করে বলতে লাগলেন—‘হী হী হে সখা-শ্রেষ্ঠ সুবলাদি, আমরা জিতে গেলাম, কারণ অনন্ত মাধাখিকী বৃষভানুসুতা সুবিখ্যাত গর্ববতী হয়েও পরাজিতা হয়ে বিজয়-তেজে দীপ্তিমান ও নিজ উৎসবশ্রমে আলসদেহ আমাদের প্রিয় বয়সকে একেবারে সচ্ছন্দে অনুগৃহীত দাসীর মতো সেবা করছে। এর বেশী আর কৌতুক কি হতে পারে, এ উচিতই হয়েছে। হায় হায়, আমি যার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করেছি তার কি করে হার হবে, জয় সম্পদের ভাণ্ডার তাঁর হাতে’—এরূপ বলে সুখাস্বাদনে পরমতৃপ্ত হয়ে দুই বাহু তুলে নাচতে লাগলেন। তাঁর এই প্রতিভা দেখে উভয় পক্ষের অক্ষয় আমোদ হ’ল। উচ্ছলিত প্রমোদা বার্ষভানবী দেবীও নবীন হারলতা-প্রসাদ দান করলেন।

১৩২। এইরূপে বহুকাল ধরে হোলীবিহার-রণের পরিশ্রমে আলস, লীলাপরায়ণ, অবসাদগ্রস্ত, আদরের সহিত সেব্যমান কৃষ্ণাদি গোপগালক ও রাধাদি প্রেয়সীগণের দেহের মাধুরী-পরাবধি ও তৎকালিক মধুর প্রীতির আকর রসতরঙ্গের পরম শ্রেষ্ঠতা অবলোকন করে বৃন্দাদি বনদেবীগণ ও সেই সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গী আশ্রয়প্রশংসার সহিত এবং নির্বিঘ্নের সহিত উৎসবের বিরামই অভিরাম ও অতিরুচিকর মনে করলেন—সহজ

১৩৩। বিশ্রান্তে চ তস্মিন্ বসন্তোৎসবে স বেণুপাণিঃ সহ সহচরৈর্মিলিতোহলিতোষবন্ধারমুখরবন-
মালো বনমালোত্তমচ্ছায়ামবলম্ব্য নবমধুমহামহানন্দভরোদগারপরিমলেন বিরচয়ন্তিতরেতরতরলিমানমানন্দ ॥

১৩৪। সা চ সকলা সকলাভীরকিশোরীশোরীকৃতখেলনবিরামা রামানুজসঙ্গসঙ্গত-পরমানন্দনন্দধু-
মালিমালিকাভিঃ সহ সহর্ষমমুভবন্তী স্বরমণরমণমাকন্দমাকন্দকন্দলিতবাসন্তীমণ্ডপকৃতবিশ্রামা মাতঙ্গীবর্গমাহুয়
সবহুমানমানম্য পারিতোষিকতোষিকমনীয়মানসং কারয়িত্বা বিসর্জয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে বসন্তোৎসবে

নাম চতুর্দশ স্তবক ॥১৪॥

প্রেমতশ্চ পরিশ্রমদর্শনাচ্ছেতার্থঃ। বনদেবতা বৃন্দাচ্চাঃ সঙ্গীতশ্চ দেবতা মাতঙ্গী চোৎসবশ্চ বিরামমেবাভিরামমেব রম্য-
মেবাভিরুচিৎ মন্তুন্তে স্ম। উল্লাঘং নিরাময়ং নির্বিঘ্নমিত্যর্থঃ। রসতরঙ্গশ্চ বিরামশ্চ বা বিশেষণম্ ॥

১৩৩। অলীনাং তোষকাকারেণ হর্ষশব্দেন মুখরা বনমালা যন্ত সঃ। বনমালেয়ং নব্যা তদাকল্পনির্মাণসময়ে
শ্রীরাধৈব স্ব-হস্তেনাৰ্পিতা জ্ঞেয়া,—পূর্বভাঃ। খেলনবেগ-ছিন্নভিন্নত্বাৎ। নবমধোনিব্যা-বসন্তশ্চ মহামহো মহানুৎসবস্তত্রানন্দ-
ভরশ্চ খেলা-পরিপাটীজনিতভ্রোদগারস্তত্তদনুকথনং স এব পরিমলশব্দেনেতরেতরস্য তরলিমানং গান্ধীধরক্ষণাসামর্থ্যং
বিরচয়ন্ সন্মানন্দং, আনন্দং প্রাপ ॥

১৩৪। সকলানামাভীরকিশোরীণামীশা শ্রীরাধাপি সা রামানুজস্য সঙ্গেন সঙ্গতস্য পরমানন্দস্য নন্দধুং সমৃদ্ধি-
মমুভবন্তী তত্ত্বংখেলাকৌতুকোদগারেণাশ্বাদয়ন্তী স্বরমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রমণমাবিহার সম্পত্তিঃ সৈব কং সুখং তদদদাতীতি
স চাসৌম্যাকন্দেন কন্দলিতশ্চ যো বাসন্তীমণ্ডপস্তত্রৈব কৃতো বিশ্রামো যস্য সা। তেন বনদেবতোপনীত-বিবিধমধুরফল-
ভোজনানন্তরং সুপ্তেযু নিজসহচরগণেষু তত আগতস্য কৃষ্ণস্য তয়া সহ নিয়তবিহারোহপি ব্যক্তিভঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তাং চতুর্দশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৪॥

— ০ঃ ॥ ★ ॥ ০ —

প্রেমের গতিতে ।

১৩৩। সেই বসন্তোৎসব সমাপ্ত হয়ে গেলে প্রেমের হর্ষবন্ধারে মুখরিত বনমালাধারী বেণুপাণি বন-
মালী সহচরগণের সঙ্গে মিলে বনের উত্তম ছায়া অবলম্বন করে নববসন্তের মহান উৎসবানন্দভরের উদগার
পরিমলের দ্বারা পরস্পরের গান্ধীর্ঘ্য-রক্ষণ-অসামর্থ্যতা জন্মিয়ে আনন্দোচ্চল হয়ে উঠলেন ।

১৩৪। সকল আভার কিশোরীর স্বামিনী, খেলন-বিরাম অঙ্গীকারকারিনী এবং রামানুজের সঙ্গে
প্রাপ্ত পরমানন্দসমৃদ্ধি সখীগণসহ হর্ষে আশ্বাদনকারিনী কলাবতী রাধা অঙ্কুরিত আত্মরঞ্জে শোভিত ও কৃষ্ণের
সচ্ছন্দবিহার সম্পত্তিরূপ সুখদায়ী বাসন্তীমণ্ডপে বিশ্রাম-অবসরে মাতঙ্গীবর্গকে আহ্বান করে বহুমান্য দান
করে পারিতোষিকের দ্বারা তুষ্ট করে তাঁদের মনে কমনীয় ভাব আনিয়ে বিদায় করলেন ।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা লতাবিস্তারে

বসন্তোৎসব নামক চতুর্দশ স্তবক ।

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ



১। ইত্যেবংবিধেন বিশিধেন বিলাসেনানাবিলাসেনানাবিষ্কৃতৈবমুখ্যেন মুখ্যেন বৃন্দাবনান্তরঙ্গিণা রঙ্গিণা-
মগ্রণী রসবান্‌টান্‌টাদিভিরাভীরজাজাভীররাজাঅজোহং তিথীঃ কতিথীঃ কলানিধিরিব তারাভিরাভিরাম্যেণ।
বাসরেতু সহ সহচরসমুদয়েন রসমুদয়েন গোচা গোচারণকৌতুকেন কুমারয়ামাস, মারয়ামাস চ কদাচিদমর-
বিদ্বিষো বিদ্বিষোপমান্ ॥

২। ততঃ পরমনির্বৃত্তানেকদানেকদাক্ষিণ্যদয়াবতো যাবতো বল্লবান্ বল্লবরাজমুখানভিমুখানভি শত-
মখমঞ্চমখগুসমারন্তানরংভানবতো নবতোষাননৈকপ্রকারাং সামগ্রীমগ্রীয়ামাহরতো বিলোকা বয়োবৃদ্ধাবৃদ্ধানাদায়

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ

দেবেন্দ্র-পর্ব মদ-ধ্বনিকুঙ্গিরীজ্ঞ পর্বাতিগর্ব-ভরতঃ কৃতগোষ্ঠরক্ষঃ।

সিদ্ধৈরুতঃ স্বজন্মবিশয়ভূৎ সুরেশৈঃ স্তব্ধহৃতাঘিচ্যত স পঞ্চদশে গবেন্দ্রঃ ॥

১। আভীররাজাঅজঃ কতিথীঃ কিস্তীনাং বসন্তোৎসব সম্বন্ধিনীনাং পূবণীতিধীর্বাণ্য তারাভিঃ সহ কলানিধি-
রিবাভিরটান্‌টাদিভিঃ সুন্দরীভীঃ স্বরাজ রাজতে স্ম। আদিশকাং তত্তৎপরিবারাণাং স্বনর্মসণানামপি গ্রহণম্। অনা
বিলাসেন অনাবিলো নির্মল আসঃ শ্রীঃ শোভা যতন্তেম। ‘অস দীপ্তো’। অতএব নাবিকৃতং বৈমুখ্যমলংবুদ্ধিযত্র তেন।
বৃন্দাবনান্তরুন্দাবনমধ্যেহুদিনা উপযুক্ত-বহুদঙ্গসহিতেন, অভিরামন্ত ভাব অভিরাম্যম্। গোচারণমেব কৌতুকেন গোচা
গাং পৃথিবীমঞ্চতা রসেনানুষ্ठाগেণ মুদামানন্দানাময়ঃ প্রাপ্তিযত্র তেন। বিদ্বিষোপমান্ বিদ্যাং বিদ্ব্যং বিষোপমান্ ॥

পঞ্চদশ স্তবক

গোবর্ধনধারণ লীলাঃ

ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণঃ

১। আভীর রাজার আঅজ রঙ্গিয়া কৃষ্ণ এবংবিধ বিবিধ মুখ্য বিলাসে কীটকা ও বিবাহিতা গোপীগণ
সহ কতিপয় তিথি ধরে রমণীয় ভাবে শোভা পেতে লাগলেন, তারকামণ্ডলী পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো—যে
বিলাস ছিল ক্রীবৃন্দাবন বনোপযুক্ত বহু অঙ্গবিশিষ্ট, পরম মনোহর এবং অরুচি অভ্যমানো। আরও দিনের
বেলায় গোচারণরূপ কৌতুকে পৃথিবীকে সম্মানকারী ও অনুরাগময় আনন্দ প্রাপ্তির আকরস্বরূপ সখাগণের
সঙ্গে ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন। এরই মধ্যে বিদ্বৎজন্মের নিকট বিধের মতো দেবদেবী অনুরগণকে
কদাচিত্ বধ করতে থাকলেন।

২। অতি হৃষ্ট, বহুতর সরলতাগ্নি কুপালু, উৎসব আগমন হেতু জ্বলজ্বলে ও ইদানীন্তন হর্ষে প্রফুল্ল
গোপরাজ প্রমুখ যাবতীয় গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের উদ্দেশে পূর্ণ সমারোহে অনেক প্রকার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী

কৃতসভং সভঙ্গি পিতরমুবাচ শ্রীকৃষ্ণঃ,—‘আর্যাপাদাঃ। কিং নামায়াং মহো মহোদারঃ, কাশ্ম বা দেবতা বতাস্ম,
কো বাচার্য্যো বাচার্য্যোহস্ম, কং বা বিধিমধি মগ্নাধে, কিং প্রয়োজনোহয়ং জনো যন্তিত ইব সর্বতো ধাবতি,
মেধাবতি মে হৃদয়ে কিমপি ন প্রতিভাতি, প্রতিভাতিরেকো হি বর্ষীয়সামেব, যদি বালতয়া ময়ীদমপ্রকাশনা-
ইম, নাইন্ত তদা প্রকাশয়িতুম, উত চৈতুপৈতি, কথ্যতাং কথ্যতাং তদা তদাকরঃ; গুপ্তা হি বার্তা সুহৃদি হৃদি
চ হুরপনোদা নোদাসীনে বিপক্ষেইপক্ষেপণীয়া ভবতি।’

৩। ইতি বিরতবচনরচনে নৈদীয়সি চ সিচয়াসনমধ্যাসীনে চ তনয়ে নয়েন সাদরদরহসিতসিতদশন-
মহোমহোহ্লাসেন পৈয়ুষপীযুষপীনর্ধোতিমিব শ্মশ্রুভরং জনয়ন নয়ন্ত্রপি তমঙ্কমনঙ্কমিভ সুধাকরং বসুধাকরংস্বতমথা-

২। একদা একদিন সময়ে বল্লবরাজমুখান্, বাবতো বল্লবান্ অভিশতমখমখং শতমখশ্চেন্দ্রশ্রু মখং ধজ্ঞং লক্ষী-
কৃত্যাপগুসমারন্তানভিমুখান্ স্বসমুখানবলোকা ত্রীকৃষ্ণঃ সভদি যথা শ্রাতথ্য পিতরমুবাচ। কথন্তুতান্? পরমনিবৃত্তানতি-
হন্তান্, ন তু ব্রতাদাবিব তত্র যন্তিতানিতার্থঃ। অনেকদাক্ষিণাদস্বাবতো বহুতরসারলোন কৃপালুন্, সর্বজনসুখবাসার্থমিতি
ভাবঃ। অরমতিশয়েন ভানং দীপ্তিস্তরতঃ, যতো নযতোবাহুৎসবগগমন-হেতুকেন নবীন হর্ষণোপি যুক্তান্। অগ্রীয়াং শ্রেষ্ঠাম্।
পিতরং কথন্তুতম্? বয়োবৃদ্ধৌ ঋতান্ সমৃদ্ধান্ জনানানায় কৃত্য সভা যেন তম্। মহোদারো মহামহিমবান্, বাচা আর্থঃ
প্রমাণবচনকঃ। মে মম মেধাবতি মেধায়ুক্তে হৃদয়ে। নহু পরেদিতজ্ঞানফলা হি বৃদ্ধয় ইতুক্তস্বামিজ্জ-বুদ্ধিপ্রতিভয়ৈব
জ্ঞায়তাম্, তদবুদ্ধেঃ কিং দুঃপ্রবেশমিত্যত আহ—প্রতিভায়া অতিরেক উদ্রেকঃ। বর্ষীয়সাং বয়োহধিকানাম্। কথাতাং
কথনাহং চেষ্টপৈতি, তদা কথ্যাতামুচ্যাতাং তন্ত্রাকরঃ কারণম্। নহু বালত্বেপি মহাবুদ্ধিমবাস্তি তে বালত্ব-দোষঃ,
কিন্বেতিরহস্যোবেশং বর্তেতি চেৎ, সত্যম্, গুণ্যপি বার্ভা হৃদি মনসি সুহৃদি চ ছুরপনোদাহপত্রোতুমশকাহনৌচিত্যাদেব;
শ্লেষণে সুহৃদো হৃদয়াদপ্যন্তরদ্বমানীতঃ, কিন্তু উদাসীনে বিপক্ষে চ নাপক্ষেপণীয়া প্রক্ষেপ্তুমযোগ্যা, ময়ি তু সুহৃৎস্বেন
যদ্যাকং হৃদয়তল্যাত্তং প্রকাশনং যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥

নিজেদের সম্মুখে এনে যোগাড় করছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ বয়োবৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ জনগণকে নিয়ে সভা করে বিরাজমান পিতাকে ভঙ্গীসহকারে বললেন—হে আৰ্যপাদ! এই মহামহিম মহোৎসবের কি নাম, হায়, এর দেবতাই বা কে, আর প্রামাণিক বাক্যে সিদ্ধ এর আচার্যই বা কে, আর কোন্ বিধিই বা তোমরা মানছো এবং কি প্রয়োজনে লোকসকল যন্ত্রিতের মতো চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছে—আমার মেধাযুক্ত হৃদয়ে এর কিছুই প্রকাশিত হচ্ছে না। (আরে নিজের বুদ্ধিতেই বুঝে নেও-না, তোমার বুদ্ধির অগম্য কি আছে—এর উত্তরেই যেন বলছেন—) বয়োবৃদ্ধদেরই উপস্থিত-বুদ্ধির উদ্রেক হয়। যদি বালক বলে আমার কাছে এ কথা প্রকাশের অযোগ্য মনে করেন তা হলে প্রকাশ করবেন না, যদি কখন যোগ্য মনে করেন, তবে আমূল সব কিছু খুলে বলে দিন। (তোমার বালক দোষ নেই, তবে অতি গোপন সে কথা—এরূপ যদি বলেন তার উত্তরে বলছি শুনুন—) কথা যদি গোপনীয়ও হয় তথাপি নিজের মনের কাছে ও শ্রুতদের কাছে গোপন করে রাখা যায় না—কারণ তা অনুচিত, আবার বিপক্ষের নিকট ফলাও করে বলাও উচিত হয় না।

৩। এই বচন পরিপাটি থেমে যাওয়ার পর পুত্র নিকটবর্তী হয়ে বজ্রাসনে বসে গেলে গোপরাজ ভূমিতলে মিলিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মতো সেই পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন—পুত্রের নীতিবাচক প্রশ্ন মাধুর্যে

ভীররাজো ররাজোপক্রম্য বচনরচনাম্ ॥

৪। ‘তাত ! সাততাত্তমানমান এষ নঃ কুলে নিরাকুলে নিরাবিলঃ পরম্পরাপরায়ণ আচার আচার-
গাদি পরিগীতঃ সমুন্মীলতি, যদস্মাকং হি গোধনং ধনম্ তচ্চ ষাসঘাসমাত্রজীবনম্, স চ ঘাসোহনঘাসো ন ভবতি
বিনা রুষ্টিম্, সা চ দুর্বলা বলাহকানন্তরেণ, তে চ নাস্ববশাঃ পুরুন্দরদরতঃ । অতস্তদীয়ং মহমহমুপপাদয়ন্নস্মি,
অনেনসানেন সাধুনাধুনা বিধীয়মানেন মহেন শ্রীতি-সুমনসা সুমনসামধিপেন তেন প্রতিবর্ষং বর্ষং সুরীত্য।
সম্পাদ্যতে ॥

৫। তথা সম্প্রতি সম্প্রতিপত্তিকারিণা ভবিতবাম্ । রীতিরীদৃশ্যেব তেষাং মানবতাং মানবতাং গতস্ত

৩। তনয়ে শ্রীকৃষ্ণে ইতি বিরতবচনরচনে সভ্যারাভীররাজো বচনরচনামুপক্রম্যারভ্য ররাজ । কথন্তু তনয়ে ?
প্রথমং নদীয়সি নিকটবর্তিনি, ততঃ সিচরাসনং বস্ত্রাসনমধ্যাসীনে চ । স্বয়ং কথন্তুতঃ ? সাদরমহো প্রথমাদুর্ধমিতি
কৃতাদরং বদসিতং তৎপ্রকাশিতঃ সিতদশনশ্চ তয়োর্মহসাং জ্যোতিষাং মহোল্লাসেন পেয়ুযো নবদুগ্ধং স এব পীযুষমমৃতং
তেন পীনং পুষ্টং যথা ত্রাতথা, ধৌতং ক্ষালিতমিব শ্মশ্রুভরং জনয়ন্ স্বভাবতন্তিলতগুলিতমপি শ্মশ্রুভরং হসনদশনকাত্যা
সর্বশুক্লমিব কুর্বিমিতার্থঃ ।—“পেয়ুযোহভিনবঃ পয়ঃ” ইত্যমরঃ । তং তনয়মপাঙ্কং স্নোৎসঙ্গং প্রতি নয়ন্ অনঙ্কং নিকলঙ্কং
বসুধাকরস্থিতং ভূমৌ মিলিতং সুধাকরং চক্ষমিব ॥

৪। সাতত্যেন তত্তমানো মান আদরো যন্ত সঃ । ঘাসস্ত তৃণস্ত ঘাসো ভক্ষণং তন্মাত্রমেব জীবনং যন্ত তৎ ।
অনঘো নির্বাসনো নির্বিঘ্ন আসঃ স্থিতির্যন্ত তথাভূতো ন ভবতি । অংহো দুঃখবাসনেবঘম । ‘আস উপবেশনে’, ‘অস
দীপ্তো’ বা ঘঞন্তুঃ । সা চ রুষ্টিঃ, বলাহকান্ মেঘান্, পুরুন্দরদরত ইন্দ্রভয়াং; অনেনসা এনোহপরাধন্তদ্রহিতেন । অনেন
মহেন যাগোৎসবেন; সুমনসাং দেবানামধিপেনেন্দ্রেণ ॥

৫। সম্প্রত্যধুনাপি সম্প্রতিপত্তিকারিণাইশ্বদ্যোগক্ষেমসম্পাদকেনেন্দ্রেণ । নম্রমৃতভুজাং দেবানাং যুগ্মদীয়মানে হবিষি

আদর হেতু মহারাজের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল আর তাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তাঁর শুভ্র দন্তরাজি ।
এ দু-এর জ্যোতির মহোল্লাস ক্ষরিত নবদুগ্ধরূপ অমৃতে তাঁর স্বভাবসুন্দর শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রুভার যেন তৎকালে
পুষ্ট হয়ে উঠছিল ও ধৌত হয়ে যাচ্ছিল । এরূপ খুসীতে দীপ্ত মহারাজ তখন কথার জাল বুনতে আরম্ভ
করলেন—

৪। ‘হে বাপধন, অখণ্ড বিস্তারিত আদরনীয় এই আমাদের নিরাকুল কুলে কুলপরম্পরা-আগত
সদাচারাদি—প্রশংসিত নির্মল আচার উজ্জলরূপে প্রকাশিত হয়ে আছে । যেহেতু আমাদের গোধনই ধন,
আর সেই গোধন ঘাসভক্ষণমাত্রজীবি, আর সেই ষাসেরও বিনা-রুষ্টি নির্বিঘ্ন-স্থিতি হয় না, সেই রুষ্টিও বিনা-
মেঘে বল প্রকাশ করে না, আর ইন্দ্রের ভয়ে সেই মেঘেরও স্বতন্ত্রতা নেই । এই সব কারণে সেই ইন্দ্রের মহা
মহোৎসব সম্পাদনে তৈরী হচ্ছি । প্রতি বছর এই সময়ে সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়মাণ অপরাধ রহিত এই যাগোৎসবের
দ্বারা শ্রীতি-সুমনা সেই দেবরাজ সুরীতিতে বর্ষণকার্য সম্পাদন করে থাকেন ।

৫। পূর্বের মতোই সম্প্রতিও যোগক্ষেম সম্পাদক হবেন দেবতাগণ । (অমৃতভোগী দেবতাদের

সমারাদনপ্রিয়া ন প্রিয়ায় মনুস্তে স্বর্গীয়গীয়মানমপি সুখাদিকং তে । স্বসম্পদাপদারোহণপরাপি সমারাধিতাহ-
ধিতানবং নবং নবমৌহতে হি দেবতা, অনারাধিতাধিতাদবস্থামেব ॥’

৬। অথ তদাকর্ণনকর্ণনবকষায়তায়তাপি ন কেনাপি যথা যথার্থভাবে লক্ষ্যতে, তথা কৃতাবহিখ-
মিখমিদমতিমধুমধুরতরতরজিতস্মিতবিস্মিতবিবিধজনমনোমনোজ্ঞতমং কিমপি সম্মোহজনকং জনকং যদবাদীদ-
বাদীব মীমাংসাবাদং সবিবাদং স বিধায় তদতিচিত্রম্ ॥

৭। তথা হি—‘অহো অহোনাথসদৃশাদৃশামৌশতুল্যানাং বঃ খলু সুখলু সুবজ্জলমবিচারি চারিত্র্যম্,
যতঃ কম’গৈব জন্তব উৎপত্তস্তে, বিপত্তস্তে, বিজ্ঞস্তে ॥। যো হি যদা যদাচরিত কম’, তদেব দেবতা, দেবতাস্তুরং

কা প্রীতিঃ স্তাৎ ? তত্রাহ—মানবতাং সম্মানদায়িনাং তেষামীদৃশেব রীতির্ধন্যমানবতাং গতস্যা মনুষ্যত্বং প্রাপ্তস্য সমাগারাদনং
প্রিয়ং যেষাং তে । স্বর্গীয়ৈঃ স্বর্গসম্বন্ধিভির্জনৈর্গীয়মানঃ স্তুর্যমানমপি । নহু দেবা অপাস্থরাহ্যপদ্রবশাদ্ভুঃখ-সুখময়া মনুষ্যব-
দেব লক্ষিতাঃ ? সত্যম, অস্যাঃ সম্পদ আপদশ্চ কদাচিদ্দিষ্টবশাদারোহণপরাপি সমারাধিতা সত্যী আধেয়নঃপীড়াস্তানবং
ক্ষীণত্মারাধকজনসোহতে চেষ্টতে, কুরুতে ইত্যর্থঃ । তচ্চ নবং নবং যথা স্যান্তথেষু তত্র কদাচিদপি নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ ।
অনারাধিতা তু সত্যী আধেষ্টাদবস্থামেবেহত ইত্যসৌবানুবঙ্গঃ ॥

৬। অথ তদ্বচনাকর্ণনৈন কণ্ঠয়ৌর্নবা কষায়তা গর্ববত ইন্দ্রসাদরশ্রবণাসহিষ্ণুতরা কালুযাং সা আয়তাপি প্রচু-
রাপি যথা কেনাপি ন লক্ষ্যতে, তথা জনকং প্রত্যবাদীব যদবাদীহুক্তবান্, তদতিচিত্রম্, তথা কৃতাবহিখমিতি গান্ধীর্ষে-
ণাহুয়ালক্ষণাচ্ছাদনাং । তদেবাহ—অতিশয়েন মধুতোহপি মধুরতরঞ্চ তত্তরজিতমাবৃতি-প্রত্যাবৃতিভ্যাং তরঙ্গসদৃশঞ্চ যৎ
স্মিতং তেন বিস্মিতানাং বিবিধজনানাং মনসো মনোজ্ঞতমতিরোচকম্ । সবিবাদং বিবাদ-সহিতং কৃত্বা বাহুস্তর-পরা
ভবার্থং স শ্রীকৃষ্ণঃ ‘ঐশ্বর্যশক্ত্যা সহসা নিবেদিতো, নিজপ্রভুঃ স্বাবসরপ্রবীণয়া । চিকিৎসিতং তুর্নতি শত্রুহর্দং, পরামম-
র্শাং স গোপশর্মদঃ । জনকো নু মমাপি দেবতাং ভজতে যন্নরলীলতাবশাং । তদিহাপ্যভিমুগ্ধতে মদা-ন্যববা তং বতদিহাস্মি
শাসিতুম্ ॥’ ইতি ॥

৭। অহো নাথসদৃশাং সূর্যতুল্যানামিতি স্বত এবাতিপ্রতাপবব্বম্, ঈষতুল্যানামিত, গুরুবাহুত্বঞ্চ সূচিতম্ । তথাপি

তোমাদের দেওয়া হবিত্তে কি প্রীতি হতে পারে ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)সম্মানদায়ী তাদের রীতি
এরূপই । মনুষ্যদেহধারীকৃত আরাধন বাদের প্রিয় সেই দেবতার সুখাদিকে প্রিয় বলে মনে করে না যদিও
স্বর্গে গমনেচ্ছু মনুষ্যের দ্বারা উহা প্রশংসিত । অদৃষ্টবশে আগত সম্পদ-আপদের সময় দেবতাগণ সূচুভাবে
আরাধিত হলে আরাধক জনের মনোপীড়ার ক্ষীণতা সম্পাদন করে থাকেন দেবতার নবনবভাবে । আরাধনা
না করলে অবস্থার হেরফের করেন না ।

৬। এই কথা শুনে, কর্ণের অতিশয় তিক্তরসায়নস্বরূপ হলেও কেউ যাতে ধরতে না পারে সেই
ভাবে ভাব গোপন করে কৃষ্ণ অতি মধুমধুরতর ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তরঙ্গায়িত মুহু হাসির সহিত বিস্মিত
বিবিধজনমনের অতি রোচক কোনও অপূর্ব সম্মোহজনক মীমাংসাবাদ বিচারের সহিত প্রতিবাদীর মতো
যা বললেন তা অতি আশ্চর্য ।

৭। অহো, সূর্যতুল্য ঈদৃশ ঈশ্বর তুল্য আপনাদের সুখের ছেদনকারী সুবজ্জল অবিচারযুক্ত এ-

নাম নামনস্তি সন্তঃ ॥

৮। ঐহিতহিতাহিতাতিরিক্ত ফলদানাসমর্থমর্থয়ন্তাং কে নাম দেবতাস্তরম্ ? তাস্তরংহসো হি কর্মাতি-
রিক্তাং দেবতাং মন্যন্তে ॥

৯। নাপ্যন্তর্ধামী যামীরয়তি ক্রিয়াং তামেব করোতি জন্তঃ, বস্ত্তস্ত যথাবিধ এব কশ্চিৎ স্বভাবো
হি স্বভাবো হিতাহিতাচরপ্রবর্তকঃ, কিং তদ্র্যাস্তর্ধামিযামিকতয়া ॥

১০। ন হীশ্বর এব জগৎপাদয়তি, বিপাদয়তি, বিশিষ্য পালয়তি, অপি তু তন্ত্রোৎপাদক-বিপাদক-
বিপালকানি রজন্তুমঃসজ্জানি, তেন রজ্জোঘনা ঘনাঃ স্বভাবত এব ॥ এবমভিবর্ষন্তি ॥

১১। ন চ তত্র ঘনাগমে ভুবনমুচি নমুচিস্থনো নাম দেগতা প্রেরিকা যা খন্ডাদিতাধিতানবং
করোতি ॥

খুশসা লুচ্ছেদনং যন্তন্তদবিচারি, ন বিচারবৃত্তম্ । ‘উৎপত্তন্তে’ ইত্যাদিনোৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতিরঃ সর্বেষাং কর্মাবীনা এবোতি ॥

৮। ঐহিতাভ্যাং কৃতভ্যাং হিতাহিতাভ্যাং শ্রুততত্ত্বভাভ্যামতিরিক্তসা ফলসা দানেঃ সমর্থদেবতাস্তরং কে জনা
অর্থয়ন্তাঃ স্বাভীষ্টং যাচস্তাম্, ন কেহপীতার্থঃ । তান্ত্রমশক্ত রংহো বুদ্ধি-ব্যাপারাদিনাং বেগো যেষাং ॥ এব ॥

৯। কর্মোণোন্তর্ধামি-পারবশ্তমিতি মতং নিরল্যাহ—নাস্তর্ধামীতি । যাং ক্রিয়ামীরয়তি প্রেরয়তি । কশ্চিদিতি
তথাবিধকর্মভিরেবাভিব্যঞ্জিতঃ স্বভাবো নিসর্গঃ স্বসৈব ভাং কাস্তিমবর্তীতি সঃ, অতএবাস্তর্ধামিণো ষামিকতয়া নিয়ামক-
তেন কিম্ ॥

১০। তন্ত্র জগতো রজ্জোঘনা রজসা নিবিড়াঃ । জন্তুনাংপত্নাদৃষ্টবশাদেব বর্ষন্তি ॥

১১। ন চ তত্ত্বদেশাধ্যক্ষকৃত্যাবনসন্তুঃশ্রেষ্ঠস্ত্র প্রেরণবশাদেব মেঘাঃ প্রাবৃষি বর্ষন্তীতাহ—ন চেতি । ঘনাগমে
বর্ষাসময়ে, ভুবনস্ত্র জলস্ত্র মুক্ মোচন যত্র তস্মিন্ । নমুচিস্থন ইজ্রঃ ॥

আচরণ । যেহেতু, কর্মের দ্বারাই জীবসকলের উৎপত্তি-বিনাশ-স্থিতি হয়ে থাকে, অতএব যে যখন যে প্রকার
কর্ম আচরণ করে সেই কর্মই হয়ে থাকে তার দেবতা, অতএব সাধুগণ দেবতাস্তর মান্য করে না ।

৮। নিজের কৃত সক্রুতি তুষ্কৃতির অতিরিক্ত ফলদানে অসমর্থ দেবতাস্তরের কাছে কোন্ জন স্বাভীষ্ট
যাঞ্চা করে ? কেউ করে না । বুদ্ধি-ব্যাপারাদির বেগ ধারণে অসমর্থ জনই কর্মাতিরিক্ত দেবতা মানে ।

৯। (কর্মের অন্তর্ধামী-পারবশ্তরূপ মত নিরসন করে বলা হচ্ছে—)এ কথাও বলতে পারো না,
অন্তর্ধামী যে ক্রিয়ায় প্রেরণ করে জীব তাই করে থাকে । বস্ত্ততঃ নিজ নিজ কামনার পালক স্বভাব নামক
কোনও এক বস্ত্ত ভালমন্দ আচরণের শ্রবর্তক । এখানে অন্তর্ধামীর নিয়ামকত্বের কথা কি করে উঠছে ।

১০। ঈশ্বরও জগতের উৎপত্তি-বিনাশ-পালন খুঁটিনাটি করে করেন না । কিন্তু এই জগতের উৎপত্তি-
বিনাশ-পালন খুঁটিনাটি করে হয় রজঃ তমঃ সত্ত্ব গুণের দ্বারাই ।

১১। যেখানে যেখানে বৃষ্টি হয় সেই সেই দেশের অধিপতিকৃত আরাধনে তুষ্ট ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত
হয়েই মেঘ যে বর্ষণ করে তা নয় । তাই বলা হচ্ছে -)

এবং বর্ষাকালে যে অঝোরে বর্ষণ তা ইন্দ্র নামক দেবতা প্রেরিত বলা যায় না, কারণ এই বর্ষণ

১২। কিমপি ধরাধরা বা কিমেতে বা নদীনা ন দীনাস্তদারাদনং চক্রুঃ, কথমেতেষেতেষেতে বর্ষন্তি, তদলমপ্রস্তুতেন শতমখমথকরণেন ॥

১৩। কিঞ্চ, ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা ব্রতিনঃ, রাজ্ঞা রাজ্ঞায়েন শোভিনঃ, বিশো বিশোভন্তে কৃষাদিভি-
বরবর্ণা বরবর্ণানাং সেবয়া রাজন্ত ইতি চতুর্বার্ণাবস্থাবস্থানব্যবস্থায়াং কৃষি-গোরক্ষা-বানিজ্য-কুসীদবিশাং বিশাং
চতুষ্ঠয়ী বৃত্তিবৃত্তিঃ

১৪। তত্রাস্মাকং গোরক্ষপক্ষপরতা, নেদানীং ন চ পুরা পুরাবনিসর্গা, নিসর্গাবগাহিনী গিরিবন-
চরতা চরতামিহ নো হস্ত কিমনয়া শতক্রতুক্রতুকল্পনয়ানয়ারকয়া বিস্রকয়া বিস্রস্তবিপদা মম গিরা গিরাবস্মিন্

১২। নদীনামিনা ঈশ্বরঃ সমুদ্রা এতে কিং তস্তারাদনং চক্রুঃ? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতো ন দীনঃ, ন
জলদারিদ্র্যবন্তঃ ॥

১৩। তর্হি কিং প্রস্তুতমিত্যপেক্ষয়াং নিজবিহিতধর্মানুষ্ঠানমেব দীপক-রীত্যাহপ্রস্তুতোপত্নাসেনাহ—ব্রাহ্মণা ইতি।
ব্রাহ্মণা বেদেনাবরবর্ণাঃ শূদ্রাঃ, চতুর্ণাং বর্ণানামবস্থা স্বভাবস্তত্ত্বা অবস্থানেন হিত্যা যা ব্যবস্থা তস্তাং কৃষাদিষু বিশস্তীতি কিঞ্চ,
তেষাং তত্র কুসীদং বৃদ্ধিজীবিকা। বৃত্তীনাং কৃষাদিজীবিকানাং বৃত্তিঃ সত্তা ॥

১৪। অস্মাকং নেদানীং নাপি পুরা পুরাত্ববনে: শালিক্ষেত্রাদেবী সর্গা নিশ্চয়া: সৃষ্টয়ো বা তর্হি কিম্? তত্রাহ—
নিসর্গাবগাহিনী স্বাভাবিকী গিরৌ গিরৌ বনে বনে চরন্তীতি তেষাং ভাবস্তত্ত্বা, সৈবাস্মাকং সদেত্যর্থঃ। অতএবেহ ব্রজ-
ভুবি চরতাং নৈকত্র সদা স্থায়িনাং নোহস্মাকমনয়া কিম্? ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। কীদৃশা? অনয়েনানীতৌ-
বারকয়া। তর্হি কিং? যাগার্থকস্নোপকল্পিতানাং তত্তদ্রব্যাণাং পুনরাদানং যুক্তম্? নহি নহি, তৈরেব যুক্তানুরূপা যোগান্তর
ক্রিয়তামিত্যাহ—বিস্রকয়া বিস্রস্তয়া বিস্রস্তা ধ্বস্তা বিপদযয়া তয়া মম গিরাবস্মিন্ গিরৌ নিপুণ সম্মানমানয়ন্তিভবন্তিরন্ত

আরন্তু তো মনোপীড়া শরীরের কুশতাই এনে দেয়—এ তো সন্তুষ্ট জনের দয়ার লক্ষণ হতে পারে না।

১২। এই যে পর্বত সমুদ্র সকল, এরা কি ইন্দ্রের আরাধনা করে? করে না। কারণ এদের তো
জলের অভাব নেই, তবে কেন এদের উপর এত বর্ষণ দেয় ইন্দ্র—অতএব ইন্দ্রযজ্ঞের প্রস্তুতি না নিলে হবেটা
কি? কিছুই হবে না।

১৩। আরও, ব্রাহ্মণগণ শোভা পায় বেদপাঠরূপ যাজ্ঞন কর্মে, রাজত্ববর্গ শোভা পায় রাজ-
নীতিতে, বৈশ্য শোভা পায় কৃষাদি কর্মে বিশেষ ভাবে, আর শূদ্রগণ শোভা পায় শ্রেষ্ঠবর্ণের সেবায়। এইরূপে
চতুর্বর্ণের স্বভাবের স্থিতিতে যা ব্যবস্থা তার মধ্যে কৃষি-গোরক্ষা-বানিজ্য-মুদ্রজীবী বৈশ্যদের এই বৃত্তিচতুষ্ঠয়
হ'ল জীবন ধারণের পথ।

গোবর্ধনপূজা প্রবর্তনঃ

১৪। এই সব বৃত্তির মধ্যে গোরক্ষা-বৃত্তিপূর আমরা। না-ইদানীং না-পুরাকালে নগরের নিকটে
আমাদের শালিক্ষেত্রে শয্যার একটা নিশ্চয়তা দেখা যায়। তবে কি আসে যায় তাতে। আমরা স্বভাবতঃই
পাহাড়ে পর্বতে বনে বনে চরে বেড়ানো লোক। অতএব ব্রজে সর্বত্র চরে বেড়ানো, সদা একই স্থানে না-
থাকা লোক আমাদের অনীতিতে আরক্ত এই ইন্দ্রযজ্ঞ কল্পনায় কি প্রয়োজন? কোনই প্রয়োজন নেই। বিপদ

ন কেবলং নাইব গোবর্ধনে গোবর্ধনেহর্থতোহপি সম্মানমানয়ন্তিরনেনৈব শতমন্যুমান্যাস্ত্তারেন নিপুণমহো মহোহস্ত
গিরিবরস্ত বিধীয়তামক্ষোভবন্তিভবন্তি ॥

১৫। সকলা এব গাবো ছুহস্তামুহস্তামুদারাঃ পয়োভারাঃ পরমান্নাদীনি পচ্যস্তাম্, চ্যস্তাং রম্যাণি
শঙ্খল্যাঙ্গাদীনি, কুল্যাঙ্গাদীনি বিধীয়স্তাং যতমধুপানকাঙ্গাদীনাম্ ॥

১৬। মথিতোদধিদধিমহোদধি-নবনবনীতসিতসিতাশিখরিশিখরিণী-রসালারসালাস্ববন্তঃ সন্তু দিগন্তাঃ।
গন্তারশ্চ সর্বে নিমন্ত্রয়ন্তু বসুধাসরান্ সুধাসুরান্, সুরানুপহসন্তু তে চাদস্তো দস্তোথকিরণকন্দলীভিঃ স্নিগ্ধাননা
ন নাকপৃষ্ঠমপি গরিষ্ঠং জানন্তু ॥

১৭। ঋত্বিজশ্চাহুয়স্তাম্, হুয়স্তাং চানলা ন লাষবেন দীয়স্তাং তেভ্যো ধেমুদক্ষিণাঃ, দক্ষিণাশয়া ব্রাহ্মণ-
ভোজনায় ভো জনা যতস্তাম্, মুদগা মুদগাদি সূপ-সূপচিত-নানাবিধ-সৌরভ-রভস-ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জনিকরকরস্থিত

গিরিবরস্য মহো বিধীয়তাম্, শতমন্তোরিক্সস্য মন্যাস্ত্তারেন যোগোপকরণব্রহ্মেন; “মন্যুর্দৈন্ত্রে ক্রতো ক্রুধি” ইত্যমরঃ ॥

১৫। কুল্যাঙ্গাদীনি কুল্যা-বাপী-সরাংসি ; “কুল্যান্না কৃত্রিমা সরিং” ইত্যমরঃ ॥

১৬। মথিতানামুদধিচ দগ্নাং মহোদধিচ নবানি নবনীতানি চ সিতসিতানাং শ্বেতশর্করাণাঃ শিখরী চ শিখরি-
ণীনাং রসালানাং রসালাস্ববন্ত, অপর্ষাপ্তবাহুদধাদিবৎ কথয়িতুমশক্তেঃ, তদন্তো দিগন্তাঃ সন্তু। গন্তারো ধাবকা যতন্তু
এব বসুধাসুরান্ বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়ন্তু। তে চ বিপ্রা অদন্তো ভুঞ্জানাঃ সন্তুঃ সূর্যু রাস্তীতি তাদৃশানপি সুরানুপহসন্তু ॥

১৭। দক্ষিণাশয়াঃ সরলান্তঃকরণা জনা ব্রাহ্মণভোজনায় ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িতুং যতস্তাম্। ভো ইত্যবধানার্থম্।
দক্ষিণাভোজনাত্ম্যালেখনে ব্রাহ্মণান্ স্বপক্ষীকৃত্য সর্বজনপ্রসাদনগর্ভাং পর্বতপূজাং বিদধান আহ—মুদগাঃ প্রাপ্তবর্ষাঃ বিপ্রা
ওদনকৃৎ বিরচয়া গিরীক্ৰান্ত পূজনমুপকরয়ন্তু। ওদনকৃৎ কৌদৃশম্? মুদগাদিহুইপৈঃ সূর্যু উপচিতাশ্চ নানাবিধস্ত সৌরভস্ত

বিধিস্বাকারী আমার-এ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এই গিরিরাজের নিপুণতার সহিত সম্মানদায়ী অক্ষোভ
তোমরা গোবর্ধনোৎসব সম্পাদন কর—ইন্দ্রযজ্ঞের জন্তু সংগৃহীত এই যোগোপকরণ সমূহের দ্বারা। কেবল
নামেই যে এ গোবর্ধন তা নয়, কিন্তু অর্থের দ্বারাও অর্থাৎ গোগণের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন বলেও এ গোবর্ধন।

পূজোপকরণ বিষয়ে কুষেণের নির্দেশ :

১৫। গাভী সবগুলিই ছুই-য়ে নিন, উত্তম উত্তম দুগ্ধভার বয়ে নিয়ে চলুন, পরমান্নাদি পাক করে
নিয়ে চলুন নানা প্রকার রমণীয় পিষ্টক বানিয়ে নিন, যতমধুপানকাদির দোনা সাজিয়ে নিয়ে চলুন।

১৬। ষোলের সমুদ্র, দধির মহাসমুদ্র, নবনবনীত, শুভ্রমিছরির পাহাড় এবং শিখরিণী-রসাল
দিগ্দিগন্ত ভরে যাওয়ার মতো অপর্ষাপ্ত হউক। পাইকরা সকলে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করুক, তাঁদের এমন
খাইয়ে দিন যাতে দন্তের কিরণমালায় স্নিগ্ধানন তাঁরা সুধাভাণ্ডারী দেবতাদেরও উপহাস করতে পারেন এবং
স্বর্গের প্রাতি গরিষ্ঠভাব তাঁদের মনে না আসতে পারে।

১৭। ঋত্বিক ডেকে নিয়ে আসুন, অগ্নির হবন করুন, ধেমুদক্ষিণা দিন ব্রাহ্মণদিগকে, সরল অন্তঃ-
করণ জনেরা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্তু যজ্ঞপারায়ণ হউন। মুদগাদি ডালের দ্বারা সমুদ্র, নানাবিধ সৌরভবেগ

মিষ্টমিষ্ট-পিষ্টকরস-নিরপায়-পায়স-কুণ্ড-কুণ্ডলিতমামোদনমোদনকুটং বিরচ্যা পাণ্ডাদিভির্ষাচাচারৈরুপচারৈরুপ-
কল্পয়ন্ত গিরীন্দ্রস্ত পূজনম্, জনং জনমাশ্বপাকমাশ্বপাকমাপতিতং চ পূর্ণভোজনং প্রদীয়তামিত্যেবং ভূতেজ্যাবিদ্যো
মতি—

ভেরীভাংকুতিভির্শৃঙ্খলতমৈঃ প্রেঙ্খোলশঙ্খধনৈ-
নন্দদুন্দুভিভুংকুতৈস্তত ইতো নিষ্পকটকারবৈঃ ।
বিদ্বদেদবিদামুদারমধুরৈবেদপ্রগানোৎসবৈ-
নান্দীভিঃ সহ বন্দিনাং কলকলো দিক্চক্রমাত্রামাতৃ ॥

১৮ । ততশ্চ দিব্যালঙ্কৃতিবঙ্কৃতিশ্ৰুতিমুখৈর্দিব্যাস্বরাদৃশ্যরৈঃ
পুঙ্খিঃ স্তম্ভিতদৈবতৈনরবধূরদৈশ্চ মন্দশ্মিতৈঃ ।
বাণা-বেণু-মৃদঙ্গ-মঙ্গলরব-ব্যাসঙ্গি সঙ্গীতকৈ-
নৃত্যমর্তক-নর্তকী-গণযুতেষানপ্রয়াণোৎসবৈঃ ॥

১৯ । পূজাং বিধায় বিধিবদ্ধিভূষো দ্বিজাগ্রাণ্য-নগ্রে বিধায় চ নিধীনধিমঙ্গলানাম্ ।
সর্বৈ সুপর্বমদমোদপরাঃ পরাধ-স্পর্ধাঃ পরিত্রমত পর্বণি পর্বতেন্দ্রম্ ॥

রতসং বেগং ব্যঞ্জয়ন্তীতি তে চ যে ব্যঞ্জননিকরাত্তঃ করষিতম্ । ইষ্টাঃ পরিণামেহপি সুখদা মিষ্টাঃ পিষ্টকাশ্চ রসৈর্নির-
পায়ানি পায়সকুণ্ডানি চ তৈঃ কুণ্ডলিতং বলয়িতম্ । আশ্বপাকং স্বপচ-পর্যন্তম্, আশ্বপাকং শুভং কুকুরস্ত পাকো বালকস্ত-
পর্যন্তম্, “পোতঃ পাকোহর্ভকো ডিষ্টঃ” ইত্যমরঃ । আপতিতং সর্বতঃ স্তলভবেন সমাকীর্ণমিব যথা স্তালভেতাৰ্থঃ । সহ
মিলিতীভূয় ॥ (১৮)

১৯ । অধিমঙ্গলানাং নিধীন নিধিরূপান্ দ্বিজাগ্রাণ্য পরাধৈঃ পরাধপ্রমাণজীবিতৈর্দেবৈশৈরপি সহ স্পর্ধন্ত ইতি
প্রকাশকারী ব্যঞ্জন সমূহের দ্বারা খচিত, পরিণামে সুখদ মিষ্টপিষ্টকযুক্ত, রসে অক্ষয় পায়সকুণ্ডে পরিবেষ্টিত,
এবং সকলের প্রসন্নতাদায়ী অল্পকূট রচনা করে পাণ্ডাদি যথাচার উপাচারের দ্বারা গিরীন্দ্রের পূজা প্রবর্তন
করুন । প্রাপ্তহর্ষ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বপচ পর্যন্ত সকল জনকে এবং কুকুর-বান্ধা পর্যন্ত সব জীবেকে ভূরিভোজন
করান । ভূতপূজাবিধিতে এইরূপ সব কিছু সুসম্পন্ন হয়ে গেলে—

ভেরীর অতি বিশৃঙ্খল ভাস্কর শব্দ কম্পমান শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভির ঢং ঢং শব্দ, এখানে ওখানে ঢাকের
অতি পরিণত রব, বিদগ্ধ বেদবিদের কণ্ঠে উদার মধুর নিপুন গানোৎসব, বন্দিগণের কণ্ঠে নান্দ্যোপাঠ—এই
সবের মিলিত কলকল শব্দ ঝঙ্কারে দিক্চক্রকে ছেয়ে ফেলুন ।

১৮, ১৯ । দিব্যালঙ্কারবঙ্কারে কর্ণসুখদায়ী ও দিব্যবজ্রাডম্বরে দেবতাস্তম্ভিতকারী পুরুষগণ-ঈষৎ মিষ্টি
হাসিভরা শ্রেষ্ঠ বধুবৃন্দ-নৃত্যরত নর্তক নর্তকীগণ-এদের সকলের উপস্থিতি, বাণা-বেণু-মৃদঙ্গের-মঙ্গলরব সঙ্গতে গান
ও রথযাত্রা উৎসব—এত সবের সহিত সমারোহে বিধিপূর্বক পূজা করে অধিমঙ্গলের নিধিস্বরূপ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে করে শ্রেষ্ঠপর্বের অহঙ্কারে আনন্দোচ্ছল পরাধকাল জীবিত শিবেরসহিত স্পর্ধাকারী
স্বপ্ননারী সকলে এই উৎসবে গিরিরাজের পরিক্রমা করুন ।

২০। ন চৈবং মনসি বিচার্যমভিলষিতপ্রদাবস্থা-বরঃ স্থাবরঃ কথময়মাংসাকরো ভবিষ্যতি দ্বিতীয় ইব গিরীশো গিরীশোহয়মাংস মাংসক্ৰঃ সৰ্বার্থসিদ্ধিসমর্থনসমর্থনয়ো ভবিষ্যতি । কিং বহুনা ? কথিতোহয়ং মম সমীহিতো হিতোহতিপস্থাঃ, যদি বো রোচতে তাত তদানেনৈব গম্যতাম ॥'

২১। ইতি বিরতে তদ্বচনোপক্রমে ক্রমেণ সৰ্ব এষ তচ্ছুদ্ধিধি, দধিধি ॥ মনোরথসিদ্ধেরাবশ্যকত্বম্ ॥

২২। আচার্য্যতামুপগতেন তদধ্বরস্ত, কৃষ্ণেন সঞ্জয়তা শতমল্ল্যামল্যম্ ।

উৎকণ্ঠয়া পরমর্ষেব তদানুপূর্ব্যা, সৰ্বং তদোপনতমেব চকার সৰ্বঃ ॥

২৩। শঙ্কাস্তরং হরতি মঙ্গলতুর্ধ্যাঘোষে, বেদধ্বনিধ্বনিপরেষু চ দিঙ্ মুখেষু !

তেষামহো গিরিমহোল্লসিতাস্তরাণা-, মানন্দকন্দলিত এব বভূব কালঃ ॥

২৪। উৎকণ্ঠমানকলকণ্ঠগণঃ পুরদ্বী-, নীরদ্ধমঙ্গল-তরঙ্গিত-গানঘোষঃ ।

কর্ণান্তিকোপনত এব হি কৰ্ণভাজাং, কর্ণেদ্রিয়স্ত ফলমুল্ললয়াঞ্চকার ॥

তথাভূতাঃ ॥

২০। অভিলষিতপ্রদস্ত বাহিতদাতুববহায়াং বরঃ পৰ্বতশ্রেষ্ঠঃ স্থাবরঃ পৰ্বত আস্থায়ী আকরঃ কথং ভবিষ্যতি ? মাংসক্ৰঃ শোভয়া নির্মলঃ সৰ্বার্থসিদ্ধিঃ সমাগর্থনং প্রার্থনং প্রতি সমর্থো দানশক্তো নয়ো নীতিধন্য সঃ; অতিপস্থাঃ লংপথঃ ॥ (২১) ॥

২২। কৃষ্ণেননি হেতৌ তৃতীয়া, সহার্ঘ্যে বা ॥ (২৩)

২৪। উৎকণ্ঠমানস্তাদৃশস্বয়শিক্ষার্থং সোৎকণ্ঠঃ কলকণ্ঠানাং কোকিলানামপি গণো যত্র সঃ ॥

২০। মনে একরূপ বিচার করবেন না যে অভিলষিত বস্তু দানের সঙ্গতি বিষয়ে এই গিরিরাজ কি করে আস্থার আকার হতে পারে। সৰ্বার্থসিদ্ধির বিষয়ে আকুল আবেদনের প্রতি দানোপযুক্ত নীতিকুশল দ্বিতীয় মহান্বেষের মতো এই গিরিরাজ শীঘ্র শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠবেন ।

আর অধিক বলবার কি আছে ? এই যা বলা হ'ল এ ই আমার অভীষ্ট মঙ্গলময় সংপথ । হে তাত, আপনাদের রুচি হয় তবে এই পথে চলুন ।'

২১। এই ভাবে কৃষ্ণের বচনোপক্রম বিরতি লাভ করলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এতে আত্মবান্ হয়ে গেলেন এবং নিজেদের মনোরথ সিদ্ধির জন্ত এ অবস্থা কর্তব্য, একরূপ স্থির করে মিলেন ।

২২। এই যজ্ঞের আচার্য্যতা অঙ্গীকারকারী কৃষ্ণের সঙ্গে বুজবাসী সকলে মিলে ইজ্ঞের ক্রোধ জন্মাতে জন্মাতে পরমোৎকণ্ঠায় অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু নিকটে এনে জড় করলেন ।

২৩। বিবিধ মঙ্গলবাস্তব-রবে শঙ্কাস্তর ঢেকে গেল, বেদধ্বনি-শব্দময় হয়ে গেল দিঙ্ মণ্ডল, আর অহো গিরিরাজের উৎসবে উল্লসিত অন্তর ব্রজবাসিদের সময় হয়ে উঠল আনন্দোজ্জল ।

২৪। পুরদ্বীপের কণ্ঠে মঙ্গলময় তরঙ্গিত জমাট গানের মধুর ধ্বনি শুনে কোকিলকূল তাদৃশ গান শিক্ষার্থে উৎকণ্ঠায় আকুল হ'ল, আর কর্ণবান্দের কর্ণপ্রান্তে উপনীত হয়ে উঠা কর্ণেদ্রিয়ের ফল

২৫। ততশ্চ, গাবশ্চ রত্নময়কিঙ্কিণিজালমালা, চীনাঞ্চলপ্রচলমৌক্তিকমালিকাভিঃ ।

ভূষাং দধুঃ কিমপি কাঞ্চনশৃঙ্গকোষৈঃ, স্বশ্বপ্রসূপরিচয়ে মুমুহুশ্চ বৎসাঃ ॥

২৬। এবং প্রবৃত্তে গিরিমহে মহেচ্ছেন ব্রজপুরপুরন্দরেণ গিরিপুরতঃ পুরতঃ সমানীতং পূজোপহারং
প্রতিপাত্ত পাত্তপ্রভৃতিভিরচনং কারয়তা রয়তানিতং তুলিতগিরিসম্প্রতিপন্নকূটমন্নকূটমতিকুতুকেন কেনচন সম্পা-
দয়াস্বভূবে ভূ-বেপথুজনকমিব ॥

২৭। মধ্যে কপূরগৌরং শিখরমিব গিরেঃ শুদ্ধমন্নস্ত কূটং
তদ্গাত্রে গণ্ডশৈলা ইব বিবিধরুচঃ পিষ্টকানাং সমূহাঃ ।
মূলে প্রত্যন্তশৈলা ইব দধিপয়সাং পায়সানাং চ কুম্ভা-
স্তম্মূলে ব্যঞ্জনাল্যাঃ সুরভিতররসাঃ সূপমুখ্যাঃ সরস্যাঃ ॥

২৮। কপূরৈলালবঙ্গাদিভিরতি-সুরভি ভ্রাপসম্পূর্ণেন
প্রাজ্যোনাঞ্জন সিক্তং দ্রুতকনকপয়ঃ-সিক্তকৈলাসকল্পম্ ।
নানাপুষ্পৈঃ ফলৈশ্চ প্রচিতমিত ইতস্তন্নিরীক্ষ্যাম্নকূটং
গোপেন্দ্রো ভূধরেন্দ্রোচিতমিদমিতি স প্রায়মাণস্তনাসীৎ ॥

২৫। মুমুহুশ্চেতি চকারস্বত্থেইপ্যার্থে বা। বৎসাস্ত বৎসা অপীতি বা। 'তে লালনার্থং মুহুরাগতানাং, স্বশ্ব-
প্রত্ননাং মহভূষিতানাম্। বৎসাঃ সশঙ্কা গলশৃঙ্গপৃষ্ঠ-, হস্তেষ্ফণা হৃদ্যবুরেব মুগ্ধাঃ ॥

২৬। পুরতঃ পুরাৎ, রয়-তানিতং বেগেনৈব বিস্তারিতম্, তুলিত উপমিতো গিরিধেন তৎ, গিরিসদৃশমিত্যর্থঃ ।
সম্যক্ প্রতিপন্নানি কূটানি শৃঙ্গাণি যস্য তৎ ॥

প্রকাশ করল।

২৫। ধেমুগগণ রত্নময় কিঙ্কিণি জালমালা, রেশমীবস্ত্র, হুলহুলে মুক্তামালা এবং কাঞ্চনের শৃঙ্গাব-
রণদ্বারা কোনও অপূর্ব সাজে সাজলো, যা দেখে নিজ বসংগুলি পর্যন্ত নিজ নিজ জননীদের চিনে নিতে
মুগ্ধ হয়ে গেল।

২৬। এইরূপে গোবর্ধনপূজা-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেলে ব্রজপুরপুরন্দর মহাশয় নিজের পুরী থেকে
পূজোপহার নিয়ে এসে গিরিরাজের সম্মুখে উপস্থিত করে পাত্ত প্রভৃতির দ্বারা গিরিরাজেয় অর্চন করালেন।
অতঃপর পর্বতপ্রমাণ, স্থঠামে গঠিত শিখরবিধিষ্ট যেন পৃথিবীর পুলক-বেপথুজনক অন্নকূট কোনও অতি
কৌতুকে আনন্দবেগে ফলাও করে সম্পাদিত করিয়ে দিলেন —

২৭। মধ্যদেশে পর্বতের কপূরধবল চূড়ার মতো অন্নকূট শোভা পাচ্ছে। তার গায়ে লাগান রয়েছে
স্ববৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মতো বিবিধ বর্ণের পিষ্টক সমূহ, আর তার মূলে উপশৈলের মতো দধি ছফের ও পায়সের
গামলা, আবার তার মূলে রয়েছে ব্যঞ্জনসমূহ-অতি সুরভিত রসা-মুখ্য মুখ্য ডালের সরসী।

২৮। কপূর-এলাচ-লবঙ্গাদি সুগন্ধের সহযোগে অতি সুরভিত, কৈলাশ পর্বত যেমন স্বর্ণ জলবর্ষণে
ধৌত তেমনই প্রচুর দ্রুত সংযোগে সিক্ত, নানাপুষ্প ফলে সংকলিত অন্নকূট চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে গোপেন্দ্র

২৯। অথ তথাবিধ-বিবিধবিচিত্রমল্লকুটং কুটং স্তমেরোরিব নিরীক্ষ্য স বিস্মিতঃ স্মিতবদনো হরিরয়ং
রয়ং প্রমোদস্ত্য প্রাপ্তঃ। সপরিজনজনকপ্রত্যাং প্রত্যয়জ্বিতকৌতুকঃ পর্বতোপরি পরিকল্পা বপুরপরং পরম্প-
স্তপনসহস্রসংস্রস্তমহঃপূরমিব রমিবর্গশেখরঃ প্রথরঃ প্রমুদিতমনা মনাগবলোকা নিজগাদ ॥

৩০। 'হংহো পূজাপাদা বিলোকয়ত যতমানানাং শুভবতাং ভবতাং শুচিতরাঃ শ্রদ্ধাবদ্ধা বহুবিধা
নিরপচিতিরপচিতিরাদাতুমনুগ্রহগ্রহগৃহীত ইব মূর্ত্যোহয়মুজ্জ্বলন্তে ধরাধরাণাং ধুরন্ধরো গোবর্ধনঃ ॥

৩১। পশ্যত পশ্যত —

ক্ষারক্ষীত-গভীরকন্দরমুখো ধুস্তে মুখং চন্দ্রবদ-

বক্ষ প্রায়ভূজোহপায়ং ভুজযুগপ্রত্যোতি-রত্নাঙ্গদঃ।

গ্রাবাঙ্গোহপি সুকোমলানি মধুরাণ্যঙ্গীকরোত্যঙ্গকা-

ভ্রাস্ত স্থাবরবিগ্রহোপরি পরিম্পন্দী চরো বিগ্রহঃ ॥

২৭। বিবিধরুচ ইতি কুঙ্কমাদিরসাত্ত্বাং ॥

২৮। অতিসুরভি অতিসুগন্ধঃ ত্রাণসম্পূর্ণেন সুগন্ধিনা ॥

২৯। পরং প্রতিপক্ষরূপমিত্রং তাপয়তীতি সঃ তপনসহস্রস্যাপি সহস্রং তেজসাং স্রস্তং স্রংসনং যতন্তথাভূতো
মহঃপূরো যস্য তম্। পূর্বত্র স্র-শব্দে (পাং৮।৪।৪৭) “অনচি চ” ইতি বিতম্, উত্তরত্র (পাং৮।৩।৩৬) “বা শরি” ইতি সতম্।
রমিবর্গশেখরো রঞ্জক-বৃন্দমুখাঃ ॥

৩০। যতমানানাং যত্নবতাম্, অপচিতিঃ পূজাঃ। কৌতুকীঃ? নিরপচিতিরপচয়শ্রুতাঃ শুচিতরা অতিশুদ্ধাঃ, শ্রদ্ধা
বদ্ধা আবৃত্তাঃ ॥

মনে করলেন এ-আয়োজন ভূধরেন্দ্রের পক্ষে সমুচিতই হয়েছে, অতএব সন্তুষ্ট হলেন।

কৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি দেবতারূপে প্রতক্ষীভূতঃ

২৯। অতঃপর স্তমেরু পর্বতচূড়ার মতো তথাবিধ বিবিধ বিচিত্র অল্লকুট নিরীক্ষণ করে বিস্মিত স্মিত-
বদন সেই হরি পরমানন্দবেগ প্রাপ্ত হলেন। প্রতিপক্ষ ইন্দ্রের তাপ জনয়িতা, অদম্য, কৌতুকী ও রঙ্গিয়ামুখ্য
সেই কৃষ্ণ সপরিজন জনকের প্রত্যয়ের জন্য সহস্র সূর্যের তেজ বিকিরণকারী তেজমণ্ডলের মতো প্রথর অপর
এক বপু পর্বতোপরি পরিকল্পনা করে প্রসন্ন মনে সকলকে একটু অবলোকন করে বললেন—

৩০। 'হংহো পূজাপাদা। দেখুন দেখুন, পূজোপকরণ সংগ্রহে যত্নবান মঙ্গলস্বরূপ আপনাদের অতি
শুদ্ধা শ্রদ্ধা মাখানো বহুবিধ অক্ষয় পূজা গ্রহণ করবার জন্য অনুগ্রহ-গ্রহের দ্বারা যেন গ্রস্ত হয়েছেন এইভাবে
পর্বতধুরন্ধর গোবর্ধন এই মূর্ত হয়ে উজ্জলরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

৩১। (বিরোধ অলঙ্কারে মূর্তিছয়ের বর্ণন) দেখুন দেখুন—গিরিরাজ বিস্তৃতিতে বিশাল গভীর গুহা-
মুখো হয়েও এখন এই চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ ধারণ করেছেন, প্রধানতঃ বৃক্ষই এর বাহু হলেও এখন ঐ উজ্জল
রত্নাঙ্গদ পরিহিত বাহুযুগলে শোভা পাচ্ছেন, অঙ্গ এর পাষণময় হলেও এখন স্বীকার করেছেন সুকোমল মধুর
ভাব। এর অচল বিগ্রহোপরি ঐ নড়াচড়া করছেন এক চলবিগ্রহ।

৩২। কিঞ্চ, মরকতশিলাপট্টপ্লাঘাং প্রকাণ্ডমুগংস্থলং, শিখরসুখমাকান্তা দন্তাবলী বিলসত্যাসৌ ;

দশনবসনস্তাভা ধাতুপ্ররোহবিভূষিনী, ক্ষিতিধরপতেমূর্ত্তিদ্ভদ্রং পরম্পরসোপমম্ ॥

৩৩। কিঞ্চ, কলয়ত ভবন্তুতু্যদ্রেকাদবুভুক্ষুরিব স্বয়ং

সমপিবলয়ং দোদীপ্তাং প্রসারয়তি ক্রমতম্ ।

অয়ময়মহো কামঃ সিন্ধো বভূব ভবাদৃশাং

নমত নমতেতু্যক্তা কৃষ্ণঃ স্বয়ং চ ননাম তম্ ॥

৩৪। অথ সবে' মূর্ত্তিনি বন্ধাজলয়ো জলযোনিমিব জলন্তং তমবলোকা নমো নমো নম ইতি বিপুল-
পুলকাকুলাঃ কুলাবলাবলয়শ্চ কুলবৃদ্ধাশ্চ ভক্তিপ্রকাবন্তো ধাবন্তো মেধাবন্তো নিজভাগ্যমহুবর্ণয়ন্তো যং তোষবন্তো
মূর্ত্তিমন্তমিব মেনিরে ॥

৩৫। দেবানামধ্বজধ্বজাতিশয়ো ধ্বনিরাসীদভিবাগ্যানাং বাজ্যানাং স্থানে। স্থানে স্থানে ॥ বাণিত্যো বাণিত্যো

৩৬। বিরোধালঙ্কারং যুজ্ঞানো রূপদ্বয়ং বর্ণয়তি। ক্ষারৈবিত্তারৈঃ ক্ষীতাঃ পুষ্ঠা গভীরা কন্দরা এব মুখানি বস্যা
সোহপি ॥

৩৭। শিখরং মাণিক্যমিব ; পক্ষে, শৃঙ্গমিব ; সুখময়া কান্ত্যা পরম্পরসোপমমিত্যরংস্থলমিব মরকতশিলেত্যোবম্ ॥

(৩৩।) ৩৪। জলযোনিং বহ্নিম্ ; অয়ং শুভাবহবিধিং মূর্ত্তিমন্তমিব মেনিরে। 'ধন-জন-মৃত-গোত্বসৌভাগ্যং যুগ্মং, মতিলাঘু-
নিজগেহানীত নৈবেদ্য হস্তাঃ। যদখিল-কুলবৃদ্ধান্তংকুপাপাদ্ভদ্রা, ব্যতরদখ বধূভ্যাঃ স্বপ্রসাদামৃতং সঃ। স্বনয়নকরশাখা-
সংজ্ঞায়বাহ রাধাং, অমিহ মহাপকণ্ঠে বাহিত্যর্থং লভেথাঃ। প্রতিদিনমিতি তজ্জাং তৎপ্রসাদাতিরেকং, দদৃশুরথ জরত্যা-
ন্তষ্টবুস্তাং জনাশ্চ ॥

৩৫। অধ্বজধ্বজাভিবাগ্যানাং নমস্কারার্থাৎ দেবানাং দেবপ্রতিমানা স্থানে বাজ্যানামতিশয়ো ধ্বনিরাসীদিত্যি সম্বন্ধঃ

৩৬। আরও, এ-অচলের মরকত শীলাসনের মতো ঐ চলের প্রশংসনীয় প্রকাণ্ড বক্ষস্থল, ঐর
চুড়ার মতো ওঁর মাণিক্যময় দন্তাবলী, ঐর গৈরিকাদি ধাতুর অক্ষুরের আভার অরুরূপ ওঁর গুণাধরের আভা—
সুখমাকান্তিতে তুলনাত্মক ক্ষিতিধরপতির মূর্ত্তিহয় ঐ দীপ্তি পাচ্ছে।

৩৭। আরও, আপনাদের ভগবৎভক্তি উজ্জলিত হয়ে উঠাতে মণিবলয়ে অলঙ্কৃত ভুজদণ্ডের অগ্র-
ভাগ নিজেই ক্রমত প্রসারিত করেছেন বৃক্ষুর মতো। এই যে এই যে অহো ভবাদৃশ জনের অভিলাষ সিদ্ধ
হয়েছে। 'প্রণাম করুন প্রণাম করুন', এইবলে কৃষ্ণ নিজেই তাঁকে প্রণাম করলেন।

৩৪। অতঃপর কুলললনা ও জ্ঞানবান্ কুলবৃদ্ধগণ সকলে তাঁরা মন্তকে বন্ধাজলি ধরে অগ্নিসম জলন্ত
সেই মূর্ত্তিকে অবলোকন করে 'নমো নমো নমো' বলে প্রণাম করে বিপুল পুলকে আকুল ও ভক্তি প্রকায
বিগলিত হয়ে দোড়াদোড়ি করতে লাগলেন, নিজেদের ভাগ্যের কথা বার বার বলতে লাগলেন—এইরূপে
এই শ্রীমূর্ত্তির সম্ভাষণ বিধান করলেন, আর এই গোবর্ধনপূজারূপ শুভাবহ বিধিকে যেন মূর্ত্তিমন্তের মতো মনে
করতে লাগলেন।

৩৫। পথে পথে নমস্যা দেবপ্রতিমা-স্থানে বাজের ধ্বনি উজ্জলিত হয়ে উঠল। প্রতি স্থানেই নর্ত্তকগণ

ননৃতুস্তরামধিকমধিকমনীয়তমং জগুশ্চ কিংপুরুষাঃ, কিংপুরুষাস্তু এবতি ন নিশ্চেতুং শক্যাঃ কতিচন সঙ্গীতচণাশ্চ
নানাবিধে তত্র কৌতুকে কৌতুকেনাআনং বিসম্মকঃ ॥

৩৬। অভিতোহভিতোষণে চ সৰ্বেষামহো মহোৎসবস্ত মহিমায়ং গিরিবরস্ত রশ্মতমঃ যদয়ং স্বানু-
রূপং রূপং সমাস্থায় সমাস্থায়তং ব্রজপুরপুরন্দরস্ত সমর্হণং সমগ্রহীৎ । ইতি জনরবো নরবোধদুর্গমো দুর্গমোচ-
নায়ৈব বভূব ভুবলয়স্ত ॥

৩৭। তদনু দনুজদমনজনকেন নির্বাহিতে হিতে মহীধরমহে কৃতভোজনেষু জনেষু চ সন্তুপ্তিতেষু তেষু
গীত-বাদিত্রাদিজীবেষু জীবেষু চাশ্বপাকপাকপতিতাদিষু দিব্যাস্বরবরমণিময়ালঙ্কারকারণমৌখ্যাপর্য্যাকুলিত-দিখ-
লয়ং সলয়ং সরসমমী পর্বতপর্বতরলাঃ সর্বত এব প্রদক্ষিণং কর্ণুমারেভিরে ॥

৩৮। তদুৎথা— অগ্রেণাবাগ্রাগ্রাংসুপটিমপটহপ্রৌঢ়ভাষ্কারিতেরৌ-

ঢকা-ঢকারহিকামুখরিতককুভো বাদকাঃ সম্প্রতীযুঃ ।

স্থানে স্থানে প্রতিস্থলমেধ বাণিত্যো নর্তকো ননৃতুস্তরাম্ । বাণিত্যো মত্তাঃ সত্য ইত্যর্থঃ; “বাণিত্যো নর্তকীমত্তে” ইত্যমরঃ ॥

৩৬। গিরিবরস্ত যো মহোৎসবস্তত্যং মহিমা রশ্মতমঃ প্রশস্তানুমোদনাদত্যাশ্চাতঃ । সমাগাহয়া বিশ্বাসেনায়তং
সমর্হণম্ । জনরবঃ পরম্পরয়া সর্বদেশগতঃ সন্ দুর্গমোচনায়ৈব শ্রুতঃ কীৰ্তিতশ্চ সংসারাদি-দুঃখত্রাণার্থমেবাভূৎ ॥

৩৭। পাকা বালকঃ ।

৩৮। অবাগ্রং যথা স্রাতথা, আগ্রং প্রকাশমানঃ শোভনঃ পটিমা বাদনচাতুৰ্যং যত্র তথাকৃতঃ পটহশ্চ প্রৌঢ়ভাষ্কা-
আনন্দমত্ত হয়ে নাচতে লাগলেন—বৃত্তাশিল্পের পার পাইয়ে, কিম্মরগণ গাহিতে লাগলেন—কমনীয়তার পার
পাইয়ে—এঁরা যে পুরুষই তা নিশ্চয় করা যাচ্ছিল না । সেখানে নানাবিধ কৌতুক মহোৎসবে কতিপয় সঙ্গীত-
রসচর্চণকারী ব্যক্তি কৌতুকরসচর্চণে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন ।

৩৬। চতুর্দিকে সকলেরই সর্বতোভাবে আনন্দের উচ্ছাস দেখেই বোঝা যাচ্ছে—অহো গিরিবরের
এই যে মহোৎসব তার মহিমা কতই না আশ্চাত্য । যেহেতু এঁর আত্মসদৃশ মূর্তি ধারণ করে ব্রজপুরপুরন্দরের
পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বিস্তারিত পূজা আদরের সহিত গ্রহণ করলেন । সাধারণ লোকের অবোধা এই কথা
লোকপরম্পরা সর্বদেশগত হয়ে ভূমণ্ডলের বিপদমোচনকারী হ’ল—শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা ।

৩৭। অতঃপর দনুজদমনের জনকের দ্বারা মঙ্গলময় গিরিরাজের উৎসব নির্বাহিত হয়ে গেলে, লোক-
জনের ভোজন হয়ে গেলে, গান-বাজনাজীবী জনেরা সন্তুপ্তিত হয়ে গেলে ও আকুকুর মুগ্ধবালক পতিতজন
খেয়ে দেয়ে প্রফুল্লিত হয়ে উঠলে দিব্যাস্বর মণিময় অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার দরুন আনন্দোচ্ছল জনদের
বাক্যলাপের মুখরতায় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে উঠল । গোবর্ধনপূজা-উৎসব-আনন্দে চঞ্চল এঁরা সকলে সবিলাস
ও সরসভাবে চতুর্দিকে গিরিরাজকে পরিক্রমা করতে আরম্ভ করে দিলেন ।

গোবর্ধন পরিক্রমা ॥

৩৮। বাদকগণ আগে আগে চলছিল ব্যস্ততারহিত-প্রকাশমান-শোভন বাদন-চাতুরীতে ভরা পটহ,
গভীর ভাষ্কার-শব্দমুখর ভেরী, ঢকার ঢকাশঙ্করূপ হিকা প্রভৃতির দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল যেন মুখরিত করে তুলতে

পশ্চাদ্গাশ্চালয়ন্তো মণিকনকচিতাঃ কুঙ্কুমৈরঙ্কিতাঙ্গী-
রাভীরা বীতভীকাঃ করকুতলগুড়া জাগুড়াক্তপ্রতীকাঃ ॥

৩৯। কিঞ্চ,

বীণাবেণুপ্রবীণা মৃদুমধুরকলোত্তানগানাবধানাঃ

পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রনৃত্যং প্রমুদিতমনসো বাদকা নর্তকাস্চ ।

তৎপশ্চাৎ স্বর্ণকণীরথসমশকটীগর্ভনির্ভাতবাসা

গোপ্যা গোপ্যানি গোপেশ্বরসুতচরিতানুদিগরা প্রোদ্গিরন্ত্যঃ ॥

৪০। কিঞ্চ,

প্রভূহবুহহারী হরিরিহ বিহরন্ সুপ্রশস্তৈবয়ন্তৈঃ

সাক্ষং শ্রদ্ধানুবদ্ধাভিরভি রভসারথবহাসোপহাসৈঃ ।

পশ্চাদাভীররাজপ্রভৃতিরতিমুদামোদিমন্দারদামো-

দামান্নাতোকুবক্ষাঃ স্মিতসুরসমুখো মুখ্য আভীরবর্গঃ ॥

৪১। ইত্যেবং যথাবিধি-বিহিতবিপ্রদক্ষিণং প্রদক্ষিণং গিরেরথ তথা বিধায় তথাবিধায় প্রমোদায়
প্রমোদায়স্থলমনাকলয়ন্তো লয়ং তোষ এব তে জগ্মুঃ ॥

স্বিনী ভেরী চ ঢকানাং ঢকারশ্চ ত এব হিকাতাভিমুখরিতা ইব ককুভো দিশো যৈশ্চে ॥

৩৯। স্বর্ণশ্র কনকশ্র কণীরথো বিমানং তৎসমাস্ততুল্যাঃ শকটাস্তাসাং গর্ভে নির্ভাতঃ প্রদীপ্তৌ বাসো যাঙ্গাং তা
গোপাঃ সংপ্রতীযুরিতি পূর্বশ্রানুযঙ্গঃ ॥

৪০। প্রভূহো বিয়ঃ, অভি নিঃশঙ্কমেব, অতিমুদা অত্যানন্দেন, প্রতীয়ায়েতি বচন বিপরিণামেনাত্রানুযঙ্গঃ।
আমোদিনীভিমন্দারদামভিকন্দামং স্বচ্ছন্দং যথা স্ম্যতথা আয়াতাত্যাচ্ছন্নান্যরূপি বৃহস্তি বক্ষাংসি যন্ত তথাভূতঃ সন্ ॥

৪১। বিধিমনতিক্রম্য বিহিতা বিপ্রোভ্যো দক্ষিণা যত্র তৎ প্রদক্ষিণং বিধায় কৃত্বা তথাবিধায় প্রমোদায় তাদৃশ-
মানন্দং নিবাসয়িতুং প্রমায়াঃ প্রমাণস্তোৎকর্ষণায়ো বৃদ্ধির্গত্র তথাবিধং স্থলমনাকলন্তোঃপশ্রুন্তঃ,—আত্মনামগ্নপ্রমাণত্বাৎ, তন্ত
তুলতে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলছিল হাতে লগুড় নিয়ে কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিতাঙ্গী নির্ভয় গোপগণ মণি-কনকে
অলঙ্কৃত বিচিত্রে শরীরবিশিষ্ট গরুরপাল চালনা করতে করতে ।

৩৯। আরও, বীণাবেণু-প্রবীনগণ, মৃদুমধুর-কল-উত্তান গানে অবধানপর গায়কগণ ও তৎপশ্চাৎ
পশ্চাৎ মধুর নৃত্যশীল পরমানন্দিত বাদক-নর্তকগণ পর পর চলছিলেন। এঁদের পিছনে চলছিল সোনার
দেবরথের মতো শকটের গর্ভে অতি আনন্দোজ্জলভাবে বিরাজমানা গোপীগণ—গোপরাজতনয়ের গুঢ় লীলা-
কথা উল্লাসের সহিত উচ্চস্বরে গাইতে গাইতে ।

৪০। বিঘ্নবাহহারী হরি তাঁতে শ্রদ্ধায় নিত্যবদ্ধ-অতি প্রশংসনীয় বয়স্যগণের সহিত নিঃশঙ্কভাবে
গিরিরাজ-তটে হাসা-পরিহাস বেগে উচ্ছলিত হয়ে বিহার করতে করতে চলছিলেন, আর এঁদের পশ্চাৎ
চলছিলেন সুগন্ধী সুবাসিত স্বর্ণীয় দেবতরু-পুষ্পমালিকা স্বচ্ছন্দে ধারণে ঢাকা বিশাল বন্ধদেশা-অতি আনন্দো-
জ্জল-স্মিত সরস মুখো মুখ্য গোপরাজ প্রভৃতি গোপবর্গ ।

৪১। এই প্রকারে চলতে চলতে যেখানে যা বিধি সেই ভাবে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দেওয়া হ'ল ।

৪২। ততশ্চ পরেত্বি ত্বি ভুবি প্রথমানমানমহত্যা মহত্যা মুদৈবানকাদিশব্দমনিবৰ্য্যেব তেনৈব ক্রমেণ ভাবিত্যাং ভাবিত্যাং যমযমভগিনীপ্রিয়ামদ্বিতীয়ায়াং দ্বিতীয়ায়াং যমুনাস্নানার্থং তত্তটেমেব সৰ্বে সমাজগ্মুঃ॥

৪৩। বিভাতায়াং চ তস্তাং ক্ষণদায়াং ক্ষণদায়াং বিশিষ্টশিষ্টসমাচরলক্কে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নিমন্ত্রণে মন্ত্রণেন চতুরয়া রয়াদেবোপনন্দাঅজয়াঅজয়ায় সদামোদরস্ত দামোদরস্ত ভ্রাতৃনিমন্ত্রণং যত্কারি, তদা স চ সচরাচরজগন্ম-
নোরঞ্জনো রঞ্জনোচিত-ভগিনীবাৎসল্যানুরোধেন বিরোধেন বিরহিতং হিতং সমুপচিতচিত্তব্রতবোধয়া দয়য়া শরীরি-
ণ্যেব তয়া পরিবেষ্টমাণমিষ্যমাণমিষ্টপিষ্টকাদিকমতিস্বরসবহুরসবহুবিধমামোদনমোদনপানাদিকং সহচরৈর্হাসরস-
পটুনা বটুনা বলিতৈঃ সহ কুতূহলিনা হলিনা চ সরসং ভুঞ্জানো হসতা সতা তেনৈব মাণবকেন নবকেন নদনবিনো-
দেন জগদে জগদেকমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

তু প্রমোদশ্রুতিবৃৎস্বাং । তোষে তস্মিন্ প্রমোদ এব লয় শ্লেষণং জগ্মুঃ প্রাপুঃ । তমানন্দমাশ্রয় বাসয়িতুমশক্তা আনন্দ এব তস্মিন্মানুনো বাসয়ামাস্বরিতার্থঃ । অত্রোদেগ-প্রতিনির্দেশতয়া প্রমোদে ইতি বক্তব্যে তোষ ইত্যুক্তিৰ্ধমকানুরোধোৎ ॥

৪২। ততঃ পরেত্বি ভাবিত্যাং তৎপরদিনে ভবিষ্যন্ত্যাং ভাবিত্যাং কান্তিরক্ষিণ্যাং যমশ্চ যমভগিনী যমুনা চ তয়োঃ প্রিয়ায়াং দ্বিতীয়ায়াং প্রার্থয়মুনাস্নানার্থং প্রতিপত্তেব সারং সমাজগ্মুঃ । ত্বি ভুবি স্বর্গে মর্ত্যালোকে চ প্রথমানো মান আদরো যস্য তং শব্দমহত্যা প্রতিঘাতাভাবেনবানিবার্ধ ॥

৪৩। উপনন্দাঅজয়া যদি ভ্রাতৃনিমন্ত্রণমকারি, তদা তয়া পরিবেষ্টমাণ-মোদন-পানাদিকং ভুঞ্জানঃ শ্রীকৃষ্ণো হসতা মাণবকেন জগদ ইত্যাদয়ঃ । নিমন্ত্রণে বিষয়ে যন্মন্ত্রণঃ যোগ্যবিবেচনশক্তিতেন হেতুনা চতুরয়োপনন্দাঅজয়া সুনন্দয়া । ভ্রাতুঃ কথন্তুস্ত ? আঅজয়াার্থং সदैব মোদরস্ত হর্ষযুক্তস্ত হর্ষনায়িনো বা । অরং ক্ষিপ্ৰমেব সমাগুপচিত্তচিত্তব্রবন্তোদয়ো

বজ্রজনেরা সেই প্রদক্ষিণের ফলে প্রাপ্ত তাদৃশ আনন্দ ধরাবার মতো প্রশাশনমায়িক উচ্ছল পাত্র দেখতে পেলেন না—তাদের আত্মার অল্পতা, আর আনন্দের অতি বিশালতা হেতু। কাজেই সেই আনন্দেই তাঁদের আত্মা লয় প্রাপ্ত হয়ে গেল ।

৪২। অতঃপর পরিক্রমার প্রতিপদ দিনের পর কালক্রমে আগত, আপন উজ্জল্য পালনকর্ত্রী ও যম-যমুনাপ্রিয় অদ্বিতীয়া দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা স্নানার্থ তত্তটে সকল ব্রজবাসিগণ গিয়ে উপস্থিত হলেন—
স্বর্গে মর্তে বিখ্যাত আদরে মহান্ ঢাকপটহ-নাগ্ৰাদি বাতোর অখণ্ডিত ধ্বনির সহিত পরমানন্দে ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব :

৪৩। সেই মহোৎসবদায়ী প্রতিপদ তিথির রাত্রি প্রভাত হলে বিশিষ্ট সদাচার-লব্ধ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নিমন্ত্রণ বিষয়ে যোগ্য বিবেচনাশক্তি থাকায় চতুর উপানন্দ-কন্যা সুনন্দা নিজের জয়ের জন্য সদাই হর্ষোৎফুল্ল ভ্রাতা দামোদরের নিমন্ত্রণ যদি করলেন তখন চরাচরের সহিত সমস্ত জগতের মনোরঞ্জন দামোদর রঞ্জনোচিত-ভগিনীবাৎসল্যানুরোধে উচ্ছলিত চিত্তব্রবতার উদয়ে স্নিগ্ধা-মৃতিমতী দয়ার মতো ঐ ভগিনীদ্বারা পরিবেষ্টমান অবি-
রুদ্ধ-প্রিয়-অভিলষিত-অনপকারী-অতিস্বরস বহুরসযোগে বহুবিধ পিষ্টকাদি ও অল্পপানাদি হান্তরসপটু ত্রিবি-
লি-যুক্ত বটুর সহিত মিলিত সখাগণ ও কুতূহলী হলধর সহ একসঙ্গে হান্তপরিহাস করতে করতে ভোজন করতে লাগলেন । সেই ভোজন অবসরে বচন-বিলাসি বটু হাসতে হাসতে জগদেকমোহন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

৪৪। 'হস্ত হস্তরথস্ত বয়স্ত ছুর্মেধসা বোধসা বেহ সকলা এব তিথয়োহতিথয়ো ভ্রাতৃদ্বিতীয়াশ্চেন ন কৃতাঃ, কথং বা হে শ্রীবৎসর বৎসরদিনসংখ্যাসংখ্যাভাঃ স্বসারোদয়াঃ স্বসারো দয়াঃ শরীরিণ্য ইব নাভবন্ ভবতঃ ॥

৪৫। যদ্বাভয়োঃ কতরদেকতরদেব সমভবিষ্যদভবিষ্যদতিকৌতুকং তদৈব নঃ । ন হীদৃশং পর্বতপর্বত-
রলে গতেহহনি চ নিচরীভূতেহ্লপানে ময়া ভো জনপ্রিয় ভোজনপ্রিয়তমেন ভুক্তং যথাত্' ইতি তত্পহাসহাস-
সরসবচসা চ সানন্দমভাবজহার, জহার চ সকলজনমনো মনোজ্ঞচরিতঃ স ষোষরাজযুবরাজঃ ।

৪৬। অথ পরস্পরাদরপরা পরার্থমণিকনকালঙ্কার সিচয়চয়ব্যাবদায়ী সমজনি জনিতকৌতুকা জনি-
মতামতানবেনৈব ॥

৪৭। এবং সমাপ্তে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ামহে যা মহেন্দ্রস্য মখভঙ্গাপীড়া পীড়াজনি, তত্পশমকৃতে কৃতেয়ং
তস্য যা কুরীতিরীতিকরী সাধুনা সাধুনা মতেন বর্ণ্যতে ॥

ষসাত্তরা; ইয়মাণমণিলয়মাণমিষ্টাভ্রনপকারীনি পিষ্টকাদীনি যত্র তদতিশুরসং চ তদবহতী রসৈবহবিধং চেতি ভ্রমদনবি-
নোদেন বচবিলাসেন ॥

৪৪। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াশ্চেনাতিথয়ো নিত্যমাগমনপরাঃ । শ্রীবৎসর! হে শ্রীবৎসাখ্যসল্লক্ষণযুক্ত । ইদমপ্যেকং মদ্রোচক-
মুত্তমলক্ষণং কণং তব নাভূদিতি ভাবঃ । যদ্বা, শ্রীঃ সম্পত্তিস্তদযুক্তঃ বৎসং বক্ষো রাতীত্যেযাপি সম্পত্তিস্তবোচিতৈবেতি
ভাবঃ । স্বেবাং সারঃ শ্রেষ্ঠ উদয়ঃ সুখভোজনাত্মকো যাত্যজ্ঞাঃ স্বসারো ভগিন্তঃ ॥

৪৫। ভো হে জনপ্রিয়! জনসংঘট্ট এব প্রীয়সে, ন পুনরেকান্তে মিষ্টব্যাভক্ষণ সুখপরিপাটীং জানাসীতি ভাবঃ ।
তত্পহাসস্ত হাসঃ প্রকাশন্তেন সরসবচসা ॥

৪৬। ব্যাবদায়ী পরস্পরদানম্; জনিমতাং জন্মবতামতানবেনৈব বাহুল্যেনৈব জনিতং কৌতুকং যদ্য সা ॥

৪৭। মখভঙ্গ এবাপীড়ঃ শেষরো যদ্যাঃ সা পীড়া । দ্বিতিরতিরুষ্টিলক্ষণ উপদ্রবঃ ॥

৪৪। 'হায় হায়, হে অঘহস্তা বয়স্ত! ছুবু'দ্বি বিধাতা এই সংসারে কেন-না সকল তিথিকেই ভ্রাতৃ-
দ্বিতীয়া রূপে নিত্য আগমনপর করলেন, আর কেনই বা হে শ্রীবৎসাখ্য সুন্দর লক্ষণযুক্ত ভাই । বৎসর দিনের
সংখ্যায় গণনীয় আমাদের নিজেদের সুখভোজনাঙ্ক শ্রেষ্ঠ ফলোদয় যার থেকে হতে পারে এমন মূর্তিমতী
দয়াকরুণিনীর মতো ভগিনী তোমার হ'ল না ।

৪৫। যদি এ উভয় কিস্বা দুই-এর মধ্যে কোন একটি হয়ে যেত তবে উহা আমাদের অতি কৌতুকের
বিষয় হ'তো । গিরিরাজের উৎসবদিন কাল চক্ষুসত্য চলে গেল, তাই সেখানে রাশিকৃত অন্নপান থাকলেও
ভোজনপ্রিয় আমি আজকের মতো ঐদৃশ ভোজন করতে পারিনি'—এরূপে হাস্তপরিহাসের সহিত সরসবাক্যে-
সানন্দে ভোজন ও সকলজনের মন হরণ করলেন মনোজ্ঞচরিত সেই ষোষরাজযুবরাজ ।

৪৬। অতঃপর ভাইবোন পরস্পর আদরের সহিত বহুমূল্য বস্ত্র-মণি-কনক অলঙ্কার পরস্পর এত
আদান-প্রদান করলেন যার বাহুল্যে জন্মধারী মাত্রেরই কৌতুক হ'ল ।

৪৭। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব সমাপ্ত হলে মহেন্দ্রের মখভঙ্গজনিত মাথাধরা পীড়া জন্মালো ।
এর উপশমের জন্ত অতিবৃষ্টি লক্ষণ যা কিছু তাঁর করণীয় তা অধুনা স্তূৰ্ণভাবে বর্ণিত হচ্ছে ।

৪৮। তথা হি—স্থিতোহধিযুরসঃ রসভঙ্গবিম্বা বিহতে নিজমখে সখেদং খে দন্দহ্রমান ইব পুরন্দ-
রোহদরো দরোদিতমনস্তাপরুধা পরুধাক্ষরমজ্জলং ॥

৪৯। ‘অহো চিত্রমহো মহো মে পাতিতঃ পাল্যমানপশুভিঃ পশুভিঃ শিশুবাচাশু বাচামধীশাপি
যস্য মে বাস্তবং স্তবং কুরুতে, তত্র মদুপাসনাহিপাসনাকারমাগো মা গোপা গণয়ন্তি স্ম, যন্তি স্ম কেবলং বলং
মদাক্তায়াঃ। ভদ্রং বো ভদ্রমাতীরা ভীরাহিত্যেন কথং সন্তি সন্তিগ্নমতয়ো ভবন্তঃ ? কথং বালো বা লোল-
মতিরয়ং তিরয়ংস্বাদৃশামখং শতমনু্যমন্যাতো যুয়ানায়ুয়ানাসাদয়তু প্রিয়ম্, প্রিয়স্তাবুকো ভাবুকোদয়েন কথং বা
ভবতু বঃ পশ্যামি ॥’

৪৮। অক্ষরো নির্ভয়ঃ, অতএবাদরোদিতেনানরোদ্গামেন মনস্তাপেন বা রুই ক্রোধস্তয়া ॥

৪৯। পাল্যমানপশুভিঃগোপৈঃ পশুভিঃ পশুতুল্যৈঃ, আশু শীঘ্রং শিশুবাচা মে মহঃ পাতিতঃ। বস্তৃতস্ত পশুভিরপি
পাল্যমানমপেক্ষ্যমাণং পশু দর্শনং বেষাং তৈঃ, “অবারং পশু দর্শনে ইতি মেদিনী। বাচামধীশাপি সরস্বতাপি। তত্র মধ্যা-
গোহিপর্যায়ং গোপা মা গণয়ন্তি স্ম। আগঃ কথন্তম ? মদুপাসনায়া অপাসনা ত্যাগস্তল্যাকারমঃ মদাক্তায়া মদাক্তবসৈব
বলং যন্তি স্ম, প্রাপ্তবন্তঃ। বস্তৃতস্ত মে বাচামধীশাপি মম দুর্মতেরপি সরস্বতী যস্য শিশোবাশুবাং স্তবং কুরুতে, তত্র তস্মিন্
শ্রীকৃষ্ণে সতি। কিঞ্চ, মম আসম্যাক্ প্রকারেণাক্রতা এব যাতা বলং যন্তি স্ম প্রাপ্তঃ, তত্র শ্রীকৃষ্ণে মম যজ্ঞত্যাগেব বধন্তু
ইত্যর্থঃ।

এবং পরুষবরনৈরপাশান্তো বৃক্যাহভিমুখীকৃত্য সতর্জনমাহ—ভদ্রমিতি। ভীরাহিত্যেন নির্ভয়ত্বেন সন্তিগ্নমতয়ঃ
সম্যাক্ কটুব্ধয়ঃ। বস্তৃতস্ত ভীরাহিত্যো সতি ভবন্তঃ স্তবীকৃতমতয়ঃ কথং ন সন্তি ? অপি তু সন্তোব। অত্র পক্ষে, ভদ্রং ভো
ভদ্রমিত্যন্ত্যাসে। লোলমতিরয়ং বালঃ কৃষ্ণঃ শতমনু্যমন্যাতো হেতোস্তাদৃশামখমপরাধং তিরয়ন্ দুরীকৃর্বন্ স্বয়ং বা আয়ুয়ান
সন্ কথং যুয়ান প্রিয়মাসাদয়তু প্রাপয়তু ? কথং বা বো যুয়াকং ভাবুকোদয়েন মঙ্গলোদয়েন হেতুনা প্রিয়স্তাবুকো ভবতু,
তদহং পশ্যামি। বস্তৃতস্তলোলমতিরতিধীরস্বাদৃশাং স্ববিধানামন্তেবামপাঘং বাসনং তিরয়ন্ সন্ ভাবুকোদয়ে সতি কথং

যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রলয়বারি বর্ষণ :

৪৮। দেবসভায় অধিষ্ঠিত ইন্দ্র নিজের যজ্ঞ ভঙ্গ হতে দেখে রসভঙ্গে বিম্বা হয়ে গেলেন। তিনি
নির্ভয় কি না তাই চুখে অলে যাওয়ার মতো হয়ে অত্যন্ত মনস্তাপ জনিত ক্রোধে উদ্ধত ভাবায় বললেন—

৪৯ ‘অহো কি আশ্চর্য ! অহো পশুপালন করতে করতে দেখছি পশুতুল্য বুদ্ধি হয়ে গিয়েছে এই
গোপগণের। শিশুর কথায় টক করে আমার যজ্ঞ ছুরে ফেলে দিল। যে-আমার সারি সারি স্তব সরস্বতীদেবী
পর্যন্ত করে থাকে সেই আমার বিষয়ে মদুপাসনা-ত্যাগরূপ অপরাধ গোপগণ কি গণনার মধ্যে আনল না—
মদাক্তত্বের বলই কি এদের পেয়ে বসলো। (এইরূপ উদ্ধতভাবে বাকা বাকা কথায় শাস্তি যদি না হলো
তখন গোপেদের সম্বোধন করে সতর্জনে বলতে লাগলেন—) ভাল ভাল গোপগণ, থাক দেখছি—নির্ভয়তা-
হেতু কি করে অতি কটুবুদ্ধি হয়ে উঠ্লে। ইন্দ্রের ক্রোধহেতু যে অপরাধ হয়েছে তা দূর করে চঞ্চল এই বালক
নিজেই বা আয়ুয়ান হয়ে কি করে প্রিয়বস্তু প্রাপ্তি করায়, আর কি করেই বা তোমাদের মঙ্গলোদয় হেতু প্রিয়-
ভাবুনে হয় তা একবার দেখে নিচ্ছি।’

৫০। ইতি প্রতিষা প্রতিষাতভগ্নমনা মনাস্বিচিন্ত্য মহাকল্পকল্পনকারিণো মহাপঞ্চনান্ স্বনান্ ক্রোধ-
নিবন্ধতো বন্ধতো মোচয়িত্বা রচয়িত্বারমতিশ্লাঘয়া বলমানমাননাভাজনান্ কৃতসভাজনান্ কৃতসদয়াবলোকান্
সম্বর্তকাদীনুবাচ ॥

৫১। 'হংহো রংহোরঞ্জিতা জিতাখিলাসারকৃতঃ সারকৃতঃ খলু ভবতাং মদো মদোজসাং বন্ধকঃ ।
যদ্যয়া নিগজুতেহু তেন ভবন্তো ভবন্তো মৎপ্রিয়ায় কৃতার্থয়ন্তু মাম্ । মাস্তু বিলম্বো নিরাবিলং বো নিরাসকত্ব-
মন্তি জগতঃ কিমেকশ্চ প্রদেশশ্চ; তদধুনা ধুনান্ ইব ভুবনকোষং ব্রজনগরনাশায় বর্ষন্তু ॥

৫২। ইত্যেবমুক্তো মুক্তো বন্ধনতো নতোহতিতরাং সম্বর্তকো নাম গণঃ প্রচক্রেমে ক্রেমেণ স্বদর্প-
মুপপাদয়িতুন্ম । প্রথমতঃ কাপি কাদম্বিনী গগনসরসঃ শৈবালাবলী বলীয়সীব কিরণমালিমালিন্তমাসাদয়ামাস ।
ক্ষণমাত্রতো রসাতলতলত উথিতা বলমানমাননাগনাগরীনিঃস্বাসধূমধোরণীব দিগ্বলয়মন্ধকারিতং চকার কাপি
ন প্রিয়মাসাদয়ত, কথং বা ন প্রিয়ন্তাবুকো ভববিত্তি নেত্যাত্তয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥

৫০। প্রতিষায়াঃ ক্রোধশ্চ প্রতিষাতেন ভগ্ন মনো যন্ত সঃ; "প্রতিষা রুটক্রোধো স্থিরো" ইত্যমরঃ । মহাকল্পশ্চ
মহাপ্রলয়শ্চ কল্পনকারিণো নির্মাণসমর্থায়মহাপঞ্চনান্ বৃহচ্ছরীরানতিশ্লাঘয়া 'যুগং মহাবলিন এব মম পরমসহায়াঃ' ইত্যেবং
প্রোৎসাহনেন বলমানমাননায়া অত্যাদরশ্চ ভাজনান্ অরং শীঘ্রমেব রচয়িত্বোবাচ । কৃতং সভাজনং 'ভবংকিঙ্করা এব বয়-
মাজ্ঞানুবর্তিনঃ' ইত্যেবমিচ্ছন্ততির্ধেদ্বান্ ॥

৫১। জিতমখিলং যৈন্তথাভূতানাসারান্ ধারাসম্পাতান্ কুব্ধীতি তে । সারকৃতো মদো বলজনিতো গর্বঃ ।
ভবন্তো যুগং মৎপ্রিয়ায় মৎপ্রীত্যর্থং ভবন্তো বর্তমানাঃ । বো যুগ্মকং নিরাবিলং যথা শ্রাদ্ধা জগতো বিশ্বস্যাপি নিরাসকত্বং
সংহারকত্বমন্তি, তাদৃশী যোগ্যতা বর্তত ইত্যর্থঃ ।

৫২। অতিতরাং নতঃ কৃতপ্রণামঃ । কাদম্বিনী মেঘমালা । মানঃ পরিমাণং গর্বো বা ॥

৫০। এইরূপ ক্রোধের প্রতিষাতে ভগ্নমনা ইন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে মহাপ্রলয় ঘটানোতে সমর্থ
বিরাট আকারবান্ মেঘদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে অতি প্রশংসায় উত্তেজিত করত প্রথমে তাদেরকে
অত্যাদর-পাত্র বানিয়ে তুললেন । অতঃপর 'তোমার কিঙ্কর আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্তী' এরূপ ইচ্ছাস্তুতিপর
সম্বর্তকাদি মেঘসমূহকে সদয় দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপে কৃতার্থ করে বললেন—

৫১। 'হংহো বেগরঞ্জি, অখিলবিশ্বজয়ি, ধারাসম্পাতকারি মেঘগণ ! তোমাদের বলজনিত গর্ব আমার
তেজবন্ধক । এইক্ষণে আমি যা বলছি সেই কাজ নির্বাহ করে মৎপ্রিয়ার্থে বর্তমান তোমরা আমাকে কৃতার্থ
করে দেও । বিলম্ব করো না, সমস্ত বিশ্বেরও সংহারক ভাব তোমাদের ভেতর আছে অনাবিল ভাবে । একটি
প্রদেশের কথা আর কি । অতএব অধুনা ব্রজনগর নাশার্থে ভূমণ্ডলকে প্রেক্ষিপিতের মতো করতে করতে
বর্ষণ কর ।'

৫২। এইরূপে আদিষ্ট বন্ধনমুক্ত সম্বর্তক নামক অনুচরবর্গ সদর্প পদক্ষেপে চলল কার্যনির্বাহে ।
প্রথমতঃ কোনও এক মেঘমালা সরসীর মালিনাবিধানকারী স্বন শৈবালাবলীর মতো আকাশে সূর্যের মালিন্য
বিধান করল, আবার ক্ষণমাত্রে কোনও মেঘশ্রেণী রসাতল থেকে উথিতা পুঞ্জ পুঞ্জ নাগনাগরী-নিঃস্বাসধূম-

৫৬। পৃথিবী-জল-তেজাদি নবজ্জব্যের অতিরিক্ত অঙ্কতমসা নামক দশমজ্জব্য যেন দশদিগকে জড়ী-

মুহূর্ত্তং যদি সমবর্ত্তত, তদা তদাকস্মিকমিব ঘুর্ণবিদ্ধাদিবোপরিভন-জগদণ্ডকটাহাদ্গলতামাবরণবারাং বারান্তরানুৎ-
পন্নং বিন্দুজালং মহীমহীনকর্দমাং চক্রে । সমনস্তরমনস্তরয়াস্ত এব বিন্দবো বিন্দুতামাপহায় গগনমহাত্তগ্রোদশ
ত্বেগ্রোধস্তদা মহাবরোহাকারা ধারাভাবমাপেদিরে ॥

৫৭ । এবং সতি — বৎসানাচ্ছাত্ত সান্নাবলয়বলনয়া জ্রাঘয়ন্তাঃ শিরোধীন
বুদ্ধানং নস্ত্রয়ন্ত্যঃ কুটিলিতনয়না নিশ্চলা লম্বিলুমাঃ ।
ধারাপাতাবঘাতক্ষুভিত-পৃথুতরোংকম্পভূয়িষ্ঠপৃষ্ঠাঃ
কাতর্যোণেক্ষমাণাঃ শরণমুপযযুর্ধনবঃ কৃষ্ণমেব ॥

৫৮ । কিঞ্চ, আবিক্ধঃ শৃঙ্গকোটাবতিপৃথুনি ককুগ্রণ্ডলে গণ্ডশৈলে
সংশীর্ঘন্ জর্জরন্ত প্রগত ইত ইতঃ শীকরাকারমাপ্তাঃ ।
ভগ্নঃ পৃষ্ঠে গরিষ্ঠে ক্ষটিকমণিশিলাপেশলে হস্ত বারাং
ধারাপাতঃ প্রকোপং রুদ্রমপি বিদধে ধাবতাং পুংগবানাম্ ॥

দ্ব্যং দশ দিশো মন্দীকৃত্যাক্রমঃ সকলা এব জনা যত্র তথাভূতং জগৎ কুর্বাণমিব । তৎ প্রসিক্তম্, আবরণবারামণ্ডকটাহ
বহিঃস্থিত জলানামিব বিন্দুজালং কর্তৃ আকস্মিকমকস্মাদ্ভূতমিব; কিঞ্চ বারান্তরেহনুৎপন্নম্; অহীনকর্দমাং সম্পূর্ণকর্দমযুক্তা
মহীং চক্রে । অনন্তরয়া অনন্তবেগা, গগনমেব মহান্ ত্বেগ্রোধো বটন্ত মহাত্তোহবরোহাঃ শাখাশিকাগুদাকারা ত্বেগ্রো ত্রগ-
ভূতা রোধসাদা আবরণবেগা যেষাং তে ॥

৫৭ । সান্নাভিগলকম্পলৈবলয়বলনয়া মণ্ডলীকরণেন বৎসানাচ্ছাত্ত, শিরোধীন গ্রীবাঃ; কুটিলিতনয়না ইত্যাসাং-
সম্মদভীত্যা নেত্রয়োর্মুদ্রণাদবহির্দর্শনার্থঞ্চ কিঞ্চিৎস্মীলনাচ্চ । লম্বিলুমাঃ লম্বমানপুচ্ছাঃ ॥

৫৮ । পুঙ্গবানাং শৃঙ্গ-ককুৎ-পৃষ্ঠপতিতানাসারান্ যথা-স্বরূপোদয়ং বর্ণয়তি—আবিক্ধ ইতি । প্রকোপং ব্যুৎসাভি-
ভূত করত সারা হুনিয়া শুধু অন্ধতমজনে ভরিয়ে তুলল । এক মুহূর্ত্ত যদি এই ভাবে সবত্র সমভাবে বিরাজমান
হয়ে গেল তখন যেন সেই ঘূনধরা উপরিভন জগদণ্ডকটাহ থেকে গলিত আবরণ-বারির মতো জলবিন্দু সমূহ
পৃথিবী একেবারে কর্দমাক্ত করে দিল—এ যেন অকস্মাৎই উৎপন্ন, আর একবার যে উৎপন্ন হবে এমনও নয় ।
অতঃপর অনন্ত বেগবান্ সেই সকল বিন্দু বিন্দুতা ছেড়ে দিয়ে গগনরূপ বটবৃক্ষের মহান জটার আকারে বাঁধ-
ভাঙ্গা নদীর মতো বেগবান্ ধারায় ঝরতে লাগল ।

৫৭ । এরূপ হলে গলকম্পলের কুণ্ডলী পাকিয়ে বৎসদের আচ্ছাদিত করে, গ্রীবা দীর্ঘতর করে, মাথা
নীচু করে, পুচ্ছ নিশ্চল লম্বিত করে, চক্ষু বৃষ্টির ঝপটার ভয়ে কিঞ্চিৎ মুদ্রিত ও বাইরটা দেখার জন্য কিঞ্চিৎ
খোলা করে এবং ধারাপাতের দারুণ আঘাতে ক্ষুভিত হওয়ার দরুণ অতিশয় কাঁপুনিতে পিঠের ফুলো ফুলো
অবস্থায় দাঁড়িয়ে ধেমুগণ কাতরে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাঁর শরণ নিল ।

৫৮ । বৃষ্টির এই ধারাপাত ধাবমান্ বাঁড়ীদের শৃঙ্গরূপ বাধায় যা খেয়ে খেয়ে ছিট্কে গিয়ে ওদের
অতিশূল কুঁটিমণ্ডলে লেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে চতুর্দিকে বিন্দুর আকার প্রাপ্ত হল, আর ক্ষটিকমণিশিলায়
মতো সুন্দর ওদের বৃহৎ পিঠে লেগে ভেঙ্গে কুটি কুটি হয়ে ছিটিয়ে পড়ল । হায় হায় এই ধারপাত বাঁড়ীদের

৫৯। অথ ক্ষণক্ষণতো বিলক্ষণলক্ষণতো-রস্তাস্তাস্তাস্তরুণতরা ইব স্থূলভাবলভা বর্ষীয়সীর্ধারাঃ সূত্বারা
বারামবলোক্য সর্ব এব সাতক্ষ্য তক্ষণনাহকালকল্পকল্পমাস্তু মত্থমানা বলমানাবলভাবা ব্রজপুরজনা জনানন্দকরং
জীকৃষ্মুপসঙ্গম্য গম্যমানখেদাতিশয়ং নিবেদয়াক্ষত্ৰুঃ,—‘ভো ভোঃ কৃষ্ণ মহাবাহো মহাবাহো নঃ খলু বিশঙ্কটং
সঙ্কটং সঞ্চচার। তদিদং গোকুলমাশ্রনাথমাশ্রনাথ মা বিলম্বেন প্রতিপালয়িতুমহঁসি ॥

৬০। পশু পশু— ইয়ং বিদ্যাদ্বীথী কুপিতফণিজিহ্বেব বলতে
শিলাসারঃ সারং হরতি পুরবাটীক্ষিতিরুহাম্ ॥
অয়ং মেঘজ্যোতির্ব্যতিকর উদীর্ণোহধিসলিলং
জলতুচ্ছৈরৌবানল ইব সমুদ্রোদরচরঃ ॥

৬১ ॥ কিঞ্চ, যথোধবং ক্ষায়ন্তে পুরুপরুষগর্জং জলমুচঃ
ক্রমস্থূণাস্থৌল্য তিরয়তি ॥ ধারাততিরিয়ম্ ।
অয়ং ক্ষৌণীনতুল্যতি-পরিচয়চ্ছিন্ন পরমপা-
মপারো বাপারঃ প্রলয়জলধিঞ্চ প্রথয়তে ॥

প্রায়ের ক্রোধম্ । রুজমত্যাঘাতবশাৎ পীড়াম্ ॥

৫৯। তরুণতরা অতিপুষ্টা রস্তাণাং স্তভা ইব স্থূলভাবং স্থৌল্যাং লভন্ত ইতি তা বারাং ধারাঃ; তমকালেহসময়ে-
ইপি কল্পঃ কল্পনং যন্ত তাদৃশং কল্পং প্রলয়ম্ । বলমানোহবলভাব আবল্যাং । য়েবাং তে । হে মহাব ! হে উৎসবরক্ষক ! সনা
সুখদায়িনি ত্রি তিষ্ঠতি কথমেতদুৎখমিতি ভাবঃ । অহো আশ্চর্যম, নোহস্ম্যকং বিশঙ্কটং মহৎ । আশ্রনাথং স্নাতকমাশ্রনা
স্বয়মেব; যদা, আশ্রনা সহ, অথ অনন্তরমেব, মা বিলম্বেনাবিলম্বেন ॥

৬০। শিলানামাসারঃ সম্পাতো মেঘজ্যোতিবাং বজ্রাঘ্নীনাং ব্যতিকরো ব্যতিষদঃ ॥

৬১। যথা ক্ষায়ন্তে বর্ষন্তে, তথৈবেয়ং ধারাততিঃ স্থূণাস্থৌল্যং স্তম্ভস্ত স্থূলতামপি তিরয়তি তিরঙ্করোতি । অপার্ধে

ক্রোধ ও পীড়া উভয়ই জন্মাল ।

৫৯। অতঃপর ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারার বিলক্ষণ লক্ষণ থেকে অতিপুষ্ট কদলীসুস্তের মতো স্থূলতায়
গত-পরিণত-সুত্ববীর জলধারা অবলোকন করে ব্রজপুর জনেরা সকলেই সেই কোনও অকালে কল্পিত প্রলয়
যেন এই এখনই এসে গেল এরূপ মনে করে অতিশয় বলহীনতার উদয়ে সাতক্ষ্যভাবে জনানন্দকর কৃষ্ণের নিকট
গিয়ে তৎকালে প্রতীয়মান অতিশয় খেদ নিবেদন করলেন— ‘ভো ভো কৃষ্ণ মহাবাহো, হে আমাদের আনন্দ
পালয়িতা, অহো, আমাদের এক মহান সঙ্কট এসে উপস্থিত । অতএব এই গোকুলের স্বামী তোমার নিজেরই
অবিলম্বে এখন আমাদের প্রতিপালন করা উচিত ।

৬০। দেখ দেখ—এ-বিদ্যাংমালা কুপিত ফণিজিহ্বার মতো লকলক করছে, এ-শিলাবর্ষণ পুরবাটি-
কার বৃক্ষের মজ্জা বিনষ্ট করে দিচ্ছে । এ-বজ্রাঘ্নিচয় জলের মধ্যে উদয় প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রের উদরে বিচরণশীল
বাড়বানলের মতো অতি তেজে জ্বলছে ।

৬১। উর্ধ্বং যেমন মেঘমালা গম্ভীর কর্কশ গর্জন করতে করতে বেড়ে উঠছে তেমনই এ ধারাগ্রণী

৬২। পরিতশ্চ পশ্য পশ্য—

নিষগ্নানুৎসঙ্গে খরতরশিলাপাতবিকলান্
স্বতয়া সংচ্ছাত্ত ব্যথিতবপুষো বংসনিচয়ান্ ।
দবাগ্নেঃ সন্ত্রাতা সপদি সলিলাং পাহি ন ইতি
প্রতীক্ষন্তে বাম্পাকুলচলদৃশ্যং সুরভয়ঃ ॥

৬৩। অত্ৰতশ্চ পশ্য পশ্য—

চূর্ণয়িত্বা মহতি ককুদি ক্ষৌণিপৃষ্ঠং গতে দ্রা-
গোঘে মুক্তাব্যতিকর ইব স্থূলবর্ষোপলানাম্ ।
মেঘান্ ক্রোধোন্নমিতশিরসো ভীমমুদীক্ষমানা
ধারাপাতপ্লুতমুখদৃশো যাস্তি কষ্টং মহোক্ষাঃ ॥

৬৪। কিঞ্চ, অনগ্নঃ কল্লাস্তক্ষমতম-মহাবর্ষণতনু-
রনর্থানাং সার্থো দুরূপশম এষ ব্যজনি নঃ ।

চকারঃ। ততশ্চ ক্ষৌণ্যাঃ পৃথিব্যা নত্যান্ত্যোনিঃস্বোচ্চত্বয়োঃ পরিচয়ং ছিনতীতি তথাভূতোহি পাং জলানাং ব্যাপারো-
হপারঃ ॥

৬২। কুপাং জনয়িতুং ধেনুনাং হ্রবস্থাং তর্জতা দর্শয়ন্ত আহঃ,—নিষগ্নানিতি ॥

৬৩। প্রিয়াণাং পুঙ্গবানামোজঃ-পরিভবং তচ্চারিত্রেণ দর্শয়ন্তস্ত্রাণে সত্ত্বরমেব সমুৎসাহয়ন্ত আহঃ—চূর্ণয়িত্বা চূর্ণানী-
বাচর্ধ চূর্ণিতীভূয়েতি বাবং, স্থূলবর্ষোপলানামোঘে সমূহে ক্ষৌণিপৃষ্ঠং গতে সতি, মহোক্ষা মহাবৃষাঃ ॥

৬৪। কল্লাস্তে মহাপ্রলয়ে ক্ষমতমমতিসমর্থং যমহাবর্ষণং উক্ত তনুর্মূর্তিরূপোহনর্থানাং সার্থঃ সমূহো নোহস্মান্
ক্রমে স্তম্ভের স্থূলতাকে তিরস্কার করতে করতে বেড়ে উঠছে। পৃথিবীর উচুনীচু ভাবের পরিচয় লোপকারী
এ-জলরাশির অপার ব্যাপার প্রলয় জলধির আকার প্রকাশ করতে লাগল।

৬২। (কুপা জন্মাবার জন্য অঙ্গুলী নির্দেশে ধেনুগণের চূর্ণনা দেখিয়ে বলছেন) চতুর্দিকে তাকিয়ে
একবার দেখ-না --

সুরভীগণ তাদের ব্যথিত বপুর কোলে অবস্থিত ও খরতর শিলাপাতে বিকল বংসনিচয়কে নিজ তনু-
দ্বারা ভালভাবে আচ্ছাদিত করে বাম্পাকুল চঞ্চল নয়নে তোমার দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে—‘হে দাবাগ্নি
সন্ত্রাতা কৃষ্ণ, আমাদের এ-ধারাবর্ষণ থেকে সত্ত্বর রক্ষা কর’ এই ভাবে।

৬৩। আবার অত্ৰদিকে ঐ চেয়ে দেখ—

বড় বড় শিল সমূহ মহাবর্ষণের বৃহৎঝুটিতে লেগে সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়ে মুক্তাবলীর মতো ভূমিতে
ছুরিয়ে পড়ছে, আর ওরা ক্রোধে মাথা উচু করে ভয়ঙ্কর আরক্ত নয়নে মেঘকে চেয়ে দেখছে—অহো ধারাপাতে
ওদের মুখচোখ আগ্নুত হয়ে যাচ্ছে—অহো কি কষ্টই না পাচ্ছে ওরা।

৬৪। আরও, মহাপ্রলয় সৃজনে অতি সমর্থ মহাবর্ষণের মূর্তিরূপ অনর্থের এই রাশি তো দুরূপশম

পরিব্রাতা নাগজদপর ইতি হামিহ বয়ং

প্রপন্ন ব্যাপন্নানহ নিজলোকান কুরু নঃ ॥

৬৫। ইত্যাকর্ণয়নাকর্ণয়নয়নপ্রাপ্তৌ বিলোকয়নপি খেনুনামুনামপগ্নানি শতমন্যামন্যাজ্ঞামিদমিতি
বিচারয়নমধুমধুরমকম্পান্নকম্পান্নচর্যা গিরা ‘মা ভৈষ্ট, ভো মা ভৈষ্ট ক্ষুদ্রো হি ক্ষুদ্রোহিবাধোদয় ইবায়মুপদ্রবঃ’
ইত্যাস্থাস্ত সঙ্কলকল্লনমাত্রাদেব তমনর্থমনর্থকত্বমাপাদয়িতুং সমর্থোহপি ভজতামাকল্লমাকল্লমিব বাঙ্ মনসয়োঃ
সুরকিল্লনরন-নিকরেণ গাস্ত্রমানমরপরিবৃত্ত মদালীলাবিশেষং লীলাবিশেষং কুসুমসুমধুরয়া তথা তথানোইকুত-
পরিকরবন্ধোহবহেলাবহে লাবণ্যসরসি স রসিকশেখরঃ স্তম্নাত ইব ॥

ব্যাপন্নান্ ন কুরু। অত্র প্রতাপদ্রবসময়মেব সর্বব্রজবাসিনাং (ভাঃ ১০।৮।১৯) “নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইতি, (ভাঃ ১০।৮।১৮)
“য এতন্নিম্নমহাভাগঃ” ইতি, (ভাঃ ১০।৮।১৭) “অরাজকে রক্ষমাণাঃ” ইত্যাদি সর্বব্রজ গর্গব্যাক্যানাং সহস্রাশ্রয়ণাভ্য-
প্রপত্তিনীসঙ্গতেতি ॥

৬৫। ইত্যাকর্ণয়ন ‘মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট’ ইত্যাস্থাস্ত লীলাবিশেষং তথানো যদা গোবর্ধনমুদ্দিধীর্ষুর্ভবৎ, তদৈবাত্ত
কৃষ্ণস্ত করোদরে স গোবর্ধনো লোকেন ব্যালোকীত্যয়ঃ। আকর্ণঃ কর্ণপর্ষন্তং যন্ গচ্ছন্নয়নপ্রাপ্তো যন্ত সঃ। গ্নানি কথন্তু-
তাম্? ন উনামনুং সম্পূর্ণমেবেত্যর্থঃ। ইদমতিবর্ষণম্, অকম্পা নিশ্চলা যাত্নকম্পা সৈবান্নচরী যন্তাপ্তয়া গিরা তদ্বাগধী-
নৈব কৃপাশক্তিহ্যামপ্রিতা প্রবর্তত ইত্যর্থঃ। যদা, প্রথমমনুকম্পা, তদনুচরী তদনুগামিনী চ যা গীতয়া। হি নিশ্চিতম্,
ক্ষুদ্রোহয়মুপদ্রবো ক্ষুদ্রো বৃদ্ধক্ষায়া দ্রোহী দ্রোহকরো বাধোদয়ঃ পীড়োদগম ইবান্নপ্রয়োগ-মাত্রেনৈব সূচিকিংস্ত ইতি ভাবঃ।
লীলাবিশেষং তথানো বিস্তারয়িতুম্। কথন্তুম্? ভজতাং জনানামাকল্লং কল্লপর্ষন্তং বাস্বনসয়োরাকল্লং ভূষণমিব কীর্তনীয়ত্ব
চিস্তনীয়ত্বাভ্যাম্। কিঞ্চ, অমরপরিবৃত্তশ্চেন্দ্রশ্চ মদালীনং মদশ্রেণীনং লাবী ছেদী শেষো যন্ত তম্। অবহেলা ইন্দ্রং প্রত্যা-
বজ্ঞা তাং বহতি বানভীতি তথাভূতে লাবণ্যসরসি ॥

হয়ে উঠল। তুমি বিনা পরিব্রাতা আর কেউ নেই, তাই এখানে আমরা সকলে তোমাতে শরণাগত হলাম।
অহহ, নিজজন আমাদের বিপন্ন করো না।

গোবর্ধন ধারণ :

৬৫। এইরূপ শুনতে শুনতে আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন শ্রীকৃষ্ণ খেতুদের অপরিসীম গ্নানি দেখতে দেখতে,
‘এ ইন্দ্রের ক্রোধজনিত ব্যাপার’ এরূপ বিচার করতে করতে মধু হতেও মধুর দৃঢ়-অনুকম্পারূপ অনুচরীর
আশ্রয়দায়ী বাক্যে বললেন—ওহে, ভয় করো না, ভয় করো না। এ উপদ্রব সত্য সত্যই ক্ষুধা অজ্ঞানানো পীড়া
উদগমের মতো তুচ্ছ (ঔষধের অল্প প্রয়োগ মাত্রই সূচিকিংস্ত)। এরূপ আশ্বাস প্রদান করতে সঙ্কল্প গ্রহণমাত্রই
এই অনর্থ অর্থহীন করে দিতে সমর্থ হয়েও ভজনীয়া জনের কল্লপর্ষন্ত বাক্যমনের ভূষণের মতো, দেবতা কিল্লন-
গণের দ্বারা কীর্তিত এবং ইন্দ্রের গর্বপর্বত ধ্বংশ-পরিণামী লীলাবিশেষ কুসুম-সুমধুর তনুদ্বারা বিস্তার করতে
করতে ইন্দ্রের প্রতি অবহেলা-প্রকাশী লাবণ্যসরসীতে যেন স্তম্নাত এরূপ স্নিগ্ধ সেই রসিকশেখর কোমরে
পীতাম্বর না বেঁধেই—

৬৬।

ছত্রাকং কুত্বকেন বালক ইব স্তম্ভেরমঃ স্তম্ভবৎ

শ্রীগোবর্ধনমুদ্দিধীষু'রভবচ্চিত্তেন কৃষণা যদা।

তহে'বাস্ত করোদরে চটচটাদ্বানধ্বনৎকন্দরা-

সুপ্তোদু ক্কিশোরকেশরিসভো ব্যালোকি লোকেন সঃ ॥

৬৭। ততশ্চ,

ধ্যাতুর্ধানপ্রতানক্ষণপণপটুঃ প্রৌঢ়নাগেজেনারী-

ক্রৌড়ামাধ্বীকপানোৎসবনবরভাস্বাদবাসপ্রগল্ভঃ ;

দিগ্‌মাতঙ্গেন্দ্রদানদ্রবণবিষটনস্তৎসমুদ্রাসনোথো

দ্রাম্যন্ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরমধি ন মমো কোহপি কোপী প্রণাদঃ ॥

৬৮। কিঞ্চ,

ওজঃকণ্ডুললীলালসকরকমলেনালগুণ্মাস্তমান-

স্রাজেহীসপ্রকাশপ্রসর ইব সমাম্নাত-হর্ষপ্রকর্ষঃ ।

৬৬। স্তম্ভেরমো হস্তী, স্তম্ভবৎগুচ্ছমিবেত্যর্থঃ। বালকস্ত ছত্রাকোদ্ধরণ এব বলং পর্ষাপ্তমিত্যপর্ষাপ্তবলেন স্তম্ভরমেন সহ পুনরুপমানং বর্ধেব চিত্তেনোদ্দিধীষু'রভবত্বেব তস্য করোদরে লোকেন স ব্যালোকীতি সঙ্কল্প-সমকালমেব তাদৃশ-ব্যাপারোদয়াত্তজ্ঞানায়াসঃ সূচিতঃ। চিত্তেনেতি কেবলেন মনসৈব, ন তু স্বকরেণাপীতি দিধীষীয়া অপি সামান্ততঃ প্রথম-বর্ধেবোক্তা, মনসা পাটলীপুত্রং প্রথমং জিগমিষতীতিবৎ। কীদৃশঃ সন্ ব্যালোকি? চটচটাদ্বানেন ধ্বনস্তীষু কন্দরাসু স্তপ্তা এবোদু ক্তা স্বাপাবহৃত্যৈব সহসোচ্ছলনাং প্রাপ্তজাগরা কিশোরকেশরিণাং সভা বলিষ্ঠসিংহশ্রেণী যত্র সঃ ॥

৬৭। চটচটাদ্বানমেব সর্বিশেষঃ বর্ণয়তি—ধ্যাতুরিতি। ক্রমেণোপধ্বাধোমধ্যলোকব্যাপ্তিঃ ধ্যানস্যা প্রতানস্যা ক্ষপণং দূরীকরণমেব পণপণপটুস্বত্বং চতুরঃ। আশ্বাদস্য বাধে প্রতিবন্ধে প্রগল্ভঃ দানস্যা দ্রবণং শ্রবণং তদ্বিঘটয়তি দূরীকরোতীতি সঃ, তৎসমুদ্রাসনোথ-পর্বতোৎক্ষেপণজনিতঃ। ত্রয়াণামপ্যোষামগ্ধাবধানাস্তবেহপি সহসা ত্র্যামোদয়-সূচনাং প্রণাদস্য জাতি-প্রমাণাভ্যামতিশয়ঃ সূচিতঃ ॥

৬৮। বর্ষণং বর্ষণম্; “বৃষ্টিবর্ষম্” ইত্যমরঃ। তদেবোৎপ্রেক্ষতে—ওজসো বলস্য কণ্ডুলা স্বাত্ত্বরূপপাত্রদৃষ্ট্যা কণ্ডুয়া-বতী বা লীলা তয়া লসতি শোভত ইতি তেন করকমলেনোথাপ্যমানস্যাজে: স্বপ্রভুপরাক্রমদৃষ্টৌব হাসপ্রকাশস্য প্রসরঃ

৬৬। বালক যেমন কৌতুকে ছত্র, বা হস্তী যেমন তৃণগুচ্ছ ধারণ করে সেইরূপ মনে মনে শ্রীগোবর্ধন উর্ধ্ব ধারণ করতে যেই ইচ্ছা করলেন অমনই গুহাসুপ্ত কিশোর-কিশোরী জাগান চটচট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মুখর এই পর্বত লোকে দেখতে পেল তাঁর করতলে।

৬৭। (চট চট ধ্বনির উর্ধ্ব-অধো ও মধ্যলোক ব্যাপ্তি দেখান হচ্ছে)। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার ধ্যানের বিস্তার দূরকরণরূপ পণ জিতনে চতুর,পাতালে বাসুকির প্রৌঢ়া নারীর ক্রৌড়াময় মাধ্বীক-পানোৎসবে নবোচ্ছাস-ময় আশ্বাদনে বাধা দানে সাহসী এবং দিগ্‌হস্তীশ্রেষ্ঠের মদজল দূরকারী পর্বতোৎক্ষেপণ জনিত কোনও অনির্ব-চনীয় কোপী উচ্চধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের উদর মধ্যে ঘুরতে লাগল, কোথাও স্থান সঙ্কুলান হল না।

৬৮। আরও, উত্থাপনবেগ-ক্ষুব্ধ বৃক্ষরাজির বৃন্তছাত পুষ্পের ভূমিতলে বর্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল এ

৬৯। কিক্,

উল্লাসাবেগবিগ্নক্ষিতিকুহবিততের'ন্ততো বিচ্যুতানঃ
 পুষ্পাণাং বর্ষমাসীদধিধরণি যশঃপাতবদ্রুপাণেঃ ॥
 উর্ধ্বো'র্ধ্বঃ বর্ধমানৈঃ স্বরতরশিখরৈশ্চিন্নভিন্নাভ্রপঙ্ক্তে-
 স্তস্ত ক্ষৌণীকহৌধৈঃ পরিভবিতুমিব প্রোদ্যযে নন্দনজন্ ।
 সিংহৈর্দন্তাবলেন্দ্র ভ্রমকুপিততমৈর্দারুণং দারয়ন্তি-
 স্তীক্ষ্ণাভুগ্নৈন'থাগ্রৈর্জলধরপটলীং সর্বতঃ সম্প্রসশ্রে ॥

৭০।

উদন্তে কৃষ্ণেনাবরকরতলেনাচলপতা-
 নহো কোহয়ং বোম স্বগয়তি কিমেতৎ কথমিতি ।
 চকম্প কৈলাসঃ সমজনি স্রুমেরুঃ পুরুভয়ো
 মমজ্জৈচ্চৈর্গঙ্গাপয়সি চকিতো দিগ্গজগগণঃ ॥
 জলাসারৈর্ষিষ্ক শ্রুতিভিরথ মুক্তাধারচয়ৈ-
 মুরারীতে: স্ত্রীদোর্মরকতমণিদগুরুচিরম্ ।
 অভেদ্যং দন্তোলেরপি পবনবেগৈশ্চ ন ধুতং
 মহারত্নছত্রং সমজনি গিরিগোকুলজুষাম ॥

৭১। কিক্,

প্রসরণম, স ইব সম্যগান্নাতোহিতান্তত্তৎকারণভূতো হর্ষপ্রকর্ষো যত্র সং, বহুহর্ষজনিত ত্রবায়ং হাস ইত্যর্থঃ। কিক্,
 হাসোহয়ং স্বগোত্রশক্রমিদ্ভ্রং প্রত্যবজ্জার্থং প্রযুক্ত ইত্যুৎপ্রেক্ষান্তরং হচয়ন পুষ্পাণাং ধরবো পতনলিঙ্গবশাং পুনরপুংপ্রেক্ষতে-
 যশঃ-পাতবদিতি

৬৯। তস্ত গোবর্ধনস্ত ক্ষৌণীকহৌধৈঃ প্রোদ্যযে প্রোদগম্যত । নন্দনজন্ নন্দনবনবৃক্ষান্, দন্তাবলো হস্তী । জল-
 ধরপটলীং দারয়ন্তি: সন্তি: সিংহঃ সর্বতঃ সমস্তাং সংপ্রসশ্রে প্রোদগম্যতে অ ॥

৭০। অবরকবস্ত্র বামহস্তস্ত তলেনোদন্তে উৎক্ষিপ্তে সতি ॥

যেন শক্তির চুলবুলুনি লীলায় শোভন করকমলে অনায়াসে উত্থাপ্যমান গিরিরাজের বার বার উদ্রেক বশত অতি
 উচ্ছলিত হাস্য-প্রকাশের বিস্তার, অথবা এ যেন ইন্দ্রের যশঃপাত ।

৬৯। উর্ধ্ব উর্ধ্ব বর্ধমান তীক্ষ্ণ পর্বতচূড়া দ্বারা মেঘমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চূড়ার বৃক্ষশ্রেণী
 যেন নন্দনবন বৃক্ষশ্রেণীকে পরাজিত করতে চলেছে। এই চূড়াবাসী সিংহ মেঘ দেখে হস্তীভ্রমে ভীষণ কুপিত
 হয়ে তীক্ষ্ণ বক্র নখাগ্রে বিদারিত করে দিচ্ছে—মেঘমালা ভয়ে এদিক্ ওদিক্ সরে যাচ্ছে ।

৭০। কৃষ্ণ বামহস্তে গিরিরাজ উঠিয়ে ধরলে'অহো এ কে আকাশ ঢেকে দিল, ব্যাপার কি, কি করেই
 বা এ অঘটন ঘটল' এরূপ চিন্তায় কৈলাশ কেঁপে উঠল, স্রুমেরু অতিভয়ে ভীত হ'ল আর দিগ্গজগগণ ভয়ে
 অতি চমকিত হয়ে মানসগঙ্গায় ডুব দিল ।

৭১। আরও চতুর্দিকে চুয়ানো মুক্তাশারীর মতো প্রতিভাত জলধারায় মরকতমণিদণ্ড সম মুরারির
 ভূজদণ্ডত্যাগিত রম্য, বজ্রের অভেদ্য এবং পবনবেগে অকম্পিত মহারত্ন-ছত্ররূপে গোকুলের সেবা করতে লাগ-

৭২। এবং নাম বামকরকমলেনোল্লাস্তু নিজগিরিবরং নিজগিরি বরং বিশ্বাসমাসাদয়ন্তু বাচ বাচম্পতিভি-
রপ্যয়মনির্বচনীয়চাকচরিতঃ ॥

৭৩। 'মাতর্মা তরলং মনঃ কুরু পিতর্মা চিন্তনীয়ং ভয়া
সন্দেহং মুহূদো ন ধত্ত পতিতা নাহয়ং গিরির্মংকরাৎ ।
সাক্ষাদেব বিলোকিতং তন্মমতা যেনার্চনং স্বীকৃতং
তস্য ব্যোমি কৃতাবলম্বনতয়া কিং দুষ্করাবস্থিতিঃ ॥

৭৪। কিঞ্চ,
আকারেণ মহানয়ং গিরিতয়া যত্নপায়ং স্থাবরো
দেবত্যাং সহজাদলৌকিকতয়া তর্কস্য নো গোচরঃ ।
পশ্চাৎ লব্ধিমাশু যেন হি ময়াপুন্লাসিতো লীলয়া
তত্রাহং তু নিমিত্তমাত্রমহং স্বেচ্ছাময়োহয়ং গিরিঃ ॥

৭৫। ততঃ,
অস্তাধঃ প্রবিশন্ত সন্ত সুখিনঃ স্বং স্বং গৃহীত্বা বৃজং
স্বচ্ছন্দং নিবসন্ত গোপনগরান্নেদং বিলং ভিত্ততে ।
কল্পান্তে জগতাং জনা হি বপুষা নারায়ণশ্চোদরে
সুশ্লেনৈব বসন্তি তত্র নতরামেতাৎদৃশং কৌতুকম্ ॥

৭১। বিশ্বক্ সমস্ততঃ স্রুতিঃ স্মরণং যেষাং তৈঃ । দন্তোল্বের্বজস্যাপি ॥

৭২। নিজগিরি নিজবাক্যে বরং বিশ্বাসমাসাদয়ন্তু প্রাপয়িতুম্ ॥

৭৩। তরলং শঙ্কাচপলম্; ন পতিতা ন পতিষ্যতি ॥

৭৪। যেন লব্ধিমা শেতুনা; ময়াপি শিশুনাপি ॥

৭৫। গোপনগরায় ভিত্ততে, ততো ন ভিন্নং তত্তু ল্যামেবেত্যর্থঃ

লেন গিরিরাজ ।

৭২। এইরূপে নিজ গিরিরাজকে বাম করকমলে উঠিয়ে নিজ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বাক-
পটুগণেরও অনির্বচনীয় চাক চরিত কৃষ্ণ বললেন—

৭৩। 'মাগো, তুমি মনকে শঙ্কাচপল করো না, বাবা তুমি চিন্তা করো না, বন্ধুগণ তোমরা সন্দেহ-
প্রবণ হয়ে না। এ-গিরিরাজ আমার হাত থেকে পড়ে যাবে না। সাক্ষাৎই তোমরা দেখেছ—যিনি মূর্তিমান
হয়ে পূজা স্বীকার করলেন, তার পক্ষে আকাশ অবলম্বনে অবস্থান করা এমন কি দুষ্কর কাজ ।

৭৪। আকারে বিশাল এ-গিরিরাজ যদিও পর্বত বলে স্থাবর, তবুও সহজদেবত্ব হেতু অলৌকিক-
তায় তর্কের অগোচর। এর লঘুত্ব একবার দেখ-না, যেহেতু আমার মতো শিশুও লীলায় উঠিয়ে নিল। এ-
ব্যাপারে আমি তো নিমিত্তমাত্র অহং স্বেচ্ছাময় এ গিরিরাজ ।

৭৫। তাই বলছি, তোমরা সকলে নিজ নিজ সব কিছু বস্তু নিয়ে এঁর নিচে ঢুকে যাও সুখভাগী
হও, স্বচ্ছন্দে বাস কর, গোপনগরের সঙ্গে এই গর্তের কোন ভেদ নাই। কল্পান্তে নিখিল জগতের লোক সুশ্ল

৭৬। কিঞ্চ,

উল্লাসক্রমবেগতঃ সমুদিতৈঃ সারৈর্মৃদাং সঞ্চয়ৈঃ

প্রাকারাভতয়া স্থিতৈস্তত ইতো নাস্মিন্নপামাগমঃ ।

স্বেচ্ছাকাননচারতোহপি সখিভির্দ্দৈর্গবাং ভূয়তাং

স্ব-স্বাবাসবিলাসবাসরভসো বিশ্বঘাভ্যাং বন্ধুভিঃ ॥

৭৭। ইতি ধরাধরাধিপভূতা ভূতোহমৃতরসেনেব বাহারো হারোপমো যদি সপদি স পরিশশাম, তদা তদাশ্বস্তহৃদঃ স্তহৃদঃ স্ততকলত্রধনগোধনগোষ্ঠসহিতাঃ সপুরোধসোহরোধসোষ্যমাণসুখা নিঃষমপরম্পর-ভাগর্তং গর্তং ভূধরবরস্ত রবরস্তমাবিবিশুঃ ॥

৭৮। প্রবিশু চ নিরাবিলবিলস্বর্গমিব তং বতঃসরুপমখিলভুবনানাং পরিসরসরদুপমযসমানযবস-মাননীয়শাশ্বলং বিমল-সরসীসরসীকৃতমপর্যাপ্ত-পর্যাপ্তবিবিধাভোগভোগসামগ্রীসহিত-গোগোপগোপনভাজন-ভাজনকমবলোক্য সর্ব' এব বিস্মিয়িরে সিম্মিয়িরে ॥

৭৬। সারৈর্মৃদৈরাসারৈর্ভেত্তুমশক্যৈরিতার্থঃ ॥

৭৭। ধরাধরাণাং পর্বতানামধিপং প্রভুঃ শ্রীগোবর্ধনং বিভর্তীতি তেন ভূতঃ পুষ্টঃ । হারোপম ইতি হৃদয়ে সাদর-ধারণাং, পরিশশাম পরিশান্তো বিরত ইত্যর্থঃ । অরোধমবারিতং যথা শ্রান্তথা সোষ্যমাণানি সুখানি যেষাং তে । নিঃষমেণ নিস্তুলেন পরমপরভাগেনাতিশোভয়া স্বাতং দীপ্তম্ ; “স্বতমুগ্ধশিলে জলে । ক্লীবাং সত্যে চ দীপ্তে শ্রাৎ” ইতি মেদিনী । রবেণ কোলাহলেন রস্তং রসনীয়ং যথা স্যাভুখা বিবিশুঃ ॥

৭৮। তং প্রসিদ্ধং স্ততলাদিকং বিলস্বর্গমেব পরিসরে পর্যন্তভুবি সরস্তিমিলিত্তিবসমানৈর্ধবতুল্যৈর্ধবসৈস্তনৈর্হেতু-ভির্মাননীয়ঃ শাশ্বলঃ শাশ্বরহিতপ্রদেশো যত্র তম্ । অপরাপ্তা চ আপ্তাঃ প্রাপ্তো বিবিধো রূপরসাদিময় আভোগঃ পরিপূর্ণতা যয়া সা চ যা ভোগসামগ্রী তয়া সহিতানাং গবাং গোপানাঞ্চ গোপনভাজনঞ্চ রক্ষণসমর্থঞ্চ তৎ ভা কান্তিস্তজ্জনকক্ষেতি দেহেই নারায়ণের উদরে বাস করে, স্থূল দেহে নয় । সেখানে এতাদৃশ কৌতুক নেই ।

৭৬। আরও বলছি শোন—উত্তোলনকালে আক্রমণবেগে যে রাশি রাশি শক্তমাটি উঠে এল তা বাঁধের মতো ঐ গর্তের চতুর্দিকে খাড়া হয়ে অবস্থিত হল, যাতে ঐ গর্তের মধ্যে বর্ষার জল ঢুকতে না পারে । এখন বন্ধু-বান্ধবী এবং খেয়ুগণের এখানে স্বেচ্ছাকাননবিহার থেকেও সুখে নিজ নিজ বাস-বিলাস হোক, পূর্ব বাসের আবেশ ভুল হয়ে যাক ।

৭৭। গোবর্ধনধারি দ্বারা অমৃতরসে যেন পুষ্ট কণ্ঠহারসম একরূপ কথা যদি শেষ হল অমনই ঐ কথায় আশ্বস্ত-হৃদয় স্তহৃদং গণ স্তত-কলত্র-ধন-গোধনকুল এবং পুরোহিতগণের সহিত অপারিসীম উচ্ছল সুখে অতুলনীয় পরমশোভাতিশয়ে দীপ্ত গোবর্ধনের গর্তে আনন্দ-কোলাহলে রসপূর্ণ হয়ে ঢুকে গেলেন ।

ব্রজজনের গোবর্ধনধারণ-লীলা আশ্বাদন ও প্রিয়-আলাপন :

৭৮। ঐ গুহায় ঢুকে সকলেই বিস্মিত হলেন এবং মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—স্ততলাদি নির্মল বিলস্বর্গের মতো ভুবনের ভূষণস্বরূপ, যবতুল্য তৃণের আচ্ছাদনে মাননীয় সবুজ মাঠময় প্রান্তদেশযুক্ত, বিমল সরোবরে সরসীকৃত, বিবিধ রূপরসাদি ভোগসামগ্রীতে ভরপুর, গো-গোপগণকে রক্ষণ সমর্থ এবং আলোয়

৭৯। ততশ্চ, গাং স্বচ্ছন্দবুধুঃ পরিসরিণি বহির্মণ্ডলে শাহলাটো
 গোপালস্তংপুরস্তাং সহধরনিসুরাস্তংপুরস্তাং পুরজ্যাং ।
 তত্রৈব কাপি রাধাপ্রভৃতিকুলবধূমণ্ডলৌ কাপি কত্যাঃ
 পার্শ্বদ্বন্দ্বৈ সখায়া বটুরপি পিতরাবগ্রতো লাজলী চ ॥

৮০। এবং ব্রজনগরীগরীয়সা কৌতুকেন কেনচিদনাতঙ্ক তং কঞ্চন নিবৃতি-প্রদেশং প্রদেশং সমাসাত্ত
 মহাকল্পকল্পধনঘটাঘটাবলিবলিত-নিমুক্তাসারসারপরাভবভবদবসাদং বিজহতি স্ম; সর্ব এব স্বচ্ছাসমং সমস্ততঃ
 স্থিতা অপি গোবর্ধনধরস্ত রসাত্তমমানয়নাভিমুখং মুখং মন্যতে স্ম ॥

৮১। অথ বেদবিদামবনির্জরাণাং নির্জরাণাং মঙ্গলাশীরাশী রামানুজং মানুজং লোকমাসাত্ত বিহ-
 রন্ত্য হরন্ত্য চ নিখিলসুরাসুরাণামভিমানমানন্দয়ামাস ॥

৮২। তদনু চ মাতাপিতৃবৈবিস্ময়স্ময়জয়া জয়াশংসয়া শং স যাপিতো ভ্রাতশ্চ শিরসি রসিতো
 তম্। বিস্মিরিষে বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ, সিংস্মিরিষে দৈবজ্জহস্তুচ ॥

৭৯। পরিসরিণি প্রসরণশীলে; লাজলী বলদেবঃ ॥

৮০। নিবৃতিরানন্দসা প্রদায়াং প্রদানে জৈশং সমর্থং মহাকল্পং মহাপ্রলয়ং কল্পয়দ্বীতি তেষাং ঘনানাং মেঘানাং
 ঘট্যভিঃ শ্রেণীভির্ঘটাবলিবলিত ইব কলসশ্রেণিসমুদগলিত ইব নিমুক্তো য আসারস্তাস্মাং সারো বলবান্ যঃ পরাভব-
 ত্তস্মাদ্ভবন্ বোৎবসাদস্তম্ ॥

৮১। অবনির্জরাণাং বিপ্রাণাং নির্জরাণাং তেজস্বিনাং মঙ্গলাশিবাং রাশী রামানুজং কৃষ্ণমানন্দয়ামাস ।
 মানুজং মনুষ্যস্বক্সিনম্ ॥

বলমল সেই গুহা অবলোকন করে ।

৭৯। অতঃপর সকলে স্বচ্ছন্দে এই ক্রমানুসারে দাঁড়িয়ে গেলেন—বিস্তৃত সবুজ তৃণময় বহির্মণ্ডলে
 ধেনুসকল, তার সম্মুখভাগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলেমিশে গোপালগণ, তার আগে পুত্রবতী পুরস্ত্রীগণ, সেখানেই
 কোনও একদিকে রাধাপ্রমুখা কুলবধূমণ্ডলো ও কোনও একদিকে কত্যাগণ, কক্ষের দুই পার্শ্বে সখাগণ ও বটু,
 এবং একটু আগে পিতামাতা ও বলদেব ।

৮০। এইরূপে মাননীয় ব্রজবাসিগণ কোনও অনিবচনীয় কৌতুকে নির্ভয়ে সেই অনিবচনীয় আনন্দ
 প্রদানে সমর্থ সেই প্রদেশ প্রাপ্ত হয়ে কলসশ্রেণী থেকে গলগল করে নির্গত জলধারার মতো মহাপ্রলয় সৃজন-
 কারী মেঘমালা থেকে গলিত জলধারাজনিত অতিপরাভব হেতু আগত অবসাদ তাগ করলেন । সকলেই
 নিজ নিজ ইচ্ছা মতো চতুর্দিকে অবস্থিত থাকলেও গোবর্ধনধারীর রসাত্তম মুখ নিজ নিজ নয়ন অভিমুখে স্থিত
 বলে মনে করতে লাগলেন ।

৮১। যিনি নরলোক প্রাপ্ত হয়ে লীলায় বিহার করছেন, নিখিল সুরাসুরগণের গর্বখণ্ডন করছেন
 সেই রামানুজকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল—বেদবিদ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের ভুরি ভুরি মঙ্গলাশীর্বাদ ।

৮২। অতঃপর পিতামাতার বিস্ময় ও মুখ-প্রফুল্লতায় প্রকাশিত বিজয়-প্রার্থনায় কল্যাণপ্রাপ্ত ও

রোহিণ্যা বাৎসল্যরসোক্ষণেন নিক্ষণেন নিতরামপি প্রথমজনিজনিভবলেন চোপগৃহিতো হি তোষসমুদ্রাসেন মুদ্রা-
সেন স্ময়মান মাননকমলমলসদর-বিকসলয়নমীষহরময়স্ত্রীভী রময়স্ত্রীভী রতিকলাকলাপমাভীরীভীরীয়াগপ্রণয়া-
মৃতক্লিষ্টাভী রাশাদিভিরভিনবানুরাগপরভাগসুকুমারিকাভিঃ কুমারিকাভিশ্চ নয়নচকোর-কোরকিত-চকিত-চপল-
প্রান্ত-লক্ষ্মীভিরক্ষীলমালিঙ্গিতঃ প্রমদভর-নিঃসহসহচরচয়প্রণয়নিরীক্ষণক্ষণনির্বতো বতো বন্ধুজনেন লকলেন ল
কলেন বচসা চ সানন্দং নর্মপটুনা বটুনা বদনমুদ্রীয় নিজগদে ॥

৮৩। 'জগদেকবল্লভ বয়স্য যস্য ব্রহ্মবর্চসমোষমোষবত্তরমনু ভবন্তো ভবন্তো মোদন্তে, সোহং সোহং
কথয়ামি। কিময়ি ময়ি তস্মিন্ সতি সখে সখেদোহসি গিরিবরধারণে, ন কথমাজ্ঞাপয়সি, পয়সিজেক্ষণ ক্ষণমহং
গিরিবরয়েনং বিভর্মি ভর্মিণা দণ্ডকাষ্ঠশিখরেণ, খরেণ শ্রমেণ শ্রান্তো ভবান্ ক্ষণং বিজ্ঞাম্যতু ॥'

৮৪। ততুপাকর্ণ্য নিজগদে গোষ্ঠেশ্বরী, —'অহো এভিরেব পুনরুদ্বৈতরুদ্ধতৈক্ষ্ণেন চেতসা মুহুরুদ্ধতী-
কৃতোহসি, ভো বৎস! বৎসরুদ্ধতঃ শতমথমথমথগুণিতং গুণিতং যৎ কৃতবানসি, ন সিধ্যতি হি শর্মণে দেবতাহেলনম।

৮২। বিষয়স্বয়জয়া বিষয়ো লোকোত্তরক্রিয়াদর্শনোথঃ স্রয়ো হর্ষোথ মুখপ্রফল্লভঃ তাভ্যাং জনিতয়া জয়াশং-
সয়া 'বৎস! বিজয়ী ভব, সর্বাপত্তো বদ্ধঃ স্ত্রায়ব' ইত্যাদিকয়া শঃ কলাগং ষাপিতঃ প্রাপিতঃ। বাৎসল্যরসসোক্ষণেন
সেকেন নিতরং ক্ষণ উৎসবে যস্মাতেন। আননকমলমীষহরময়স্ত্রীভী রাশাদিভিঃ কক্ষীভিনয়নচকোরস্য কোরকিতশ্চ
চকিতশ্চ চঞ্চলশ্চ যঃ প্রোচ্যে ব্রীড়া-শকৌঃসুকা সূচকস্তস্য লক্ষ্মীভিঃ সম্পত্তিভিরক্ষীলং নির্নিমেষমেবালিঙ্গিতঃ। তৎপ্রকার-
মাহ—মুদ্রাসেন হর্ষপ্রকাশেনাননকমলমীষহরময়স্ত্রীভিঃ। কীদৃশম্? স্রয়ো বামাসূচকো গর্ভঃ, মানো দাক্ষিণ্যসূচক আদর-
তাভ্যাং স্ময়মানং প্রফুল্লম। রতিকলানং কলাগং সংঘো যত্র তদ্যথা স্যাভথা। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কলেন মধুরেণ ॥

৮৩। আজ্ঞাপরসীতি তাদৃশো ব্রহ্মবর্চস্বাপাহং সখোন গোপজাতেরপি তত্রাজ্ঞাকারীতি কিং তব ভাগ্যং বর্ণনীল-
মিতি ভাষঃ। ভর্মিণা ভর্ম কনকং তরতা ॥

তঁাদের দ্বারা শিরে আঘাত, মাতা রোহিণীর অতি উৎসবদায়ী বাৎসল্যরস-সেকে রসিত, প্রথমাবির্ভাবজনিত
বলে বলীয়ান বলদেব কর্তৃক অতিদৃঢ় ভাবে আলিঙ্গিত,—হর্ষ-সমুৎফুল্লতা ও আনন্দ-উজ্জলতার সহিত বামা-
সূচক গর্বে ও দাক্ষিণ্যসূচক আদরে মুখকমল ও অলস-ঈষদ্বিকশিত নয়ন ঈষভ্রুভোলনকারিনী, রতিকলাসমূহে
বিহারিণী, ও প্রবাহমানা প্রণয়ামৃতলিক্তা রাধিকাদি এবং সুকুমারী কুমারিকা গোপীগণের দ্বারা নয়নচকোরের
কোরকিত-চকিত-চঞ্চল-প্রান্ত সম্পত্তিতে নির্নিমেষ ভাবে আলিঙ্গিত—এবং দুর্বীর আনন্দভারে নিরীক্ষণ উৎসবে
প্রফুল্লিত সকল স্বজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে মধুর বাক্যে আনন্দের সহিত নর্মপটু বটু মুখ উচিয়ে
বললেন—

৮৩। 'হে জগদেকবল্লভ বয়স্য! যার অতিশয় প্রবাহমান ব্রহ্মতৈজ অল্পভব করে তুমি আনন্দ পাও
সেই আমি সেই আমি বলছি শোন—আমি তোমার সখা থাকতে কেন হে সখা তুমি গিরিধারণে ক্লেশ পাচ্ছ।
আমাকে কেন-না আজ্ঞা করছ, হে কমলনয়ন। ক্ষণকাল এ-গিরিবর আমি ধারণ করছি, স্বর্ণময় কাষ্ঠদণ্ডের
ডগায়। কঠিন পরিজ্ঞমে তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।'

৮৪। এ-কথা শুনে গোষ্ঠেশ্বরী বললেন—'অহো খাপে ঢাকা ইন্দ্রিয়বেগে পুনরায় উদ্ধত এরই দ্বারা

কথং নাম সুরাণামসুরাণামপি দ্বেষো নরশ্চ রশ্চাতমেতু, উভয়ভয়ং যদি জাতং তদা কথং বসতিরতিরশ্চা স্যাৎ,
ইতি সবাৎসল্যং সরসসুখাকরকরকমলপলাশেন শ্রীকৃষ্ণানন্দঘনমপঘনমপরিশ্রমমতিশ্রমমতিতয়া পরামৃশস্তী
গিরিবরভরভুজং ভুজং পরিস্পৃশ্য পুনরুচে ॥

৮৫। ‘অহো কথমভিনবনবনীতশীতলতরোহমলতরো ভুজবলয়োঃবলযোগেন মহীধরভরং সহতে ?
হংহো ধরাধরাধিনাথ নাথতি জনোহয়ং বরমেকম্ যদি সত্যমেব তত্রভবান্ ভবান্ দেবতাত্মকো বতাত্মকোমল-
তালঘুতাভ্যাং সমুচিতচিত এব তদাস্তু, মাস্তু মাস্তুতম মম তনয়শ্চ মতনয়শ্চ খেদঃ’

৮৬। বটুক্রবাচ,—‘মাতর্মৈত্রং বাদীঃ, ক নামাস্তু খেদঃ, অবধীয়তাম্—

কল্লাস্তপ্রতিমং মহাঘনঘটাসজ্জট্টমুদ্বাটয়ন্,

কিংবা নোপচকার নঃ প্রকুপিতো দেবঃ স বজ্রায়ুধঃ ।

পশ্চাদ্রীন্দ্রবিহারণেহশ্চ যদিদং মাধুর্যমুজ্জ্বলতে

মাতস্তৎ কথমগ্ৰথাক্ষিপুটকৈরস্মাভিরাপাস্তত ॥’

৮৪। এতৈঃ কর্ত্তভিরুদ্বীকৃতোহসি । বৃদ্ধমাবৃতমন্তঃসংবৃতং তৈস্কাং তীক্ষ্ণম্, ন তু দেবতাসম্মানময়মর্দিবং যত্র,
তাদৃশেন চেতসা করণেন । উভয়ভয়ং দেবাসুরাভ্যাং ভয়ম্ । সুখাকরেতি (পাং৫।৪।৬৩) “সুখপ্রিয়াদানুলোমো ডাচ”;
অপঘনমঙ্গম্, অপরিশ্রমং পরিশ্রমরহিতমপি, অতিশ্রমমতিতয়াহতিশ্রমযুক্তং ভাবনয়া । গিরিবরভরং ভুজংভেদহুভবতীতি
তম্ ॥

৮৫। ভুজবলয়োঃ বাহমণ্ডলঃ । অবলযোগেন বলযোগাভাবেন । নাথতি যাচতে । তদাত্মকোমলতা লঘুতাভ্যাং
সমুচিতং যথা স্তব্ধা চিত্ত আচ্ছন্ন এব ভবানস্ত । হে মাস্তুতম অতিমাননরী ! মম তনয়শ্চ খেদো মাস্তু । মতঃ সম্মতো নয়ো
নীতিবিরে তস্ত কোমলাঙ্গে ধারকেঃস্মিন্তব তথাভূতত্বমেব নীতিঃ সম্মতেত্যর্থঃ ॥

৮৬। সংঘট্টঃ সম্মদঃ । অগ্ৰথেতি—যদি দেবো প্রকুপিতো নাভবিষ্যত্তদা কথমস্মাভিরক্ষিপুটকৈরস্ত মাধুর্যমাপাস্তত,
হে বৎস, বার বার তুমি উদ্বীকৃত হয়ে যাও । যেহেতু, তুমি বাৎসরিক ইন্দ্রযজ্ঞে যা এতকাল অখণ্ডিত রূপে চলছিল,
তা ভঙ্গ করে দিলে । দেবতা-হেলন কখনও-ই মঙ্গলকর হয় না । সুরাসুরের দ্বেষ মানুষের কি করে সৌভাগ্যের
বিষয় হতে পারে ? উভয় ভয়ই যদি এসে গেল তবে কি করে এখানে বাস অতি আশ্বাস হতে পারে ।’ এ-কথা
বলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দঘন সতত পরিশ্রমহীন দেহে অতিশ্রম হয়েছে, বিচার করে মা যশোদা বাৎসল্যের সহিত
সরস-সুখকর করকমলদলে তাঁর গিরিভারভোগী বাহু আদরের সহিত স্পর্শ করে পুনরায় বললেন —

৮৫। ‘অহো, কি করে অতিনব নবনীতের মতো অতিশয় শীতল-অতিশয় নির্মল-বলাধানহীন বাহুমণ্ডলে
গিরিভার সহ্য হচ্ছে । হংহো পর্বতরাজ । এ-জন একটি বর মাগছে, যদি সত্যই পরমপূজণীয় আপনি দেবতাত্মক
হয়ে থাকেন তবে হায় হায়, নিজে কোমলতা-লঘুতায় যথাসমুচিত আবৃত হয়ে যান আপনি । হে মান্যতম !
আমার তনয় সাধুশাস্ত্র-সম্মত নীতিতে স্থিত, তার কোমলাঙ্গে অযথা দুঃখ উপস্থিত না হয় ।’

৮৬। বটু বললেন—‘মা, এরূপ বলবেন না । এর দুঃখ কোথায় দেখছেন, শুনুন—কল্লাস্ত প্রতিম
মহাঘনঘটাসজ্জট্ট প্রকাশ করে এই প্রকুপিত বজ্রায়ুধ ইন্দ্রদেব আমাদের কোন্ উপকার-না করেছেন মা ।

৮৭। সাহ,—‘সাহসিক মাধুৰ্য্যং মা ধূৰ্য্যং খন্দিদমপিতু খেদবৈধূৰ্য্যং বৈ ধূৰ্য্যংসলং গিরিবরবহনস্ত ॥

৮৮। পশ্য পশ্য — ললাটস্থ প্রান্তে শ্রমজলকণক্লিণ্মানালকালি-
মূৰ্খং শুশ্রুৎপ্রায়ং সরসিজমিব স্নায়মানং হিমাগ্না ।
ভরেণ জাগদ্রেব’মদিব পুরঃ পাণিপাদং সুরাগং
কথং মাতুঃ প্রাণাঃ শিব শিব পরং কষ্টমেতৎ সহস্তাম্ ॥’

৮৯। জীকৃষ্ণ আহ,—‘মাতঃ ! পরং মাতঃ পরং কৌতুকমস্তি বৃথা কিমাশঙ্ক্যতে মম খেদঃ, খেদঃ
পশ্য গিরিবরস্ত স্বয়মবস্থানম, নিগদিতমেব পুরা বপুরাশ্রীয়াং মে নিমিত্তমাত্রমেবাত্র ॥’

৯০। সাহ,—‘বৎস ! ভবতু, তথাপি—

এতাবস্তং কালমালস্য বালো, মন্দস্পন্দং বাহুমুদ্রম্য তিষ্ঠন্ ।
অভ্যেঃ সজ্জাৎ খেদবৎপাণিপদ্যঃ, খিল্লো ন স্ত্রাঃ কস্ত হেতোন’ বিদ্যঃ ॥’

নাপাত্তাভবেত্যর্থঃ ।—‘ভূতে ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্ ॥’

৮৭। মাধুৰ্য্যং মা ধ্বনিং যতো ধূৰ্য্যং ধুরি ভবন্ । দিগাদিত্যদ্যং । ন হি ভারান্মাধুৰ্য্যমুদভবতীত্যর্থঃ, অপি তু বৈ
নিশ্চিতং ধুরি ভারে অংসলং বলবৎ খেদবৈধূৰ্য্যং খেদেন বৈকল্যমেব —“বলবান্ মাংসলোহংসলঃ” ইত্যমরঃ । গিরিবর-
বহনস্ত ক্লবস্ত ॥

৮৮। হিমাগ্না হিমস-হত্যা, সুরাগমিত্যতিসৌকুমার্যাদ্যাগ-বমনস্ত সার্বকালিকত্বেহপি তদাশ্রয়িক্যং রাগস্ত
সুশব্দেন বোধিতম্ ॥

৮৯। হে মাতঃ ! অতঃপরমিত্যোহস্তং পরমোৎকৃষ্টং কৌতুকং মাতি নাস্তি । খে শূন্য এবাদোহবস্থানং নিভালয় ॥

৯০। খেদবৎ খেদযুক্তং পাণিপদ্যঃ যস্ত সঃ, পাণিপদ্যস্ত খেদে প্রকটং দৃশ্যমানেহপীত্যর্থঃ ॥

দেখুন-না গিরিরাজ ধারণে এর মাধুৰ্য্য কত-না উজ্জলরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। যদি ইন্দ্র প্রকুপিত না হত
তবে আমরা অক্ষিপুটে এ মাধুৰ্য্য পান করতে পারতাম কি ?’

৮৭। মা বললেন—‘ওরে সাহসিক ! এ কখনও মাধুৰ্য্য হয় ? বোঝা মাথায় কখনও-ই মাধুৰ্য্যের
প্রকাশ হয় না । বরঞ্চ গিরিধারির এ বোঝা চুংখ-বিকলতাই দান করছে ।

৮৮। দেখ দেখ—ললাটপ্রান্তে অলকাবলী স্বম’বিন্দুতে ভিজে উঠেছে, হিমের আঘাতে মলিন কম-
লের মতো শুষ্কপ্রায় হয়ে উঠেছে মুখ, হস্তপদ যেন লালিমা বমন করছে—কি করে মায়ের প্রাণ শিব শিব
এ বিধম কষ্ট সহ্য করছে ।’

৮৯। জীকৃষ্ণ বললেন—‘মা, অতঃপর এর থেকে পরম উৎকৃষ্ট কৌতুক আর হয় না । বৃথা কেন
আমার কষ্ট আশঙ্কা করছ । ঐ শূন্য আকাশে গিরিবরের স্বয়ং অবস্থান একবার দেখে নেও । এ-তো আমি
পূর্বেই বলেছি—আমার নিজের এ-শরীর তো এখানে নিমিত্ত মাত্র ।’

৯০। মা বললেন—‘বৎস ! তা হোক, তথাপি ত্রতকাল ধরে বাজ উঠিয়ে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে
থেকে পর্বতভারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে পাণিপদ্য যার, সেই বালক খিল্ল হল না, এর হেতু কি, তা বুঝতে

৯১। বচনমিদং পট্টস্থত্ব তে মন্থতে যদি তব করসঙ্গরসং গময়িত্বা স্বয়মেব খেহবখেলান্নিবায়মব
তিষ্ঠতে ॥

৯২। বটুরাহ,—‘গোষ্ঠেশ্বর! মন্ত্রপ্রভাবতো বিপ্রভাবতো বিশিষ্টশিষ্টস্থ মম মমতৈকভাজনং বয়স্থমমু-
মমুধ্বমপি গিরিবরোহয়ং করকমলে স্থিতঃ সুনখে ন খেদয়তে, দয়তে হি সর্বাঅনাথং প্রতি সর্ব এব ॥’

৯৩। সাহ,—‘ধুষ্ট! কিং প্রলপসি, মম প্রাণা দন্দহস্তে, নহস্তে ন তাবদাশ্বাসপাশেন, কৃতমিহ হাস-
পরিহাস-পরিকল্পনয়ানয়া ॥’

৯৪ ॥ ব্রজেশ্বর আহ,—‘অয়ি কথময়মাক্রুশ্বতে বটুঃ, প্রায়শো যশোহবতামীদৃশি দুষ্করে কম’নি নম’নি
নয়ৈত্তেরুংসাহসাহসবর্ধনং ক্রিয়তে, তেন নাসময়জ্ঞোহয়ম্, অস্থ্য বচসি ॥ সিদ্ধানুরাগোহয়ং বৎসঃ ॥’

৯৫। ইত্যেবমবসরে পরিতঃ পরিতস্থুবাং গিরিবরধরস্থ রসামূর্তেম’ধুরীধুরীগতামবলোকয়তাং লোক-
য়তাং ধিয়মতীত্য রতিমুদ্রহতাং হতাংহসামছোত্তরসালাপঃ সমজনিষ্ট ॥

৯১। গময়িত্বা বিরহস্য ॥

৯২। অমুধ্বমিতি মৎসম্মাননসিদ্ধার্থমেবেতি ভাবঃ। সুনখে করকমলে স্থিতোহিপ্যমুং ন খেদয়তে নবম্পর্শসহ-
সৌকুমার্যং স্বীয়ং প্রকট্য স্থিত ইতি ভাবঃ ॥

৯৩। আশ্বাসপাশেন ন নহস্তে, ন বধ্যস্তে, কিন্তু দাহপীড়য়া নিঃসর্ভু মেবেচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥

৯৪। সিদ্ধানুরাগ ইত্যন্তথা নিরুৎসাহত্বেহস্য শ্রমানুভবঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥

৯৫। লোকয়তাং লোকব্যাপারবতীং ধিয়মতীত্যাতিক্রম্য ‘বতী প্রযত্নে’ পচাদিঃ ॥

পারছি না।

৯১। ওরে চতুরম্ভন্য! তোমার একথা মানবো, এ নিজেই যদি তোমার করকমলসঙ্গ-রস ত্যাগ
করে আকাশে যেন অবলীলায় খেলতে খেলতে অবস্থিত, এরূপ হয়ে যায়।’

৯২। বটু বললেন—‘হে গোষ্ঠেশ্বর, সুনখবিশিষ্ট করকমলে অবস্থিত এই গিরিবর মন্ত্রপ্রভাব ও
বিপ্রভাব হেতু বিশিষ্ট-শিষ্ট আমার মমতার একমাত্র পাত্র এ-বয়সকে ত্যাগ না করেও ব্যথা দিচ্ছে না।
সর্বাঅনাথের প্রতি সকলেই আনুকূল্য করে থাকে।’

৯৩। মা বললেন—‘হে ধুষ্ট, কি প্রলাপ বকছো। আমার প্রাণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আশ্বাস-পাশ
এ-কে বেঁধে রাখতে পারছে না। বেরিয়ে যেতে চাইছে। আর এ-সময়ে এ এসে হাস-পরিহাস রচনা করছে।’

৯৪। ব্রজেশ্বর বললেন—‘অয়ি, এ বটুকে কেন ভৎসনা করছো। দেখো, এ-সংসারে প্রায় যশস্বি-
জনের সিদ্ধ দুষ্কর কম’নোতিজ্ঞজন নম’বাক্যে উৎসাহ বর্ধন করে থাকে। তাই এ সময় বুকেই কাজ করছে।
আমার এ বৎসও এর বাক্যে প্রসিক্ত অনুরাগ বহন করে থাকে।’

৯৫। অতঃপর এই অবসরে গিরিবরধারির চতুর্দিকে জটলাকারী এবং তাঁর রসামূর্তির মাধুর্যধূ-
র্দর্শনকারী, লৌকিক ব্যবহার-বুদ্ধি লঙ্ঘন করত তাঁতে রতিবহনকারী ও নিষ্পাপ ব্রজবাসিগণ পরস্পর রসালাপ
রচনা করলেন যথা—

৯৬। তথা হি—‘অহো অহোভিরেতাষষ্টিরপীদং নানুভূতং তৃতংসভূতং লাবণ্যমশ্রু ॥

৯৭। পশু পশু,—

উত্তংপার্কিপদাগ্রস্থিতমহীপৃষ্ঠং কিয়ৎকুক্ষিত-
শ্রীমজ্জানু বিভুগ্নবঙ্ক্ষণতটব্যালোলমালাঞ্চলম্ ।

হেলোকুনিতবামনাত্মমহীমা ব্যালক্ষ্যকক্ষস্থলং
শামং পার্শ্বমমুখ্য পশু বিবলীবল্লীকমুজ্জায়তম্ ॥

৯৮। কিঞ্চ, লীলাভুগ্নকোণি কোমলকরপ্রাদেশপার্শ্বোল্লস-
চ্ছ্রাণীসীম বলদলীকমনুজুবালস্থিমালাঞ্চলম্ ।
সমাঙ্ঘ্যাসবিলাসিনা পদতলেনালম্বিতশ্চাত্তলং
পার্শ্বং দক্ষিণমশ্রু পশু যদহো নিষ্যাংজমুদ্রাজতে ॥

৯৯। কিঞ্চ, শ্বেদক্লিন্নকপোলমণ্ডল-লসৎকর্ণাবতাংসীকৃত-
শ্চামাভ্যোহকেশরামদভরব্যাবর্ণমানেক্ষণা ।
অচান্নৈব নিরীক্ষাতে ক্ষিতিধরোদ্ধারশ্রমেহপি শ্রমা-
ভাববাজ্জকরঞ্জকস্মিতস্থধা বস্ত্রদ্রুতিদৌততে ॥

৯৬। ভুবঃ পৃথিবীতংসভূতমলকারূপম্ ॥

৯৭। বিভুগ্নাং কিঞ্চিদবক্রীকৃতাদবক্ষণসৌরুসক্লেস্তটাদ্যালোলং দক্ষিণপার্শ্বং প্রভুচ্চলং মালাঞ্চলং যত্র তৎ ।
বিগতা বলীকৃপা বল্লীযত্র তৎ ॥

৯৮। কোমলা চ সা কয়স্য প্রাদেশতর্জন্তুপৃষ্ঠবিস্তারো যত্র সা চ পার্শ্বে উল্লসন্তী চ শ্রোণীসীমা যত্র তৎ । বলন্তী
পৃষ্ঠীভবন্তী বলী যত্র তৎ ॥

৯৬। ‘অহো পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ এই লাবণ্য এতদিনের মধ্যেও এমনভাবে আমরা কোনদিন
অনুভব করিনি ।

৯৭। দেখ হে দেখ,—ত্রিবলীরেখারূপ লতাহীন সোজা প্রশস্ত ওঁর বামপার্শ্ব দেখ—গোড়ালি
উঠে গিয়েছে, পায়ের ডগা ভূমিতল চুম্বন করে আছে, স্থঠাম জাহ্নু একটু কুক্ষিত হয়েছে, কটিদেশ কিঞ্চিং
বেঁকে যাওয়ায় মালা ও উত্তরীয় বস্ত্র-প্রান্ত্র অপর দিকে উঠে গিয়ে ছলছে, হেলায় উর্ধ্বে চালিত বামবাহুর
কান্তিতে কক্ষস্থল হয়ে উঠেছে চেয়ে দেখবার মতো রমনীয় !

৯৮। আরও, লীলাভুগ্ন কনুই-সংলগ্ন কোমল করের বৃদ্ধাপৃষ্ঠ ও তর্জনী বিস্তারে ধৃত, নিতম্বদেশ-
দীমার উজ্জল্যে উজ্জ্বলিত, পরিপুষ্ট ত্রিবলীরেখায় কমনীয়, প্রলম্বিত দোলায়িত মালিকা ও উত্তরীয়াঞ্চলে
মণ্ডিত, সম্যক স্থাপনবিলাসী পদতলের দ্বারা আলম্বিত ভূমিতলে অলঙ্কৃত দক্ষিণ পার্শ্ব দেখ হে দেখ—
অহো ঐ তো অবিকল প্রকাশ পাচ্ছে উজ্জলরূপে

৯৯। আরও, কর্ণে ভূষণরূপে পরিহিত ঘর্মসিক্ত নীলকমলের কেশর গণ্ডযুগলে প্রতিবিম্বিত হয়ে

১০০। অত্ৰতশ্চ কেচিদাহঃ,—‘অহো রহোহস্তরমিদমতিমতি মর্দনমর্দনমপি সকলাপদাং পদাশুজয়োঃ সঞ্চরণাভাবেন মুকমিব কলহংসকযুগলং হংসকযুগলং যথাসরোজাগ্রজাগ্রদপি নিদ্রিতম্। কাদাচিৎকচিৎকমনীয়বি-
ত্ৰাসবিশেষেণ যথাস্থিতবিত্ৰাসবিপর্যাসপৰ্য্যাসন্নস্পন্দে তস্মিন্বেব পদতামরসেহমরসেবাভিনন্দিতে কৃতনাদমাক-
স্মিকীং চলনশঙ্কাং সমাসাদয়তি ॥’

১০১। পুনরত্ৰতঃ কেচিদূচঃ,—‘অহো পশ্যত পশ্যত,
একেন পাণিকমলেন বিলাসবংশীং বিশ্বাধরেহনুগময়ন্ মূঢ় বাদয়ংশ্চ।
অজীন্দ্রধারণবিধৌ বিগতশ্রমত্ব-মাবেদয়ন্ রসয়তি প্রিয়বর্গচেতঃ ॥’

১০২। তস্মিন্বেব সময়ে বটুরাহ,—‘ভো ভো অতিসাহসমিদম্—
মা বাদয় স্বমুরলীং নিনদৈরমুগ্ধাঃ,শৈলো যদি স্থলতি বা দ্রুত এব বা স্ত্যং।
তর্হি ত্বমত্ৰ বিধিনা কতমেন বন্ধুন, রক্ষিষ্ঠাসি প্রিয়বয়স্য ন দৃশ্যতে সঃ ॥

৯৯। স্বেদক্লিরেতি কেশরবিশেষণম্। অত্ৰ বক্তৃত্বাতিরশ্চৈব ত্ৰোততে ॥

১০০। রহোহস্তরমিদম, এতদপি রহস্তমেকমিত্যর্থঃ। কিং তৎ? পদাশুজয়োঃ সঞ্চরণাভাবেন কলহংসক-যুগলং মধুরপাদকটক-দ্বয়ং মুকমিব। দৃষ্টান্তেহনুকম্পার্থে কঃ। কাদাচিৎকঃ কদাচিদ্ভবশাসৌ চিহ্নপলকিত্তয়া কমনীয়শ্চ যো বিত্ৰাসবিশেষস্তেন যথাস্থিতবিত্ৰাসস্ত বিপর্যাসে বিপর্যয়ে সতি পর্যাসন্নঃ স্পন্দং ক্লিক্চলং যত্র তথাভূতে পদতামরসে কৃতো নাদঃ ঝনৎকারো যেন তৎ হংসকযুগলং চলনশঙ্কাং ধারয়তি ॥ (১০১, ১০২)

শোভা পাচ্ছে, আমোদভারে লীলায় আঘূর্ণমান নয়নে এদিক-ওদিক চাইছে, গিরিরাজ উদ্ধার শ্রমেও শ্রমভাব ব্যঞ্জক মুহূর্তসিঁহির সুখামাধুর্যে সকলের মন রঞ্জিত করে তুলছে। এর বক্তৃত্বাতি আজ জ্বল জ্বল করছে যেন অত্ৰ এক।

১০০। অত্ৰাদিক্ থেকে কেউ আবার বললেন—অহো দেখ দেখ, এ এক রহস্ত, অভিমানের মর্দন-কারী ও সকল আপদের খণ্ডনকারী পদকমল-যুগলের মধুর নূপুরযুগল সঞ্চরণাভাবে মুকের মতো হয়ে আছে, যেমন না-কি হংসযুগল কমলের সম্মুখে জাগন্ত হয়েও নিদ্রিতের মতো হয়ে থাকে। আবার ঐ দেখ-না ঐ নূপুরযুগলে একান্ত চিৎ উপলকি হেতু কমনীয় বিত্ৰাস-বিশেষের আগমনে গিরিধারণ-কালীন বিত্ৰাসের বিপর্যয় হয়ে গেলো, এতে ওলটপালট হেতু কিঞ্চিৎ নড়াচড়ায় দেবসেবাস্তত পদকমলদ্বয়ে ঝণৎকার শব্দ করে নূপুর-যুগল আকস্মিক চলনের শঙ্কা ধারণ করে নিল।’

১০১। পুনরায় অত্ৰ কেউ বললেন—‘অহো দেখ দেখ, এক করকমলে বিলাসবংশী বিশ্বাধরে ধারণ করে মুতুমুত বাজাতে বাজাতে গিরিধারণ-ব্যাপারে তার যে পরিশ্রম হয় নি, তা জানাতে জানাতে প্রিয়বর্গের মন হর্ষাৎফুল্ল করে তুলছে।’

১০২। বটু অমনই বলে উঠলেন ‘ভো ভো এ অতি সাহস—নিজের ঐ মুরলিটি বাজিও না সখা। এর মধুর নাদে গিরিরাজ যদি স্থলিত হয়ে পড়ে যায় কিম্বা গলেই যদি বা যায়, তবে আজ তুমি কোন্ উপায়ে বন্ধুবর্গকে রক্ষা করবে বলতো। হে প্রিয় বয়স্য, তেমন কিছু উপায় আমার চোখে তো পড়ছে না।

১০৩। যদন্তা নিবংশিকায়্য বংশিকায়্যাস্তথৈব প্রভাবঃ প্রভাবঃ, যং খলু নিনদেন শৈলমপি বিদ্রাবয়তি, বিদ্রাবয়তি স্রোতঃস্রোতঃস্রোতঃ, স্রোতীবানর্থকারিনীযম্ ॥'

১০৪। সহচরা উচুঃ,—‘কুসুমাসব। গিরিরয়ং নো রক্ষন্ মহাসারো মহাসারেপাদ্রবতো দ্রবতো নিজ-বপুষঃ কিম্বাঘাতেন নাশয়িষ্যতি, নৈতৎ, মহাসারাঃ খলু পৃথুনানন্দথনা নন্দতোহপি দ্রুতং দ্রুতং চান্মানং স্তম্ভ-য়ন্তি, ভয়ং তিলমাত্রমপ্যত্র নাস্তি, জয়তাং মুরলীনাদো নাদোধূয়তাং চিত্তবৃত্তিঃ’ ইতি ॥

১০৫। পরতশ্চাপরে নিজগত্বঃ,—‘অহো মূঢ়তামূঢ়তাদৃশকোপশ্চ পশ্চত শতমথস্ত অশ্মিন্নপি সর্বভূহৃদি হৃদি নৈরায়তে ॥

১০৬। অয়ং গোত্রোন্মোতা ভবতি স হি গোত্রক্ষয়করঃ
স গৃহ্যাত্যোবাযং জগতি শতকোটিং বিতরতি ।
স একাশাপালো দিশতি সকলাশাফলময়ং
কথং ধত্তেহলজ্জো হরিরিতি স নাম্নঃ প্রতিকৃতিম্ ॥'

১০৩। বিদ্রাবয়তি বিদ্রুতং গলিতং করোতি, স্রোতঃস্রোতঃ নত্যাঃ স্রোতো বিদ্রাবয়তি, দ্রব এব দ্রবো গলিতঃ বিগতদ্রাবং কঠিনং করোতীত্যর্থঃ। অভএব স্তম্ভ অস্তীবানর্থকারিণী ॥

১০৪। মহাসারো মহায়তিঃ, মহতামাসারাণাং ধারাপাতানামূদ্রবতো নোহস্মান্ রক্ষন্। দ্রবতো দ্রবীভাব-দ্রোতাঃ। দ্রুতং শীঘ্রং দ্রুতং ক্রিয়ং ন চিত্তবৃত্তিরাদোধূয়তাং নাতিচপলীক্রিয়তাম্ ॥

১০৫। শতমথস্ত মূঢ়তাং পশ্চত, অশ্মিন্নপ্যাটুতাদৃশঃ কোপো যেন তস্ত ॥

১০৬। গোত্রঃ পর্বতঃ, গোত্রং কুলঞ্চ। স ইন্দ্রঃ শতকোটিং বজ্রং গৃহ্যাত্যেব, অয়ন্ত শতানাং কোটিং-বিতরতি দদাতি। একাশাপালঃ পূর্বদিকপালঃ সকলানামপ্যাশাফলমভীষ্টং দিশতি। স ইন্দ্রঃ; প্রতিকৃতিং প্রতিচ্ছায়াম্ ॥

১০৩। যেহেতু, এই নিবংশিকা বংশীকার সেইরূপই তেজপালয়িতা প্রভাব। যেহেতু, এ নিনাদের দ্বারা পর্বত গালিয়ে জল করে দেয়, নদী জমিয়ে কঠিন করে দেয়। অহো, বহু বহু অতীব অনর্থকারিণী এ।'

১০৪। সখাগণ বললেন—‘ওহে কুসুমাসব। মহাধৈর্যশালী এ-পর্বত আমাদের রক্ষা করছেন, প্রলয়ঙ্কর ধারাপাতরূপ উপদ্রব থেকে। পুনরায় তিনিই কি স্বকীয় বপূর দ্রবীভাব জনিত আঘাতে বিনাশ করবেন? না তা হয় না। মহাধৈর্যশালী জন বিপুল আমন্দে পুলকিত হয়ে গেলে গেলেও শীঘ্র নিজেই নিজেকে স্তম্ভিত করে নেন। তিলমাত্র ভয়ও এখানে নেই। মুরলীনাদ শুনতে থাক, চিত্তবৃত্তিকে অতিচপল করে তুলে না।’

১০৫। অপর দিক থেকে অপর একজন বললেন—‘অহো ইন্দ্রের মূঢ়তা দেখ—এমন যে সর্বভূহৃদ, তাঁর উপরও এতাদৃশ কোপ প্রকাশ করছে, অন্তরে বৈরীতা ধারণ করে আছে।

১০৬। কৃষ্ণ গিরিবরধারী, ইন্দ্র কুলক্ষয়কারী। কৃষ্ণ জগতে শতকোটি কল্যাণ বিতরণকারী, ইন্দ্র বজ্রধারী। কৃষ্ণ নিখিলজনের অভীষ্টদায়ক, ইন্দ্র পূর্বদিক-পালক। অলজ্জ ইন্দ্র কেন আর ‘হরি’নামের প্রতিচ্ছায়া ধারণ করে আছে? (ইন্দ্রের এক নাম হরি)।’

১০৭। অত্ৰতশ্চাত্তো জগদ্ধঃ,—‘অহো কিমেতৎ —

অমী প্রলয়মাক্রুতাঃ প্রলয়বারিদা অপ্যমী

ইদং প্রলয়তুর্দিনং প্রলয়বারিবারোহপায়ম্।

ভ্রমঃ কিময়মেব নঃ কিমিয়মিদ্ভজালক্রিয়া

কুতোহপি ন পরাভবঃ কচন কোহপি কস্তাপ্যভূত ॥’

১০৮। অত্ৰতশ্চ—নধুরগোষ্ঠীনিষ্ঠ্যাতঃ কশ্চন বসুধা-নবসুধাপ্রবাহ ইব পরস্পরপরমরমণীয়সৌহৃদ-
হৃদয়ালুতয়া কোমল-পরিমল-পরিহাস-হাসপেশলঃ সমজনি, সমজনি-কৌতুকঃ কৌতুক-কথারম্ভঃ ॥

১০৯। তথা হি— গোবর্ধনং স্তুমুখি যাবদয়ং বিভর্তি, রাধে ন তাবদিহ লোলয় লোচনান্তম্।

মান্তামমুখ্য পৃথুবেপথুভঙ্গভাজঃ, পানিস্থলস্থলিতশৈলকুতো বিপাকঃ ॥

১১০। ইতি মধুমধুরধ্বনিভূতনিভূতপরিহাসপেশলয়া শ্যামলয়া পরিহাসিতাসিতাপাদী কুপাদী কৃত-
ত্ৰপা তামাহ,—‘মা হরিণলোচনে নিজমদং মদন্তরে সঞ্চারয় স্বয়মুপদিষ্টতামাত্মা ॥’

১১১। অত্ৰাহ,—‘মহাসারোহয়ং যেন ধরাধরাধীশোহয়ং কন্দুকোকুতস্তস্ত সমুপচিত-বৈদম্ব্যবিপাক-

১০৭। বারিবারো জলসমূহঃ ॥

১০৮। সমা জনিরুৎপত্তির্ধ্বস্ত তথাভূতং কৌতুকং যত্র সঃ, কথারম্ভঃ কৌতুকঞ্চ যুগপদেবাত্মদিত্যর্থঃ ॥

১০৯। লোচনান্তমপাঙ্গং ন লোলয়, ন চপলীকুরু ॥

১১০। কুপরাদীকৃতাত্ৰপা যয়া সা, ত্রপাং প্রতি কুপাং কুত্বেব কাং স্বীকৃতবতীত্যর্থঃ। তেন তদানীং ত্রপায়া
দৌর্বল্যাকাপল্যমেব ধ্বনিতম্। ‘হরিণলোচনে’ ইতি তদৈব লোচনচাঞ্চল্যাং স্পষ্টীভবতীতি ভাবঃ ॥

১১১। মহাসারা মহাধৃতিমান্। সমাঙ্গুপচিতো বিরুদ্ধো বৈদম্ব্যস্ত বিপাকঃ পরিপাকো যস্তাঙ্গাদৃশ্যপি করা বা

১০৭। অত্ৰাদিক থেকে অত্ৰ একজন বললেন—‘অহো কি আশ্চর্য! এই যে সম্মুখে দেখছি—এই-না
প্রলয়পাবন, প্রলয়মেঘ, প্রলয়তুর্দিন, প্রলয়পয়োধি! তবে এ-কি আমাদের ভ্রম, কি এ ইদ্ভজালপ্রভাব—এই
প্রলয়ঙ্কর অবস্থাতেও কোনই পরাভব উপস্থিত হয়নি কোথাও কোন প্রকারে কারও।’

১০৮। অত্ৰাদিকে মধুর গোষ্ঠী থেকে বইতে লাগল বসুধার কোনও অনির্বচনীয় পরিমলে ভরা
কোমল মনোরম হাস-পরিহাসের প্রবাহ—শোভা জনয়িতা কৌতুক-কথারম্ভ।

১০৯। তথা হি—‘হে স্তুমুখি রাধে! যাবৎ এ গোবর্ধন ধরে আছে ততক্ষণ তুমি এখানে চোখ
নাচিও না, এতে এর হাতে বিপুল কম্পতরঙ্গ উঠে যাবে, আর অমনই হাত থেকে পর্বত খসে পড়ে বিপদ
ঘটাবে—এ বিপদ ডেকে এনো না।’

১১০। এইরূপে মধু মধুর ধ্বনিযুক্ত নিভূত পরিহাস-চতুরা শ্যামলাদ্বারা পরিহাসিতা অপাদী রাধা
কুপায় লজ্জা অঙ্গীকার করে তাঁকে বললেন—‘হে হরিণাঙ্গ শ্যামে! নিজের আনন্দ আমার অন্তরে সঞ্চারিত
করো না। নিজের মনকে আগে নিজে উপদেশ দানে সামাল কর।’

১১১। অত্ৰ একজন বললেন—‘পর্বতরাজকে যিনি কন্দুক বানিয়ে রেখেছেন আরে তিনি তো

যাপি কয়া পিধীয়তাং সারঃ ॥’

১১২। তামত্ৰাহ,—

‘সারোহস্ত শৈলধরণেহত নিরীক্ষাতে যো, মন্ত্রে তদৈব গরিমাণমমন্দমন্ত্ৰ ।

মুঞ্চে ঘনস্তনি তব স্তনকুস্তলক্ষ্মী,-সন্দর্শনেহপি যদি বীক্ষ্যত ইদৃগেব ॥’

১১৩। অপরাহ,—‘পরহতপরিহাসা হাংসাবলোকলোকরমণীয়ং রমণীযন্ত্রণাকারি নাগরিমগরিম-
গন্তীরমালোকয়ত যতমানা মধুরিমাণমন্ত্ৰ ॥

১১৪। বামেন পাণিকমলেন বিভর্তি শৈলং, বংশীং পরেণ মুহু বাদয়তে সলীলম্ ।

আলোকতে প্রতিজনং নয়নাঞ্চলেন, শৃণু স্তুজ্জ্ঞানগিরং চ শিরো ধুনীতে ॥’

১১৫। অথ রাধিকামত্ৰাতমাহ,—‘মাহমনাথা নিগদামি পশ্য পশ্য ॥

অন্ত সারো বৈধেয়ং পিধীয়তাং ছরীকিরতাং লুপাতামিতি যাবৎ ॥

১১২। তামত্ৰেতি । হস্ত হস্ত সা ত্বং সা ত্বমেব ভবসি, মধুধেন স্বগুণং বাচয়িত্বমেব ত্বমেবমুপক্রামসীত্যাহ—সরো-
হস্তেতি । তদৈবান্ত সারস্ত গরিমাণমমন্দং মন্ত্ৰেহং যদি তব স্তনকুস্তস্যাপি লক্ষ্মীঃ শোভায়া অপি সন্দর্শনেহপিদৃগেব সারো
বৈধেয়ং বীক্ষাতে, তেন কর্কণ্ডুনাতি-ব্যাঞ্জন কণ্টলিকান্তব্যক্তং স্তনপ্রান্তমস্মৈ দর্শয়িত্বা সন্দেহোহং নিরসাতামিতি নর্ম
চোত্তিতম্ ॥

১১৩। পরহতপরিহাসাঃ পরিহাসং পরিত্যজ্য যতমানা যত্নবত্যাঃ সত্যোহস্য মধুরিমাণমালোকয়ত । কীদৃশম্ ?
রমণীনাং যন্ত্রণাকারিণো নাগরিম্ণো নাগরত্বস্য গরিম্ণা গৌরবেণ গন্তীরম্ ॥

১১৪। শিরো ধুনীতে ইত্যামোদনর্থম্ ॥ (১১৫)

‘মহাসার’ অর্থাৎ মহাবৈধেয়শালীই হবেন । সমুচ্ছলিত বৈদক্ষী-পরিপাক কার এমন আছে যে এর ‘সার’
অর্থাৎ বৈধেয় লোপ করে দিতে পারে ?’

১১২। (অন্য একজন উত্তরে তাকে বললেন—‘হায় হায় সে তো তুমিই । আমার মুখে নিজগুণ
বলাবার জন্যই তুমি এ-কথার উটুকন করছ, তবে নিজগুণ শোন—

‘তখনই এর বৈধেয়গৌরবের অতি উচ্চতা মেনে নেব হে মুঞ্চে কঠিনস্তনি, যদি আজ গিরিধরণে এর
ষাট্শ বৈধেয় দেখা যাচ্ছে তাদৃশ বৈধেয় দেখা যায় তোমার স্তনকুস্ত-শোভা সন্দর্শনেও ।

১১৩। অপর একজন বললেন—‘পরিহাস পরিত্যাগ করে হাংসাবলোকনে লোকরমণীয়-রমণীযন্ত্রণা-
কারী-নাগরত্বের গৌরবে গন্তীর এর মাধুর্য যত্নবতী হয়ে দেখ হে সখি—

১১৪। বামপাণিকমলে কেমন গিরি ধারণ করে আছে, দক্ষিণপানিতে লীলায় মুহুমুহু বংশী
বাজাচ্ছে, নয়নাঞ্চলে প্রতি জনকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর স্তুজ্জ্ঞানের কথা শুনে শুনে মাথা ঝাঁকছে ।’

১১৫। অতঃপর কোনও এক প্রিয়সখী রাধাকে বললেন—‘আমি বাজে কথা বলছি না, ঐ দেখ-না
সখি—

১১৬। ইহ সকলজনাবলোকলীলা-ক্রমঘটিতে ভবাদানাবলোকে ।

ক্রতমুদিতমমী বপুর্বিহারং, গিরিধরণোপ্তিতমেব তর্কয়ন্তি ॥

১১৭। অথ কাচিদাবদীৎ,—‘অবাদৌ তে ব্যাহারো হারো যথা কণ্ঠে কর্তৃমহঃ ॥

১১৮। তথা হি— রাধালোকনজাতসম্মদভরাৎ প্রাশ্বেদকম্পাদিকং

শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণোহস্তা বপুষো দৃষ্ট্বা বিকারোৎকরম্ ।

শ্রাস্তোহয়ং গিরিধারণেভবদিত্তি স্নেহাদমা গোতুহঃ

পর্যস্তাশ্রয়িণো গৃহীতলগুডান্তং ধর্তুমায়েভিরে ॥

১১৯। ইত্যুক্তে সতি মন্দাক্ষমন্দাক্ষমাবুধ্যত্যা স্বমপ্যতি মুখ্যা বিধুমুখ্যা/ বিধুরিতমনসন্তে গিরিধরণো-
দ্রুতা নতেনৈব তেনৈব নয়নাঞ্চলেন যদি তথৈব সক্রুদ্ধদৃশিরে, তদা দরোদক্ষদঞ্চলেন মুখমাবৃত্য নিজসখীভিরপ্যা-
লক্ষিতং স্মিতং চকার । ইত্যেবমবসরে বটুরাহ তান্—

‘মা ভৈষ্ট ভো ব্রজভুবো লগুড়ৈর্ঘতধ্বং, কণ্ডুয়নে ন বপুষো ধরণীধরস্তা ।

শশ্রাম নাইমলবলঃ স বলালুজোহয়ং, সারাধিকা ন ন রুচোহপহন্তো প্রধাতে ॥’

১১৬। সকলজনকর্মকো যোহবলোকলীলাক্রমেণেব ঘটিতে ভবতাননাবলোকে সতি, অমী সকলজনাঃ ॥

১১৭। অবাদী নির্বিবাদঃ । পর্যস্তাশ্রয়িণ উপাস্তহায়িনঃ সন্তঃ ॥ (১১৮)

১১৯। মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দাক্ষঃ যথা সান্ত্বা আবুধ্যত্যা বিধুমুখ্যা রাধয়া তে গিরিধরণোদ্রুতা অতিমুখ্যাস্তেনৈব
নয়নাঞ্চলেন নতেনৈব লজ্জয়া নয়েনৈব যদি সক্রুদ্ধদৃশিরে দৃষ্টান্তদা লগুড়ৈর্ঘরণীধরস্য গোবর্ধনস্য বপুষঃ কণ্ডুয়নে নিমিত্তে

১১৬। এই সকলজন-অবলোকন-লীলা ক্রমানুসারে চলতে চলতে যেই নয়ন-তার তোমার মুখে
পড়ছে, অমনই কেমন অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অঙ্গবিকারের উদয় হচ্ছে, যা দেখে সকল দর্শকজন বিচার করছে—
এ গিরিধারণোপ্তি বিকার ।’

১১৭। অতঃপর অপর কোনও এক সখী বললেন ‘হ্যাঁ, তোমার কথার সত্যতায় কোনও বিরোধ
উঠতে পারে না । এ হার করে কণ্ঠে পড়ে রাখবার যোগ্য ।

১১৮। তথা হি—রাধাদর্শনজাত হর্ষপ্রাচুর্ঘ্যভারে এ গোবর্ধনধারির দেহে বিপুল স্বর্ম-কম্পাদি বিকার-
রাশি দেখে—অহো এ গিরিধারণে শ্রাস্ত হয়ে পড়েছে, একরূপ মনে করে ঐ যে গোপগণ স্নেহে লগুড় হাতে
কৃষ্ণের নিকট দাঁড়িয়ে গিরিকে লগুড় দিয়ে ঠেকান দিতে আরম্ভ করলেন ।’

১১৯। এইরূপ বলা হলে লজ্জায় নয়নকোনকুণ্ডলরূপ আবরণে আবৃত বিধুমুখি রাধা ঐ গিরি-
ধারণোদ্রুত অতি মুখ্য মুখ্য গোপগণকে সেই লজ্জা নম্রভাবে দেখা মাত্র বস্ত্রাঞ্চল একটু উঠিয়ে মুখ আবৃত করে
নিজ সখীরও অলক্ষিত ভাবে একটু মুচকি হাসির সূচাবৃষ্টি করলেন । এই অবসরে বটু ঐ গোপদের দিকে
তাকিয়ে বললেন—

‘হে ব্রজবাসিগণ ভয় করবেন না, লগুড়ের দ্বারা গিরিরাজের গা চুলকাবার জন্য যত্ন করবেন না—
লগুড়ে চুলকোনই মাত্র হতে পারে, ধারণ নয় । এই প্রসিদ্ধ অমল বলশালী রামালুজ শ্রাস্ত হয় নি । (সকল-

১২০। তদা তদাকৰ্ণ্য গন্তীৰ-স্বয়মানঃ স্বয়মানঃ কুবলয়বলয়সুকুমাৰঃ কুমাৰঃ জীৱজপুৰপুৰন্দরশ্চ
দরশ্চন্দমান-মানস-রসমানন-চন্দ্র-মধুরিমাভিষিক্তদশনোশ্চ-সহস্র-সহকার-চাক্ষুণাধরপরিষ্পন্দেন মন্দেন মধুরেণ
বাজহার হারহাসবিকসদৃক্ষাস্তমেব বটুম্—‘বটো স্বভাবো হি ভাবোহিততরোহয়মমীষাং ময়ি, কিমূপহন্ততে,
সারাদিকাপি কাপি মম মূর্তিস্তথাহেনামীভিন্ জায়তে, ময়ি নিরন্তরায়-নিরন্তরায়মানবালভাবেন তেনেদমতি-
শোভনমেব বহুলমতঃ পরং কৌতুকং কিম্’ ইতি ॥

ন যতধ্বম, ন হি যুগ্মলগুড়বলৈরস্য ধারণং সম্ভবতি, কিন্তু কণ্ঠস্বনমেবেতুপহাসঃ। নহু তর্হিকস্তাবতুপায়ঃ? তত্রাহ—স
প্রসিক্তো রামাহুজোহয়ং ন শশ্রাম, ন শ্রান্তোহভূৎ। যতোহমলবলস্তত্ত্ব লিঙ্গং সারেণ বলেনাধিকা রুচয়ঃ কান্তয়োহপহতো
অপঘাতে সতি ন ন প্রগাতে, ন ন গচ্ছন্তি, অপি তু গচ্ছন্ত্যেবোত্থার্থঃ। অশ্রু তু তাঃ কান্তয়ো বর্তন্ত এবৈতি সর্বান জ্ঞাপয়ি-
তুমিষ্টোহর্থঃ। সা প্রসিক্তা রাধিকা আনন্দরূচা স্বমুখকান্ত্যোপহতো কম্পাদিভিক্রপঘাতে নিমিত্তে প্রগাতে প্রযাতীত্যয়মর্থস্ত
কৃষ্ণম্ ॥

১২০। গন্তীৰশ্চ স্বয়শ্চ বিস্ময়শ্চ মান আশ্রয়ঃ; “মানশ্চিন্তোন্নতো গৃহ” ইতি বিখ্যঃ। দর দ্বৈতং স্পন্দমানঃ ক্ষরন্
বহির্নিঃসরন্ মানসো রসো যত্র তদ্যথা স্নাতথা বাজহার, অরুণাধরশ্চ পরিষ্পন্দেন সঞ্চলনেন। কথন্তুতেন? আননচন্দ্রশ্চ
মধুরিমণাভিভিত্তানং দশনানামুস্রসহস্রস্য কিরণসহস্রস্য সহকারেণ মেলনেন চাক্ষুণ্য মনোহরেণ, তারেন হাসেন চ হার-
বক্সাসেন বা বিকসং প্রকাশমানং বক্ষো যস্য সং। অনেন কিঞ্চিলজ্ঞানব্রহ্ম ধ্বনিতম্। সারেণাধিকা প্যতিবলিষ্ঠাপি কাপা-
নির্বচনীয়া মম মূর্তিঃ শরীরমিতি সর্বান জ্ঞাপয়িতুমিষ্টোহর্থঃ। সা প্রসিক্তা রাধিকা কাপানির্বাচা মম মূর্তিরপি পরমপ্রেয়সী-
আমুচ্ছরীরাভিরাপীত্যোষোহর্থস্ত বটুং ‘রাধিকা-বর্গঞ্চ। নিরন্তরায়ো নির্বিঘ্নচাসৌ নিরন্তরমবিরতমেবায়মানঃ প্রসরণশ্চ
জনের জ্ঞাপনার্থে—‘সার+অধিকা+ন ন এইভাবে অর্থ হবে শেষাংশের) যেহেতু ইনি অমল বলশালী
তাই এর অঙ্গকাস্তি অতি উজ্জ্বল, যা একমাত্র আকস্মিক শারীরিক দুর্ঘটনাতেই স্তান হতে পারে। (কৃষ্ণকে
জ্ঞাপনার্থে—‘সা+রাধিকা+আনন’ এইভাবে অর্থ হবে) সেই প্রসিক্তা রাধিকাকে হে সখা, নিজ মুখ-কাস্তিতে
তোমার অঙ্গে কম্পাদিদ্বারা পীড়া জন্মাতে প্রযত্নশীলা দেখা যাচ্ছে।’

১২০। তখন এ কথা শুনে অগাধ বিস্ময়ের আশ্রয়স্বরূপ, হাসি হাসি মুখে, নীল কমলমণ্ডল সম
সুকুমাৰ এবং হার ও হাসিতে উদ্ভাসিত বক্ষদেশা জীৱজরাজপুৰপুৰন্দরকুমাৰ আনন চন্দ্রের মধুরিমায় অভিষিক্ত
দশনের কিরণসহস্রের মিলনের দ্বারা চাক্ষুণ্য প্রাপ্ত অরুণাধর নাড়িয়ে নাড়িয়ে অন্তরের ভাব প্রকাশ করতে
করতে মন্দ মধুরভাবে বললেন—

‘এই গোপেদের আমাতে যে ভাব তা অত্যন্ত মঙ্গলকারী এবং তাদের নিজেদের কামনা পালনকারী,
তুমি উপহাস করছ কেন। আমার শরীর (‘সারাদিকাপি’ সকল জনের জ্ঞাপনার্থে সার+অধিকাপি) অতি
বলিষ্ঠ ও অনির্বচনীয় হলেও এরা তা জানে না। (বটু ও রাধিকাবর্গের জ্ঞাপনার্থে—সা+রাধিকাপি) সেই
প্রসিক্ত রাধিকা আমার কোনও অনির্বচনীয় মূর্তি হলেও অর্থাৎ পরমপ্রেয়সী বলে আমার শরীর থেকে অভিন্ন
হলেও এরা কিন্তু তা জানে না। স্বচ্ছন্দ নিয়ত প্রসরণশীল বাৎসল্যভাবে সিক্ত গোপেদের লগুড়-ঠেকানো-
রূপ এই কার্য অতি শোভনই বটে। এর থেকে বেশী কৌতুক আর কি হতে পারে?’

১২১। অতঃ পরং তানৈবাহ,—‘ভো ভো মদেকবৎসলাঃ । অলমলম্বো লম্বোদরজনকবন্মাচ্চানাং
সামাচ্চানাং সাধারণেন, তদুপরমত পরমতমাং পরিশ্রমাং, অয়মহমশ্রাস্তমশ্রাস্ত এব ॥’

১২২। অথ কুতোহপি পুনঃ পুরত এব তনয়বৎসলা বৎসলালসা যথা মাতা মাতা সা ব্রজেশ্বরী
নিজগাদ,—‘বৎস !

অভূৎ কালো ভূয়ান্ নিরশনতয়া খিগ্ধসে তাত কামং

বপুঃ ফামং জাতং পতিতমুদরং বিল্লখশ্চেলবন্ধঃ ।

অপি স্বেচ্ছাচারী সবিধস্থলভে শাঙ্কলে নান্তি শস্যং

গবাং স্তোমঃ পশুগ্ননশিতবতঃ শুবাদাসাং তবৈতৎ ॥

১২৩। তদিদমাবেদয়ামি দয়ামিগ্নমনা মনাগধুনা মুঞ্চ বেণুবিজ্ঞাবিনোদম্, বিনোদক্ণেনেণ পাণের্ময়ৈ-
বাপবর্জ্যমানমাননকমলে কিয়দশান, দশা নহু যদা যাদৃগুৎপত্ততে, তদুচিতমাচারমাচারবিদো বদন্তি । তেন স্ত্যান-
মস্ত্যানমহুস্ত্যভাবমপূমপূমপহতি সরসরসং দধি দধিরস্মি । সমুচিতসৌত্রাত্রো ত্রাত্রোক্তমকুতুহলিনা হলিনা সহ
যো বালভাবো বাৎসলাং তেন ॥

১২১। লম্বোদরজনকো মহেশস্তদ্বন্মাচ্চানাং বো যুষ্কাং সামাচ্চানামিতর-জনানাং সাধারণেন সাধর্মোণালং তত-
স্মাদয়মহমিত্যাচ্চানাং তর্জ্ঞা দর্শয়তি । অশ্রাস্তং নিরস্তরমেবাস্রাস্তঃ শ্রমরহিতঃ ॥

১২২। মাতা গোঃ ; ‘মাতা গোষ্ঠাদিজননী গোত্রাক্ষণাদিযোষিতি’ ইতি মেদিনী । অনশিতবতোহভুক্তবতস্তব,
আস্যং মুঞ্চ শুশ্রূষ পশুন্ সন্ গবাং স্তোমোহপি শস্যং নান্তি, ন বাদতি ॥

১২৩। দয়ামিগ্নমনাঃ কৃপাক্লিন্নচিত্তা পাণের্বিনোদক্ণেনেণ হস্তস্যোদগমনং বিনৈব অশান মুঙক্ষ্ণ, ময়ৈবাপবর্জ্যমানং
দীয়মানম্ । দানপথ্যায়ে “অপবর্জনমংহতিঃ” ইত্যমরঃ । স্ত্যানং স্নিগ্ধমপূমপহতি ; “স্ত্যানং স্নিগ্ধে প্রতীঘাতে,” ইতি বিষ্ণুঃ ।
আনমরীষদৃষ্টমান উষভাবো যত্র তৎ । পূঃ পাবিত্র্যং ন বিদ্বতে তস্যা উপহতির্যত্র তৎ । দধি কীদৃশম্ ? সরেণ সরসং

১২১। অতঃপর ঐ গোপগণকে বললেন—‘ভো ভো মদেকবৎসল গোপগণ । কি প্রয়োজন গণেশ-
জনক মহাদেবের মতো মাননীয় আপনাদের ইতরজনের মতো একইরূপ আচরণের, কাজেই বিরমিত হোন এই
অতিশয় পরিশ্রম থেকে । এই যে আমাকে দেখছেন, এই আমি নিরস্তরই শ্রমরহিত ।’

১২২। অতঃপর কোনও স্থান থেকে পুনরায় সম্মুখে আগত বৎস-লালসাবতী গোমাতার মতো
তনয়বৎসলা সেই মা যশোদা বললেন—‘বৎস ! অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, আরে বাছা ! না খেয়ে-যে একবারে
কাতর হয়ে গিয়েছ, শরীর শুকিয়ে গিয়েছে, পেট পড়ে গিয়েছে, কোমরের বস্ত্রবন্ধন চিলে হয়ে গিয়েছে । অভুক্ত
তোমার শুকনো মুখ দেখে ধেমুগণ স্বেচ্ছাচারী হয়েও শস্যে মুখ দিচ্ছে না—নিকটেই সবুজ শস্যভরা মাঠ স্থলভ
হলেও, আর তাতে রাশি রাশি শস্য থাকলেও ।

১২৩। তাই আমি আবেদন করছি—দয়াসিক্ত চিত্ত হয়ে এখন একটু বেণুবিজ্ঞাবিনোদ রাখ । হাত
না উঠিয়েই আমার দ্বারা মুখে তুলে দেওয়া কিছু খেয়ে নেও । (এ অবস্থায় কি করে খাবো এর উত্তরেই
যেন বলা হচ্ছে—)যখন যেক্রপ অবস্থায় লোকে পড়ে, সেক্রপ আচরণ করার কথাই আচারবিদগণ বলে থাকেন ।

সহচরৈশ্চ সমং সমঞ্জসতয়া ভোক্তুমহঁসি ।’

১২৪ । বটুরাহ, —‘বয়স্তু সমুচিতমেবাহ মাতা, মা তাবদম্মথা কর্তব্যমিদম্, ময়াপি বুভুক্ষয়াহক্ষয়া-
পরিতোষণে ভূয়তে ॥’

১২৫ । স রসবানাহ, —‘নাহমম্ম মুহূর্তমপি গতং মম্মে, তমম্মে তর্কয়ন্তি কথং বহুকালম্, কা লজ্জয়িতুং
যুজ্যতে গৌণ্ডক্ৰণাম্, কিয়তায়তা ক্ষণেন ক্ষণেন তৎ করণীয়ম্ ॥’

১২৬ । ইতি স্থিতে শতমনুরথ মনুরথমিষাকটোহপি লোকরাবণৈরাবৈধমানগতিজবঃ পবিপবিত্রকরো
ঘনাঘনানুপঘূপঘূপোঢ়গাঢ়রাগতয়াহগতয়া কিমিয়তায়তায়তেন কালেন তত্র বৃত্তমিতি দিদৃক্ষয়া ক্ষয়ায় ব্রজভুবাং
কৃতারন্তোহরন্তোগীব কুপিতঃ সমেত্য সমালোকয়ামাস ॥

স্বাহবৎ । দধিরস্মি দারয়ন্তাস্মি ; ‘ধাঞ ক্ৰম্ভজননিমিত্তাঃ’ ইতি কিঃ । সমুচিতং সৌভ্রাত্ৰং যস্য সঃ, অতএব ভ্রাত্ৰা হলিনা
সহেতি তৎপ্রবর্তনার্থমনুরোধো দর্শিতঃ ॥

১২৪ । অক্ষরোহপরিতোষণে যস্য তেন ॥

১২৫ । ‘রসবান্’ ইতি তৎখেদোপশাস্তার্থং স্বসারস্যা ব্যঞ্জনা । কা গীলজ্বরিতুঃ যুজ্যতে ইতি ভ্রাতৃত্বাৎ বুভুক্ষা তু
ন মে সম্ভবতীত্যর্থঃ । ততস্তাৎ কিয়তা ক্ষণেন অয়তা গচ্ছতা সতা, ভোজনম্ ॥

১২৬ । মন্য কোপএব রথন্তমাক্রুতস্থাপি লোকান্ রাবয়তি ক্রন্দয়তীতি তাদৃশেনৈরাবণেন ঐরাবতেন হেতুর্নৈ-
ধমানো গতিবৈগো যস্য সঃ পবিনা বজ্রেন সৌম্যঃ করো যস্য সঃ, পবিত্র ইতি হিংস্রব্রহ্মোত্তনার বিকলক্ষণয়া ঘনাঘনান্
বৃষ্টিশীলমেঘান্ উপঘূপরি উপোঢ়া ধ্বতা যা গাঢ়রাগতা নিবিড়প্রণয়িতা তয়াহগতয়া নিশ্চলয়া মেঘগণোপরি নিবন্ধনিশ্চল-
প্রেমতরোত্যাঃ ; ‘বস্কালা ঘনাঘনাঃ’ ইত্যমরঃ । “উভসর্বতমোঃ কার্ঘ্য ষিগুপর্ধাদিষ্ ঐষ্” ইত্যাদিনা বিতীয়া ; ব্রজভুবাং
ক্ষয়ায় কৃতারন্তঃ, ইয়তৈতাবতা আয়তেন দীর্ঘেন কালেনায়তা যচ্ছতা সতা তত্র গোষ্ঠে কিঃ বৃত্তমিতি দিদৃক্ষয়া সমেত অরং
শীঘ্রং ভোগীব সপ্ ইব ॥

স্নিগ্ধ ঈষৎ উষ্ণ নিয়ত পবিত্র পূষাপিঠে ও সরপড়া সরসদাধ এনোছ । তোমার সমুচিত সুভ্রাতৃ গুণ আছে ।
অতএব সহচরগণ সহ বিরাজমান উত্তম ভাই কুতুহলী হলীর সঙ্গে মিলেমিশে তোমার ভোজন করাই উচিত ।’

১২৪ । বটু বললেন —‘বয়স্তু । মা ঠিকই বলেছেন । কিছুতেই অম্মথা করা উচিত হবে না, আমিও
ক্ষুধার জ্বালায় অক্ষয় অসন্তোষে আছি ।’

১২৫ । রসিক কৃষ্ণ বললেন —‘মা, আমি তো এক মুহূর্তও গেছে বলে মনে করি না । এইটুকু
সময়কে অম্মে কি করে বহুকাল বলে বিচার করছে ? গুরুবাক্য কে লঙ্ঘন করতে পারে ? এই ক্ষণকাল পরে
আনন্দের সহিত তোমার হাতে খেয়ে নেওয়াই সমুচিত হবে ।

১২৬ । ব্যাপার যখন এরূপ চলছে তখন বেগোচ্ছল বজ্রে সুদৃশ্য-কর ইন্দ্র বর্ষগরত মেঘদের উপর
দৃঢ়নিবন্ধ অচল প্রেম হেতু গম্ভীর রবে লোক-কাঁদানো ঐরাবতে চড়ে, যদিও রোষরথে চড়েই ছিলেন তখন,
সর্পের মতো ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ব্রজে এসে শীঘ্র উপস্থিত হলেন । এই মনে করে, দেখে
আসি সেখানকার খবর কি ? বহুকাল তো হয়ে গেল, ব্রজনাশের কাজ আরম্ভ হয়েছিল । এসে দেখলেন—

১২৭।

ভিত্তা গাঢ়পটীয়সীং ঘনঘটামৃদং গঠৈঃ সানুভি-

বর্ষাভাবসুখস্থিতদ্বিজমৃগব্রাতস্য ভূমিভূতঃ ।

তস্ত্রামেখলমাস্তিতৈর্জলধরৈঃ কল্লাস্তবাস্ত্রাস্ত্রুভি-

ধৌতপ্রান্তভুবো ব্যাধায়ী সুষমা মূক্তাতপত্রাকৃতিঃ ॥

১২৮। তথা নিরীক্ষ্যাপীশ্বরম্মত্রে মন্যোরন্তং জিগমিমূর্মহাপ্রলয়তুর্দিনাকৃতিকৃতিনি জলমুচাং কুলে

নির্ধাতধ্বানমুচি নমুচিসুদনোহমুতাপরুধা পরুধায়িত-সুদয়ো দয়োপরোধরহিতোহহিতোত্তমায় পুনরপি সমুত্তে-
জনাং জনয়ামাস, তত্পরোধোং পুনশ্চেহপি সমুয় ভূয়সা সামর্থোঁন বরষুঃ ॥

১২৯। অথ পুরন্দরদরতন্তুতুপদিষ্টা দিষ্টাস্তকারিণো মহাপ্রলয়সমীরণা রণার্থমিব সন্নদ্ধা গিরিবরোদ্ধু-

তয়ে কৃতাভিযোগা ভিয়ো গাঢ়তরাং পদবীং বিরচয়ন্তি স্ম ॥

১৩০। তথা সতি—

বাহ্বে কষ্টাতিবৃষ্টিঃ খরতরমরুতঃ সম্প্রপাতঃ শিলানাং

জ্যোতিঃপাতোহমুদানামপি যদজনয়ন্ ক্লেশমুবীধরশ্য ।

১২৭। গাঢ়া নিবিড়া চ সা পটীয়স্ততিদক্ষা চেতি তাং ঘনঘটাং ভিত্তোদ্বাং গঠৈঃ সানুভিহেতুভিস্তস্ত পর্বতস্ত্রা-

মেখলং মেখলামভিযাপ্যাস্তিতৈঃ; তথা চ হরিবংশে—(বিষ্ণু পং ১৮৩১) “স ধৃতঃ সঙ্গতো মৈষ্যগিরিঃ সর্বোঁন পানিমা ।
গৃহভাবং গতন্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা ॥” ইতি । কল্লাস্তে প্রলয়ে ইব বাস্তান্ত্রুনি বৈস্তাদৃশৈরপি তৈর্ধৌতা ফালিতা প্রান্ত-
ভূর্যস্ত তস্ত্র গোবর্ধনস্ত্র সুষমাহতিশোভা এব ব্যাধায়ী । মূক্তাময়স্ত্রাতপত্রসোবাকৃতিবস্যাম্ সা ॥১২৮। নমুচিসুদন ইন্দ্রঃ, অতিতাপেন ষা কৃৎ তয়া দয়া গোমু, উপরোধো ভগবতি তাভ্যাং রহিতঃ; অহিত-
মপকারিস্তত্ত্বমায় ॥

১২৯। দিষ্টাস্তো নাশঃ; “দিষ্টাস্তঃ প্রলয়োহত্যঃ” ইত্যমরঃ গিরিবরোদ্ধুতয়ে গোবর্ধনমুচ্চালয়িতুং ভিয়ো ভগবৎ-

১২৭। যার শৃঙ্গ নিবিড় অতিদক্ষ মেঘাভ্রম্বর ভেদ করে উর্ধ্বে উঠে থাকার দরুণ তাঁতে পক্ষী মৃগাদি

প্রাণীসকল বর্ষাভাবে সুখে বিচরণ করছে সেই গিরির নিতম্বদেশ একেবারে ছেয়ে অবস্থিত শুভ্র মেঘমালা
প্রলয়কালের মতো জলরাশিতে ধৌত তটভূমি সমন্বিত গিরিরাজকে অতি সুষমায় ভরিয়ে তুলছে—তাকে
দেখাচ্ছে মুক্তার ঝালর দেওয়া ছাতার মতো ।

১২৮। এইরূপ দর্শন করেও নিজেকে ঈশ্বর-মাননাকারী ইন্দ্র ক্রোধের পার দেখবার ইচ্ছায় অতি-

তাপ জনিত ক্রোধে নিষ্ঠুর হৃদয় হয়ে গোগণে দয়া ও জীভগবানে মানরক্ষা ছেরে দিয়ে পুনরায় ব্রজের অনিষ্ট
সাধনের আয়োজন করবার জন্য প্রলয়-তুর্দিন সৃজনে নিপুন ॥ বজ্রপাতে ভীষণ শব্দকারী মেঘমালার ভিতর চরম
উল্লেখনা জন্মালেন ।

১২৯। অনন্তর পুরন্দরের ডরে তাঁর নির্দেশ মতো সর্বধ্বংশী মহাপ্রলয় বাড় যেন যুদ্ধ করবার জন্য

সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে গিরিরাজকে উড়িয়ে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ করলো ।

১৩০। এইরূপ হলে বাইরে কষ্টপ্রদ অতিবৃষ্টি-খরতরবায়ু-প্রবল শিলাপ্রপাত-মেঘের বজ্রাঘাত

লীলাপীযুষবর্ষৈর্মুখকমলমধুদগারিভিঃ শ্বাসবাতৈ-

হাসজ্যোৎস্নাপ্রপাতৈস্তনুমণিকিরণৈস্তং হরিঃ সংজহার ॥

১৩১। কিঞ্চ,

বহির্মেষা বিভাদ্রততিততয়ঃ শক্ৰচাপোহতিবৃষ্টি-

মুকুন্দোহস্তর্মেষঃ কুবলয়দৃশো নিম্প্রকম্পাশ্চ শম্পাঃ।

ধনুশ্চৈল্লং বর্হাভরণমতুলা কাপি লাবণ্যবৃষ্টিঃ

স বাহ্যাস্তস্তলোহধিকমিদমসৌ কৌস্তভোহস্তবিবস্বান ॥

১৩২। অথ ভূয়োহপি ভূয়োহপিধীয়মাননিজশ্রমাশঙ্কং মধুমধুরং ধুরকরো মাধুর্যধূর্যাসদসঃ সরসতরং
তরঙ্গিত-নয়নাঞ্চলো মুরলীকলং কলঙ্করহিতসিতময়ুখমুখো বাদয়ামাস ॥

১৩৩। তদাকর্ণঃ কেচিদাছঃ ‘অহো পশ্যত পশ্যত—

শ্রুৎত্বামশ্রবণকুবলয়ং তস্মতো বেণুনাদং

লীলোদকজ্জয়তি গিরিভূতো দক্ষিণং ভ্রলতাগ্রম্।

মদন্ত্যাপি প্রভবতি ভগবান্ কিং পুনর্বামদোষণ

ধর্তুং ক্ষৌণীধরমিতি কথয়ন্তং প্রকারং চ বিভ্রং ॥’

কোপোথস্ত স্বভয়স্ত গাঢ়তরাং পদবীম্ ॥

১৩০। যদ্যথা বাহ্যেহতিবৃষ্ট্যাচ্চাঃ ক্লেশমজনয়ন্নকুবল্, তথৈব লীলাপীযুষবর্ষাদিভিঃ স্তবৈস্তবৈব যথাক্রমেব তত্ত্বং
তং ক্লেশং সংজহার ॥

১৩১। অধিকমিদমিতি বিবস্বতো বহির্বত মানসেহপি মেঘাস্তরানুপলক্কে ॥

১৩২। ভূয়োহপি পুনরপি ভূয়ো বহুতরং যথা স্মৃত্য, অপিধীয়মানা আশ্রয়মাণা নিজশ্রমাশঙ্কা যেন তদ্যথা
স্যাভ্যর্থ্য! মাধুর্যধূর্যসদসো মাধুর্যধারিণ্যাঃ সভায়া ধুরকরো মুখ্যঃ ॥

১৩৩। কেচিৎ পৌর। লীলোদকজ্জদগচ্ছদ্রলতাগ্রং কন্তু, ইতি কথয়ন্তং সৎ জয়তি। কিং ভং? মদন্ত্যাপি মম
গিরির যা যা ক্লেশ জন্মাল তা তা যথাক্রমে শ্রীহরি হরণ করে নিলেন—লীলামৃত বর্ষণ-মুখকমলমধু উদগীরণ-
কারী শ্বাসবায়ু-হাস্যজ্যোৎস্নাপ্রপাত-তনুমণিকিরণের দ্বারা।

১৩১। আরও, বাইরে মেঘ-বিভ্রাৎলতা পরম্পরা-ইন্দ্রধনু-অতিবৃষ্টি; আর ভিতরে মুকুন্দই মেঘ-
কমলনয়নী গোপীগণ স্থির বিজলী-ময়ূরপুচ্ছ মুকুটই ইন্দ্রধনু-অতুল কোনও অনির্বচনীয় লাবণ্যধারাই অতিবৃষ্টি।
এ-গিরির বাহ্যাস্তর তুলা হলেও এঁর ভিতরে অধিক হল কৌস্তভ সূর্য, যা বাইরে নেই।

১৩২। অতঃপর মাধুর্যশালী সভার মুখ্য-কলঙ্করহিত চন্দ্রমুখো-তরঙ্গিত নয়নাঞ্চল কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের
মনে তাঁর সন্মুখে যে শ্রমশঙ্কা, তা বহুতর হলেও সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দেওয়ার জন্য অতি রসের সহিত মুরলীতে
কলঙ্কনি করতে লাগলেন পুনরায়।

১৩৩। ঐ ধ্বনি শুনে কোনও ব্রজবাসী বললেন—‘অহো দেখ দেখ—বাম কর্ণের উৎপল নীচের
দিকে ঝুলে পড়েছে, বেণুনাদ দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে, লীলায় দক্ষিণ ভ্রলতাগ্র উর্ধ্বগত হয়ে আছে—যেন

১৩৪। এবং তত্র । গিরিগর্তোদরেহদরে দামোদরাদরাগ্নুগ্রহতো হতোপদ্রবা দ্রবাতিরেক্ষণ রসময়ং
সময়ং জানন্তুঃ কেহপি কিমপি নাপরং পরং তদেকমনসো মনসো বিষয়ীচক্ৰুঃ ॥

১৩৫। তেহু চ— একে বিশ্বয়িনঃ পরে রতিভূতঃ কেচিৎ প্রহাসপ্রিয়াঃ
প্রোৎসাহাশ্রয়িণঃ পরে সখিতয়া প্রীত্যেকনিষ্ঠাঃ পরে ।
সৰ্বে কৌতুকিনঃ স্নয়েন রভসেনাপি প্রসীদন্ধিয়ো
বাৎসল্যাদনবস্থিতা তু জননী ন স্বাস্থ্যামালম্বতে ॥

১৩৬। এবং সতি সা সাদরমেলালবঙ্গখণ্ডাখণ্ডামোদ-বনঘনসারসারসুতরসুতমং বিদলিতমুদ্বগমুদ্বগহারি
হারিতরতাস্মূলিকাদলপুটঘটিতবীটীপরিপাকললিতং করকমলে নিধায় নিজগাদ,—‘ংস ! মুরলীবাদনং পরিহর,
ক্রবোৰ্ভঙ্গ্যপি ক্ষৌণীধরং ধৰ্ত্তুং প্রভবতি, কিং পুনরৌক্ষেতি । ভগবান্ পরাক্রমী কীর্তিমান্ বা ; “ভগং শ্রীকামমাহাঅ্যা-
বীৰ্য-যজ্ঞার্ক কীর্তিষু” ইত্যমরঃ ॥

১৩৪। দ্রবাতিরেক্ষণ সারস্যাধিকোন । অপরং শ্রীকৃষ্ণাদগ্নম্, পরমুৎকৃষ্টম্ ॥

১৩৫। অথ তত্র বিবিধবাসনানাং সর্বোন্মাদকং স্থিতানাং নিখিলরসপোষকস্বরূপে তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে স্বস্বভাবোদ-
য়মাহ—বিশ্বয়িনো বিপ্রাপোরাগাঃ । রতিভূতঃ শ্রীরাধায়া গোপীজনঃ । প্রহাসপ্রিয়া বিহঙ্গকাঃ সখিভেদাঃ, প্রোৎসাহা-
শ্রয়িণঃ প্রিয়সখাঃ স্তবলাদয়ঃ, প্রীত্যেকনিষ্ঠা দাসা রক্তক-পত্রকাভাঃ । জননী ন স্বাস্থ্যমিতি তত্রাপি বাৎসল্যস্যোদ্রেক
ইতি শাস্তাভাঃ পঞ্চ মুখ্যরসা দর্শিতাঃ ॥

১৩৬। বিদলিতং কৰ্ত্তিতমুদ্বগং গুবাককলম্ ; “গুবাকঃ খপুৰোংস্যা তু কলমুদ্বগম্” ইত্যমরঃ । কথন্তু তম্ ?

বলছে, ‘ঈষৎ ক্রভঙ্গী আমার গিরিধারণে সমর্থ এই বামবাহুর কথা আর কি বলবার আছে’—এইভাবে দীপ্ত
পরাক্রমী গিরিধারী সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাচ্ছেন ।

১৩৪। এইরূপে সেখানে গিরির নির্ভয় গর্তের ভিতরে দামোদরের মহান্, অল্পগ্রহে উপদ্রবহীন
বজ্রবাসিগণ উৎকর্ষের প্রাবল্যে ঐ সময়ে রসময় বলে অনুভব করতে করতে কৃষ্ণকমনা হয়ে কৃষ্ণভিন্ন অন্য
কোনও ব্যক্তি কোনও বস্তু মনের বিষয় করছিলেন না ।

১৩৫। (অতঃপর সেখানে বিবিধ বাসনাবৃত্ত একত্রস্থিত বজ্রবাসিদের নিখিল রসপোষক সেই
কৃষ্ণে নিজ নিজ ভাবের উদয় বলা হচ্ছে—) আরও, এদের মধ্যে শাস্তভক্ত বিপ্রাদি বজ্রবাসিজন বিস্মিত হচ্ছি-
লেন, মধুর রসের শ্রীরাধাদি গোপীগণ গুঢ় প্রীতি প্রকাশ করছিলেন, সখ্যারসের বিদূষক মধুমঙ্গলাদি কেহ
হাস্তরসের সৃজন করছিলেন, প্রিয়সখা স্তবলাদি অপর কেহ অতিশয় উৎসাহ দান করছিলেন, দাস্তরসের
প্রীত্যেকনিষ্ঠ রক্তকপত্রকাদি কেহ সেবা করছিলেন—এইরূপে সকল কৌতুকীগণ ঈষৎকাস্য ও হর্ষবেগে প্রসন্নমতি
হলেন; কিন্তু বাৎসল্যবশীভূতা জননী কোন সুখ পাচ্ছিলেন না ।

১৩৬। এইরূপ হলে মা ধশোদা এলাচ-লবঙ্গখণ্ড-অখণ্ডগন্ধযুক্ত জমাট কপূঁরাদির সরসতায় আশ্রয়,
কাটা সুপারি-জায়ফল-চূর্ণক্ষয়েরদ্বারা সাজান, পরিপাকে ললিত এবং উদ্বগহারী অতিসবুজ পানের খিলি সাদরে

নাদেনাস্তা দামোদর মোদরপূরণং ভবতি । ভব তিরোধাপয়িতুং খেদমধুনা, ধুনাসি কিমপরং মে মনো মনোহর-
মিদং প্লাহীপ্সা হীয়তে যত্র । গতৌ হি বহুতিথোহনেহা নেহাপরং বিলম্বম্ । যদি বিলম্বসে দিবি লম্বসে দিচ্যমান-
জলবিরামাপেক্ষয়া রামাপেক্ষয়া তদা কৃতং তে, যদয়ং বৃত্তিক্ষিতং ষিদ্ধতি । অথবেদং তাম্বুলমন্ধি মন্ধিতকৃতে'
ইতি স্তবলমামন্ত্য 'স্তবল । বলমানস্তে মহানত্র প্রণয়ঃ, তদিদমাশয় সমাশয় সরসতাম্বুলম্' ইতি তন্তু করে
দদাতি ॥

১৩৭ । স চ সচমংকারমাদায় সমাকুষ্য বংশিকাং বংশিকাক্ষরাগস্ত তন্তু মুখকমলমঞ্চলেন বিমৃজ্য
তাম্বুলমাদয়ামাস, মাদয়ামাস চ মাতৃহৃদয়ং হৃদয়ঙ্কমো ধরাধরধরাধরপুটং চ রঞ্জয়ামাস ॥

এলা চ লবঙ্গধণিনি চ অথও আমোদো যত্র তথাভূতো ঘনো নিবিড়ো ঘনসারঃ কপূরশ্চ তৈর্ধং সারস্যং সরসতা তেন
রসাতমমত্যাগাত্ম । অস্যা মুরল্যা নাদেনোদরপূরণং মা ভবতি, ন স্যাৎ, খেদং তিরোধাপয়িতুং দূরীকর্তৃমধুনা ভব
বর্তস্ব, ইদং মনোহরং বস্তু প্লাহি ভুজ্জ্ব, যত্রেস্মা হি নিশ্চিতমীয়তে প্রাপ্নোতি, তচ্চ প্লাহি; 'প্লা ভক্ষণে' । বহুতিথো
বহুনাং পূরণং, অনেহাঃ কালঃ । দিবি লম্বানি লম্বমানানি সেধিচ্যমানান্তিতিক্ষরন্তি জলানি, তেষাং বিরামাপেক্ষয়া যদি
বিলম্বসে, তদা রামাপেক্ষয়া । তব কৃতমলমিত্যর্থঃ । রামাপেক্ষা ত্রয়াতঃ পরং ত্যক্তেতি হ্রেপৎ ভোজনপ্রতিক্ষলকমিতি
ভাবঃ । 'অধুনৈব ত্রয়া ভোজিতোহস্মীতি নেদানীং মে বৃত্তুফা' ইত্যনন্তমাহ—অথবেদমিতি । অন্ধি ভুজ্জ্ব, মন্ধিতকৃতে
মদহুরোধার্থমিত্যর্থঃ । আশয় ভোজয়, সমঃ সখ্যা তুল্যা আশরোহন্তঃকরণং যস্য হে তাদৃশ ॥

১৩৭ । বংশিকায় অগুরুসস্যাক্ষরাগো যস্য তস্য; "বংশিকাগুরুরাজাই"—ইত্যমরঃ । ধরাধরধরস্য কৃষ্ণস্যা-
ধরপুটম্ ॥

করকমলে ধরে বললেন—'বৎস, মুরলী বাজানো থামাও । এর ধ্বনিতে হে দামোদর, তোমার উদর-পূরণ হবে
না । আমার দুঃখ দূর করতে তৎপর হয়ে যাও । আমার মন আর কম্পিত করে তুলছ কেন, এই মনোহর
ঐশ্য খেয়ে নেও । অথবা যাতে তোমার অবস্থা ই লোভ আছে তা খাও ।

বহুদিন পূরণকারী লময় চলে গিয়েছে, এখন আর বিলম্ব কর না । যদি আকাশে জমা অতি
বর্ধমান জল বিরমিত হওয়ার অপেক্ষায় থাক, তবে বৃষ্টিতে হবে রামের ষাতিরে কিছু করার প্রয়োজন-বোধ
তোমার চিন্তে আর নেই—কারণ সে যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ । অথবা আমার
অহুরোধেই না-হয় এ-তাম্বুল খেয়ে নিলে ।' এই বলে স্তবলকে ডেকে বললেন—'স্তবল, কৃষ্ণে তোমার মহান
প্রণয় উচ্ছলিত হয়ে হয়ে উঠছে, তাই বলছি হে তুল্য-আশয় স্তবল, এ সরল তাম্বুল তুমি খাইয়ে দেও ।'
এই বলে তার হাতে উহা দিলেন ।

১৩৭ । কৃষ্ণের প্রিয় স্তবলও অনির্বচনীয় আনন্দে তাম্বুল হাতে ধরে বংশী টেনে নামিয়ে দিয়ে
অগুরুসের অঙ্গরাগে রঞ্জিত তাঁর মুখকমল অঞ্চলের দ্বারা যত্নে গুছে দিয়ে তাম্বুল দান করলেন—মাতৃহৃদয়
হর্ষোৎফুল্ল ও গিরিধারীলালের অধর রঞ্জিত করে তুললেন ।

১৩৮। অথ বহিষ্চ—

পৃষ্ঠস্থেন বিড়োজসা দৃঢ়কৃষা লুম্বো ঘনানাং গণো
যাবচ্ছক্তি ববর্ষ শক্তিসদৃশং বাতি স্ম ঝঙ্কানিলঃ ।
অদ্রীন্দ্রস্ত তু মেখলাপরিসরান্নির্ধাবিতা ধূলয়ো
নৈবাক্রেদি খগৈর্মুগৈশ্চ ন দলৈঃ শীর্ণং তরুণামপি ॥

১৩৯। আরাং পারাবারবারাদপারান্, বারাং ভারান্, বারিদা যানহাষুঃ ।
তে তং জগ্মুঃ স্মাং গতাঃ কিস্তুমীষাং, গারোদগারকোভ এবাবশিষ্টঃ ॥

১৪০। কিঞ্চ, শ্রাস্তং ভূরি মহানিলৈবহুতরং বাস্তং পয়োদৈঃ পয়ঃ
শ্রাস্তং তৈরপি তৈশ্চ হস্ত পতিতঃ তস্মৈব পাদোপরি ।
ন শ্রাস্তং পতিতং চ নৈব তদপি ক্রোধেন বাস্তোপ্পতেঃ
ক্রোধাক্ষঃ পরমাক্ষ এব হতধীর্নাক্ষো দৃশাক্ষো জনঃ ॥

১৪১। এবং বৃষ্টৌ নিরন্তরায়নিরন্তরায়মানাঃ প্রলয়কাল-তদ্বিধজগৎপ্রভঞ্জনপ্রভঞ্জন-সহিতাঃ প্রবলা
বলাহকা অহো অহোরাত্রান্ সপ্ত তং তু সপ্ততন্তুভঙ্গজনিতমন্নাং শতমন্নাং শতকোটিকোটিকুটিলং শ্রীণয়িতুমশক্য-
বস্তোহিবস্তোহনিশং তন্নিদেশমপি বিনাশনাশয়া ব্রজভূবাং স্বস্থপুটেভেদনস্ত স্ব-স্থপুটেভেদনস্ত দশমাাত্রং গতা গতা-

১৩৮। বিড়োজসা ইন্দ্রেণ: “বিড়োজাঃ পাকশাসনঃ” ইত্যমরঃ । স্লেষভঙ্গ্যা গালিপ্রদানঞ্চ; হুম্বঃ প্রেরিতঃ ॥

১৩৯। পারাবারবারাং সমুদ্রসমুহাং তে বারাং ভারাস্তং সমুদ্রমেব স্মাং গতাঃ সন্তো জগ্মুঃ । অমীষাং বারিদা-
নাং গারোদগারভ্যাং নিগিলনোদগিলনাভ্যাং ক্ষোভঃ ॥ ১৪০। তস্মৈবেব্রুদৈস্যব ॥

১৪১। অহোরাত্রান্ সপ্ত ব্যাপ্য বৃষ্টার্থং নিরন্তরায়ং নির্বিঘ্নে যথা শ্রান্তা, নিরন্তরময়মানাশ্চলন্তো বলাহকা

মেঘমালার প্রতাপের পর্যবসান ইন্দ্রের দুঃখমাত্রে ও গর্বনাশে :

১৩৮। অতঃপর ওদিকে বাইরের অবস্থা,—ঐরাবত পৃষ্ঠাকৃঢ় ইন্দ্রের প্রচণ্ড ক্রোধে প্রেরিত মেঘ-
মালা যথাসাধ্য বর্ষণ করল, ঝড় নিজশক্তি অনুরূপ বইতে লাগল, কিন্তু এতেও গিরিরাজের নিতম্বপ্রাস্তদশ
থেকে ধূলি পর্যন্ত প্রক্ষালিত হল না, খগ-মৃগ-বৃক্ষের পত্রচয় জ্বীন’ হল না ।

১৩৯। মেঘমালা দূর দূর সমুদ্র থেকে অপার জলভার যা যা আহরণ করে নিয়ে আসছে তা পৃথিবীর
উপর পড়ে ঐ সমুদ্রেই চলে যাচ্ছে—মেঘের শুধু গিলন আর বমনের দুঃখমাত্র সার হচ্ছে ।

১৪০। আরও, ঝড় বহুত দাপাদাপি করল । মেঘ বমন করল বহুতর জল । তারা পরিশ্রান্ত হয়ে
পড়ল । হায় হায়, অতঃপর তারা ইন্দ্রের পাদোপরি গিয়ে পড়ে গেল । ইন্দ্র কিন্তু না-পরিশ্রান্ত হল, না গিয়ে
পড়ল কোথাও—ঐ ক্রোধেই চুর হয়ে রইল সে । ক্রোধাক্ষ জনই পরম অন্ধ ও হতবুদ্ধি, চক্ষুতে অন্ধ অন্ধ
নয় ।

১৪১। এইরূপে অহোরাত্র সাতদিন ব্যাপি বর্ষণার্থে নির্বিঘ্নে চলমান্ মেঘমালা যত্তন্তুভঙ্গজনিত
ক্রোধাবিষ্ট- শতকোটি বজ্র থেকেই কুটিল মতি ইন্দ্রকে কিন্তু প্রসন্ন করতে সমর্থ হল না—ব্রজভূমির নিরাঙ্কুল

সবো ইব যদা বভুবুস্তদা ত্রপয়াপযাতমদো নিজপুরুং পুরন্দরো ন গন্তুমিষে ॥

১৪২। তস্ম তু সপ্তভিরহোভিরহো সপ্তযুগায়িতুং ধরর্নিধরধরপরিজনানাং তু সপ্তষটিকাভিরঘটি কাভিরমণীয়তেয়ং ভগবতো বিভবস্ত ভবস্য কমলভবস্য চ যো ন গোচরো যো নগোহচরোহস্ত করকমলগতঃ, স চ তাবতা বতায়ামবতাপি তাপিভুবনেন তাপিভুবনেন ধারানিকরকরকাপাতবাতবাস্যসহস্রেনাপি নিরুপক্রতো দ্রোতোদ্বর্জিতশরীর ইব বহুশো বহুশোভাভরনির্ভর ইব ভাতি স্ম ॥

১৪৩। ব্রজে পুরগোপুরগোপানসীপ্রভৃতিকমপি কমপি শোভাভরমায়াতি প্রভাবতোহভাবতো বিপদাং কৃতমঙ্গলস্নানমিষ ॥

মেঘাস্তং তু শতমহ্যমিঙ্গং তু গ্রীণয়িতুমশকু বস্তঃ শ্রান্ত্যা গতাসব ইব যদা বভুবুস্তদা পুরন্দরোহপি নিজপুরুং গন্তুং ত্রপয়া ন ইষেব নৈচ্ছৎ। তং তু কীদৃশম্? সপ্ততন্তোর্মধস্ত ভঙ্গেন জনিতমহ্যং শতকোটিকোটোর্বজ্ঞাগ্রাদপি কুটিলম্। ব্রজভুবাং স্বস্থং স্বং পুটভেদনং পতনং তস্ত বিনাশনস্তশয়া তয়িদেখমিদ্ভাজামনিশমবস্তঃ পালয়ন্তোহপি। কিঞ্চ, স্বেষাং যানি হুপুটানি শিরোহস্থানি তেষাং ভেদনৈস্তব ফোটনসৈব্য দশাং গতাঃ ॥

১৪২। সপ্তভিরহোভিঃ সপ্তভিষটিকাভিরিবাঘটি চেষ্টিতং সমভাবীতি বা। ইন্দ্রস্ত মহৎ কষ্টমেঘাং তু মহৎ সুখং মেবেতি ধ্বনিতম্। বর্ণিতমর্থমুপসংহরন্ সশীংকারমাহ—ভগবতো বিভবস্ত কেষমভিরমণীয়তা, যো বিভবো ভবস্ত শস্তোঃ, যোহচরো নিশ্চলো নগো গোবর্ধনপর্বতঃ। স চ তাবতাপি ধারানিকরাদিসহস্রেনাপি নিরুপক্রতো ভগবচ্ছক্তি-সঙ্কারাদিতি ভাবঃ। বতেতি বিস্ময়ে। আয়ামবতাপি যতস্তাপীহুতাপযুক্তানি ভুবনানি লোকা যতন্তেন যদ্যতস্তাপকানি জলানি যত্র তেন ॥

১৪৩। কিঞ্চ, ব্রজে পুরেতি। তত্রাপি ভগবচ্ছক্তিনিধানমেব হেতুরিত্যাহ—অতিপ্রভাবত ইতি ॥

নগরের বিনাশের আশয়ে নিরন্তর তাঁর আজ্ঞা পালন করতে থাকলেও। এইরূপে মাথার হড্ডীকাটা দশা প্রাপ্ত হয়ে পরিশ্রমে প্রাণ যাওয়ার মতো অবস্থা হল যখন তাদের, তখন লজ্জায় ইন্দ্রের গর্ব পালিয়ে গেলেও নিজে কিন্তু সে যেতে ইচ্ছা করল না।

১৪২। সপ্তদিবস অহো অতিকষ্টে ইন্দ্রের সপ্তযুগের মতো, আর কৃষ্ণ পরিজনদের অতিসুখে সপ্ত-ষটিকার মতো মনে হতে লাগল। অহো, ভগবৎবৈভবের এ কি অপূর্ব রমণীয়তা—এ ব্রহ্মা-শিবেরও অগোচর, এ-গোবর্ধন পর্বত নিশ্চল হয়েও আজ এঁর করতলগত। সপ্তদিবস ব্যাপি বিস্তারিত ও পৃথিবীর জনমাত্রকে অহুতাপদায়ী-জ্বালাময় জলযুক্ত সমস্ত ধারানিকর-করকাপাত-বজ্রাদি বিঘ্ন সহস্র সহস্র হলেও সেই গিরিরাজ তাঁর ভিতরে উপদ্রবহীন অবস্থায় থেকে অনর্গল স্নাত ও গন্ধ জব্যাদিতে বিলেপিত ॥ বহু শোভাভারে পরিপূর্ণের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

১৪৩। ব্রজে পুরদ্বার চন্দ্রশালিকা প্রভৃতি অভিষেক স্নান হলে যেমন হয় তেমনই এক অপূর্ব শোভাতিশয্য প্রাপ্ত হল—শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রভাবে বিপদের অভাববশতঃ।

১৪৪। তথা সতি জন্মান্তরমাপন্নমিব গগনম্, অঙ্কুরিতা ইব হরিতঃ, নশ্বদশায়ামন্ধতমসৈরুদগীর্ণ ইব প্রকাশনামা পদার্থঃ, তৎকালমদিতিগর্ভান্নিক্রান্ত ইব কিরণমালী, তৎক্ষণমাদিবরাহেণৌন্নাতমিবাবনিতলম্, সতঃ প্ররুহ বর্দ্ধিতা ইব তরুগুল্লতাদয়ঃ, উন্মাদব্যাদিবিনিমুক্ত ইব অপস্মারতো নির্গত ইব প্রকৃতিং গতঃ পবনঃ, পতিব্রততাব্রত-তাদবস্থ্যন জলনিধিপতিকৃতাত্মসমর্পণতয়া তদগতজীবনত্বেন নামমাত্রেকশরীরী গিরি দুহিতরঃ, ভগবত্ত্বাববোধসম্পত্তৌ কামাদয় ইব কূতোহপি ক্রান্তবিক্রান্তাঃ পয়োবাহাঃ, ক্রমপতিতেষু সপ্তস্বহো-
রাত্ররূপগর্ভেষু কালভার্যায়্যা অষ্টমমিবাপত্যমহঃ সমুৎপন্নং যদি, তদা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ সরসমুবাচ,—‘ভো ভো
আর্যপাদাঃ।

নষ্টা কষ্টাতিবৃষ্টিঃ ক্ষয়সময়ধ্বনাঃ সংক্ষয়ং প্রাপ্তবন্তুঃ
শান্তং ধ্বান্তং সমস্তাং ক্ষিতিরপি রহিতা দুর্দমৈঃ কদমৌষৈঃ।
সপ্তাহং প্রাপ্তমুছে। নয়নমিব সমুন্মীলয়ামাস সূর্য্যঃ
পূর্য্যো বঃ পূর্বরূপাঃ সপদি সমুচিতঃ প্রক্রমো নিষ্ক্রমস্ত ॥’

১৪৫। এবমুক্তে ভগবতাগবতা সর্ব এব সমুদিতা মুদিতাঃ সন্তো মহোৎসাহে তথাবিধেহনূনা ধেনু-
নামাবলিমগ্রতো নিষ্ক্রাময়িতুং প্রচক্রমিরে ॥

১৪৪। উন্মাদাপস্মারাভ্যাং পরনিজোরেজককৃত্যতনম্। পতিব্রততা পাতিব্রতাং তদেব ব্রতং তন্ত তাদবস্থ্যন
স্বস্থত্বেন জলনিধিরেব পতিকৃত কৃতমাত্মসমর্পণং যাভিত্ততয়া। জীবনং জীবিতং জলং চ গিরিদুহিতরো নন্তঃ, পয়োবাহা
মেবাঃ; কাল এব ভার্য্য তন্তাঃ। ক্ষয়সময়ো মহাপ্রলয়ঃ। সপ্তাহমিতি বিংশত্যাধিকচতুঃশতঘটিকাতিক্রমজ্ঞানাং ॥

১৪৫। অগবতা গিরিধারিণা, সমুদিতাঃ প্রাপ্তসমুদয়া মহোৎসাহে অনূনা অনূনাঃ ॥

ঝঞ্ঝার শান্তি ও ব্রজজনের শৈলছত্রতল থেকে বহিনিগমনঃ

১৪৪। এইরূপ হলে আকাশ যেন জন্মান্তর প্রাপ্ত হল, দিক্ সকল যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, নষ্টদশাগত
আলোক নামক পদার্থ যেন অন্ধতামিস্র-বর্মিত হয়ে বেড়িয়ে এল, অবনিতল যেন সেই ক্ষপেই আদিবরাহের দন্তাগ্রে
উন্নীত হল, তরুগুল্লতাদি যেন সত্ৰ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠল, উন্মাদব্যাদি বিনিমুক্ত-মৃগীরোগনির্গত বায়ুর
মতো ঝঞ্ঝা শান্ত হয়ে এল, পাতিব্রত-ব্রতে অধিষ্ঠিত থাকায়-পতি সমুদ্রে আত্মসমর্পণ হেতু তদগত জীবন হওয়ায়
নদী নামমাত্রেক শরীরিণী হয়ে উঠল, ভগবত্ত্বজ্ঞানসম্পত্তির উদয়ে কামাদির মতো মেঘমালা ক্রান্ত কোথাও
পালিয়ে গেল, কালরূপ ভার্য্যার সপ্তদিনরাত্ররূপ গর্ভ ক্রমে ক্রমে পতিত হলে অষ্টম পুত্র জন্মানোর মতো শুভ
দিন যদি এসে গেল তখন শ্রীভগবান্ গোবর্দ্ধনধারিলাল সরসভাবে বললেন—

‘কষ্টপ্রদ অতিবৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মহাপ্রলয় মেঘ একেবারেই চলে গিয়েছে, ভূমিতলও দুর্দম কদমমুক্ত
হয়েছে, সপ্তাহব্যাপি প্রাপ্তমুছে। নয়নের মতো সূর্য সম্পূর্ণ উন্মীলিত হয়েছে। আপনাদের হে পুরবাসিগণ পূর্বের
অবস্থা ফিরে এসেছে, এই অবসরে শীঘ্র পর্বততল থেকে বেড়িয়ে আসা সমুচিত।’

১৪৫। ভগবান্ গিরিধারী একরূপ বললে সকলেই একত্রিত হয়ে আনন্দ সহকারে তথাবিধ মহোৎ-
সবে পরিপূর্ণ হয়ে প্রথমত ধেনুগণকে বের করতে আরম্ভ করলেন।

১৪৬। তাঙ্গাং চ যথাক্রমং তমেব বহির্জিগমিষুণামিষুণামিব বেগো যন্তপি সমজনি, তথাপি তথা পিবন্তীনাং ভগবদাননমাধুৰ্য্যমাধুৰ্য্যমিবাঙ্গানং মন্থমানানামন্থমানানাদরতয়াদরতয়া চ তদ্বাধুঃখং ক্ষণবিলম্বে বিলম্বেয়তি সতি স তিলমাত্রতো নিকম্পানুকম্পানুগতয়া তয়াহপাঙ্গভঙ্গৌ নিক্রাময়ামাস ॥

১৪৭। ততশ্চ, পাতালোদরতঃ কণাশিতুরিব ক্ষীতাঃ সহস্রং ফণা
জ্যোৎস্নাজালমিবালামকৃতমসত্ত্বং তুবো গর্ততঃ ।
অদ্রৌদ্দন্ত শিফাবলিঃ ক্ষটিকজা সঞ্চারিণীবোদ্ধতা
নিশ্চক্রাম সমস্ততো বিলভুবঃ স্নিগ্ধা গবাং সন্ততিঃ ॥

১৪৮। এবং শ্রীকৃষ্ণোক্তিক্রমতঃ ক্রমতঃ সর্ব এবাতীরা ভা-রাহিত্যেন বিকসদন্তরা দন্তরাজিরাজি-
কিপে মঞ্জরীজরীজ্জুমাণবদনা গিরিতলবিষরতো বরতোষণে নিশ্চক্রমুশ্চক্রমুংসাহস্র সাহস্রদমাসন্নং চ সমাসেদুঃ ॥

১৪৬। ইষুণামিবেতি বহুফণনিরোধোত্তরনিজ্জমে পশুনাং তথা স্বাভাব্যাং, তথাপি তথা নির্বিঘ্নং পিবন্তীনামিত্যর্থঃ ।
আধুৰ্যমতিশ্রেষ্ঠম্, অতএবাঙ্গমানে স্ন্যহেতুকসম্মানান্তরেহনাদরতয়া তদ্বাধুঃখং তন্ত মাধুৰ্য্যপানন্ত বাধে প্রাপ্তে বদুঃখং
তত্বাদরতয়াহন্নরতয়া চ হেতুনা ক্ষণবিলম্বে সতি শ্রীকৃষ্ণনিজ্জমাদর্শনাং পুনঃ স্বপলাদেব পরাহৃত্য বিলং গর্তং বেদুয়তি সতি
স শ্রীকৃষ্ণোৎপাদস্য ভৈরব্যায়মহমুদৈব ধ্যানমুদপর্ণীতীতি ব্যঞ্জয়ন্ত্যা ইত্যর্থঃ । তয়া প্রসিদ্ধয়া তাভিঃ শিক্ষিতপ্রকারক-
য়েত্যর্থঃ ॥

১৪৭। কণাশিতুঃ শেষমাগদ্য কণা ইত্যত্র ধোব্রহ্মপ্রসক্তিমাশঙ্ক্যাহ—জ্যোৎস্নাজালং চন্দ্রিকাসমূহঃ, তস্যাপি
দিনে সূর্যতঃ পরাভবমাশঙ্ক্য পুনরাহ—শিফাবলিঃ ক্ষটিকজৈতি ॥

১৪৮। দন্তরাজীনাং দন্তশ্রেণীনাং রাজিনীভির্বিরাজমানাভিঃ কিরণমঞ্জরীভিরতিপ্রকাশবদনাঃ, হাসো হাসন্তেন
সহ বর্তমানং সহস্রং সহস্রস্য ভাবঃ সাহস্র্যম্, তেন সমাসন্নং সংসক্তমুংসাহস্য চক্রম্, হাসোংসাহরোরেককজ-সাহিত্যৌ-
চিত্তাং ॥

১৪৬। এতে বাইরে বাওয়ার ইচ্ছুক ধেনুগণের যেমন ডাকাডাকি তেমনই তীরের মতো বেগ
যদিও হল, তথাপি নির্বিঘ্নে কৃষ্ণানন-মাধুৰ্য্যপানরত তাদের নিজেদের অতিশ্রেষ্ঠ বলে বোধ থাকায় অন্য স্ন্যকর
সেবায় অনাদর ও অঙ্গবুদ্ধি হল। মাধুৰ্য্য-পানের বিদ্বজ্জনিত দুঃখ অসহনীয় হওয়ায় ক্ষণকাল বিলম্ব করে যখন তারা
চেয়ে দেখলো কৃষ্ণ বের হচ্ছেন না তখন তারা পুনরায় সন্মিলে ফিরে এসে ঐ পর্বতের নীচের গর্ত ঘিরেই
দাঁড়ালো। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অনুকম্পানুগত সেই পরিচিত কটাক্ষে তাদের বাইরে বের করে দিলেন।

১৪৭। অতঃপর স্নিগ্ধ গরুর পাশ গর্তভূমি থেকে চতুর্দিকে উদ্ধৃত হয়ে বেড়িয়ে এল—পাতাল-
পুরি থেকে নিজান্ত্র শেষনাগের সহস্র ক্ষীত ফণার মতো, মাটির গহ্বরপ্রাঙ্গিত অন্ধতামিস্র-সত্ত্বন্ত জ্যোৎস্না-
জালের মতো, গিরিরাজের ক্ষটিকোৎপন্ন সঞ্চারিণী জটাজালের মতো।

১৪৮। এইরূপে কৃষ্ণের কথার প্রভাবে গোপেরা ক্রমে ক্রমে সকলেই ভয়রাহিত্য হেতু প্রফুল্লিত
অন্তঃকরণে দন্তরাজির দ্যোতমান কিরণমঞ্জরীতে অত্যাঞ্জল মুখো হয়ে গিরিরাজের গর্ত থেকে বেড়িয়ে এলেন—
হাসি হাসি ভাবের সহিত সন্মিলিত উৎসাহচক্র প্রাপ্ত হলেন।

১৪৯। ততশ্চ,

ভুবো গৰ্ভাং সিদ্ধৌষধিততয় ইব প্রজ্বলন্ত্যো দিবাপি
 ক্ষরন্তীনাং শৈলাদ্যুণয় ইব মহাদিব্যরত্নাবলীনাং ।
 ভুজঙ্গানাং লোকাদিব ভুজগফণাবৃন্দমাণিকাভাসঃ
 সমুত্তমুঃ কৃষ্ণে বিনিহিতনয়নপ্রাস্তমভীরনার্যঃ ॥

১৫০। এবং নিঃসৃতেষু তেষু চ সহচরাদিষু, স্বয়মপি চ—

করতলকুতশৈলঃ শৈলসীমামতীত্য, ব্রজভূবি, কুতপাদান্তোজলীলাবিলাসঃ ।

কুসুমময়মিবৈকং কন্দুকং বামপাণেঃ, শিথিলিতমিব কুন্তা তং যথাস্থানমাস্থং ॥

১৫১। এবং যথাস্থলস্থলক্ষেপে ক্ষেপেন কুতে সতি গিরীন্দ্রে স্নেহানুতাপিতরৌ পিতরৌ গাঢ়মালিঙ্গ্য

শিরো জজ্ঞতুঃ, কুতুহলৌ হলী চালিলিঙ্গ স্নেহাশ্রম, হা অঃসমানবলমিবাখিলমঙ্গং গিরিভরণে নির্ভরণে নির্ভাত-
 মন্তীতি প্রসুঃ প্রসুতবাৎসল্যাতিশয়া শয়াভ্যাং বামবাহুমস্তা মৃদুতী বামকরতলং চুচুস্ব ॥

১৪৯। আভীরনার্যঃ শ্রীগোপযুবতয়ঃ, শৈলাং ক্ষরন্তীনাং দিব্যরত্নাবলীনাং যুগলঃ কিরণং ইব । অত্র সিদ্ধৌষধি-
 তাদীনাং তিস্থামুপমানাং কন্ত্যা মহার্ঘ্যতরা চোত্তরোত্তরপ্রাশস্ত্যাদ্যুপতিষুথানামপ্যুত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠানাং কনিষ্ঠক্রমেণ নিজ্জ-
 মো জ্ঞেয়ঃ ॥

১৫০। সহচরাদিষিত্যত্রাং ক্রমঃ—‘নির্জগ্মুঃ কালয়ন্তো গা গোপান্তান্তংসৰা অপি । পৌরা গোপান্ততো বৃদ্ধা
 নন্দঃ সর্বাঙ্গতঃ প্রসুঃ ॥, বামপাণেঃ সকাশাৎ শিথিলিতমিব কুন্তেতি দক্ষিণহস্তাস্পর্শঃ স্বস্যানায়াসত্ত্বং সর্বান্ প্রতি জ্ঞাপয়ি-
 তুম্ । যথাস্থানং তস্যা স্থানমনতিক্রম্য, আস্থং নিক্ষিপ্তবান্ ॥

১৫১। স্নেহানুতাপিতরৌ অতিশয়েনানুতাপিনৌ । প্রসুঃ শ্রীযশোদা, শয়াভ্যাং মৃদুতী সংবাহয়ন্তী ॥

১৪৯। অতঃপর গোপযুবতীগণ ভাবভরে কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে ভূমিগর্ভ থেকে
 বেড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন - দিনের বেলায়ও অতি দীপ্তিমতী সিদ্ধৌষধিশ্রেণীর মতো, গিরি থেকে ক্ষরিত মহা-
 দিব্যরত্নাবলী-কিরণের মতো, পাতালাখ ভুজঙ্গের ফণীফণাবৃন্দস্থ মাণিক্য-জ্যোতির মতো ।

১৫০। এইরূপে ক্রমানুসারে তাঁরা সকলে বেড়িয়ে এলে সহচর বালকগণ বেড়িয়ে আসবার পর
 কৃষ্ণ নিজেও বেরিয়ে এলেন—

হাতে গিরিরাজ ধরা, গিরিরাজের সীমা অতিক্রম করে ব্রজভূমিতে পদবিচ্ছাস লীলায় বিলাসবান্
 শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজকে যেন বামহস্ত থেকে আলুগা করে নিয়ে এক কুসুমকন্দুকের মতো ছুঁড়ে যথাস্থানে
 বসিয়ে দিলেন ।

১৫১। এইরূপে গিরিরাজকে যথাস্থানে নিমেষমাত্রে দৃঢ় করে বসিয়ে দিলে অতিশয় অনুতপ্ত মাতা
 পিতা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে শিরদ্বান নিলেন, স্নেহাশ্র পূর্ণ নয়নে হলধর আলিঙ্গন করলেন । ‘হায় হায়,
 প্রতীতি হচ্ছে যেন পর্বতের অতিভারে সমস্ত শরীর এর শিথিলের মতো হয়ে এসেছে’ এরূপ বলে মা যশোদা
 অতিশয় যাতৃবাৎসল্যে করকমলে কৃষ্ণের বামবাহু মর্দন করে দিলেন ও বামকরতল চুষ্মন করলেন ।

১৫২। বাৎসল্যাকাষ্ঠাধিরোহিনী রোহিনী চ মণিদোপাবলিবলিতকরতলা সাশ্রুযৌর্য নীরাজয়ামাস,
ব্রজপুরপুরজ্ঞয়োহরজ্ঞযোজিতশুভাশিষো নিবিড়তরস্নেহোদধাক্ষতা দধ্যক্ষতাকুরিতদূর্বাতিভিঃ পূজয়ামাস্, বিপ্রা
বিপ্রাগল্ভ্যা বিপ্রভাৰ্য্যা বিপ্রভাৰ্য্যাশ্চ স্নেহমাল্লিষ্য সপ্রশংসাভিরাংগসাভিরানচূঃ, সন্নন্দাদয়শ্চ পিতৃব্যঃ
পিতৃব্যাকুলতানূনা বৎসলতালতাপাশবদ্ধা ইব নির্ভরমালিন্য শিরো জজুঃ, কেবলবলমানানুরাগ-রাগবন্তর-
তরলমন্দাক্ষমন্দাক্ষত-বিলোচনাঞ্চল-চলদনুপম-নিরীক্ষণক্ষণবিসৃষ্টশোভাসহচরীকেন কেনচিন্মনোবিলাসবিশেষণ
সমর্হয়ামাসুরনুরাগিণ্যঃ ॥

১৫৩। অথ তস্মিন্নেবানেনহসি হসিতসুখাসুখাবিতমধুরাধরং মধুরাধরজ্জিনং বসন্তমিব সকলসুমনঃপরি-
মলং তমেনমেনসোপহারিণং হারিণং ব্রজরাজ-যুবরাজং নভসি ভসিতকুসুমসমূহা বৃষ্টিকিরাং প্রসিক্তসিক্তসরসবিভা-
ধরবিভাদধরসুসাধাসাধাশুভগন্ধগন্ধব-কিং পুরুষপুরুষযোষিতামাবলিরতিতৃপ্তা তৃপ্তাব ॥

১৫২। বাৎসল্যাকাষ্ঠা উৎকর্ষস্তামধিরোচুঃ শীলমস্যাঃ সা। অরজ্জং নিশ্চিদ্রমেব যোজিতাঃ শুভা আশিষো
যাভিত্তাঃ, যতো নিবিড়তরে স্নেহোদধাবক্ষতাঃ ক্ষতং ছিদ্রং তদ্রহিতাঃ, অব্যভিচারিতা ইত্যর্থঃ। বিপ্রাগল্ভ্যা বিশিষ্টপ্রাগ-
ল্ভাবন্তঃ, বিশিষ্টয়া প্রভয়া আৰ্থাঃ। পিতৃব্য বাাকুলতা তস্যামনূনা ন নানা। কেবলং বলমানেনানুরাগেণ রাগো রঞ্জনং
তরন্তরঞ্চ তৎ তরলেন বিশ্রাথেন মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দং যথা স্যাত্তথাক্ষতঞ্চ যদবিলোচনাঞ্চলং তন্মাজলং প্রসরচ্চানুপমঞ্চ
যন্নীরীক্ষণমবলোকনং তৎক্ষণে তদবসরে এব বিসৃষ্টং দত্তং শোভাসহচরী শোভৈব সহচরী তদ্বারা কং সুখং যতন্তেন।
'মাধুর্যোদধিসংমগ্ন-প্রিয়বর্ণেণ সংকৃতম্। ঐশ্বর্যোদধি-সংমগ্নাঃ সিক্তাস্তান্তষ্টুবুর্হিরিম্ ॥'

১৫৩। অথানন্তরং তস্মিন্নেবানেনহসি সময়ে; "অনেষাপি সময়ে;" ইত্যমরঃ। তং প্রসিক্তসিক্তাদীনাংাবলিস্তৃপ্তাব।
মধুরাধৌ চৈত্রেবৈশাখৌ রঞ্জয়িতুং শীলমস্য তং বসন্তমিব সকলানাং সুমনসাং পুষ্পাণাম্; পক্ষে, দেবানাং সাধুনাং বা পরি-

১৫২। বাৎসল্যের শিখরে আরোহনশীলা রোহিনী বলি-অঙ্কিত করতলে মণিদোপাখলী ধরে অশ্রু-
পূর্ণ নয়নে আরতি করলেন। ব্রজপুরপুরজ্ঞীগণ নিশ্চিন্ত শুভাশিষ দিলেন, যেহেতু তাঁদের চিত্তে, অথগু নিবিড়
স্নেহ সর্বক্ষণই নিত্যান। অতঃপর তাঁরা দধিধান্য ও অক্ষুরিত দুর্বাদিদ্বারা পূজা করলেন। অতি তেজস্বী
ব্রাহ্মণগণ ও অতিপ্রভায় শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণীগণ স্নেহে আলিঙ্গন করে প্রশংসার সহিত আশীর্বাদের দ্বারা পূজা
করলেন। সন্নন্দাদি পিতৃবাগণ পিতার থেকে অনূন বাাকুলতায় বাৎসল্যাতরজ্জুবন্ধের মতো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন
করে মস্তকের আঘ্রাণ নিলেন। বলমান্ শুক অনুরাগের দ্বারা রঞ্জিতা ও প্রবল লজ্জা দ্বারা মন্দ-অক্ষত-লোল
নয়নকোনে প্রসরণশীল তথা অনুপম কটাক্ষ কারিণী অনুরাগিণীগণ সেই সুযোগে উদগত শোভারূপ সহচরী
দ্বারা রচিত সুখকর মনোবিলাস-বিশেষরূপ কোনও উপচারে পূজা করলেন।

১৫৩। অতঃপর সেই সময়ে হাস্তসুখায় সুখাবিত মধুর অধরে শোভন, চৈত্র বৈশাখ-রঞ্জী বসন্ত
যেমন সকল পুষ্পের পরিমলে ভরপুর তেমনই দেবতা ও সাধুগণের সকল সাদৃশ্যের উৎসরূপ, পাপহারী,
হারে বিভূষিত ব্রজরাজযুবরাজকে আকাশে থেকে নক্ষত্রসম কুসুমরাজি বৃষ্টিকারিণী প্রসিক্ত সিক্ত-সরসবিভায়
পারঙ্গত বিভাদধর-সুসাধ্য রুদ্রানুচর গণদেবতা-উৎকৃষ্ট গন্ধী গন্ধব-কিংপুরুষ প্রদেশের পুরুষ ও রমণীগণ
সকলে মিলে অতি আত্মদে স্তুতি করতে লাগলেন—

১৫৪।

জয় জয় নন্দাঅজ জয় বৃন্দাবনরসকন্দাতুলগুণবৃন্দা-

ধিকতরনন্দচিহ্নকরন্দ-স্বপদরবিন্দদয়কুরুবিন্দ-

প্রভনখচন্দ্রাবলিভিরতদ্রামলরুচিসাদ্রাকৃতিভিরলং দ্রা-

বিতনিজলোকব্যতিকরশোক-ক্ষুরদস্তোকপ্রথিতশ্লোক

জীধর ধীর বজ্রবরবীর প্রকটাতীর-শ্রামশরীর ॥

১৫৫। বারমেকমাত্রমেব তেহমিত্যদীরয়ন্তি যে তু তানপি স্বমত্র নাথ পাসি, জগ্মমৃত্যুখেদভেদকারি-
হারিপাদপদ্মেব তে ভজন্তি যে তু তান্, কিস্ত । নিত্যসত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তরূপপার্বদৌষসেবামানমানীয়গীয়মান-
গোকুলেন্দ্রপুত্রচিত্রসচ্চরিত্র দেবদেব তুভ্যমেব মে নমো নমো নমোহস্ত ॥

১৫৬।

প্রকৃপিতবক্রোদ্ধতমদশক্রোদ্ধতটকৃতবিক্রোশনধনচক্রো-

জ্বিতগুরুবৃষ্টিস্তুতপুরুষষ্টিবজ্রজনতৃষ্টিপ্রথনপরীষ্টি-

প্রকটিতহেলালসভুজখেলাতোলিতশৈলাধিপ হে জয় জয় ॥

মলো গন্ধঃ ; পক্ষে, সাদৃগুণ্যং যতন্তম্, এনসোহঘস্যাপহারিণম্ । ভানি নক্ষত্রাণীব সিতানি কুসুমানি তেবাং সমূহার্ষ্টিং
কিরন্তীতি তাসাম্ ॥

১৫৪। বৃন্দাবনে ঈসানাং সর্বেষাং বিষয়ভেনাশ্রয়তেন চ কন্দমূলভূত, বৃন্দাবনে বসো রাগভেন কং সুখং দদাতীতি
বা, অতুলৈশুর্গবৃন্দৈরধিকতরঞ্চ তন্নন্দন্তী সমৃদ্ধিমতী চিং উপলব্ধিরেব মকরন্দো যত্র তচ্চ যং স্বপদারবিন্দদয়ং তন্তু কুরু-
বিন্দপ্রভাভিনর্ষচন্দ্রাবলিভিঃ । কীদৃশীভিঃ ? অতদ্রা চাসাবমলা নিফলকা চ রুচিভিঃ সাদ্রা চাকৃতির্ধাসাং তাভিরিতি
কমলে চন্দ্রেণী স্য চাতন্দ্রাদিলক্ষণেত্য ভূতত্বম্ । অলমস্তিশয়েন দ্রাবিতো নিজলোকানাং ব্যতিকরেণ ব্যতিসঙ্গে
শোকো যেনেতি শোকস্ত তমস্বং সন্তাপস্ব বা ব্যজিতম্ । ক্ষুরদস্তোকঃ প্রচুরঃ শ্লোকো যশো যন্ত হে তথাভূত ॥

১৫৫। তেহমিতি তবাস্মীতি । নিত্যমেব সত্য্যশ্চ তে শুদ্ধবুদ্ধাঃ শুদ্ধজ্ঞানবন্তশ্চ মুক্তরূপা যে পার্বদৌঘাঐঃ সেব্য-
মানশ্চাসৌ মাননীয়শ্চ গীয়মানশ্চেতি স তথা ॥

১৫৪। গন্ধর্ব-বিজাধরাদির স্তুতি :

জয় জয় হে নন্দাঅজ ! জয় বৃন্দাবন-নিখিল রসমূল । অতুল গুণবৃন্দার দ্বারা সমৃদ্ধিমতী চিত্রপল্লিকরূপ
মকরন্দের উৎসস্বরূপ আপনার পদকমলদ্বয়ের অনলস নিফলক রুচিদারা সাদ্রাকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মরাগমণিপ্রভা-
বান্ নখচন্দ্রাবলীর জ্যোৎস্নাপাতে দ্রবীকৃত হচ্ছে আপনার নিজলোকের শোক । হে নিজজন শোকহারী ! দিকে
দিকে প্রসারিত হচ্ছে অতি প্রসিদ্ধ আপনার যশোরশি । হে প্রথিত শ্লোক ! হে জীধর । হে ধীর । হে বজ্রের
শ্রেষ্ঠ বীর । হে প্রকট গোপ-শ্রামশরীর । আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৫৫। একবার মাত্র যে বলে, 'আমি তোমার হলাম' তাকেই আপনি এ-সংসারে রক্ষা করেন ।

জগ্মমৃত্যু হুংখহারী আপনার মনোহর পাদপদ্ম যে ভজন করে অহো, তাঁকে যে কি করেন সে আর কি বলা
যাবে ? নিত্য-সত্য-শুদ্ধ-জ্ঞানবন্ত মুক্তরূপ পার্বদগণের দ্বারা সেব্যমান-মাননীয়-গীয়মান হে গোকুলেন্দ্র পুত্র ।
হে আশ্চর্যচরিত্র দেবদেব ! আপনাতে প্রণাম প্রণাম থাকুক ।

১৫৭।

লালাকন্দুককল্লীকৃতগিরিতল্লীকৃতকরমল্লীভবদবিকল্লী-

ভূতসুরেশশ্রয়মশ্লিশ-বাতিকরকেশ-প্রণয়িমণীশ

ব্রজজনবন্ধো করুণাসিক্ধো দৃঢ়তরবন্ধো ন খলু মদাক্কো

ভজতি ভবন্তু ভুবি বিহরন্তু ত্রিভুবনকাণ্ডে স্বমহসি সন্তম্ ॥

১৫৮।

জয় জয় গোপীয়তিরসরোপী সকলকলাপীবরসুখধাপী-

চর তব দেহো ঘনরসদেহোহনিশসুখদোহো গতসন্নেহো

মহদহমাদিশ্রুতিপুমাধিনিয়তমনাদিধুততরবাদি-

১৫৬। প্রকৃপিতশাসী বক্রশ্যোদ্ধতমদশ যঃ শক্রস্তেনোদ্ভটং যথা স্যাত্তথা কৃতং বিক্ৰোশনং যত্র তাদৃশং যদ্বনচক্রং মেঘসমূহস্তেনোজ্জিতা ওর্বা বৃষ্টিস্তয়া ক্ষতা পুরুষষ্টিভুজপশমোপায়নির্মাণং যেষাং তথাভূতানাং ব্রজজনানাং তুষ্টিপ্রথনং সন্তো-
ষবিস্তার এব পরীষ্টিঃ পরিচর্চা তয়া একটিয়া হেলালসস্য ভুজস্য বা খেলা তথৈব তোলিত উন্নীতঃ শৈলাধিপো যেন সঃ ॥

১৫৭। মদাক্কো জনো ভবন্তু ন ভজতি। কীদৃশমপি ? লীলয়া কন্দুককল্লীকৃতো যো গিরিস্তস্য তল্লীকৃতঃ করো
যেন তম্। অল্লীভবন্তিতুচ্ছীভবনবিকল্লীভূতোহপি সুরেশস্য শক্রস্য শ্রয়ো গর্ভো বতন্তম্। শ্লেষেণ—অবিকল্লীভূতো মেঘ-
সদৃশীভূতো যঃ সুরেশ ইত্যাক্ষেপঃ। অশ্বিলানামৌষ্যবতিকরাণাং কেশপ্রণয়ী শিরোবর্তী যো মণীশো রত্নমুখ্যভুজপদুচ-
তরো বন্ধঃ সংসারো যস্য সঃ ॥

১৫৮। গোপীনাং রতিরসং রোপয়িতুং শীলমস্য তথাভূতঃ সন্ জয় জয়। হে সকলকলাপীবর! তব দেহো জয়-
তি। কথন্তুতঃ? ঘনং সান্ধ্রং রসং দিক্ষে উপচিনোতীতি সঃ। অতোহনিশমেব সুখং বোধি প্ররয়তীতি সঃ। অতো মাত্র

১৫৬। প্রকৃপিত-কুটিল-মদোদ্ধত ইন্দ্রের দ্বারা উদ্ভটভাবে কৃত অক্ৰোশন-পরিপূরিত মেঘমালা-
মোচিত প্রবল বৃষ্টিতে মহতিস্থিতির সম্ভাব্য বিনাশরোধে প্রার্থনাকারী ব্রজজনদের সন্তোষবিস্তাররূপ পরিচর্যার
জন্য প্রকটিত লীলায় দৃষ্ট বাহুদণ্ডের হেলাখেলায় গিরিরাজ উত্তোলনকারী হে কৃষ্ণ! আপনার জয় হোক
জয় হোক।

১৫৭। যে গিরি আপনার লীলাখেলার কন্দুকে পরিণত হয়েছিল তার শয্যা করেছিলেন আপনার
করকমল। আপনা থেকে ইন্দ্রের গর্ভ অতি তুচ্ছীভূত হয়ে বিকল্পরহিত হয়ে রইল। অশ্বিল ব্রহ্মাণ্ডের অধি-
পতিদের শিরোবর্তী রত্নমুখের মতো অতি কঠিন সংসারকারা-বন্ধনে যারা আবদ্ধ সেই মদাক্ক জনেরা হায়
হায়, হে ব্রজজন বন্ধু! করুণাসিক্ধ। ভুবনবিহারী-ত্রিভূনপতি-স্বতেজে শরণাগতজনপালক আপনাকে ভজন করে
না। এ এক আশ্চর্যই বটে।

১৫৮। গোপীদের হৃদয়ে রতিরস রোপনকারী আপনার জয় হোক জয় হোক। হে সকলকলাপি-
বর! সান্ধ্রসচয়নশ্রেষ্ঠ-নিরন্তর সুখপূরয়িতা আপনার দেহের জয় হোক—এ দেহ সকল সন্নেহের উপেক্ষ। এ
দেহ মহৎ ও অহঙ্কার তত্ত্বের আদি যে প্রকৃতি পুরুষ, তাঁরও আদি। এ নিয়ত অনাদি। এ বাদিজনের বিরুদ্ধ

ব্যতিকরজল্লঃ করুণাকল্লঃ স্বমহিমতল্লশ্চিদ্রসকল্লঃ
 সপরমহংসৈর্যোগিবতংসৈঃ প্রথিতাশংসৈশ্চিৎসুখশংসৈঃ-
 রপি হ্রদি ভাব্যো নিজজনসেব্যো জগদতিনব্যো জয়তি স্তুতব্যো
 বৃজজনরঞ্জী নবঘনগঞ্জী নিরবধিপুঞ্জীকৃতসুখসঞ্জী
 বনরসমূর্ত্তে কুতরসপূর্ত্তে ক্ষতজগদার্ত্তে স্তুবিশদকৌর্ত্তে ॥

১৫৯ । জয় জয় কৃষ্ণ প্রণয়সতৃষ্ণ দ্বিষতি মহোক্ষ প্রধনিষু ধুষক্ ।

জয় জয় ধীর ব্রজবরবীর প্রকটাতীর শ্যামশরীর ॥

১৬০ । তব পাদসরোজমধুবৃ ততাং গতবানপবর্গমপি হ্রিতিকাজ্জতি ন

ক হু ধর্মধনে সুখভোগকথাসুতদারহুহং প্রভৃতিগ্রহিলত্বমপি ।

ভবনং দ্রবিণং সুহৃদঃ সূজনা গুরবো গরিমা মহিমা যশসাং চ ততি-

র্ভগবন্ ভজতামখিলং স ভবান্ নিরুপাধিকুপাজলধিগুণরত্নময়ঃ ॥

প্রাকৃতআশঙ্কেত্যাছঃ-গতসন্দেহ ইতি । কিঞ্চ, মহদহমোরাদী যৌ প্রকৃতিপুমাংসৌ তথোরপ্যাদিঃ । স্বমহিমৈব তল্লং
 শ্যামা যস্য সঃ । করুণা কৃপৈবাকল্লো ভূষণং যস্য সঃ, তস্যা আকল্ল ইতি বা । চিদ্রসানাং কল্লনং কল্লো যন্তাং সঃ । স্তুতব্যঃ
 স্তুমঙ্গলঃ ॥

১৫৯ । দ্বিষতি শত্রৌ মহোক্ষ ! প্রধনিষু যোদ্ধু ধুষক্ হে প্রগল্ভ ॥

১৬০ । অপবর্গং মোক্ষমপি নাভিকাজ্জতি, ক হু ধর্মধনে কিং পুনর্ধর্মাথাবিত্যর্থঃ । অতএব ভজতাং জনানাং
 সুখাদিগ্রহিলত্বং ন স্যাৎ । কিঞ্চ, ভবনাদিকমখিলং ভবানেব ॥

জল্পনা বিলোপকারী । করুণাই এ দেহের ভূষণ । স্তুমহিমাই এর শয্যা । এ চিত্রসের কল্পনার আশ্রয় । সপরম-
 হংসযোগিকুলশ্রেষ্ঠ-বিবিধ কামনা তাড়িত এবং চিৎসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের দ্বারা চিত্তে ভাব্য, নিজজনের
 সেবা, জগতের অতি নব্য, মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, বৃজজনরঞ্জী, নবমেঘগঞ্জী আপনার দেহের জয় হোক জয়
 হোক । হে নিরবধিপুঞ্জীকৃত-সুখসঞ্জীবন রসমূর্ত্তে ! হে কুতরসপূর্ত্তে ! হে বিদারিত-জগদার্ত্তে ! হে স্তুমীর্মল কৌর্ত্তে
 আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৫৯ । জয় জয় কৃষ্ণ-প্রণয়-সতৃষ্ণ, শত্রুজনে মহা উষ, প্রতিযোদ্ধা জনে হে প্রগল্ভ, জয় জয় ধীর
 বৃজশ্রেষ্ঠ বীর, প্রকটাতাবীর-শ্যামশরীর ।

১৬০ । আপনার পদসরোজে মধুকরভাব প্রাপ্ত জনেরা মুক্তিও কামনা করে না, ধর্ম অর্থের
 আর কথা কি । অতএব ভজনশীল জনের সুখভোগ-সুতদারহুহং প্রভৃতি গ্রহাবিষ্ঠতা থাকে না । হে ভগবন্,
 আপনিই তাঁহাদের গৃহ-বিত্ত-সুহৃদ-সুজন-গুরু-গরিম-মহিমা-যশোরাশি অখিল বস্তু । কারণ আপনি যে নিরু-
 পাধি কৃপাসাগর-গুণরত্নময় ।

১৬১।

ঐং স্তমহে স্তুতিদূয় বিদু রতিরাগপরা গহনার্তিভূদার্ভিহ
 বিভ্রতমভ্রকদম্ববিড়ম্বকমঙ্গমনঙ্গতরঙ্গসুঙ্গত-
 মিন্দুদমং ছরবাপমিবাপরমানয়দাননবিস্মমলং
 বনশোভন লোভহমুদহ মুদহুৎকসমুৎকর ॥

১৬২।

পদ্যরুগদ্বরনেত্রমতিত্রসমক্ষিতকুক্ষিসদৈর্ঘ্য-মহার্ঘ্য-
 কচপ্রচয়প্রকটীকৃত-ভা-কৃতকামকলামতচামর ।
 তামরসাক্ষ সমক্ষরতুমধুসন্মধুরাধরসেধধুরাধুত-
 সাধুসুবিম্বফলং বসুধামহধামদ ॥

১৬১। রতিরাগপরাঃ প্রেমাসক্তিপরা জনাত্মাং বিহর্জানন্তি, বয়ং স্তমহে, ন তু বিদু ইতি ভাবঃ । কিঞ্চ, হে স্তুতি-
 দূয় ! স্তুতিভিরপি দুর্গম ! তথাপি তে দীনবাৎসল্যস্বভাব এবস্মান্ প্রবর্তয়তীত্যাহঃ—গহনার্তিভূতো জনশ্চ আর্তিং পীড়াং
 হন্তীতি হে তথাভূত ! ঐং কথভূতম্ ? অভ্রকদম্ববিড়ম্বকং মেঘসমুহতিরঙ্কারকমঙ্গং বিভ্রতম্ ; ন বিদুতে পরঃ শত্রুস্তিরঙ্কার-
 কো যস্য তদপরমাননবিস্মকং বিভ্রতম্ । কথভূতম্ ? ইন্দোচন্দ্রস্য মদং গর্বাং ছরবাপমিব তুল্যভমিবানয়ং কুর্বাৎ । অলমতিশ-
 য়েন বনং বৃন্দাবনং শোভয়তীতি হে তাদৃশ ! অতএব লোভহামন্তস্পৃহাহারিণীং মুদং বহতি প্রাপয়তীতি তথা । উক্তপো-
 যত্নায়ৈনাহঃ—মুদহস্তো হর্ষধারিণ উৎকসমুৎকরা উৎসুকসমুহা যস্য তথা ॥

১৬২। পদ্যরুচাং কমলাকান্তীনামদ্বরে কবলকারিণী নেত্র যস্য তম্ । ত্রসমতিক্রান্তমতিত্রসং ধীরমিত্যর্থঃ ; “ত্রস-
 মিদং চরাচরম্” ইত্যমরঃ । অধিতচ্চার্সৌ কুক্ষী কুটিলশ্চ সদৈর্ঘ্যশ্চ মহার্ঘ্যোইভিনন্দনীয়শ্চ যঃ কচপ্রচয়স্তেন প্রকটীকৃতো
 যা ভা তয়া কৃতং কল্পিতং কামকলাসু মন্তং চামরং যন্ত হে তথাভূত ! হে তামরসাক্ষ ! সম্যগক্ষরং নিশ্চলমুৎকৃষ্টং মধু তত্র
 স চার্সৌ সংশ্চ মধুরশ্চ বোৎসর্গস্তু সেধধুরা মাদ্রল্যাতিশয়গুরা ধুতং ষণ্ডিতং সাধু সুবিম্বফলং যেন তম্ । বসুধায়া ভূমে-
 র্মহাধামনী উৎসবকাস্তী দদাতীতি হে তাদৃশ ॥

১৬১। প্রেমভক্তিপর ভক্তেরা আপনাকে জানে । আমরা তো স্তবমাত্র করে থাকি আপনাকে,
 জানি না । আরও, হে স্তুতি-অগম্য ! হে তীব্র সন্তাপিত জনের তাপহারী ! হে মেঘহ্রাতি তিরঙ্কারী দেহধারী !
 হে অনঙ্গতরঙ্গসহ স্তুর্ধু মিলিত মনোহর শরীরধারী ! হে শত্রু তুচ্ছকারী ও চন্দ্রের গর্বা তুল্যভের পর্ষায়ে এনে
 ফেলবার মতো অপূর্ব চন্দ্রাননধারী ! হে বৃন্দাবনের শোভাদায়ী ! হে অন্য স্পৃহাহারী ! হে আনন্দদায়ী !
 হে হর্ষমিশ্র উৎসুকতা সন্মুখে চঞ্চল ! আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৬২। হে পদ্যকাস্তি কবলকারী ধীর নয়ন ! ভূষিত-কুটিল-সুদীর্ঘ-অভিনন্দনীয় কেশকলাপের
 দ্বারা প্রকাশিত শোভায় রচিত কামকলাসম্মত চামরে হে নয়ন-লোভন ! হে কমলনয়ন ! হে উৎকৃষ্ট গাঢ় মধু
 মাখানো মধুর অধরের মাদ্রল্যাতিশয্যদ্বারা বিম্বফলবিড়ম্বনকারী ! হে জগতের আনন্দ-কমনীয়তাদায়ী ! আপনার
 জয় হোক জয় হোক ।

১৬৩। মৌক্তিকপঙ্ক্তি-কুন্দকসুন্দরদন্ত নিরন্তরভাসুরভাসুরসামলধামরহাস ॥

১৬৪। বিলাসকবংশিকমংশিকনুত্বসরত্বককাঞ্চনপঞ্চক
কুণ্ডলতাণ্ডব-লোলকপোলবতংসকমংস-সগুঞ্জিতমঞ্জু-
সরসধুপোমধুরাগপরাগধুরামল-কোমলমাল্যসুপাল্য-
লসদ্বরপীবরবক্ষসমক্ষরদৌভাগশোভমপারকুপারম ॥

১৬৫। বক্ষসিন্দুসুতাক্সসশঙ্কসুদামনি ধামনিকামসুধামনি বক্ষসি
লক্ষণলক্ষিত-দক্ষিণকৌস্তভবাস্তুনি নিস্তলবস্তুনি হারবিহারতরঙ্গিণি
রিঙ্গিতবল্লভতল্লজতীববধুব্রজহস্তবমুস্তবদুগ্ধতিমল্লদর্পকদর্পণদর্পসমর্পণ
মুৎকটমুৎকরভেল্লসুসান্দ্রসাকরসংকরদৌর্ভরনির্ভর ॥

১৬৩। মৌক্তিকপংক্তিঃ দ্রুতি ষণ্ডয়তীতি তে চ তে কুন্দকসুন্দরদন্তা যন্ত হে তথাভূত। নিরন্তরমেব ভাসুরঃ
কান্তিমাংশাসৌ ভন্ত নক্ষত্রশ্রেব আ সম্যক্ সুরসমমলং ধাম রাতীতি তাদৃশশচ-হাসৌ যন্ত তথা ॥

১৬৪। বিলাসং কায়তি গায়তীতি বিলাসকা বংশিকা যন্ত তম্। অংশি পরিপূর্ণং কং সুখং দর্শনে যশ্চাং, তচ্চ নৃত্যং
চ সরত্বকং চ যৎ কাঞ্চনং তন্ত পঞ্চো বিস্তারো যয়োস্তয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ তাণ্ডবেন লোলৌ চপলৌ কপোলচারিবতংসৌ যস্য
তম্, অংসে স্বন্ধে তদ্ব্যগতক্ষেতর্যঃ। সগুঞ্জিতং মঞ্জু যথা স্যাৎতথা সরন্তো মধুপা যত্র তচ্চ তদ্ব্যমু উৎকৃষ্টো মকরন্দো রাগো
বক্তিমো পরাগঃ পুষ্পরজস্তেযাং ধুরাহতিশয়েনামলং কোমলঞ্চ যম্মালং তেন সুপাল্যং লসদ্বরং পীবরং বক্ষো যস্য তম্,
অক্ষরমচলং সৌভাগ্যং যস্য সা শোভা যত্র তম্। অপারয়া কুপয়া রময়তীতি হে তথাভূতঃ ॥

১৬৫। বক্ষসি লক্ষণলক্ষিতম্। কথন্তুতে? বন্ধুরো মনোহরো যঃ সিদ্ধুস্তাক্সৌ লক্ষ্মীরেখা তত্র সশরং তচ্ছোভা-
চ্ছাদিনসভয়ং সুদাম সুমাল্যং যত্র তস্মিন্, ধাম্যং কান্তীনাং নিকামসুন্দরগৃহে দক্ষিণসা সরলসা কৌস্তভস্য বাস্তুনি বাস-
স্ক্রমৌ নিস্তলবস্তুনি নিরুপমপদার্থরূপে হারাণাং বিহারো এব তরঙ্গাভবতি। রিঙ্গিতঃ সঞ্চারিতো বল্লভতল্লজে প্রিয়মুখ্যে তীত্রে
দুস্ত্রবেশে বধুব্রজে হৃদভবঃ কামো যেন তম্, ততশ্চোদ্বরেবোন্নতিমান্ যো নবো দর্পকঃ কন্দর্পঃ, স এব দর্পণঃ স্বপ্রতি-

১৬৩। মৌক্তিকশ্রেণী তিরস্কারী ও কুন্দকসুন্দর থেকে সুন্দর দন্তে হে রমণীয়। সদা উজ্জ্বল নক্ষত্রের
মতো সম্যক সুরস অমল কান্তিমান্ হাসিতে উজ্জ্বল হে দীপ্তিমান্। আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৪। লীলা-গীতায়ন বংশীধারী, দর্শনে পরিপূর্ণ সুখদায়ী, নৃতন, রত্নখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলের
নটনচঞ্চলতায় গণ্ড্যুপলে রচিত সঞ্চরণশীল প্রতিচ্ছায়া-ভূষণে রমণীয়, মধুর মধুর গুঞ্জারকারী ভ্রমণশীল ভ্রমর
সমন্বিত উৎকৃষ্ট মকরন্দ ও রক্তবর্ণ পরাগের আতিশয্যে অমল কোমল গলার মালিকার দ্বারা সুপাল্য অতি উজ্জ্বল
প্রসস্ত বক্ষদেশা, অচল সৌভাগ্যবিশিষ্ট শোভায় উজ্জ্বল এবং অপার কুপায় ভক্তচিত্তের সুখদায়ী হে করুণা-
সাগর। আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৫। কান্তির বাহুবীজ সুন্দর গৃহস্বরূপ সরল কস্তুরের বাসভূমিস্বরূপ-নিরুপম পদার্থস্বরূপ আপনার
বক্ষে মনোহর লক্ষ্মীরেখাস্থানে, তংশোভা পাছে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ের সহিত সুন্দর মালিকা হুলছে
এবং হারাবলীর লহরী খেলা করে বেড়াচ্ছে। এই বক্ষ প্রিয়মুখ্যা দুস্ত্রবেশ্যা বধুসমূহের অন্তরে কাম সঞ্চারিত

৬৬। গোষ্ঠগরিষ্ঠমহিষ্ঠবরিষ্ঠ মহেন্দ্রসুসান্দ্রমদক্ষয়সুক্ষম নন্দয় নন্দজ

নো নয়য়োদজ্জন্মভূতোদদানবহানদ নির্জরতুর্জয় ভোজয় ভো জয় ॥

১৬৭। ত্রিলোকশোকভঞ্জনঃ সতক্চচিত্তরঞ্জনঃ, ভবপ্রবাহখণ্ডনঃ শিখণ্ডখণ্ডমণ্ডনম্ ।

ক্ষুব্ধকলিন্দনন্দিনীতটাস্তকাস্তকাননে, তমস্তমালগঞ্জনং ভজামহে মহম্মহঃ ॥

—প্রথম শাখা ॥

১৬৮।

জয়, রঞ্জয় মো জয়, যোজয় সাদর পাদরতৌ,

ভবভীভরমর্দয় মর্দয় তুর্মদনির্দয় কামমদাময়মাশয়মাশয় শং জনয়াজনপুঞ্জনিগঞ্জন ॥

বিশ্বাস্পদং তত্র দর্পস্য সমপর্ণং সঞ্চারণং যস্য তম্, উৎকটী মূং হর্ষো যস্য তথাভূতস্য করভেদ্রস্য সুসাহ্রো রসাকরশ্চ যঃ
সংকরঃ স ইব দৌর্বাছন্তস্য ভরেণ ভারেণ নির্ভর নিরতিশয় ॥

১৬৬। গোষ্ঠস্য হিতোপদেষ্টা আশ্রয় আশ্রয় আশ্রয় ক্রমেণ গরিষ্ঠাদিকং মহেন্দ্রস্য সুসান্দ্রমদক্ষয়ে সুক্ষম হে
নন্দজ ! মোহন্যান্ দয়য়া নন্দয় । উদজ্জন্মা ব্রহ্মা, তেন হুত স্তুত ! উদাদানাং দানবানাং হানদ । নাশক ! নির্জরেণ দেবে-
মাপি হুজয় ! ভোজয় স্বয়ং প্রয়োজকো ভূতাহন্য পালয় । ভুজের্গাত্মালোচ্যে ॥

১৬৭। তমস্তমালগঞ্জনমিতি তমোগুণস্ত সাক্ষাদ্বিনাশ এব, তমালস্ত তু সাক্ষ্যেণ তিরস্কারএবাত্র ব্যাখ্যায়ঃ ॥

১৬৮। মোহন্যান্ রঞ্জয় । কেন প্রকারেণ ? সাদরং যথা শ্রান্তধা পাদরতৌ চরণসেবাপ্রীতৌ যোজয় । এবং যোহ-
ন্যান্ জয়, কামবশতাং বিধুয় স্ববশীকৃষিতার্থং । নহু সংসারিণাং যুগ্মকং কথমেবং ভবেৎ ? তত্রাহঃ—ভবভীভরমর্দয় । তত্র
প্রথমং কামমদ এব আমরো ব্যাবিস্তং মর্দয় । যতো তুর্মদেষু তুেষু নির্দয় হে নিকরুণ, ততশ্চ শং কল্যাণং জনয়, জনয়িত্বা চ

করছে, অতঃপর অক্ষুরিত হতে হতেই নব উদীয়মান ঐ নবকামদেব স্বপ্রতিবিশ্বাস্পদ দর্পণে দর্পের সঞ্চার
করছে । উৎকট হর্ষযুক্ত হস্তীশাবকের সুসাহ্রো রসাকর সুন্দর শুঁড়ের মতো ছুই বাছুর ভারে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে
উঠেছে আপনার বক্ষ । আপনার জয় হোক ॥ হোক ॥

১৬৬। গোষ্ঠের হিত উপদেষ্টা আশ্রয় ও মুখা বলে আপনি গোষ্ঠের গরিষ্ঠ-মহিষ্ঠ-বরিষ্ঠ । ইন্দ্রের
অতিসান্দ্র গর্বক্ষয়ে সুক্ষম হে নন্দনন্দন । কৃপাদানে আমাদের আনন্দিত করুন । হে ব্রহ্মা-স্তুত, হে প্রমত্ত
দানবনাশী, হে দেবতাভুজয় । নিজ স্বতন্ত্রায় আমাদের পালন করুন । আপনার জয় হোক জয় হোক ।

১৬৭। ত্রিলোক-শোক-ভঞ্জন সতক্চচিত্তরঞ্জন, ভবপ্রবাহখণ্ডন, শিখিপিচ্ছমৌলী, কলিন্দনন্দিনীর
তটাস্তবর্তী কমনীয় কাননে ক্ষুতিপ্রাপ্ত, তমোগুণের সাক্ষাৎ বিনাশী ॥ তমাল-তিরস্কারী মহান্ তেজকে
ভজনা করছি আমরা ।

—প্রথম শাখা ।

১৬৮। হে অঞ্জনপুঞ্জ-নিগঞ্জন ! আপনার জয় হোক । আমাদের অচুরাগ দান করুন । সাদরে
চরণসেবা-প্রীতিতে নিয়োজিত করুন । এবস্থিধ আমাদের কামবশতা দূর করে স্ববশীভূত করে নিন । (সংসারী
জীব তোমাদের এমন কি করে হবে, এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) সংসার তয়তার মর্দিত করে দিন । তাঁর
মধ্যে প্রথমে কামমদরূপ ব্যাধি মর্দন করুন । যেহেতু আপনি ছুটের প্রতি নির্দয়, তাই হে নিকরুণ ! অতঃপর

১৬৯।

রঞ্জনকুঞ্জবিহারবিকার বিশারদ

শারদচন্দ্রবিতন্দরস্মিত বিস্মিত-কৃদ্বদনাদত

বিষ্করদক্ষরনর্মদ মর্মরসগ্রহণগ্রহ জল্পবিকল্পহ

সুশ্রুতবিশ্রুত জল্পিতকল্পিতকর্ণরসার্ণবশুদ্ধরসোদ্ধব ॥

১৭০। মন্থথসম্মদঘূর্ণনপূর্ণদলংকমলোৎকরহ্রীকরভাকরলোলবিলোচন লোচনরোচন ॥

১৭১। তাপকৃদাপদপায়কৃপায়দ তক্ত্যনুরক্তানুরূপসুরূপ-সুবজ্জনহৃজ্জলজাসনবাসল ॥

আশ্রয়মন্তুঃকরণমাশ্রয় ব্যাপয়; ‘অশু ব্যাপ্তৌ, । হে অঞ্জনপুঞ্জ নিগঞ্জন ! নিজবর্ণকান্ত্যা তিরস্কারক ॥ ।

১৬৯। ‘রঞ্জনো’ রঞ্জকো যঃ কুঞ্জবিহারন্তত এব বিকারো হর্ষাদিভাবোদগমো যন্ত তথা হে বিশারদ ! শারদচন্দ্র-বদবিতন্দ্রং দরস্মিতং মন্দহাসো যন্ত তথা । বিস্মিতকৃতো বিস্ময়কারিণো বদনাং সকাশাদ্বিষ্করস্তিরক্ষরৈরনর্ম দদাসি । বতেতি হর্ষে । মর্মণ্যপি যৌ রসস্তস্য গ্রহণে গ্রহ আগ্রহো বস্য তথা । জল্পবিকল্পৌ বিবাদসংশয়ো হস্তীতি তথাভূতং যৎ সুশ্রুতং বেদশাস্ত্রং তত্র বিশ্রুত বিখ্যাত ! “শ্রুতমাকর্ণিতে বেদে” ইতি মেদিনী । জল্পিতেন বচনেন কল্পিতঃ কর্ণয়ো রসার্ণবো যেন তথা শুদ্ধরসেনৈবোদ্ধব উৎসবো বস্য তথা ॥

১৭০। মন্থথেন কামেন হেতুনা সন্যদে বিজ্ঞমানমদে ঘূর্ণনপূর্ণে দলংকমলোৎকরাণাং ক্ষুটংপদ্মসমূহানাং হ্রীকরে তিরস্কারিণী ভানাং কাস্তীনামাকরো ধনি তজ্জপে লোলে চপলে বিলোচনে নেত্রে বস্য তথা, লোচনানি সর্বজননেত্রাণি রোচয়তীতি তথা ॥

১৭১। তাপকৃদ্যা আপদ্বিপজ্জিতস্যাপ্যায়ো যতন্তথাভূতা কৃপা বস্য তথা; অয়ঃ শুভাবহো বিধিভূং দদাতীতি তথা, ভক্তিভঞ্জনমুরক্তিঃ প্রেম তদনুরূপেণ সুরূপং শোভনং সৌন্দর্যং সুবতাং স্তবতাং জনানাং হৃদেব জলজাসনং কমল-রূপমাসনং তত্র বাসং লাতীতি তথা ॥

কল্যাণের উদয় করান, উদয় করিয়ে অন্তঃকরণ ভরে প্রকাশিত থাকুন ।

১৬৯। মনোরঞ্জনক কুঞ্জবিহার থেকে উদিত হর্ষাদি ভাবে অভিভূত হে বিশারদ ! আপনি শারদচন্দ্রের মতো জড়তাহীন মন্দহাসিতে উজ্জ্বল । অহো, আপনি বিস্ময়জনক নিজবদন থেকে চ্যুত অক্ষরের দ্বারা নর্ম-রসের উদয় করান—মর্মেও আপনার যে রসপ্রবাহ আগ্রহও তারই গ্রহণে । বিবাদ-সংশয় মোচক বেদশাস্ত্রে আপনি বিখ্যাত । আপনার কথায় রচিত হয় কর্ণরসার্ণব, আপনার নিজের আনন্দ উপজয় শুদ্ধরসে ।

১৭০ হে কামহেতু মদযুক্ত-ধন ঘন ঘূর্ণমান-প্রক্ষুটিত পদ্মসমূহের তিরস্কারী-কাস্তিধনি চপল নয়ন ! আপনার নয়ন সর্বজনের নেত্রে তৃপ্তি দান করে ।

১৭১। হে তাপদায়ী বিপত্তি নিরাময়কারী কৃপাধার ! হে শুভাবহ বিধিদায়ি ! ভজন ॥ প্রেমানু-রূপ শোভন সৌন্দর্য বিশিষ্ট স্তুতিপর জনের হে হৃদকমলাসনবাসি !

- ১৭২ । কোপযমোপমশক্রপরাক্রমমণ্ডলখণ্ডনচণ্ডিমমণ্ডন
হেলনখেলনশৈলবিতোলননির্ভরদোঁর্ভরতাণ্ডবপাণ্ডর
পঙ্কজশঙ্কন-হংসবতংসন রূপনিরূপকপুষ্টিদিকৌত্তিক ॥
- ১৭৩ । বামকরামলপদ্মসুসদ্বলগোত্র বিচিত্রচরিত্রপবিত্র
চরাচরগোচরখেচরভূচরবিস্ময়নস্ময়কার মহারয় ॥
- ১৭৪ । বল্লববল্লভ সুপ্রথ সুপ্রভ দুর্মদদুর্মরদুর্ধরবার্ধরবর্গনিসর্গ-
সুকষ্টসুরিষ্টসুপীবরসম্বরসঞ্চয়সঞ্চরণাকুলগোকুলরক্ষণদক্ষ
লসত্তমবৃত্তজবাঙ্কুতসদ্বৃজবিক্রমচক্রমহত্তর সত্তম ॥

১৭২ । কোপেন যমোপমস্যাপি শক্রস্য পরাক্রমমণ্ডলং খণ্ডয়তি যশচণ্ডিমা তেনৈব মণ্ডনং ভূষণং যস্য তথা । হেলনেন হেলনৈব খেলনশৈলস্য ক্রীড়াপর্বতস্য বিতোলনমুরনং তত্র নির্ভরস্য দোষো ভূজস্য ভরেণ ভারেণ তাণ্ডবং নাট্যাং যয়োস্তে পাণ্ডরপঙ্কজশঙ্কনে শ্বেতকমলশঙ্কাধারিণী হংসবতংসনে সূর্যোপমকুণ্ডলে যস্য তথা; রূপনিরূপকস্য পুষ্টিদা কীৰ্ত্তিধাতা তথা ॥

১৭৩ । বামকর এবামলপদ্মং তদেব সুসদ্বলং তং লাতি গোত্রঃ পর্বতো যস্য তথা । বিচিত্রেণ চরিত্রেণ পবিত্র । হে চরাচরাণাং গোচরখেচরাণাং দেবাদীনাম্ ভূচরাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ বিস্ময়নেন স্ময়কার ঈষাক্সাকারক ! হে মহারয় মহাবেগ উৎসবালয়েতি বা ॥

১৭৪ । বল্লবা এব বল্লভা যন্ত তথা; শোভনা প্রথা যস্য তথা । হে সুপ্রভ ! দুর্মদশ্যসৌ দুর্মরো মরণশূন্যশ্চ দুর্ধরো ধর্তুশ্চ মশক্যশ্চ যো বার্ধরবর্গঃ প্রলয়মেঘসমূহস্য নিসর্গাদতিবৃষ্টরূপস্বভাবাৎ সুকষ্টোৎকৃষ্টদশ্চ সুরিষ্টোৎকৃষ্টশ্চ সুপীবরোহতিপুষ্টিশ্চ যঃ সংবরসঞ্চয়ো জলসঞ্চয়স্তস্য সঞ্চরণাদাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে দক্ষ; “রিষ্টং ক্ষেমাশুভাভাবেষু” ইতি, “নীরক্ষীরাম্ভসংবরম্” ইতি চামরঃ ! লসত্তমশ্যসৌ বৃত্তো দৃঢ়শ্চ জবেনাভূতশ্চ সংশ্চ যো ভূজবিক্রমস্তস্য চক্রেণ মহত্তর ! হে সত্তম ॥

১৭২ । হে ক্রোধে যমতুলা ইন্দ্রের পরাক্রমমণ্ডল-খণ্ডনকারী ও প্রচণ্ডতাকপ ভূষণধারী ! হে হেলায় খেলায় পর্বতোত্তোলনে নির্ভর বাহুভারে নটনকারী, শ্বেতকমল শঙ্কাধারী ও সূর্যদম উজ্জল কুণ্ডলধারী ! হে রূপ অবগতির জন্য আবিষ্ট ভক্তের বাজাপুর্তিদায়ীরূপ কীৰ্ত্তিমান্ ।

১৭৩ । হে চরাচর-গোচর দেবমনুষ্যাদি সকলের বিস্ময়-স্মিতকারক ! হে মহাবেগ ! আপনার বাম করতলরূপ গৃহ গিরিধারণ করে থাকে । আপনি বিচিত্র চরিত্রে পবিত্র ।

১৭৪ । হে সুপ্রভ ! গোপীগণই আপনার বল্লভা । শোভন নিয়মের পালয়িতা আপনি । দুর্ধ্ব-মরণশূন্য-বিরামে অশক্য প্রলয় মেঘের অতিবৃষ্টরূপ স্বভাব হেতু অতি কষ্টদ-অতি অশুভ-অতি পুষ্টি জলসঞ্চয়ের সঞ্চরণ হেতু আকুল গোকুলের রক্ষণে দক্ষ আপনি ।

১৭৫। নিস্তুলনশ্চ দয়াময় কামদ চিদ্রসনসদয়নবৃন্দবিনিন্দনবিগ্রহবিগ্রহ-
জাগ্রদবুগ্রহ দক্ষ বিপক্ষবিনিগ্রহণোগ্র বিশিষ্টসদিষ্টদ তুষ্টকৃষ্টদ ॥

১৭৬। দলংকদম্বকেশরপ্রভাবিড়ম্বিদম্বর-
 চ্ছবিচ্ছটাব্রাস্মরো মহামনস্বিনাং বরঃ ।
 মদান্ধতাশুরঙ্করং জিগায় যঃ পুরন্দরং
 জুগোপ গোপগোকুলং স বস্তুতঃ স্তুতোহিস্তু নঃ ॥

—দ্বিতীয় শাখা ॥

১৭৭। দেব বকীবকবৎসকবৎসকলাসুরভাসুরগবহদেবর
 ধুক্ষণসুক্ষম তুঙ্গভুজঙ্গমদৈতামহাতায়দক্ষ রিপুক্ষয়-
 শৌণ্ডিমপণ্ডিত চণ্ডিমখণ্ডিত-পদ্মজপদ্মজতামদ
 ধামজবাহিতবাহিতকালিয় পালিত-সুরসুতারস
 মোহদসাহস দাবদবাবর বঙ্কুযু বঙ্কুর ॥

১৭৫। নিম্নলিখ শব্দসংক্ষেপ যতন্তুখা। হে দয়াময় ! হে কামদ ! চিদ্বদনশাসৌ সংস্রবদ্যসা বিনিম্বনঃ
কান্ত্য তিরস্কারকশ্চ যো বিগ্রহো দেহন্তস্য বিশিষ্টো গ্রহো গ্রহণং প্রপঞ্চলোকে প্রকটীকরণং তেন জাগ্রদনুগ্রহো যত্র তথা ।
হে দক্ষ ! বিপক্ষাণাং বিনিগ্রহে উগ্র ! হে বিশিষ্টসদ্বিষ্টদারক ! হুষ্টানাম্ মুকুটদ ॥

১৭৬। উদ্বর আটোপঃ; বহুতো যথার্থতঃ ।।

১৭৭। হে দেব! বকী পুতনা চ বকশ বংসকশ তত্ত্বভেবামিব সকলানুরাগং ভাসুরং গবং হন্তীতি তাদৃশো দোর্ববো ভুজবরো যস্য তথা। ধুকণং বন্ধুসন্তর্পণ তত্র সূক্ষম। তুঙ্গভুজঙ্গমোহধাপুরো দৈত্যান্তস্য মহাত্ম্যে মারণে দক্ষ।
রিপুক্ষয়ে যঃ শৌণ্ডিম! মত্ততা তত্র পণ্ডিত! চণ্ডিগ্না খণ্ডিতঃ পদ্মজস্য ব্রহ্মণঃ পদ্মজ্যতামদো যেন তথা। ধামজবস্য তেজো-
বেগস্যাহিতেনাধানেন বাহিতো নির্ধাপিতঃ কালিয়ো যেন তথা, পালিতঃ সুব্রুসু তায়্য যমুনায়্য রসো জলং যেন তথা;

১৭৫। অতুল কল্যাণদায়ী হে দয়াময় ! হে কামদ ! চিৎসন-পূর্ব-কান্তিতে মেঘমালা তিরস্কারী
দেহের প্রপঞ্চলোকে বিশেষভাবে প্রকটীকরণের দ্বারা জাগ্রত অনুগ্রহকারী হে দক্ষ ! বিপক্ষ দলনে উগ্র ! হে
বিশিষ্ট শোভন ইষ্টদায়ী ! হে দুঃখগণের সুকষ্টদ !

১৭৬। হে শ্রম্ভুটিত কদম্বকেশরপ্রভা তিরস্কারী আটোপকাস্তির ছটায় শ্রেষ্ঠ পীতাম্বরধারী। হে মহামনীষীগণশ্রেষ্ঠ। মদাক্ততায় ধুরন্ধর ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন, গোপ-গোকুলকে যিনি পালন করেছেন সেই গিরিধারিলালই যথার্থতঃ আমাদের স্তুতির বস্তু হোক।

— দ্বিতীয় শাখা ।

১৭৭ : হে দেব ! আপনি তো পুতনা-বকাসুর-বৎসাসুরাদি সমস্ত অসুরের চমকদার গর্বের নাশকারী বাহুসমন্ভিত, বহু জনের দম্ত্তপণে স্তম্ভমর্থ, বিক্রমো সর্প অঘাসুরের মারণদক্ষ, রিপুঙ্কয়ের মাতামাতিতে নিপুণ, ক্রোধে ব্রহ্মার ব্রহ্মাইপনা গর্ব খণ্ডনকারী, তেজবেগের ধারণে কালিয়ের নিবাসনকারী, যমুনার জল রক্ষণকারী,

- ১৭৮। গোপসুতাপরভাগসুরাগরহস্ত্যতরশ্চলুযন্ত্যুরজ্যলুযকধুরন্ধর
তৎপটঙ্গংপর হাসবিলাসকলাপ-শুলাপক ॥
- ১৭৯। বিপ্রবধূপ্রণয়ক্ষণসক্ষণ মিন্নতদমপরিগ্রহশাওপটো হঠতো
হতযজ্ঞসমস্ততয়োকতবুদ্ধির মন্দপুরন্দরসৃষ্ট-বিরষ্টিসংগ্রহসহজ
সখেলসহেলতয়োরমিতোয়তপবর্তপবর্দ সন্মতসন্মদ ॥
- ১৮০। ভোজয় ভো জগদন্তকরগুগজন্তকমন্তুবিনাশকদাশ
বিভো জয় ভো জনলোচনরোচন ॥
- ১৮১। শৈলশিখালসদাহতিসাহসনন্দনকন্দলবোৎসববৎসল ॥

বন্ধু মোহদঃ সাহসং যস্য তথা । তদেবাহঃ-দাবদবাবনবহঃ সকাশাদবং রক্ষণং রাতি দদাতীতি তথা; হে বন্ধুর সুন্দর ॥

১৭৮। গোপসুতান্নাং পরভাগঃ সৌন্দর্যং সুরাগোহতিপ্রেমা চ তাভ্যাং রহসাং রহসি ভবং তরো বেগবিশেষ-
ন্তেন হেতুনাংলুযন্ত্যাহলুযদেণ হেতুনাং যোহলুয়াগালুযকজ্ঞ ধুরন্ধর । তস্মৈয প্রকারমাছঃ-তাসাং পটানাং হংপর হরণপর,
ততশ্চ হাসবিলাসয়োঃ কলাপো বৃন্দং যত্র তদযথা স্যাতথা সৃষ্টু লপতি ভাষত ইতি তথা ॥

১৭৯। বিপ্রবধূনাং প্রণয়ক্ষণে প্রেমসময়ে সক্ষণ সোৎসব । মিন্নং মিন্ধং যন্তদন্নং তস্য পরিগ্রহণেংগ্রপটো হে মুখ্যচতুর !
হঠতো হঠাদেব হতো যজ্ঞঃ সমজ্ঞা কীর্তিচ্চ যস্য তস্য ভাবন্ততা তয়া হেতুনোক্ততাং বুদ্ধিং রাতি গৃহ্যাতীতি সঃ । মন্দো
যঃ পুরন্দরন্তেন সৃষ্টং যদবৃষ্টিসংগ্রহং তস্য সহসন্তজসঃ সকাশাং ত্রায়ত ইতি তথা । সখেল-সহেলতয়োরমিতেন পবর্তেন
হেতুনাং পর্ব উৎসবং দদাতীতি তথা । তদেব স্পষ্টয়ন্তি-সন্মতঃ স্বস্বোচিতঃ সন্মদো হর্ষো যস্মাতথা ॥

১৮০। জগদন্তমেব করণং তত্র গতানাং জন্তুকানাং নিকৃষ্টজীবানাং মন্তরপরাধত্ববিনাশকদাশা যস্য তথা, ভো
বিভো প্রভো ! জনলোচনানি যোচয়তীতি তথা ॥

১৮১। শৈলশিখানাং গোবর্ধন শৃঙ্গাণাং কর্তৃণাং লসতা স্পষ্টেনাহতিসাহসেন নন্দনস্যোজ্ঞোচ্চানস্য কন্দলবো
বন্ধুগণের মোহপ্রদ সাহসাস্থিত, বন্ধুগণকে বনবহিঃ থেকে রক্ষণকারী হে সুন্দর !

১৭৮। সৌন্দর্য ও অতিপ্রেমের সহিত গোপকন্যাদের গোপন মেলামেশা হেতু উভয়ের মনের বেগ
প্রবলতা ধারণ করলে যে অলুরাগ-সম্বন্ধ গড়ে উঠে তাতে আপনি ধুরন্ধর । আপনার এ-ধুরন্ধরতা দেখা যায়
গোপকন্যাদের বস্ত্রহরণ ব্যাপারে- হরণের পর নানাবিধ হাসবিলাসে ও মধুর মধুর বাক্যবিলাসে ।

১৭৯। বিপ্রবধূনের প্রেমসময়ে হে উৎসবমুখর ! মিন্ধ অন্ন পরিগ্রহণে হে চতুরমুখ্য ! হঠাৎ-ই যজ্ঞ
ও কীর্তি ভঙ্গ হেতু উক্ততবুদ্ধি পুরন্দরের সৃষ্ট বৃষ্টিসংগ্রহের তেজ থেকে হে উদ্ধারণ । পর্বতরাজকে হাতে
উঠিয়ে ধারণ করাতে সকলের উৎসবদায়ী-হে স্বস্বচিত্তের ভাবানুসারে হর্ষদায়ী !

১৮০। জগদন্তাওগত নিকৃষ্ট জীবের অপরাধ বিনাশের অভিপ্রায়যুক্ত হে প্রভু জনলোচন-রোচন ।
আপনার জয় হোক ।

১৮১। স্তব্যকৃত সাংঘাতিক লাহসে পর্বতচূড়া দ্বারা ইচ্ছের নন্দনবনের মূলোৎপাটনকারী হে স্বজনা-
নন্দ-বর্ধন ।

১৮২। কিং পুরু কিংপুরুষাস্তব শস্তুরূঢ়েঃ শুভমাশু ভগন্ত, বিদন্ত ভগো গুণম। গুরু কে পুনরাপুরু-
দারতমা বত কাস্ততদন্ত তথা স্বাস্ততুর্গম দুর্গতহীনসুদীননতাতিকৃতাবন ॥

১৮৩। ধুক্ষয় নোহক্ষতয়া কুপয়া কৃতমোদমহোদধিমজ্জনসজ্জধিয়ো হতমোহতমস্তুরসস্ততভক্তিবিরক্তি-
মতন্তব নিস্তমসঃ স্তবশস্তমতীন্ কুরু নঃ কুমতিং তু হুমোহতু ভবন্তমন্তভমীশ বয়ং শরণং করুণং করবাম নমাম
চ নাম ভগাম চ ভো জয় ভো জগদুত্তম চিত্তগ ॥

১৮৪। বিপক্ষলক্ষতক্ষণং স্বপক্ষপক্ষরক্ষণং, ক্ষণেক্ষণে ক্ষণপ্রদং সগবগব'খব'ণম্ ।

কুপাবিপাকপালিতে ত্রজে বজ্রদ্বজেশ্বর-বজ্রেশ্বরীমহামহং ভজামহে মহম্মহঃ ॥

মূলোৎখাতো যমাত্তথা। কিঞ্চ, হে উৎসববৎসল ! স্বজনানন্দবর্ধক ইত্যর্থঃ ॥

১৮২ কিম্পুরুষাস্তব পুরু শুভং কিমাশু শীঘ্রং ভগন্তস্তবন্ত, ন কিমপীতার্থঃ। কথংভূতস্য তব ? শস্তুরূঢ়েঃ প্রশস্ত্য
সৌন্দর্যস্য, হে ভগো ভগবন্ কে গুণম্ আ সম্যক্ গুরু যথা স্যাতিতথা বিদন্ত। বত খেদে, কে উদারতমা গুণমাণুঃ প্রাপুঃ।
হে কাস্ততদন্ত, কাস্তো রম্যস্তেবাং গুণানামন্তঃ স্বরূপং যত্র তথা; “অন্তো নাশে স্বরূপে না” ইতি মেদিনী। যথা তেন প্রকা-
রেণ চ নোহস্মান্ ধুক্ষয় জীবয়েত্যধ্বয়ঃ। অসাবৃতৈরভক্তৈর্দুর্গম দুজ্জয়। দুর্গতাশ্চ হীন্যাশ্চ সুদীন্যাশ্চাপি যেন তাত্ত্বয়ামতি-
শয়েন কৃতমবনং যেন তথা ॥

১৮৩। অক্ষতয়া কুপয়া কৃতং মোদমহোদধৌ মজ্জনং যয়া তথাভূতা সজ্জাধীর্থেবাং তথাভূতান্নোহস্মান্ কুরু। এবং
দ্বিতীয়াস্তানাং কুর্বিত্যনেনৈবাবধ্বয়ঃ। হতং মোহতমসস্তরো বেগো যেষাং তান্। তব ততা বিগৃতা ভক্তিচ্চ বিরক্তিচ্চ
তবতঃ। নিস্তমসস্তমোরহিতান্ স্তবৈঃ স্তুতিভিঃ শজা মতির্থেবাং তথাভূতান্। কুমতিং তু ঋণ্ডয়; ‘দো অবখণ্ডনে’
লোটি। অতু ভবন্তু হুমঃ স্তমঃ। অনন্তভমপরিমেয়কাস্তিম, হে ঈশ ॥

১৮২। নীচজন আমরা প্রশংসনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী আপনার প্রচুর মঙ্গল-প্রশস্তি কি শীঘ্র
গাইতে সমর্থ হব ? হে ভগবন্ ! আপনার গুণ সম্পূর্ণরূপে কে জানবে ? হায় হায় কেই-বা এমন উদারজন
আছে যে এমন গুণের অধিকারী হতে পারে ? কেউ পারে না। হে রম্যগুণস্বরূপ ! আপনি যেমন একদিকে
অভক্তের দুস্তেয় আবার অন্যদিকে তেমনই দুর্গত-হীন-সুদিন জনও যদি আপনার শরণাগত হয় তবে অতিশয়-
রূপে তাঁর পালনকর্তা।

১৮৩। তাই বলছি, এই প্রকারেই অবিনশ্বর কুপায় আমাদের রক্ষা করুন। আপনার এইরূপ কুপায়
যাতে আনন্দ-মহাসাগরে উন্মজ্জিত হওয়া যায় সেইরূপ সুসজ্জিত বুদ্ধিতে দীপ্ত করে দিন আমাদের। মোহ-
তমসাধেগে মৃতপ্রায় আমাদের আপনার প্রসরণশীল ভক্তি বিরক্তি দান করুন। তমোরহিত স্তুতিতে মতিমান
করে দিন। আমাদের কুমতি খণ্ডন করে দিন। আজ এই এখন আপনাকে প্রণাম করছি। অপরিমেয় কাস্তি-
মান্ হে ভগবন্ ! হে করুণ ! আমাদের করুণা করুন, যাতে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করতে পারি, আপ-
নাকে প্রণাম করতে পারি এবং আপনার নামকীর্তন করতে পারি। জয় জয় হে জগতের উত্তমজন
বক্ষাবিলাসী।

১৮৪। লক্ষবিপক্ষ বিনাশী, স্বপক্ষ সম্প্রদায় রক্ষক, প্রতিক্ষণে আনন্দদায়ী, অহঙ্কার জনিত আত্মশ্লাঘা খর্ব-

—তৃতীয়া শাখা ॥

১৮১।

শ্রীবলদেবকনিষ্ঠ মহিষ্টকনিষ্ঠ গরিষ্ঠপটিষ্ঠ দরিষ্ঠ-
পবিত্রবিচিত্রচরিত্র ন কুত্র চমৎকৃতিমৎকৃতিমানতি-
মানতিরস্কৃতদুষ্কৃতিকল্মষবস্তুতিরস্কন বন্ধনমোচন

শোচনরোচন কোচনকাশননাশনরক্ষণসক্ষণ সদগুণ সদগণ ॥

১৮৬। বল্লবতল্লজকল্মষকয়াহুজনাধিক-সাধিত-সৌভগশোভিত সন্তময়াত্তকলাধিকরাধিকয়া স্ময়বিস্ময়-
হাসবিলাসযথার্থসমর্থনদর্পকদর্প নমদু্যদয়োদ্ধুতপর্বরপর্বত ॥

১৮৪। ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণমেব ক্ষণপ্রদমানন্দদং মহো ভজামহে। কথন্তুতম্? ব্রজে ব্রজং জদমম্। কুপার্য
বিপাকঃ পরিপাকন্তেন পালিতে ॥

১৮৫। মহিষ্টে কে স্মৃষে নিষ্ঠা যন্ত তথা: গরিষ্ঠাদিকং চরিত্রং যন্ত তথা; চমৎকৃতিমতী কৃতি: ক্রিয়া তদান্ তং
কুত্র ন, অপি তু সর্বত্রৈবেত্যর্থ:। অতিমানেনাতিসেবয়া তিরস্কৃতানি দুষ্কৃতানি যত: স ত্রম্। অবন্তন: সংসারাত্মতিরস্কন
বিনাশক, অতএব হে বন্ধনমোচন! ততশ্চ শোচনেভ্যো ন সেবিতবন্তো বয়মেতাবস্ত্য কালমিত্যাহুশোচন্ত্যো রোচন
রোচক। ততশ্চ তেষাং কোচনকাশনয়ো: সঙ্কোচপ্রকাশনয়োর্থাংসংখ্যোন নাশন রক্ষণাভ্যাং সক্ষণ সোৎসব! সত্যমুৎ
কৃষ্টানাং গুণানাং সন্ বর্তমানো গণো যত্র তথা ॥

১৮৬। বল্লবতল্লজকল্মষকয়া শ্রেষ্ঠগোপকল্মষাহুজনাধিকং যথা শ্রান্তথা সাধিতং যৎ সৌভগং তেন শোভিত।
সন্তময়া আন্তকলা চাসৌ অধিকা চ য়া রাধিকা তয়া সহ স্ময়াদীনাং যথার্থমেব সমর্থনং যত্র তথাভূতো যো দর্পক: কামন্তে-
নৈব দর্পো যন্ত তথা। নমতাং প্রণমতাং জদয়ং মনো যত্র তথা। উদ্ধুত: পর্বদায়িপর্বতো যেন তথা ॥

কারী, কুপার পরিপাক দশাধারা পালিত ব্রজে পর্যটনশীল এবং ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী মহামহোৎসবস্বরূপ
মহাতেজকে আমরা ভজনা করছি।

—তৃতীয়া শাখা।

১৮৫। হে শ্রীবলদেব-কনিষ্ঠ! নিষ্ঠা আপনার মহান্ স্মৃষে। হে পূজ্যতম অতি নিপুন-দূরতম-
পবিত্র বিচিত্র চরিত্রবান্। চিত্তচমৎকারকারী লীলাবিলাসী আপনি কোথায় বিদ্যমান্ নন্? সর্বত্রই বিদ্যমান্।
যাঁর তাঁর সেবায় দুষ্কৃতি নাশ হয়ে যায়, আপনি সেই শ্রীহরি। আপনি সংসারের সম্পূর্ণ বিনাশ কারক, অতএব
হে বন্ধনমোচক! এতকাল আমরা সেবা করিনি, এরূপ অনুশোচনাকারী জনের রোচক আপনি। হে অনুশোচনা-
কারী ও সেবাকারীদের জড়সড়ভাব ও বিকাশ যথাক্রমে নাশ ও রক্ষায় আনন্দোচ্ছল! হে উৎকৃষ্ট গুণসাগর!

১৮৬। হে গোপকল্মষশ্রেষ্ঠা রাধাধারা অহুজনা থেকে অধিকরূপে সাধিত সৌভাগ্যে শোভন।
পূজ্যতম-প্রাপ্তকলা-সর্বশ্রেষ্ঠা রাধিকা সহ স্ময়-বিস্ময়-হাসবিলাসের দ্বারা যথার্থভাবে সমর্থিত কন্দর্পবেগে গর্বিত
হে মদনদর্পহর! হে উৎসবদায়ী গিরি উত্তোলনকারী! প্রণত জনের মন আপনাতেই পড়ে থাকে।

১৮৭। সর্বদা শব্দ-বিরিঞ্চিমুখা-বিচক্ষণলক্ষবিলক্ষণকক্ষবিশিষ্টসদৃষ্টদ মিষ্টসুদৃষ্টদ তুষ্টিসুপুষ্টিদদৃষ্টি-
সুহৃষ্টিদমূর্ত্তিক কীৰ্ত্তিকথাতিসুপূর্ত্তিক ॥

১৮৮। গোপবধূপদসঞ্চলনাঞ্চদলঙ্কৃতবাক্তকিকিঞ্চিশক্তিভিণ্ডিমচণ্ডিমমগ্নথল্লম্মকারবিকারবিলাসবিকাশ-
বিশেষণ শেষমুখৈঃ কিল তৈঃ কিমু গম্যামগম্য তবেহিতমাহিততৰ্ককুতৰ্কপরৈরপরৈরপবারণ তারণকারণবারণখেল
সহেলগতেহদরমোদগ ॥

১৮৯। ভোক্তব কস্তবনেহস্ত, ন বস্ত বরং তদন্তমলস্তব শস্তম তত্ত্বমতত্ত্ববিদো বিষয়ো বিবিধা হি বিধা
হিতকর্ত্তববর্ত্ত যস্ত রহস্ততমস্ত রহস্তত এব ন দেব তবেহিতমুহিতমোশ মহেশমুখৈরপি তৈরমূনা কিমু নাকিজনেন

১৮৭। হে সর্বদা! শব্দ-বিরিঞ্চিমুখা অক্ষিনঃ পূজকা যে বিচক্ষণান্তেবাং লক্ষ্যায় বিলক্ষণকক্ষক বিশিষ্টক সৎ
শোভনক যদিষ্টং তদদাতীতি তথা। মিষ্টং মধুরং সুদৃষ্টমতিভাগ্যং দদাতীতি তথা তুষ্টিসুপুষ্টিদা চ দৃষ্টেঃ সুদৃষ্টিদা চ মূর্ত্তি-
বস্ত, তথা কীৰ্ত্তিকথয়া আৰ্ত্তেঃ পীড়াতঃ সুপূর্ত্তিঃ সুষ্ঠু পালনং বস্মাতথা; বধা, কীৰ্ত্তিকথায়ামাতিব্রতকৰ্ণা তস্তাঃ পূর্ত্তিৰস্মাতথা।

১৮৮। গোপবধবাঃ পদয়োঃ সঞ্চলনেনাঞ্চদলঙ্কৃতং চপলনুপুৰুষ বাক্ততা বাক্তারবৃত্তা কিকিঞ্চিশ্চ তাভ্যাং শক্তিভো
ডিণ্ডিমচণ্ডিমা যস্ত তথাভুতেন মম্মথেন কামেন হদি মমকাররূপো যো বিকারপ্তস্তাচ যো বিলাসপ্তস্ত বিকাশং প্রকাশং
বিশেষয়তীতি তথা, শেষমুখৈঃ সঙ্কৰ্ণাদিভিস্তৈঃ প্রসিক্তৈস্তবেহিতং কিমু গম্যাম্, ন গম্যামেবেত্যর্থঃ। হে অগম্য। জ্ঞাতু-
মশক্য! অপরৈরপরৈরাহিততৰ্ককুতৰ্কপরৈরপবারণমাচ্ছাদনং যস্ত তথা, হে তারণস্য কারণবারণস্য গজসেব বেলা যস্য
তথা; সহে লা গতিৰ্যস্য তথা; হে অদরমোদগ। অনন্তহর্ষবৃত্ত ॥

১৮৯। তব স্তবনে স্তবতো কোহস্ত, ন কোহপীত্যর্থঃ। তব তত্ত্বমতত্ত্ববিদো ন বিষয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশং তত্ত্বম্?
বরং শ্রেষ্ঠং বস্ত তদনির্বচনীয়মনস্তমপরিচ্ছিন্নম্। অলমতিশয়েন, হে শস্তম! বিবিধা বিধা বহুবিধং বিধানং হে হিতকর্ত্তঃ
হিতকারিন, যস্য রহস্যাতমস্য তব রহস্যাবর্ত্তত, অতএব হে দেব! হে দৈশ! মহেশমুখৈস্তৈরপি তবেহিতং নোহিতং

১৮৭। হে সর্বদাতা! আপনি শিবব্রহ্মা প্রমুখ বিচক্ষণ পূজ্যগণের মধ্যে লক্ষ লক্ষকে বিলক্ষণ
কক্ষার বিশিষ্ট সুশোভন মঙ্গল দানকারী, মধুর অতিভাগ্যদায়ী, হর্ষে উচ্ছলনকারী, নয়নে সুন্দর জ্ঞানদায়ী তথা
কীৰ্ত্তিকথাতে অতি উৎকণ্ঠার পূর্ত্তিদায়ী।

১৮৮। গোপবধুর পদসঞ্চালনে চপল নুপুর ঐ বাক্তারিণী কিকিঞ্চীর বাক্তারে যার ডিণ্ডিমচণ্ডিমা
ভয়ে শক্তি হইয়া উঠে সেই কামের দ্বারা 'মমকার'রূপ যে বিকার উপস্থিত হয়, আবার সেই বিকার হেতু যে
বিলাসের উদয় হয়, তাকে আপনি বিশিষ্টতা দান করে থাকেন। হে অগম্য! আপনার লীলা সেই প্রসিক্ত
সঙ্কৰ্ণাদি দ্বারাও কি অগম্য? হ্যাঁ অগম্যই তো বটে। তা হলেও অধার্মিক জনেরা তর্ক আরোপ করে নিলে
ঐ কুতৰ্কপরদের দ্বারাও তো আপনার উপর আরও আবরণই শুধু নিক্ষেপ করা হয়। হে সংসারোদ্ধার-কারণ!
আপনার লীলা মত্তগজের খেলার মতো, হে অতিহর্ষোচ্ছল।

১৮৯। ভো, আপনার স্তব কে করতে পারে? আপনার তত্ত্ব অতত্ত্ব-জ্ঞানীদের জ্ঞানের বিষয় হয়
না। কারণ আপনার তত্ত্ব-তো অতি শ্রেষ্ঠ বস্ত, অনির্বচনীয় ও অপরিচ্ছিন্ন। হে শস্তম! এতে আর বেশী
বলবার ক্ষি আছে। হে হিতকারী! শাস্ত্রের বিধান বহুপ্রকার। রহস্ততম আপনার রহস্ত নিত্য বর্তমান। তাই

ধনেন-জলেন-মুখেন বসন্ ভগবন্ ভব নো হৃদ সৌহৃদধামনি কামদহাস রসাসুরজর্জরনির্জরবৃন্দমন্দরুচং কুশলং
কুরু ॥

১৯০ । বিদম্ভমুগ্ধসুন্দরীকদম্বচুস্চন্দ্রং, সুমঞ্জুকুঞ্জকুঞ্জরং নবাজ্ঞানৌষগঞ্জনম্ ।

অনঙ্গরঙ্গমঙ্গলপ্রসঙ্গতুলসঙ্গরং, রহো মহো মহোনয়ঃ হুমো হুমো হুমো হুমঃ ॥

১৯১ । ইতোং স্তব স্তবকিত-ভারতীভারতীব-সিন্ধু-বিজ্ঞাধর-প্রমুখমুখরিতেষু দিশাং মুখেষু গুরুতর-
চমৎকারকারণসমুৎকসমুৎকমানসা মানসারাঃ সর্ব এব গোপা। গোপায়িতরং বৃজপুরস্ত রশ্চরিতমুপগম্য সপ্রশ্রয়ং
শ্রয়ন্তঃ কিমপি নিবেদয়াস্বভূঃ—‘হংহো ব্রজাবীশা বীশাবলাহেতোরিনং বঃ পৃচ্ছামোহচ্ছামোদাঃ । যদিহ
ন বিতর্কিতম্ । ততশ্চামুনা নাকি-জনেন সর্গবাসিদেবেন কিমু, ন কিমপীত্যর্থঃ । ধনেনঃ কুবেরশ্চ, জলেনো বরুণশ্চ,
তন্মুখেন তদাদিনা হে ভগবন্ ! নোহস্মাকং হৃদি বসন্ ভব । কথন্তু হৃদি ? সৌহৃদস্য ধামগ্ভাশ্রয়ে । হে কামদহাস !
রসায়ঃ পৃথিব্যা যেষ অসুরাঃ কংসাত্মাঃ জর্জরং নির্জরবৃন্দং দেবসমূহমন্দরুচং কুরু, কুশলং যথা শ্রাতৃণা, কুশলযুক্তমিতি
বা ॥

১৯০ ॥ মহাহৃদয়ো বস্যা তন্নহঃ কিমপি তেজো হুমঃ স্তমঃ, চুষে চুষনে চুষর আটোপো বস্যা তৎ । অত্র ত্বং
স্তমহে; স্তবীত্যাদিভিঃ চতুর্ভিরশীতিভিঃ কলাভিঃ চতশ্চো মহাকলিকা দ্বিগাদিগণবৃত্তে কোরকাখ্যা জ্ঞেয়াঃ । তত্ৰতং বিরুদা
বলীলক্ষণে—“দ্বিগাদিকলিকাং ধীরাঃ কোরকাখ্যাং প্রচক্ষতে । দ্বিগতস্তলসম্ভর্ভেরনগ্গণপাতিভিঃ । স্বেচ্ছাবসানৈঃ
সংকল্পস্তাং দ্বিগাদিকলিকাং বিদুঃ ॥” ইতি । অত্র তু তদ্বয়েন কলানির্মাণম্, শ্লোকচ্ছন্দাংসি তু পঞ্চচামরাধ্যানি ॥

১৯১ । এবং স্তবেন স্তবকিতা স্তবকিনী কৃত্য যা ভারতী বাণী তস্যা ভারেণ ভীরা একান্তা য়ে সিদ্ধাদয়ন্তৈর্মুখরি-
তেষু শব্দিতেষু সংসৃ গুরুতরচমৎকার এব কারণং হেতুগুণেন সমুৎকং কিঞ্চিজ্জ জিজ্ঞাসয়া সম্যগুৎকং সমুৎকং সহর্ষঞ্চ
মানসং যেষাং তে, মান এব সারো যেষাং তে সম্মাননীয় ইত্যর্থঃ । ব্রজাবীশা ইতি গৌরবেণ বহুতম্, ধিরাং বুদ্ধিবৃত্তীনাং

হে দেব । হে ঐশ । প্রসিদ্ধ মহেশাদিও আপনার লীলা বিচারের বিষয় করে উঠতে পারে না । এরপরে সেই
স্বর্গবাসী দেবতা কুবের-বরুণাদির কথা আর কি বলা যেতে পারে । হে ভগবন্ ! সৌহার্দের আশ্রয় আমাদের
হৃদয়ে আপনি নিবাস করুন । হে সুখপ্রদ প্রকাশ ! পৃথিবীর কংসাদি অসুরগণের দ্বারা জর্জরিত দেবসমূহকে
অতিশয় উজ্জ্বল করে তুলুন, কুশল দান করুন ।

১৯০ । বিদম্ভ-মুগ্ধ-সুন্দরীনিবহ-চুষনে আটোপকারী, সমঞ্জুকুঞ্জহস্তীশ্বরূপ, নব অঞ্জনস্তম্ভ সম, অনঙ্গ-
রঙ্গ-শুভপ্রসঙ্গে প্রচণ্ড বুদ্ধিকারী ॥ মহান্ উদয়শীল কোনও অনিবচনীয় তেজকে স্তব করছি স্তব করছি স্তব
করছি স্তব করছি ।

লজ্জজনের মনে ঐশ্বর্যভাবের উদয়ে সংশয় ও নন্দমহারাজকে প্রাণ ॥

১৯১ । এইরূপে স্তবে গুপ্তিত বাণীর ভারে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ বিজ্ঞাধরগণের দ্বারা চতুর্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত
হতে থাকলে গুরুতর চিত্তচমৎকাররূপ কারণের উদ্ভবে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসার জন্ম অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে সহর্ষমনা
অতি সম্মানীয় গোপসকল বৃজপুরপালক সরস চরিত অজরাজের নিকট গিয়ে প্রশ্রয়-অবনত ভাবে এরূপ নিবেদন
করলেন—‘অহো ব্রজাবীশ ! সংশয়-নিশ্চয়-শঙ্কা-স্মৃত্যাদির সম্মর্দন হেতু নির্মল হর্ষযুক্ত হয়েও আমরা জিজ্ঞাসা

স্বযাগক্রমাতিক্রমাতিশ্রায়মানমানবসুনা সুনাসীরেণ য়েণব ইবাসংখ্যাঃ সম্বর্তকগণভেন প্রলয়সম-সময়মান-মহাবৃষ্টি-
কারিণৌ বৃজনগরগরণায় জলধরা ধরাপ্লবনায় প্রহিতা হিতানলমোধান্ কুবর্ন তবায়ং বালকো লম্বালকোহলং
লঘুতরং তরঙ্গিতকৌতুকঃ সৌকুমার্য্যাকরেণ করেণ বামেন মেনকাহুহিতৃ-নাথস্ত্যাপি দুর্করমুপরি পরিতঃ শ্রুদ্দমান-
পুঙ্করং পুঙ্করং মদকলকলভেদ্র ইব দিবসানি সপ্ত সপ্তহারনঃ সলীলং সমুদ্ভূতা নগরাজং নগরাজং চকার শতমন্থাং
শতমন্থাম্ ॥

১৯২। তদয়ং ক ইতি ন বিদ্যো, বিদ্যোহ এব নো জায়তে, যেনানেন জাতমাত্রৈর্গেব সকলবন্ধু
জীবেন বন্ধুজীবেন সদৃশাভ্যাং সদৃশাভ্যাং মধুমধুরোষ্ঠাধরাভ্যাং বিষবিষমং স্তনরসং পিবতাবতাশুতরামেব পুতনা
পুতনামাহকারি ॥

১৯৩। তদন্তু মঞ্জুল-বঞ্জুল-বনসলয়কিসলয়কিশোরললিতেন পদতলেন বিশঙ্কটশকটশকলীকারোহপি
শাবল্যাং সংশয়-নিশ্চয়-শঙ্কা-স্বত্যাদি সম্বদন্তুদ্বৈতোঃ। বদিত্ব তবায়ং বালকঃ সপ্তহারনঃ সপ্ত দিবসানি ব্যাপ্য নগরাজং
পর্বতরাজং সমুদ্ভূতা শতমন্থামিত্রং নগরাজং নগরস্যাং গ্রাম্যচ্ছাগমিব চকার, তদয়ং ক ইতি ন বিদ্য ইত্যদ্বয়ঃ।
বালকঃ কথন্তুতঃ? সুনাসীরেণেজ্রেণ যে জলধরাঃ প্রহিতাঃ, হি নিশ্চিতম্, তানলমোধানলমত্যাথমোঘো বেগো যেবাং
তানপি মেঘান্ ব্যর্থান্ কুবর্ন। সুনাসীরেণ কীদৃশেন? স্বযাগস্য ক্রমঃ পরিপাটী তস্যাতিক্রমেণাতিশ্রায়মানো মান আদর
এব বসু ধনং যস্য তেন। সংখ্যাঃ সম্যক্ ব্যাতিমন্তঃ। গরবায় গলনায় নাশায়েত্যর্থঃ। লঘুতরমতিশীঘ্রং শ্রুদ্দমানানি
স্ববন্তি পুঙ্করাণি মকরন্দজালানি যত্র তৎ পুঙ্করং কমলমিব ॥

১৯২। বিদ্যো জ্ঞানস্ত মোহঃ সকলানাং বন্ধনাং জীবেন সদৃশা সদৃশেনেত্যর্থঃ। আভ্যাং মধুতোহপি মধুরোষ্ঠা-
ধরাভ্যাম্, ব্যবধানাঘয়ো যমকানুরোধাৎ সৌচব্যাং। আশুতরামতিশীঘ্রমেব পুতনামা পবিত্রনাম্নী, মৃতদেহসাপ্যগুরুসৌর-
ভোদগারাং ॥

১৯৩। বঞ্জুলস্যাম্বোজস্য বনে কদাচিৎ সলয়ঃ সংশ্লেষসহিতঃ কিসলয়ঃ কিশোরঃ স্যাৎ, ততোহপি ললিতেন
করছি—আচ্ছা দেখুন স্বযাগের ক্রমপরিপাটি অতিক্রমে মর্যাদা ধন অতি মলিনতা প্রাপ্ত হওয়াতে ইন্দ্র পাঠিয়ে
দিল ধূলিকনার মতো অসংখ্য, সম্বর্তকশ্রেণীর হওয়াতে ব্যাতিমন্ত ও প্রলয়কালের উপযুক্ত মহাবৃষ্টিকারী
মেঘমালা—বৃজনগর গলাবার ও পৃথিবী ডুবিয়ে দেওয়ার জন্ত। কিন্তু লম্বা গলকে শোভন তরঙ্গিত কৌতুক
আপনার এই সাত বৎসরের বালক অতি ক্ষিপ্ৰতায় সৌকুমার্যের আকরভূমিস্বরূপ বামহস্তে মেনকাহুহিতানাথ
শিবেরও তুর্ধর গিরিরাজকে সপ্ত দিবস ব্যাপি সলীলায় উঠিয়ে ধরল উর্ধ্ব, যেমন নাকি হস্তীশাবক চতুর্দিকে
প্রবাহমান মকরন্দধারাযুক্ত কমল উঠিয়ে ধরে। উঠিয়ে ধরে শত শত ক্রোধে মত্ত ইন্দ্রকে করে দিল গ্রাম্য
ছাগের মতো তুচ্ছ।

১৯২। তাই বুঝতে পারছি না, এ কে জ্ঞানের মোহ জন্মিয়ে দিচ্ছে আমাদের। জাতমাত্রই সকল
বন্ধুবর্গের জীবন সদৃশ এ তো তাঁর বায়ুলী পুষ্পের মতো মধুমধুর ওষ্ঠাধরে বিষবিষম স্তনরস পান করতে করতে
অতি শীঘ্রই পুতনাকে করে দিল পবিত্র নামা।

১৯৩। অতঃপর মঞ্জুল অশোকবনে কদাচিৎ যে বন্ধদল নব পল্লব কিশোর দেখা যায়, তার থেকেও

রোপিতঃ। তদনু চ যমুনশৈবলবলয়-সদৃশেন ভূজবলয়েন জবলয়েন সৌৎকণ্ঠং কণ্ঠং বিধৃত্য ধৃত্যবরোধক-বিলোকো
লোকোপপ্লবকরোহবকরোদয়বৎ প্রাণৈর্বিধোজিতোহজিতোহখিলসুরাসুরাদিভিরপি মহাবাত্যাদৈত্যাঃ। তদনু চ
বৎসবৎ সবকস্তাষব্যালস্তাষব্যালস্তাপি ব্যরচি মারণং রণং বিনৈব নৈব কুত্রাপি পরিশ্রমঃ ॥

১৯৪। অস্মাকং স্মাকম্পিত এবাত্র তথৈবাস্তাপ্যস্মাসু নিরন্তরায়ো নিরন্তরায়ো রতিরাসোহহরহরতি
তরামৌৎপত্তিক এব সম্পনীপত্মানো বিত্মানো বিশিষ্যানিক্কচ্যমানো ক্কচ্যমানোহনুভূত এব ভবন্তিরপি, তৎ
কিমত্র তত্ত্বং তত্ত্বং কথয়িতুমর্হসি ॥

১৯৫। তদা তদাকর্ণ্য ব্রজপুরপুরন্দরোহদরোদিতহসিতিসিতিস্নাতিস্নাতমধুরিমগরিমগদশনবসনং কিঞ্চি-
ছুবাচ,—“ভো ভো বল্লবতল্লজা অবধীয়তাম্, নিরবধীয়তাং নিরবত্থানাং মে বচসাং তত্ত্বম্, যদেনং নাম নামকরণ-
সময়ে সুকুমারং কুমারং সমুদ্दिष्टं স মুদ্दिष्टমানমানসো নিরবত্থসাবজ্জাদিগুণবর্গো গর্গো গতমোহং তমোহস্তা
বিশকটন্ত বৃহতঃ শকটন্ত শকলীকারঃ ষণ্ডনং রোপিতো জনিতঃ কৃত ইতি বাবৎ, ‘ক্ব জন্মনি প্রাহুর্ভাবে, ইতি ধাতোঃ।
তদনু মহাবাত্যাদৈত্যাঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতঃ, ধৃত্যবরোধকো ধৈর্যনাশকো বিলোকোহবলোকনমপি যন্ত সঃ। বৎসবৎসসা-
সুরস্তোষব্যালস্যাপি। কীদৃশস্য? অধমপরাধং বিশেষণ আ সম্যক্ লাতি গুহ্যতীতি ভস্য ॥

১৯৬। নিরন্তরমেবায়ো বুদ্ধির্দ্যস্য স রতিরাসঃ প্রেমোল্লাসোহনিক্কচ্যমানোহশক্যানিক্কজিকো ক্কচিতিঃ প্রভাভি-
রমানো নিক্কপমঃ। কিমত্র তত্ত্বমিত্যস্য মানুষ্যে তত্ত্বং কর্ম দুর্ঘটম্, ঈশ্বর্যে এতৎকর্কটকমস্মাসু প্রীতিগৌরবভাবাদিতি
সন্দেহঃ ॥

১৯৭। অহো মৎপুত্র এবালিবমীভিত্ত্বমশ্রবন্তি: পরমেশ্বরয়েন কলন্ত ইত্যদরোদিতা হসিতিঃ। নিরবধি

ললিত এঁর পদতলের দ্বারা ভেঙ্গে ফেলে দিল বৃহৎ শকট! অতঃপর যমুনার শৈবালবলয়ের মতো স্নিগ্ধশ্যাম
বেগবান্ ভূজবলয়ের দ্বারা উৎকণ্ঠার সহিত দর্শনেও ধৈর্যনাশক ও সুরাসুরের অজিত মহাবাত্যাদৈত্যকে গলে
চেপে ধরে প্রাণ বের করে ছেঁরে দিল। অতঃপর বৎসাকার বৎসাসুরের সহিত বর্কাসুর এবং বিশেষভাবে সম্যক্
অপরাধী অসুরের মারণ রচনা করল বিনা যুদ্ধেই। এতে কোথাও কিছু পরিশ্রম হয় নি।

১৯৮। এই আপনার বালকে আমাদের তথা আমদিগেতে এঁর নিত্যকাল সদাবুদ্ধিশীল এমন
এক প্রেমোল্লাস অহরহ অতি স্বাভাবিক ভাবে পুনঃ পুনঃ সুগুপ্তিত রূপে বিত্মান রয়েছে—যা বিশেষভাবে
বলা যায় না, যা কাস্তিতে নিক্কপম। এ-তো আপনিও অনুভব করে থাকেন। তাই বলছি এখানে প্রকৃত
ব্যাপার কি তা আপনিই বলতে সমর্থ। (মানুষ হলে এ দুর্ঘট, আর ঈশ্বর হলে আমাদের প্রতি এর এত প্রীতি
গৌরব কি করে হতে পারে? তাই সংশয়।)

ব্রজজনের সংশয় মোচনঃ

১৯৯। একথা শুনে ব্রজপুরপুরন্দর হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির শুভ্রতার সান্নিধ্যে
মাধুর্য-গৌরবোজ্জ্বল ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট তিনি তখন একপ বললেন—“ভো ভো গোপশ্রেষ্ঠগণ মন দিয়ে শুনুন,
আমার নিরবত্থ বাক্যের তত্ত্ব বিশ্বাস সহকারে লক্ষ্য ধারণ করুন, যা নামকরণ সময়ে আমার এ সুকুমার
কুমারকে লক্ষ্য করে হায় হায় আনন্দে বশীক্ৰিয়মান্ মনা-নিরবত্থ-সাবজ্জাদি গুণগণে ভূষিত-সংশয়হেতা গর্গমুনি

হস্তাহ,—‘অস্ত্র কুমারস্ত মা রস্তায়াঃ পারমাস্তে, পারমহংস্তাং পারমহং স্তাং গতৌ বিভায়ামিত্যভিমান-
বানপি ন রহস্যমস্ত মন্তুমর্হতি । অস্ত্র হুবিকৃতা কৃতাদিষু চতুষুগেষু চতুষুগেষু বর্ণভিদ্ভা কৃতেহবলক্ষ্যে বলক্ষ্যে
বর্ণস্ত্রোতায়াং জিতারুণোহরুণো দ্বাপরে শ্রামশ্রামঃ, কলৌ কৃষ্ণঃ, কৃষ্ণঃ খিদিদানীময়ম্ । কদাচিদেষ চিদেষ এব
বস্তুদেবাদেবাসীজেনায়মভিধানু স্তুস্তবানু বাস্তুদেবাভিধোহপি । এতেনাপি ত্বমস্ত্র মহিমনি মনো নারা নারায়ণসম
এবায়ম্ । এতন্মিন্ যে পুনরতিরতিমন্তো মন্তোরণুমাত্রমপি ন তেবাম্, তেবামঙ্গ মঙ্গলমেব পরিতোহপরিতোষো
■ কুত্রাপি প্রেমাম্পাদময়ং সকলনরনারীণাং নারীণাং ■ পরাক্রমক্রমণিকাত্র’ ইতি ॥

১৯৬ । তত্র কৃতমত্র শঙ্কয়া, শং কয়ামৌহয়া নেহতেহস্মাকম্, তত্চিৎ চিতং বঃ প্রেমাত্র, মাত্র
বন্ধুতা ধুতা করণীয়া, বয়মপি পুত্রভাবমেব কুবৌমহি । মহিমশ্রবণেনাপি স্বভাবো হি ভাবো নাহায্যাতামালম্ব-
ঈয়তাং প্রতীয়তাম্ । স গর্গো মুদা দিশমানং বশীক্রিয়মাণং মানসং যস্য সঃ । তমৌহস্তা সংশয়ছেতা । রসাতায়াঃ সৌভা-
গ্যস্য পারং মা আস্তে । ‘পারমহংস্তাং বিভায়াং পারং গতৌহং স্যাম্’ ইত্যভিমানবানপি । অস্যাবিকৃতা নির্বিকারৈব
বর্ণভিদ্ভা চতুষু চতুঃসংখ্যাবতী, এষু কৃতাদিষু । বলক্ষ্যঃ গুরো বর্ণঃ, অবলক্ষ্যো ন বলস্য ক্ষ্য ক্ষয়ো যস্যং সঃ । শ্রামো
মেঘ ইব শ্রামঃ, “শ্রামঃ শ্রামেচকে ব্রহ্মদারকে হরিতে ঘনে” ইতি বিশ্বঃ । কলৌ কলিযুগে কৃষ্ণ ইতি বৈবস্বতমঘস্তরগতাপ্তা-
বিংশচতুষুগীরকলৌ তু পীত এবতি । ‘মূর্ত্তিব কলৌ কলৌ পীতঃ’ ইতি পঞ্চত্বকোক্ত্যা (২৪শ-অনু০) ন বিরূপাতে ।
ইদানীং দ্বাপরাবসানে ঋত্বয়ং কৃষ্ণঃ । চিং চিন্নয় এব এষ ইচ্ছা যস্য তথাভূতঃ সন্নেবেতি তাদৃশেচ্ছাবশাদেব’ন তু কর্মবশা-
দিত্যর্থঃ । অহো কশ্চিদসৌ মহাসিক্তো বা মদগৃহেহবতীর্ণ ইতি বিতর্কয়ন্তং মাং পুনরপ্যবধাপন্নম্—এতেনেতি । ত্বমস্য
মহিমনি মাহাত্ম্যে মনো ন অরাঃ, ন দত্তবানসি, অবধেহি নারায়ণসম এবয়মিতি’ তেন দেবেজাদিনির্জয়োহপ্যস্য সম্ভব-
তোবেতি ভাবঃ । ন চাত্র মহিমদৃষ্টো বন্ধুভাব প্রথনেন সঙ্গমঃ কার্য ইত্যপ্যাহ—এতন্মিতি । মন্তোরপরাদশা নারীণাং
ন শক্রণাম্ ॥

১৯৬ । তত্সাদাত্র শঙ্কয়া কৃতম্, নারায়ণোহয়মিতি ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ । কয়া ? ঈহয়া চেষ্টয়া, অয়মস্মাকং শং

গতমৌহ হয়ে বলেছিলেন যথা—‘আপনার এ-কুমারের সৌভাগ্যের পার নেই । আমি বিভাতে পারমহংস
অবস্থার সীমায় পৌছে গিয়েছি—এরূপ অভিমানী জনেরাও এঁর রহস্য জানবার যোগ্য হতে পারে না । সত্যাদি
চতুষুগে এ-বালকের যে চার প্রকার বর্ণভেদ তা নির্বিকার বলেই জানতে হবে—নতাবুগে এমন গুরুবর্ণ যার
থেকে বলক্ষয় হয় না, ত্রেতাযুগে অরুণবর্ণ বিজয়ী অরুণবর্ণ, সাধারণ দ্বাপরে মেঘশ্রাম এবং সাধারণ কলিতে
কৃষ্ণবর্ণ, আর ইদানীং অর্ধাং বৈবস্বত মঘস্তরগত অষ্টাবিংশ চতুষুগীয় বিশেষ দ্বাপর অবসানে বর্ণে কৃষ্ণ নামেও
কৃষ্ণ এবং তৎপরবর্তী কলিতে পীতবর্ণ । এঁ চিন্নয় ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, তাই তাদৃশ ইচ্ছাতেই (কর্মবশে নয়)
বস্তুদেব হতে অনতীর্ণ হয়ে থাকেন, আর এই কারণে এঁকে স্তুস্তবা বাস্তুদেব নামেও ডাকা হয় ; এভাবেও
আপনারা এঁর মাহাত্ম্যে মন দিচ্ছেন না । মন দিয়ে শুনুন—এ নারায়ণ সমই । আবার এঁতে যারা অতি রতি-
মন্ত্র তাদের অনুমাত্র অপরাধ থাকে না, তাঁদের সর্বত্রই মঙ্গল, অসন্তোষ কোথাও নেই । এঁ সকল নরনারীর
অতিপ্রেমাম্পদ এবং এঁর ভয়ে শক্রদের পরাক্রমের সহিত পাদচারণ এখানে হয় না ।’

১৯৬ । তাই বলছি, হে গোপশ্রেষ্ঠগণ ! এ ব্যাপারে শঙ্কা করবার কোনও প্রয়োজন নেই । কোন

তেহলম্বতেহ বো মান্তর্যা, মান্তর্যা চাত্মা খেদয়িতব্যো, দয়িতব্যোহয়ং মে কুমারঃ” ইতি নিগদিতো সর্ব এব
যথামনীষমনীষদেব নিবৃত্তা বৃত্তাশ্চ বজ্জুজ্জৈবধাপূর্বমতয়ো যথাস্থানমবতস্থিরে ॥

১৯৭। স্থিরে সতি সকলজনমনসি নিজলোকতোইজলোকতোষিতাং তদনুমোদিতাং মোদিতাং চ
অসন্তানরক্ষণক্ষণতঃ সকলসৌভাগ্যপরিমলস্বরভিঃ সুরভিঃ সমুপব্রজন্তীমুপব্রজং তীব্রতাপত্রপাপত্রপালিচ্ছম-
সয়নসহস্রসহস্রবজ্রোষরজা নির্বেদসম্পদেব পুরুহুতঃ পুরু হুতঃ পথি সঙ্গম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুমাণয়িতুমপি
স্ববিনয়ং নয়ং চ তৎসৌভাগ্যলক্ষ্য্য সমাকৃষ্টমিব নগোপারি পরিতোষণে বিহরন্তং হরন্তং ॥ ১৯৮ ॥ বাত-রুষ্টিজগুরুম-
মিব কষ্টেচিৎ কার্যাস্তরাস্তরাস্তরায়াপন্ন-ক্ষণ-সঙ্গস্থৈরনুচরৈ রহিততয়াততয়া ॥ কুপরাধিতীয়ং কৃষ্ণং রহসি
সমুপসাদ ॥

মঙ্গলং নেহতে, অপি তু সর্বদৈব । ভাবঃ স্বপুত্রতময় আহাৰ্হতাং নালম্বতে আশ্রয়তি, যতঃ স্বভাবঃ স্বপ্রভারক্ষী, অতএব ইহ
শ্রীকৃষ্ণে বো যুগ্মকং মান্তর্যাদরগীয়তর্যালং যুগ্মকমেতদগুরুত্বাদিতি ভাবঃ । বতেতি খেদে, অহুকম্পায়াং বা । কৃষ্ণসম্বন্ধা-
ন্তর্যা চাত্মা মা খেদয়িতব্যঃ, অয়মীশ্বরো নু সাদ্যবয়ং তর্হ্যন্ত এব পোপাঃ কথমেতৎসম্বন্ধবস্তো ভবিতুমর্হাম ইতি ভাবনা-
কষ্টং ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ, কিন্তু দয়িতব্যোহনুকম্প্যোহয়মনীষদেবানম্নমেব নিবৃত্তা আনন্দিতাঃ ॥

১৯৭। ততশ্চ পুরুহুত ইজ উপব্রজং নিজলোকতঃ সমুপব্রজন্তীং সুরভিঃ পথি সঙ্গম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং
নগোপারি বিহরন্তং শ্রীকৃষ্ণং রহসি সমুপসাদেত্যর্থঃ । সুরভিঃ কথন্তুতাম্ ? অজলোকৈকরজেন ব্রহ্মণা তল্লোকৈশ্চ তোষি-
তাম্ । সকলসৌভাগ্যমেব পরিমলন্তেন সুরভিঃ সুগন্ধিতামিবেত্যর্থঃ । স চ কীদৃশঃ ? তীব্রতরা বাহুপত্রপালজা তল্যাঃ
পত্রপালিভির্দলশ্রেণীভির্বিব ছন্নং যয়নসহস্রং তেন সহ অবন্তি গলন্তি রোষরজাংসি ক্রোধগর্বাদীনি বস্য সং । নির্বেদস্য
স্বাবমাননস্য সম্পদা কত্র্যা পুরু অধিকং যথা স্যাৎথা হতঃ স্ববরণাথমিব কৃত্যাহ্বান ইত্যর্থঃ । আপয়িতুং প্রাপয়িতুং জাপ-

কর্মে-না এঁ আমাদের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছা করছে ? সর্বভগবেই করছে । তাই এঁর উপর আপনাদের প্রেম যে
সঞ্চিত হয়ে উঠেছে তা সমুচিতই বটে । এতে যে বজ্জুতা আছে তা ঐশ্বর্যভাবে শিথিল করে দিবেন না ।
আমরাও এতে পুত্রভাবই পোষণ করতে থাকব । ঐশ্বর্য প্রাপ্তিও ভাব কৃত্রিম-ভাবে আশ্রয় করে না, কারণ
ভাব নিজেই নিজের ঔজ্জল্য রক্ষা করে চলে । অতএব হায় হায় কৃষ্ণে আপনাদের মান্যতাজ্ঞাত আদরের কি
প্রয়োজন । আগন্তুক ভাবের দ্বারা নিজের আত্মাকে খেদাঘিত করবেন না । আমার এ কুমার আপনাদের অনু-
কম্পার পাত্র ।”

নন্দমহারাজ এরূপ বললে—যথাপূর্বমতি ব্রজবাসিগণ পূর্বের মতো নিজ নিজ ভাবে স্থিত হয়ে
প্রচুর আনন্দিত মনে বজ্জুজনে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন ।

সুরভির সুপারিশের পর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন ও স্তব :

১৯৭। অতঃপর সকল ব্রজবাসিজনের মন নিজ নিজ ভাবে স্থিত হয়ে গেল—তীব্রতর লজ্জার
পত্রশ্রেণী দ্বারা ঘাঁর নয়নসহস্র ও তৎসহ বিগলিত ক্রোধগর্বাদি আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে, যিনি নিজ
অবমাননা-সম্পদ কর্তৃক সাড়ম্বরে যেন বরণার্থে আহুত, সেই ইন্দ্র নিজ লোক থেকে আসতে আসতে পথে
বুদ্ধা ও তাঁর লোকজনের দ্বারা জ্যোষিতা ও সকল সৌভাগ্যপরিমলে সুগন্ধিতা কামধেয়র সহিত মিলিত হয়ে

১৯৮। সাদরমথ সা গবাং জননী গবাং দেবীব দেবী বক্তৃমুপচক্রমে ক্রমেণ, — “ভো দেব ! ব্রজ-রাজরাজধানীমৃগমদবিশেষক । বিশেষকথামবধেহি । বধে হি গবাং গোতুহাং চ কতোত্তমশ্রুতিশতমন্তোঃ শতমন্তোঃ প্রবলতরতরসং কষ্টমতিবৃষ্টিমতিবাহু মতিবাহুতায়্য অপ্যবিষয়মতিমহিমানং মহিমানং প্রকটয়ন্ যদখিলসৌভগ-বান্ ভগবান্ তত্ত্বভবান্ ভবান্ গোকদম্বরক্ষীং, তেন স্বয়ং স্বয়ং-যোনিনা পরমমুদিতায়্য মুদি মুদিতমনসাহ-মুক্তা মুক্তাতিথৈর্যোণ—‘যাহি সুরভে দেবি ! সুরভেনে বিগতস্পৃহং দৈবোপনতেন শতমন্ত্যমন্ত্যানা বিপত্তম্যানানাং মহাকবিপত্তম্যানানাং মহাকরণং গবাং রক্ষণক্ষণপয়ং সানন্দা নন্দাশ্রজং হুমধুনা গবামিল্লভেনাভিষেক্তুমর্হসি, এষ চাহং স হংসমারুহ ব্রহ্মর্ষি-সুরর্ষি-সুরকিন্নর-চারণ-সিন্ধ-সিন্ধসাহিত্যাস্তমহমহতমহানন্দমালোকয়িতুমমুসরামি’ ইতি । অয়ং চ মুত্তরাগোরাগোপহতো মন্দাক্ষমন্দাক্ষ এব নিজাভব্যতাভব্যতাপঃ স্বমবমন্তমনা মন্তমনাকলিতমপ-য়িতুমিত্যর্থঃ । নগস্য গোবর্দ্ধনস্যোপরি । তস্য নগস্য সৌভাগ্যসম্পত্তা সমাকৃষ্টমিবেতি বিহরণে হেতুর্ন্যপ্রেক্ষিতঃ । হরন্ত-ক্ষেতি ৷ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতম্ ! কষ্টৈচিদ্ভাদিপ্রসাদনরূপায় । অনুচরৈ রহিততয়েতি তত্র তৈঃ সাহিত্যে রসভঙ্গা-পত্তেঃ । অতএবাস্তুরায়েণ বিঘ্নোপায়ং বিপন্নং ক্ষণং ব্যাপ্য সঙ্গস্থং যেষং তৈঃ ॥

১৯৮। গবাং বাচাং দেবীব । দেবী সুরভিঃ । বিশেষক তিলকরূপ । কষ্টমতিবৃষ্টিমতিবাহু পরাভূত ভবান্ যদগো-কদম্বরক্ষীং, তেন স্বয়ংযোনিনা ব্রহ্মা মুদিতমনসা অহমুক্তোদয়ঃ । প্রবলতরং তরো বেগো বস্যাস্তামতিবৃষ্টিম্ । মতি ভিবৃদ্ধিভিবাহুতায়্য বোচং শক্যতায়্য অপ্যবিষয়ম্, অতিশয়ো মহিমা বৃহৎ বস্যা তং মহিমানং প্রকটয়ন্ লোকে প্রদর্শয়ন্ মুদি আনন্দে পরমং যথা স্যাদেবম্, উদিতায়্য সর্বত্রোদিতবত্যাং সত্যাম্ । সুরাণাং ভেদে বিগতা স্পৃহা যেন তদ্ব্যথা স্যাভবা যাহি, মহাকবীনাং পট্টমর্মানঃ স্তবো বাসাং তাসাম্ । এষ চ স তদ্ভূতাত্মেন প্রসিক্তো বালবৎসহরণাগসি দৃষ্টচর-

নিজ অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য ও নিজ বিনয় সৌজন্য জানাবার জন্য অপার কৃপায় অদ্বিতীয় জীকৃষ্ণের সহিত একান্তে গিয়ে মিলিত হলেন—যখন তিনি (কৃষ্ণ) গিরিরাজের সৌভাগ্যসম্পদের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে অতি হর্ষে অনুচরগণের সঙ্গ বিহীন হয়ে তদুপরি বিহার করছিলেন ঝড়বৃষ্টিজনিত নিজ ক্লান্তি দূর করার জন্য এবং ইন্দ্রাদি-প্রসাদনরূপ কোনও কার্যাস্তরের জন্য । এইসব কার্যাস্তররূপ বিষের দরুন অনুচরদের কৃষ্ণসঙ্গ-স্থ কক্ষকাল বিপন্ন হল ।

১৯৮। অতঃপর সেই গোমাতা সুরভি বাগ্ দেবীর মতো আদরপূর্বক ক্রমপরিপাটিতে বলতে আরম্ভ করলেন—‘ভো দেব ! হে ব্রজরাজ-রাজধানীর মৃগমদতিলক । বিশেষ একটি কথা মন দিয়ে শুনুন—গো-গোপ-দের বধার্থে যত্নপরায়ণ শত শত ক্রোধপরায়ণ ইন্দ্র অতিপ্রবল বেগবান্-কষ্টজনক অতিবৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলে বুদ্ধির বহন সামর্থ্যেরও অতীত অতিবিস্তৃত বিরাট ঐশ্বর্য জগতে প্রদর্শন করিয়ে অখিল সৌভাগ্য-বান্ পরমপূজনীয় আপনি এই যে গোকুল রক্ষা করলেন এতে চতুর্দিক পরম্মানন্দে ভরে গেলো স্বয়ং ব্রহ্মা প্রসন্ন মনে অতি অশ্রৈয়্য হয়ে আমাকে বললেন—‘হে সুরভিদেবী ! দৈববশে উপস্থিত ইন্দ্রের ক্রোধে বিপদ-গ্রস্ত-মহাকবিস্তৃত গোপগণের রক্ষণোৎসবপর-পরমকরণ-দেবজ্ঞোহে বিগতস্পৃহ নন্দনন্দনকে আপনি আনন্দিত মনে গোকুলের ইন্দ্ররূপে অভিষেক করতে প্রস্তুত হয়ে যান । আমি সেই গোবৎস ও কৃষ্ণসখা অপহরণকারী প্রসিন্ধ ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি-সুরর্ষি-সুরকিন্নর-চারণ-সিন্ধ-সিন্ধগণের সহিত মিলিত হয়ে হংসপৃষ্ঠে আরোহন করত

মার্জয়িতুমাগতোহপি পুরো ভবিতুং পুরন্দরো দরোপহত আস্তে, তদনুমত্তাতামত্তাতামাগত ইবাং স্বয়মেব ভবচ্চরণাভ্যাসমভ্যাসন্নঃ স্বগতং নিবেদয়তু ॥”

১৯৯। ইতি তয়োক্তে ভীতভীত ইব নয়নসহস্রসহস্রবদন্তা দন্তাদবতীর্ষ্য মুকুটতট্ষটমানমহামণীন্দ্র-
মহসা সহসা কালয়স্মিৎ চরণমূলমবললস্বেহলস্বেগুস্তম্ব ইব, চিরাভুখায় সাদরদরমঞ্জলিং নিবধ্য সাপরাধতয়াধোমুখঃ
পদনখরাখরামলমরীচিবীচিবীক্ষণক্ষণঃ কিঞ্চিদন্তোদন্তোজা বিড়োজা নিবিড়োহজানিয়তদন্তেনাপি নাপিহিতবিনয়ঃ॥

২০০। স্বমসি সকললোকনাথনাথো, ব্রজপুরনাথ-স্বতঃ স্বতঃ স্বতন্ত্রঃ ।

মহমহিতমহামহত্ত্বতত্ত্ব, স্তব মহিমা নহি মাদৃশৈবিগাহ্যঃ ॥

২০১। নিজমদমদিরামদা মদাঙ্কাঃ, কথমথ তে মহিমানমামনন্ত ।

প্রকৃতিকৃতবিকারদৃষ্টিদোষা, দ্যামণিরূচো ন বিলকয়ন্তি ঘৃকাঃ ॥

তদৈভব ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মাণ্যাদিভিঃ সিদ্ধং সাহিত্যং মেলনং যস্য তথাভূতঃ সন্নেবেতি বিলম্বো দ্যোতিতঃ । আগোহপরাধশ্চ
রাগস্তদ্রোহঃ ক্রোধশ্চ তাভ্যামুপহতঃ স্বং মুহুরবমন্তুনা ইতি সম্বন্ধঃ । মন্তুপরাধমনাকলিতমননুভূতপূর্বং দরোপহতো ভয়-
ব্যাকুলঃ । অন্ততামাগত ইব, অতো জনো যথা স্বয়মেব নিবেদয়তি, তথায়মপীত্যর্থঃ ॥

১৯৯। নয়নসহস্রাং সত্বেব শব্দান্ত্যাসি যন্ত সং, দন্তাদবতীর্ষ্য বিষুকীভূয়, দন্তং পরিত্যজ্যোত্যর্থঃ । সাদরদরং
সাদরং সভয়ঞ্চ পদনখরাণামখরাঃ স্নিগ্ধা অমলা যা মরীচয়ন্তবীচীনাং বীক্ষণে ক্ষণ উৎসবো যন্ত সং, অন্তোজা গত-
তেজস্কঃ, অজা মায়া, তয়া নিয়ত এব যো দন্তন্তেন নিবিড়োহপি তদানীং নাপিহিতো নাচ্ছন্নো বিনয়ো যন্ত সং, অন্তদা
তু পরিজ্ঞাত-হরণাদৌ হর্ষনিয়ব্যাক্তেরিতি ভাবঃ ॥

২০০। মহেনোৎসবেনাপি মহিতং পূজিতম্, ন তু স্বেনোপমাতুং শক্যং মহামহৎ যন্ত তদেব তৎ যন্ত সং ॥

পূর্বমহানন্দ দেখবার জন্য আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই এলাম বলে ।’ হে কৃষ্ণচন্দ্রে শুনুন, এই যে যাঁকে পিছনে
দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, এঁ অপরাধ ঐ তজ্জনিত ক্রোধ—এ ছুরের দ্বারা মুহূর্মুহু অভিভূত, লজ্জায় আকুঞ্চিত
নয়ন, নিজের অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত এবং নিজেকে তিরস্কারকারী মনা ইন্দ্র,—পূর্বে যা বুঝতে পারেনি
সেই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য এসেও সামনে এগিয়ে আসতে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ছে । অতএব অনুমতি
করুন অত্মের মতো এ-ও নিজে আপনার জীচরণের নিকট এগিয়ে এসে নিজেই নিজের কথা নিবেদন করুক ।’

১৯৯। সুরভি এরূপ বললে সহস্র নয়ন থেকে একসঙ্গে অশ্রুমোচন করতে করতে সেই ইন্দ্র অহঙ্কার-
পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁর মুকুটতটে খচিত মহামণীন্দ্রের তেজে যেন কৃষ্ণের চরণতল ধুইয়ে দিতে দিতে
বংশদণ্ডবৎ পড়ে গিয়ে ঐ চরণ আশ্রয় করলেন । বহুক্ষণ পর উঠে ইন্দ্র সাদরে-সভয়ে অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে সাপরাধ
হেতু অধোমুখ, কৃষ্ণপদনখচন্দ্রের স্নিগ্ধ অমল জ্যোৎস্নাতরঙ্গ ঈক্ষণোৎসবযুক্ত, গততেজ, মায়াজনিত নিয়ত দন্তে
নিবিড় হয়েও তদানীং অনাচ্ছন্ন ও বিনয়াবনত হয়ে কিঞ্চিং স্তব করতে লাগলেন—

২০০। ‘আপনি সকল লোকনাথেরও নাথ, ব্রজপুরনাথের নন্দন, স্বতঃ স্বতন্ত্র, উৎসবেও পূজিত,
মহামহত্ত্বযুক্ত তত্ত্ব, আপনার মহিমা মাদৃশ জনের হর্বিগাহ্য ।

২০১। যারা নিজেদের অহঙ্কার মদিরা পানানন্দে মদাঙ্ক, তারা কি করে আপনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে

- ২০২। অথ মদমদিরাবিনষ্টদৃষ্টে-রয়মুচিতো মথখণ্ডচণ্ডদণ্ডঃ ।
পুরুকরণ স্তদণ্ড এব পথো, হতজমুবাং জমুবাংকমণ্ডলানাম্ ॥
- ২০৩। উপকৃতমিদমেব মে ত্বয়া যৎ, পুরুকরণাবরণালয়েন দেব ।
অপকৃতমিতি তন্ময়া বিবুদ্ধং, প্রকৃতিখলাঃ কিল বিপ্রতীক-বোধাঃ ॥
- ২০৪। অপি গতরজসং রজো ধুনীতে, বিষয়বিষামিষলালসান্ কিমস্মান্ ।
কথয়িতুমথবা মদঃ কথং শ্রাৎ, প্রভবতি চেৎ তব ত্বনমা ন মায়া ॥
- ২০৫। জয় জয়দ জগত্রৈকসার, ব্রজপুরমঙ্গল মঙ্গলাবতার ।
নিরুপমগুণনামধাম দামো-, দর বসুদাম-সুদাম-দামবন্ধো ॥
- ২০৬। ত্বরবগম নমো নমো ন মোহং, পুনরুপপাদয় দেব নো দয়স্ব ।
সুষ্টবিশ্বটনায় দুর্ঘটস্রা-,পি চ ঘটনায় ভবন্তি তে কটাক্ষাঃ ॥

২০১। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ ঘৃণাঃ পেচকাঃ ॥

২০২। স্তদণ্ড এব; পক্ষে, স্বজ্জ লকুটম্ ॥

২০৩। বিবুদ্ধং বিবুদ্ধতয়া বুদ্ধম্ ॥

২০৪। গতরজসং বীতরাগং মুনিমপীত্যর্থঃ । 'অস্মান্ কথয়িতুং কিমস্মান্ ধুনীতে' ইতি বক্তং কিমশক্যমি-
ত্যর্থঃ, অস্মাকং কা কথং যাবৎ । ত্বনমা ত্বদমা ॥

২০৫। নিরুপমানাং গুণানাং নান্নাং ধাম হে আশ্রয়ভূত ॥

২০৬। ত্বরবগম ! হে ত্বজ্জের ! পুনর্মোহং ন প্রাপয় ॥

অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে পারবে ? নিজের স্বভাবকৃত বিকারে দৃষ্টিদোষযুক্ত পেচক কি সূর্যপ্রভা দেখতে পারে ?

২০২। ভাই বলছি, হে মহাদয়াল ! অহঙ্কার মদিরায় বিনষ্টদৃষ্টি আমাদের এ-যজ্ঞভঙ্গচণ্ডদণ্ড উচিতই হয়েছে। কুৎসিৎ জন্মধারী জন্মাক্স ব্যক্তিগণের পক্ষে লাঠিই সোজা পথ্য।

২০৩। হে দেব ! অহৈতুক করুণার মহাসাগর আপনি, এই যে আমার অপকার করলেন এ বাস্তবিকপক্ষে আমার উপকারই হয়েছে। আমি কিন্তু উল্ট ই বুঝেছি। স্বভাবতই যারা খল তাদের বুদ্ধিও উল্টাই হয়ে থাকে।

২০৪। বীতরাগ মুনিগণকেও রজোগুণ কম্পিত করে দেয়। বিষয়বিষরূপ মাংসলোলুপ আমাদের কথা আর কি বলবার আছে ? আপনার ত্বদমনীয় মায়াই যদি প্রভাব বিস্তার না করে তবে আর অহঙ্কার নামক বস্তুটি থাকে কোথায় ?

২০৫। জয় জয় দাতা হে জগত্রৈকসার ! হে ব্রজপুরমঙ্গল ! হে মঙ্গলাবতার ! হে নিরুপম । গুণ-
নামের আশ্রয়স্বরূপ হে দামোদর ॥ হে বসুদাম-সুদাম-দামের বন্ধো ! আপনাকে প্রণাম প্রণাম ।

২০৬। হে ত্বজ্জের পুনরায় মোহপ্রাপ্ত করাবেন না। হে দেব ! আমাদের দয়া করুন। আপনার

২০৭। অভব বহুভবোহংশতঃ পুরা ত্বং, বিবুধমুদে কুত্ৰ কাদভূকপেদ্রঃ ।

স্বয়ময়মধুনোক্ষিতঃ সুরভ্যা, ভব সকলেন্দ্রশিখেন্দ্রনৌলনীলঃ ॥

২০৮। গোবিন্দেত্যভিরামনাম যদপি প্রাগেব সিদ্ধং সদা

গোলাভাদন্থ গোবচারণকতয়া শব্দদগবাং সন্তয়া ।

গোপেন্দ্রাঅজ ভোক্তৃথাপি ভগবন্ন্যভিষেকোৎসবে

ত্রীগোবর্ধনভূত্বরেন্দ্রধর হে গোবিন্দনামা ভব ॥

২০৯। ইতি বাস্তবস্তবনেন স্বমানমুচি নমুচিসূদনে সতি পূরকৃতকমলাসনা সনাতন-সনক-সনন্দন-
সনৎকুমারকুমার-সহিতসোমসোমশেখরা দিগধীশপরম্পরা-পর্যচিতা নারদ-ভৃগু-প্রভৃতিকোক্তমমহর্ষিমহর্ষিমণ্ডল-
মণ্ডিতারুদ্ধতীপ্রভৃতি-মুনিভাষ্যা ভাষ্যা রূপ-গুণ-লাবণ্যসমানমানন্যারা নারায়ণোরূজাপ্রঃপ্রধানাপ্রঃ-প্রধা
নানাবিধা সভা সুরাণাং ভাসুরাণাং তদভিষেক-মহামহাধিকদিদৃক্ষয়াইক্ষয়ানন্দেন নভো মণ্ডয়ামাস ॥

২০৭। অভব হে অজ ! তদপি ত্বং বহুভবো বহুবতারণ, পুরা অংশতোহংশেন বিবুধানাং মুদে কুত্ৰ কাদেব
সমুপসর্জনীকৃত্যোপেন্দ্র ইজ্জকনিষ্ঠোহভুঃ, সুরভ্যোক্ষিতোহভিষিক্তঃ সন্ ॥

২০৮। গোলাভাদিত্যাदिना 'विद् लाते' 'विद् विचारणे', 'विद् सत्तायाम्' इत्येतैः साधितं गोविन्देति ॥

২০৯। নমুচিসূদনে ইজ্জে স্বমানমুচি স্বর্গং ত্যক্তবতি সতি তস্মৈ কৃষ্ণভ্যভিষেকমহামহত্যাধিকদিদৃক্ষয়া সুরাণাং
নানাবিধা সভা নভ আকাশং মণ্ডয়ামাসেত্যধঃ । সনাতনাদিভিঃ সহিতঃ সোম উমাসহিতঃ সোমশেখরো মহাদেবো
যত্নাং সা । কুমারঃ কার্তিকেয়ো নারদভৃগুপ্রভৃতিকঞ্চ তত্তত্তমমুংকুঠশোভঞ্চ তৎ হর্ষি হর্ষযুক্তঞ্চ স্বমহর্ষিমণ্ডলং তেন মণ্ডিতা ।
মুনিভাষ্যাং ভাষ্যে কাক্তিভিরাণাং রূপগুণাদিভিঃ সমানামনুরূপাং মাননামাদরং রাস্তি প্রাপ্নুবন্তীতি সোমপাশবৎ,
তাশ্চ নারায়ণোরূজা উর্ধ্বশী অপরঃপ্রধানং বাসাং তা অপ্সরসশ্চ তাসাং প্রধা প্রকৃষ্টবারণং যত্নাং সা ॥

লবমাত্র কটাক্ষ স্ফটন-বিষটন ও দুর্ঘটেরও ঘটন করাতে পরে ।

২০৭। হে অজ ! আপনি অজ হয়েও বহু অবতারধারী । পুরাকালে আপনি দেবতাগণের সন্তোষের
জন্য কৌতুকবশতঃ উপেন্দ্র হয়েছিলেন । সেই প্রকার অধুনা এ-সুরভিদ্বারা স্বয়ং অভিষেক প্রাপ্ত হয়ে সকল
ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রের মুকুটের ইন্দ্রনৌলমণিও নৌলমণি হয়ে যান ।

২০৮। হে ত্রীগোবর্ধনভূত্বরেন্দ্রধর ! যদিও পূর্ব থেকেই আপনার অভিরাণ 'গোবিন্দ' নাম সদা
প্রসিদ্ধই আছে—এই নামের সাধনের প্রক্রিয়া দ্বারা, যথা—(গো+বিদ্=বিদ্ লাতে, বিচারণে, সত্তায়াম্)
অর্থাৎ গো লাভ হেতু, গো চারণ হেতু এবং 'গো'র নিরন্তর নিকটে বিদ্যমানতা হেতু । তথাপি আপনি অজ
হে ভগবন্ ! অভিষেকোৎসবে গোবিন্দ নামা হোন ।'

অভিষেক মহোৎসবঃ

২০৯। এইরূপে বাস্তব স্তবে ইজ্জ স্বর্গবর্মুক্ত হলে ব্রহ্মাকে সম্মুখে করে আগত সনাতন-সনক-সনন্দন
সনৎকুমারের সহিত মিলিত উমামহাদেবের দ্বারা অলঙ্কৃতা, কার্তিকেয়-নারদ-ভৃগু প্রমুখে শোভিতা, উৎকৃষ্ট
শোভা ও হর্ষযুক্ত মহর্ষিমণ্ডলমণ্ডিতা, অরুদ্ধতী প্রভৃতি মুনি ভাষ্যাগণের কাক্তিতে উজ্জলীকৃতা, রূপ গুণ লাবণ্য

তস্মিন্নেব সময়ে—

- ২১০ । সিংহাসনং বিবিধরত্নশিলাবিলাসি, গোবর্দ্ধনঃ স্ববপুষোহবয়বেন চক্রে ।
পাশাযুধঃ স্বয়মুপেত্য মণীন্দ্রমুক্তা-; বিস্ত্রাবি তত্র বিদধার সদাতপত্রম্ ॥
- ২১১ । সচ্চারুচামর-বিধূননধৃত হস্তাঃ, শ্রদ্ধাবশেন পরিতো মরুতোহপি তস্তুঃ ।
পূর্ণঃ শুধাংশুরপি মণ্ডলরূপয়ৈব, তত্রা বিবৃত্য মণিদর্পণতামিয়ায় ॥
- ২১২ । দেয়ীয়তে স্বয়মথ অ বিধায় কায়-বৃহৎ মুহুন্তত ইতোহপ্যথ পাক্জজ্ঞাঃ ।
জ্যোতির্ময়ঃ পরিত এব রুচাং চয়েন, জাঙ্ঘলাতে স্বয়মুপেত্য সুদর্শনঃ অ ॥
- ২১৩ । পদ্মং বিভোরপি বিভূতমুপেত্য নানা, ছত্রাণি হংসবিশদানি সমস্ততোহভূৎ ।
কৌমোদকী তু মহলা মহিতাভিষেক-, যজ্ঞোৎসবস্ত মণিযুপ ইবাবতস্তে ॥
- ২১৪ । সপ্তার্ণবাশ্চ সরিতশ্চ নদাশ্চ পুণ্যাঃ, পুণ্যানি যানি সলিলাশয়মণ্ডলানি ।
স্বশাস্ত্রপূর্ণমণিমঙ্গলকুন্তহস্তৈ, স্তৈস্তৈরভাবি পরিভাবিতদিব্যাদেহৈঃ ॥

২১০ । গোবর্ধনস্ত সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সিংহাসনস্তাপীন্দ্রে মুখালিঙ্গত্যাং প্রথমং তেনৈব তদুপহৃতমিত্যাহ—সিংহাসনমিতি । সৎ সূন্দরম্ ॥

২১১ । বিবৃত্য বিবৃতীভূয় ॥

২১২ । দেয়ীয়তে অ, অতিশয়েন ধ্বনিতবান্; জাঙ্ঘলাতে অ দীপাদিরূপেণেত্যর্থঃ ॥

২১৩ । বিভোঃ পদ্মমপীতি সম্বন্ধঃ ॥

অনুরূপ আদর প্রাপ্তকারিণী উর্বশীপ্রধান অঙ্গরাগণে প্রকৃষ্টভাবে সুশোভিতা নানাবিধ দেবসভা সেই অভিষেক মহোৎসব দেখবার জন্য অক্ষয় আনন্দে আকাশ অলঙ্কৃত করলেন । ঠিক সেই সময়ে—

২১০ । গোবর্ধন নিজ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা বিবিধরত্নশিলা খচিত সিংহাসন রচনা করে দিলেন । বরুণদেব এসে মণীন্দ্রমুক্তা-বিস্ত্রাবি রমণীয় ছত্র স্বয়ং ধারণ করলেন ।

২১১ । শ্রদ্ধাবশে সূন্দর চারু চামর ঢুলানোতে কম্পিত হস্তা মারুতও চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন । আরও, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলরূপে তনু বিস্তার করে মণিদর্পণতা প্রাপ্ত হলেন ।

২১২ । অতঃপর পাক্জজ্ঞা চতুর্দিকে কায়বৃহৎ বিস্তার করে মুহুর্মুহু নিজে নিজেই অতিশয়রূপে ধ্বনিত হতে লাগলেন । জ্যোতির্ময় সুদর্শন উপস্থিত হয়ে নিজ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নিজে নিজেই চতুর্দিকে দীপাদিরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন ।

২১৩ । কৃষ্ণের পদ্ম বিভূতা ধারণ করে চতুর্দিকে হংসের মতো শুভ্রবর্ণ বিবিধ ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে গেলেন । আর তেজে সম্মানিত কৌমোদিক গদা অভিষেক-যজ্ঞোৎসবের মণিস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন ।

২১৪ । পুণ্য সপ্তসাগর-গঙ্গাদি নদী-ক্ষুদ্র নদী এবং যে সকল পুণ্য জলাশয়মণ্ডল আছে তারা সব জলপূর্ণ মনিময় মঙ্গল কলস হস্তে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সর্বথা প্রকটিকৃত দিব্য দেহে ।

- ২১৫। ভূমি: স্বয়ং তনুমতী মণিপাত্রিকায়- , মাছত্যা সপ্তমণিসম্পুটিকোদরস্থা: ।
 আচারতোহথ দধতী শুচি সপ্তমুংস্রাঃ, কুংস্রাভিলাষবরদস্ত পুরোহবতস্তে ॥
- ২১৬। মূর্ত্তাঃ সমেত্য ততয়শ্চ মহৌষধীনাং, সর্বৌষধীশ্চ পরিগৃহ্য মহৌষধীশ্চ ।
 অগ্রে সমাসত বনম্পত্যশ্চ পুণ্য, বৈদূর্য্যপাত্রগতপঞ্চকষায়হস্তাঃ ॥
- ২১৭। নানাফলোদকষটীষটীতাগ্রহস্তা, নানাবিধানি চ ফলানি করে দধানাঃ ।
 অভাযযুক্তত ইতো বনদেবতাশ্চ, নানামণীশ্বরকরা গিরিদেবতাশ্চ ॥
- ২১৮। শঙ্খাদয়শ্চ নিধয়ো নব সিন্ধয়োহষ্টৌ, চিন্তামণীন্দ্রনিকরা অপি কামগব্যঃ ।
 কল্পক্রমা অপি গৃহীতমনোজ্ঞরূপা, দূরে কৃতাজ্জলিপুটঃ পুর এব তন্তুঃ ॥
- ২১৯। স্বর্ণাশ্বরাণ্যুশনিনায় স্ত্রুমেকলস্মা হারাবলীরূপজহার হিমালয়শ্রীঃ ।
 শ্রীর্গন্ধমদনভবা কনকারবিন্দা, শ্রাদায় মানসজলাং স্বয়মাজুগুপ্তা ॥

২১৪। পরিভাবিতস্তিরস্তুতো দিব্যোহপি দেহো যৈশ্চৈঃ; যদা, পরি সর্বতো ভাবেনৈব ভাবিতঃ কৃতো দিব্যো
 দেহো যৈশ্চৈরভাবি, তত্রাভূয়ত ॥

২১৫। শুচিসপ্তমুংস্রাঃ প্রশস্তমৃত্তিকাঃ; “বন্দীকাং পর্বতাগ্রাচ্চ সরস্বতীয়াচ্চ দাদগজাং । অগ্ন্যাগারাভু গৃহীয়াং”
 ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তাঃ; আহুত্যা মণিপাত্রিকায়ং দধতী সতী পুরোহগ্রতোহবতস্তে । তনুমতী মূর্ত্তিধারিণী ॥

২১৬। “সহদেবী বচা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা । শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী হৃদ্যবর্তা তথাষ্টমী ॥” ইত্যষ্ট মহৌ-
 ষধীঃ । “মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈল্যেয়ং রজনীদ্বয়ম্ । শঠী চম্পকমুত্তম সর্বৌষধধিগণঃ স্মৃতঃ ॥” ইতি মহৌষধীশ্চ পরি-
 গৃহ্য সর্বৌষধীনাঞ্চ ততয়ঃ সমাসতেতি চকারাং ॥

২১৭। নানাফলানাং নারিকেলাদীনামুদকপূরিতা যা ঘটাস্তাস্থ ঘটতা তগ্রহস্তা যাসাং তাঃ; “ইন্দ্রনীলমুকুন্দা-
 দীনমকরানন্দ-কচ্ছপান্ । শঙ্খপদ্মাদিকৌ চাপি নিধীনষ্টৌ ক্রমাদযজ্ঞেং ॥” ইতি ক্রমদীপিকানুসারেণাষ্টৌ ॥

২১৮। হারাবল্যাস্ত নবৈব নিধয়ঃ । অণিমাদয়োহষ্টৌ সিন্ধয়ঃ প্রসিন্ধা এব ॥

২১৫ মূর্ত্তিমতী ভূমিদেবী স্বয়ং উই টিপি ইত্যাদি সপ্তমণিসম্পুটের ভিতরের প্রশস্ত মৃত্তিকা আহরণ
 করে মণিথালয় সদাচারে ধরে মিথিল অভিলাষ পুরক শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে বিরাজমানা হলেন ।

২১৬। মূর্ত্তিমতী মহৌষধী ও সর্বৌষধী একত্র হয়ে সহদেবী আদি অষ্ট মহৌষধী ও মাংসী আদি
 অষ্ট সর্বৌষধী পরিপাটি করে সাজিয়ে নিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন । পুণ্যবান্ বট-পিপ্পলাদি
 বনম্পতিগণ মূর্ত্তিমন্ত হয়ে কটু আদি পঞ্চকষায় পল্লব বৈদূর্য্যমণিপাত্রে ধরে এসে উপস্থিত হলেন ।

২১৭। নারিকেলাদি নানা ফলের জলভর্তি ঘটী অঙ্গুলীতে ধরে এবং নানাবিধ ফল করকমলে ধরে
 বনদেবতাগণ চতুর্দিকে এসে উপস্থিত হলেন । আরও, এলেন গিরিদেবতাগণ নানামণিশ্রেষ্ঠ হাতে নিয়ে ।

২১৮। শঙ্খাদি নবনিধি, অনিমাди স্ট্রুসিন্ধি, চিন্তামণি আদি শ্রেষ্ঠমণিচয়, কামধেনু এবং কল্পক্রম-
 শ্রেণী মনোজ্ঞ রূপ ধারণ করে কৃতাজ্জলিপুটে দূরে সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রইলেন ।

২১৯। স্ত্রুমেকলস্মা স্বর্ণবস্ত্র নিয়ে এসে এবং হিমালয়লক্ষ্মী হারাবলী নিয়ে এসে উপহার দিলেন ।

- ২২০। গন্ধোত্তমং মলয়জং মলয়স্থ লক্ষ্মী-গৌবর্দ্ধনস্থ দৃশদি স্বয়মপিপেয।
কৈলাসতো গিরিসুতাগিরিশাত্তদৃষ্টাং, তচ্ছ্রীঃ সমাহরত কামপি রত্নমালাম্ ॥
- ২২১। মন্দাকিনীদলিলতো বিচ্চানি কালে, সপ্তষিভিনিজকরৈঃ সমুপাহৃতানি।
চন্দ্রাংশুভিঃ পুনরথো মুকুলীকৃতানি, পঙ্কেকহাণি রবিকরংকচয়াচমার ॥
- ২২২। বহ্নিঃ স্বয়ং ললিতকাঞ্চনধূপপাত্রা-মালাস্বমানবরবিক্রমশুভ্রায়ায়াম্।
উগ্গংপিধানপতরক্সসহস্রধূমং, চক্রে সূচাক সুরসাস্তরুদারুদাতম ॥
- ২২৩। জ্যোতির্ময়ৈন কনকোত্তমভাষ্মরেন, পক্ষদ্বয়েন গরুড়ো বিদধে বিভানম্।
ভোগান্ ভুজঙ্গপতয়ঃ ফণরত্নশেখাঃ-শচত্রুধ্বজানপি চ রত্নময়ীঃ পতাকাঃ ॥
- ২২৪। শ্রীমুক্তয়োঃপাথ্য পরেইপাভিষেকমন্ত্র, ধৃত্য বপুঃ কিমপি পুরুষশূক্তয়শ্চ।
আজ্ঞানমেব বভূবুমধুরৈরুদাত-মুখৈঃ স্বরৈর্মুনিগণাহিতসামুবাদাঃ ॥

২১৯। মানসজলাং তত্রত্য-মানসাখ্য সরোবরজলাং ॥

২২০। তচ্ছ্রীঃ কৈলাশশ্রীঃ গিরিসুতা চ গিরিশশ্চ তদাদিভিরপাদৃষ্টাম্ ॥

২২১। চক্ৰস্থ উদানীং তত্রাগত্যা স্বীকৃত-মণিদর্পণাখ্যকতাক্রাংশুভিঃ কিরটৈঃ ॥

২২২। উত্তমু দগচ্ছন, পিধানগতে বজ্রসহস্রে ধ্রুয়ো বভূবুদৃষ্টা ত্রাত্বা দাহং চক্রে ॥

২২৩। ভোগান্ কণান্ ধ্বজাংশুক্রুঃ, কণান্ধ রত্নশেখান্ রত্নাগ্রান্ পতাকাশুক্রুঃ। অক্রে শিখোবিরোধিনামপি
ভগবদনুযুক্তো নির্বৈরহাজ্ঞাস এব সর্ববামুদত্ব ॥

শ্রীগন্ধমাদনলক্ষ্মী সেখানকার মানস সরোবর জলে উৎপন্ন কনকারবিন্দ নিয়ে এসে স্বয়ংই গাঁথতে লেগে
গেলেন।

২২০। মলয়লক্ষ্মী গন্ধশ্রেষ্ঠ চন্দন নিয়ে এসে গোবর্ধনশীলায় নিজেই পিষতে লেগে গেলেন।
গিরিসুতা পাকতী এবং শিবাতির অগ্নোচরে কোনও অনির্বচনীয় রত্নমালা আহরণ করে নিয়ে এলেন
কৈলাসলক্ষ্মী ॥

২২১। সপ্তধিমণ্ডলীদারা নিজহাতে মন্দাকিনী জল থেকে এই নিকটে এনে স্থাপিত দিনফোটা
পদ্মনিচয়কে তৎস্থানে মণিদর্পণরূপে উপস্থিত চন্দ্রকিরণ মুকুলিত করে দিলেও সেবাকালে রবি বিকসিত
করে দিলেন।

২২২। অগ্নিদেব স্বয়ং আলস্বমান শ্রেষ্ঠরক্তপ্রবাল-বালরযুক্ত ললিত কাঞ্চন ধূপপাত্র সূচাক
সুরস অগুরুকাষ্ঠ পুড়িয়ে ধূয়া করলেন, যা ঢাকনার সহস্র ছিদ্রপথে উর্ধ্ব উঠতে লাগল।

২২৩। জ্যোতির্ময় উত্তম স্বর্ণছাতিমান নিজপক্ষদ্বয় মেলে গরুড়জী চাঁদোয়া বাণিয়ে দিলেন। সর্প-
রাজগণ কণকে করলেন ধ্বজা আর ফণের রত্নমুখের দ্বারা রত্নময়ী পতাকা। (সেবানুখী হওয়ায় পরস্পর
বিরোধিতাব চলে গিয়েছে এঁদের)।

২২৪। আরও, শ্রীমুক্ত সমূহ, অপর অভিষেক মন্ত্রচয়, পুরুষশূক্তনিবহ কোনও অনির্বচনীয়

- ২২৫। গব্যানি পঞ্চ সুরভিঃ স্বয়মাজহার, পঞ্চামৃতানি চতুরানন এব দেবঃ ।
 ঐরাবতঃ করহতৈঃ সুরদীর্ঘিকায়াং, স্তোত্রৈর্মণীন্দ্রময়কুন্তুকদম্মপ্রাং ॥
- ২২৬। তূৰ্ণ্যনি নেত্রভিত্তো দিবি দেবতানাং, দেব্যস্ত নন্দনবনীকুসুমাত্মবৰ্ণ ।
 গন্ধব-কিংপুরুষ-চারণ-সিন্ধু-সাধ্য-, বিভ্রাধরা মুমুদ্বিরে ননুতুর্জগুশ্চ ॥
- ২২৭। নাট্যং মুখপ্রভৃতি-পঞ্চসুসঙ্ঘিবন্ধং, নানাবিধং সরসম্প্রসোহভ্যনৈমুঃ ।
 কাশ্চিল্লিরীক্ষ্য তমথো মুমুদ্ববভূব, নারায়ণাকুজনিরেক নিকামভক্তা ॥

২২৮। এক রমময়ে সময়ে পিতামহো মহোৎসুকহৃদয়ো দয়োত্তরত্তরলতালতাকুসুমসুরভিসুরভি-
 ষ্মালান্ত কিকিছুবাচ, — ‘অগ্নি অগ্নি নিরবজনিরবসরসসঃ সময়ঃ সময়ামাস মা সরলেহুতঃপরমিষ্যতাং বিলম্বো
 লম্বোদরজনকমনুজ্ঞাপ্য সমারভাতায়ভিষেকঃ, যাবৎ কুষ্ম সময় ময়া গম্যতে, তাবদ্ব্যংপ্রিয়মকুরুদ্ধতী যমহু-
 রুদ্ধতীয়মনুসূয়াসুয়ারহিতা চ বক্তরজস্তমোলোপা লোপামুজা চ মুজাচতুরা ভগবতী সর্বসন্মানগা নগাভুজা ॥

২২৪। বভুগুঃ শঙ্খিতবন্তঃ; উদাত্তমুঠৈষ্যকুদাত্তাদিত্তিঃ ॥

২২৫। সুরদীর্ঘিকায়াঃ স্বর্গদ্বায়াঃ; অগ্রাং পূরন্মামাস ॥

২২৭। মুখপ্রভৃতীনাং মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ নির্বহানাং পঞ্চানাং শোভনসঙ্গীনাং বকো যত্র তং; নানাবিধং
 রূপকোপকৃপকঃ; অবাস্তর-বহুভেদমভ্যনৈমুভিনীতবতাঃ ॥

২২৮। দয়োত্তরা তরলতা কৃপাপ্রধানং তারল্যং সৈব লতা, অতুক্ষ্ম্যাজনাবরণাং, তস্তাঃ কুসুমেন সুরভি-
 কলাভিবাগ্নকপ্রকাশেম সমীচীনমিত্যর্থঃ, তদ্ব্যথা স্তাভ্য। নিরবজ্ঞচাসৌ নিঃশেষণাবসরেণ সরসশ্চেতি সং সময়গয়া-
 শরীর ধারণ করে নিজে নিজেই উদাত্ত-অমুদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হতে লাগলেন।

২২৫। সুরভি স্বয়ং পঞ্চগব্য, আর দেব চতুরানন পঞ্চামৃত যোগাড় করলেন। ঐরাবত আকাশ-
 গঙ্গা থেকে গুঁড়ে করে জল এনে মণীন্দ্রময় কুন্তুনিবহ ভরে দিলেন।

২২৬। দেবতাগণের বিবিধবাস্ত্র আকাশে চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে লাগল, আর এদিকে দেবীগণ
 নন্দনবন-কুসুম বর্ষণ করতে লাগলেন। গন্ধব-কিংপুরুষ-চারণ-সিন্ধু-সাধ্য-বিভ্রাধরণ আনন্দ-মত্ত হয়ে উঠলেন,
 নাচতে লাগলেন।

২২৭। মুখ-প্রতিমুখাদি পঞ্চপ্রকার শোভন সঙ্গীযুক্ত এবং রূপক-উপরূপকাদি বহু অবাস্তর ভেদ-
 বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন অম্মরাগণ কুষ্মকে দেখে। কেউ কেউ বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন।
 উর্বশা ভো একান্ত ভক্তই হয়ে উঠলেন।

২২৮। এইরূপে রমময় সময়ে মহা উৎসুক হৃদয় পিতামহ বক্ষা সুরভির নিকট গিয়ে কৃপাপ্রধান
 তরলতালতার কুসুমের দ্বারা ফলের ইঙ্গিত করতে করতে অর্থাৎ সমীচীন ভাবে বললেন—অগ্নি, অগ্নি নিরবজঃ
 পরিপূর্ণ অবসরে সরস সময় এসে গিয়েছে। হে সরলে, অতঃপর আর বিলম্ব ইচ্ছা করো না। গণেশজনক
 শিবের আজ্ঞা নিয়ে অভিষেক আরম্ভ করে দেও। যাবৎ আমি কুষ্মের নিকট না-যাচ্ছি সেই সময়ের মধ্যে
 আমার প্রসন্নতা অনুসন্ধানকারিণী এই অরুদ্ধতী, অসুয়ারহিতা এই অনুসূয়া, রজস্তমো গুণ লোপ পাওয়া

পুরুগায়গায়ত্রী চ বেদমাতা মাতা চ দেবানামদিতিরদিতিরপীয়ং ॥ গিরাং দেবী দেবী স্বাহা স্বাহাৰ্ষগুণা
চেতি সৰ্বা এব তন্নিৰ্গটমুপসর্পন্তি' ইতি পরিপ্রাপ্য তন্নিদেশং দেশং তমনুসৃত্য তাসু ভগবানপি স্বয়ং
স্বয়ন্তুরনুসার ॥

অনুসৃত্য চ—

২২৯। অৰ্ঘোণ পাতপয়সাচমনীয়কেন, বক্তেন্দুসীম্নি মধুপর্ক-সমর্পণেন ।

সিংহাসনে সমুপবেশ্য গিরাং প্রযত্নৈঃ, পদাসনঃ স সমপূজয়দমুজাক্ষম্ ॥

তদনু তন্নিদেশেনৈব—

২৩০। পঞ্চামৃতৈঃ সুরভিভিঃ সহ পঞ্চগব্যৈঃ, ভৈব্যনিজস্তনরসৈঃ সুরভিশ্চ দেবী ।

তাভিঃ সমং কমলজাসন-সমিযোগাৎ, শ্রদ্ধাষিতা শিখরিধারিণমভাষিকং ॥

তদা তদালোকয়ন্তিরেবমতর্ক্যত—

২৩১। জ্যোৎস্নাভিনবনীবদঃ কিমথবা শুক্লেন নীলো গুণঃ

শুদ্ধফটিক রত্নকান্তিসলিলৈঃ কিম্বেন্দ্রনীলাঙ্কুরঃ ।

মাস প্রাপ্তঃ । কৃষ্ণং সময়া কৃষ্ণা নিকটম্ । সাধবীগণমুকুত্বেন মাদল্যাধিক্যাদরুজাত্যাঃ প্রাঙ্নিদেশঃ । মুদাং রা দানং
তত্র চতুরা নগাঅজা পার্বতী । পুরু প্রচুরং গায়ত্যাভিবত ইতি পুরুগা যা সা চার্সো গায়ত্রী চেতি সা । দিতিঃ ঋগুনম-
দিতিসুদ্রহিতা গিরাং দেবী সরস্বতী । সুষ্ঠু আহাৰ্ধা গুণা যন্তাঃ সা ॥

২২৯। সিংহাসনে সমুপবেশ্যার্যাদিনা সমপূজয়দিতি যোজনা ॥

২৩০। তাভিররুদ্রত্যাভিভিঃ ॥

২৩১। তদাহভিষেককলে জ্যোৎস্নাভিরিতি স্নানীয়গন্ধদ্বাদ্যাদি-বস্ত্রনাং কদাচিচ্ছলমিশ্রিতত্বেন তারল্যাং;
শুক্লেন গুণেনেতি তেষামেব কদাচিচ্ছলামিশ্রিতত্বেন নৈবিড্যাং; শুদ্ধফটিকেতি তেষামেব প্রত্যেকমন্তে শুদ্ধ গঙ্গাদিকেন
লোপমুদ্রা, আনন্দদানে চতুরা সকলের সম্মানীয়া ভগবতী হিমালয়কন্যা পার্বতী, ভগবানকে প্রচুর আহ্বান-
কারিণী বেদমাতা গায়ত্রী ঋগুন রহিতা দেবমাতা এই অদ্বিতি, বাগ্ দেবী এই সরস্বতী এবং সুন্দর আহরণগুণে
গুণী স্বাহা—এঁরা সকলেই কৃষ্ণের নিকট চলে যাক্ । এইরূপে ব্রহ্মার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে দেবীরা সকলে
কৃষ্ণের নিকটবর্তী স্থানের পথ অনুসরণ করে চললে বৃক্ষাও তাঁদের পিছে পিছে চললেন ।

২২৯ সেখানে গিয়ে পদ্মাসন বৃক্ষা অনুরোধ বাক্যে কমলনয়ন কৃষ্ণকে সিংহাসনে বেশ ক'র
বসিয়ে প ছ অর্ঘ্য-আচমনীয় দিয়ে তৎপর মুখকমলাগ্রে মধুপর্ক সমর্পণ করে উত্তমরূপে পূজা করলেন ।

২৩০। অতঃপর পূর্ব অজ্ঞানসারে সুগন্ধী পঞ্চামৃত সহ পঞ্চগব্য এবং তৎকালে ক্ষরিত নিজস্তন
দুগ্ধের দ্বারা সুরভিদেবী অরুদ্রত্যাতির সহিত মিলিত হয়ে শ্রদ্ধাষিত মনে গিরিধারীর অভিষেক করলেন ।

২৩১। তখন ঐ অভিষেক দর্শনকারী জনদের মনে মুরারির বপু সন্দেহের উদ্বেক করাল—(তরল
দুগ্ধে স্নানকালে) অহো এ কি জ্যোৎস্না স্নাত নবীন মেঘা । (স্নান দুগ্ধে স্নানকালে) অথবা অহো এ কি শুভ্রতায়
ঢাকা নালিমা গুণ) । (শুদ্ধ গঙ্গাজলের ফালনে) কিম্বা অহো এ কি শুদ্ধ ফটিক-রত্নকান্তি জলধারায় স্নাত ইন্দ্র-

মুক্তাভিঃ কিমু বা তমালতরুণঃ স্নাতঃ সমুদ্ভ্রাজতে
কিংবা শ্যামসরোজমুজ্জলবিধুক্ষোদৈমু'রারেন'পুঃ ॥

তদনু চ—

২৩২। গায়াত্রিকা চ গিরিজা চ সুরপ্রসূচ, সারদ্ধতী চ পরমা পতিদেবতানাম্ ।

চূর্ণৈর্মহাসুরভিভিঃ শুভগানপূর্বং, চকুর্বিরুক্ষণমপেক্ষিতমাতৃমোদাঃ ॥

২৩৩। ততশ্চ, প্রত্যেকমন্ত্রপরিপূতমহাভিষেক-দ্রব্যোজ্জলৈঃ শুভজলৈঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ ।

একৈকশঃ প্রমুদিতাঃ সনকাদয়শ্চ, সপ্তর্ষয়শ্চ গিরিধারিণমভ্যধিকন্ ॥

২৩৪। ততশ্চ, সিদ্ধাদিভিনিজনিজোদকমর্পয়ন্তি-স্তুবাং করে স্বজনিনাথ নিযোজ্যমানৈঃ ।

কৃষ্ণোহভাষেচি রভসোদগতলোচনাস্তো-রোমাকুরক্ষুভিতচিত্রপবিত্রগাত্রৈঃ ॥

২৩৫। ভূয়শ্চ শোণতরুসুন্দরগন্ধতৈলে-, নাভ্যজ্য শৈলতনয়াদয় এব দেব্যাঃ ।

কপূ'রপূরিত-সুশীতলসহস্রধারা-ধারাজলৈস্তদনু শঙ্খজলৈরসঞ্চিন্ ॥

ফালনাং; মুক্তাভিরিতি তেষামেব কদাচিৎ ললাটাদিষু কণরূপেণাবস্থিতৈঃ; উজ্জলবিধুক্ষোদৈকুত্তম-কপূ'রচূর্ণৈরিতি তেষাং সর্বেষাং সৌরভ্যাং প্রেক্ষা । যত্বে—“পঞ্চামৃতৈঃ সুরভিভিঃ” ইতি ॥

২৩২। বিরুক্ষণমভ্যঙ্গানস্তরং গন্ধচূর্ণৈরুদ্বর্তনম্ অপেক্ষিতো মাতুরিব মোদো হর্ষো বাভিস্তাঃ ॥

২৩৩। সুরদীর্ঘিকায়া গঙ্গায়াঃ ॥

২৩৪। তেষাং সনকাদীনাম্ স্বজনিনা স্বয়ংভূবা রভসেন হর্ষণোদগতাভ্যাং লোচনাস্তশ্চ রোমাকুরশ্চ ত্যভ্যাং ক্ষুভিতানি চিত্রানি পবিত্রানি গাত্রানি যেষাং তৈঃ ॥

২৩৫। কপূ'রপূরিতৈঃ সুশীতৈশ্চ সহস্রধারাখ্য-স্থাল্যা ধারাজলৈঃ ॥

নীলমণি-অক্ষুর। অথবা (ললাটে জলবিন্দুর লগ্নতায়) এ কি মুক্তায় জরিত তমাল তরুণ উজ্জলরূপে দৌপ্তি পাচ্ছে। অথবা (অভিষেক কালের গন্ধে ভ্রান্তি) এ কি উজ্জল কপূ'র-চূর্ণ মাখান নীলকমল ।

২৩২। অতঃপর মায়ের মতো! এই উৎসব-আনন্দকে যারা অপেক্ষা করে আছেন সেই গায়ত্রী, পার্বতী, দেবমাতা অদिति এবং পতিব্রতাশিরোমণি অরুন্ধতীদেবী শুভাগমন পূর্বক তেল মাখানোর পর মহা সুগন্ধী চূর্ণে তৈরী বিলেপন দ্রব্য লাগাতে লাগলেন ।

২৩৩, ২৩৪। প্রমুদিত সনক-সনকাদি ও সপ্তর্ষিগণ মন্ত্রপরিপূত উজ্জল অভিষেক দ্রব্যের দ্বারা একে একে গিরিধারীকে যখন অভিষেক করছিলেন, তখন ব্রহ্মাদ্বারা নিয়োজিত হয়ে সনকাদির করে নিজ নিজ জল অর্পণকারী সিদ্ধ প্রভৃতি সকলে আনন্দবেগোদগত নয়নজলে ও রোমাঞ্চে ক্ষুভিত বিচিত্র পবিত্র দেহের দ্বারা অভিষেক করছিলেন ।

২৩৫। পুনরায় পার্বতী প্রমুখা দেবীগণ রক্তজবার মতো লাল সুন্দর গন্ধ তেল মাখিয়ে কপূ'র পূরিত অতিশীতল সহস্র ধারাখ্য স্থালী থেকে ঝরিত ধারাজলে এবং শঙ্খজলে অভিষেক করলেন ।

এবং তস্মিন্বেব সময়ে—

২৩৬। চিন্তাশ্লোকল্লতরুকামগবীপ্রভাব-লক্ষ্মীপ্রসূত-সুকুমারকুমারিকাণাম্ ।

বর্গেণ সূক্ষ্মসিতকোমলচেলখণ্ডৈঃ, শচ্রে নিকামমভিষেকজলাপসারঃ ॥

২৩৭। কাচিং কেশকলাপতোহথ বদনাস্তোজাং পরা বক্ষসঃ

কাচিদ্বাঙ্ঘ্রযুগাং পরা চরণতো গাত্রস্থ কাচিচ্ছনৈঃ ।

বাসঃখণ্ডমনাড্রকং বিদধতী শ্রোণীতটে বেষ্টিতং

বাসোহস্তান্তিমিতং বিহাপ্য সলিলং তস্মাদপাসীসরং ॥

এবং দ্বিত্তিরাকেশমাপাদপদ্যমভিমার্জ্য—

২৩৮। পূর্বোপনীত-বসনাভরণানুলৈঃ, কণ্ঠাগণোহতিচতুরঃ সমমণ্ডয়ন্তম্ ।

শৈলাধিরাজতনয়াত্মাপদিশ্রুমানঃ, কেশান্ প্রমাধা নিপুণং পুনরাববন্ধ ॥

২৩৯। গোগোপগোপবনিতাদি-রসপ্রসঙ্গ-স্বাভাবিক-ব্রজবিলাসমুহূর্তহানৈঃ ।

কৃষ্ণস্ত তন্তুত্বপরোধবশেন সর্বং, স্বীকুবর্তঃ ক্ষণমুপদ্রববদন্তুব ॥

২৩৬। চিন্তাশ্লোদীনাং প্রভাবলক্ষ্মীঃ প্রভাবময়ী সম্পত্তিস্তয়া প্রসূতা আবির্ভাবিতা বাঃ সুকুমার্যঃ কুমারিকাণাম্ বর্গেণ ॥

২৩৭। কেশকলাপাদিতঃ সলীলমপাসীসরদপসারসামাস। অনাড্রকং শুষ্কম্, তস্মাৎ শ্রোণীতটাং তন্তং কর্ম মাতৃকল্লানামদিত্যাদীনাং কর্তৃযোগ্যমিতি কান্তারমানানাং কুমারিকাণাং সৃষ্টিঃ ॥

২৩৮। চতুরো দক্ষঃ ॥

২৩৯। গো-গোপগোপবনিতানাং রসপ্রসঙ্গে স্বাভাবিক এব যো ব্রজবিলাসস্ত স মুহূর্তং ব্যাপ্য হানেহৈতোঃ ॥

২৩৬। অতঃপর সেই সময়ে চিন্তামণি-কল্লতরু-কামধেনুগণের অতিপ্রভাবশালী ঐশ্বৰ্য্যে আবির্ভাবিতা সুকুমারী কুমারীগণ সূক্ষ্ম-শুভ্র-কোমল গামছাদ্বারা অতিসুন্দর ভাবে অভিষেকজল গুছিয়ে দিতে লাগলেন—

২৩৭। কেউ কেশকলাপ থেকে কেউ বদনকমল থেকে, অপর কেউ বক্ষ থেকে, কেউ আবার বাঙ্ঘ্রগল থেকে, অপর কেউ চরণযুগল থেকে এবং কেউ গা থেকে ধীরে ধীরে জল মুছে নিলেন। অশ্রু কোন এক কান্ত্যভাবময়ী কুমারী বন্ধুখণ্ড পরিয়ে দিলেন এবং কটিতট থেকে ভিজ্ঞে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে জল নিঙ্রিয়ে ফেললেন।

২৩৮। এইরূপে কেশ থেকে পাদপদ্য পর্যন্ত সমস্ত শরীর তু-তিন বার মূছিয়ে দিয়ে—

হিমালয় কণ্ঠা পাবতীদ্বারা উপদিষ্টমানা কণ্ঠাগণ পূর্বই যোগাড় করা বসন-আভরণ-অনুলেপের দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। অতঃপর চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে বেঁধে দিলেন নিপুণভাবে।

২৩৯। বৃন্দাদির উপরোধবশে যদিও এ সব কিছু স্বীকার করে নিচ্ছিলেন কৃষ্ণ, তথাপি তাঁর নিকট এ উৎসব উপদ্রবের মতো মনে হতে লাগল —গো-গোপ-গোপবনিতাদের রস-প্রসঙ্গের স্বাভাবিক বিলাস-মুহূর্ত নষ্ট হওয়া হেতু।

২৪০। তথাপি তথা পিতামহাদীনামনুরোধত উদ্দেশ্যে তরঙ্গা রঙ্গাহতয়ে তস্য ন বভূবুঃ, প্রত্যুত ভক্তভক্ততয়া যে যথা যৎ কুব্ধস্তি, তথৈব তদনুমোদমানো মানোন্নতো গান্ধীৰ্য্যমেবাবলম্বতে ॥

২৪১। তে স্ময়মানমুখাশ্চতুমুখাদয়ঃ স্নাতমলঙ্কৃতমলঙ্কৃতকৰ্মাণং তমবলোক্য কল্পতরুপ্রসূতে সৰ্বতো ভদ্রে সৰ্বতোভদ্রা ভদ্রাসনে সমুপবেশ্য তেনৈব কণ্ঠকাগণেন কৃতচরণধাবনং কারয়ামাসুঃ। সমনস্তরং বিরিক্ণঃ সৰ্বোৎকর্ষাধিকারং চিকারয়িষুঃ পূজাং মনসি চিন্তয়ামাস — ‘কেন করিষ্যতে মদভিমতা মতাবপরিচ্ছেদরসা নিরপচিতিরপচিতিরস্য রসাত্মেন কেন মন্ত্ৰেণ বা ভবিতব্যম্, নহি নির্মত্তমর্হণম্’ ইতি তমথ চন্দ্রশেখরোহখরোদিত-বচা নিজগাদ,—‘ভো ভো চতুরানন ! চতুরা ন ন চিন্তয়ন্তি, কুমারোহয়মচিষ্যতি ॥’

২৪২। ইতু্যুক্তবাত্যেব ব্যোমকেশে নাকেশেনাভিগৃহ্মীক্ষামাণো মহোমহোদয় ইব গোবিন্দাভিষেক-পূজোপযুক্তো গোবিন্দনামাঙ্কিতো মূর্ত্তিমানষ্টাদশাঙ্করো মহামমুরাবিরাসীৎ ॥

২৪০। রঙ্গাহতয়ে তেবাং স্বস্বরঙ্গনাশার্থমিত্যর্থঃ। মানেনাদরেণোরন্তঃ ॥

২৪১। অলমত্যাং কৃতকৰ্মাণং কৃতকৃত্যম্। সৰ্বতো ভদ্রে পীঠে সৰ্বতোভদ্রায়া গন্তাৰ্থা ভদ্রাসনে। পূজাং চিকারয়িষুঃ কারয়িতুমিচ্ছন্। কীদৃশীম্ ? সৰ্বোৎকর্ষমঞ্চতি প্রাপ্নোতীতি সৰ্বোৎকর্ষাধিক্যম্। নিরপচিতিরপচয়শ্চাঃ অপ-চিতিঃ পূজা। অর্হণং পূজনম্, অর্হণং যোগ্যম্, অর্হতীত্যর্থঃ। অখরং যথা স্নাতখোদিতমুদগতং বচো যস্য সঃ। ন ন, নহি নহীত্যর্থঃ, সন্ত্রমে বীণা। কুমারোহয়মিতি তর্জনা মূর্ত্তমষ্টাদশাঙ্করমন্ত্রং দর্শয়তি ॥

২৪২। ব্যোমকেশে মহাদেবে; নাকেশেনেন্দ্রেণ মহসাং মহাহুদয় ইব ॥

২৪০। তথাপি তজ্জনিত উদ্দেশ্যে তরঙ্গ দেবতাদের নিজ নিজ রঙ্গনাশের কারণ হল না, ব্রহ্মাদির উপরোধবশে। প্রত্যুত তিনি ভক্ত-ভক্তিমান্ হওয়ার দরুন যে দেবতা যে ভাবে যা করছিলেন, তা সেভাবেই অনুমোদন করতে করতে আদরে উন্নতমনা হয়ে গান্ধীর্ষ ধারণ করে রইলেন।

২৪১। হাসি হাসি মুখ সেই চতুমুখাদি দেবতাগণ স্নাত-অলঙ্কৃত-সাধিতকর্মী কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করত কল্পতরুপ্রসূত সর্বমুখকর গান্ধারী বৃক্ষের মঙ্গলময় আসনে বসিয়ে সেই কণ্ঠাগণের দ্বারাই পাদপ্রক্ষালন কার্য সমাধান করালেন। অতঃপর ব্রহ্মা মহা সমারোহে পূজা করাবার ইচ্ছুক হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—‘আমার অভিলাষ মতো অপরিমিত রসদায়ী ও ষোড়শোপাচারে পূর্ণ পূজা এঁর কে করবে, রসাত্ম কোন মন্ত্ৰেই বা পূজা হবে, বিনা মন্ত্ৰেতো পূজা করা উচিত নয়। তাঁর মনের অবস্থা বুঝে চন্দ্রশেখর কোমল বাক্যে বললেন—‘ভো ভো চতুরানন ! চতুর ব্যক্তি চিন্তা করে না—এ কথা বিখ্যাত। এই যে সম্মুখে দেখছেন কুমার, এ অর্চন করবে। (এই বলে তর্জনী দ্বারা মূর্ত্তিমন্ত অষ্টাদশাঙ্কর মন্তুরাজকে দেখিয়ে দিলেন)।

২৪২। ব্যোমকেশ এইরূপ বলতে থাকলে ইন্দ্রের দ্বারা সম্মুখে ঈক্ষ্যমান, জ্যোতির মহান্ উদয়ের মতো, গোবিন্দের অভিষেক পূজার উপযুক্ত, গোবিন্দ নামাঙ্কিত এবং মূর্ত্তিমান্ অষ্টাদশাঙ্কর মহামন্ত্র আবির্ভূত হলেন।

২৪৩। তমদ্ভুতমহসং মহসন্তোষবর্দ্ধকমালোক্য পিতামহো মহোল্লাসমাসাশ্রু 'অহো মহামনুরসৌ রসৌষবর্ষী স্বয়মভিত্ত্বতোহনুভূতো হু ময়া যত ঋষিরমুখ্য নারদো নারদোষহর্তা ছন্দশ্চ গায়ত্রী উভাভ্যামেব নির্বিশিষ্টোহস্মি। তেনানেনাহমেব কৃষ্ণং দেবতামর্চয়িষ্যামি' ইতি সন্তু তসস্তারো ভারোপদ্বিগুণগুণগণো ভক্তি-বাসনেতরবাসনারদেন নারদেন তৎসবাসন-সনকাদিভিশ্চ ভক্তিরসঞ্জেবৈ ক্রবেণ চ সকলজনমনঃপ্রহ্লাদেন প্রহ্লাদেন চ সান্ত্বতমতবস্তুনা বস্তুনা চ তথাপরৈশ্চ পরমভাগবতৈঃ সমং সমুপসসার ॥

২৪৭। উপস্থ্য চ কৃতপাদশৌচং ভগবৎ-পূজার্থমাবদ্ধপদ্মাসনে পদ্মাসনে চতুর্দিগবস্থিতানি চত্বারি মুখানি ভগবদভিমুখমুখতয়েকমুখীকৃত্য হৃষ্টাভিরষ্টাভিরক্ষিত্রীক্ষমাণে সতি ভগবৎপূজামহার্ঘ্যাদিভাজনযোগ্যা মহার্ঘ্যাদিভাজনযোগ্যাঃ সর্বোপরিভাপরিভাবিত্ত্বক্কা ত্বক্ষাক্রিনা সমুপানীয়ন্ত দীর্ঘঃ রপুজাঃ শঙ্খাঃ, শতধ্বতিধ্বতি-কর্ষা তু স্ত্রমেক্রশ্রিয়োক্রশ্রিয়ো হাটকচ্চিতিতাস্ত্রিপদিকাশ্চ সমাহ্রিয়ন্ত ॥

২৪৩। মহসন্তোষবর্দ্ধকমুঃসবসম্বন্ধিসুখবর্দ্ধকম্। নারদোষহর্তা নরসমুহশ্চ ভক্তিপ্রতিবন্ধকহরিতহারী। ভা কান্তিত্ত্বা আরোপেণ মন্ত্রকান্তিসংক্রমেণ বিগুণিতো গুণগণো যন্ত সং। বাসনাং রদতুং পাটয়তীতি তথা তেন।—'রদ উৎপাটনে' ॥

২৪৪। ভগবতঃ পূজামহন্ত পূজোৎসবস্তার্ঘ্যাদিপাত্রাঃ শঙ্খা ত্বক্ষসমুদ্রেণ সমুপানীতাঃ। কথন্তুতাঃ? মহার্ঘ্যা বহুমূল্যাশ্চ তে আদিভাজনযোগ্যাশ্চৈতি তে। আদিভাজনযোগ্যং প্রথমার্চনপ্রবর্তনোপায়মহীতীতি তে ভাজনমিতি ভজতে-হেতুমন্ত্যন্ত্যাহ। এষাং ত্রিপদিকাঃ কুতো লভ্যা ইত্যধৈর্থে প্রসক্তে সতি শতধ্বতেত্রক্ষণো ধৃতিকর্ষা ধৈর্ষকারিণ্যা উক-শ্রিয়ো বিপুলশোভাঃ ॥

২৪৩। উৎসব সম্বন্ধে সকলের মনে যে সন্তোষ, তার বর্দ্ধনকারী এই অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করে পিতামহ উল্লাসের সহিত বললেন— 'অহো এ দেবছি রসকদম্ববর্ষী মহামন্ত্র স্বয়ং এসে আবিভূত হলেন, পূর্ব' যাকে আমি অমুভব করেছি। যেহেতু এঁর ঋষি মনুষ্যালোকের ভক্তিপ্রতিবন্ধকরূপ দুরিতহারী নারদ আর ছন্দ হল গায়ত্রী, তাই এ-উভয়ের দ্বারাই সম্যক্ প্রকারে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হলাম আমি। কাজেই এ-মন্ত্রের দ্বারা আমিই কৃষ্ণ দেবতাকে অর্চন করবো।

এইরূপ বলে পূজাসম্ভারে সমুদ্র, মন্ত্রকান্তি সঞ্চারে দ্বিগুণিত গুণগণবিশিষ্ট ব্রহ্মা গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট—ভক্তি-বাসনেতর বাসন উৎপাটনকারী নারদ, নারদের সহিত সমবাসন সনকাদি ঋষিগণ, ভক্তিরসে অবিচলিত ক্রব, সকলজনের মনের প্রকৃষ্ট আহ্লাদক প্রহ্লাদ, সান্ত্বত মতে নিত্য অস্থিত বস্তু এবং অপর পরমভাগবতগণকে সঙ্গে নিয়ে।

২৪৪। সম্মুখে গিয়ে পা ধুয়ে নিয়ে পদ্মাসন ব্রহ্মা ভগবৎপূজার্থে পদ্মাসন করে বসে চতুর্দিকে অবস্থিত তাঁর চারটি মুখ ভগবানের অভিমুখে উন্মুখভাবে একমুখী করে হৃষ্ট অষ্টনয়নে তাঁকে দেখতে থাকলে ক্ষীরাক্তি এনে উপস্থিত করলেন—ভগবৎপূজোৎসবের অর্ঘ্যাদি পাত্র হওয়ার যোগ্য অতি মূল্যবান, প্রথম অর্চন প্রবর্ত-নের উপযুক্ত, কান্তির সর্বোৎকর্ষে ত্বক্ষপরাভবী, অতি দীর্ঘ পুঙ্খধারী শঙ্খানিকর। এর উপযুক্ত ত্রিপদিকা কোথায় পাওয়া যাবে, একপে উতলা ব্রহ্মার ধৈর্ষ-সম্পাদনকারিনী, বিপুল শোভাধারিনী, স্বর্ণ ত্রিপদিকা এনে

২৪৫। কৈলাশলক্ষ্মী তু প্রমোদবৰ্দ্ধনী বৰ্দ্ধনী ফটিকেদ্রস্ত, হিমগিরিশ্রিয়া শ্রিয়াপরিমিতানি সভা-
সভাজনানি ভাজনানি পুষ্পাদীনাং, তৎক্ষণাদেব দেবতাভিবর্নানাং গন্ধপুষ্পাঙ্কত-যবকুশাগ্রতিলসিকার্থাশ্রয়-
দ্রব্যানি, শ্যামাক-দূর্বাকমলাপরাজিতারাজিতানি পাণ্ড্রব্যানি, সুজ্জাতি-জাতি-কক্কোল-লবঙ্গাচ্চামনীয়দ্রব্যানি,
পরমেষ্ঠীগন্ধো গন্ধো ধরণ্যা, নন্দনবনদেবতয়া তু কুসুমনি, কল্পতরুণা তরুণাভরণানি পাতাশ্রবণি বরণি, পুর-
পুরসূরসরসাগুরুপরিমলমলয়জাদিধূপো ঘনসারসারবর্ত্তিবর্ত্তিকঃ সুরভিসুরভিসর্পিষ্কঃ প্রদীপশ্চাশ্রিবল্লভয়া, কাম-
গব্যা গব্যানি নানাবিধানি, দেবমাত্রা মাত্রারহিতানি হিতানি পুষ্পাদীনি, দলিতোদ্রোগানি দলিতোদ্রোগানি
জাম্বুনদাভ-তাম্বুলীদলানি তাম্বুলানি পৌলোম্যাহমুলোম্যানুরঞ্জিতমনসা ॥

২৪৬। ইত্যেবং যুগপদেব দেবদেবীভিরভিতঃ সমাহৃতেষু পূজোপকরণেষু বিচক্ষণোহপি স্বয়ং স্বয়ন্তু-
রানন্দমন্দপ্রজ্ঞতয়াহুততয়া মুগ্ধ ইব মন্ত্রর্ষিণা নারদেন দর্শিতক্রমো মূলমন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য ভগবন্তুমর্ঘাদিক্রমেণ ক্রমেণ
যাবৎ পূজয়িতুমায়েভে, তাবদেব ধ্বনিপরিবর্ত্তঃ কৃত ইব দেবহৃন্দুভিভিঃ জন্মান্তরমাসাদিতমিবাঙ্গরসাং লাস্ত্রেন,

২৪৫। বর্ধনী মঙ্গলঘটী। অর্ঘ্যদ্রব্যানীত্যাदिषু সর্বত্র বচনব্যত্যয়েনাপি সমাহ্রিয়ন্তেত্যেনোচ্চষঙ্গঃ। সিদ্ধার্থঃ
শ্বেতসর্ষপঃ। পুরপুরসরো গুগ্গুণলব্ধঃ; “কৌশিকো গুগ্গুণলব্ধঃ পুরঃ” ইত্যমরঃ, ঘনসারঃ কপূরঃ, সুরভীণি সুরভেঃ
সর্পিণি যত্র সং। মাত্রারহিতানুপরিমিতানি। দলিতঃ ঋণ্ডিত উদ্রোগে মুখজাড্যং বৈজ্ঞানি দলিতানি শিল্পকৌশলকর্ত-
নাদদলায়মানানুদ্রোগানি গুবাকফলানি যত্র তানি; “গুবাকঃ ক্রমুকঃ শ্রাব্ধ ফলমুদ্রোগম্” ইত্যমরঃ। পৌলোম্য
শচ্যা ॥

২৪৬। ক্রমেণ শক্ত্যা। ধ্বনীতি দেবহৃন্দুভ্যাदीনাং তেষাং প্রতিশ্ব-কর্মসু তদানীমভূতপূর্বং বৈচক্ষণ্যং ত্রীভগহুজ্জি-
প্রভাবাৎ স্বত এবোভূতমিতি ভাবঃ ॥

উপস্থিত করলেন স্ত্রমেরুর অধিষ্ঠাত্রীদেবী।

২৪৫। দেবদেবীগণ কৃষ্ণ পূজার বিবিধ প্রকার সেবাসম্ভার সম্মুখে এনে উপস্থিত করলেন, যথা—
কৈলাশলক্ষ্মী ফটিকের আনন্দবর্ধনী মঙ্গলঘটী, হিমালয়শ্রী অপরিসীমিত শোভাবিশিষ্ট ও সভায় প্রশংসিত ফুলের
সাঁজি, বনদেবতাগণ টক করে গন্ধ-পুষ্প-আতপতগুল-যব-কুশ-শ্রেষ্ঠ তিল-শ্বেত সর্ষপ ও অম্রাচ্চ অর্ঘ্যের যোগাড়,
শ্যামাচাল-দূর্বাক-অপরাজিতা দ্বারা সুশোভিতা পাণ্ড্রব্যচয় এবং মনোজ্ঞ জায়ফল-কক্কোল-লবঙ্গযুক্ত আচমনীয়
দ্রব্য সমূহ, ধরনীদেবী পরমমঙ্গল সুগন্ধী গন্ধদ্রব্য, নন্দনবনদেবতাগণ কুসুম, কল্পতরু অভিনব আভরণ ও
সুস্মরমা পীতাম্বর, অগ্নিপত্নী গুগ্গুণল সমন্বিত সরস অগুরু-সুগন্ধী চন্দনাদি ধূপ-কপূরসারে বাসিত ও সুরভির
দ্রুগ্জাত সুগন্ধী ঘূতে সিক্ত শলিতা পরানো প্রদীপ। কামধেনু নানাবিধ গবানিবহ দেবমাতা অদिति অপরিমিত
সুস্বাদু পুষ্পাদি পিষ্টক। আর অনুকূলতায় অনুরঞ্জিত মনা শচীদেবী মুখের অনড়ভাব খণ্ডনকারী দলিত সুপারী-
দ্বারা সজ্জিত বহু স্বর্ণাভ পানের খিলি।

২৪৬। এইরূপে যুগপৎই দেবদেবীগণ চতুর্দিকে পূজোপকরণ এনে উপস্থিত করলে আনন্দে বিচক্ষণ-
তার ক্ষীণতা হেতু অজ্ঞতায় মুগ্ধের মতো হয়ে স্বয়ন্তু মহর্ষি নারদের দ্বারা দর্শিত ক্রমানুসারে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে
অর্ঘ্যাদিক্রমে নিয়মানুসারে যেই পূজা করতে আরম্ভ করলেন অমনই ত্রীভগবংশক্তি-প্রভাবে দেবহৃন্দুভি যেন

লক্ষ্যযোবনমিব গন্ধবীদিগানম্, জরাতঃ প্রতিনিবৃত্ত্য পুনস্তরুণ ইব চারণাদিস্তবঃ, হর্ষস্তাপি হর্ষঃ সমুৎপন্ন ইব ।
এবং স এব সময়ঃ সময়ান্তরমিব ভবন্ সর্বেষাং চিত্তং চিত্তান্তরমিব জনয়ামাস ॥

২৪৭ । ততঃ সূমহা মহাসেনো রসেনোরসিলস্তদাতপত্রং তস্ত শিরসি নিদধার । তস্মিন্স্তদাক্ষতে রূঢ়েন
পরমানন্দেন মহর্ষিগণগীতমন্ত্রপুরসংসরং পুরঃ স রঞ্জিতমনাঃ পরমেষ্ঠী পরমে ঈশ্বান্য়মিহঃপটলং তন্মুকুটবরং
শ্রীকৃষ্ণশিরসি নিবধ্য সম্পাদিতবিশেষকং বিশেষকং চ বিলিখ্য ভালে ভালেপললিত ইব সকলদেবদেবেন্দ্রো
গোবিন্দোহসীতি নিজগাদ ॥

২৪৮ । গদিতে ॥ তথা তেন সর্ব এব মহর্ষয়ো হর্ষযোগেন সনন্দনাদয়ো নাদযোগেন তুষ্টবুঃ ॥

২৪৯ । যথা— জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবনমদন নন্দাশ্রজ বিভো
প্রিয়াভীরীবৃন্দারক নিখিলবৃন্দারকমণে ।
চিদানন্দশ্রুন্দাধিকপদারবৃন্দাসব নমো
নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্ডায় মহতে ॥

২৪৭ । সূমহাঃ সূতেজাঃ; মহাসেনঃ কার্তিকেয়ঃ; তস্ত মুর্ধ্নি রসেন প্রীত্যা আতপত্রং ছত্রং দধার । উরসিলং
প্রশস্তবক্ষা ইতি সৌন্দর্যেণ বলিষ্ঠতয়া চ তন্ত্ৰৈব তদযোগ্যমিতি ব্যঞ্জিতম্ ।—“আত্মরসানুরসিলঃ” ইত্যমরঃ । তস্মিন্ ছত্রে
তদাক্ষতে তন্মুখোপরিষ্ঠে সতি পরমে শ্রীকৃষ্ণশিরসি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তন্মুকুটবরং নিবধ্য নিষোজ্য । কীদৃশম্ ? প্রীততামিব
মুখেভা উদগিরতামিব মণীনাম্ মহঃপটলানি যত্র তৎ । বিশেষকং তিলকং সম্পাদিতং বিশেষেণ কং সুখং যেন তৎ; ভালে
বিলিখ্য । কীদৃশে ? ভানাং কাস্তীনাং লেপেন প্রালেপেনেব ললিতে ॥

২৪৮ । নাদযোগেন—উচ্চৈঃ শব্দপ্রয়োগেন ॥

২৪৯ । প্রিয়া আভীরীবৃন্দারিকা বস্ত্র হে তথাভূত । স্বয়ং চ নিখিলানাং বৃন্দারকাণাং দেবানাং রূপবতাং বা

বাহ্যের তাল পরিবর্তন করল, অঙ্গরাগণের নৃত্যে যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি হল, গন্ধবীদির গান যেন যোবন প্রাপ্ত
হল, চারণাদির স্তব যেন জরা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তারুণ্য লাভ করল, হর্ষেরও হর্ষ যেন সমুৎপন্ন হল ।
এইরূপে সেই সময়টি অত্র একটি বিশিষ্ট সময়ের মতো হয়ে সকলের চিত্তকে অপর বিশিষ্ট চিত্তের মতো করে
দিল ।

২৪৭ । অতঃপর অতিতেজশালী প্রশস্ত বক্ষদেশা কার্তিক শ্রীতির সহিত কৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধারণ
করলেন । মস্তকোপরি ছত্র ধৃত হলে ও অতি পরমানন্দে মহর্ষিগণ মন্ত্রগান করতে থাকলে রঞ্জিত মনা ব্রহ্মা প্রথমে
সর্বোন্নত শ্রীকৃষ্ণমস্তকে মুকুটশ্রেষ্ঠ পরিয়ে দিলেন, যার থেকে মণিতেজরাশি যেন ঠিক্রিয়ে বেরিয়ে আসছিল ।
তৎপর কাস্তির প্রলেপে ললিত ভালে তাঁর বিশেষ সুখসম্পাদক তিলক রচনা করে দিয়ে বললেন—আপনি
তো সকলদেবদেবেন্দ্র গোবিন্দ ।

২৪৮ । ব্রহ্মা এরূপ বললে—মহর্ষিসকল হর্ষযোগে ও সনন্দাদি উচ্চস্বরে স্তুতি করতে লাগলেন—

২৪৯ । জয় শ্রীবৃন্দাবনমদন ! হে নন্দাশ্রজ ! হে বিভো ! মনোজ্ঞ গোপসুন্দরীগণের প্রিয় হে নিখিল
দেবতা মুকুটমণে ! আপনার পদারবিন্দমধু চিদানন্দপ্রবাহ থেকে অধিক । হে গোবিন্দ ! অখিল ভুবনের মূল

২৫০। ততশ্চ, পূজাস্তে সহতৃষ্ণু-রুপপরিতোষণে রুটরোমাঞ্চঃ ।

গিরিষরধরণক্রীড়াং, নারদ উপবীণয়ামাস ॥

২৫১। ততশ্চ, মন্দাকিনীসমবগাহযিধৌতভূতি-মালাকপালভূজগাভরণানি হিভা ।

মৌলীন্দ্রুকাস্তিকমনীয়-মণীন্দ্রদীপৈ-নীরাজনামধ চকার পতিঃ পশূনাম্ ॥

২৫২। এবং কৃতে পূজাস্তে তস্মিন্নারাত্রিকে পুনরভিষেক-মহোৎসবাসং মহীগন্ধশিলাধাত্বাদিভির্ঘর্ষি-
গগগীত-প্রত্যেকমন্ত্রপুতৈরেকৈকশঃ—কৃষ্ণশিরঃ সংস্পৃশ্য পুনঃ কাঞ্চনভাজনস্থিতৈর্মিলিতৈরেব লকলৈঃ পূর্ব-
বদ্যস্ত্রাস্তরপাঠপূর্বকং মহানীরাজনাং চ বিদধে ॥

২৫৩। ততশ্চাচারাভো গায়ত্রী গৌরী চারুঙ্করীপ্রভৃতয়ো ঘূনিপঙ্কশ্চ দেবমাতরো দেবপঙ্কশ্চ
মঙ্গলদীপকলিকাভ্যামগ্নোহুবিপর্যাস্তবিভ্রান্তপ্রকোষ্ঠকরতলাভ্যামেকৈকশো নীরাজয়ামাসুঃ ॥

২৫৪। এবং বৃন্তে মহোৎসবে ভগবান্ অঘোনির্ভগবরৈবেত্তং বিষক্সেন-গরুড়াদি-পরমভাগবতেভ্যো
বিভজ্য দন্ত্য শঙ্খাদি-নিধিবর্গকল্পতরু-চিন্তামণিকানধেদুরাদিশে দেশকালোচিতম্,—‘ভো ভো সম্প্রতি প্রতিপন্ন
ভগবান্ মহোৎসবে—

মুখ্যানাং বা মণে রত্নসদৃশ! চিন্ময়জ্ঞানদন্ত শৃঙ্গঃ ক্ষরিতং যতন্তথাভূতোহধিকঃ পদারবিবন্দয়োরাসবো মকরন্দো যত্র তথা ॥
(২৫০)। ২৫১। মন্দাকিনীকৃত মানসগঙ্গৈব ॥

২৫২। মহোৎসবাদমিতি মহানীরাজনামিত্যস্য বিশেষণমাবিষ্টলিঙ্গম্ ॥

২৫৩। অগ্নোহু বিপর্যস্তেন ব্যত্যয়েন বিভ্রান্তৌ পু কোষ্ঠৌ যয়োস্তাভ্যাং করতলাভ্যাং বামপু কোষ্ঠে দক্ষিণ
প্রকোষ্ঠমুপর্ধাভাবেন তির্গণ্ বিভ্রাস্তা স্ববামে দক্ষিণকরতলধৃতয়া, স্বদক্ষিণে চ বামকরতলধৃতয়া দীপশিখরৈত্যর্থঃ (২৫৪)

কারণ মহান্ আপনাকে প্রণাম প্রণাম বার বার প্রণাম ।

২৫০। পূজাস্তে নারদ অতিশয় পুলক জনিত রোমাঞ্চে দীপ্ত হয়ে সিরিরাজধারণলীলা বীণায় গান
করতে লাগলেন—গন্ধর্বরাজের তৃষ্ণুর সহিত মিলিত হয়ে ।

২৫১। অতঃপর পশুপতি মানসগঙ্গায় অবগাহন স্থানে ভঙ্গ্য ঘূয়ে নিয়ে মুণ্ডমালা-নরকপাল-সর্পাস্তরগ
ভ্যাগ করে তাঁর মস্তকস্থ চন্দ্রকাস্তির মতো কমনীয় মণীন্দ্র দীপের দ্বারা নিরাজন করলেন ।

২৫২। পূজাস্তে সেই আরত্রিক করবার পর তিনি পুনরায় মহর্ষিগণ-গীত মন্ত্রে পবিত্র মাটি-গন্ধ-শীলা-
ধানা এক এক করে কৃষ্ণশিরে ঠেকিয়ে পুনরায় স্মরণপাত্রস্থিত শু একসঙ্গে মিশ্রিত এই সবের দ্বারা পূর্ববৎ অন্য
মন্ত্র পাঠ পূর্বক অভিষেক-মহোৎসব-অঙ্গ মহানিরাজন করলেন ।

২৫৩। অতঃপর সদাচার অনুসারে গায়ত্রী-গৌরী-আরুঙ্করী প্রভৃতি ঘূনিপঙ্কীগণ ও দেবমাতা-দেব-
পঙ্কীগণ পরস্পর আড়া আড়া (X) ভাবে বিভ্রান্ত প্রকোষ্ঠের (কনুই থেকে মনিবন্ধ পর্যন্ত হাতের) করতলে
মঙ্গলদীপযুগল ধরে এক এক করে নিরাজন করলেন ।

২৫৪। এইরূপে মহোৎসব সমাপ্ত হলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণের নৈবেদ্য বিষক্সেন-গরুড়াদি পরম-
ভাগবতগণকে ভাগ করে দিয়ে শঙ্খাদি নিধিবর্গ-কল্পতরু-চিন্তামণি-কামধেনুকে দেশকালোচিত আদেশ করলেন—

দেবোপদেব-মুনয়শ্চ তদঙ্গনাশ্চ নাগেশ্বরশ্চ গিরি-কাননদেবতাশ্চ ।

যে চাম্পরঃ প্রভৃহয়োহ্যসবঃ সমস্তা-স্তান্ ভূষণস্ত বিবিধং পরিধাপয়ন্ত ॥

২৫৫। ইতি তন্নিদিষ্টা দিষ্টাভীতফলপ্রদাঃ প্রত্যেকং পরমভূভগ ভগবতুৎসবাবলোককারিমাভ্রমেব তে বাসোহলঙ্কারতিলক-তাম্বুলৈরহর্যামাসুঃ ॥

২৫৬। অনন্তরমনন্তরহস্যো মহোৎসবস্ত পরিসমাপ্তৌ শ্রীকৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃতা কৃত্যকোবিদাঃ কোবি-
দারা ইব স্তম্ভনোরক্তাঃ পিতামহাদয়ো মহাদয়োদ্ধুরা সন্ত এব তিরোদধুঃ, কেবলং শত্রুহরভী সুরভীতিহারিণস্তস্ত
পুরতঃ ক্ষণমতিষ্ঠ তাম্ ॥

২৫৭। নৈতদাশ্চর্য্যং নেদমধিকমৈশ্বর্য্যং নেদমতিরস্ত্যং চাস্ত বৈভবং বৈ ভবন্তি যস্তামী কেচিদংশাঃ,
কেচিদংশাংশাঃ, কেচিং কলাঃ, কেচিদ্ধিত্ততঃ, তৈঃ কৃতেহস্তাদরে স্তাদরে নৈব কিঞ্চিদপি বৈচিত্র্য্যম্ ॥

২৫৮। অথ তিরোহিতেষু তেষু চতুর্মুখমুখবিবুধবর্গেষু পুরোহবস্থিতং পুরন্দরমদরমনীষদকুগ্রহোদয়-
সদয়সরসভরণং তরঙ্গিতকৌতুকং কিমপি কৃষ্ণো নিজগাদ,—‘কথয় শতমন্ত্রো ! মন্ত্রোক্ষপশ্যমন্ত্রে জাতঃ ন ত্বমন্ত

২৫৫। তে শঙ্কনিধাদয়ঃ; ‘পূমান্ স্ত্রিয়া’ ইত্যেকশেষাৎ পুংস্তম্ ॥

২৫৬। কোবিদারাঃ কাঞ্চনারবৃক্ষাঃ, স্তম্ভনোভিঃ পুষ্পৈ রক্তা অরুণাঃ; পক্ষে, শোভনমনোভিরনুরাগিণঃ ।
মহাদয়োদ্ধুরা ইতি দয়া চাত্রেন্দ্রবিষয়িকা ভগবদভিষেকোৎসবৈঃ সর্বলোকবিষয়িকা চ জ্ঞেয়া ॥

২৫৭। বৈভবং পুভুত্বম্, বৈ নিশ্চিতং ভবন্তি। তৈরাদরেহস্য কৃতে ন কিমপি বৈচিত্র্য্যং স্যাৎ। অরে ইতি
স্থলধিয়ঃ প্রতি সসংরক্তং সম্বোধনম্ ॥

২৫৮। অদরমনীষং নির্ভয়বুদ্ধিঃ। কথয়েত্যাदिना प्रणयपरिहासेन किञ्चिৎ स्यात्पश्यामस्तु तेन च सलज्जं

‘ভো ভো সম্প্রতি ভগবন্মহোৎসব সম্পন্নকালে দেব-উপদেব-মুনি-তদঙ্গনা নাগেশ্বর-গিরিকাননদেবতা এবং অঙ্গরা
প্রভৃতি অপর যাঁরা যাঁরা এখানে উপস্থিত তাঁদের সকলকে বিবিধ ভূষণ-বসন পরিয়ে দেও ।’

২৫৫। ব্রহ্মার একপ আদেশ অনুসারে তাঁরা ভাগ্যাতীত ফলপ্রদ বস্ত্র-অলঙ্কার-তিলক-তাম্বুলের
দ্বারা পরম সৌভাগ্যশালী ভগবতুৎসব অবলোকনকারী মাত্রকেই সম্মানিত করলেন ।

২৫৬। অনন্তর রহস্তময় মহোৎসব পরিসমাপ্তির পর-পরই কার্যকুশল-কাঞ্চনবৃক্ষ যেমন রক্তবর্ণ
ফুলে সুশোভিত সেইরূপ অনুরাগ রাগে রঞ্জিতমনা-মহাদয়ায় দীপ্ত পিতামহ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে
প্রদক্ষিণ করে তিরোভূত হলে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু সুরভীতিহারী ইন্দ্র ও সুরভি ।

২৫৭। (গ্রন্থকার সাধারণ লোককে উদ্দেশ্য করে বলছেন) এ কিছু আশ্চর্য্য নয়, এ কিছু অধিক
ঐশ্বর্য্য নয়, এ কিছু অতিরসজনক নয়, যার দ্বারা এই কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের পরিধি নির্ণয় করা যেতে পারে ।
আরে অবশ্যই, এই যাঁদের কৃষ্ণকে আদর করতে দেখলে এঁরা কেউ এঁর কোনও অংশ, কেউ কোনও অংশের
অংশ, কেউ কলা, কেউ বিভূতি । এঁদের দ্বারা কৃত আদরে এঁর কণামাত্র বৈচিত্র্য্যও প্রকাশ হচ্ছে না ।

ইন্দ্রকে কৃষ্ণের উপদেশ :

২৫৮। অতঃপর সেই চতুর্মুখ প্রমুখ দেবতাবৃন্দ তিরোহিত হয়ে গেলে সম্মুখে অবস্থিত নির্ভয়-

রঞ্জোহস্তরঙ্গোপয়িতুমহঁসি, ন ময়া নময়ামাসে তব মদোহয়মুদ্রোহেণ মুদ্রোহেণ কেবলম্ । যতঃ স্বজনমদো মদো-
জসা ন সহ্যতে, স্বজনো হি মন্তো মন্তো হি দণ্ডমহঁতি ॥

২৫৯। শতমধ ! মধুভঙ্গস্থেহ্নুগ্রহগ্রহত এব কৃত ইতি মাতঃ পরং পরস্তপ মামস্মৃতিতুমহঁসি, যাহি
সুখেন, ভূজাতাং নিজমৈন্দ্রং পদম্ সম্পদং সন্ততাং ততাং তামাশ্রিতা, মা পরং প্রমত্তেন ভবিতবাম্' ইতি সানু-
কম্পমুদিতো মুদিতোহতিসরস-ভগবদ্বলমানকুপাকশাসনঃ পাকশাসনঃ সপ্রশ্রয়ং প্রণম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য চ ভগবন্তং
নিজপুরমেব জগাম । গামপি সুরভিঃ সুরভিঃ কৃষা প্রণয়পরিমলেন বিমলেন বিসর্জ্য স্বীকৃতপূর্ববেশ এব একান্ত-
কাস্তলাবণ্যো নিমেষমাত্রাং কুতোহপি সমাগত ইব জীকৃষ্ণোহপি ব্রজমাবিবেশ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাবিস্তারে গোবর্দনোদ্ধরণে নাম

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ ॥১৫॥



সকম্পঞ্চ শক্রমালক্ষ্য পুনস্তং স্বহীকর্তৃমধিকৃতদাসোচিত ভাবানুকূলম্প্রভুতাবিকারেণাহ—তবায়ং মদো ময়োদ্রোহেণ
উদ্ভিক্তেন দ্রোহেণ ন নময়ামাসে, কিন্তু কেবলং মুদ্রোহেণ তব যা মুদ্রা মদময়ী তস্তা উহেন; যদা, মুদো হর্ষস্ত রোহেণো-
পভ্যোদৃশং কৌতুকং দ্রষ্টুমিতি ভাবঃ । মদোজসা মন্তেজসা কত্র' মন্তো মদযুক্তঃ, মন্তো হি মৎসকাশাদেব ॥

২৫৯। অতিসরসাং ভগবতো বলমানাং কুপাং কারতি গায়তি ব্যানকীতি তাদৃশং শাসনং যত্র সং ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-চীকায়াং শ্রীস্ববর্ত্ত্তাং পঞ্চদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৫॥

বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রের প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ উদয়ে তরঙ্গিত-কৌতুকী কৃষ্ণ অতিসরসভাবে এক্রপ বললেন - বলুন
ইন্দ্রদেব! আপনার ক্রোধ তো শাস্ত হয়েছে? সত্য বলুন, অন্তঃক হয় হৃদয়ের ভাব গোপন করা আপনার
উচিত হবে না। আপনার ক্রোধ আমি উত্তেজনা জনিত দ্রোহে যে দমন করে দিয়েছি তা নয়, কিন্তু কেবল
আপনার যে অহঙ্কারময়ো মুদ্রা তা দেখবার জন্ত। কেন-কি স্বজনের অহঙ্কার আমার তেজ সহ্য করতে পারে
না। অহঙ্কারী স্বজন যে আমার থেকেই দণ্ড পাওয়ার যোগ্য, তা তো প্রসিদ্ধই আছে।

২৫৯। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞভঙ্গ আপনার প্রতি অনুগ্রহগ্রহ পরবশ হয়েই করেছে। অতঃপর হে
পরস্তপ! আমাকে অনুয়া করা আপনার পক্ষে আর সমীচীন হবে না। যান, সুখে নিজ ইন্দ্রপদ ভোগ করুন।
নিরস্তর উচ্ছলিত সম্পদের বলে পুনরায় প্রমত্ত হয়ে যাবেন না।' অনুকম্পার সহিত ভগবান্ এক্রপ বললে
আনন্দে অতি সরসমনা, ভগবানের বলমান্ কুপা প্রকাশক শাসন প্রাপ্ত ইন্দ্র বিনয় পূর্বক ভগবান্কে প্রণাম
ও প্রদক্ষিণ করে নিজ ইন্দ্রপুরে চলে গেলেন।

এদিকে জীকৃষ্ণ ও সুরভি ধেনুকে শুদ্ধ প্রেমপরিমলের দ্বারা সুগন্ধিত করে বিদায় দিয়ে নিজের পূর্ব
বেশ পরিধান করে একান্তকাস্ত লাভণ্যময় রূপে ■ নিমেষ মাত্রেই যেন কোথাও থেকে আগত এই ভাবে ব্রজে
প্রবেশ করলেন।

ইতি আনন্দ বৃন্দাবনে কৈশোরলীলা

বিস্তারে গোবর্ধন ধারণ নামক পঞ্চদশ স্তবক।



ষোড়শঃ স্তবকঃ



১। অথ কথকজনকথকথামোদমোদকারি-হারিবিচিত্রচরিত্রচরিতার্থীকৃত-তদিতরকথাশ্রবণে, শ্রবণেন্দ্রিয়-কৃতার্থতাকারিগুণাবলীলৈ লীলৈহিত-হ্রতসকলজনমানসে মানসেব্যমানরূপলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীকেলিকলাকলাপতোহপি পরমসঙ্গোপরমণীয়গোপরমণীয়শঃপ্রদকেলিকেহলিকে বিলসন্তরকাশ্মীরবিশেষকে, বিশেষকেশরকুসুমসুমনোজ্জ-কেশকলাপে কলাপেশল-গোপবনিতানিতান্তসৌভাগ্যস্বরূপে রূপেণ জিতকোটিকন্দর্পে, দর্পেণাধরীকৃত-সকল-লোকপালে কপালেশ্বরাদি-সর্বদেবাভিবাতিভেদিতেরপত্যাভ্যায় হারিণি হারিণি ব্রজপুরপুরন্দ্রনন্দনে নন্দনেশ্বর-মদ-খণ্ডনায় গোবর্দ্ধনধৃত্যা গোবর্দ্ধনধৃত্যা চ গোবিন্দনামালঙ্ঘ্যবতি ভগবতি রতিরসবতাং ব্রজভূবাং পরমানন্দন

ষোড়শঃ স্তবকঃ

শ্রদ্ধা কেশাহতং তাতং কেশবে তংপুং গতে ।

ষোড়শে গোপিকামোহো গোপানাং ব্রজদর্শনম্ ॥

১। অথ ভগবতি রতিরসবতাং ব্রজভূবাং জনানাং পরমানন্দন কিয়ংসু দিবসেযু যংসু গচ্ছংসু সৎসু কদাচিদ-ঘোষাধীশো বাদশীপালনকৃতাদরতয়া নিশাশেষ এব শমনস্ত স্বসারং যমুনাং স্নাতুমবজ্ঞগাহে । ভগবতি কথন্তুতে ? কথক-জনানাং কথা বত্ৰ তথাভূতাভিঃ কথ্যভিঃ কিং হর্ষগাপি হর্ষ ইতিবৎ মোদস্তাপি মোদকারীণি হারীণি বিচিত্রাণি চরিত্রাণি যানি তৈশ্চরিতার্থীকৃতানি, বলস্বোরৈক্যাং, গতার্থীকৃতানি তদিতরকথাশ্রবণানি যেন তস্মিন্; শ্রবণেন্দ্রিয়স্ত কৃতার্থতাকা-রিণীং গুণাবলীং লাতি গৃহীতীতি তস্মিন্; লীলা নেত্রান্ত চরণাভ্যঙ্গ-ভঙ্গ্যঃ, ঐহিতানি গোবর্ধনধারণাদি কর্মাদি, মান আদরঃ । লক্ষ্ম্যাঃ কেলিকলাসমূহতোহপি পরমসঙ্গোপাঃ পরমহস্তা রমণীয়া রম্যা গোপরমণীনাং যশঃপ্রদাঃ কেলয়ো যস্মিন্; অলিকে ললাটে বিলসন্তরং কাশ্মীরবিশেষকং কুসুমতিলকং যস্য তস্মিন্; বিশেষেণ কেশরকুসুমৈর্বকুলপুষ্পৈঃ

ষোড়শ স্তবক

ব্রজবাসিদের ব্রজলোক দর্শন :

পিতার সন্ধানে কৃষ্ণের বরুণলোকে গমন :

১। অতঃপর কথকজনের কথকতা-কৌশলে সৃজিত আমোদেরও আমোদকারী-নোহর-বিচিত্র লীলা-বঙ্গীর দ্বারা তদিতর কথার শ্রবণে অপ্রয়োজনিতা বোধোদয়দায়ী, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কৃতার্থকারী গুণাবলী অঙ্গীকার-কারী, নেত্রান্ত-চরণাদি অঙ্গভঙ্গী ও গোবর্ধনধারনাদি কর্মের দ্বারা সকলজনমানসহারী, আদ্রিয়মান ও সেব্যমান রূপশোভাশালী, লক্ষ্মীদেবীর কেলিকলাসমূহ থেকে পরমহস্তময়ী-রম্যা-গোপরমণীযশোপ্রদা কেলিকলাধারী, অতিশোভন কুসুম-তিলকধারী, বকুল-কুসুমে রচিত স্তম্বনোজ্জ কেশভূষণ ভূষিত, সকলকলায় চতুর, তেজে সকল লোকপাল-ধরাশায়ীকারী, শিবাди সকল দেবতাদ্বারা প্রশংসিত, দেবতাদের বিপরীত আচরণ বিনশনকারী

কিয়ৎসু যৎসু দিবসেসু, পূর্ব'পূর্ব'বৎ সহ সহচরৈস্তস্মিন্গপি গোচা গোচারণাদিকেন বিহারেণ রসময়ং সময়ং রচয়িত্বা গময়তি সতি, কদাচিদ্‌ঘোষাধীশো ধীশোধিকায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ পোষিতশ্চ তদামোদেন দ্বাদশী-পালন-কৃতাদরতয়া দরতয়া চ তস্তাঃ সত্তরো নিশাশেষেহনিশাশেষেহিতস্কৃতৈজ্জিচতুরৈরতিচতুরৈ রতিমন্তিবদ্ধজনৈঃ সমং সমুপেত্য প্রকটিতস্মসারং স্মসারং শমনস্ত মনস্তবহিতঃ স্নাতুমবজগাহে ॥

২। ততশ্চ স্নানসমসময়াগ্‌তথাভাবেন জাতপ্রতিধাঃ প্রতিঘাতক্ষিপ্তচেতসঃ প্রচেতসঃ পুরসদো রস-দোত্তমচরিতং ভগবতো জনকং জনকন্দনাস্তে প্রসহ্যাসহ্যাতিক্রমং তমপাং পত্নারভ্যাসমভ্যাসমনয়ন্ত ॥

স্মনোজঃ কেশানাং কলাপো ভূষণং যস্য তস্মিন্। অত্যায়েহিতিক্রমঃ। গোবর্ধনধৃত্যা চ কাস্তির্বিধিনী যা ধৃতিবীরতা তয়া চ। গোচা গাং কাস্তিমঞ্চতা প্রাপ্নুবত। বিয়ং বুদ্ধিঃ শোধয়তীতি তস্যং ধীশোধিকায়াম্। তস্যা দ্বাদশ্যা দরতয়াহ্ন-তয়া হেতুনা সত্তরন্তরাযুক্তো নিশাশেষে রাত্রেচ্চরমধাং এব;—(হং ভং বিং ১৩২৫০ তম-শ্লোকধৃত-স্কান্দবচনম্) “কলাধীং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদ্ধর্মমৈব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যাঃ শম্মুশাসনাং ॥” ইতি শ্রুতেঃ। অনিশং নিরন্তর মেবাসেবেণ নিঃশেষেণ সাক্ষোপাদত্তরৈহিতানি কৃতানি স্কৃতানি যৈতেঃ। একটিত-স্মসারমিতি স্নানক্রিয়াবিশেষণম্। তত্র দ্বাদশীপারণানুরোধেনাস্মরকালেহপি মে জলে প্রবেশো নাসমঞ্জস ইতি স্বলপ্রকটনং স্মসজিনন্তত্র সমুৎসাহয়িতু-মিতি জেয়ম্। অবহিতঃ সাবধানঃ ॥

২। ততঃ স্নানে সমঃ সমঞ্জসো যঃ সময়ন্তস্যাগ্‌তথাভাবেন জাতপ্রতিধা উৎপন্নক্রোধাঃ প্রতিঘাতেন জলাবঘাত-মাত্রেনৈব ক্ষিপ্তচেতসঃ প্রচেতসো বরুণস্য পুরে সীদন্তীত্যজ্ঞং জনানাং কন্দনা উদ্বৈজ্জকাঃ পুসহ বলাদপাং পত্ন্যবরুণস্যা-ভ্যাসং নিকটমভি আভিমুখ্যেন আ সম্যক্ অকষ্টেন সমিতি সঙ্গত্যা অনয়ন্ত ॥

এবং হারে শোভিত ব্রজপুরপুন্দরনন্দন ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ নন্দনবনাধীশ্বর ইন্দ্রের গব'খণ্ডনার্থে গোবর্ধন ধারণ হেতু ও কাস্তিবর্ধক ধীরতা হেতু 'গোবিন্দ' নাম অঙ্গীকার করে নিলে এবং অমুরাগ-রসময় ব্রজজনদের পরমা-নন্দে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে যখন তিনি পূর্ব'পূর্ব' দিনের মতো সেই সহচরগণের সহিত কামশক্তিতে উজ্জল গোচারণ-বিহারের দ্বারা সময় রসময় করে তুলে অতিবাহিত করছিলেন তখন কোনও একদিন ঘোষাধীশ বুদ্ধি-শোধিকা একাদশীতে উপবাস করলেন আর সেই আমোদে পুষ্টি লাভ করলেন। দ্বাদশীর পারণ সময়ের অতিসঙ্কীর্ণতা হেতু ও এতে তাঁর আদরবুদ্ধি থাকায় তিনি দ্বারাযুক্ত হয়ে নিশাশেষে যমভগিনী যমুনার কূলে গিয়ে উপস্থিত হলেন—অমুরাগী, নিরন্তর নিঃশেষে স্কৃতি সঞ্চয়কারী ॥ অতিচতুর বদ্ধজন সহ। দ্বাদশী পালন অনুরোধে আনুরী-বেলায় স্নান শাস্ত্রদ্রষ্ট্য বলে দোষাবহ নয় এরূপ বিচার করত সাবধান হয়ে স্নান করতে যমুনার জলে নেমে পড়লেন অতঃপর।

২। তৎপর স্নানের সমুচিত সময়ের ব্যতিক্রম হওয়াতে জাতক্রোধ, ব্রজজনদের উদ্বৈগ জনক বরুণের সেবকগণ জলে আলোড়ন উঠামাত্রই রসদ-উত্তমচরিত-বিপারিত আচরণকারী কৃষ্ণপিতাকে সবলে জলপতির নিকট একটুও কষ্ট না দিয়ে অল্পকূল ভাবে কোলে করে নিয়ে এলেন—বরুণের পুরে যে নিয়ে যাচ্ছে এ তিনি জানতে পারলেন না অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ায়।

৩। ততস্তুটস্থাস্তটস্থা ইব কিমিদং কিমিদমিতি জাতসম্ভ্রমা ভ্রমাপহং শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्टा तारस्वरं चूक्रुशुः — ‘हस्त हस्तुरसुराणां सुराणां प्रतिकर्तरार्तवक्त्रो वक्त्रोपशमन कृष्ण पाहि पाहि, भो अताहितमत्याहित-
मेव ते पिता पितामहादेरपि माननीयो नौयते यमुनामवगाहमानो मानोद्धतेः कैश्चन, तन्महाबाहो !
भवान्नु त्रायतामत्रायतामतिनिपदं ज्ञां विना विनाशयितुं कः क्षमः ॥’

৪। ইতি গোছুহামার্তস্বরং স্বরংহসা বিসারিণং শ্রীকৃষ্ণঃ সমাকর্ণ্য মা কর্ণ্যমতিবিরসঞ্চেন ছুরাবারা
বারাং পত্ন্যরনুচরাপসদানাং সদানদ্ধাবজ্জিতানামক্রিয়েয়মিতি জানন্ যথাস্থিত এব তরুণবরুণবরসুকৃতকৃতসমাকর্ষ
ইব তংপুরপুরস্কারকারণত এব তত্র সমভিজগাম ॥

৫। অথ তত্র গতবতি ভগবতি প্রেচেতঃসদনং চেতসদনং বভূব গোকুলভূবাং কুলভূবাং চ বালানাম্ ॥

৩। তত্রহাঃ কুলস্থিতাস্তটস্থা ইব উদাসীনা ইব তৎপৃষ্ঠীকারাশক্তেঃ সহগমনাসম্ভবাচ্চ তথাহেনোৎপেক্ষস্ত এব,
ন তু বস্ততস্তটস্থা ইতি। ভ্রমমনিষ্টাশঙ্কাময়মপহনিঘৃতাতি ভম্। হস্তরিত্যাদিবিশেষণেতুইয়েন হৃষ্টনিগ্রহ-শিষ্টপালনদীন-
বাৎসল্যবদ্রায়কত্বলক্ষণা গুণাঃ পুস্ততোপযোগিন উক্তাঃ। পাহি পাহীত্যাদি দ্বিৎ ভয়েন। মানোদ্ধতৈর্গর্বোদ্ধতৈঃ।
অত্র অ তরুণতামাগচ্ছতু ॥

৪। অতিবিরসঞ্চেন মা কর্ণং ন কর্ণহিতম্। বারাং পত্ন্যবরুণশাস্তুরচরাপসদানাং ভৃত্যধমানামিয়মক্রিয়া কুর্কম
ইতি জানন্ পরামৃশন্। অক্রিয়া কথন্তা? ছুরাবারা, তেনাপি বারয়িতুমশক্যা, তস্ম কো দোষ ইতি ভাবঃ। সদা
সংস্র বা অনক্স ভাব আনান্ধ্যা চক্ষুস্বয়ং তদ্বজ্জিতানাম্, তরুণ বরুণশ্চ যং সুকৃতং তেন কৃতঃ সমাকর্ষো যন্ত তথাভূত
ইব। তংপুরস্তু পুরস্কার আদরঃ সাক্ষ্যামিতি যাবৎ, স এব কারণং হেতুস্তত এব নিজসন্নিধানেন তংপুরং কৃতার্থীকর্তৃ-
মিত্যর্থঃ। তত্র বরুণপুরে ॥

■। চেতঃসদনং চেতসৌহবসাদঃ; ‘সদা বিসরণগত্যবসাদনেষু’; গোকুলভূবাং ব্রজবাসিমাভ্রাণং কুলভূবাং

৩। সেখানে কূলে উপস্থিত বন্ধুগণ উদাস ভাবে ‘অহো এ কি এ কি’ এই বলে ভয়োদ্বেগে অনিষ্ট
আশঙ্কায় ভ্রমনাশক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন—‘হায় হায় হে সুরাসুরের প্রতি-
বিধায়ক-আর্তবন্ধো-বন্ধনমোচক কৃষ্ণ! পাহি পাহি। ভো, অতিঅমঙ্গল অতিঅমঙ্গল। তোমার এই পিতা,
যে না-কি পিতামহ ব্রক্ষাদিরও মাননীয়, যমুনায় স্নান করতে নামলে গর্বোদ্ধত কোনও একজন তাঁকে টেনে
নিয়ে চলে গেল। তাই বলছি, হে মহাবাহো! তুমি এখন রক্ষা কর। এখানে এস। এই অতিবিপদ তুমি
বিদ্যা আর কে দূর করতে সমর্থ হবে।’

৪। এইরূপে অতি বিরসতা হেতু কর্ণসীড়াদায়ক, নিজবেগে ইতস্ততঃ গমনপর গোপগণের আত’-
স্বর শুনে শ্রীকৃষ্ণ বিচার করলেন এ জলপতি বরুণের সাধু সম্মত সূক্ষ্মদৃষ্টি বিবর্জিত ভৃত্যধমদের ছুরার কুর্কম।
এরূপ বিচার করে তরুণ বরুণের অতি সুকৃতি দ্বারা যেন সমাকর্ষিত হয়ে তাঁর পুরের কৃতার্থতা সম্পাদনের
জন্য, যে ভাবে ছিলেন সেই ভাবেই চলে গেলেন সেখানে।

৫। অতঃপর কৃষ্ণ সেখানে গেলে ব্রজবাসিমাভ্রের এবং কুলবতী রমণীদের চিত্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে
পড়ল।

৬। ন ভবতি যতপি সুদৃশাং, সদাবলোকো হরেন্দ্রদপি ।

একগ্রামনিবাসো, হে কালয়বাসবদ্যতি ॥

৭। তেন প্রবাসবাসরমিব তং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বিদিত্বাহনুরাগিণ্যোহবলা বলাপায়পাতুকশরীরা ইব সমাসত ক্ষণমপি যুগসহস্রমিব মন্যন্তে স্ম ॥

৮। ন শৃণোতি নৈব পশ্যতি, ন বদতি স্পন্দতেহঙ্গনাবিততিঃ ।

অন্তঃকরণমিবাস্তা, গতমিব কৃষ্ণস্ত সঙ্গেন ॥

৯। জীবিতমিব ন বিলোলাং, প্রেমাস্ত্রাস্তেন জীবিতেহপি গতে ।

প্রিয়বিরহে খিন্নাঙ্গাং, রাধাং প্রেমৈব জীবয়তি ॥

কুলজানাং বালানাং রমণীনাং ॥ (৬)

৭। বলাপায়েন পাতুকানি পতনশীলানি শরীরানি যাসাং তা ইব ॥

৮। বলাপায়েত্যাদিনাং (শ্রীষত্শ্ললনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রঃ ১৬৭) “চিন্তাত্র জাগরোধেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা । প্রলাপো ব্যাধিরুম্মাদো মোহো মৃত্যুদর্শা দশ ॥” ইত্যাসাং দ্বিত্বা দশাঃ সূচিতা অপান্তভাব্য সহসৈব দশম্যপি দশা আসন্নপ্রায়া বভূবেত্যাহ—ন শৃণোতীতি মোহঃ ॥

৯। বৃন্দাবনেশ্বরী তু দশমীমেব দশাং সংশ্রিতবতী । নহু তর্হি সংবীজন-চন্দনসেকাদিকং পরিজর্জৈঃ কিমর্থং কৃতম্ ? তত্রাহ—জীবিতমিবেতি । অর্থমর্থঃ ।—জীবিতেন হি প্রিয়বিরহানলজালাং সোঢ়ুমসমর্থেন ঝটিত্বোব তস্তা দেহা-রিক্তাস্তবতা স্বচাপল্যাদৌষ এবোপার্জিতঃ, প্রেম তু মহাহিরং তাদৃশা জালয়াপি হুর্জরম্, প্রত্যুত প্রতিক্ষণং বর্ধমানং সং স্বশক্ত্যা তদেহং সংজীব্যোব রক্ষিতুং স্বহৈর্ধ-সাদৃশ্যাদেব প্রথয়ামাসেতি । এবঞ্চ জীবিতে নষ্টেহপি ন প্রেমাস্ত্রাঃ ক্ষীয়ত ইত্যায়াতম্ । ইদমত্র তত্ত্বম্—করণবিপ্রলভেহ্মিন্নিনিষ্টাশঙ্কাময়েহপি শ্রীগর্গাদি-সর্বজ্বাক্যাবিশ্বাসাং পুনঃপ্রাপ্তিপ্রত্যাশয়া মদন্তা কা বা তদা মৎকাস্তং সুধরিতুং পারয়িষ্যতি, মদশাং শ্রদ্ধা তস্তাপীদৃশী দশা নুনং ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া চ কৃচ্ছ্রেণাপি প্রাণধারণমেব হৃদরং প্রাণত্যাগশ্চ সুকর এবোক্তস্ত্রাসেন প্ৰেমাংশপূতিকুলোদ্ভাবকশ্চ’ তেনাস্ত্রা জীবনং প্ৰেমবলেনৈব রক্ষিতমগতমেব তত্ত্বেনোৎপেক্ষিতম্ ॥

৬। যদিও স্ননয়নাগণের হরির সদা অবলোকন হয় না, তথাপি একগ্রামে নিবাসই এক আলায়ে বাসের মতো প্রতিভাত হতো তাঁদের নিকট ।

৭। তাই সে দিনটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেন বিদেশ-বাস হচ্ছে, একরূপ মনে করে অনুরাগিণী অবলা-গণ বলক্ষয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার মতো অবস্থায় উপনীত হলেন । একটি ক্ষণ তখন তাঁদের যুগসহস্রের মতো মনে হতে লাগল ।

৮। (দশমী দশার পূর্বের অবস্থা —) না-শুনতে পাচ্ছেন, না-দেখতে পাচ্ছেন, না-কথা বলছেন, না-নড়াচড়া করছেন তখন অঙ্গনাশ্রণী । অন্তঃকরণই এদের যেন চলে গিয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে ।

৯। (দশমী দশা —) প্রেম জীবনের মতো চঞ্চল নয় । সেই জন্ত জীবন দেহ ছেড়ে চলে গেলেও প্রিয়বিরহে খিন্নাঙ্গী রাধাকে প্রেমই জীইয়ে রাখল ।

- ১০। তথাপি— সংবীজনে মলিনীদলতালবৃন্তেঃ, সেকেন চন্দনজলৈন্তুদুদাহমস্তাঃ ।
শেকুন' সংশয়িতুং যদি বন্ধুবধো, বৃচ্ছা সখী কিনপি নিবৃ'তিয়াততান ॥
- ১১। প্রশিখিলতুলকধুনন-মূলকমমুদীয়তে স্বসিতম্ ।
তেন চ জীবনমস্তাঃ, সখীজনেন্তেন ॥ স্বায়ুঃ ॥
- ১২। আয়াতি কৃষ্ণ ইতি বন্ধুবধূজনোক্ত্যা, কৃচ্ছ্রেণ পঙ্কজদৃশা স্থিরপদ্মতারে ।
উন্মীলিতে বত যথৈব দৃশৌ তথৈব, তে তস্থতুলিখিতপঙ্করহৃদয়ীব ॥
- ১৩। কৃষ্ণঃ ক্ষণাদিহ সময্যতি সর্বথৈতি, স্বালীজনমস্ত বচনে যদপি প্রতীতিঃ ।
হস্ত ক্ষণো যদি'স এব যুগায়তে তৎ, কিং দৃষণং বত তথা বিরহ-ব্যথায়াঃ ॥
- ১৪। উন্মীল্য নেত্রমথ কৃষ্ণমলোকয়ন্ত্যা, হৃৎপূর্বতোহপি নিতরাং পরিতপ্তমস্তাঃ ।
হৃদ্বিক্তকৃষ্ণমহসঃ পটলী যদেষা, ধারাজ্ঞনাশ্রকপটেন বহিব'ভূব ॥

১০। তেন নবম্যেব দশাভ্যাঃ পু'প্তাবসরেত্যাহ—সংবীজনেত্যাদি ॥

১১। পু'শিখিলস্ত তুলকস্য ধুননং কম্পনমেব মূলং গমকং যস্য তৎ স্বসিতম্ ॥

১২। বৈথৈবোন্মীলিতে তথৈব তস্থতুলিখিত সখীবাধ্যবিস্বাসান্ধ'ভঙ্গে সতি উন্মীলিতাভ্যাং দৃগ্ভ্যাং কৃষ্ণম-
দৃষ্ট'বা এতা যথৈব মামাখ্যাসরস্বতী তদৈব পুনমূর্ছামালম্বিতবত্যাগস্য জাডেন দৃশোনিমেঘাভাবাং ॥

১৩। ক্ষণাদিহেতি কৃষ্ণ আয়াতীতি নান্মাভিমু'যোক্তম্, কিন্তু ক্ষণমাত্রবিলম্বেনেতি কিমিতি ন বিদ্যস্যত
ইত্যভিপ্ৰায়জ্ঞানাৎ ॥

১৪। উন্মীলিতে বত বৈথৈব দৃশৌ, বৈথৈবেত্যাহ কিঞ্চিদবনিপ্তমবশিষ্টং পুনঃ পত্তেনৈব বর্ণয়িতুং তদেবোক্তকৃত্যতি—
উন্মীল্যেতি । পূর্বতোহপি পরিতপ্তমিতি তপ্ততৈলকটাহমধ্যে জলবিন্দুপাতাদিব তন্মধ্যাতঃ সখীজনাস্বাসপু'ক্ষেপাৎ । হৃদ-

১০। তথাপি - কমলপত্র-তালপত্রের পাখাদ্বারা বহু বাতাস করে, চন্দন জলের কাপটা দিয়ে তাঁর
তদুদাহ যদি সম্যক নিবারণ করতে পারলেন না বন্ধু মহিলাগণ, তখন কোনও বৃচ্ছানামক সখী ঐ তাপ শাস্তি
করলো ।

১১। নাকে ধরা হাঙ্কা পেঁজা তুমার কম্পন-চিহ্ন দেখে স্বাসবায়ু অনুমান করে তাঁর থেকেই রাধার
জীবনের অনুমান করলেন সখীজন । আবার এর থেকেই নিজেদের জীবনেরও অনুমান করে নিলেন এঁরা ।

১২। 'কৃষ্ণ এই এল-বলে' বন্ধুমহিলাগণের এরূপ কথা শুনে কমলনয়না রাধা স্থির পদ্ম ও তার
যুক্ত নয়নযুগল যেমন ভাবে খুললেন হায় হায় তেমনই ভাবেই স্থির হয়ে রয়ে গেল পটে আঁকা কমলযুগলের
মতো ।

১৩। নিজ সখীজনের কথায় যদিও প্রতীতি হল নিশ্চয় ক্ষণকাল মধ্যেই কৃষ্ণ এখানে আসবে,
তবুও হায় হায় সেই ক্ষণটি যদি এখন এক যুগসম হয়ে গেল, তবে আর হায় হায় এরূপ বিরহ ব্যথার দোষ কি ?

১৪। (পূর্বে যে বলা হয়েছে, নয়নযুগলকে যেমন ভাবে খুললেন, এখানে সেই খোলার অবস্থা
বলা হচ্ছে —)

১৬। শত্ৰু শ্ৰমুখ দেবতাদেরও সম্মুখে স্বমহিমায় দীপ্ত হে দেবকীগৰ্ভরত্ন। আপনাকে শ্রণাম। হে পৃথিবীর ভার অপসরণকারী অবতার! হে কামকোটি কমনীয়। আজ আমি কৃতার্থ। হে নিরবন্ত বিচ্ছেদহীন প্রকাশ! হে প্রকট পরমানন্দ নন্দতনয়। আপনার চরণরজ আমার রজোগুণহারী হল এবং আমার পুরীর মণ্ডলেশ্বর যাঁরা আছেন তাঁরাও পরিশোধিত হলেন। আমার জন্মও কৃতার্থ হল।

১৭। কিঞ্চ, কালাখ্যভবদপাঙ্গভঙ্গভঙ্গুরমিমমুপলভ্য বিভবং বিভবন্তং ভবন্তং যন্ন বিদ্রো বিদ্রোহেন তত্র তত্রভবতা ভবত্যাযতো হেতুঃ প্রভাবো ভবম্মায়ায়াঃ, মা যাযাত্রাদি-মুনি-নিকর ভূর্গয়ানয়াতঃপরং পরম্পরা-গতেন মোহেন নষ্টদৃশো মাদৃশো মাধব কারয়িতুমহঁসি ॥

১৮। হস্ত হস্তরঘাসুরস্য সুরস্য-চরিত তাপকৃতাহপকৃতাপ্যপকৃতং মে তব জনকং জনকংসন সমা-নয়তা মানয়তাশ্চনঃ সৌবুধ্যং বুদ্ধ্যাংশলেশাভাবতাপি মদনুচরণে ॥

১৯। রেণবন্তে চরণকমলয়োরনয়োরনয়োকুরস্য মম শিরঃ শেখরীভূতঃ ধরীভূতাঃ কিঞ্চিষবিধ-জ্বালাশ্চ শাস্তাঃ। তেন বন্দে নবং বোধিদেব তে রুচিরচিরতাজিতনবতমালমালম্ময়ান-বনমালমাললিতশতপত্র-পত্নেনেত্রমাবন্ধুরোদরমদর-মহঃপূরমায়ত-বৃত্তদ্বিবাছবাছলেয় জনকাদিবৃন্দারকবৃন্দ-বন্দাচরণকমলমিদং বপূরপূর্বম্ ॥'

২০। ইত্যভিভূতা চরণকমলমমলমধুগন্ধিনাসুনাসুনাতো নিজকরকিশলয়েন ধাবয়ামাস ধাবয়ামাস চ সকলাপদং পদং সকলসৌভাগ্যন্ত ॥

১৭। বিভবঃ সম্পত্তিবিভবন্তং বিভুং বিদ্রোহেন জ্ঞানমোহনায়তো বিস্মৃতো হেতুর্ভবতি। যাযাবরাদীনামপি মুনীনাং নিকরৈর্ভূর্গয়া হস্তরঘাধনয়া মায়য়াতঃপরং মবিধান্ নষ্টদৃশঃ কারয়িতুং মাহঁসি ॥

১৮। মদনুচরণে তব জনকং সমানয়তা মম তাপকৃতা তথাহপকৃতা ভূতাপরাধেন স্বামিনো দণ্ড ইতি ত্রায়েন মমাপকারং কৃপতাহপ্যপকৃতমেব। হে জনকংসন! জননাগ্নৌহসুরস্য কংসন ঘাতক! 'কসি হিংসায়াম্'; হে জনার্দন! ইত্যর্থঃ। মদনুচরণে কীদৃশেন? আশ্চর্যঃ সৌবুধ্যং সুবুদ্ধিঞ্চ মানয়তা, বস্ততস্ত বুদ্ধ্যাংশলেশস্যাপ্যভাবতাপি ॥

১৯। অহো পরমভূতং বস্ত ময়া কৃতাগসাপি লক্ষমিত্যাহ--রেণব ইতি। কিঞ্চিষমপরাধঃ পাপকুটং সংসারো বা তদ্বিষজ্বালাশ্চ শাস্তাঃ। কীদৃশঃ? ধরীভূতাঃ। হে দেবাধিদেব! তেন হেতুনা তব নবং বপূরিদং বন্দে। কথন্তুতম্? রুচীনাং কান্তীনাং রুচিরতয়া জিতো নবতমালো যেন তৎ; আ সম্যক্ লক্ষ্যমানা বনমালা যত্র তৎ; আয়তো আজানু-

১৭। আরও, কাল নামক আপনার অপাঙ্গভঙ্গে ভঙ্গুর এই অর্থসম্পদ লাভে জ্ঞানের আচ্ছন্নতা হেতু আপনাকে যে জানতে পারছি না, তার হেতু পরমপূজনীয় আপনার মায়ার বিস্মৃত প্রভাবই জানতে হবে। হে মাধব! জরংকার প্রমুখ মুনিগণের পক্ষেও বা হস্তর সেই মায়ায় অতঃপর আর মাদৃশ জনদিকে পরম্পরা-গত মোহে নষ্টদৃষ্টি করানো আপনার পক্ষে উপযুক্ত কাজ হবে না।

১৮। হায় হায়, হে অঘাসুর হস্তারক! হে অতি আশ্বাদনীয় চরিত! আমার অনুচর আপনার পিতাকে এখানে আনারূপ তাপকর কর্ম করে আমার অপকার করলেও বস্ততঃ উপকারই করেছে। আমার এ-অনুচর নিজেকে সুবুদ্ধিজন মনে করলেও এর বুদ্ধি লেশমাত্রও নেই।

১৯। (অহো পরমভূত বস্ত আমি অপরাধী হয়েও পেলাম, তাই বলছি -) আপনার চরণকমল-ধূলি নীতিবিরুদ্ধ ভাবে দৃপ্ত আমার মস্তকের মুকুটমণি হল। আমার কঠিন অপরাধ ও তজ্জনিত বিবজ্বালা শাস্ত হয়ে গেল। অতএব হে দেবাধিদেব। কান্তির রমণীয়তায় নবতমালজয়ী, আজানু লম্বিত বনমালাধারী, অতি-সুন্দর কমলদল নেত্র, সুবলিত উদরে শোভন, মহান্ তেজপুঞ্জস্বরূপ, আজানু লম্বিত সুবলিত ভুজযুগল বিশিষ্ট এবং কার্তিকজনক শিবা দি দেবতাবৃন্দ বন্দিত চরণকমল বিশিষ্ট আপনার অপূর্ব বপূর বন্দনা করছি।

২১। তদনু দমুজদমনং পুনর্জগাদ,—‘ভগবন্নুগৃহাণ, গৃহাণ যদ্রোচতে চ তে বস্তুষু মদীয়লোকরত্ন ভূতেষেতেষেতদখিলং তবৈব বৈ বহুনা কিমুক্তেন, বয়মপি তাবকা বর্দান তত এবাস্মাভিঃ সমুপচিতস্কৃত- স্কৃতফলোদয়বশাদেব ক্ষণমাত্রমপি চ লঙ্কচরণপরিচরণঃ পিতাপি তাবদয়ং তে হস্তেহ রক্ষিতোহক্ষিতোষায় ভবদবলোকনোথায় নোথায় বিরতো ভবতি ভবতি কুতোহভিলাষঃ। তথাপি ক্ষমাতাময়মপরাধোহপরাধোচিতদণ্ড- ধর ধরণিতলালঙ্কার কিংবা ক্ষমাতৃত্ব ভূত্যাপরাধেন স্বামিনো দণ্ড ইতি মমোদ্রোহো দণ্ডো হেব সমুচিতঃ’ ইতি কুতাজ্জলি জলিতমদমতিক্রোড়িতমাত্রোড়িতমাকর্ণ্য পাশভূতো ভূতাদারকারুণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণো নিজগাদ ॥

২২। ‘পরিতুষ্টোহস্মি ভোশ্চরমদিগধীশ ধীশবলতাভাবেন ভাবেন তে, অখিলমেবৈতন্মে তন্মেহুয়াশয় দূরবর্তিনে মহা কিং পুনর্দেয়ং ভযোবাস্তু বাস্তুরয়ং মমৈব’ ইতি নিগত মিতমমিতমধুর ধুরন্ধরো মাধুর্যবতামথ

লস্বিনৌ বৃত্তৌ সুবলিতৌ দৌ বাহু যত্র তৎ; বাহুল্যঃ কার্তিকেষঃ ॥

২০। সকলসৌভাগ্যস্য পদং চরণকমলং ধাবয়ামাস কালয়ামাস, সকলাপদং ধাবয়ামাস দ্রাবয়ামাস—‘ধাবু গতিশুদ্ধোঃ ॥

২১। মদীয়লোকে রত্নভূতেষেতেষু বস্তুষু মধ্যে যদ্রোচতে, তদগৃহাণ। হস্ত অনুকম্পায়াম্। অকষ্টমেবেহ রক্ষিতঃ, অক্ষিতোষায় ভবদবলোকনানুভিষ্ঠতি যোহক্লোন্তোষসুন্দরম্। ভূত্যাশ্রপরাধে সতি স্বামিনঃ ক্ষমাতৃত্বা ক্ষমাধারণেন হেতুনা দণ্ডঃ, যদি তু ভূত্যং ন ক্ষমতে, স্বয়ং দণ্ডয়তোব, তদা স্বামী ন দণ্ড ইত্যর্থঃ। সমুচিত ইত্যত্র ক্রিয়তামিত্যনুক্রিয়াজ্ঞাপন- দোষ-প্রসক্তিভয়াং কুতাজ্জলি যথা শ্রাং, জলিতমদং জরা সঞ্জাতা অশ্রু জরিতো জলিতো মদো মত্ততা যেন তদ্ব্যথা শ্রাতুধা, অতিক্রমীড়িতম্, আম্রোড়িতং দ্বিগ্নিক্রমম্ ॥

২২। ধীশবলতা বুদ্ধেঃ শাবল্যং কবুরং মাণিত্বমিত্যর্থঃ। তত্র অভাবো যত্র তেন ভাবেন প্রেমণা। মেহুয়াশয় !

২০। এইরূপ স্তব করে জলপতি বরুণ নিজ করকিশলয়ে অমল মধুগন্ধী জল নিয়ে সকল সৌভাগ্যের ধাম চরণকমল ধুইয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে দূরিত করে দিলেন সকল আপদ।

২১। অতঃপর পুনরায় দমুজদমনকে বললেন—‘ভগবন্, আমাকে অনুগ্রহ করুন, আর আমার এ-লোকে রত্নভূত বস্তুর মধ্যে যা রুচিকর মনে হয় নিয়ে নিন্। এই অখিলবস্তু আপনারই—আর বেশী বলবারকি আছে ? হে বর্দান ! আমরাও তো আপনারই, এ-হেতু আমাদের দ্বারা স্তুতভাবে কৃত পুঞ্জিকৃত স্কৃতির ফলো-দয়বশে ক্ষণমাত্র হলেও এই ধীর চরণ-পরিচর্যা লাভ হয়েছে, সেই আপনার পিতাকেও-যে হায় এখানে কষ্টহীন-ভাবে রাখা হয়েছে, তাও ভগবৎদর্শনে-যে নয়নের আনন্দ হয়, শুধু তার জনাই। ভগবৎ-দর্শনেচ্ছা উদয় হয়ে অম্নি অম্নি নিবৃত্ত হয়ে যায় না,—পৃথিলাভই করে নেয়। তথাপি হে অপরাধোচিত দণ্ডধর ! হে ধরণি-তলের অলঙ্কার ! আমার এ-অপরাধ ক্ষমা করুন। কিম্বা ‘ভূত্যের প্রতি ক্ষমা ধারণ করে থাকলে ভূতের অপরাধে স্বামীর দণ্ড হয়’ এই শ্রায় অনুসারে আমার উদ্দণ্ড দণ্ডই সমুচিত’—এইরূপ দু-তিনবার উচ্চারিত, নষ্টগব-কুতাজ্জলি বরুণের বিনীত বাক্য শুনে উদার করুণায় স্নিগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

২২। ‘হে পশ্চিমদিকপতি ! আপনার বুদ্ধি-মালিন্যশূণ্য প্রেমে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। হে স্নিগ্ধাশয় ! দূরবর্তী আমাকে পুনরায় কি দেওয়ার আছে, আপনারই থাকুক, এ ধরতো আমারই।’ অপরিমিতমধুর ভাবে

বিধায় পিতরমগ্রেসরমগ্রে সরহসো বিস্ময়স্ত স্ময়স্ত ॥ বর্তমানঃ সমাজগাম বৃজপুরং বৃজপুরন্দর-নন্দনঃ ॥

২৩। তদা প্রভূতভূতমঙ্গলকোলাহলোলমনসাং সহচরীণাং সহ চ রীণাং প্রমোদসুধাধারামুদ-বহন্তীনাং বিরহিসখীসমাশ্বাসমাশ্বাসরসতয়া জনয়ন্তীনাং নয়ন্তীনাং প্রেমপরিপাকং মহানুৎসাহো জাতঃ ॥

২৪। অথ বৃজপুরপুরন্দরেণাদরেণাদরেণাতিবিস্ময়তঃ পাশভূতঃ পুরঃ শ্রীরঞ্জীয়মাণমালিছা বন-মালিছাবনত্যং চ লালিত্যং চ স্তুতীনাং যদবলোকয়ামাসে, তদাননতো ননতোষতরলাস্তদখিলমাশ্রত্য শ্রুত্যা-মিব মূর্ত্তিমন্তমিমং তমিমে গোপা গোপায়িতারমখিলজগতো গতোহং মন্যমানা 'মানাতীতোহয়মীশ্বরঃ স্বয়মাশ্রনো ব্রহ্মাখ্যং পরমহো মহোদারং কিমহো দর্শয়িষ্যতি' ইতি সৰ্বং যদি সঙ্কল্পকল্পকা বভূবুঃ, তদা তদাজ্জায় তেযাং মনোরথগতমথ মহাকারুণিকো নরাকারবপুব্রহ্ম ব্রহ্মতোহপ্যানন্দকন্দকমনীয়মিতি ব্যতিরেকেণ বোধয়িষ্যান্

হে দ্বিধাশয় ! পিতরমগ্রেসরং বিধায় সরহসঃ সরহস্তস্ত বিস্ময়স্ত স্ময়স্ত প্রকুরতায়াশ্চাগ্রে বর্তমানঃ সন্ সমাজগাম । তদাগমনানন্তরং ব্রজহানাং তাদৃশবিস্ময়প্রফুল্লতে সমাজগাতুরিত্যর্থঃ ॥

২৩। তদা সহচরীণাং মহানুৎসাহো জাতঃ, প্রথমং প্রভূতভূতঃ প্রচুরীভূতো যো মঙ্গলকোলাহলস্তেনোহঃ শ্রীকৃষ্ণাগমনবিতর্কস্তেন লোলমনসাং ততশ্চ জনসজ্জমুখাতদাগমনং নির্ধাযি সহ চ সাহিত্যেনৈব রীণাং ক্ষরিতাং প্রমোদ-সুধাধারামুৎকর্ষণে বহন্তীনাং ততশ্চ বিরহিণী যা সখী যুথেশা, তস্তাঃ সমাশ্বাসমাশ্বাসরসতয়া জনয়ন্তীনাং যথাসৌ জায়তে, তথা কথয়ন্তীনামিত্যর্থঃ ॥

২৪। ব্রজপুরপুরন্দরেণ যদবলোকয়ামাসে, তদখিলং তদাননত আশ্রত্য গোপা ইমং শ্রীকৃষ্ণমখিলজগতো গোপায়িতারমীশ্বরং মন্যমানাঃ 'কিময়ং ব্রহ্মাখ্যং পরমহোহস্মান্ দর্শয়িষ্যতি' ইত্যেবং যদি সঙ্কল্পকল্পকা যদি বভূবুতদাহমীষাং ব্রহ্মাকার্যাং ধিবগায়া বৃত্তিং কারয়ামাসেত্যম্বয়ঃ । অদরেণ নির্ভয়েন । ন শ্রীরমাণং ন স্বীক্ৰিয়মাণং মালিছং যয়া সা পুরঃ শ্রীঃ । আবনতামবনতত্ত্বম্ । ন নতোষতরলাঃ, অপি তু পরমগন্তীরা অপি তদাশ্রত্যানন্দচপলাঃ সন্তুঃ গতোহং গতবিতর্কং যথা স্তাত্তথা মন্যমানাঃ, মানাতীতো জ্ঞানাতীতো নিপরিমাণো বা পরমহঃ পরমতেজোময়ম্ । মহাকারুণিক ইতি মুক্তি-

সংক্ষেপে এরূপ বলে অতঃপর মাধুর্যশালার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃজপুরনন্দন পিতাকে সম্মুখে করে সরহস্ত-বিস্ময় ও প্রফুল্লতার অগ্রভাগে অবস্থিত হয়ে (অর্থাৎ আগমনের পরই বৃজসুজনের তাদৃশ বিস্ময়াদির উদয় হল) বৃজপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন ।

২৩। তখন চতুর্দিকে প্রচুর মঙ্গল কোলাহল উঠলে কৃষ্ণাগমন বিচারে চঞ্চলমনা, সকলের মনে একই সঙ্গে ক্ষরিত প্রমোদসুধাধারায় ভাসমানা, বিরহী যুথেশ্বরীদের শীঘ্র সরসতা পূর্বক আশ্বাসন সম্পাদনে ও প্রেমপরিপাক দশায় পৌঁছানে রতা সখীদের মনে মহান্ উৎসাহের উদয় হল ।

ব্রজবাসিদের কৃষ্ণে ভগবতা জ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ॥

২৪। বৃজপুরপুরন্দর নির্ভয়ে আদরে অতি বিস্মিত ভাবে বরুণলোকের মালিন্য রহিত শোভা এবং বনমালী সম্বন্ধে বরুণের অবনত ও স্তুতির লালিত্য যা দেখেছিলেন, সেই অখিল বিষয় তাঁর মুখে শুনে পরম-গন্তীর হয়েও আনন্দ চঞ্চল মনা গোপগণ মূর্ত্তিমন্ত শ্রুতির অর্থের মতো এই কৃষ্ণকে নিঃসন্দেহভাবে অখিল জগতের ঈশ্বর মনে করলেন । এইরূপ মনোভাবে তাঁরা যদি সঙ্কল্প-কল্পনা করতে লাগলেন—'অহো জ্ঞানাতীত

২৫। অ : পর সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মব্রাহ্মণ্যকারে সবিশেষভাবে না থাকায় গোপগণের নিজহাতে লালনে কৃষ্ণের মুখে আনন্দ এবং অলালনে নিরানন্দ দেখা গেল না। এত গোপগণের পূর্বসিদ্ধ অমৃতবের বিঘ্ন হওয়াতে তাঁদের মনে ব্যথার মতো ভাব যদি উদয় হয়, তখন সেই ব্যথাজনিত করুণায় কাতর হয়ে সেই ব্রহ্মাকার বৃত্তি থেকে তাঁদের বের করে এনে পুনরায় অনাচ্ছাদিতমঙ্গলময়-বহুতর আনন্দের সমৃদ্ধি কারক, কোথাও কখনও যা সঙ্কুচিত হয় না সেই বৈকুণ্ঠ নামক প্রথম স্বলোক দর্শন করালেন। পুঞ্জিভূত প্রশয়রস্তু এই নিজ জনদের মুক্তি রক্ষাসার জঠর হাঁড়িতে আবদ্ধ করেও অমৃত অবস্থায় বের করে এনে যন সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন, এইরূপ নিজজনদের তিনি কখনও মুক্তিগ্রহের ফের স্বীকারকারী জনের মতো অবস্থায় ফেলেন না। (তাঁদের ক্ষেত্রে কখনও যে কিঞ্চিৎ স্পর্শমাত্র দেখা যায় তা সেই ভক্তদের অনুরোধেই)।

২৬। ততশ্চ সমাধিতঃ সমুখিতা ইব তমথ মূর্তং ব্রহ্মানন্দমিব সমালোক্যতমমালোক্য তমসঃ পরং
পরং প্রমোদমাপুরমী পুরমীমাংসকাঃ সন্তঃ কিমপি বিষরীকতুং ন শকুবন্তি স্ম ॥

২৭। ক্ষণমাত্র এব ব্রহ্মকৈবল্যাং বলাং চ বৈকুণ্ঠস্থমভুভবন্তো ভবন্তো যুগসহস্রমিব মত্তমানা গুমানা
ইব বভুবুনিখিলমৌভগবতো ভগবতো মুখানবলোকেন, নবলোকেন পুনস্তেন তেষামানন্দং বর্দ্ধয়িতুং বর্দ্ধয়িতুং ॥
পরিতাপং পুনস্তদপি বৈকুণ্ঠং কুণ্ঠং চকার কারণরসবিগ্রহো ভগবান্ ॥

২৮। তদনন্তরং তরঙ্গিতমহা মহানন্দমিব তঃ শ্রীকৃষ্ণং বিলোকয়ন্তো বভুবুরেতে । এতেন ব্রহ্মাব্রহ্ম-
স্বরূপ-স্বলোকসায়ুজ্যায়ুজ্যমানতাভ্যামপি তদলৌকিকলৌকিকলীলাবর্ণাদিক-পরিশীলনমেব পরমরমনীয়মিতি
সিদ্ধান্তঃ ॥

ছানুরোধাৎ । তান্ কিয়ন্তুং কালমেব তৎস্পৃষ্টান্ করোতীতি । অতএবোক্তম্—(ভাঃ ১০।৮৭।২১—শ্রীশ্রীম-টীকাধৃত
শ্রীসর্বজ্ঞমুনিবাক্যে) “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃৎবা ভগবন্তং ভজন্তে” ইতি । ন পিহিতমাচ্ছাদিতং হিতং যত্র তদা-
নন্দস্য নন্দকং সমৃদ্ধিকরম্ ॥

২৬। সমালোক্যতমমতিশয়েন দর্শনীয়ং তং বৈকুণ্ঠং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্ । পরমং প্রমোদমাপুরিতি মুক্তিযাতু-
ধানীজঠরতো নিজ্ঞান্তানাং তেষাং তেনাপি সদ্ধক্ষণপ্রাপ্তেঃ । ততশ্চ পুরসা নিজগোষ্ঠ-বসতের্মীমাংসকাঃ বিমর্শকাঃ সন্তঃ
কিমপি বৈকুণ্ঠীয়ং বস্ত্র বিষরীকতুং দ্রষ্টুং শ্রোতুং স্পৃষ্টুং ভ্রাতুং বা ন শকুবন্তি স্ম ॥

২৭। তত্র হেতুর্মধুরনরলীলাময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যাদর্শনমেবেত্যাহ,—ক্ষণমাত্র এবেতি । বলাং বলাহং কৈবল্যাৎ-
বলবদিত্যর্থঃ, গুমানা ইব নিতরামমানান্তঃস্বপ্নবঞ্চনাদনাদৃতা দীনা ইব । ততস্তদপি বৈকুণ্ঠং কুণ্ঠং চকার, ব্রজবাসিনাম-
সারস্যাপাতাং, ততোহপি তান্ নিজ্ঞাময়ামাসেত্যর্থঃ । কিমর্থম্ ? নবলোকেন নবীনস্বাবলোকেন; যদা নিত্যনবোষো

২৬। এতে সমাধি থেকে সমুখিতের মতো তাঁরা অতঃপর মূর্ত ব্রহ্মানন্দের মতো অতিশয় দর্শনীয়
প্রকৃতির উর্ধ্ব অবস্থিত সেই বৈকুণ্ঠ দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন । কিন্তু এঁরা নিজগোষ্ঠ বসতি সম্বন্ধে
মনস্তির করে নিয়েছেন, তাই বিমর্শ হয়ে বৈকুণ্ঠের কোন বস্তুই পারলেন না-দেখতে, না-শুনতে, না স্পর্শ
করতে, না-ভ্রাণ নিতে ।

২৭। (এর কারণ মধুর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনই । তাই বলা হচ্ছে—ক্ষণমাত্র এবেতি ।) সায়ুজ্য-
মুক্তি এবং তার থেকেও অধিক বৈকুণ্ঠস্থ অমুভব করতে থাকলেও নিখিল পরাক্রমশালী মাধুর্যের মূর্তি
শ্রীকৃষ্ণের মুখ অদর্শনে তাঁদের ক্ষণমাত্র যুগসহস্রের মতো মনে হতে লাগল । সেই স্থখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার
দরুণ অনাদৃত দীনের মতো হয়ে পড়লেন তাঁরা । পুনরায় সেই নিজের নবীন দর্শনের দ্বারা তাঁদের আনন্দ
বাড়াবার জন্ত ও পরিতাপ নিবৃত্তি করে দেওয়ার জন্ত সর্বকারণকারণ রসময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায়
সেই বৈকুণ্ঠকেও তাঁদের নিকট অমুজ্জল করে দিলেন, ওতে অসার বুদ্ধি জন্মিয়ে ।

২৮। অতঃপর ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে তরঙ্গিত ঔজ্জল্যে ভরে গেলেন—পরমানন্দের
সীমা প্রাপ্ত হলেন । এর থেকে সিদ্ধান্তিত হচ্ছে যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠে যথাক্রমে সায়ুজ্য ও যুজ্য-
মানতা (সংযোজন) এ-দুয়ের থেকেও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লৌকিক লীলাবর্ণাদির অমুশীলনই পরমরমনীয় ।

২৯। স এবং হি বংহিষ্ঠমহিমা ন হি মানবস্তিরপি বিতর্ককুতর্ককুলকর্কশকশ্মলমতিভির্বেদিতুং শৃশকো
হৃঃশকো হৃঃশীলৈরনুসন্ধাতুমপি, যঃ খলু লীলারিঙ্গদপাঙ্গতরঙ্গতরলিম-মাত্রেনৈব প্রযুজ্য সাযুজ্যসাধৌঃশুমথ
ততোহতিদুর্ঘটঘটনবিঘটনবিধিনা নিষ্কাসয়ামাস কিমশক্যং তস্মা লীলাশক্তিরিতি ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে ব্রহ্মলোকদর্শনো

নাম ষোড়শঃ স্তবকঃ ॥ ১৬ ॥

— ॥ ★ ॥ —

লোকো গোকুলাধ্যন্তেন। পরিতাপঞ্চ বধং যিতুং ছেদয়িতুং। নহেতস্য কুতস্তথা শক্তিঃ? তত্রাহ— কারণভূতশ্চ রসময়শ্চ
বিগ্রহো যস্য সঃ, তথা কর্তৃমকর্তৃমন্তথাকর্তৃঞ্চ সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥

২৮। ব্রহ্ম চ ব্রহ্মভূতঃ স্বলোকা বৈকুণ্ঠশ্চ ত্যোর্থ্যথা ক্রমেণ সাযুজ্যঞ্চ যুজ্যমানতা চ তাভ্যামপি; অতএব (ভাঃ
১০।২৮।১৭) “তে তু ব্রহ্মহৃদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদয়তঃ” ইত্যাদেস্তাৎপর্দার্থমুদঘাটয়ন্তিঃ শ্রীমদ্রূপগোষামিচরণৈরুক্তম্—
(শ্রীসুবমালা, ছন্দোহষ্টাদশকম্ ২৯) “লোকো রমাঃ কোহপি বৃন্দাটবীতো, নাস্তি কাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। বৈকুণ্ঠং যঃ
সুষ্ঠু সম্পদ্য ভূয়ো, গোষ্ঠং নিস্তে পাতু স ত্বাং যুকুন্দঃ ॥” ইতি।

২৯। মানবস্তিরপি জ্ঞানবস্তিরপি। অত্র স্তবকদ্বয়োক্তলীলাসময়-ক্রমো বৈষ্ণবতোষণী-দৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ো যথা কার্তিক
জ্ঞামাবাস্তায়াং কর্মবাদোথাপনেন ইন্দ্রমথভঙ্গঃ, তচ্ছুরুপ্রতিপদি গোবর্ধনমণোৎসবঃ, দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-
ভোজনোৎসবঃ, তৃতীয়ায়াং নবমীপর্ষন্ত গোবর্ধনধারণম্, দশম্যাং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যম্, একাদশ্যাং
গোবিন্দাভিষেকঃ, দ্বাদশ্যাং বরুণলোকগমনম্, পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকদর্শনমিতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুধবর্ত্তমাং ষোড়শস্তবকসঙ্গমম্ ॥ ১৬ ॥

— ॥ ★ ॥ —

২৯। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সন্দেহাতীত বহুতভারী ঐশ্বর্য বিতর্ক-কুতর্ক জালে কর্কণ ও মলিনবুদ্ধি জ্ঞানি-
গণেরও জ্ঞানবার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। হৃঃশীল জনের হো অনুসন্ধান করবারই সামর্থ্য নেই। ইনি লীলায়
ঘূর্ণায়মান্ অপাঙ্গতরঙ্গভঙ্গমাত্রেই শ্রেষ্ঠ সাযুজ্যমুক্তি প্রয়োগ করে অতঃপর তার থেকে অতি দুর্ঘট-ঘটন
বিঘটন বিধিতে বের করে নিয়ে এলেন ব্রজবাসিদের। তাঁর লীলাশক্তির অশক্য কি আছে।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা

বিস্তারে ব্রহ্মলোক দর্শন নামক

ষোড়শ স্তবক।

— ॥ ★ ॥ —

সপ্তদশঃ স্তবকঃ



১। অথ চতুমুখমুখসবর্গবর্গরিমখণ্ডনানন্তরমনন্তরমদমদকলকন্দর্পদর্পদমনায়, নিজমুরলিকালিকান্ত-
শিক্ষাপরীক্ষাপরীষ্টয়ে চ ভুজযুগযুগলেন যুগপদনেকরমণীরমণীয়-পরিরন্তায় কাত্যায়ন্যুপাসনাসনাতনানাং কুমারী-
ণামারীণামমৃতধারামিব নবানুরাগরসলহরিকামকামবৃংহিতাং হিতাং সমকালমকালপাকেন কেনচিদিচ্ছাবিশেষণা-

সপ্তদশঃ স্তবকঃ

অয়ততুল মাধুর্ষ বর্ষিণী বিশ্বহর্ষিণী।

লক্ষ্মীসন্তুর্পিণী রাসক্ৰীড়া গোপীপ্রকর্ষিণী।

শুভ্রাংগুবেগুনিদ-প্রমদাভিসার কুটাভিদান-বিরহাধিবিষাদবাচঃ।

কান্তগ্রাসাদন-বিহার-তিরোহিতানি বর্ণ্যানি সপ্তদশকে স্তবকে ক্রমেণ ॥

১। অথ বনসীঃ সীমন্তং সীমন্ততুলাং বর্জ আশ্রিতা ভগবান্ প্রদোষে সময়ে স্বযোগমায়ামখিলেষ্ণু কার্ধেষ্ণু
তদুপযোগিষ্ণু নিয়োজ্য বন্তং মনশ্চক্রে ইত্যম্বয়ঃ। তত্র চত্বারি প্রয়োজনানি চকারদ্বয়েনানুযজিকমুখ্যাত্মাভ্যাং দিশো দিশো
বিভজ্য ক্রমেণ নিবধ্নাতি, অনন্তরেণ নিশ্ছিদ্রেণ নিবিড়েন নিরবধিনা বা মদেন মদকলো মত্তো যঃ কন্দর্পস্তম্ভ দর্পদমনায়
যথা ‘অহং পরমেষ্ঠী মঠৈশ্বর্ধ্বানিমং মোহয়ামি’ ইতি প্রাকৃতজগদৈশ্বর্ধ্বমন্তস্ত চতুমুখস্ত মদং চিদানন্দধননিজাচিত্যামঠৈ-
শ্বর্ধ্বাধিকারেণ ব্যাধুয়ং, তথৈব ‘অহমেব শৃঙ্গাররসময়ো ধীরললিতো বিশ্বমেব মোহয়ামি’ ইত্যাত্মমদং কন্দর্পমপি নিজ-
রাসাদিবিলাসদর্শনেন (ভাঃ ১০।৩২।২) “সাক্ষান্নানুধমন্নাথঃ” ইতি ব্রহ্মাণমিব তমপি সংমোহেব গর্ব-পর্বতাদবরোহয়ামাদৈ-
বেত্যর্থঃ। নিজা মুরলিকৈব আলিকাংকুস্পিতসখী তস্তাঃ সকাশাত্তয়া বা আভা গৃহীতা যা শিক্ষা তস্তাঃ পরীক্ষা-
পরীষ্টয়ে প্রাকাম্যায়ঃ, “পরীষ্টঃ পরিচর্চয়াং প্রাকাম্যেহ্ষেষণে স্ত্রিয়াম্” ইতি মেদিনী। যথেষ্ট-পরীক্ষার্থমিত্যর্থঃ। ভুজযুগং
যৌতি মিশ্রয়তি যদগলং তেন (পাঃ বার্তিকঃ ৩১৬০) “মিতদ্বাদিত্য উপসংখ্যানম্” ইতি ডুঃ। কাত্যায়ন্যুপাসনমেব আ-
সম্যক্ সনাতনং নিত্যং যাসাং তাসাং বিশেষোপচারময়মাসমাত্রাচনব্রতং সমাপ্যাপি নিত্যং তামুপাসীনানামিত্যর্থঃ।
আরীণাং সম্যক্ ক্ষরন্তীং ন কামেন বৃংহিতাং কান্তমুখতাং পঞ্চকথাং প্রেমগৈবেত্যর্থঃ। হিতাং স্বীকারোচিতাম্ সমকালং

সপ্তদশ স্তবক

রাসলীলা :

রমণেচ্ছার কারণ :

১। অতঃপর ব্রহ্মাদি সকল দেবতাবৃন্দের গর্বভার খণ্ডন করবার পর নিরবধি মদে প্রমত্ত কন্দর্পের
দর্প দমন করবার জন্য, নিজ প্রতাপালিত মুরলী সখী থেকে গৃহীত শিক্ষা যথেষ্ট পরীক্ষার জন্ত এবং হু ভুজ-
বেষ্টনীর মধ্যে যুগপৎ অনেক রমণী আলিঙ্গনার্থে অপতিতভাবে নিত্য কাত্যায়নী উপাসনাপরা কুমারীদের
নবানুরাগরসলহরী যা নিঃশেষে চ্যুত অমৃতধারার মতো, কামে নয় প্রেমে পরিপুষ্ট আর কৃষ্ণের পূর্ব অঙ্গীকারের

শেষেগানুমোদয়িতুং চ সময়ে (ভা০১০১২২।২৭) “ময়েমা রংসুথ ক্ষপা” ইতি মনীষিতবহুতরজনৌ রজনীরেকান্ত-
দীর্ঘা নির্মাতা, মাতাপিত্রোরপি পূর্বপূর্ব নিশানিশান্তাবস্থানপ্রত্যয়ং প্রত্যয়ং ভগবান্ কৃতশক্তিনিক্ষেপোহ-
ক্ষেপোদারসারসাধুতয়া ধুতয়া লোকাপেক্ষ্যাক্ষ্যামোদো বনসীমসীমন্তুমাশ্রিত্য প্রদোষে বিরাজমানো মানোজ্বলাঃ
সঙ্কলিত সঙ্কলিত-শারদগণরাত্রদেবতা বতাগ্রে মৃতিমতীরাষ্ট্রাপ্রতীক্ষণক্ষণবতীরালোকা সকলাঃ সকলাঃ সত্যো
ভবত্যো ভবস্থিতি নিগত ॥ বিশেষরহশ্চিকীর্ষিকীর্ষিতকেলিকলাকলাপস্তানিয়োজিত-সর্বাধ্যক্ষতয়াক্ষতয়া ভগবতীং
স্বযোগমায়াসরহিতামখিলকার্ষ্যে নিয়োজ্য রন্তুং মনশ্চক্রে ॥

পরোচ্যাস-সন্তোগাদেস্তল্য-কালমেব । ননু তাঃ কনীরস্তো বিচিত্রনাট্যাগান-বৈদক্ষ্য ঐগাঢ়সন্তোগযোগ্যতাবত্যাঃ সহ-
সৈব কথমভুবন্ ? তত্রাহ—অকালেহপি পাকো যস্মাতেন তদীয়েচ্ছাশক্তেঃ কিমশক্যামিতি ভাবঃ । মনীষিতস্য বুদ্ধিবিসয়স্য
রাসাদিবিলাসস্য বহুতরা জনিরূপতিথীষু তা রজনী রাত্রিরেকান্ততো দীর্ঘা ব্রহ্মরাত্রিকল্পা নির্মাতা । তন্মন্তোহয়ম্ ।
অক্ষেপা বিক্ষেপরহিতোদারো মহতী সারা শ্রেষ্ঠা যা সাধুতা তয়া পূর্বপূর্বনিশানিবিশান্তাবস্থান-প্রত্যয়ং সুবশয়ায়
ময়া শায়িতঃ পুত্রঃ সূতেনৈব নিদ্রাতীতি গৃহস্থিতিপ্রতীতিং প্রতি কৃতঃ শক্তিনিক্ষেপো যেন সং, যতোহয়ং ভগবান্
লোকদ্ব্যাপেক্ষ্য ধুতয়া ঐতিতয়া সত্য্য অক্ষয় আমোদো যস্য সং; তত্ত্বজ্ঞম্—(শ্রীমদ্বজ্ঞানলীলমণী নাংকভেদ-প্র০১৭)
“রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মম্” ইত্যাদি । প্রকৃষ্টা দোষা রাত্রির্ঘন্যাতপাভূতে প্রদোষে সময়ে সঙ্কলিতাঃ সম্যক্ কল্পবদাচরিতাশ্চ
তাঃ সঙ্কলিতাঃ প্রতিজ্ঞাতাঃ শারদ্যশ্চেতি যা গণরাত্রদেবতা বহুরাত্র্যধিষ্ঠাত্রীয়া আলোক্য “গণরাত্রং নিশা বহ্যঃ”
ইত্যমরঃ । ইয়মুৎপুটৈকব জেয়া, বস্তুতস্ত যদি সকলা এব রজতঃ পূর্ণচন্দ্রা বিলাসবহলা অতিদীর্ঘাঃ সন্তবেযুতদৈব মে
বিচিত্ররাসাদিবিলাসঃ সিধ্যোদিতি যদৈব তদিচ্ছা সমজনি, তদৈব তস্য সত্যসঙ্কল্পজ্ঞাতাপ্তাভূতা বভূবুরিতি । যোগমায়া
নিয়োজনমপ্যেবং জেয়ম্ । রহো রহস্যং তস্য চিকীঃ কর্তুমিচ্ছুঃ, সমস্তাং কিপ । অনিয়োজিত-সর্বাধ্যক্ষতয়া নিয়োগং
বিনাপ্যভিপ্ৰায়জ্ঞানাদেব যা সর্বাধ্যক্ষতা তয়া আয়াসরহিতাম্ ॥

সমুচিত, তা রাধাদি সহ রাসলীলার সমকালে অকালে প্রেমপাকানো কোনও ইচ্ছাশক্তি বিশেষের দ্বারা অশেষ
ভাবে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার রত্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ‘আগামৌ রাত্রি সকল আমার সঙ্গে বিহার করে’ এই
রূপ মনোবিষয়ের বহুতর উৎপত্তি স্থল রাত্রিকে ব্রহ্মরাত্রি তুল্য দীর্ঘ করে নিলেন যথা সময়ে । পূর্ব পূর্ব রাত্রির
মতোই আজও গৃহেই অবস্থান করছে কন্ঠাগণ মাতাপিতার অন্তরে এই যে বিশ্বাস তাতে শক্তি আধান কর-
লেন ভগবান্ অর্থাৎ বিশ্বাসটিকে সূদৃঢ় করলেন । যেহেতু, তিনি ভগবান্ তাই ইহকাল পরকালের অপেক্ষা
ছেড়ে দিয়ে অক্ষয় আমোদে মত্ত হয়ে বনদেশের মধ্যভাগ আশ্রয় করে বিরজমান্ হলেন রাত্রিশোভন প্রদোষ-
কালে । সম্মানে উজ্জ্বলা, পরিপূর্ণভাবে কল্পং আচরণকারী, অঙ্গীকৃত্য পূর্ণিমা রাত্রিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতাগণকে সম্মুখে মৃতিমন্ত হয়ে আষ্টার প্রতিক্ষায় হায় হায় সহর্ষে দণ্ডায়মান্ দেখে বললেন—আপনারা
সকল নিপুনতা সহ প্রস্তুত হয়ে যান । তাঁদের এই কথা বলে বিশেষ রগেলীলা করতে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ অভিলষিত
কেলিকলা সমূহের অনিয়োজিতা (নিয়োগ বিনাই অভিপ্ৰায় জেনে সর্বাধ্যক্ষতা) অবিসম্বাদি সর্বাধ্যক্ষতা গুণে
আয়াস রহিতা ভগবতী যোগমায়াকে অখিল কার্যে নিয়োগ করে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন ।

২। অথ তাস্চ নিশা নিশাতমহসো মহসৌষুম্যমাণসুরভিসুরভি-নিদাঘ-শরৎকালীন-শোভা বহুশো ভাবহুলতয়াহপরিমিতা অপরিমিতা অভবন্ । ত্রয়াণামেব ঋতুনামনূনামনূতমাং কুসুমাদিশ্রিয়ং চ শিশ্রিয়ুঃ ॥

৩। তথাহি—হরিতি হরিতি হারা পূর্ণয়ন্, কর্ণযোদং, মদকলকলকণীকণাদো জজৃন্তে ।

সুমধুর-মধু-রাত্ৰ্যামাধবীগন্ধবন্ধু-, গতিমতনুত মন্দশ্চান্দনো বন্ধবাহঃ ॥

৪। কুসুমকুলমফুলং মল্লিকাবল্লিকানাং, মদমধুপযুবানোহলঙ্কতা ঐক্যতেন ।

উপরি পবিপিবন্তো বাদয়ন্তে স্ম শঙ্খা-, নিব নিবিড়নিদাঘ-জীবিহারোৎসবস্ত ॥

৫। কিঞ্চ, সরসি সরসি সারং সারমামোদমায়ু-, মদকলকলহংসাঃ সালসাঃ সারসাশ্চ ।

বিকচকুমুদিনীনাং মণ্ডলে গন্ধলুকা, ব্যাধিবত রতিকেলিং চঞ্চলাশ্চক্ষরীকাঃ ॥

২। নিতারং শান্তং সুখময়ং মহো যাসাং তাঃ; মহেনোৎসবেন সৌবর্ষমাণা অতিশয়েনোৎপত্তমানাশ্চ তাঃ সুরভয়ো মনোজ্ঞাশ্চ যাঃ সুরভিনিদাঘ-শরৎকালীনাঃ শোভাস্তাসাং বহুশো ভূরিশো ভাবহুলতয়া প্রকাশবাহুল্যোনাং পরি-মিতাঃ পরিমাণ শূন্যঃ; “মনোজ্ঞে চ সুগন্ধো চ বাচ্যবৎ সুরভি স্মৃতম্” ইতি বিখ্যঃ; “বসন্তে পুষ্পসময়ঃ সুরভিঃ” ইত্যমরঃ । ন বিঘূতে পরি সর্বতোভাবেন মিতমুপমা যাসাং তাঃ । অহু অনন্তরমূতমাং কুসুমাদিসমৃদ্ধিঞ্চ শিশ্রিয়ুঃ শ্রিতবত্যঃ; কীদৃশীম্ ? অনূনাং ন উনাং সম্পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥

৩। তামেবৈকৈকেন পত্বেন ক্রমাদবর্ণয়তি—হরিতি হরিতি, দিশি দিশি ॥

৪। মল্লিকাবল্লীনাং ফুলমবিকসিতমেব কুসুমকুলং পরিপিবন্তো মদমধুপযুবানঃ শঙ্খানিব বাদয়ন্তে স্ম । অত্র দাষ্টান্তিকে কোরকাণাং পানম্, দৃষ্টান্তে চ শঙ্খানাম্ । অগ্রভাগে মুখং বিহস্য বাদনং মত্ততা-ব্যঙ্গকম্ ॥

৫। সারং সারং স্তথা স্তথা, আমোদং হর্ষম্ ॥

রাসরজনীর শোভা :

২। অতঃপর সেই সকল রাত্রি হয়ে উঠল অতি সুখময় উজ্জলতা-ভরা, আমোদে অতি উচ্ছলিত হয়ে উঠছে এমন ও মনোজ্ঞ বসন্ত-গ্রীষ্ম-শরৎকালীন শোভার বহুতর প্রকাশ-বাহুল্যে পরিমাণশূন্য, সর্বতোভাবে উপমারহিতা এবং অনন্তর এই তিন ঋতুরই উত্তম কুসুমাদিতে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধিমতী ।

৩। তথা হি—দিকে দিকে মনোহর মধুর অফুট ধ্বনিকারী কোকিলের কণ্ঠনাদ কর্ণের আমোদ পূর্ণ করতে করতে প্রকাশিত হল । সুমধুর মধুতে ভরপুর মাধবীর গন্ধের বন্ধু মলয়ানিল মন্দ মন্দ বইতে লাগল ।

৪। মল্লিকা লতার উপরিভাগ অলঙ্কৃত করে ঝঙ্কারের সহিত বিরাজমান মত্ত মধুপযুবাশ্রেণী অবিক-সিত কুসুমনিবহ আবেশে পান করতে করতে যেন নিবিড় নিদাঘ শোভা-বিহারোৎসবের শঙ্খধ্বনি করতে লাগল ।

৫। আরও, মদমত্ত কলহঃশ্রেণী ও সালস সারসশ্রেণী সরোবরে সরোবরে সাঁতারাতে সাঁতারাতে আমোদিত হতে লাগল । গন্ধলুকা চঞ্চল ভ্রমরকুল প্রস্ফুটিত কমলঝাড়ে রতিকেলি করে বেড়াতে লাগল ।

৬। অথ সেবাসময় সময়মানাদরোহদরোচ্ছলং-কিরণঃ সমুদ্রিয়ায় তুহিনকিরণঃ। স চ প্রথমং কোপা-
রুণমুখকমলায়াঃ কমলায়াঃ কপোলপোলকঃ কনকতাটঙ্ক ইব যুবজনহৃৎপটরঙ্গকুণ্ডবলয় ইবানঙ্গরঙ্গরঞ্জকস্ত্রা,
নভঃ-কুণ্ডতাণ্ডবিতা রসময়সময়নিশ্চয়ঘটিকা। ঘটিকাপাত্রীব তাস্রযয়ী, ভগবদ্দিদৃক্ষ্যাকয়ামোদং পীতন-পীত-
নবকাস্তিকন্দলীকমুখং মুখং হরিহরিদঙ্গনায়া ইব, কমলপরাগরাগপিঞ্জরো রাজহংস ইব পূর্ব দিক্‌সরসঃ, তৎকাল-
কালপুরুষমথ্যমানগগনদধ্বাদধ্বাদিতো নবনীতপিণ্ড ইব সিতপটমগুপ ইব রশ্মিরশ্মিবিভানিত ঋতুরাজস্ত্রা, জগদগু-
মগুপস্থ-নভোবিতঙ্কস্ত্রা বিটঙ্কস্ত্রা সমেধবলধবলপারাবত ইব, অবিকলকলঙ্কগঙ্কিত-তাম্বুলপ্রতিবিস্মঃ স্ফটিকসম্পূট-

৬। কোপেতি—মানিত্বাঃ কমলায়া লক্ষ্ম্যাঃ কপোলে পোলকঃ স্মৃতি ইত্যর্থঃ।—‘পুল মহেশ্বে’। কনক তাটঙ্কঃ
স্বর্ণকুণ্ডলং স্বস্ত্র পীতিয়া গণ্ডস্তারুণিমা মিলিতস্ত্র পীতরক্তস্ত্র মণ্ডলাকৃতিস্ত্রোচ্ছলচ্ছত্র সাক্ষ্যম্। তস্ত্র কামোদীপকত্বমাহ
—যুবজনেতি। মধ্যাগগনক্রিমিশয়া তস্ত্রোদয়হান্যং কিঞ্চিচ্চলনমালক্ষ্যাহ—নভ এব কুণ্ডং তত্র তাণ্ডবিতং চলনবিশেষো
ঘটিকাঃ সা, রসময়স্ত্র স্নিগ্ধস্ত্র সময়স্ত্র নিশ্চয়ং ঘটয়তীতি সা ঘটিকা-পাত্রী দণ্ডপ্রহারাদিপ্রমাত্রী, অনেন যুবজনসংপ্রয়োগাদি-
মনোরথসাধকত্বমুক্তম্। ততোহপি কিঞ্চিচ্চলনে ত্যক্তারুণাণ্ডগত্ব তস্ত্র পীতিমানমালক্ষ্যাহ—হরিরিচ্ছন্তস্ত্রা দিগেবাঙ্গনা
তস্য মুখং ভগবতো দিদৃক্ষ্যৌশুখমূলতাগ্রমিব পীতেনে কুঙ্কমে ন পীতা নবা কাস্তিকন্দলী যত্র তৎ। অনেন তস্য প্রাগ-
ভাবকারণমপি সূচিতম্, ভগবতঃ পরাদনা-সমাকর্ষকত্বগুণনিদর্শকত্বঞ্চোক্তম্॥

অথ তদৈব নক্ষত্রমণ্ডলীং প্রকটোদয়াং শরৎকালীনত্বেন পূর্বাদিশোহপি স্বচ্ছতামালক্ষ্যাহ—কমলপরাগেতি।
কমলেতি প্রথমাতিশয়োক্ত্যা নক্ষত্রাণ্ডাজানি, ব্রজবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি রাধাচর্যাদি স্বপ্রেয়সীগণকুচকুঙ্কম-পিঞ্জরিতত্যা-
পাদক-ভাববিহার-শুভহৃৎকত্বমপ্যুদ্ভাতম্। ক্ষণান্তরে চ তমদৃষ্টচরমিচ্ছাচ্ছাদময় শুদ্ধশ্চেতি মধুরং স্বকাস্ত্য চ স্থেতীকৃতগগন-
মালক্ষ্য সচমৎকারমসৌ বর্ণিতলক্ষণশ্চন্দ্রো ন ভবতি, কিন্‌হস্যন্ত এবোত্যাংপ্রেক্ষতে। তৎকালেন শীত্রেণৈব কাল এব
পুরুষন্তেন মথ্যমানং গগনমেব দধ্বাদধিত্ত্বাদিতোহভ্যুদগতো নবনীতপিণ্ড ইবেত্যন্তবহিঃস্নেহময়ত্বেন লব্বিষ্যাসস্য
বিরহিণীজনস্যাপি দিদৃক্ষ্যণীয়ত্বম্। ততশ্চ বিরহিণীভিঃ সূর্যস্যৈব হৃৎসহতেজস্বেন কুঙ্কিতনেত্রতয়া দৃশ্যমানস্য তস্য
কিরণানাং রঞ্জুপমত্বমালক্ষ্যাহ—সিতপটেতি। রশ্ময়ঃ কিরণা এব রশ্ময়ো রজ্জবৈত্ত্বিভানিতো বিস্তারিত ঋতুরাজস্য
বসন্তস্য তত্র শরদি তস্যাপি সন্ধ্যাং। কাস্ত্যসমুদ্ভূতভিত্ত সম্পূর্ণনেত্রতয়া দৃশ্যমানস্য তস্য তৎক্রীড়োপকরণায়মানত্বমেব-

৬। অতঃপর সেবা-সময়োচিত মর্যাদার সহিত অতি উচ্ছল কিরণময়চ্ছদ্রমা উদিত হইল। প্রথমে
দেখতে হইল কোপারুণ মুখকমলা লক্ষ্মীদেবীর গণ্ডে দোতুল্যমান পীতরক্তাভ মণ্ডলাকৃতি কনককুণ্ডলের মতো।
অতঃপর ক্রমশঃ—অনঙ্গরূপ রঞ্জকের যুবজনহৃৎবস্ত্র রাঙ্গাবার কুণ্ডবলয়ের মতো, আকাশকুণ্ডে নভিত্তা রসময়
সময় নিরূপণকারী তামার ঘড়ীর মতো, (লালিমা ভাব একটু কেটে গেলে) ভগবানের দর্শনেচ্ছায় উদগত
অঙ্কুরের কাস্তিসম নবপীতকাস্তিপ্রবাহযুক্ত ও অক্ষয় আনন্দময় দিক্‌রূপ ইন্দ্রপত্নীর মুখের মতো, (অতঃপর
নক্ষত্রমণ্ডলী ভালভাবে উঠে গেলে শরতের স্বচ্ছ আকাশ লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে পূর্বদিক্‌রূপ সরোবরের বুকে
সঞ্চরণশীল কমলপরাগ-রাগে পীত রাজহংসের মতো, টক্ করে দেখতে হয়ে গেল—কালপুরুষের দ্বারা মথ্য-
মান দধিসাগরোথ নবনীত পীণ্ডের মতো, (সূর্যতেজের মতো হৃৎসহ বিরহতেজে কুঙ্কিত নেত্রের দর্শন) কিরণ-
রূপ রজ্জুদ্বারা বিস্তারিত ঋতুরাজের শুভ্রবস্ত্রমণ্ডলের মতো, (কাস্ত্য সমুদ্ভূতগণের দ্বারা সম্পূর্ণ খোলা চোখের

পুটক ইব দিগঙ্গনানাম্, নভোহকুপারপারমাগন্তমুত্ত ইব সকলধোতকলধোতপোতঃ কালপোতবাণিজস্য, সপল্লবো রাজতকুন্ত ইব রজনীজনীমহোৎসবস্ত, একং হীরককুণ্ডলমিব কুতুহলহলধরস্ত, অণুমিব শরৎকৌতুহিংস্তাঃ, মৃণালোপধানমিব স্বমদোষকন্দর্পস্ত, মালতীকুসুমগর্ভক ইব বিদোষপ্রদোষপ্রভাদেব্যাঃ, পাঞ্চজন্ম ইব উরীকৃত-বিষ্ণুপদস্ত বিষ্ণুপদস্ত, রজতাতপত্রমিব মদনরাজচক্রচক্রবর্তিনঃ, ক্ষটিকাজ্যস্থালীব তমোহভিচারচারবাৎপাদকস্ত যজ্ঞস্ত, বিকীর্ণতরতারাকারাতুলমৌক্তিকপটলঃ শুক্লিসম্পুট ইব গগনক্ষীরনীরনিধেঃ দর্পণ ইব শোভাদেব্যাঃ,

তাহ—জগদওমেব মণ্ডপস্ত্রস্তং নভ এব বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা, তস্য পারাবত ইব। কীদৃশস্য ? বিশিষ্টষ্টকো বক্কো যস্য তস্য;—‘টকি বক্কো’। সম্যাগেধতে বর্ধতে ইতি সমেধং বলং যস্য স চাসৌ ধবলশ্চেতি সঃ। তন্মধ্যগতং মালিত্বং নিভাল্যাহ—অবিকলেন কলঙ্কেন শঙ্কিতো বিতর্কিতস্তাশ্লপ্রতিবিশ্বো যত্র সঃ। ক্ষটিকতাশ্লসম্পুটস্য চলনং ন সম্ভবতী-ত্যন্তোৎপ্রেক্ষতে—নভ এবাকুপারঃ সমুদ্রস্তস্য পারমা সম্যক্ গন্তমুত্তঃ সকলং ধোতং যস্য স চাসৌ কলধোতপোতো রজতনৌকা কাল এব পোতবাণিজন্তস্যোতি। অনেন স এব তন্মধ্যবর্তী কালবর্ণঃ কলঙ্কস্যোপমা। কলঙ্কিত্বেহপি সৌন্দর্য-মাদল্যং চাহ—সপল্লব ইতি। কলঙ্ক এব ন ভবতি, কিন্তু মধ্যে ছিদ্রমেব তথাত্মনালক্ষ্যত ইত্যাহ—হীরকেতি। সচ্ছিদ্র-মপি দুষ্কীর্তিরিতি তাং বারয়িতুমাহ—অণুমিবেতি। অন্তর্ভূতিনোহজাতপক্ষস্ত শাবকপিণ্ডস্য প্রতিবিম্ব এব কলঙ্কতয়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মৃণালোপধানেতি তাপহারিৎ কামিলোকালম্বনস্বকোত্তম্। মালতীতি সাধ্বীজনসাপ্যাদরণীয়ত্বম্। গর্ভকঃ কেশমধ্যস্থমালায়াম্। পাঞ্চজন্মেতি ভগবদ্ভক্তজনস্যপি রসোদীপনত্বং বিষ্ণুপদস্যাকাশস্য উরীকৃতং বিবেকঃ পদং ছিন্নমপি যেন তস্য। রজতেতি কামিলোকমাত্রবশয়িত্বং সুখদ-শিশিরশীকর-বর্ষণত্বঞ্চ। ক্ষটিকেতি সর্বজন-নেত্রোদ্বেগ-হারিত্বং মানিনীজন-মান-কালুষ্ঠনাশকং স্বচ্ছত্বঞ্চ। বিকীর্ণতারাকারণাতুলমৌক্তিকানাং পটলং যেনেতি, শরৎকাল সমুদ্র-সিতত্বং ক্ষীরনীরনিধিরিতি তৎকান্ত্যা গগনস্য স্বেতীভূতত্বাৎ। দর্পণ ইতি দীপসমুদ্রাদিসর্বশোভাব্যঞ্জকত্বম্ চন্দনেতি

দর্শন—) জগদও-মণ্ডপস্থ শক্ত ডোরে বাঁধা আকাশরূপ পায়রা-খোপস্থিত উচ্ছল বলে বলীয়ান শুভ্র পায়রার মতো, (চন্দ্ৰের মালিন্য লক্ষ্য করে উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) এবার দেখে মনে হচ্ছে—অবিকল কলঙ্কের বিতর্ক-জননকারী তাম্বুল-প্রতিবিম্বযুক্ত ক্ষটিক সম্পুটের মতো, (ক্ষটিক সম্পুট তো অচল তাই উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে।) কালরূপ জাহাজবনিকের আকাশ সমুদ্রের পারে যেতে উত্তত চক্চকে ধোয়া রজত নৌকার মতো, (কলঙ্কযুক্ত হলেও সৌন্দর্য-মঙ্গলের আকর তাই উৎপ্রেক্ষা) রজনীবধূর মহোৎসবের সপল্লব রজত কুন্তের মতো, (কলঙ্কযুক্ত নাই বা হলো, কিন্তু ছিদ্রের মতো দেখে উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) কুতুহল হলধরের হীরককুণ্ডলের মতো, (সচ্ছিদ্রত্ব যে দুষ্কীর্তি সূচনা করে, তা বারণ করবার জন্য—) শরৎকৌতুহিংসের অণুর মতো, নিজগর্বে গরম কন্দর্পের তাপহারী মৃণাল উপাধানের মতো, (সাধ্বী জনেরও আদরণীয় বলে উৎপ্রেক্ষা) দোবহীনা সঙ্ক্খ্যাপ্রভাদেবীর কেশের মধ্যে গোঁজা মালতী কুসুম মালার মতো, (ভগবৎভক্তগণের রসোদীপক) বিষ্ণুর শ্যামলিমা অঙ্গীকার-কারী আকাশগাত্রের পাঞ্চজন্ম শঙ্খের মতো, (কামিলোকমাত্রের সুখদ শিশিরকণা বর্ষণকারী) মদনরাজচক্র-বর্তীর রজত ছত্রের মতো, (সর্বজন নেত্রোদ্বেগহারী স্বচ্ছতা) তামসিকভাবে যে মারণেচ্ছা, তার চারুতা উৎপাদক যজ্ঞের ক্ষটিক ঘৃতখালির মতো, গগনরূপ ক্ষীরসমুদ্রে ছড়ানো নক্ষত্রের মতো অহুলা মুক্তাচয়ভরা ঝিনুক সম্পুটের

চন্দনতিলকমিষ রজনিরমণাঃ, কপূরপূর ইব লোকলোচনানাম্, একং পুণ্ডরীকমিবানন্দসরোবরস্ত, হিণ্ডোরপিণ্ড ইব মধুরিমজলরাশেঃ, সৌধ ইব সৌন্দর্যদেবতায়াঃ, সৈকতবলয় ইবাকাশগঙ্গায়াঃ, মদমুদিতকোকিলসমূহ ইব সকলকলঃ, পুণ্যরাজ ইব সূচাক্রমগুণলক্ষীঃ, দাশরথিরিব সারস ইব সলক্ষণঃ, ভগবন্তুক্ত ইব কুমুদামোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ, উপদেষ্টেব সদোষধীশঃ, মদন ইব রতিবর্ধনঃ, বিবেকীৰ অবনীতমোহপহঃ, সূগ্রাব ইব তারাদীশঃ, সমুদ্র ইব সদাহিমকরঃ করনিকরেণ বৃন্দাবনং মার্জয়ামাস ॥

রাত্রিশোভানারিভূম্ । কপূর ইতি নয়নসুখদঙ্কম্ । পুণ্ডরীকেত্যনন্তান্তুরস্যাপি সাকল্যাধায়কত্বম্ । হিণ্ডোর ইতি মাধুর্যম্ । সৌধ ইতি সৌন্দর্যম্ । সৈকতবলয় ইতি পাবিত্র্যম্ ।

এবমাকারসাম্যেন ষড়্বিংশতিধোপমায় শব্দসাম্যোনাপি দশধোপমীয়তে । সকলকলঃ কলকলযুক্তঃ; পক্ষে, সকলাঃ সমস্তাঃ কলা যত্র সং; । সূচাক্রমগুণানাং দেশবিশেষাণাং লক্ষীঃ সম্পত্তির্ধৃতঃ সং; পক্ষে সূচাক্রম মণ্ডলেন লক্ষীঃ শোভা বস্য সং; । লক্ষণো রামভ্রাতা, লক্ষণা সারসস্য স্ত্রী, লক্ষণং কলকচিহ্নক্ । কোঃ পৃথিব্যা এব মুদমামোদরতি বিস্তারয়তীতি সং; পক্ষে, স্পষ্টম্ । সদোষাঃ ধিয়ং বুদ্ধিং শ্রুতি নাশয়তীতি সং; পক্ষে, সর্দৈব ওষধীশঃ, শকন্থাদিঃ, সতীনামোষধীনামীশো বা । রতিং স্বকান্তাং সৌভাগ্যেন বর্ধয়তীতি সং; পক্ষে, স্পষ্টম্ । অবস্তান্তমোহজ্ঞানমন্ধকারঞ্চাপহন্তীতি সং; । সর্দৈবাহর্যো মকরাশ্চ যত্র সং; পক্ষে, হিমকিরণঃ ॥

মতো, শোভাদেবীর দর্পণের মতো, রজনিক্রপ রমণীর চন্দনতিলকের মতো, লোকলোচনের কপূরপূরের মতো, আনন্দ সরোবরের এক স্বেতপদ্মের মতো, মাধুর্য জলরাশির ফেনপিণ্ডের মতো, সৌন্দর্যদেবতার প্রাসাদের মতো, আকাশগঙ্গার বালুকময় পুলিনের মতো ।

(এইরূপে আকার সাম্যে ২৬ প্রকার উপমা দিয়ে এবার শব্দ সাম্যে দশ প্রকার উপমা দেওয়া হচ্ছে—) মদমুদিত কোকিলকুল যেমন 'সকলকলঃ' অর্থাৎ মধুর কুল কুল ধ্বনিতে মুখর তেমনই এই পূর্ণিমার চাঁদ 'সকলকলঃ' অর্থাৎ সমস্ত কলায় পরিপূর্ণ । পুণ্যরাজা যেমন 'সূচাক্রমগুণলক্ষী' অর্থাৎ সূচাক্রম দেশবিশেষের শোভা সম্পত্তি তেমনই এই চন্দ্র 'সূচাক্রমগুণলক্ষীঃ' অর্থাৎ সূচাক্রম মণ্ডলের শোভায় রম্য, দাশরথি রাম যেমন 'সারস ইব সলক্ষণঃ' অর্থাৎ লক্ষণের সহিত বিরাজমান ও সারসপাখী যেমন তদীয় স্ত্রী লক্ষ্মণার সহিত অবস্থিত তেমনই চন্দ্র 'সারস ইব সলক্ষণঃ' অর্থাৎ কলক চিহ্নের সহিত বর্তমান, ভগবন্তুক্ত যেমন 'কুমুদামোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ' অর্থাৎ পৃথিবীর আনন্দদায়ক ও সন্তাপহারক তেমনই এই চন্দ্র 'কুমুদামোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ' অর্থাৎ কুমুদের আমোদদায়ী ও সন্তাপহারক, সাধু উপদেষ্টা যেমন 'সদোষধীশঃ' অর্থাৎ দোষযুক্ত বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দেয় তেমনই চন্দ্র 'সদোষধীশঃ' অর্থাৎ ওষধিনাথ, মদন যেমন 'রতিবর্ধনঃ' অর্থাৎ স্বকান্তা রতিকে সৌভাগ্যে বাড়িয়ে তোলে তেমনই চন্দ্র 'রতিবর্ধনঃ' অর্থাৎ কামবর্ধন, বিবেকী ব্যক্তি যেমন অবনীত তমোনাশক তেমনই চন্দ্র অবনীত তমোনাশক, সূগ্রাব যেমন 'তারাদীশঃ' অর্থাৎ তারা নামক রমণীর পতি তেমনই চন্দ্র 'তারাদীশঃ' অর্থাৎ নক্ষত্রের পতি, সমুদ্র যেমন সদাহিমকরঃ অর্থাৎ সদা সর্পমকরযুক্ত তেমনই চন্দ্র 'সদাহিমকরঃ' অর্থাৎ শীতল কিরণযুক্ত । এইরূপ বহুশোভা-সম্পদশালী চাঁদ জ্যোৎস্নাধারায় বৃন্দাবনকে আলোয় আলোময় করে দিয়েছে ।

৭। এবমুদিত এব নভোমধ্যমধ্যবস্থায় স্থিতশ্চ তরুতরুণগণানাং চপলপলাশাস্তুরস্তুরপিতকিরণলব লবনিপাত-সহচরপলাশচ্ছায়াচ্ছায়ামশাবল্যেন বল্যেন প্রতিতরুতলং বনশোভাচালনীকারশ্চালনীকারণচতুর ইব ক্ষণং তদা বনশোভাসুভগন্তাবুকভাবুক আসীৎ ॥

৮। ততশ্চ নিবিড়োড়ুগণমুক্তাফলফলদম্বরবিতানমধ্যালস্বী বলদ্বিকিরণকিরণকেশরবাজিরুচামরো-
রুচামরোত্তমঃ সিত ইব, কিংবা ভাবলিভাবলিতনভোমুক্তাতপত্রস্ত বিগতদণ্ডস্ত মধ্য-নিস্থাতো ধবলপট্টসূত্র-
পুণ্ডরীকবিন্দু ইব বিররাজ ॥

৯। তমথ মথনো বকস্ত কস্তচন শোভাবিশেষস্ত জনকং ন কং রঞ্জয়ন্তুং জয়ন্তুং সর্বতোভাবেন
ভাবেন দিগবলাবলাকর্ষণকরৈঃ করৈর্ধবলয়ন্তুং বলয়ন্তুং ॥ মুদা ভুবো বলয়ং নিয়ন্ত্রততা রাহিত্যেন তারাহিত্যেন

৭। তাদৃশ-পলাশচ্ছায়ানামছো নির্মল আয়ামে বিস্তারন্তস্য শাবল্যেন শ্বেতিম-শ্রামলিম-মিশ্রণেন প্রতি
তরুতলং বল্যেন বলনীয়েন সুবলেনেত্যর্থঃ বনশোভাশ্চালনীকার ইব। কীদৃশঃ? চালতাঃ কারণং কালনং চালনমিতি
যাবৎ, তত্র চতুরো নিপুণো বনশোভায়াঃ সুভগমন্তক্লং ভবতীতি সুভগন্তাবুকম্, ‘খুকঙ্ক’ তাদৃশং ভাবুকং মঙ্গলং যস্মাৎ
সঃ; যদা, বনশোভায়াঃ সুভগন্তাবুকা যা ভা তদনীন্তনী কাস্তিস্তস্য আবুকো জনকঃ ॥

৮। ইত্যধস্তনীং শোভাং বর্ণয়িত্বোপরিবিতানীমপি বর্ণয়তি। নিবিড়োড়ুগণাত্রেব মুক্তাফলানি ফলতি যদম্বরং
তদেব বিতানং চন্দ্রাতপন্তমধ্যালস্বী বলদ্বিকিরণং ক্ষেপো যেথাং তে কিরণা এব কেশররাজয়ন্তাসাং রুচাহমরাণামুরুচাম-
রোত্তমঃ সিতঃ। অত্র ইয়োদ্ধাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতিষেধেনেত্যস্য প্রায়িকব্ধাবিকিরণমিতাত্র ন গুণঃ। চতুর্দিক্ বনত-
মুপরিভূতং গগনমাগম্য নেদং বিতানম্, তথাহে সমন্তাং সাম্যাপত্তেরিতি বিমুখাত্তথোৎপ্রেক্ষতে— ভাবলির্নক্ষত্রশ্রেণিস্তস্য।
ভা কাস্তিস্তয়া বলিতং নভ এব মুক্তাতপত্রং তস্য ॥

৯। তং তুহিনকিরণং ভুবো বলয়ং ভূমণ্ডলং মুদা বলয়ন্তুং প্রবলীকুর্বন্তুং সৌহিত্যেন গ্রীণয়ন্তম্; ‘সৌহিত্যং

৭। এইরূপে উদিত হতে হতেই মধ্যাগগনে উঠে গিয়ে অবস্থিতা হলো চন্দ্ররাজ। তখন তরুণ-
তরুণের চকল পত্রের ফাঁকে ফাঁকে অর্পিত কিরণকণিকার সঙ্গে মিলিত পত্রছায়ার অতি সুন্দর সাদা-কালো
আভার মিশ্রনের দ্বারা চন্দ্রদেব চতুর চালনী নির্মাতার মতো চালনীর মতো দেখতে বনশোভার রচনা করল
প্রতি তরুণে। এক্ষেপে এ বনশোভার অমুকুলতারূপ মঙ্গলদায়ী হল।

৮। (নীচের শোভা বর্ণন করে এবার উপরের শোভা বর্ণন হচ্ছে—) ঘননক্ষত্রশ্রেণীরূপ মুক্তাফল
খচিত আকাশরূপ চাঁদোয়ার মধ্যদেশ অবলম্বী চন্দ্র উজ্জলরূপে বিকীর্ণ তার কিরণরূপ কেশররাজির কাস্তি-
দ্বারা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ চামরোত্তমের মতো দীপ্তি পেতে লাগল অথবা নক্ষত্র-শ্রেণীর শোভাযুক্ত ও দণ্ডহীন
আকাশ-মুক্তাহত্রের মধ্যভাগে শুভ্র রেশমি সূতায় তোলা শুভ্র কমলবিন্দের মতো অতি উজ্জলভাবে দীপ্তি
পেতে লাগল।

৯। অতঃপর কোনও অনির্বচনীয় শোভাবিশেষের জনক, পৃথিবীর জনমাত্রেরই মন রাগানো,
সর্বপ্রকারে উজ্জলতার পালক ভাবে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত এবং দিক্রমণীকে বলাৎকারে আকর্ষণকারী

সৌহিত্যেন হিত্যেন প্রীণয়ন্তং সমালোক্য মালোক্যচরিতো নিখিলরমণী-সুহৃদয়ং হৃদয়ঙ্গমাং মুরলীং বাদয়ামাস ॥

১০।

সর্বাঙ্করী যদিপি যুগপন্নি ধ্বনঃ কৃষ্ণবেণোঃ

কৃষ্ণেচ্ছাতস্তদপি সময়ে জায়তে কৈশিচিদেব ।

আহ্বানে বা খগযুগগবাং মোহনে বাঙ্গনানাং

যস্মিন্ যর্হি প্রসরতি মনস্তত্তদাসৌ শৃণোতি ॥

১১।

একেনৈব স্বরুপরিমলেনৈকদৈবাঙ্গনানাং

মামেবাকারয়তি মুরলীত্যেব যত্র প্রতীতিঃ ।

তজ্জাতীয়েতর-পরিচয়াভাব-তন্মাত্রগম্যাং

রম্যারাবাং মধুরমথ তাং বাদয়ামাস কৃষ্ণঃ ॥

১২। অথ তেন বীচীতরঙ্গরঙ্গতামপহায়াপ্রাকৃততয়া স্বশক্ত্যা ব্যাপকেন ভদ্রমেব তাসাম্ ॥

তর্পণং তৃপ্তিঃ” ইত্যমরঃ। কীদৃশেন ? নিম্নোক্ততয়া রাহিত্যং যত্র তেনৈকরূপেণেত্যাঃ। আহিতমর্পিতং তস্মৈ ভাব
আহিত্যং তারাতীর্নক্ষত্রৈ রাহিত্যমর্পিতং যত্র তেন হিত্যেন হিতমর্হতা মা শোভা তরাংহলোকাং দর্শনাং চন্নিভং যন্ত
সঃ; যদ্বা, মা ইতি নিষেধে, অলৌকিকচরিত্র ইত্যর্থঃ ॥

১০। খগযুগগবাং বা আহ্বানে কর্মণি কর্তব্যোংঙ্গনানাং বা মোহনে কর্তব্যো যস্মিন্ জনেহন্ত মনঃ প্রসরতি,
তদাহ্বানং মোহনং বা, তদাসৌ শৃণোতি, নাশ ইতি পিতৃমাতৃশ্রবণনাশ্রাদয়ো ন শুশ্রুরিত্যর্থঃ ॥

১১। তজ্জাতীয়া ইতরে বে শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেবাং পরিচয়াভাবেন তন্মাত্রমেব গম্যমভবনীয়ং যন্তাং তাম্,
যন্তাঃ প্রবণে বিষয়ান্তরক্ষুর্ভিন্ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

১২। তেন বাঞ্ছেনোন্মূলিতমিবেত্যাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। বীচীতরঙ্গরঙ্গতাং বীচীতরঙ্গতায়ৈন ধারাবাহিকলীলং
বিহার্য ব্যাপকেন সত্য প্রদেশবিশেষাবধিক্তং পরিত্যজ্য সমস্তাং ক্ষুরতেত্যর্থঃ ॥

চন্দ্র ভ্রমণলকে হর্ষে উচ্ছলিত করে তুলছিল ও নক্ষত্রের দ্বারা অর্পিত (উচ্চনীচ রহিত) এইরূপ পরিতৃপ্তি দ্বারা
আনন্দমন্ত করে দিচ্ছিল ।

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মোহন-ক্রিয়া :

১০। কৃষ্ণবেণুর ধ্বনি যদিও যুগপৎ সর্বাঙ্করী তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় সময়ে সময়ে কেউ কেউ-ই মাত্র
শুনতে পায়—সকলে নয়। খগ যুগ ধেনুগণের আহ্বানে বা রমণীদের মোহনে যখন যাঁতে তাঁর মন যায় তখন
সেই ঐ বেণুধ্বনি শুনতে পায়।

১১। কৃষ্ণ এমন রমণীয় স্বরে মধুর মধুর মুরলী বাজাতে লাগলেন যাতে একই স্বরপরিমলে গোপসুন্দরী-
গণের প্রত্যেকের প্রতীতি হতে লাগল যে কৃষ্ণ একমাত্র আমাকেই ডাকছে এবং এর ভিতরে তজ্জাতীয় ভিন্ন
অন্য শব্দাদি বিষয়ের অভাবহেতু তন্মাত্রই অনুভবনীয় হল।

১২। অতঃপর বীচীতরঙ্গ শ্রায় অনুসারে ধারাবাহিক লীলত্ব ছেড়ে দিয়ে অপ্রাকৃতত্ব হেতু নিজ
শক্তিতে ব্যাপক হয়ে প্রদেশবিশেষের সীমা ছাড়িয়ে সর্বতোভাবে ক্ষুর্তিপ্রাপ্ত হয়ে ঐ মুরলী গোপীদের মঙ্গলের

- ১৩। উন্মূলিতমিব হৃদয়ং, বুদ্ধিঃ পীতৈব পাটিতৈব ধৃতিঃ ।
আলোপিতৈব দৃষ্টিঃ, শ্রবণপথপ্রাপ্তিমাত্রেণ ॥
- ১৪। কিঞ্চ, অতনি তনুননাং কম্পন,-মরচি মতীনামথোন্মাদঃ ।
অবিতঃ কেবলমাশাং, স্বমার্গসঞ্চারসংস্কারঃ ॥
- ১৫। কিঞ্চ, স হরিমুরলিকায়া নিশ্বনোহভূতধূনাং, শ্রবণসবিশচারী মন্মথোন্মাত্কারী ।
অবিকলকুলশীলাচারচৰ্ঘ্যাভিচারো, ধৃতিবিষটনতন্ত্রঃ কোহপি মন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥
- ১৬। কিঞ্চ, অতিমুহু মধুরং চ শ্লক্সমুন্মং চ তদৈ, নিনদনপরিপাটীপাটবং শ্রীমুরল্যাঃ ।
সমজনি কুলপালীপদ্মিনীনাং বিলোলী, করণকুশললীলোন্মত্তমাতঙ্গশীলম্ ॥

১৩। উন্মূলিতমিবেতি ত্রিক্ষপার্থে শীত্বে সমর্পয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তেন তাসাং হৃদয়শ্রুতিমূলক-বিমলবাদিভিঃ কমলান্বিতত্বং মুরলীবাগ্যন্ত তু মত্তমাতঙ্গশ্লোকায়িতত্বং প্রথমমুক্তম্। নহু পরামর্ষবতী বুদ্ধিরেব তত্র প্রতিবন্ধকাস্তীতি? তত্রাহ—বুদ্ধিঃ পীতৈতি। বুদ্ধিরপারত্ব-গন্তীরত্ব স্বচ্ছত্ব-নিষ্কৃত্যাদিভিঃ সমুদ্রায়িতত্বং তদ্ব্যস্তত্বং ভগন্তায়িতত্বম্। নহু তথাপি কুলবতীনাং ধৃতির্হবারেতি? তত্রাহ—পাটিতেতি। ধৃতে: কঠোরকঠায়িতত্বং বাগ্যন্ত ক্রকচত্বম্। নহু তদপি লজ্জাবতীনাং দারাজির-রথ্যাতিস্থ-গুরুজনদর্শনমেব তন্নিবর্তকং শ্রাদিতি? তত্রাহ—আলোপিতেতি। দৃষ্টে: বন্ধনায়িতত্বম্, বাগ্যন্ত শ্রোণায়িতত্বম্। অত্রাবেগনামা সঞ্চারী ॥

১৪। মতীনং ভদ্রাভদ্রবিচারোখ-নিশ্চয়রূপাণাং বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষাণাম্ ॥

১৫। মন্মথেন কামদ্যারোম্মথনমুচ্চাটনং কতুং শীলমন্ত্ৰ সঃ; স্বধা, সুন্দরীজনমনোমীনগ্রহণার্থং মন্মথ এব উন্মাত্ঃ কূটধ্বজং তং কিরতীতি সঃ; “উন্মাত্ঃ কূটধ্বজং শ্রুতং” ইত্যমরঃ। ধৃতিবিষটনমেব তত্ত্বমাগমশাস্ত্রং বস্তু সঃ। স্বতন্ত্র ইতি শ্রাসপুরস্চরণাদি-নিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ ॥

১৬। অতিমুহুতিয়াদিগুণবর্ষেপ্যুন্মত্তমাতঙ্গানামিব শীলং বসোন্মাত্যনেন—কঠোরত্বোগ্রত্ব-প্রাচুর্য হৌল্যরূপান্ত-দ্বিরোধিনো ধর্মাসিদ্ধা ইতি বিরোধালঙ্কারঃ ॥

কারণই হল।

১৩। ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণপথ প্রাপ্তি মাত্রেই যেন গোপীদের হৃদয় উপড়ে ফেলে দিল, বুদ্ধি পান করে নিল, ধৈর্য বিদারিত করে দিল এবং দৃষ্টি সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিল।

১৪। আরও, তনুর কম্পন বিস্তার করল এবং তৎপর বুদ্ধির উন্মাদ দর্শ জন্মাল, রেখে গেল শুধু তাঁদের নিজ অভিসার-পথে চলার সংস্কার।

১৫। আরও, কুল-শীল-আচার-অনুষ্ঠানের অবিকল মার-প্রক্রিয়াস্বরূপ, ধৈর্যচ্যুতির আগমশাস্ত্র-স্বরূপ ও অনিবর্তনীয় স্বতন্ত্রমন্ত্রস্বরূপ এই মুরলীনিশ্বন ব্রজবধূগণের কর্ণপথগত হয়ে কামের বেগের দ্বারা তাঁদের উচ্চাটনকারী হল।

১৬। আরও, শ্রীমুরলীর ধ্বনিপরিপাটীপাটব অতি মুদগধুর স্নিগ্ধ সুস্বাদু হয়েও সমকালেই কুলের গণ্ডিতে অবস্থিত পদ্মিনীদের ঠেকলকরণে দক্ষ ও লীলোন্মত্ত মাতঙ্গস্বভাবের হল।

১৭। তত্র সৰ্বতঃ সারাধিকায়া রাধিকায়া অপি তনুরলীকৃতমপূৰ্বদাসীদাসীদেব কৰ্ণাভাৰ্ণম্ ॥

১৮। যতঃ, ধৈৰ্য্যধ্বংস বিঘূৰ্ণন-প্রলাপন-ব্রীড়াস্তথাবিত্রমৈ-
মাধ্বীকাচমনোৎসবায়িতমভূচ্ছাত্রেণ পীতং যদি ।
একং তত্র বিশিষ্যতে ভবতি যন্তস্মিন্ দৃশোঃ শোণিমা
সোহয়ং কিন্তু দৃগন্থনৈব পততা নির্ধৌত এবাভবৎ ॥

১৯। কিঞ্চ কিং হর্ষশ্চৈব হর্ষো রহ ইব রহসঃ কিং মহো বা মহস্ত
শ্রীকৃষ্ণাগ্রপুয়াণোৎসবরভসবিধেঃ কিং ত্বরেব ত্বরায়াঃ ।
প্রত্যেকং স্ব-স্ব-নামশ্রুতিসরসহৃদাং তত্র কণ্ঠাগণানাং
বংশীধ্বানঃ স আসীদভিলষিতপথস্ত্রাতিদূরোহপাদূরঃ ॥

১৭। আ ঈষদপি সীদেদেব প্রাপ্নুবদেব ॥

১৮। ব্রীড়াস্তো লজ্জানশঃ। অত্র একং বিশিষ্যতে। কিং তৎ তস্মিন্মাধ্বীকাচমনে দৃশোঃ শোণিমা ভবতি, অত্র স মাতীতি ভাষঃ। অথ কণং বিঘূর্ণনাস্তি কোহপি বিশেষ ইত্যভিনয়েনাহ—সোহয়মিতি ॥

১৯। এবং পরোচানাং প্রায়ো নধ্যগ্রগল্ভানাং মোহনমুক্তা কণ্ঠানাং তু মৌহ্যাদৌৎসুক্যাবেগামধাদি-সঞ্চা-
রিতিঃ সূখালোড়্যানাং মোহনমপি স্কুরমেবেত্যাহ—কিং হর্ষস্যেতি। সাংসারমুখমুখ ইতিবৎ প্রথমঃ বংশীধ্বানো
হর্ষস্যেব হর্ষো হর্ষদ আসীদিতি হর্ষমেব স প্রকুল্লীচকার, হর্ষস্ত তাঃ প্রকুল্লয়ামাসেবেতি। শঙ্কামতাবহিতাদি বিরোধি
সঞ্চারিতিরপি ত্বারো হর্ষো জাত ইত্যর্থঃ। ততস্তথৈব রহসো রহস্যস্যাপি রহস্যং সুরতোৎসুক্যং ত্বারমভূদিত্যর্থঃ।
ততশ্চ মহস্য মহ ইবেতি তদৈব সম্পদমান ইব ত্বরপূর্বঃ সুরতোৎসবোহঘভূরত ইত্যর্থঃ। তদৈবাকস্মাদবহিরনুসঙ্কানোখে
তদদর্শনে সতি তদর্থমেব শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে যঃ প্রয়াণোৎসবরভসবিধিত্ত্বাদ্ভোত্বরায়াং ইব। এবঞ্চাভিলষিতো যঃ পন্থাঃ
'কদা মধুরং মুরলীধ্বানং শ্রোষ্যামঃ' ইতি যো মনোরথন্তস্যাত্তিদূরোহপি যাদৃশেহভিলাষোহপি প্রবেষ্টুং ন শক্নোতী-
ত্যর্থঃ, সোহপাদূরো নিকটঃ প্রাপ্ত এবাভূদিত্যর্থঃ ॥

১৭। এরমধ্যে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বে অধিকা রাধার কর্ণের ঈষৎমাত্র ও নৈকট্য লাভ করে সেই
মুরলীরব অমনই অপূর্বের মতো হয়ে গেল।

১৮। যেহেতু, কর্ণে যদি ঐ ধ্বনি পীত হল, তখন উহা ধৈর্য্যধ্বংস, মস্তক বিঘূর্ণন, প্রলাপ বকন,
লজ্জা নাশ ও বুদ্ধিবিভ্রমের দ্বারা মদপানোৎসবের সমান হয়ে গেল। তবে এখানে একটি বিশেষ থাকল এই
যে মাধ্বিক পানে নয়নে শোণিমা হয়, কিন্তু এখানে তা হল না। (একটু চিন্তা করে তাই কি?) শোণিমা
হয়েছিল তো ঠিকই, কিন্তু তা কি নিপতিত প্রেমাশ্রুতে ধুয়ে বেরিয়ে যায় নি?

১৯। আরও, (এইরূপে বিবাহিতা গোপীদের মোহন বলে কণ্ঠকাদের মোহন বলা হচ্ছে—) এই
বংশীধ্বনি কি হর্ষেরও হর্ষ, রহস্যেরও রহস্য? এ কি উৎসবেরও উৎসব, এ কি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অভিসারোৎসব-
বেগবিধিতে ত্বারও ত্বরা? স্ব স্ব নাম শ্রবণে সরস হৃদয়া কণ্ঠাগণের প্রত্যেকের কাছে এই বংশীধ্বনি অভি-
লষিতপথের অতিদূর হয়েও নিকট হল।

২০। এবমেকসূত্রগুণমকৃতপ্রপঞ্চঃ পঞ্চালিকাবিততয় ইব সমসময়সমানকৃতয়ো জ্ঞানকৃতযোগ রহিতাঃ পরম্পরাপরাহতবাসনা অপি পরম্পরাপরাজ্ঞাতগমনোত্তমানোত্তমাধারয়িতুং ক্ষমাস্তাঃ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তা ইব, ছোতো ছোতোজ্জ্বলা নির্জলধরা ধরামাগত্য গতানবস্থে নবস্থেমণি প্রেমণি বিশৃঙ্খলাচপলা ইব, বলবতা বতানুরাগসমীরণেরণেন বিভজ্য চালিতাঃ কনকলতা ইব, উৎসাহস্তোংসাহসোসূচ্যমানেন সঙ্কমভ্রমদ্বন্দ্বকপেনোন্ম-
খিতাঃ স্থলকমলিতা ইব, উৎকণ্ঠাদেবতাহবতারিতা ইব, ব্রজপুরতঃ পুরতঃ পুরতো নিষ্ক্রান্তাঃ ॥

২০। এবং তা ব্রজমুন্দর্যঃ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তা ইব ব্রজপুরতো ব্রজপুরং পুরতঃ পুরতোংগ্রতোংগ্রতো নিষ্ক্রান্তা ইত্যর্থঃ। একেনৈব সূত্রেণ গুণমকৃতো গ্রহনকল্পিতঃ প্রপঞ্চো বিস্তারো যাসাং ভাদৃশঃ পঞ্চালিকাবিততয় ইবেতি গতি-
মত্বেহপি জাড্যং ব্যঞ্জিতম্। সমে তুল্যে সময় এব সমানাস্তুল্যা এব কৃতিবীপারো যাসাং তঃ। কিং পরম্পরদৃষ্টা? ন
হি ন হীত্যা—জ্ঞানকৃতো যোগঃ সদমস্তদ্রহিতাঃ, অবুদ্ধিপূর্বকতরৈবেত্যর্থঃ। অতএব পরম্পরং ন পরাজ্ঞাতো গমনোত্ত-
মোহপি যাভিত্তাঃ। ননু তাসাং স্বপ্রতিপক্ষগতেষ্টানিষ্টবাধক সাধক স্বভাবানারজানমেব ভদ্রম্? ইমেবম্, তদানীং পরমা
নন্দসম্মর্দেন তাসাং তাদৃশভাবাচ্ছাদনাদিত্যা—পরম্পরং ন পরাহতা বাসনা যাভিত্তাদৃশা। অপি, বতঃ কৃষ্ণগ্রহেণ গ্রস্তাঃ,
অতন্তেন নোত্তং শীঘ্রমাগচ্ছতেতি মুরল্যা প্রেধমেব আ সমাগ্ বারয়িতুং ক্ষমাঃ। কুলান্দনানাং পতি-স্বশ্রু আদি তর্জন-
কলিলাস্তরাণাং তথাভাবে কো হেতুরিতি চেৎ প্রেধমেবেতি সিদ্ধান্তয়ন্ সৌন্দর্যমপি বর্ণয়তি—ছোত ইতি। ছোতো
গগনাং সকাশাং ধরামাগত্য চপলা বিছাত ইব ছোতেন প্রকাশেনোজ্জ্বলাঃ; “প্রকাশো ছোত আতপঃ” ইত্যমরঃ।
গত্যা অনবস্থে, অবস্থিতির্মধাদা তদ্রহিতে ছপার ইত্যর্থঃ। নব স্থেমা হ্রৈবং যন্ত তস্মিন্ প্রেমণি বিশৃঙ্খলাঃ শৃঙ্খলারহিতাঃ।
সম্পূর্ণপ্রবেশবত্যা ইত্যর্থঃ। বহুবাংনুভূতচরাদসদেহপি শ্রীকৃষ্ণে তদৈব কথমিরাংক্ষিতাবেশ ইতি চেত্তত্র নবনবোদ্ভাস-
কত্বলক্ষণোহনুসাগ এব কারণমিতি বদন্ বর্ণিতমপি সৌন্দর্যং বিভক্তাবয়বতরা বোধয়তি—বলবতেতি। অনুরাগ এব
সমীরণঃ পবনস্তস্যোরণেন পুরণেন ক্ষেপণেনেতি যাবৎ। তাসাং তদানীমাবেগাখ্যাঃ সঞ্চাৰ্বেব তৎসূচকঃ প্ৰাভবদिति ক্রবন্
সৌরভাসৌক্যমর্থে অপি জ্ঞাপয়তি—সঙ্কমেতি। সঙ্কম আবেগঃ, স এব ভ্রময়দেনানবতিষ্ঠন্, অনেকপো হন্তী। তেন
কথন্তুতেন? উন্নতং সাহসং যন্মাং, তাদৃশো য উৎসাহস্তেন সোসূচ্যমানেনাতিশয়েন বাজ্যমানেব। অনুরাগবাক্যকৌৎ-
স্ক্যমপি দ্বারমভূদিত্যা—উৎকণ্ঠা এব দেবতাহবতারিতা ধৃতাবতারাঃ; তারকাদিষ্যাদিতচ। বট্টভাণ্ডরীত্যকারলোপঃ।
উৎকণ্ঠাঃ মূর্তেবেত্যর্থঃ ॥

অভিসার-শোভা :

২০। এরূপ অবস্থায় একই সময়ে কর্মাহুষ্ঠানযুক্তা, পরম্পর জ্ঞানকৃত মিলন রহিতা, পরম্পর
ক্ষমিতা বাধা প্রাপ্ত না হলেও পরম্পর গমনোত্তম বিষয়ে জ্ঞানহীনা ও মুরলীর সংকেত অবধারণে সক্ষমা ব্রজ-
মুন্দরীগণ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তের মতো ব্রজপুর থেকে আগে আগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন—একই সূত্রে গ্রথিত প্রসরণ-
শীল পুত্তলিকাশ্রেণীর মতো, আকাশ থেকে ধরায় এসে চমকোজ্জল মেঘহীনা-অবস্থিতি-মর্যাদা রহিতা অর্থাৎ
ছপার ও নবস্থৈর্যবিশিষ্টা প্রেমে বিশৃঙ্খলা চপলার মতো, হায় হায় বলবান্, অনুসাগ সমীরণে নিক্ষেপিত হয়ে
বিভিন্ন অবস্থায় চালিতা কনকলতার মতো, উন্নত সাহসের আকর উৎসাহে অতি বীজিত আবেগরূপ মদে ঢুলু
ঢুলু হস্তীদ্বারা উন্মথিতা স্থলকমলিনীর মতো এবং উৎকণ্ঠারূপ দেবতার ধৃতাবতারের মতো।

২১। কনকপ্রভা ইব মরুদধূনিতা নিতাস্তমহসো মহসৌষ্মমাণোজ্জল্যাঃ সঞ্চারিণ্যো দীপকলিকা ইব, অনুরাগরাগবেপমানাপমানাশঙ্কাস্তরয়া রয়ালোলকুণ্ডলাকুণ্ডলাবাণ্যাঃ যুগপদেকপদে কমনীয়ে কুতাভিযোগান্তস্মিন্নেব মুরলীধ্বন্যধ্বন্যুস্রঃ ॥

২২। তত্র ॥ তাসামনেকপ্রকারতয়া প্রসিক্তৌ সিদ্ধৌষধিবৎ কাশ্চিদনৃতা নৃতাজ্জাঃ পিত্রৌমুর্দং সদৌহয়ন্ত্যো দৌহয়ন্ত্যো গান্তদৌহনং বিহায় বিহায়সেব যযুঃ ॥

২৩। কাশ্চিদন্তথৈব ত৷ বতালমধিশ্রয়ণীমধি শ্রয়ণীয়ং সংযাবকমারোপিতমনবতার্য্য ন বতার্য্যতম-
নৌৎকণ্ঠেন নির্যযুঃ ॥

২১। ততশ্চ পুরারিক্রান্তান্তা বত্ন নি কাস্তিসঙ্কলতয়া লক্কৈকীভাবা উৎপ্রেক্ষতে কনকপ্রভা ইতি বর্ণন্ত গীতিমা, দীপকলিকা ইতি বস্তুরপ্রকাশকত্বমপ্যুক্তমা। অনুরাগস্ত রাগতৈক্যং তন্মাদবেপমানে কম্পমানে ইবাপমানাশঙ্কে নিন্দাভয়ে যাসাং তাঃ; রয়েণ বেগেনালোলাভাং কুণ্ডলাভ্যামকুণ্ডলাবিক্রবানি লাবণ্যানি যাসাং তাঃ, ‘কুড়ি বৈক্লব্যে’। যুগপদেব-কস্মিন্ পদে শ্রীকৃষ্ণকুতোহভিযোগোহভিসন্ধিবাভিজ্ঞাঃ ॥

২২। এবং সামাগতোহভিসারশোভামুপমায় পুনর্বিশেষতোহপি তাসাং বিবিধভেদানাং ক্রমেণ বিবিধক্রিয়া-কলাপপরিরহণাভিসারমাহ—তজ্জ্যেত্যাদি। অনূতাঃ কন্তাঃ; সিদ্ধৌষধিপক্ষে, ন বিততে উচং প্রাপণং যাসাং তাঃ; ‘বহ প্রাপণে’ ভাবজাতম্। ন নিশ্চিতমেব, পিত্রৌরুতাজ্জা গৃহীতনিদেশাঃ, অতএব পিত্রৌমুর্দং সদা উহয়ন্ত্যঃ, কেন কর্মণা পিত্রৌঃ স্মৃৎ শ্রাদ্ধিতি নিতাং বিতর্কয়ন্তাঃ, অতএব তদানীমপি গা দৌহয়ন্ত্যঃ, তদৌহনম্, গ্যস্তাং লুট্, ভাওপ্রদান-দ্বন্দ্ব-গ্রহণবৎসবিমোচনাদিকং কর্ম ত্যক্তেইত্যর্থঃ। বিহায়সেব আকাশমার্গেণেব ॥

২৩। তাঃ প্রসিক্তাঃ; বতেতি বিস্ময়ে; অলমতিশয়েন, অধিশ্রয়ণীং চুল্লীমধি আরোপিতম্। কীদৃশম্ ? শ্রয়ণীয়ং

২১। (অতঃপর পুরের বাইরে রাস্তায় আসবার পর কাস্তির সম্মেলনে একভাব প্রাপ্ত তাঁদের উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—)

অনুরাগের তীক্ষ্ণতায় নিন্দাভয় রহিতা ও ক্ষিপ্ততার বেগে চঞ্চল কুণ্ডলের দ্বারা অখণ্ড লাবণ্যবতী সুন্দরীগণ যুগপৎ সকলে একই কমণীয় লক্ষ্যে মন অভিনিবিষ্ট করে সেই মুরলীধ্বনির পথ অনুসরণ করে চললেন বায়ুতে কম্পিতা কনকপ্রভার মতো, অতিশয় তেজশালিনী - তেজে বর্ধিত ওজ্জল্যধারিণী - সঞ্চারিণী দীপ কলিকার মতো।

২২। (ত্রৈরূপে সামান্তভাবে অভিসারশোভা উপমাদ্বারা বলে পুনরায় বিশেষ ভাবে বিবিধ ভেদ-বিশিষ্টা গোপীদের বিবিধ ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগান্তে যে অভিসার, তা বলা হচ্ছে—)

সেই ব্রজপুরের অনেকপ্রকার প্রসিক্ত সুন্দরীদের মধ্যে কোনও কোনও সাধন সিদ্ধা - সিদ্ধৌষধি সম কন্তকা গোপী যারা পিতা মাতার আদেশ পালনে তৎপর৷ বলে সদা তাকে তাকে থাকেন কোন্ কর্মে তাঁদের স্মৃৎ হবে আর সেইজন্তেই শ্বেবাদনকালে গাভী দৌহনরতা ছিলেন, তাঁরা ভাওপ্রদান দ্বন্দ্বগ্রহনাদি কর্ম ত্যাগ করে আকাশ মার্গে যেন উড়ে চললেন।

২৩। উৎপ্রেক্ষারেই কোনও কোনও প্রসিক্তা কন্তকা গোপী হায় হায় প্রজ্জলিত চুল্লির উপর স্থাপিত-হাতা দিয়ে সেব্য গমকণার অন্ন না নামিয়েই ঝেড়ে ফেলার সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়া উৎকণ্ঠায় বেরিয়ে

২৪। কাশিচদপরাঃ কৌতুকোরপি পরিবেষণস্ত্যো গবেষণস্ত্যো গমনপথমেব পরিবেষণমপহায় হা যত্নেনৈব নির্জগ্মুঃ ॥

২৫। কাশচন তা ইতরা ইতরাপত্যানি কৌতুকেন কেনচিৎ গব্যং পয়ঃ পায়য়ন্ত্যো দ্রুতমেব তান্মপ-
ত্যান্মপহায় ভূমৌ দুদ্রবুঃ ॥

২৬। কাশচন পূর্বমুনিরূপা রূপান্তরমাসাশ্চ নিরাকুলগোকুলগোচরা গোপবধূতাং ধূতাংহস্তেন প্রাপ্য
পতিমত্যো মত্যাটকৃষ্ণানুরাগাঃ পতীন শুশ্রূষমাণাস্তদপি পতিশুশ্রূষণমপহায় হায়নাধিকমেব তং ক্ষণং
মন্ত্যমানা নিশ্চক্রেমুঃ ॥

২৭। কাশচন তা অভাবহরন্ত্যো হরন্ত্যো হৃদয়মন্ত্যোহুমন্ত্যোহুমপরিহাসেন ঝটিতি তমভাবহারং হারং
হারমেব নিরগুঃ ॥

দর্বাচলনাদিনা শ্রিয়িতুং যোগ্যম্। নবতারণ্যমেন ন হুবতারয়িতুং শক্যতমেন, অবৈত্যাশ্চাকারলোপঃ ॥

২৪। পরিবেশয়ন্ত্য এষ কৌতুকপরি বেগুশ্রবণকৌতুকানন্তরং গমনপথং গবেষণস্ত্যোহবেষণস্ত্য ইতি তত্রাশ্রিতাং
গুরুজনানাং মণ্ডলীতন্ত্ৰংপথশ্চ দৌর্গভ্যাং, অতদ্রব হা ইতি পীড়ায়াম্ ॥

২৫। অপত্যানি তানি ভ্রমাবপহারেতি পল্যঙ্কাদৌ স্থাপনে বিলম্বোহপি সোচু মশক্য ইতি ভাবঃ ॥

২৬। রূপান্তরং স্ত্রীস্বরূপম্; ধূতাংহস্তেন ষণ্ডিতভক্ত্যস্তরায়ত্বেন গোপবধূতাং গোপনারীং প্রাপ্য মত্যা বৃক্কোচঃ
কৃষ্ণানুরাগো যান্তিত্যঃ, পতি-শুশ্রূষণং কোষোদক- প্রদানাদিকম্ ॥

২৭। হারং হারং ত্যক্ত বা ত্যক্ত্বা ॥

গেলেন।

২৪। পরিবেষণরতা অপর কেঁউ কেঁউ বেগুশ্রবণ কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেষণ ছেড়ে দিয়ে হায়
হায় বের হবার পথ খুঁজে নিয়ে যত্নপূর্বক বেরিয়ে গেলেন।

২৫। অশু কোনও কোনও কণ্ঠকা গোপী ষাঁরা অশু কোনও বিবাহিতা নারীর শিশুদিকে কৌতুকের
সহিত গোচুপান করাচ্ছিলেন, তাঁরা টক করে সেই শিশুদিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে চললেন।

২৬। কোনও কোনও গোপী ষাঁরা পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি ছিলেন, পরে স্ত্রীস্বরূপ লাভ করে শাস্তির
আধার গোকুল-আশ্রয়িনী হয়েছিলেন এবং ভক্তির স্তরায় চলে যাওয়ায় ব্রজগোপের বধূ প্রাপ্ত হয়ে
পরকীয়া ভাবের কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তাঁরা সেই বংশীধ্বনিকালে পতি-শুশ্রূষায় রতা থাকলেও
সেই ক্ষণটিকে বর্ষাকালের মতো দীর্ঘ মনে করে এই শুশ্রূষা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

২৭। এই মুনিচরী গোপীগণের মধ্যে কেঁউ কেঁউ আবার ভোজন করছিলেন এবং ভোজন-
অবসরে পরস্পর পরিহাসে একে অন্নের মন হরণ করছিলেন। এঁরা ঝটিতি সেই ভোজন ছেড়ে ছেড়ে বেরিরে
পড়লেন।

২৮। অথ যথাশ্রুতি শ্রুতিরূপা অপি সখীভিরনুলিপ্যামানৈকসুতনাঃ স্তনাস্তরানুলেপপক্ষাপক্ষালনেনৈব
দ্রুততরং বহিরীযুঃ ॥

২৯। কাশ্চন তা এবাঙ্গসংস্কারকারণমুদয চিত্তবঙ্কুলিকয়ালিকয়া মুজ্যমানতনবো নাবান্তমবয়সন্তথৈব
তদঙ্গসংস্কার কারং কারমেব নিধাতাঃ ॥

৩০। নিত্যসিদ্ধাঃ সিদ্ধানুরাগাস্ত বস্ত্রাভরণবিপর্যাসপর্ষাসত্তিস্থশোভ্যগ্রা ভব্যগ্রামরূপাঃ সুরূপাঃ
সুতরামেবাসন্ ॥

৩১। তথা হি- হারং শ্রোণিতটে মণীজ্বরসনা বক্ষোজয়োন্পূরে
দোষোরঙ্গদমজিঘ্ন পদ্মযুগলে কেশেষু নীবের্মণিষু ॥

২৮। শ্রুতিরূপাঃ শ্রুতিচর্চাঃ, যথাশ্রুতি শ্রুতিমনস্তিক্রম্য বহিরীযুঃ, যদবহুতরা বংশীঃ শুশ্রুবুস্তদবহুতরৈব বহির্ষু
রিত্যর্থঃ। স্তনাস্তরানুলেপপক্ষে অপক্ষালনেনৈব প্রথমং যৎ ক্ষালনং তেন বিট্টনৈবেত্যর্থঃ। চিত্রনির্মাণপক্ষে বিলম্বহেতোস্তা
সামসম্যক্ত্যা, অনুলেপপক্ষে সম্যক্ত্যাশি ন তন্ত সম্পূর্ণত্বমিত্যর্থঃ ॥

২৯। অঙ্গসংস্কারকারণমঙ্গোদর্ভনাদিমিমিত্তম্। আলিকয়া সখ্যা। তদঙ্গসংস্কারং নানাদিসংস্কাররহিতং কারং
কারং কৃতা কৃতা বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্যোতি বা ॥

৩০। এবং সাধনসিদ্ধানামুক্তলক্ষণানামুত্তরোত্তরমুখ্যানাং তাদৃশপ্রেমত্বৈব লৌকিক-বৈদিক-দৈহিক কৃত্যোপরমো-
নিত্যসিদ্ধানাং তু তত্র কৈমূর্ত্যমেবোপপাদয়তীতি তমপ্রোচ্য তাদামনুরাগোখ্যমাবেগাখ্যসঞ্চারিণং বিভ্রমালঙ্কারলি-
ঙ্গেনাহ—নিত্যসিদ্ধা ইতি। বস্ত্রাভরণানাং বিপর্যাসস্ত যা পর্ষসত্তিস্থত্বৈব শোভাঃ শোভা যা সাং তাস্য তা বাগ্রাশ্চেতি
তথা তাঃ, ভব্যস্ত মঙ্গলস্ত গ্রামরূপাঃ ॥

২৮। অতঃপর সখীগণদ্বারা ঘাঁদের এক স্তনে চন্দনাদি অনুলেপন লাগান হচ্ছে, কিন্তু অত্র স্তনে
প্রথম ধোয়ার কাজই হয় নি, সেই শ্রুতিচরী গোপীগণ যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লেন
বংশীধ্বনি শোনা মাত্র।

২৯। ঐ শ্রুতিচরীগণের মধ্যে কোনও কোনও নব উত্তমবয়সের গোপী ঘাঁদের বঙ্কুলিকা খুলে নিয়ে
সখীগণ অঙ্গ মার্জনা করছিলেন তাঁরা বংশীনাদ শুনামাত্র সেই সংস্কারকার্য সমাপ্ত করতে না দিয়ে দিয়েই
অতিক্রান্তপদে বেরিয়ে গেলেন।

নিত্যসিদ্ধাদের ভাববৈশিষ্ট্যের বর্ণন

৩০। (এইরূপে উক্ত লক্ষণে উত্তরোত্তর মুখ্য সাধনসিদ্ধাগণের তাদৃশ প্রেমের দ্বারা লৌকিক-বৈদিক-
দৈহিক কৃত্যের উপরম বলাতে নিত্যসিদ্ধাদের পক্ষে উহা কৈমূর্ত্তিক হ্রাসেই প্রতিপাদিত হয়ে গিয়েছে। তাই
তাদের সেই অকথিত অনুরাগোখ্য আবেগাখ্য সঞ্চারোভাব বিভ্রম-অলঙ্কার-চিহ্নের দ্বারা বলা হচ্ছে—)

বস্ত্রাভরণের ওলট-পালট পরিধানেও অতিশয় শোভনা হয়ে উঠেন যারা সেই মঙ্গল পুঞ্জরূপা-সুরূপা
সিদ্ধানুরাগবতী নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ অতিশয় হরাষিতা হয়ে উঠলেন—

৩১। তথা হি—হার শ্রোণিতটে আর মণীন্দ্র - ঝট্টিমখলা স্তনোপরি, নূপুর বাজুগলে আর অঙ্গদ

নীবৌ কেশমণিঃ দধুমূর্গদৃশো মন্তো প্রমোদোদয়া-
দগাত্তেব পরম্পরং বিদধিরে হর্ষপ্রসাদোৎসবম্ ॥

৩২। অক্ষোরেকমনজিতং চরণয়োরেকোহভবল্লাক্ষয়া
রক্তঃ কুঙ্কমবর্দমেন কুচয়োনৈকঃ সমালেপিতঃ।
স্বাভিঃ কাস্তিভিরেব হস্ত সুদৃশামেতানি গাঢ়ং বভূ-
লাভোহয়ং তু বিশেষ এব যদিয়ং রাগোদয়ব্যঞ্জনা ॥

৩৩। কাসাঞ্জন- উত্তরীয়মপি চান্তরীয়তা-মন্তরীয়মপি গোত্তরীয়তাম্।
যজ্ঞগাম কিমভূৎ পরম্পরং, পূজনং তদিব নূনমঙ্গয়োঃ ॥

৩৪। কিঞ্চ, শ্রোণীভরশ্লিতকাঞ্জনকাঞ্চিদাম, মঞ্জীরহীরশিখরাভূষজদ্গুণাগ্রম্।
কর্ষন্তা ত্রব কতমা বিবভূবজ্জ্যোতা, মাতঙ্গিকা ইব বিশৃঙ্খলশৃঙ্খলাগ্রাঃ ॥

৩১। হর্ষপ্রসাদোৎসবং বিদধিরে ইতি স্বেযং প্রেষ্ঠাঙ্গঙ্গঙ্গস্বকেন ভাবিনীং সুখসমৃদ্ধিং মুরলীমুখাদিব শ্রুত্বৈতি
ভাবঃ ॥

৩২। এতান্তদানি। রাগোদয়ব্যঞ্জেতি কৃষ্ণেন স্বয়মেবানুভবিত্যমাণত্বাৎ ॥

৩৩। পূজনং সখ্যাময়সম্মাননম্ ॥

৩৪। মঞ্জীরস্ত হীরশেখরেহনুযজদ্বেষ্টেনেব পরিষজদ্গুণাগ্রং ডোরাগ্রভাগো যস্য তথাভূতং কাঞ্চীদাম কর্ষন্তা এব
বিবভূঃ, ক্ষণমাত্রস্থিত্যাপাদগ্রহণে বিলম্বসহনাশক্কের্মাতঙ্গিকা অনুকম্পিতহস্তিত্তঃ; বিশৃঙ্খলং বিগতবন্ধং শৃঙ্খলাগ্রমদুকা-
গ্রভাগো যাসাং তাঃ ॥

পাদপদ্য যুগলে, কেশে কটিঃ মণি আর কটিতে কেশমণি ধারণ করলেন যুগনয়নাগণ। মনে হচ্ছে প্রমোদের
উদয় হেতু অঙ্গ সমূহ পরম্পর হর্ষ প্রসাদোৎসবে গেতে উঠেছে।

৩২। নয়নযুগলের একটি কাজলহীন, চরণযুগলের একটি আলতা পরানো, স্তনযুগলের একটি
রক্তকুঙ্কমবর্দমে সমালেপিত —এ অবস্থাতে স্তনয়নাদের সকল অঙ্গ নিজের কাস্তি দ্বারাই হায় হায় উজ্জল
হয়ে রইল। লাভের মধ্যে বিশেষ লাভতো এই হল যে এই অবস্থা তাঁদের অন্তরে উদিত অনুরাগ কৃষ্ণের
নিকট প্রকাশ করে দিলো।

৩৩। এদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে — বহির্বাস উত্তরীয়াদি হয়ে গিয়েছে অন্তর্বাস এবং অন্তর্বাস
সেমিজাদি হয়ে গিয়েছে বহির্বাস—মনে হচ্ছে এ যেন দু' অঙ্গের সখ্যাময় সম্মাননা।

৩৪। আরও, কতজনের তো শ্রোণীভার থেকে শ্লিত ঘটিমেখলারজ্জুর অগ্রভাগ পায়ের নূপুরের
হীরকময় চূড়ায় জড়িয়ে গিয়েছে। তাঁরা চলছেন মাটিতে উহা ছেঁড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে। দেখে মনে হচ্ছে যেন শৃঙ্খল-
মুক্তাহস্তিনী শৃঙ্খলাগ্র ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে চলছে।

- ৩৫। কিঞ্চ, প্রস্থানবেগশিথিলাং করকুড্‌মলেন, ধূতৈব নীবিমপরা চপলং চলন্তী।
তৎকালনাভিবিরোদয়দম্বকোষাং, নারায়ণস্ত বপুষঃ সুষমাং বিজিগ্যে ॥
- ৩৬। কুঠৈকপাদকমলেহুচরীকৃতাজ্জ', লাক্ষারসৈঃ সরণিমেকত এব শোণাম্।
যান্ত্যা কযাচন হরাক্ষরীরূপা, শৈলাধিরাজতনয়া নিতরাং বিজিগ্যে ॥
- ৩৭। কাচিৎসারাজত বধূহুস্বকুলবাত্ত-ধূতোত্তরীয়সিচয়াঞ্চলমালচলন্তী।
সঞ্চারিণী স্বয়মনঙ্গরহঃ-পতাকা-লক্ষ্মীরিবোক্তমশরীর-পরিগ্রহেণ ॥
- ৩৮। কিঞ্চ, কাস্ত্যাশ্চন- একাজ্জি পঙ্কজতলে বিনিবেশিতস্ত
বিচ্ছিন্ন ত্রব নিন্দোহঙ্কনি নৃপুরস্ত।
যুকেন সাকমতিবাদিনি বাবদুকে
বাদঃ পরং ভবতি হি প্রতিবাদহীনঃ ॥
- ৩৯। কিঞ্চ, বামে দোষি দধেহঙ্গদং কতময়া নাত্তত্র যৎসম্ভমাং
সৌভাগ্যাতিশয়প্রকাশনকৃতে তদৈ জয়ত্রীরভূৎ।

- ৩৫। তস্মিন্ কালে নাভিবিরোদয়দম্বকোষো যস্য তাং সুষমাং শোভাং স্বনাভেরূপরি ধূত-নীবিডোরকস্য
স্বকরকমলস্য শোভয়া বিজিগ্যে জিতবতীত্যর্থঃ ॥
- ৩৬। একস্মিন্ পাদকমলে বামেহুচরীঃ কৃত্য যে আর্দ্রলাক্ষারসাইত্তঃ সরণিম, একত একপার্শ্বে এব শোণাং কৃত্য
যান্ত্যা। হরার্ধেতি হরস্যাপি বামশরীরার্ধং পার্বতী, অতএব বামে পাদ এব লাক্ষারসঃ, ন তু দক্ষিণে ॥
- ৩৭। অনুকুলেতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥
- ৩৮। বিচ্ছিন্ন এবতি দ্বিতীয়নৃপুরসম্ভাব এবোত্তরপ্রত্যুত্তরবদধ্বজবিচ্ছেদো ভবতীত্যর্থঃ ॥
- ৩৯। দোষি ভুজে তদ্বারণমেব জয়ত্রীকংকর্ষসম্পত্তিদ্ শ্রুতে চ লোকে শৌর্যবীৰ্য্যাহঙ্কারবতামেকরত্নবলয়াদিমৎ

৩৫। আরও, অপর কেঁউ কেঁউ প্রস্থানবেগে শিথিল নীবি করকমল কলিকায় ধরে চঞ্চল ভাবে
চলতে চলতে নাভির উপরে নীবিডোর ধরা করকমলের শোভায় ব্রক্ষার জন্মকালে উদীয়মান কমলকুঁড়িযুক্ত
নারায়ণবপুর সুষমাকে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন।

৩৬। বামপদকমলে দাসীকৃত কাঁচা আলতায় পথের এক অর্ধ রক্তবর্ণে রাঙ্গিয়ে যেতে যেতে কোনও
কোনও গোপী হরের অর্ধাঙ্গীরূপা হিমালয়কন্যা পার্বতীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন।

৩৭। কোনও বধূ অনুকূল বাতাসে উত্তরীয়-অঞ্চল উড়িয়ে চলতে চলতে প্রতীতি জন্মাচ্ছিলেন,
যেন অনঙ্গের সঞ্চারিণী রহোপতাকা-শোভা স্বয়ং সুন্দর শরীর পরিগ্রহ করে শোভা পাচ্ছে।

৩৮। আরও, কোনও কোনও গোপীর এক পদপঙ্কজতলে পরিহিত নৃপুরের ধনি উঠল ভাঙ্গা ভাঙ্গা
বিচ্ছিন্ন ভাবে। বোবার সহিত অতিবক্তা বাচালের কথা যে কেবল প্রতিবাদহীন হয়ে থাকে, এতো প্রসিদ্ধই আছে।

৩৯। আরও, কোনও কোনও গোপী ব্যস্ততা বশতঃ শুধুমাত্র বামভুজে অঙ্গদ ধারণ করে চললেন,

তেনাক্ষাখিলানি সংগুণ্ডভিরে তস্মা ন দিব্যৌষধে:

শাখাছোতনতঃ সমস্তবপুষঃ কিং জায়তে ছোতনম্ ॥

৪০। বিধে,

কর্ণাভ্যাং যদিপি ব্রহ্ম স মুরলীকাণঃ কলানাং নিধে-

বীমং কাঞ্চন-কুণ্ডলেন তদপি প্রাচ-কর্ণং পরা।

দৌষোহস্মা ন স এব কিন্তু মুরলীকাণশ্চ তস্মৈব য-

চ্চিন্তস্ত ভ্রমণং চকার স্মৃতনোৰ্গন্তং চ তেনে হরাম্ ॥

৪১। এবং বিহায় নিজমিজ-ভবনং বনং জিগমিষুণামিষুণামানঙ্গীনাং পরাক্রমেণ ক্রমেণ বর্দ্ধমানমানস-
বিকারাণাং কাারাণাং চিরসঙ্গাদ্বিমুক্তানামিব পথি পথি মিলিতানামিতরেতরং তরঙ্গিতোৎকঠয়া কঠযাত জীবনা-
নামিব তদানীমুদৃশামু দৃশামতিচপলতাচকিততে ততে তাসামেব নিজনাথসঙ্গমমহামহারন্তে দদেদলিন্দীবরবরদ-
লময়ীং কুসুমবৃষ্টিমিব তেনাতে তেনাতে চ মঙ্গলমঙ্গলসম্মীণামিব নিরাবাধম্ ॥

৪২। এবমিতরেতরেহি বিভাগচ্ছং গচ্ছন্তীষু তাসু পতিভির্মুনিপূর্বাঃ পূর্বাছো ছরোধিষত। পিতৃভি:

যথা বলদেবশ্চ এককুণ্ডলিন্দম্, ন চ শোভাহানিরিত্যাহ— তেনেতি। দিব্যৌষধে: শাখামাত্রশ্চ ছোতনতঃ কিং সমস্ত-
বপুষো ছোতনং ন জায়তে? অপিতু জায়ত এবত্যর্থঃ ॥

৪০। কর্ণাভ্যাং দ্বাভ্যামেব শ্রুতঃ, ন কেবলমেকেন। বামেনেতি পারিতোষিকলাভো দ্বয়োরেবোচিত ইতি
ভাবঃ। সমাদধাতি স এষ দৌষো নাশ্যঃ, কিন্তু মুরলীকাণশ্চ তস্মৈবেত্যশ্চিন্তং ভ্রাময়তা তেন যস্মৈ যস্মৈ বদ্যপিতম্,
অনয়পি তস্মৈ তদন্তমিতি ভাবঃ ॥

৪১। অমুদৃশাং পথি পথি ইতরেতরং মিলিতানাং গোপীনাং দৃশাং দৃষ্টীনাং চপলতাচকিততে অমু কত্রোঁ কুসুম-
বৃষ্টিমিব তেনাতে বিস্তৃতবন্তো। কস্মিন্ কর্মণি? তাসামেব নিজনাথসঙ্গম এব মহামহো মহোৎসবস্তহারন্তে ততে বিস্তৃতো
ইষুণামিত্যশ্চ বিশেষণম্। আনঙ্গীনামিতি অনঙ্গসম্বন্ধিনীনামিত্যর্থঃ; “ইব্ধয়োঃ” ইত্যমরঃ। ততশ্চ তেন কুসুমবৃষ্টিবিত্তা-
ব্ধেণাঙ্গলক্ষীণাং নিরাবাধং মঙ্গলমেবাতেনে ব্যস্তারি ॥

অন্তভূজ খালি রইল। ঐ একটি অঙ্গদই তাঁদের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশকরণে জয়শ্রী হল— তাঁদের অখিল অঙ্গ
অতি সুশোভিত করে তুললো। দিব্যৌষধির শাখা মাত্রের উজ্জলতায়ই কি সমস্ত অঙ্গ উজ্জলতায় ভরে উঠে না।

৪০। আরও, কলানিধির মুরলীধ্বনি যদিও ছুটি কর্ণই শুনলো, তথাপি কাঞ্চনকুণ্ডলের দ্বারা এক-
মাত্র কর্ণকেই পূজা করলেন অপর কোনও গোপী। এ পক্ষপাতিত্ব দৌষ এঁর নয়। কিন্তু সেই মুরলীধ্বনিরই।
কারণ এই মুরলীধ্বনিই তো সুন্দরীমের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করেছে। আর ত্রস্তে ব্যস্তে চলার প্রেরণা দিয়েছে।

৪১। এইরূপে নিজ নিজ গৃহ ছেড়ে বনে যাওয়ার ইচ্ছুক, অনঙ্গবাণের পরাক্রমে ক্রমবর্দ্ধমান মানস-
বিকারগ্রস্তা, কাারাগারের চিরসঙ্গ থেকে বিমুক্তের মতো পথে পথে পরস্পর মিলিতা ও তরঙ্গিত উৎকঠায় যেন
কঠগতপ্রাণা গোপীগণের দৃষ্টির অতি চপল চকিত চকিত চাহনি ছড়িয়ে পড়ে প্রতীতি জন্মাল যেন নিজ নিজ
নাথের সঙ্গমরূপ মহামহোৎসব আরন্তে প্রক্ষুটিত শ্রেষ্ঠ দলময় নীলকমলপুষ্পবৃষ্টির ধারাপাত হচ্ছে।

মুনিপূর্বা বধুগণের অবরোধন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি :

৪২। এইরূপে পরস্পরের অভিলষিত বিচ্ছেদনাশ যাতে হয় সেই ভাবে অভিসার রতা তাঁদের মধ্যে

কুলকণ্ঠাঃ কুলকণ্ঠায়েন ভ্রাতৃবন্ধুভিরন্ধুভিরতিমোহানামিব ঋতিপূৰ্ণা অপি ত্রাবাৰ্হাস্তু ॥

৪৩। পৰ্যন্তপথমমুরাগস্ত বহুভ্যো হন্ত ন কাশ্চিদপি নিবর্তয়িতুং শেকিরে, চকাশিরে চ কামং তা
এব গোবিন্দামুরাগেণ ॥

৪৪। নিত্যসিদ্ধাস্তু তাঃ স্তুতা এব সৰ্বতোভাবেন ভাবেন ভবেন মোহিতা নামা হি তাভ্যঃ ॥

৪৫। অথ মুনিক্রপাণাং দৈধভাবতো ভাবতোহপৃথক্বেহপি কাশ্চিদমুরাগবিজিতবিকৰা বিকষায়ান্ত-
থাবিধ - স্কৃতকৃত - ভগবদঙ্গঙ্গসম্ভাবন - স্তভগস্তাবুক - ভাবুকতয়া নিরাবাকমেব বিহায় ভবনং বনং যযুঃ ॥

৪২। অথাঙ্গাং স্বজননিরোধবিনিৰ্গমৌ ব্যবস্থয়া যথাযোগমাহ—ব্রবমিত্যাদিনা। ইতরেতরমীহিতা কৈশিত্তা
বিভাগস্ত বিচ্ছেদস্ত ছা ছেদো নাশো বন্ধ, তদ্যথা স্তাত্বা গচ্ছন্তীষ্; ‘ছা ছেদনে’। তাসু মধ্যে মুনীপূৰ্ণাঃ পূৰ্ণাহে পূৰ্ণা
বাহে প্রদেশে। কুলকণ্ঠায়েন সম্বন্ধকণ্ঠায়েন; “কুলকণ্ঠ পটোলে স্তাং সম্বন্ধে শ্লোকসংহর্তো” ইতি মেদিনী। অন্ধুভিঃ কৃপৈঃ;
“পুংস্তেবান্ধুগ্রহী কৃপাঃ” ইত্যমরঃ ॥

৪৩। নিবর্তয়িতুং ন শেকিরে, ন শক্যা অভবন্, অতস্তা এব কামং স্বচ্ছন্দং চকাশিরে; ‘কাশ্ দীপ্ত্যো’। অনু-
রাগস্ত পরিপাকাদবৈষ্মরশক্যাভিভবা ইত্যর্থঃ ॥

৪৪। নিত্যসিদ্ধাস্তু ভাবেমোক্ষলনৌলমগ্নাকৃতিশা অনুরাগাদপ্যপরিপাকাক্রমেণ মহাভাবেন হেতুনা মোহিত লক-
মোহা জনেন স্তুতা এব তাঃ কেন বা নিরোদ্ধুং শক্যস্ত ইতি ভাবঃ। যতপি সাধনাসিদ্ধা অপি সৰ্বা মহাভাববত্যা এব,
তথাপি তাঙ্গাং ক্রমেণ তত্তৎসঙ্গবশাদেব তথাভূতম্, নিত্যসিদ্ধানাস্তু উৎপত্ত্যেবেতি স্পষ্ট এবোৎকর্ষ ইতি ভক্ত্যুদ্বেকেণ
প্রথমমাহ—নম ইতি ॥

৪৫। অথ কাশ্চিদিৰ্গমাশক্তা নিরুদ্ধা এব বভূবুরিতি তাঙ্গাং স্বরূপং নিরোধে কারণঞ্চ বক্তুং তৎসম্ভাৱীয়া অত্র
লক্কাভিসারস্তুতো মুখ্যতয়া বিভজ্ঞন্ প্রথমমাহ - দৈধভাবতো মুখ্যা মুখ্যতয়া দ্বিবিধাত্বেনেত্যর্থঃ। ভাবতো ভাবেনোপপত্তা-
ভাবনাময়েনাপৃথক্বেহপি তুল্যাত্বেহপি কাশ্চিদমুরাগা বিকষায়াঃ পূৰ্বসাধনোদ্বেকেণ পর কষায়াঃ, খণ্ডিতপ্রাকৃততাপাদকবিবিধা
স্তরায় ইত্যর্থঃ, অতএবানুরাগেণ বিজিতা বিকৰা বিয়াঃ; পক্ষে, মঞ্জিষ্ঠা চ বাতিস্তাঃ; ‘কষ্ হিংসারাম্’; “মঞ্জিষ্ঠা বিকৰা
জিঙ্গী” ইত্যমরঃ। তথাবিধেন স্কৃতেন সাধনভক্তিযোগমুপরিপাকেণ কৃতা ভগবদঙ্গঙ্গে সম্ভাবনা যস্মাতাদৃশং স্তভগ-
স্তাবুকং স্তভগীভবদ্ভাবুকং মদলং ষাঙ্গাং তাঙ্গাং ভাবস্ততা তয়া ॥

মুনীপূৰ্ণা বধুগণ পতিদের দ্বারা পুরের বাইরে অবরুদ্ধা হলেন। কুলকণ্ঠাগণ সম্বন্ধকণ্ঠায়ে অতি মোহের কূপস্বরূপ
পিতাভাইবন্ধুগণের দ্বারা ঋতিপূৰ্ণা হয়েও অবরুদ্ধা হয়ে পড়লেন।

৪৩। এদের মধ্যে ঘাঁরা অনুরাগ পথের সীমা ছদয়ে ধারণ করছেন, হায় হায় তাঁদের কেউ অবরুদ্ধ
করতে সমর্থ হ'ল না। তাঁরা গোবিন্দের অনুরাগে জ্বলজ্বল করতে লাগলেন।

৪৪। আর নিত্যসিদ্ধাগণতো মহাভাবেও হেতু মোহপ্রাপ্ত জনদের দ্বারা স্তুতই হচ্ছিলেন। তাঁদের
আবার কে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হবে। তাঁদের চরণে প্রণাম।

৪৫। অতঃপর সিদ্ধাস্ত বলা হচ্ছে — ভাবের জাতি বিচারে অপৃথক্ হলেও ভাবের পরিমাণ বিচারে
মুনীক্রপা গোপী দু প্রকার। এঁদের মধ্যে কোনও কোনও অন্তরায় শূন্য মুখ্যা গোপী বিলজয় করে তথাবিধ

শ্রানুধ্যাবিধ্যাবিত্তৈশ্চৈব ক্ষুরণানন্দনন্দবশাচ্ছুভুক্ত সুকৃতপঃসুদহস্রা হুঃসহসহবনগমনা ভাবতো বিরহদুঃখদুঃখরতা
 দুঃখাতজীবনজ্জালায় ক্ষীণ - সুকৃতেতর - তরস্বিকর্মাণঃ ক্ষীণবন্ধনঃ সত্যো জারতয়া রতয়া ধিয়াধিযাত - পারব-
 শ্চেন জাতনির্বেদা বেনাধিগ্ধ্যমাণং কৃষ্ণমেকান্তকাস্তভাবেন সত্য এবান্নানমাসাদয়িতুং সাদয়িতুং চ পারবশুদুঃখং
 নির্মোকমিব ভুজঙ্গশ্চ গুণোপদেহং দেহং বিমূঢ়া কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমঙ্গলমঙ্গলক্ষীসৌভাগ্যং গুণরহিতং হি তং সমবাপ্য সত্য
 এব তাতিঃ সহ সর্ষমেব কৃষ্ণমভিসরন্তি স্ম ॥

৪৮। নৈতচ্চিত্রং রতিমতামতাদায়া যদেতদহো রতিবাসনাসনাথানং বাসনাসনাতনহেন গুণো-

অন্তরন্তঃকরণমেব গৃহং তন্ত্বেশ্বরশ্রানুধ্যাবানুধ্যানং তত্র বিধিনা আবির্ভূতশ্চ ক্ষুরণে আনন্দশ্চ নন্দঃ সমৃদ্ধিস্তবশাদবির-
 হদুঃখশ্চ বা দুষ্টা ধরতা তীক্ষ্ণতা তয়া হেতুনা দুঃখাতা দৃষ্ণচ্ছেদা বা জীবনজ্জালা তয়া; 'ধনু অবদারণে'। ক্ষীণবন্ধনঃ, অতএব
 পরকবাসনাঃ। অত্র সুকৃত-সুকৃতেতরশব্দাভ্যাং পুণ্যপাপে নোচোচে, কিন্তু ভগবৎক্ষুতি-তদুৎকর্থে এবেতি কেচিদ্ভ্যা-
 চক্ষতে। ধাবতীভ্যাঞ্চ তাভ্যাং বৃত্তাভ্যামেব প্রোচ্যভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি, তাবত্যোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভাগ্যায়োরপি
 সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি। পুণ্য-পাপয়োস্ত স্বপ্রতিনিয়ত-ফলদাতৃভ্যাং পাপশ্চ তু সূতরাং ভগবদ্বিরহময়-
 প্রেমক্ষেপকত্বাভাবাং, "ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিজ্ঞতে" ইতি পাদ্ম-কার্ত্তিকমহাভ্যাসসারেণ তা সাং সূতরাং তৎপ্রা-
 রদ্ধজন্মত্বাভাবাং; যথা, (ভ০ ১০।৪৫) "গুরুপুত্রমিহানীতম্" ইত্যাদি-স্তায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্ধনবিদগ্ধ-
 শ্রীভগবদিচ্ছেকময়ত্বেমবানুমননীমিতি। অধিযাতমধিগতমন্তভূতং যৎ পারবশ্চ তেনান্নানং প্রযোজ্যকর্তারং কৃষ্ণং কর্ম
 আসাদয়িতুং প্রাপয়িতুং সাদয়িতুং ষণ্ডরিতুঞ্চ নির্মোকমিবেতি দেহত্যাগশ্চ প্রাণীতিকত্বমাত্রম্, ন তু বাস্তবত্বম্; যথা জরিত-
 সৈব ভুজঙ্গশ্চ কণ্টকাদিপ্রতিবন্ধ এব নির্মোকমোচনমেব, ততো নিষ্করণমেব, ঔজ্জ্বল্য-তেজস্বিত্বনৈরুজ্জ্বলাভ এব, তথৈ-
 বাসাং কৃষ্ণবিচ্ছেদ জরিতানামেব পতিকৃতপ্রতিবন্ধ এবত্যাদিকং যোজনীয়ম্, গুণোপদেহং প্রাকৃত-সত্ত্বাদিগুণোপলিপ্তম্;
 'দিহ প্রলেপে'। গুণরহিতমপ্রাকৃতং কল্যাণগুণময়মিত্যর্থঃ; সমবাপ্য প্রকটীকৃত্য ॥

৪৮। রতিমতাম্, অতএব রতিবাসনা-সনাথানং জনানং যদেতদতাদায়া মোক্ষাভাবঃ, এতন্ন চিত্রমিত্যদ্বয়ঃ।

ষরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এই ধ্যানক্রমে অন্তঃকরণ-গুহায় ক্ষুরিত আনন্দের আতিশয্যে
 তাঁদের পরসহস্র সুকৃতি উপভুক্ত হয়ে গেল। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বনে যেতে না পারাটা তাঁদের নিকট
 দুঃসহ হল। তাঁদের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ হয়ে উঠল অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই বেড়ে ফেলায় অযোগ্য জীবন জ্জালায়
 তাঁদের দুষ্কৃতি জনিত বেগবান্ কর্মপ্রবাহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হল। এর ফলে তাঁদের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তখন
 তাঁরা জার ভাবের রতিতে বুদ্ধি-অনুভূত কৃষ্ণশ্রুতা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে সত্যই নিজেকে বেদে অস্থিগ্ধ্যমান্ কৃষ্ণকে
 প্রাপ্তি করাবার জন্য এবং স্বামী-ভাই-বন্ধুর অধীনতা দুঃখ ষণ্ডন করবার জন্য সত্ত্বাদি গুণোপলিপ্ত দেহ সাপের
 খোলসের মতো পরিত্যাগ করে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-মঙ্গলময় অঙ্গশোভা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট ও কল্যাণগুণময় দেহ প্রকটিত
 করে সত্যই নিত্যসিদ্ধাদের সঙ্গে আনন্দের সহিত কৃষ্ণের নিকট চলে গেলেন।

৪৮ রতিমান্, অতত্রৈব রতিবাসনায়ুক্ত জনদের অহো এই যে মোক্ষের অভাব এ কিছু আশ্চর্য নয়।

পরমঃ পরমস্ত ভবম্বেব বাসনানুরূপং রূপং নিগুণমেব জনয়তি, নয়তিলকভূতায়ঃ কৃষ্ণরত্নেরং হি প্রভাবঃ প্রভাবহুলঃ ॥

৪৯। অথ তাং প্রিয়ঃ প্রিয়াণাং, মা বলিমালোকা সমুপসন্নাম্।

অবিকলকলাকলাপং, শ্চলাদলাচ্ছ্রীবলানুজোহনুজুতাম্ ॥

৫০। স তু নায়কোহনুকূলঃ, প্রতিকূলং বহিরথাস্ত্রানুকূলম্।

উপনতযমুনাকূলঃ, পীতহুকুলো বিবঙ্কুতামগমং ॥

৫১। আগচ্ছত্ স্বাগতমস্তি বঃ শিবং কিং নাম কামং করবাণি বঃ প্রিয়ম্।

যথাস্থিতং সদানি পদ্যালোচনাং, স্তথৈব মন্তো ভবতীভিরাগতম্ ॥

বাসনায়াঃ সনাতনত্বেন হেতুনা, ন তু প্রাকৃত্যা বাসনায়া ইব নশ্বরত্বেনেত্যর্থঃ। পরম আত্যন্তিকো গুণোপরমঃ প্রাকৃত-
গুণশাস্তির্ভবন্তুৎপত্তমান এব নিগুণমেব রূপং স্বরূপং জনয়তি। নয়তিলকেতি, অন্তর্থাহনীতিরেব তত্ত্বাঃ শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥

৪৯। এবং সিদ্ধান্তং সমাপা প্রকৃতমনুসরতি—অথেতি। অনুজুতামসারল্যমাণং স্বীচকারঃ ছলাৎ ন তু বস্তুত
ইত্যর্থঃ। কলাকলাপ ইতি এষ্যপ্যেকা বৈদক্ষী কৃত্রিম-তাটস্থ্য-প্রকটনেন প্রেমতরঙ্গোদগুচণ্ডিমা প্রকাশনপাণ্ডিত্যময়ীতি
ভাবঃ। বলানুজ ইতি গ্রন্থকৃতস্তাং পক্ষপাতেন মন্ত ইত্যহ্মোক্তিঃ ॥

৫০। অনুকূল ইতি—(শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ নায়কভেদে প্রঃ ২৫) “অতিরক্ততয়া নারীং ত্যক্তাগুললনাম্পৃহঃ।
সীতার্যাং রামবৎ সৌহৃদ্যানুকূলঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” ইতি স্মৃতেঃ। বহীষ্ শাস্ত্র যতপ্যানুকূল্যং ন সম্ভবতি, তথাপ্যত্র মহারা-
সোৎসবদিনে তস্য তর্কৈককণ্ঠেন পুকাশভেদাদভিমানভেদেন বা সর্বাসামপি তাং হ্লাদিনীসারস্বাদৈক্যবিবক্ষয়া বা
তৎসদমনীয়ং পুতিকূলমনুকূলমিত্যোক্তে বচনক্রিয়াবিশেষণে ॥

৫১। আগচ্ছতেত্যাদিষু যতপি পুষ্কটোহভিধেয়োহর্থ উপেক্ষাময়ো বাহ্যস্তাং সৌন্দর্যভাবাদি-বর্ণনাদপুষ্কটো ব্যঞ্-

অপ্রাকৃত বাসনা অনশ্বর হওয়ার দরুণ প্রাকৃত গুণের যে আত্যন্তিক নিযুক্তি উহা উৎপত্তমান হয়েই ভক্তি-
বাসনানুরূপ নিগুণ স্বরূপ জন্মিয়ে দেয়। এ নিয়মের অগ্রথাই এর পক্ষে অনীতি। কৃষ্ণরতির প্রভাব এরূপ
প্রভাবহুলই বটে।

কৃত্রিম তাটস্থ্য প্রকটনের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্গু চণ্ডিমা প্রকাশনঃ

৪৯। অতঃপর প্রিয়াবলীর সেই দল নিকটে আগত দেখে প্রিয় বলানুজ কৃষ্ণ বঁাকা ভাব ধারণ
করলেন, তাঁদের ছলনা করবার জ্ঞান। এও এক পূর্ণাঙ্গ কলাকলাপ। (অর্থাৎ কৃত্রিম তটস্থ ভাবের প্রকাশের
দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্গু চণ্ডিমা প্রকাশন-পাণ্ডিত্যময়ী এক বৈদক্ষী।)

৫০। অতঃপর যমুনাকূলে উপস্থিত পীতাম্বরধারী সেই অনুকূল নায়ক বাইরে প্রতিকূল ও অন্তরে
অনুকূল ভাবে কিছু বলতে ইচ্ছা করলেন।

৫১। (‘এসো’ ইত্যাদি বাক্যের ব্যক্ত বাহ্য অর্থ যদিও অভিধাবৃত্তিতে উপেক্ষাময় ও তাঁদের সৌন্দর্য-
ভাবাদি বর্ণনা হেতু ব্যক্ত মনোগত ব্যাঞ্জনা বৃত্তির অর্থ বিহার-স্বীকারময়, তথাপি কখনও কখনও অভিধাবৃত্তি
দ্বারাও ঐ ব্যাঞ্জনা বৃত্তির অর্থটি সংঘটিত হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদৃশ বেশ চেষ্টাদি দ্বারাই অনুরাগাত্ম ভাবের

৫২। যতঃ কৌতুকবিহারক্ৰমে বেষ এষ এবং ন ভবতি । তথা হি—

অর্দ্ধাঙ্গং পরিলোচ্যতে বপুষি ■ শ্রীমণ্ডনং মণ্ডনং

যুগ্মাভিঃ প্রিয়মণ্ডনাভিরপি চ প্রারম্ভি নাত্রাদরঃ ।

তেনৈবেদমশঙ্কি পঙ্কজদৃশো জাতং তদত্যাহিতং

যেনাত্যপি সসম্ভ্রমাগমনজা ভ্রান্তিনি' বিশ্রাম্যতি ॥

৫৩।

ক্লিন্নানি অশ্লোৎপলানি বলিতৈঃ শ্বেদান্তঃসো বিন্দুভি-

মুক্তাভিগ্র'থিতৈব চিত্রমলকশ্রেণীময়মৌদৃশঃ ।

নীয়েহর্থ এব বিহারস্বীকারময় আন্তরন্তথাপি কচিং কচিদতিথয়াহপ্যসৌ যোজয়িতব্য ইতি । অথ তাদৃশবেশেচেষ্টাদিতি-
রেবাহুরাগাখ্যা- ভাবশ্রোদয়োদ্রেকমহুমায় সদানুভূতমপি স্বং কদাপাননুভূতচরমিব পুথুমিলিতমিব মানয়ন্তীতা আলঙ্কা-
পরিহসমিবানুরাগরসমমোদয়মিব স্বয়মপি তথৈব তা অপরিচিন্মিব ঔদাস্তমবলম্বমানঃ সাদরং সসম্ভ্রম- পুথুময়মাহ । তত্র
পুথুমমাগচ্ছত স্বাগতমিত্যুক্তেতাঃ পুথুল্লমুখীর্বাশ্য পুনর্বিষমুখীঃ কর্তুমাহ—বঃ কিং পিঃ করবাণি, কিমর্থমাগতম, তৎ
কিং ন ক্রতেতি ভাবঃ । সংশয়ৈবমনগ্রবতীর্বাশ্যাহ—যথাহিতমিতি । তেন কচিৎস্ববেগো জাত ইত্যনুমীয়তে, স চ দ্রষ্ট-
নকৃতঃ পু কটঃ সাধারণো বা মনসিজকৃতো গুণুস্বাদুশীনাংমেব বেত্যবশ্রমেব জিজ্ঞাস্তমিতি ভাবঃ । হে পদ্মলোচনা ইতি
মহুপরি নয়নকমলবৃষ্টিরেব ক্রিয়তে, ন তু বচনসুখাভিবেক ইতি ভাবঃ । অত্র ন জনকৃতো নাপি সর্বথা মনসিজকৃতঃ, কিন্তু
ভদ্ররূপগকৃত ইতি তৎসখীনাং কাশাক্ষিগ্ননসাং মনসৈব কৃতং পুত্ৰাত্মরমপি জ্ঞেয়ম্ ॥

৫২। কুতশ্চন কৌতুকাদাগতমিতি চেরহি নহীত্যাহ—কৌতুকেতি । প্রিয়ং শোভামপি মণ্ডয়তীতি তৎ,অত্যা-
হিতং মহাভীতিঃ, অতত্তদগোপরিভুং নাইথ, পু কটমেব ক্রত, তত্রাণমেবোহমধুনৈব করোমিতি ভাবঃ ॥

৫৩। ভ্রান্তিচিহ্নান্ত্রেব ক্রবন্ ভঙ্গ্যা তাসাং সার্বিকবিকারোখমাধুর্বাশ্যদং স্বকৃতং তা জ্ঞাপয়ন্ বর্ণয়তি—ক্লিন্নানীতি।

উদয়োদ্রেক অনুমান করে সদা অনুভূত হলেও কদাপি যেন নিজেকে অননুভূতচর প্রথম মিলিতের মতো মাননা-
কারিণী তাঁদিকে দেখে যেন পরিহাসের ভাবে অনুরাগ-রস যেন অনুমোদন করছেন এ ভাবে ও যেন সেই
ভাববতীদের চিনতে পারেন নাই এভাবে ঔদাস্ত অবলম্বন করে সাদরে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলেন—)

‘এসো স্বাগত তোমাদের মঙ্গল তো’ এরূপ বলে তাঁদিকে প্রফুল্লমুখী দেখে পুনরায় বিঃল্লমুখী করবার
■ বললেন—‘তোমাদের কি প্রিয় সচ্ছন্দে করতে পারি, কি জ্ঞা এসেছ, কথা বলছ না কেন, তাঁদিকে সংশয়-
বিমনা দেখে বললেন—‘যেক্ষেপে ঘরে ছিলে হে পদ্মলোচনাগণ, মনে হচ্ছে সেইরূপ ভাবেই বেরিয়ে এসেছ
তোমরা ।

৫২। (যদি বল কৌতুকবেশে কোথাও থেকে এসেছি—এর উত্তরে যেন বলা হচ্ছে—) আরে না না,
কৌতুক বিহার বিধিতে যে বেশ তাতো এমন নয় । তথা হি—

শোভারও শোভাস্বরূপ ভূষণ তোমাদের অঙ্গে আধাআধিভাবে পরানো দেখা যাচ্ছে । তোমাদের
প্রিয় যে ভূষণ তাতে আদরের আরম্ভই করনি বলে মনে হচ্ছে । এতে এরূপ আশঙ্কা হচ্ছে হে পঙ্কজনয়নাগণ,
তোমাদের মহা ভীতির উদয় হয়েছে, যার জ্ঞা ব্রতব্যস্ত আগমন জ্ঞানিত ভ্রান্তি এখনও দূর হয় নি ।

দ্রাবীযঃ শ্বসিতং তদাহতিপরিম্বানায়মানদ্যতে

দ্রোতন্তেহধরপল্লবাঃ স্তনপটন্তেনৈব দোধূয়তে ॥

৫৪। অথবা, অত্যাহিতং চেদভবিস্তদভম্বিয়দধে। পুংসামপি সামপিধানেন তরলতালতা ফলবতী, তেনাত্যাহিতং হিতং বা কথং ক্রমঃ ॥

৫৫। ইদং বঃ কৌতুকবিলসিতং বিলসিতং বস্ত্র বস্ত্রতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ বহিরেব হি রে ভবিতুং নেষ্টে, নেষ্টেন বা জনসমূহেন সমূহেন বা সমভাবি, সমভাবি তেনেদং স্বাতন্ত্র্যমিতি বা কথং ক্রমঃ, বিহারচংক্রমক্রমসম-
য়াভাবাং যদয়ং ক্ষিপ্ৰদোষঃ প্রদোষঃ ॥

স্তনপটো দোধূয়তে ইতি ভাবি-মহিলাস-স্তভূচকঃ জনকম্প এবাং ভবতীনামিতি ভাবঃ ॥

৫৪। অথবেতি মৌনেনৈব ভাষাং মনোগতং বাক্যমভিজান্ন পুংকটমাহ—অত্যাহিতমিতি। সামপিধানেন
সুধরাহিত্যেনেত্যর্থঃ। অত্যাহিতং হিতং বেতি নাপ্যাহিতলক্ষণং নাপি হিতলক্ষণং কিঞ্চিদহুত্বয়ত ইতি ভাবঃ ॥

৫৫। ষণ্ডিতমেব কৌতুকপক্ষং পুনঃ সংস্থাপ্য পুনরপি ষণ্ডয়তি। ইদমর্ধাভূষণাদিধারণমপি কৌতুকসৈব
বিলসিতম্,—ঔৎসুক্যস্বরাভ্যাং তৎসম্পূর্ণস্বাক্ষেঃ। কিঞ্চ' বিলে গর্তে সিতং বন্ধং বস্ত্র বহিরেব ভবিতুং ন ঈষ্টে, ন-
শক্নোতি। রে ইতি সম্বোধনে, বিলপুংসুহস্তঃপুংসে পত্যাদিনিরুদ্ধা যুং কথং বহির্নির্গতা ইত্যর্থঃ। তত্র তেষাং সম্মতি
যুগ্মকং স্বাতন্ত্র্যং বা হেতুরন্ত, নাভ্যঃ, অসম্ভবাদেব; দ্বিতীয়স্ত কথঞ্চিং সম্ভবতীত্যাহ—নেষ্টেনেতি। ইষ্টেন পত্যাদিনা
জনসমূহেন সমূহেন সমাগৃহবতা এভা বনং গচ্ছন্তীতি বিতর্কবতা ন সমাগভাবি, তেন হেতুনা স্বাতন্ত্র্যং সম্ভাবিতং সম-
ভাবি। প্যস্তাং কর্মণি চিৎ। ইতি বা কথং ক্রম ইতি, এতদপি বক্তুং ন শক্যতে। তত্র হেতুঃ—বিহারচংক্রমেত্যাদি।

৫৩। (শ্রান্তি চিহ্ন বলতে গিয়ে ভঙ্গীক্রমে তাঁদের সাত্ত্বিক বিকারোথ মাধুর্যের আশ্বাদন বলা
হচ্ছে—)

ঘামে ভেজা কমলের কর্ণ-অলঙ্কারে ও মুক্তা খচিতের মতো প্রতীতি জন্মানো শ্বেদজলবিন্দুতে হে যুগ-
লোচনাগণ! তোমাদের এই অলকাবলী আশ্চর্যজনক রূপ ধারণ করেছে। অহো তোমাদের নিঃশ্বাস দীর্ঘ দীর্ঘ
বইছে। এর আশ্বাতে উজ্জল অধরপল্লব তোমাদের বিশেষ মলিনতা ধারণ করেছে, আর এর দ্বারাই কাঁচুলি
তোমাদের কঁপে কঁপে উঠছে।

৫৪। (মৌনের দ্বারা তাঁদের মনোগত ভাব বুঝে নিয়ে খোলা খোলি বললেন—)

অথবা কোনও বিশেষ অমঙ্গল ঘটেনি তো? তাই যদি হতো তবে বেটাছেলেরা ভিতরেও তো সুখ
তিরোহিত হওয়ার দরুণ চঞ্চলতা-লতা ফলবতী হয়ে যেত এতক্ষণ। কাজেই বিশেষ অমঙ্গল, কি মঙ্গল, কি করে
যলি?

৫৫। (ষণ্ডিত কৌতুকপক্ষ পুনরায় স্থাপন করে পুনরায় আবার ষণ্ডন করছেন—)

এই রূপ আধাধা ভূষণধারণও কৌতুককৃত বিলাসই বা হবে। ঔৎসুক্য ও ত্রায় উহা সম্পূর্ণ করা
যায় নি। আরে বস্ত্রতঃ পক্ষে গহবরে আবদ্ধ বস্ত্র নিজ স্বাতন্ত্র্যে বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয় না। (এখানে
পত্যাতির সম্মতি বা তোমাদের স্বাতন্ত্র্য, হেতু হোক। প্রথম হেতু হতে পারে না) কারণ এ অসম্ভব। দ্বিতীয়

৫৬। তথা হি— রজস্বেষা ঘোরা ভয়দপশ্চুবৃন্দং বনমিদং

মমৈকস্ত্রাভীতে রসদমবলানামরসদম্।

ইদং বঃ প্রাপ্তানাং মনসি ন ভয়ং হস্ত তদিতো

নিবৃত্তিনিঃশ্রেয়স্কৃদিতি শৃণুতৈতন্মম বচঃ ॥

৫৭। ‘বনদিদৃক্ষ্যাক্ষয়ামোদমদিরা মদিরাঙ্কেয়া যদি বাত্ৰায়যুঃ শুভবত্যো ভবত্যো বৃত্তমেব তদ্বনস্ত দর্শনম্ ॥

তেন কিঞ্চিদ্রহস্যাস্তরমেব ভবিষ্যতি, তস্যা ভবতীনাং মৌনাদকথ্যং মমিকটাগতেষ্চ মদেকসম্পাদয়িষ্যমাণং বা চাহুমী-
রত ইতি ভাবঃ ॥

৫৬। মনসি ন ভয়ং প্রাপ্তানামপি বোহবলানামিতো নিবৃত্তিরেব নিতরাং শ্রেয়স্কৃদিতি বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ, বস্ত্তস্ত
অঘোরাহভয়দেত্যকার-প্রশ্নেযঃ। মমৈকস্ত্রীতি পুরুষাস্তরস্ত প্রবেশাসত্ত্ববোহপি জ্ঞাপিতঃ। অবলানাং ন বিত্ততে রসদং
বস্মাত্তং, অবলানাস্ত নামমাত্রৈণৈব রসদমিত্যেকং পদং বা। ইদম্—ইঃ কামস্তং দদাতীতি তং কামদম্। প্রাপ্তানাং ভবতী-
নামিতো ন ভয়ম্, অতো নিবৃত্তিঃ স্থিতিরেব নিঃশ্রেয়স্কৃদিতি ॥

৫৭। অক্ষয় আমোদো হর্ষ এব মদিরা মদহেতুর্ধাসাং তাঃ। বনস্ত দর্শনং বৃত্তমেবেতি এতৎ সমাপ্য দ্রুতমেব গৃহং
গচ্ছতেতি ভাবঃ। বাস্তবস্ত, অক্ষয়েনামোদেন সৌরভোণ মম ইং কন্দর্পং রাস্তি দদতীতি তথা তাঃ। হে মদিরাঙ্কাঃ!
খঞ্জনাঙ্কাঃ। নিজঙ্গসৌরভোণৈব মংকামমুদীপয়থ, কিমুতাবলোকনেনেতি ভাবঃ। বৃত্তমেব বনস্ত দর্শনম্, কিন্তু তরু-
বল্লাদীনাং দর্শনং বিশেষতো ন বৃত্তমিতি তত্তৎপরিচায়কং মাং সঙ্গিনং কৃত্বা তদপি কুরুতেতি ভাব ইতি ॥

হেতু কিছুটা সম্ভব তাই বলা হচ্ছে, ‘নেষ্টেন বা’—) বনে যাওয়া নিশ্চয় করাতে পত্যাভিজনগণের সম্মতিদান
হেতুটি একেবারেই অসম্ভব। তাই গোপীদের স্বাতন্ত্র্য সম্ভাবনা কিছুটা বিচারসহ বলে ধরা যেতে পারে। তবে
এই বা কি করে বলা যায়? কারণ বিহার-বিধির সময় তো এটা নয়। এ সময়টা তো আশু দোষে ভরা সন্ধ্যা।

৫৬। তথা হি—(বাইরের অর্থ) এ-রাত্রি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর পশুবৃন্দে ভরা এ বন। নির্ভয় একলা
আমার পক্ষে এ-রসদ বটে। কিন্তু অবলাদের পক্ষে অরসদ। হায় হায় কি আশ্চর্য, এ বনে এসেও তোমাদের
মনে ভয় নেই। তাই আমাকে বলতেই হচ্ছে, এখান থেকে ফিরে যাওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমার
এ কথা শোন।

(ভিতরের অর্থ) এ রাত্রি অভয়দা। এ-বৃন্দাবনে যে সব পশুবৃন্দ রয়েছে তারা ভীতিপ্রদ নয়।
একলা আমার পক্ষেই এ রসদ। অবলাদের পক্ষে তো নামমাত্রের রসদ। কামদায়ী আমাকে তোমরা যখন
পেয়ে গিয়েছ তখন আর এ-বন থেকে ভয়ের কিছু নেই তোমাদের। কাজেই তোমাদের এখানে থাকাই
শ্রেয়স্কর। আমার এ-কথা মেনে নেও।

৫৭। হে খঞ্জননয়না গোপীগণ। তোমরা সব অক্ষয় আমোদরূপ মদিরা মত্ত হয়ে বন দেখবার
ইচ্ছায় যদি বা এখানে এলে তবে অতি সূকৃতিশালিনী তোমাদের বন দর্শন তো হয়েই গিয়েছে। বাস্তবার্থ—
হে খঞ্জননয়নাগণ। অক্ষয় সৌরভে তোমরা আমার কাম উদ্বীপ্ত করে তুলেছ। অবলোকনের দ্বারা না জানি

- ৫৮। পশ্যত পশ্যত,— ইতঃ ফুল্লা বল্লো। মদমধুপকঙ্কারকলয়া
গিরা নিন্দন্তীৰ প্রণয়নয়তঃ স্বালয় ইব।
অতঃ স্বাতুং বাঙ্গং কুরুত ন গৃহং গচ্ছত তথা
তরুণামপ্যোঘঃ কুসুমহসিতৈশ্চালয়তি বঃ ॥
- ৫৯। কিঞ্চ, ছায়াচ্ছদানাং শশিনশ্চ দীপিতৌ-মূলে তরুণাং মিলিতাঃ সমন্ততঃ।
বিলোকা ভোক্তুং তিলততুলভ্রমাং, ক্ষুণ্ণস্তি চক্ষুপুটকৈর্বয়োগণঃ ॥
- ৬০। ইতশ্চ, উদঞ্চং কালিন্দীলহরিপরিরম্ভ-ব্যাসনি।
প্রফুল্লং কঙ্কলারোংপলবনবিমর্দৈঃ সুরভিগা।
পিকোক্তীনাং দীর্ঘীকরণপটুনা চন্দনবনী-
সমীরেণ স্নিগ্ধীকৃত-তরুতলং পশ্যত বনম্ ॥

৫৮। স্বালয় ইব স্বসখ্য ইব প্রণয়নয়তঃ সখ্যারীত্যা গিরা নিন্দন্তি, কুলজানাং বনে তিষ্ঠাসাং গর্হন্তীত্যর্থঃ।
অতঃ স্বাতুং বাঙ্গং ন কুরুতেতি বাঙ্গঃ। বাস্তবন্ত, ইতো গৃহং গচ্ছন্তীরেব যুগ্মনিদন্তি; ‘ইণ্-গতো’ ইত্যন্ত কিবন্ত শসি
রূপম্; গৃহং ন গচ্ছত। অহো রসিকা অপোতা। ইতো বিষাসন্তীতি কুসুমহসিতৈশ্চ বো। যুগ্মানালয়তি বারয়তি; ‘অল বারণ-
ভূবা-পর্ধাপ্তিযু’। অগ্নং সমানমিতি ॥

৫৯। ছদানাং পত্রাণাং বয়োগণঃ পক্ষিসমূহঃ; পক্ষয়ৈহপি তুল্যা এবার্থঃ ॥

৬০। বনীত্যন্তবিবক্ষয়া ক্রীতম্ ॥

কি হয়। তোমাদের বনদর্শন হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু তরুসতাদির দর্শন বিশেষভাবে সম্পন্ন হয় নি। তাই বলছি
সেই সবে র পরিচয় জানা আমাকে সঙ্গী করে তাও করে ফেল।

৫৮। দেখ দেখ,—এদিকে কুসুমিত-লতার মদমত্ত মধুপ কলকঙ্কাররূপ সখ্যারীতির বাক্যে তোমাদের
যেন নিন্দা করছে নিজ সখীর মতো। অতএব এখানে থাকবার ইচ্ছা কর না। ঘরে ফিরে যাও। তথা তরুগণও
কুসুমরূপ হাসিতে তোমাদের ঘরে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে।

বাস্তবার্থ—স্ব আলয়ে ফিরে যাচ্ছ দেখে মত্ত মধুপ তোমাদের নিন্দা করছে। অহো রসিকা হয়েও
তোমরা যে এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছা করছ এতে কুসুমরূপ হাসিতে তরুগণ বারণ করছে।

৫৯। আরও দেখ দেখ, পত্রচয়ের ছায়া, আর চাঁদের কিরণ তরুমূলে মিলেমিশে একাকার হয়ে
যে চিত্র রচনা করেছে, তা দেখে তিল-ততুল ভ্রমে পাখীসব চক্ষুপুটে ঠোকরাচ্ছে যাওয়ার জন্ত।

৬০। আবার এদিকেও দেখ, চন্দনবনী বায়ু যা উচ্ছলিত কালিন্দীলহরী-আলিঙ্গনরূপ কুক্রিয়ারত,
যা প্রফুল্ল কঙ্কলার-উৎপল বন দলনে সুরভিযুক্ত এবং যা পৌকনাদ দীর্ঘীকরণে নিপুণ, সেই বায়ুতে স্নিগ্ধীকৃত
তরুতলযুক্ত বৃন্দাবন দেখ।

৬১। এবং চ— অখণ্ডনানাদ্রমযশুমণ্ডিতং, বিচিত্রপত্রিব্রজচিত্রিতাস্তুরম্ ।

আলোকিতং কাননমত্র যোষিতাং, যোগ্যা স্থিতির্ ব্রজত ব্রজং ততঃ ॥

৬২। অথ বচো মে শুশ্রবধ্বম্ শুশ্রবধ্বং সুহৃৎপতিবপুরপুরস্কারযোগ্যং ন ভবতি' ইতি পতিমতী-
নিগন্তু পুনঃ শুকুমারিকাঃ কুমারিকাঃ প্রাহ ॥

৬৩। 'ভো ভো বালাশ্চারুদন্ত্যো বালাশ্চারুদন্ত্যোকসি বৎসাস্তান্ পায়য়ত প্রসূপয়ঃ প্রসূপয়ত
দোহয়ত চ মোহয়ত চ মোদারং চেতঃ ॥

৬৪। মাতরশ্চ পিতরশ্চ সপুত্রা, ভ্রাতরশ্চ পতয়শ্চ সমন্তাং ।

মার্গয়ন্তি বহুধেতি ন মোহং, গন্তুমর্হত ন হন্তুমভীষ্টম্ ॥

৬১। ন যোগ্যা স্থিতিরिति বাহঃ, ন ব্রজতেতি বাস্তবঃ ॥

৬২। শুশ্রবধ্বং শ্রোতুমিচ্ছত, শুশ্রবধ্বং পরিচরত; "শুশ্রবা পরিচর্যাপ্যাপানম্" ইত্যমরঃ। সুহৃদাং স্বশ্রবাদীনাম্
পত্ন্যশ্চ বপুরপুরস্কারযোগ্যমনাদরাং ন ভবতীতি বাহঃ, বাস্তবস্ত ন শুশ্রবধ্বম্, যতোইপুরস্কারযোগ্যমিতি সম্বন্ধঃ। অতঃ
সমানমিতি ॥

৬৩। ভো ভোশ্চারুদন্ত্যঃ স্তন্যবদন্ত্যঃ। বালাশ্চ বালিকাশ্চ ওকসি গৃহে আরুদন্তি, বৎসা গোবৎসাশ্চ তান্ প্রসূপয়ো মাতৃ-
দুগ্ধং পায়য়ত, প্রসূপয়ত্যা প্রকর্ষণে সুষ্ঠু উপ নিকটে যতিয়া দোহয়ত চ। উদারং চেতশ্চিত্তং মা মোহয়ত মোহং মা প্রাপয়ত
ইতি বাহঃ; বাস্তবস্ত, তান্ মা পায়য়ত মা দোহয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। মা মাম্, ইতঃ কামত উদারং দাতারমূহয়ত বিতর্কয়ত;
"উদারো দাতৃমূহতঃ" ইত্যমরঃ। অতঃ সমানমিতি ॥

৬৪। ইতি হেতোর্গন্তুমর্হত, মোহং বরন্ত কিমপি ■ জানীম ইতি মুক্ততাং তু নার্হত ইতি বাহঃ; বাস্তবস্ত, ইতি

৬১। একরূপ রমণীয় হলেও—নানা বৃক্ষসমূহে মণ্ডিত, বিচিত্র পক্ষীসমূহে চিত্রিত বিশাল মধ্যদেশা
এই বন দেখার জগুও নারীদের এখানে থাকা সমীচীন নয়, অতঃএব ব্রজে চলে যাও। বাস্তবার্থ—ব্রজে চলে
যেও না।

৬২। অতঃপর আমার কথা শুনেতে সম্মত হয়ে যাও, স্বশ্রুত-স্বাশ্রুতীপ্রমুখের এবং পতির পরিচর্যায়
লেগে যাও। তাঁদের দেহ অনাদর যোগ্য নয়।'

পতিমতীদের একরূপ বলে পুনরায় শুকুমারী কুমারীদের বললেন—

৬৩। শোন শোন, চারুদন্তী কন্যাগণ। বালক বালিকাগণ ঘরে কাঁদছে। ওদের এবং গোবৎসদের
মাতৃদুগ্ধ পান করাও গিয়ে। দোহন স্থানের নিকটে গিয়ে অতি উত্তমভাবে দোহন করিয়ে দেও। তোমাদের
উদার চিত্তকে মোহে ফেল না। বাস্তবার্থ—পান করিও না, দোহন করিও না। কাম সম্বন্ধে দাতা আমাকে
সন্দেহের মধ্যে রেখো না।'

৬৪। এবার সব গোপীকে একসঙ্গে বললেন—'মাতাপিতা-সপুত্র-ভ্রাতাগণ এবং পতি চতুর্দিকে
তন্ন তন্ন করে খুজছে তোমাদের—তাই বলছি চলে যাওয়াই সমীচীন। 'আমরা কিছুই জানি না' একরূপ মুক্ততা
দেখানো উচিত নয়। বাস্তবার্থ—সাংসারিক মায়া মোহে পড়া, নিজের ঈঙ্গিত নষ্ট করা তোমাদের উচিত নয়।

৬৪।

তস্মাদ্গচ্ছত মাত্র তিষ্ঠত চিরং নো বেদ্বি পদ্যেক্ষণাঃ

কো হেতুর্ন হি গম্যতে বিপিনতঃ কো হেতুরত্রাগতম্।

উদ্দেশ্য যদি মেহবলোকনমহো সম্পন্নমেবাণ্ড তৎ

সম্ভাব্য সময়ান্তরেহপি রসদং নৈতত্ত্বখা ভাদৃশাম্ ॥

৬৬।

ধ্যানতঃ শ্রবণতোহবলোকতঃ, সঙ্গতির্মম সুখাবহা ন তৎ।

যাত পঙ্কজদৃশো ন মাদৃশঃ, প্রেম হর্ষমুচिता ভবাদৃশঃ ॥

৬৭। অয়ি মনোরমা মনোরমাং ভর্তৃসেবাং যামবত তাং মর্যাদা চ্ছবিহা বিহাতুং নাইত। লোকে-

যো মোহন্তং গন্তং প্রাপ্তুং নাইত, অভীষ্টং নিজেপ্সিতঞ্চ ন হস্তমর্হত ইতি ॥

৬৫। এতন্মেহবলোকনং সময়ান্তরেহপি সম্ভাব্যম্: কিঞ্চ, ভাদৃশাং সাধবীনামেতৎ তথা রসদং ন ভবতীতি বাহ্যার্থঃ; বাস্তবস্ত, নোহস্মাকং বিপিনতঃ সকাশায়্যা গচ্ছত, অত্র চিরং তিষ্ঠত, হে পদ্যেক্ষণাঃ! অত্র আগতং কো হেতুরিতি চেৎ কো হেতুর্ন গম্যতে? অপি সর্ব এবোত্যর্থঃ। ভাদৃশাং পরমযুবতীনাস্ত মেহবলোকনমেবৈতদ্রসদং ন ভবতি, কিন্তুগদপি রহস্তং বর্তত ইতি ভাবঃ। অন্তং সমানমিতি ॥

৬৬। শ্রীত্যাঙ্কুজানানায়াতান্ প্রতি যাহি যাহীতি কখনমুচিতমিতি চৈদত আহ—ধ্যানত ইতি। ধ্যানাদিতঃ সকাশাং সঙ্গতির্মম ন সুখাবহা, তস্মাদ্ভাতেতি বাহ্যঃ। বাস্তবস্ত, ধ্যানাদিতোহপি সঙ্গতিরঙ্গসঙ্গ এব সুখাবহা, তস্মান্ন বাতেতি। অন্তং সমানমিতি ॥

৬৭। যাং ভর্তৃসেবামবত রক্ষত, তাং বিহাতুং নাইত, ন হি রক্ষিতস্ত বস্তনস্ত্যাগ উচিত ইতি ভাবঃ। মর্যাদা-

এখানে থাক।

৬৫। তাই বলছি চলে যাও। এখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না। হে কমলনয়নাগণ! জানি না কি হেতু এই বন থেকে যাচ্ছ না। কি জন্তু এখানে এসেছে? উদ্দেশ্য যদি আমার দর্শন তবে অহো তা তো নিষ্পন্ন হয়েই গিয়েছে—আমার অবলোকন তো সময়ান্তরেও সম্ভব। আর কথা হচ্ছে তোমাদের মতো সাধবীদের আমার দর্শন তেমন রসদ হয় না।

বাস্তবার্থ—আমার এ বিপিন থেকে যেও না, এখানেই বহুসময় থাক। হে পদ্যেক্ষণাগণ! তোমাদের এখানে আগমনের কারণ যদি জিজ্ঞাসা করে তবে বলছি। কোন হেতুটি আমার আজানা? সবই জানি। তোমাদের মতো যুবতীদের কেবলমাত্র দর্শনই আমার রসদ নয়, কিন্তু অল্প কিছু রহস্তও আছে।

৬৬। (‘শ্রীতিতে আকৃষ্ট হয়ে কেউ যদি নিকটে এসে যায় তবে তাকে দূর হও দূর হও বলা অনুচিত’ এরূপ যদি বল তারই উত্তরে বলা হচ্ছে—) আমার বিষয়ে ধ্যান শ্রবণ ও দর্শন থেকে অধিক সুখাবহ নয় আমার অঙ্গসঙ্গ। তাই বলছি চলে যাও। হে কমলনয়না গোপীগণ! ভবাদৃশ জনের উচিত নয় মাদৃশ ব্যক্তির প্রেম হরণ করা। বাস্তবার্থ—ধ্যানাদির থেকেও আমার অঙ্গসঙ্গ সুখাবহ—তাই বলছি যেও না। হে কমলনয়নাগণ! ভবাদৃশ জনের উচিতই হচ্ছে মাদৃশ জনের প্রেম হরণ করা।

৬৭। অয়ি মনোরমাগণ! যে স্বামী সেবা তোমরা রক্ষা করে চলেছ তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্সাবো হি নার্যোহনার্যোপক্রমা ন ভবন্তি ॥

৬৮। দুঃশীলতাঃখলতাঃখলতাকুসুমবর্ষা য'ন্ বর্ষীয়ান্ বা বধিরো বাবধিরো বাখিলদোষস্ত জড়ো বা রোগী বাধনো বা স্মৃতিভিরঙ্গনাভিরঙ্গ নাভিত্যজ্ঞাতে স্মৃতরাং স্মনাদৃশঃ পতিরিতি লৌকিকী বৈদিকী নীতিঃ। উভয়নীতিবিলক্ষণনিরাবিলক্ষণনিরাতঙ্ক হি ভবত্যঃ। পরে পুরুষেহনুরাগঃ সর্বতো ভয়দ উভয়লোকে বিরুদ্ধোহ-
যশস্করঃ পরমজুগুপ্সিতশ্চ বিশেষতস্তাদৃশীণাম্ ॥

৬৯। পতিরেক এব যঃ পরঃ, স তু দৃশ্য এব ন ভবতি, ভবতীতিরেক দৃশ্যতে। তৎ পরমহো-
মহোত্তমোহং বো মহিমা নহি মানমহ্মি ভুবনে। অতঃ পরমতঃ পরমতঃ প্রিয়গিতোপদেশতো দেশতোহস্মাদ্-
গৃহান্ যাতি মানয়ত মে বচনম্' ইতি ॥

ছবিহা হে মর্যাদামার্গশোভাহস্তাঃ! অনর্থ উপক্রমে যা সাং তথাভূতা ন ভবন্তীতি বাহ্যোহর্থঃ। বাস্তবস্ত যাং ভর্তৃসেবাং
রক্ষতেতি মল্লক্ষণভর্তৃসেবৈব রক্ষ্যতে, অস্তা তু প্রথমত এব উপেক্ষিতোক্তার্থঃ। লোকেপ্সব ইতি ভবত্যস্ত মদীপ্সবঃ, ন তু
পতিলোকেপ্সবঃ। ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সপরিহাসমাহ—লোকং পুরুষমীপ্সবঃ কাময়মানা নার্য আর্ষোপক্রমা ন ভবন্তি, ভবত্যস্ত
তথাভূতা এবেতি ॥

৬৮। স্মৃতিভিরঙ্গনাভিঃ পতিনাভিত্যজ্ঞাতে। অঙ্গৈতি সম্বোধনে। দুঃশীলতা চ দুষ্টি ধরতা তৈক্যাং খলতা বা
সা চ তাভ্যাং যা দুঃখরূপা লতা তস্তাঃ কুসুমং বর্ষতীতি সঃ, যান্ পরলোকং গচ্ছন্ ত্রিয়মাণ ইত্যর্থঃ। বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধঃ,
অখিলদোষস্তাবধিঃ সীমাং রাতিতি সঃ, অনীদৃশ এতাদাদিদোষরহিতস্ত স্মৃতরাম্। উভয়নীতিভ্যাং বিশিষ্টং লক্ষণং যত্র
তথাভূতো নিরাবিলো যঃ ক্ষণ উৎসবস্তত্রৈব নিরাতঙ্ক ইতি শব্দঃ। বাস্তবস্ত, উভয়নীতিতোহপি বিলক্ষণাশ্চ নিরাবিলে
ক্ষণে রাত্রিসময়ে নিরাতঙ্কাস্চ, অতএবাত্রৈব স্থিতিক্রটিতেতি ভাবঃ। পরে পুরুষে ইতি বাহ্যোহর্থঃ স্পষ্টঃ বাস্তবস্ত, পরে
শ্রেষ্ঠে ময়ি ভয়ং দৃশ্যতীতি ভয়দোহভয়দো বা অবিরুদ্ধঃ, পরমজুগুপ্সিতোহনিপ্সিত ইতি ॥

হে মর্যাদামার্গশোভাহস্তীগণ! পতিলোক ইচ্ছুক নারীরা অনর্থ চেষ্টাপরায়ণ ব্যক্তিদের মতো হয় না।

বাস্তবার্থ—তোমরা যে পতিসেবা রক্ষা করে চলেছ সেতো মল্লক্ষণ পতিসেবাই। তোমাদের নিকট
তো প্রথম থেকেই অশ্রুসব বিষয় উপেক্ষিত হয়ে আছে। তোমরা আমাকেই লাভ করতে ইচ্ছা করছ—
পতিলোক নয়। অতএব আমাকে ত্যাগ করা উচিত নয়।

৬৮। হে অঙ্গ! পতি যদি দুঃশীলতা ও দুষ্টিখলতা জনিত দুঃখরূপা লতার কুসুমবর্ষা-ত্রিয়মান-বৃদ্ধ
বধির-অখিল দোষের সীমাপ্রাপ্ত-জড় বা রোগী বা ধনহীন হয় তবুও স্মৃতি অঙ্গনাগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়
না। স্মৃতরাং এই সব দোষরহিত হলে তো পরিত্যক্ত হয়ই না। এই তো হলো লৌকিক বৈদিক নীতি। এই
উভয় নীতি দ্বারা বিশিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত নিরাবিল উৎসবে নিরাতঙ্ক হয়ে অবস্থিত তোমরা। পরপুরুষে অনুরাগ
সর্বতোভাবে ভয়দ, উভয় লোকে বিরুদ্ধ, অযশস্কর এবং পরম নীন্দনীয়—বিশেষতঃ তোমাদের মতো জনের
পক্ষে। বাস্তবার্থ—উভয় নীতি অনুসারেই বিলক্ষণ রাত্রি কালে তোমরা নিরাতঙ্ক, অতএব তোমাদের এখানেই
থাকা উচিত। শ্রেষ্ঠ আমাতে অনুরাগ সর্বতোভাবে ভয়হারী অভয়দ অবিরুদ্ধ ও পরম অনিন্দনীয়।

৭০। এবং প্রণয়পরীক্ষণক্ষণতৎপরতয়ারতয়া ধিয়াধিপ্যাবহিকক্ষমস্তরতিশীতলতলমস্ত ইব শরৎ-
কালীনলীনমধ্যাহ্নাকাকিরণগভীরমহাহুদ্রস্ত অন্তরতিশয়াস্বাত্ত্বং বহিঃ কণ্টকাকৃতি কণ্টকিফলমিব, অন্তঃসরসং
বহিঃকঠিনং লাজ্জলিগলিতফলমিব, অন্তর্মধুদ্রবং বহির্মক্ষিকং ক্ষৌদ্রপটলমিব, অন্তঃস্নিগ্ধপূরং বহিরতিরক্ষং ভজিত-

৬৯। পতিরেক এব যন্ত পরোহন্তঃ পুরুষঃ স দর্শনাই এব ন ভবতি, তথাপি ভবতীভিরেব দৃশ্যতে, ন ত্জাভিঃ
সাধ্বীভিঃ, তৎ পরমহো ইত্যাদি বিরুদ্ধলক্ষণা নিন্দাতাৎপর্ষেতি বাহঃ, বাস্তবস্ত, এক এব যোহহং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, সোহন্তাং
দ্রষ্টুমপ্যশক্যঃ, কৃতঃ পুনঃ স্পর্শযোগ্যতা ভবত্বিতি। অতঃ স্পষ্টম্। অতঃ পরমেতদনস্তরম্, অতোহ্মাহুপদেশোদ্ধেতোঃ।
কথন্তুতাং? পরমত উৎকৃষ্টাং মানয়ত আদ্রিয়ধর্মমিতি বাহঃ। বাস্তবস্ত, মা যাত, মে বচনং নয়ত ইতি ॥

৭০। এবং স বনমালী বহিকক্ষমস্তরতিশীতলমিত্যাদিরীত্যাধিপ্যাব্য গভিত-সুরসার্থতয়াইধিগতং কারয়িত্বাপি
যদিদং ব্যাজহার, তদেতদ্বাক্যজাতমহুরাগাকৃতয়া প্রসিদ্ধৈব আস্তরীণং বাস্তবমর্থমনবগাহ বাহমর্থমেব নিশম্য তাঃ সন্তা-
পস্ত কামপি কোটিং পরাং কাষ্ঠাং যযুঃ, প্রাপুরিত্যম্বয়ঃ। বাহার্থোপগাসে কারণমাহ—প্রণয়েতি। প্রণয়ন্ত প্রেমঃ পরীক্ষণং
নিজৌদাসীতপ্রকটনের যাথার্থ্যজিজ্ঞাসা, তদেব ক্ষণ উৎসবস্তৎপরতয়া আরতা যা ধীস্তয়া; যদুক্তম্—(উ- নী- স্থায়ি ভাব
প্র- ৬৩)—“সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যন্তাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥” ইতি, অত্রাপ্যগ্রে
বক্ষ্যতে—(ভা- ১০।৩২।১৮) “ভজন্ত্যভজতো বৈ বৈ” ইত্যত্র “সৌহৃদঞ্চ স্নমধ্যমাঃ” ইতি। শরৎকালীনশ্যাসৌ লীনাঃ
প্রবিষ্টা মধ্যাহ্নকাল কিরণা যত্র তথাভূতশ্চ যৌ গভীরমহাহুদ্রস্তাস্ত ইবেতি বাহার্থশ্চৈব তাপকষ্ম, আস্তরীণার্থস্ত তু তাপ-
হারকষ্মমেবেত্যুক্তম্। নম্বগাহেননালোড়নে বুভে তদন্তোহপ্যোক্ষ্যশৈত্যব্যতিযন্তং ভবতি, অতিতলং তু দ্রুপ্রবেশমিত্য-
ন্তোহন্তোপমিমীতে—অস্তরতীতি, তেন বাহার্থস্ত পৃথগেব বিভক্ততয়া পরিত্যজ্যাস্তরীণো বাস্তব এবার্থোহত্রোপাদেয়
ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বাস্তবার্থস্তাতিদ্রুপ্রবেশবক্ষ্যাপি ন.ত্যাগাইদম্, যতোহং বলিষ্ঠধিয়াং গম্য এব শাদিত্যাহ—অন্তঃ-
সরসমিতি। “নারিকেলং তু লাজলী” ইত্যমরঃ। তেন দৃঢ়মানমুদগরণে বাহার্থং নিষ্কোটা সুরসো বাস্তবার্থ এব নিষ্কাশ
আস্বাদনীয় ইতি ভাবঃ! অথচ বাস্তবার্থলুক্কানাং বাহার্থকৃতকষ্টমপি সোচুমহিমিত্যাহ—অন্তর্মধুদ্রবমিতি। ন হি মক্ষি-

৬৯। পতি তো একজনই হয়ে থাকে। আর পরপুরুষ যে সে তো দর্শনাই হয় না। তথাপি তোমরা
তো দর্শন করছ। অত্ৰ সাধ্বীগণ কিন্তু দর্শন করে না। (বাস্তবার্থ—আমি যে এক শ্রেষ্ঠ পতি তাকে অত্ৰ
নারীগণের দর্শনের সামর্থ্য হয় না। স্পর্শন যোগ্যতার তো কথাই উঠে না। অতএব পরম আশ্চর্য মহা উন্নত
তোমাদের এই মহিমা। এ জগতে এর তুলনা হয় না।) এরপর এই প্রিয় হিতোপদেশ হেতু এই বনপ্রদেশ
থেকে গৃহে চলে যাও। আমার কথা আদর কর। (বাস্তবার্থ—গৃহে যেও না, আমার কথা স্বীকার কর)।

৭০। এইরূপে ষোলকলা পূর্ণ, পরম কৌতুহল পরবশ ও বনমালায় আবৃত সেই বনমালী যদি প্রণয়-
পরীক্ষণ-উৎসব বিষয়ে তৎপরতাহেতু বুদ্ধি খেলিয়ে এমন ভাবে কথা বললেন যাতে বাইরে ভিতরে দুই ভিন্ন
ভাব প্রকাশ হতে থাকলো—গভীর হৃদের জলের অন্তপ্রবিষ্ট বাইরে তাপদায়ী ভিতরে তাপহারী শরৎকালীন
মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণের মতো ভিতরে অতি আশ্রয় বাইরে কণ্টকাকৃতি কাঁঠালের মতো, (বাইরের অর্থ পরিত্যজ্য
দুঃখদায়ক, ভিতরের বাস্তবার্থ অতি উপাদেয়), ভিতরে সরস বাইরে কঠিন নারিকেলের মতো (দ্রুপ্রবেশ
বোধে ত্যাগ করা উচিত নয়। যে হেতু বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সূগম। সূদৃঢ় বুদ্ধিরূপ শিলাদ্রবা ফাটিয়ে

শঙ্কুলীপিষ্টকমিব, বাকীভূতপদকদম্বমিবাস্তুরাকাক্ষাযোগ্যতাসত্ত্বিযুক্তং বহির্বিজাতীয়ং কলাকলাপবান্ পরবান্
পরমকৌতুহলস্ত স বনমালী-বনমালীভিরাবৃতমালোচ্য যদিৎ ব্যাজহার ব্যাজহারয়িতব্যসস্তাপম্, তদেতদনুরাগাঙ্ক-
তয়া তয়াস্তুরীগং রীগং মধ্বাসবমিবার্থমনবগাহ-বাহুমর্থমেব নিশম্য শ্যমানসারস্ততয়া শুক্লা ইব তা যুগপত্প-

কোপদ্রবশঙ্কয়া মধু পরিত্যজ্যত এবেতি ভাবঃ। বিচারতত্ত্ব পরীক্ষকতয়া বা পরিহাসরসিকতয়া বা বিদগ্ধশেখরস্ত তস্য
এতাদৃশভাষণমপি গুণত্বেনৈবানুমোদনীয়মিত্যাহ—অন্তঃসিদ্ধেতি। ন হি শঙ্কুল্যা বক্লং দ্বিগত ইতি ভাবঃ।

বিচারস্য পর্ববাসনে তু বাহ্যার্থস্য ঋগুপায়মাণমিত্যাহ—বাকীভূতেতি। যজ্ঞং (সাহিত্যদর্পণে ২।১) “বাক্য
সাদ্যোগ্যতাকাক্ষাসত্ত্বিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ” ইতি। ন হি যোজনকালেবিজাতীয়তা শ্রোতী কাপি তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। শ্লেষণ,
আকাক্ষা এব হস্ত স্বাগতেত্যাদৌ, ন তু ঔদাসীন্ম, যোগ্যতা ঔচিত্যমেব, পরে পুরুষেহনুরাগো জুগুপ্সিত ইত্যাদৌ, ন
তু অযোগ্যতা। আসক্তিঃ সহাবস্থানমেব, তন্মাদ্গচ্ছতেত্যাদৌ, ন উপসারণম্, তদব্রুতমভিধায়কং তদ্যজ্ঞকং বেতি।
কৌতুহলস্ত পরবানবীনঃ। ইদমপ্যেকং তত্ত্ব কৌতুকমিতি ভাবঃ। ব্যাজেন ছিলেন হারয়িতব্যস্তাভিরেব দূরীকারয়িতব্যঃ
সস্তাপঃ স্বীয়ো যত্র তদ্যথা শ্রাতৃথা। অত্র বিধাস্যামানে মহাবনবিহারে যুগপদনেকনাগ্নিকাসন্তোগরাসাদৌ তাসাং পর-
স্পর-স্বপক্ষত্ববিপক্ষবাদিমতীনাং বহ্বীনাং সর্বসংশেলনং হ্রস্বটমিতি যুগপদেব সর্বাশেষ তাহুপেক্ষামহাজরং প্রক্ষিপ্য সর্বা এব
বিপন্ন একমতীঃ কৃত্বা পুনস্বীকারসীমুষধার্থেণ তাঃ সংজীব্য নবোৎপন্ন ইব বিদগ্ধবিপক্ষতাদিভাবা যুগপদেকত্রৈব দেশে
রময়িষ্যে, যদি পুনর্মদঙ্গসঙ্গেন মদং প্রাপ্য পুনরপি পূর্বকথা ভবেয়ুস্তদা তু স্বয়মেবাস্তুর্য পুনবিরহদবার্তাঃ স্বদর্শনায়ুতেনাপ্রাভ্য
সর্বৈকমত্যোন মহারাসং বিধাশ্চে, সর্বমেত্তচ্চ মচেষ্টিতং মৎসুখতাৎপর্ঘ্যবতীনাংসাং সুখায়ৈব করিষ্যতীতি বিমুগ্ধ ভগবানিদং
বাক্যকূটং জগ্রহেতি বক্ষ্যমাণস্তরঙ্গমরসমেতি গচ্ছতাৎপর্ঘ্যদৃষ্টা সুধীভিরবধেয়ম্। সর্বৈকমত্যসম্পাদনাসামর্থ্যমেব মহারাস-
বাসরে সস্তাপঃ, স এব ব্যাজেন হারয়িতব্য ইতি।

অনুরাগাক্তয়েত্যর্থঃ।—অনুরাগো নাম সদানুভূতস্যাপি বিষয়স্য প্রতিফলনমুভূতত্বতানসমর্পকঃ প্রেমঃ
কোহপি পরিণামবিশেষস্তস্যাদ্যুদগমাদবল্হা কৃতাজঙ্গমপি স্বপ্রেয়াংসং তদানীং প্রথমমিলিতমিব মন্ডা স্বভাবত এব তদ-

সুরস বাস্তবার্থ বের করে আশ্বাদনীয়)। ভিতরে মধু বাইরে মক্ষিকায়ুক্ত মৌচাকের মতো (মক্ষিকার উপদ্রব
আশঙ্কায় মধু ত্যাগকরা উচিত নয়। বাস্তবার্থ-লুপ্তগণের বাহ্যার্থকৃত কষ্ট সহ্য করা উচিত), ভিতরে স্নিগ্ধ পুর-
ভরা বাইরে অতিক্রম ভাজা শঙ্কুলী পিষ্টকের মতো (পরীক্ষা করবার জন্মই হোক আর পরিহাস রসিকতাতেই
হোক বিদগ্ধশেখরের এতাদৃশী বাণী গুণের জন্মই অনুমোদনীয়), আকাক্ষা-যোগ্যতা-আসত্ত্বিযুক্ত বাকীভূত
পদসমূহের মতো (বিচারের পর্য্যবসানে বাহ্যার্থের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে ‘বাকীভূত ইত্যাদি’;
আকাক্ষা-‘হায় হায় তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি’ এইরূপ যোগ্যতা—পরপুরুষ আমাতে অনুরাগ নিন্দনীয়
নয় সমুচিতই, আসক্তি—সহবস্থান)।

রাধা চন্দ্রাবল্যাди স্বপক্ষ বিপক্ষ তটস্থ সকল গোপীগণের চিত্ত রাসোপযোগী একতানে বঁধে নেওয়ার
অসমর্থ্যাকরূপ নিজ সস্তাপ গোপীদের দ্বারাই দূর করিয়ে নেওয়ার জন্ম ছিলপূর্বক ঐ কথাগুলি পরম কৌতুকী

পাদিত-দুঃখকোটং কোটিং কামপি সন্তাপস্ত যযুঃ ॥

৭১ । তদা তন্তু তৈনৈব বচসা ॥ সাধুশতকোটিকোটিনিপাতেনৈব দলিতম্ । বিষবৃশ্চিকেনৈব বিদ্ধম্, কালভূজঙ্গেনৈব দষ্টম্, তুযানলেনৈব দহমানম্ । ক্ষুরেণৈব ক্ষুণ্ণম্, মহাক্ষরেণৈব পরাভূতম্, শূলেণৈব গ্রথিতম্ । বিষকাণ্ডেনৈব ক্ষতং সর্বমেবাপঘনং গন্ত্যমানা নিরালোকমিব সকললোকম্ । নিঃশরণমিব জগল্লিতয়ম্, শূন্যানন্দমিব বিশ্বম্, সন্তাপময়মিব দিগ্‌মণ্ডলম্, নীরসমিব ধরণিতলম্, ভস্মীভূতমিব ভুবনতলম্, পরলোকং গতিমিবাশ্রয়ং চ বিজ্ঞায় মুহূর্তং দারুপুত্রিকা ইবাস্থশৃণুঃ । কেবলং কঠিনাংশংসিকাকৃতয়ঃ ক্রমেণ মুচ্ছোথিতা ইব, সঞ্চরদন্তঃ-করণধর্মতয়াগতয়া সান্বিদেবীসহায়তয়ায়তয়া দুঃখানুভূতিভূতিদশাং যদি সমাসেদুঃ তদা—

দৌলভ্যভাবনাব্যাত্তাদৃশ-ভবচন-শ্রবণেন তু দৈন্তসঞ্চারিপ্রাবল্যাদাশ্রয়ানামযোগ্যত্বদৃষ্ট্যা বাহ্যমেবাংখং বাস্তবত্বেন নির-চৈষুঃ, ব্যঞ্জিতস্যান্তরসার্থস্য তদৈবাবগত্রে তৎসত্যতালিদস্য স্মিতাদেবদর্শনাদপ্রামাণ্যত্বেতি । শম্যমানং নির্বাণ্যমাণম্, কোটিমুৎকর্ষম্ ॥

৭১ । কিমাকারা সা দুঃখকোটিরিত্যত আহ — তদেতি । শতকোটীতি কেনাপ্যপ্রতিকার্ষত্বম্ বিষবৃশ্চিকেনি চির-তরং ভীতবেদনাকারিত্বম্, কালভূজগেতি সাক্ষান্নারকত্বম্, তুযানলেন্যসমাপ্যমানদাহদায়িত্বম্ । ক্ষুরেণেতি সহসৈব বৈবীকরণ-পটুত্বম্, মহাক্ষরেণেতি উত্তরোত্তরেণ পীড়াবধকত্বম্, শূলেণেতি পারাবারপর্যন্তবেধকত্বম্, বিষকাণ্ডেনেতি মর্মান্তঃপ্রবিষ্টজালায়া নিঃস্রবণাসম্ভবঃ । অপঘনমঙ্গম্ । এতদাদিধর্মবস্তুং সন্তাপং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ । নিরালোকমিতি তাদৃশ-দুঃখস্য সহসৈবাক্ষ্যপ্রাপকত্বাং; নিঃশরণমিতি ত্রায়কানালোচনাং, শূন্যানন্দমিতি তদুঃখস্য সর্বানন্দনির্বাণকশক্তেঃ, সন্তাপময়মিতি তস্য সর্ববাণকত্বধর্মোদয়াং, নীরসমিতি তস্য প্রথমং সর্বশোষকত্বত্বদুদয়াং, ভস্মীভূতমিতি অন্ততন্ত সর্বদাহকত্বাং, পরলোকং গতিমিতি তস্য দশম্যা দশায়া অপি প্রাপকত্বাং; ইতি এতাদৃশধর্মবান্ স্বগত এব সন্তাপস্তময়-

কৃষ্ণ এমন ভাবে বললেন যাতে বাইরে থাকল উপেক্ষা মহাক্ষরের নিক্ষেপ আর অন্তরে সুরস-প্রবাহ । গোপীগণ কিন্তু অনুরাগ-অন্ধতা হেতু অন্তরে প্রবাহিত মধুমদের মতো বাস্তবার্থে অবগাহন না করে বাহার্য গ্রহণ করে বিনষ্টমান সরসতা হেতু শুথিয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যুগপৎ কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপের কোনও অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠায় পৌছে গেলেন ।

গোপীগণের কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপ ॥

৭১ । তখন জীকৃষ্ণের এই কথায় গোপীগণ নিজেদের মনে করলেন শতকোটি খড়্গ-কোপে নিষ্পীড়িতের মতো, বিষবৃশ্চিকের ছলে বিদ্ধের মতো, কালসর্পে দংশিতের মতো, তুযানলে দহমানের মতো, সত্তপ্রাণহারক ক্ষুরে ক্ষুণ্ণের মতো, মহাক্ষরে পরাভূতের মতো, শূলে গ্রথিতের মতো, বিষবাণে সর্বাক্ষে ঘেয়ের মতো ।

তাদের জ্ঞান হল—সকললোক যেন শূণ্য, ত্রিভুবন যেন নিরালস্য, বিশ্ব যেন আনন্দশূণ্য, দিগ্‌মণ্ডল যেন সন্তাপময়, ধরণিতল যেন নীরস, ভুবনতল যেন ভস্মীভূত, নিজে যেন পরলোক প্রাপ্ত ।

এমত অবস্থায় মুহূর্তকাল কাষ্ঠের পুতুলের মতো চেতনা শূণ্য, দেহের কঠিন অংশ অস্থিমাত্র প্রকাশিকা

ক্ষুরিতমধরৈঃ স্থিন্নং গঠৈঃ পরিস্রুতমক্ষিভিঃ

ক্ষুভিতমস্থভিন্নানং বক্রে স্তন্যুতমঙ্গকৈঃ ।

অহহ স্তদৃশাং লাবণ্যশ্চীতনোরিব কৌকশৈ-

ভূর্জবিসলতাগ্রেভ্যঃ স্রুস্তং মণীয়কক্ষণৈঃ ॥

৭২ । কিঞ্চ,

দয়িতবচসামৌদাসীয়ে শ্রুতেহপি ন মদগতং

হরিতমস্থভিস্তেন প্রেম্ণো হ্রিয়েব বিদিক্ষবঃ ।

চরণকমলাঙ্গুষ্ঠৈর্দৌর্ঘোল্লাসন্নচন্দ্রমঃ-

কিরণলহরীকাণ্ডৈরেবালিখন্নবনীতলম্ ॥

৭৩ । কিঞ্চ,

জাত্যাপি কোমলতরাঃ প্রণয়েন চোচ্চৈঃ, কক্ষোদিতেন দয়িতস্ত বিদ্যজ্যমানাঃ ।

প্রাণঃ প্রযাস্তু নতরামিতি জাতমাত্রঃ, কণ্ঠং রুরোধ স্তদৃশাং স্বয়মেব বাস্পঃ ॥

তয়া সর্বত্রৈব সম্ভাবিতঃ;—“নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশুস্তি পরমার্থিনঃ । জগদ্বদনময়ং লুকাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ॥” ইতি-
বৎ । দেহে যে কঠিনা অংশাঃ, ত্রিকককোণি গুল্ফাদয়ন্তেবাং শংসিকা জ্ঞাপিকা আকৃতিধাসাং তা ইত্যধরগ্রগণাদীনং
কোমলাংশানাং সত্ত্বঃ শোষণে স্বরূপানুপলব্ধে । সংবিচ্ছেতনৈব দেবী, তত্ভাঃ সহায়তয়া সাহায্যোন্মায়তয়া বিস্তৃতয়া হেতুনা
মূর্ছিত উথিতা ইবেতি তদানীমপি সম্যগ্ মুচ্ছানপগমাং সঞ্চরন্তোহন্তঃকরণধর্মী যাসু তাসাং ভাবন্ততা তয়া আগতয়া
নষ্টয়াপি পুনঃ প্রাপ্তয়েত্যর্থঃ । হৃৎখানুভূত্যা ভূতিঃ সম্পত্তিস্তদশাম্, “ভূতিভস্মনি সম্পদি” ইত্যমরঃ । অয়মর্থঃ—তাদৃশ-
সম্পাদানুভব এব মুচ্ছায়াঃ কারণম্, মুচ্ছামধ্যে ক্ষণং তন্তু শ্লথীভাবে মুচ্ছায়া অপি শ্লথীভাব ইতি । স্তদৃশাং বা লাবণ্য-
শোভা তত্ভা দেহাহুতিতৈঃ কৌকশৈরহিভিরিবেত্যর্থঃ । তেন লাবণ্যশোভা নষ্টেতি ব্যঞ্জিতম্ ॥

৭২ ! প্রেম্ণো হ্রিয়েবেতি মমানুজিঃ সম্প্রতি ব্যক্তেতি প্রেমৈব হ্রীমান্ জাতঃ, অতজ্জদেকাশ্রয়াণাং তাসামপি
লজ্জয়া ভুবিবরপ্রবেশেচ্ছা যুক্তেতি ভাবঃ । দীর্ঘমেবোল্লসন্তী নঞ্চন্দ্রমসঃ কিরণলহর্যেব কাণ্ডো বেধন-ক্ষোদনসমর্থো বাণো

এবং চেতনাদেবীর সাহায্যে বিস্তৃতি হেতু মুচ্ছা থেকে উথিতের মতো সেই গোপীগণের মুচ্ছা তদানীং সম্যক
না ভাঙ্গায় সঞ্চরমান অন্তঃকরণধর্মভাবের দ্বারা পুনরায় হৃৎখানুভূতির চরমদশা যদি তাঁরা প্রাপ্ত হলেন, তখন—

অহহ তাঁদের অধর কাঁপতে লাগল, গণ্ডে স্বর্মবিন্দু দেখা দিল, নয়ন থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগল,
প্রাণ ক্ষুভিত হয়ে উঠল, মুখ গ্লান হল এবং অঙ্গ ক্ষীণ হয়ে গেল । অহহ স্তন্যনাদের মূর্তিমতী লাবণ্যশোভার
মতো ভুজলতা যুগলের অগ্রভাগ থেকে মণিময় কক্ষণ খুলে খুলে পড়ে যেতে লাগল ।

৭২ । আরও, দয়িতের উদাসীন-ভাবের বাক্য শুনেও প্রাণ যেহেতু শীঘ্র বের হয়ে গেল না, তাতে
প্রেমই তাঁদের লজ্জিত হয়ে পড়ল । স্তুরাং একান্তভাবে কৃষ্ণে একাশ্রয় তাঁদেরও যেন লজ্জায় পাতাল প্রবেশের
ইচ্ছা হল । তাঁরা অতিশয় দীপ্ত কিরণলহরীরূপ ক্ষোদন-সমর্থ পঞ্চশীর্ষ অস্ত্রযুক্ত চরণকমল-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি-
তলে দাগ কাটতে লাগলেন ।

৭৩ । (এই গোপীদের প্রাণ কেন বের হল না তার একটা কারণ অনুমান করা হচ্ছে) —

জাতি হিসাবেও বিশেষতঃ প্রণয়ে অতি কোমল এখন আবার দয়িতের কঠোর বাক্যে অতিশয় রূপে

৭৪। কিঞ্চ, যাবদ্বনম্বমপহায় বিলোচনাভ্যাং, নিষ্ক্রামতি ত্রব ইবৈব স এব বাম্পঃ ।

তুফীং বভুবরবলাঃ ক্ষণমেব তাব-চ্চিত্রীকৃত ইব নভস্তুরাগলেখাঃ ॥

৭৫। কিঞ্চ, অন্তরীমশক্ত এব সূদৃশাং সন্তাপহালাহলো

নৈত্রৈরঞ্জনরঞ্জিতাশ্রলহরীব্যাঞ্জন রীণো বহিঃ ।

সন্তপ্তস্তনমণ্ডলেষু নিপতন্মাত্রঃ স মা দৃশতে

ভূয়শ্চাবিশদেব কিন্নু হৃদয়ং প্রাণাপহারোত্তমঃ ॥

৭৬। অথ সূদৃশাং নিঃস্বসনস্বসন এব মন্দোষণো দোষণোরন্তরতরলমপি হারং হা রংহসা স্নাপয়স্নাপ
যস্নাসাবিবরতো বরতোদকরত্নোদধরদলদলমকারিতাং তন্নাতিচিত্রম্ ॥

৭৭। চিত্রং খন্ধিনমেব যত্নপরতবদনানাং স্তবদনানাং তাসাং সুখবিগমধূসরসরসীরূহাকৃতীনাং বদন-

ধেষু তৈঃ ॥

৭৩। প্রাণা ন নিঃসৃত্য বভূব কারণং সন্তাবয়তি—জাত্যাপি বিশেষতঃ প্রাণয়েণ চ কোমলতরাঃ প্রাণাঃ ॥

৭৪। ঘনম্বমপহায়েতি সন্তাপেন দ্রাবণাং, নিষ্ক্রামতীতি তেনৈবোৎফালনেন তত্রাপি স্থাতুমশক্তেরিবেতি
ভাবঃ ॥

৭৫। অতঃপরেণৈব—অন্তরীতি । নৈত্রৈর্নৈত্রদ্বারৈর্বহিঃপি রীণো মা দৃশতে ইতি স্তবদনাত্তিতপ্ততয়া
সন্তঃ শোষণাং প্রাণাপহারোত্তমঃ । ইত্যত্রাং ভাবঃ—প্রথমং তাসাং প্রাণনিঃসারণার্থমিব সন্তাপহালাহলো বৃদ্ধিঃ গতঃ,
ততো নিজকার্ধসিদ্ধিবিজ্ঞানার্থমিব নৈত্রৈর্বহিঃসৃত্যধূনাপি প্রাণা ন নির্গতা ইতি জ্ঞাত্যাক্রোধাদিব পুনর্জন্মং প্রবিষ্ট
ইতি ॥

৭৬। নিঃস্বসনস্বসনো নিশ্বাসবাতঃ, হা বিবাদে, রংহসা হারং স্নাপয়ন্ স্নগধরদলস্ত দলনকারিতাং যদাপি
প্রাপ্তো নাসাবিবরতঃ সকাশাং ॥

ক্ষোদিত হয়ে বিরাজিত এদের প্রাণ কিছুতেই বেরিয়ে না যায়, একরূপ চিত্তাবাপ্প জাতমাত্রই স্বয়ং সুন্দরীদের
কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল ।

৭৪। আরও, যতক্ষণ-না ঘনম্ব ছেড়ে দিয়ে সেই বাম্প অক্ষর মতো বেরিয়ে আসতে লাগল নয়ন-
দ্বারে, ততক্ষণ অবলাগণ আকাশের গায়ে আঁকা অনুরাগ-লেখার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চূপচাপ ।

৭৫। আরও, সুন্দরীদের হৃদয়ের সন্তাপ-হলাহল ভিতরে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে নয়নদ্বারে অঞ্জন-
রঞ্জিত অশ্রুসহরীচ্ছলে বাইরে নিপতিত হতে লাগল । কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁদের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে নিপতিত
হওয়া মাত্র অদৃশ্য হতে লাগল । পুনরায় কি প্রাণ-অপহরণে উত্তম সন্তাপ-হলাহল হৃদয়ে প্রবেশ করতে
লাগল ?

৭৬। অতঃপর সুন্দরীদের ঈষৎক্ষণ নিশ্বাসবায়ু ভূজধরমধ্যস্থ চঞ্চল ফুলহার হায় হায় বেগে মলিন
করত নাসাবিবরের নিকট থেকে অধরদলের দলনকারী হল—এ অতি আশ্চর্য কিছু নয় ।

৭৭। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কথাবার্তা ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা সুমুখীদের দুঃখধূলি

বিশ্বনাং গলিতেষিব নবলাবণ্যামৃতরসেযু সবিশেষং শেষং নাসাগ্রজাগ্রদবস্থং তদ্বিন্দুবিশেষমিব বীজত্বেন স্থিত-
তয়েব ন নিপতন্তুং মৌক্তিকমণিমনবরতং নিপতন্তোহপি কজ্জলাবিলা বিন্দবো নয়নবারাং বারান্তরসম্পত্তি-প্রতি-
পাদনায় ন মলিনয়াস্বভূবুঃ ॥

৭৮ । এবং সতি নিজনিজপ্রকৃতিকৃতিবৈচিত্র্যেণ বিবিধবিবক্ষয়া পিপক্ষয়াপি পরমামর্ষাদেবিবিধছদ্দি-
কারকারণং বিবিধশ্রিয়ঃ সর্বা এব বভূবুঃ ॥

৭৯ । তথা হি কাশ্চন — মুখ্যমোদোন্মত্তৈর্মধুরকলবঙ্কারকলয়া
স্বয়ং তানোবার্থানিব সমনুকুব্ধিরলিভিঃ ।
দিশঃ শ্রামাকারা নয়নবিগলংকজ্জলজল-
চ্ছটাতৈঃ কুব্ধ্যঃ সগদমগদন গদগদগিরঃ ॥

৭৭ । ভাসাং বদনবিশ্বনাং নবলাবণ্যামৃতরসেযু গলিতেষিব সংস্রবরতং নিপতন্তোহপি কজ্জলাবিলা নয়ন-
বারাং বিন্দবো নাসাগ্রজাগ্রদবস্থং মৌক্তিকমণিং ন মলিনয়াস্বভুরিত্যশ্রয়ঃ । উপরভবদনানাং ত্যক্তকথনানাম্, মৌক্তিকং
কীদৃশমিব ? তেষাং লাবণ্যামৃতরসানাং বিন্দুবিশেষমিব । শেষমদ্বিতীয়ম্ । সবিশেষমিত্যাপি হানিস্তত্ত্বং ন জাতেতি
ভাবঃ । কথমিতি চেত্তত্রোৎপ্রেক্ষমাণো বিশিনষ্টি—বীজ্যেতি । শ্রীকৃষ্ণমন্দহাসানন্তরং যুগপদেবোৎপত্তমানানাং লাবণ্যা-
মৃতরসানাং বীজত্বেন স্থিততয়া হেতুনেব ন নিপতন্তুং । যদ্যসাবপতিয়তদা তেনোদপৎস্তন্তেতি ভাবঃ । অতএবাহ—বারান্ত-
রেতি । অত্র নিঃস্বাসপবনোহধরদলং স্বমলিনয়াস্বকার, তং নাতিচিহ্নম্ । সকজ্জলাশ্চবিন্দবো মৌক্তিকমণিং যন্ন মলি-
নয়াস্বভূবুশ্চৈত্রেং স্বরতদেবেতি বাক্যার্থযোজন্য ॥

৭৮ । প্রকৃতিবাম্য-দাক্ষিণ্যাদি স্বভাবঃ, কৃতিতুরূপা চেষ্টা । পরমামর্ষাদেঃ প্রণয়সংরক্ত বিবাদ দৈত্যাং পিপক্ষয়া
পক্তু মিচ্ছয়া তান্ পরিণামবিশেষং প্রাপয়িতুমিচ্ছয়েত্যর্থঃ । ততুলান্ পিপক্ষতীতিবৎ । বিবিধছদ্দ্বিকারনিমিত্তং বিবিধা

ধূসরিত কমলাকৃতি বদনবিশ্ব থেকে গলে পড়তে থাকে নব লাবণ্যামৃতরসের মতো নয়নের কাজলকাল অশ্রু-
বিন্দু অনবরত ঝরে পড়তে থাকলেও নাসাগ্রে জাগন্ত মৌক্তিক মণিকে মলিন করতে পারে নি । এ যেন লাবণ্যা-
মৃত রসের অদ্বিতীয় সবিশেষ (কারণ অল্প হানিও জাত হয় নি) বিন্দু যা নব নব রসসম্পত্তি জন্মানোর বীজ-
রূপে থাকায় পড়ে যায় নি ।

মর্মভেদী দুঃখ নিবেদনরতা গোপীগণের শোভা :

এইরূপ হলে নিজ নিজ বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি স্বভাবের অনুরূপ চেষ্টা-বৈচিত্রে বিবিধবাক্য বিজ্ঞাসের
ইচ্ছায় ও প্রণয়-উদ্বিগ্নাদিকে পরিণামবিশেষ প্রাপ্তি করাবার ইচ্ছায় তাঁরা বিবিধ ছদ্দিকার হেতু বিবিধ শোভা
ধারণ করলেন ।

৭৯ । তথা হি—(দক্ষিণা যুহু ভজাদি) কেউ কেউ মুখ্যমোদে মত্ত অলিকুলের দ্বারে মধুর গুন্ গুন্
গুঞ্জন-নৈপুণ্যে যেন স্বয়ংই বার বার অবিকল তাঁদের মেই ইচ্ছাই ব্যক্ত করতে করতে এবং নয়ন-বিগলিত
কাজল-ধোয়া জলের ছটায় চতুর্দিক্ শ্রামলিমায় ডরিয়ে দিতে দিতে কিছু বলতে লাগলেন স্ব স্ব যুৎস্বরীর

- ৮০। কাশ্চন— স্তবকৈরতিদন্তকাস্তভাসাং, ভ্রমরৈশ্চাননগন্ধনির্ভরাক্ষৈঃ ।
 পুরতন্তিলতঙুলায়মানং, বিদধতো্য গগনাঞ্চলং জজন্মুঃ ॥
- ৮১। কাশ্চন— অনুরাগরসেন রঞ্জিতং, স্বরশব্দার্থবিশেষপূজিতম্ ।
 মৃদুগঞ্জগিরামখীশ্বরী, রসনাগোচরমুচিরে বচঃ ॥
- ৮২। কাশ্চন— অতিচঞ্চললোচনাঞ্চলাভিঃ, বিয়তীন্দীবরকাননং সৃজন্ত্যঃ ।
 কিরণৈরপি পুণ্ডরীকখণ্ডং দশনানাং পরুবা রুবা সমুচুঃ ॥
- ৮৩। মদশোণকটাক্ষ-বীক্ষণৈঃ, কুটিলভ্রলতিকাবিকাশিভিঃ ।
 ঘনঘর্মপয়ঃকণাননাঃ, কতমা মাধবমাবভাষিরে ॥

এব শ্রিয়ঃ শোভা যা সাং তাঃ হেতুর্থপ্রয়োগে সর্ববিভক্তীনাং প্রায়দর্শনমিতি পুথমা ॥

৭৯। কাশ্চন মুখ্যমোদেতি স্বমুহুংসখাঃ স্বযুখেস্বধীশ্ব হুঃখেন হুঃখিতো দক্ষিণমুহুয়ো ভদ্রাঈশ্ব্যাপুয়াঃ, সগদং সাময়ং যথা শ্রুতথা ॥

৮০। কাশ্চন স্তবকৈরতিদন্তপুকাশেন পূর্বতো বৈশিষ্ট্যাং স্পষ্টভাষিণ্য ইমা দক্ষিণাঃ পুথরাঃ পদ্মা-পুভৃতয়ো জ্ঞেয়াঃ ॥

৮১। কাশ্চনানুরাগেতি ভাষণে চাতুর্ধোদয়ানুধ্যাতব্যাক্ত্যা তস্মাদেব স্ববাম্যাত্মাপ্যবহিখয়া বামমধ্যা বিশাখাদয় ইমা গিরামখীশ্বরী সরস্বতী তত্। এব জিহ্বা-গোচরং বচ ইতি সৈব তাদৃশং বক্তুং জানাতি, নাত্মা কাপীতি ভাবঃ ॥

৮২। কাশ্চনতিচঞ্চলেতি রোবাদরান্ন-কটাক্ষাণামপীন্দীবরজং স্বসখীনাং শোণকটাক্ষতর্জন-দৃষ্ট্যা ভদ্রমুচিতমেব ক্রিয়তে ইত্যানুমোদনেনাস্তঃপুসাদোদয়াদবহিস্তু রুবা ভাষণে পাক্ষ্যমিতি যথাযোগ্যং বাম্যপুথবাভ্যাং যুক্তাঃ শ্রীরাধাদি-সখ্য ইমাঃ ॥

৮৩। মদশোণেতি সৌভাগ্যাধিকোন্ন মদীয়তাময়ভাবাদতিবাম্যোদয়াদতিরোষবত্যাঃ শ্রীরাধা-শ্রামা-ললিতাদয়

হুঃখে হুঃখিত হয়ে ।

৮০। (দক্ষিণাপ্রথরা পদ্মাদি) কেউ কেউ উজ্জ্বল দন্তের অতি মনোহর হ্রাতিমঞ্জরীতে ও আনন-গন্ধে অতি অন্ধ কালো ভ্রমরের দ্বারা সম্মুখের গগনতল তিল তণ্ডুলের মতো সাদা কালো আভায় ভরিয়ে তুলতে তুলতে প্রগল্ভ বাক্য কিছু বলতে লাগলেন ।

৮১। (বামা মধ্যা বিশাখাদি) কেউ কেউ অনুরাগরসে রঞ্জিত স্বর-শব্দ-অর্থ বিশেষের দ্বারা অলঙ্কৃত, সরস্বতীদেবীর রসনারও অগোচর এবং মৃদু মধুর বাক্য বিগ্রাসে কিছু বলতে লাগলেন ।

৮২। (বামা প্রথরা রাধাসখী) কেউ কেউ অতি চঞ্চল কটাক্ষের দ্বারা আকাশে নীলকমল বন, আর দশনের কিরণে শুভ্র কমলখণ্ড সৃজন করতে করতে উগ্র ক্রোধে বলতে লাগলেন কিছু ।

৮৩। (সৌভাগ্যাধিকো মদীয়তা ভাব হেতু অতি বাম্য উদয় হেতু অতি রোষবতী শ্রীরাধা-শ্রামা ললিতাদি সখীগণ) মদারূপ কটাক্ষ বিক্ষণের দ্বারা কুটিল ভ্রলতিকা বিকাশকারিণী, ঘনঘর্মজলবিন্দুতে ব্যাপ্তা-ননা কেউ কেউ মাধবকে বলতে লাগলেন কিছু ।

- ৮৪ । কাশ্চন — বিনয়ানুনয়ানুরাগলক্ষ্মী-পরভাগৈঃ সমভাগভাগধেয়াঃ ।
জগদ্রুম্ভু গদগদস্বরেণ, প্রথিতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠিতাঃ সূকণ্ঠাঃ ॥
- ৮৫ । কেবলং নয়নকজ্জলাবিলৈ-রঞ্জাভিঃ স্পিত-তপ্তবক্ষসঃ ।
স্বানুরাগরভমানুসারিকা, গদগদং নিজগতঃ কুমারিকাঃ ॥

৮৬ । এবং প্রতিপ্রকৃতি বিপ্রকৃতিবিশেষতয়া যা যথামনীষমুক্তবত্যোহুক্তবত্যো হৃদয়মথ কালকূট-
কুটিলেন হৃৎথেন তাসাং তথা তথাবিধেন ক্রমেণ প্রতিবচনরচনাং নিরূপয়ামহে, যা মহেন্দ্রাদিগুরুণাঙ্গিরসেন
গুরুণাঙ্গিরসেন যথার্থতয়া কথয়িতুং ন শক্যতে ॥

৮৭ । অহো নঃ সাহসং হৃদন্ত ন সন্তো যদয়মূপক্রমো রসজ্ঞা রসজ্ঞানমদকণ্ঠখণ্ডনায় নায়মস্মাক-
মপরাধো যতঃ ক্ষুদ্রোহপি ক্ষুদ্রোপি তবৈকল্যোহকল্যোহপি তুলভমিষ্টমিষ্টদ্রব্যমভিলষতি ॥

আবভাষিরে ইত্যাহঃ । অত্রাণ্ড দৈবত্ব সম্যক্ভাভ্যামর্থভ্যাং মধ্যাত্তপ্রার্থে অপি যথাযথমবসেয়ে ॥

৮৪ । কাশ্চন বিনয়েতি তদীয়তাময় ভাববত্যো দক্ষিণামৃদ্বাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ো বিনয়াদীনং পরভাগৈরুৎকণ্ঠৈঃ সম-
ভাগং তুল্যমেব ভাগধেয়ং সৌভাগ্যং যাসাং তাঃ, যাবন্ত এষ বিনয়াদ্যৎকণ্ঠান্তাবন্তোষ সৌভাগ্যানীত্যর্থঃ ॥

৮৫ । কেবলমিতি মুখ্যত্বেন মৃদ্বো ধ্বনাদয় ইমা অনূচাঃ ॥

৮৬ । প্রতিপ্রকৃতি প্রকৃত্যা প্রকৃত্যা স্বয়-স্বভাবেন যা বিশিষ্টাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রকারান্তাভিরেব বিশেষো যাসাং
ততয়া অুক্তবত্যো হুক্তিবত্যঃ । আঙ্গিরসেন বৃহস্পতিনা কথয়িতুং ন শক্যতে, কিং পুনর্বর্ণয়িতুমিতি ভাবঃ । গুরুণা বৃহতা
আঙ্গিরসেন অদিনা রসেন শৃঙ্গারেণ যথার্থতয়ৌচিতোনে ॥

৮৭ । ক্ষুদ্রা বুদ্ধক্ষয়া রোপিতং বৈকল্যং যন্ত সঃ । অকল্যোহপ্যযোগ্যোহপি; স্বরা, রোগযুক্তোহপি; “কল্যো
সজ্জননিরাময়ো” ইত্যমরঃ ॥

৮৪ । (তদীয়তাময় ভাববতী দক্ষিণা মুহু চন্দ্রাবলী প্রমুখা) বিনয়-অনুনয়-অনুরাগশোভার পরাবধি-
দ্বারা তুল্য ভাগ্যবতী সূকণ্ঠী কেউ কেউ প্রসিদ্ধ উৎকণ্ঠায় অসঙ্কোচে মুহু গদগদ স্বরে কিছু বললেন ।

৮৫ । মুখ্যতা হেতু মুহু ধ্বন্যাদি কণ্ঠকা গোপীগণের মধ্যে কেউ কেউ কেবল নয়নকজ্জলে মলিন অশ্রুতে
বক্ষস্থল ভিজিয়ে দিতে দিতে নিজ নিজ অনুরাগ বেগ অনুসারে গদগদ কণ্ঠে কিছু বলতে লাগলেন ।

গোপীগীত :

৮৬ । এইরূপে নিজ নিজ স্বভাবানুসারে বিভেদরূপ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট-হৃদয়া গোপীগণ অতঃপর
কালকূট কুটিল হৃৎথে যথাবুদ্ধি যা বললেন তথা তথাবিধ ক্রম অনুসারে তাঁদের প্রতিটি বাক্যবিত্তাসের স্বরূপ নির্ণয়
করা হচ্ছে অতঃপর । এ কার্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি চরমকার্ত্তাপ্রাপ্ত শৃঙ্গাররসের সমুচিত ভাবে
করতে সমর্থ হবেন না ।

৮৭ । অহো হে রসজ্ঞ সাধুগণ ! আমাদের এ সাহসকে উপহাস করবেন না, কারণ এ-উত্তম রসজ্ঞান-
গবরূপ কণ্ঠ খণ্ডন করবার জন্যই । এখানে আমার কোন অপরাধ নেই, কারণ ক্ষুদ্র হয়েও ক্ষুদ্রায় বৈকল্যপ্রাপ্ত
ব্যক্তি অযোগ্য হলেও তুলভ-প্রিয়মিষ্ট দ্রব্য অভিলাষ করে ।

৮৮ । তত্র তাবৎ প্রথমং প্রথমজলাবণং দধত্যঃ কাশ্চিদাছঃ,—

‘হা হস্ত ভো হৃদকৃষা পরুযাক্ষরেণ, মৈবং বিবাদয়িতুমহঁসি নো বিশিষ্ট্য ।

সম্পূর্ণায় ভুবনস্ত বিধায় হর্ষং, বর্ষন্ত্যাহো ঘনরসং ন বিয়ং পয়োদাঃ ॥

৮৯ । কিঞ্চ, মুক্তং ন এতদবমুচ্য সমস্তবদ্ধু-নদ্ধুপমান্ যদগমাম তবাজিৎমূলম্ ।

বাপীতড়াগসরিদাদিপয়ো বিহায়, বাঞ্ছা জলে জলধরস্ত হি চাতকীনাং ॥’

৯০ । অপরা আছঃ সরোষহাসপরিহাসপেশলম্,—

‘পতাপত্যসুহৃদামনুবৃতি-ধর্ম ইত্যুপনিদেশ ভবান্ যৎ ।

অন্তুমৌ ত্বয়ি গুরাবুপদেশো মাদৃশীষু পদমেব ন ধত্তাম ॥

৮৮ । প্রথং খ্যাতম্, তাদৃশসম্ভাপেহপি কাংক্ষ্যোনানপগমশীলত্বং । হৃদকৃষা হৃদি অক্সত্রণো যততাদৃশেন পরুযাক্ষরেণ ॥

৮৯ । এবং তন্তাসমীক্ষ্যকারিত্বং প্রদর্শ্য স্বৈবাস্ত যুক্তকারিত্বমাহঃ,—বৃক্তমিতি । অদ্ধুপমান্ কুপতুল্যান্ । চাতকীনাং মিত্যনেন স্বৈবাং ভাবস্ত নৈসর্গিকস্তত্ত্বাৎ এব, ন যৌগাধিকত্ব গর্হণীয়ত্বে ইতি ব্যঞ্জিতম্ ॥

৯০ । ত্বয়ি গুরৌ এষ উপদেশোহস্ত, রাত্রৌ নির্জনবনে সুন্দরীজনানাকৃষ্ট স্বয়ং গুরুঃ সম্ভবমেব ধর্মমুপ-
দিশন্ সন্ সদা বর্ত্তম্ভেত্যর্থঃ । নহু কিং বক্তং পরিহস্য ॥ নহি নহীত্যাহঃ,—মাদৃশীষু দ্রীষুঃ উপদেশঃ পদং ন ধত্তামিতি
কাংক্ষা, অপিতু ধত্তামেবেত্যর্থঃ । এতদর্থমেবাগতা বয়মিমাং ধর্মোপদেশং পূর্ণা কৃত্যার্থা এবাভূমেতি ভাবঃ । যদ্বা, স্পষ্ট-
মভিধরৈবাহঃ,—ত্বয়ি গুরৌ সত্যেব এষ উপদেশোহস্ত, ন চ তব গুরুত্বম্, নাপ্যস্বাভিসং গুরুঃ ক্রিয়সে, তব গোপজাতি-
ত্বেন ধর্মোপদেষ্টুং ত্বানর্হবাদস্বাকং চ উত্র অন্ধারাহিত্যাং দিতি ভাবঃ । নহু ভো হস্তিগো মুনিবচনমেবাভুবদামি, সত্যম্, মাদৃশী-
ষু মিতি মাদৃশোহনধিকারিণ্য ইতি ভাবঃ । যদ্বা ত্বয়ি গুরৌ এষ উপদেশোহস্ত, গুরুর্হি স্বয়ং ধর্মমাতর্ষেব অস্ত্যাংস্তত্র পূর্বত-
রিতুং শক্লোতি, ত্বয়া তু মোহিত্ববতাবে কোহপি পতিন্ কৃতঃ, কৃতাদপি মহেশাং পত্ন্যরপতাং ন জনিতম্, নাপ্যনুবৃতিঃ

৮৮ । সেখানে সকল গোপীর মধ্যে প্রথমে প্রসিদ্ধ অঙ্গলাবণ্যধারিনী কেউ কেউ বললেন—

‘হা হস্ত ভো, যা মরমে প্রবেশ করে ব্রণের আকার ধারণ করে নেয়, এমন কঠোর বাক্যে আমাদের
বিশেষ প্রকারে বিবাদে নিক্ষেপ করা উচিত নয় । মেঘ ভুবনের সম্পূর্ণের জন্ত হর্ষপূর্বক জলই বর্ষণ করে থাকে—
বিষ নয় ।

৮৯ । আরও, এ যুক্তিযুক্তও নয় । কারণ বদ্ধুবর্গকে কুপতুল্য পরিত্যাগ করে আগত চাতকীর
একমাত্র মেঘের জলেই বাঞ্ছা ।

৯০ । আরও, কেউ কেউ সরোষ হাস-পরিহাস মনোহারী বাক্যে বললেন—‘পতিপুত্রসুহৃদগণের
সেবাই ধর্ম’ এই যে তুমি উপদেশ করলে, এ উপদেশ গুরু তোমাতেই থাকুক : (গোপী—রাত্রিতে নির্জন বনে
সুন্দরীদের আকর্ষণ করে নিয়ে এসে স্বয়ং গুরু সেজে ধর্মোপদেশ করতে করতে সদা বিরাজমান থাক তুমি ।
কৃষ্ণ - বক্তা পরিহাস করছেন না-কি ? গোপী—না না এ পরিহাস নয়) — তাই বলা হচ্ছে ‘মাদৃশীষু’, মাদৃশী
জীহনে তোমার এ-উপদেশ দাঁড়ায় না, পিছলে পড়ে যায় ।

৯১ । হস্ত হস্তররতিসমূহস্ত । হস্তমানোহয়ং তব ব্যাহারো হা রোপিতো যদয়মস্মাস্থ কুতস্তরামপত্য-
মপত্যুক্তপতিসঙ্গানাং পতীনাংমপত্যমিতি তৎপুরুষে পুরুষেশ্বর ন ঘটতেহষয়ঃ, যতস্তদতিরিক্তোহরিক্তোত্তমগুণ-
রত্নাকর রত্নাকরতনয়ারাধিতচরণ নাতঃ পরঃ পতিরস্তি নারীণাং নারীণাং চ হান্ত হতো মানসানাম্ ॥'

৯২ । অত্যা আত্মঃ— 'কুবর্তে ঙ্মি রতিং মতিভাজঃ, প্রেমসি ত্রিভুবনাত্মনি নিত্যে ।

নার্তিৎ ক্ষণবিনাশি ভজন্তে পত্যপত্যসুহৃদাদি কৃতিভ্যঃ ॥

৯৩ । এষা হি সাধুতমা ধৃতমায়া রীতিঃ সা মান্তানাং সামান্তানাং চ বিশেষতোহশেষতোদহর মাদৃণাং
দৃশাং মনসামুক্তবো ধবো ভবানেব, ভবন্তমূতেহপি নো জুগুপ্সা, তন্নঃ প্রসাদ, সীদতু নায়মমায়মভুগতো গতোং-
সাহো জীবলোকনিকরঃ ॥

কুতেত্যধুনা তু তর্থেব তত্তং ক্রিয়তামিতি ভাবঃ ॥

৯১ । অরতিসমূহস্ত হস্তরতি কেবলমহুস্মারণ এব তব রসিকত্বমিতি ভাবঃ । হা ইতি পীড়ায়াম্, আরো-
পিতঃ পরীবাদ এব দত্ত ইত্যর্থঃ । পতীনাংমপত্যমিত্যন্তসপত্নীজাতমিত্যর্থঃ । অত হতোঃ পরঃ পতিনাস্তীতি তত্ত্বাপ্রসঙ্গে-
মানসানাংমনোজাতানাংমধিক্রুপাণামরীণামতো হস্তা ন ভবতি । রত্নাকরতনয়া লক্ষ্মীঃ সর্বনারীবর্গমুখ্যাপি নারায়ণস্ত
কাস্তাপি ত্র্যমেষ পতিং প্রাপ্তুং ত্য়চারণমারাধিতবতীত্যর্থঃ; (ভাং ১০।১৬।৩৬) যদ্বাঙ্গয়া শ্রীর্ললমাচরতপঃ" ইত্যাদেঃ ।
গোপরাজনন্দনংনৈব কুণ্ডে প্রাপ্তনিষ্ঠানামপি তাসামিয়ং মাহাত্ম্যাকৃতিঃ প্রেমকৃতৈব, প্রেমা হুসদপি মাহাত্ম্যং ক্ষোরয়তি,
কিমূত সৎ, ততশ্চ প্রেমাতীশ্বরস্ত মাহাত্ম্যাতীশ্বরমেব, ধখা আদিভরতচরিতে (ভাং ৫।৮।২৩) "কিংবা অরে আচরিতং
তপস্তপস্বিতানয়া বদিয়মবনিঃ" ইত্যাদি-গতো স্বমৃগপদম্পর্শেন পৃথিব্যা অপি ভাগ্যং বর্জিতমিতি এব এব সিদ্ধান্তঃ সর্বত্রা-
গ্রেহপ্যনুবর্তয়িতব্য ইতি ॥

৯২ । নিত্যে ইতি জীবায়া ব্যাবৃত্তঃ ॥

৯৩ । সা প্রসিদ্ধা এষা মান্তানামুত্তমানাং সামান্তানাং কনিষ্ঠনাঞ্চ রীতিধৃতমায়া ঋণ্ডিতকৈতবা, উদ্ধব উৎসব-

৯১ । হায় হায় হে শক্রকুলনাশী । এই যে তুমি আমাদের উপর হায় হায় অপবাদ আরোপ
করলে, এ-কথা তোমার হান্তকর । যারা নিত্য পতিসঙ্গ ত্যাগিনী তাদের আবার পতি কি ? বলতে পার
সপত্নীপুত্র । তবে হে পুরুষেশ্বর । সেই সপত্নীর স্বামীতে আমাদের মিলন ঘটে না । সুতরাং হে পূর্ণ গুণনিধি-
শ্রেষ্ঠ ! লক্ষ্মী আরাধিতচরণ । তুমি বিনা নারীদের অত্ম কোনও পতি নেই, আর মনোজাতপীড়ারূপ শত্রুরও
অন্ত কেউ হস্তা নেই ।

৯২ । অন্য কেউ বললেন—ত্রিভুবনের অন্তর্ধামী নিত্য প্রিয় তোমাতে বুদ্ধিমান জন রতি বিধান
করে থাকে । ক্ষণবিনাশী দুঃখদায়ক পতিপুত্র সুহৃদাদিকে চতুর নারী ভজন করে না ।

৯৩ । এই হল শ্রেষ্ঠতম নিক্ষেপিত রীতি—উত্তম ও অধম উভয়ের জন্যই । হে বিশেষ-অশেষ দুঃখ-
হর । মাদৃশ জনের মনোনয়নের উৎসবরূপ স্বামী তো তুমিই । তোমা বিহনে অমৃতেও আমাদের ঘৃণা । তাই
বলছি আমাদের উপর প্রসন্ন হও । তোমাতে অনুগত লাল এ-জীবলোক গতোৎসাহ হয়ে বিষাদে না-ডুবে
যায় ।

৯৪ । ছিকি মাশামা-শাবকদশমুপচিতাং কমলিনীমিব হিমাগমো মা গমো স্নাপয়িতুং নো জিজীবিষাম্ ॥’

৯৫ । অপরাশচাঃ,— ‘চিত্রমত্র ভবতাপহৃতং নো, গম্যতাং কথমহো বত ঘোষঃ ।

গচ্ছতো ন চ পদে পদমেকং, নাথ তে পদসরোরুহমূলং ॥

৯৬ । তেন তে ন বচো নবচোর বধুজনমানসস্ত মানদস্তশোষকরাবগ্রহগ্রহণযোগ্যং ভবিতুমর্হতি ॥’

৯৭ । ইতরা অপ্যাঃ,— ‘মুচ্যতাং কপট কৌতুকধূলী, সিচ্যতামধরবিশ্বমধূলী ।

ক্লাস্তিকারিপকুষোদিতমূলঃ, শাস্তিমিতু হৃদি তাপকুকূলঃ ॥

৯৮ । অপরথা মনোরথা মনোজকৃতাঃ পরিতাপকুশালুনা কুশা হু নাশয়িত্বা ন ইমান্তনুরগ্নাঃ প্রাপয্য
প্রাপয়িস্যন্তি যোষিদ্ধানুতাপমনুভবন্তুং ভবন্তুং । অস্মাকং তুভয়তো বিরহ ভয়তো বিরহঃ’ ইতি ॥

রূপঃ, ভবন্তুতে ত্বং বিনা অমুতে স্তব্ধানামপি নোহস্মাকং জুগুপ্সা যুগা ॥

৯৪ । আ-শাবকদশং বালদশামভিব্যাপ্য উপচিতাশাং মা ছিকি । কমলিনীং হিমাগম ইব নোহস্মাকং
জিজীবিষাং স্নাপয়িতুং মা গমঃ, মা প্রাপ্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥

৯৫ । ভবতা চিত্রমপহৃতমিত্যস্মাকং কো বা দোষ ইতি ভাবঃ ॥

৯৬ । তেন হেতুনা তে ভব বচো মান এব সস্ত তত্ত শোষকরোহবগ্রহো বৃষ্টিপুতিবন্ধঃ, তদগ্রহণযোগ্যং ন
ভবিতুমর্হতি, হে নবচোর ॥

৯৭ । অধরবিশ্বমধূলী সিচ্যতামিতি ক্ষেত্রে জলং সিচ্যতামিতিবৎ, তাপকুকূলঃ সন্তাপতুবাগ্নিঃ ॥

৯৮ । মনোরথাঃ কর্তারঃ পরিতাপ এব কুশালুরগ্নিস্তেন নোহস্মান্ কুশানাশয়িত্বা, হু নিশ্চিতম্, অস্তান্তনুঃ
প্রাপয্য ভবন্তুং প্রাপয়িস্যন্তি । হন্ত নিজৌজসা এতা মাং প্রাপ্তা এব, অহং তুপেক্ষয়া জীবধভাগী কেবলমভূবমিত্যেবমনু-
তাপমনুভবিস্যদীত্যর্থঃ । অস্মাকমিতি, স্পষ্টম্, ভঙ্গ্যা তু প্রেমপুখ্যাপকোহপ্যর্থঃ সম্ভবতি, স যথা—নহু স্বকৃতং কষ্টমহকারিণঃ

৯৪ । একেবারে বালদশা ধরে বেড়ে উঠা আমাদের আশালতা ছেদন করো না । শিশিরপাতে
কমলিনীর মতো দশাপ্রাপ্ত আমাদের বাঁচার ইচ্ছা স্নান করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসো না ।

৯৫ । অপর কেউ কেউ বললেন—অহো, তুমি ঘে আমাদের চিত্ত চুরি করে এখানে নিয়ে এসেছ,
হায় হায়, ব্রজে ফিরে যাবো কি করে । হে নাথ । তোমার পাদপদ্ম মূল থেকে একটি পাও আমাদের চলছে
না, ঘরের দিকে ।

৯৬ । তাই বলছি হে নবচোর, বধুজনের মনের মানরূপ শব্দের শোষকর অনাবৃষ্টি সৃজন করা
তোমার মতো লোকের পক্ষে সমীচীন হয় না ।

৯৭ । অপর একজন বলছেন—ছেরে দেও ছেরে দেও বন্ধু, কপট কৌতুক ধূলী । সেচন কর অধর-
বিশ্বমধূলি । শাস্তি প্রাপ্ত হোক ক্লাস্তিকারী কঠোর বাক্যমূল থেকে জাত সন্তাপতুবাগ্নি ।

৯৮ । অন্যথায় কামোখ মনোরথকে কর্তা বানিয়ে তোমার উপেক্ষা পরিতাপাগ্নিতে এ-তহু নাশ
করত অন্য একটি ধারণ করে তোমাকে লাভ করব । তুমি এদিকে যোষিৎ বধের অনুতাপ অনুভব করতে

৯৯। অপরাশ্চ'হঃ— অস্পৃশ্যম্ সমলোংসবকন্দৌ যর্হি বর্হদলভূষ তবাজ্জ্বী ।

ত'বদেব হি পরশ্চ সমক্ষং, স্থাহুমেব ন বয়ং প্রভাঃ ॥

১০০। তদিদং ভবৎপরপরভাগমপরাপরামৃশ্য সমানবয়ো নবযোষিতাং লবণিমাধুযাং মাধুযাং স্বী-
ক্রিয়তাম্ ॥

১০১। লৌকিকতাপারমিতা রমিতা নিজজনবৃন্দাবনপ্রিয়েণ বৃন্দাবনপ্রিয়েণ ভবতা বতান্তঃসন্তাপাং
নাইন্তি ॥

১০২। অথ ঋতিরূপা আজঃ —

বক্ষসি স্থিতবতী চ তুলস্থাঃ, স্পর্শ্যেব কমলা যমুপান্তে ।

অত্র তে চরণপদমপরাগে, রাগবান্নিকর এষ বধুনাং ॥

কষ্টতয়া ন মত্তস্তে ? সত্যম্, অস্মাকমুভয়তোংধুনা স্বীকারে বা তদভাবে বা; পক্ষে, বিরহরূপং যদুভয়ং তস্মাত্তু বিরহো
বিচ্ছেদ এব, কিন্তু প্রেমহতকগ্রন্থানামস্মাকং তদুদীয়ং কষ্টং সা বদীয়া হৃদীতিবা বাধিয্যত এবতি তত্রার্থার্থমেব প্রাথনৈয়-
মিতি ভাবঃ ॥

৯৯। কমলে ইবোংসবকন্দৌ উৎসবসুখদাতারৌ ॥

১০০। তত্তস্মাদিদং নবযোষিতাং মাধুযং স্বীক্রিয়তাম্, ভবৎপর এব পরভাগঃ শোভা যন্ত তৎ, অপরেরগজ্জনৈয়-
পরামৃশ্য পরাব্রষ্টুমশক্যং সমানং ত্বতুল্যমেব বয়ো যত্র তৎ, আ সম্যক্ ধুর্ম্মাশ্রয়রূপম্ ॥

১০১। নহু লোকনিন্দা ভবীষ্যতীতি ? তত্রাহঃ—লৌকিকতায়াঃ পারমিতাঃ প্রাপ্তাস্তাত্তলোকা ইত্যর্থঃ। ইয়ং
প্রকটসন্তোগপ্রার্থনা রসাতাসঞ্চে ন পর্ধাপনীয়া,—তস্তাঃ প্রকৃতিস্থ নাস্বিকামুখোথঞ্চে ন তজ্জৈলক্ষিতত্বাৎ। অতএব মধু-
পানমতারা নাস্বিকার্যাঃ প্রকৃতিস্থত্বাভাবে প্রত্যুত সা গুণবৈনোক্তমাংসাং পুনঃ প্রিয়তমোপেক্ষাবাথজ্জবিশীর্ণসর্বমর্মাণাং মহা-
সন্তাপোন্নথিতচিত্ততয়া প্রাপ্তপুক্রুতিবিপর্ধয়াণাং সেয়মহুত্রাগপ ধ্যাপনায়ৈবোন্মাদবিবর্তরূপা পরমবাম্যবতীনাংমপ্যাং মুখা-
দেতচ্চু শ্রুয়ৈব রসিকেন্দ্রেণ তেন তথা ব্যবসিতমিতি ॥

১০২। ঋতিরূপা ইত্যৈশ্বর্য়জ্ঞানসংস্কারবতো দাসীশ্রুত্যাঃ, সম্প্রতি দৈগ্গেন তু নিতরামেবেতি ভাবঃ। বক্ষসীতি

থাকবে। আমাদের কিন্তু অধুনা তোমার দ্বারা স্বীকার বা অস্বীকার উভয় প্রকারেই বিরহ ভয়ে বিচ্ছেদ হুঃখ
অনুভব হতে থাকবে।

৯৯। অপর কোন কোন গোপী বললেন - হে ময়ূরপুচ্ছধারি। যখন থেকে কমলের মতো সুখদায়ী
তোমার দুটি চরণ স্পর্শ করেছি সেই থেকেই পরপুরুষের সম্মুখে আমরা দাঁড়াতেই পারিনা।

১০০। তাই বলছি, নবযোষিৎগণের এ-মাধুর্য, যা তোমাতে মিলিত হলে শোভা পায়, অত্ন জন
স্পর্শই করতে পারে না, যা নিত্য একরূপে স্থিত এবং লাভগোর আশ্রয়স্বরূপ তা অঙ্গীকার কর, তুমি হে সুন্দর।

১০১। স্বজন পালনপ্রিয় ও বৃন্দাবনপ্রিয় তোমার নিকট লৌকিকতার পারপ্রাপ্তা উপভুক্তা
আমাদের হায় হায়, চিত্তসন্তাপ পাওয়া উচিত নয়।

১০২। অতঃপর ঐশ্বর্য়জ্ঞান সংস্কারবতী দাসীশ্রুত্যা ঋতিরূপা গোপীগণ বললেন—বক্ষস্থিতা

১০৩। অতএব প্রপন্নাঃ প্রপন্নাতিহারক মাশ্বান্ পরিহার্য্যঃ ॥

১০৪। অথ তৎসবাসনা উচুঃ—

‘তৎ প্রসীদ কৰুণানুনিধে নঃ সঙ্গতাঃ স্ব বসত্যৌ পরিহার্য্য।

তৎপদানুজপলাশবিলাস-স্বানমোদমদিরাধুতবুধাঃ ॥

১০৫। তদধুন্য ধুনানো মোহং পুরুষভূষণ ভূষণহর বরককণাকর্ণাপাঙ্গনিরীকর্ণকর্ণবলবলমানমানসা
মানসারঞ্জন প্রভবিহ বিহসিত-সিততচ্ছুরিত-দশন-বসনাকর্ণ্য তাকর্ণ্যতাৎকালিকশোভাবিশেষাণেশোভাতিহারিণা
বচনামৃতেন বিপণয়া কুরুষৌচৈর্নে। দাসীনে। দাসীনো ভব’ ইতি ॥

১০৬। এবমগ্ৰা অপিতৎসবাসনা উচুঃ—

‘খেলোলমলিকুণ্ডল-ভাষ-দগুণ্ডলমুখশিতশোভম্।

বাক্য তে স্মিতসুখামধুরোষ্ঠং, বক্তৃচন্দ্রমভবাম হি দাস্যঃ ॥

(ভা° ১০।৮।১২) “তস্মান্নান্যজোহং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইতি প্রসিদ্ধা গোপনান্নাত্যন্ত নারায়ণেনৈক্যমেব
পরমৈশ্বর্যমিতি মন্যমানঃ, কমলাপি তে যথা দাসীভাবমিচ্ছতি, তথা বয়মপীত্যাহঃ। অপার্থে চকারঃ ॥ (১০৩)

১০৪। তৎসবাসনা ইতি মুনিক্রপা ইতি ভাবঃ ॥

১০৫। ভূবঃ পৃথিব্যা এবমুষণঃ সন্তাপন্তঃ হরতীতি হে তাদৃশ! অকর্ণাপাদেন নিরীকর্ণমেব কর্ণ উৎসবঃ, স
এব বলং তেন বলমানং মানসং যাস্যং তানোহস্মান্ বচনামৃতেন বিপণয়া ক্রীড়া দাসীঃ কুরুষ। মান আদরন্তেন সহ
সারন্তং তেন, সাদরসরসতয়েতর্থাঃ। বিহসিতস্ত সিতস্ত সিতস্তা স্মিতস্তা ছুরিতস্ত দশনবসনস্তাকর্ণ্য তাকর্ণ্যোন তাৎ-
কালিকো যঃ শোভাবিশেষন্তোশোভাতিহারিণা ॥

১০৬। খেলেন লোল্যভ্যাং মণিকুণ্ডলাভ্যাং ভাষদীপ্যমানং গুণ্ডলং যত্র তম্; শ্লেষণ, কুণ্ডলে এব ভাষন্তৌ

হয়েও লক্ষ্মীদেবী যার উপাসনা করে থাকেন যেন তুলসীর সহিত স্পর্শাতেই এই বৃন্দাবনে, সেই চরণপদ্মে এ-
বধুগণ অতুরাগ বহন করছে।

১০৩। অতএব হে প্রপন্নাতিহারক! আমাদের প্রতি পরিত্যাগ কর না।

১০৪। অতঃপর ক্রতিরূপাদের সহিত একই বাসনায়ুক্তা মুনিক্রপা গোপীগণ বললেন—

হে কৰুণানুনিধে! স্বর ছেড়ে তোমার চরণে এসেছি। তোমার পদানুজপলাশবিলাসের আনন্দান
জনিত আনন্দমদিরায় চঞ্চলবুদ্ধি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

১০৫। তাই বলছি হে পুরুষভূষণ। অধুনা তোমার সুন্দর হাসির শুভ্রতচ্ছুরিত ওষ্ঠাধরের অকর্ণ-
দ্ব্যতির তাকর্ণ্যজনিত তৎকালিক শোভাবিশেষে অশেষ আতিহারী ও প্রভাবশালী বচনামৃতে হে পৃথিবীর
সন্তাপহারী! তোমার পরমকৰুণালিঙ্গ অকর্ণ নয়ন কোণের নিরীকর্ণোৎসবরূপ বলে বর্জমান মানসা আমাদেরিকে
দাসী কর—সাদর সরসতার সহিত ক্রয় করে।

১০৬। অতঃপর ক্রতিরূপাদের সহিত একই বাসনায়ুক্তা অগ্ৰ গোপীগণ বললেন—খেলোল মণি-
কুণ্ডলে দীপ্ত গুণ্ডলমুক্ত, পূর্ণশোভ, স্মিতসুখামধুর ওষ্ঠযুক্ত তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করে আমরা তোমার

১০৭ । মধুমধুরহসিতামৃতমৃতসঞ্জীবন-বননকারিণ্যো ভয়ভয়দমায়তমায়তমানসৌভগমতি-চাকু চাকুণ-
করকমলাগ্রং কমলাগ্রহিহরং ভুজদগুণং বিলোকা ভবাম দাস্তো দাস্তোচিতপ্রেমপ্রে মনসি নো ধারয় রয়তঃ ॥'

১০৮ । অথ নিত্যসিদ্ধা উচুঃ,— সকলমুত্তম ভগবন্ পুরুষরত্নগুণঃ গুণনিকাগার কিং তাবদাশং
দৃশ্যম্ ॥

১০৯ । কাঃ স্মিয়ন্তব মনোহরবংশী-কুজিতাস্ত্রত্বদঃ পরিহার্য ।

সাধুশীল কুলশীলশুশৈলী-মার্ধ্য নার্য্যচরিতাঙ্ঘ্রিলেঘুঃ ॥

১১০ । যত্স্রিলোকলোকলোচনচমৎকারকারণমখিলভুবন-সৌভাগ্যভগবন্তাস্পদং পদং সৌন্দর্য্যাবধেঃ
পরমমাদুর্ধ্যাধু্যমতিরমণীয়রমণীয়ক্সাধ্যরূপং রূপং তবেদমালোকা নির্ভরমেদিনী মেদিনীগত-খগ-মৃগ-পশুততিরতি-
বিপুলপুলককুল-কলিতাং তমুং ধন্তে ॥'

হৃদৌ যত্র তদুৎকৃষ্টমংলং যত্র তমুং তথাপ্যবগুতিশোভম্ ॥

১০৭ । হসিতামৃতমেব মৃতসঞ্জীবনং তত্ত বননকারিণ্যো যাচিকা বয়ং দাস্তো ভবাম, 'বহু যাচনে' । ভুজদগু-
ণং বিলোকা । কথন্তুতম্ ? ভয়তাপি ভয়দম, আ সম্যক্ বতমানং হ্যাতুং প্রবত্পরং সৌভগং যত্র তৎ, কমলারাঃ শোভার্য্য
গ্রহিৎ গ্রহনং হর্য্যতীতি তৎ, গ্রথিতসর্বশোভাকমিত্যর্থঃ দাস্যোচিতং প্রেমগুণং প্রাতি পুরয়তীতি তথাভূতে । নোহস্মান্ ॥

১০৮ । ভগবন্ হে শ্রীযুক্ত ! গুণনিকাগার নৃত্যমন্দির; "তবেদগুণনিকা নৃত্যো" ইতি মেদিনী ॥

১০৯ । হে সাধুশীল হে আর্য্য ! ইতি বৈশরীভ্যাপাদকং ত্বেচ্ছিতং কথমিতি পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ ॥

১১০ । অতিরমণীয়াভিরপি রমণীভির্ভক্সাধ্যরূপম্, ন ত্বনারাসলভ্যমিত্যর্থঃ । এতৎপ্রাপ্ত্যর্থং তাস্তীব্রতপোত্রতা-
দিকমপি কর্তুমর্হসি, ন তু কদাচিদপ্যক্সো বিরক্তমিতি ভাবঃ । যতো মেদিনীগন্তেত্যাদি । নির্ভরমেদিনী অতিশয়স্নেহবতী;
'ক্রিমিনা স্নেহনে' ॥ (১১১)

দাসী হওয়ার প্রা় লালসাষিত হয়েছি ।

১০৭ । ভয়েরও ভয়স্বরূপ, আজামুলস্বিত, অতিচাকু ~~করকমলবৃক্ষ~~ এবং যথায় বর্ণসৌন্দর্য্য
অবস্থামের জন্ত প্রযত্নপর সেই সর্বশোভা স্তবক ভুজদগু দেখে লুপ্ত হয়েছি । মধুমধুর হাস্তামৃত-মৃতসঞ্জীবন
যাচিকা আমরা তোমার দাসী ~~১১১~~ । দাস্তোচিত প্রেমের পূরণকারী তোমার মনে আমাদেরকে সজ্ঞর ধারণ কর ।

১০৮ । অতঃপর নিত্যসিদ্ধাগুণ বললেন—হে শ্রীযুক্ত ! হে সকল সৌভাগ্যশালী ! হে পুরুষরত্ন !
হে গুণরত্ন, হে নৃত্যমন্দির ! সর্বজন মনোহর তুমি, তোমাতে আসক্ত হয়েছি, এতে আমাদের দোষ কোথায় ?

১০৯ । মনোহর বংশী কুজনে অপকৃত মানসা কোন্ স্ত্রী হে স্বভাবসুন্দর, হে আর্য্য ! কুলশীলশুশৈলী
পরিত্যাগ করে আর্য্যচরিত থেকে বিচলিত না হয় ।

১১০ । যেহেতু ত্রিলোকলোচনের চমৎকারকারণ, অখিলভুবন-শোভার সৌভাগ্যসম্পত্তির আশ্পদ,
সৌন্দর্য্যাবধির আশ্রয়, পরমমাদুর্ধ্যাধু্য এবং অতি রমণীয় রমণীয় যক্সসাধ্য তোমার এ-রূপ দর্শন করে মেদিনীর
খগ-মৃগ-পশু সমূহ অতিশয় স্নেহবতী হয়ে বিপুল পুলকাবলীতে ব্যাপ্ত তনু ধারণ করে ।

১১১। পুনঃ শ্রুতিরূপা উচুঃ,—

‘আর্তিহা ব্রজভূবাং ভবসীতি, ব্যক্তমেব হি বিভো ভুবনেষু।

আদিপুরুষ ইবামরগোপ্তা, তেন হাতুমিহ নাইসি নন্তম্ ॥

১১২। তেনার্তবন্ধো নির্বন্ধো নির্ভরোহয়ং মা ক্রিয়তাম্, করুণাধি নিধেহি সন্তপ্তে ন উরসি শিরসি
শিশিরতরং রতরঞ্জি করকমলমলমলমতিমতি সন্তাপমলনকৃতে কিঙ্করীণাং রীণাং হৃদয়াধারাং ধারাং বাষ্পবিষ-
ধারাং বারাস্তরানাবতিনৌং বিধেহি, কিমতিপ্রসঙ্গেন, নো মনো রঞ্জয়, জয় জয় বিকলানাং সকাশানাং সর্বদা
সমুত্তাপতাপহারায় ॥

১১৩। বিধু, বংশীকলেন বড়িশেন ঝরীরিবাস্তা-নাকৃষ্ণ সঙ্গুণজুযা সুরসামিষণে।

শূলাকরোষি পরুষোক্তি শলাকয়ৈব-মাবিধ্য কিং পুনরুপেক্ষণবীতিহোত্রে ॥

১১২। রতরঞ্জি রতে রঞ্জকম্। অতিশয়ো যো মতিসন্তাপন্তস্য মলনং মর্দনং দূরীকরণমিতি ধাবৎ। তৎকৃতে
ততশ্চ বাষ্পবিষধারাং ধারাং বারাস্তরে পুনর্নাবর্তিতুং শীলং বসন্তাভ্যুত্থাং বিধেহি। সমুত্তাপো যাসাং তত্তাবস্ততা তস্য
অপহারায় ॥

১১৩। বংশীকলেনেত্যাদয়ো রাধাসখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণোক্তিপ্রত্যুজয়ঃ, ইত্যেবং রসসারাধিকা ইত্যগ্রেতন
গতেন ব্যক্তীভবিষ্ণুতি। শোভনো রসো নাদব্যজ্ঞ্যমানঃ শৃঙ্গার এব আমিষং যত্র তেনঃ প্লেষণে, সুরসামিষং মংস্তলোভ-
নীয়ং যত্র তেন বড়িশেন। শূলাকরোষীতি ‘শূলাং পাকে’ ইতি ডাচঃ শিক ইতি ধ্যাতম্ ॥

১১১। পুনরায় শ্রুতিরূপাগণ বললেন —

হে বিভু! তুমি যে ব্রজবাসিগণের আর্তিহারী, আদিপুরুষ নারায়ণের মতো দেবতাগণের রক্ষক —
এ কথাতে বিখ্যাতই আছে। তাই বলছি, তুমি আমাদের এ-বনে ত্যাগ করতে পার না।

১১২। অতএব হে আর্তবন্ধো! তোমার এ-জ্ঞেদ দূঢ় করা উচিত নয়। হে করুণানিধে! তোমার
সুশীতল-রতিরঞ্জক-অমল করকমল আমাদের সন্তপ্ত বক্ষে ও শিরে ধরে রাখ যতক্ষণ-না চিত্তের সন্তাপ দূরীভূত
হয়ে যায়। অতঃপর প্রবহমান বাষ্পবিষজলধারা পুনঃ যেন আর এ-কিঙ্করীদের হৃদয়-খাদে ফিরে না আসে,
এমন করে দেও। আর বেশী বলবার কি প্রয়োজন, আমাদের মন রঞ্জিত করে তোল। উপেক্ষায় বিকল হৃদয়া
আমাদের সকলের সন্তাপক্লিষ্টতা অপহরণ করে নেওয়ার জন্য সর্বদার তরে তোমার জয় জয়কার ফলাও
করে তোল।

১৩। (রাধার সখীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি—)

আরও, হে কৃষ্ণ! কেন তুমি সঙ্গুণরূপ রজু ও শোভন শৃঙ্গাররসরূপ সুরস টোপ পরানো বংশী-
নাদরূপ বড়িশের দ্বারা আমাদের মংস্তুর মতো টেনে নিয়ে এসে কঠোর উক্তিরূপ শলাকায় বিদ্ধ করে পুনরায়
উপেক্ষারূপ অগ্নিতে ছেঁকে শিক কাবাব বানিয়ে দিচ্ছ!।

- ১১৪ । অহমাশ্রুদামুদারভাবৈ-মূরলীনাদ-বিনোদমাতনোমি ।
যদিতো বিকলাঃ কুলাঙ্গনাঃ স্যুঃ সকলা এব তদত্র মে ক দোষঃ ॥
- ১১৫ । সদংশভূরকুটিলা সহজৈকপবী, সারাস্বিতা চ মুরলী ন হি দৃশ্যতীয়ম্ ।
অশ্রাঃ কলৈব'ত জনং জনমেব নাম-গ্রাহং যদাহ্বয়সি নঃ স তবৈব দোষঃ ॥
- ১১৬ । মুরলী মরুদাভিমুখ্যমাত্রৈ ন ধ্বনতীয়ং ন ময়ৈব বাণ্যমানা ।
স্বয়মাহ্বয়তীয়মিচ্ছয়া বঃ, সকলানামপি নাম নাম বেত্তি ॥
- ১১৭ । এবং চেত্তথাপি তবৈব দোষঃ, নহি তত্রভবতো ভবতোহসাদুসঙ্গঃ সমুচিতঃ । তথা হি—
ছিদ্রৈযু'তা বহুভিরেব কঠোরগাত্রী, শৃঙ্খান্তরাতিমুখরা মহতো ন বংশাৎ ।
জাতা পরশ্য কুলপঙ্ককলঙ্ককর্ত্রী, বংশী তবেয়মিহ নারহিতি সাধুবাদম্ ॥
- ১১৮ । অহো নাদব্রহ্মোপনিষদমিবৈনাং ভগবতীং
নবচ্ছিদ্রাং মূর্তিং স্বয়মুপগতাং মৎপ্রণয়তঃ ।

১১৪ । সকলা এব সমস্তা এব; শ্লেষণ, কলাভিঃ সহিতা এব, নান্ধা ইতি গানাদিকলাতত্ত্ববিজ্ঞতৈব যুগ্মাশ্বনর্থ-
কারিলীতি ভাবঃ ॥

১১৫ । সহজমেকং পর্ব গ্রন্থিকংসবশ্চ যশ্রাং যতশ্চ, নামগ্রাহং নাম গৃহীত্বা “নান্যাদিশিগ্রাহোঃ” ইতি গমুল্ ॥

১১৬ । নাম প্রাকাশে, নাম সংজ্ঞায়াম্ ॥

১১৭ । নম্রসাদুসং মুরল্যাঃ কণমিতি চেৎ, তদ্বচনেনৈব তদান্যাতম্, প্রত্যক্ষতোহপ্যুপলভাতে চেত্যাহঃ—ছিদ্রৈ-
রিত্তি । এবঞ্চ সদংশভূরিত্যাদিনা বর্ণিতো গুণস্ত বিবকুন্তপরোমুখত্বায়েন দোষায়ৈবেতি ত্রোতীতম্ ॥

১১৮ । ইব-শব্দ এবার্থে; নবচ্ছিদ্রাকারং মূর্তিং তত্ত্বং স্বয়মেব কৌতুকবশাৎপগতাং প্রাপ্তাম্ ॥

১১৪ । হে গোপীগণ! আমি নিজ আনন্দের উদারতায় মুরলীনাদবিনোদ বিস্তার করে থাকি,
এতে যদি কুলাঙ্গনা সকল বিকলতা প্রাপ্ত হয়, তবে আমার কি দোষ ।

১১৫ । সদংশজাতা অকুটিলা স্বভাবতঃ একপবী সারযুক্ত এ-মুরলীকে দোষ দেওয়া যায় না ।
যেহেতু, হায় হায় তুমিই তো এর মধুর ধ্বনিতে আমাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে আহ্বান কর, দোষ
তোমারই ।

১১৬ । না না, আমি বাজাই না । বায়ুর অভিমুখী হওয়া মাত্রই এ-মুরলী আপনি আপনি বাজে ।
নিজেই নিজ স্বতন্ত্রায় তোমাদিকে স্পষ্টরূপে ডাকে । সকলেরই নাম সে জানে ।

১১৭ । একুপ হলেও তোমারই দোষ । পরমপূজনীয় তোমার এ অসাদুসঙ্গ সমুচিত নয় । তথা হি—
ছিদ্র তো এতে বহুই—কঠোর গাত্রী, শৃঙ্খ অস্তুরা, অতি মুখরা, মহৎ বংশ থেকে জাত নয়, পর-
কূলে কলঙ্কপঙ্ক লেপনকারী । এ-গোপীসমাজে তোমার এ-বংশী সাধুবাদের যোগ্য নয় ।

১১৮ । আরে গোপীগণ! তোমাদের তো বড় সাহস দেখছি—চিদানন্দমূর্তি, করসরোজদ্বয়চরী,
যশোহংসী বংশীকে আমার উপহাস করছ । অহো এ তো সাক্ষাৎ ভগবতী নান্দব্রহ্মরূপা উপনিষদ, আমার প্রেমে

চিদানন্দাকারাং মম করসরোজদয়চরীং

যশোহংসীং বংশীং হসখ বহু বঃ সাহসমিদম ॥'

১১৯। ইত্যেৎ রসসারাধিকা রাধিকা সহচরীভিঃ সহ বচন-প্রতিবচন চাতুরীতুরীয়দশায়ামপরাশচ পরাশচর্যা বোধেন বিদগ্ধশেখরস্য খরশ্চদোপেক্ষাহানিমবধাধ্য বিকসমুখ্যো মুখ্যাৎকণ্ঠানুচরীভূতসরসতামতাৎপর্য্য পর্য্যবসিত-সিত-স্মিত-লেশাশচ যদি বভূবুস্তদা যুত্ৰহসিতেন সিতেন দশনমহসা মহসারশ্চেন বচসা চ সাধু সম্মা-নয়ন্নয়ন্নানন্দস্য পরাং কোটিমতিকোটিমতিমদতর্ক্যামদতর্ক্যমাণরিরংসোহরং সোহপি কোটিকন্দর্পদর্পহারী স্বাত্মা-রামো রামোত্তম। রময়িতুময়িতুমপি তাসামনুরাগপারাবারপারাবারয়োর্মধ্যমারেভে মারেভেণানুগতঃ ॥

১২০। ততশ্চ, আনন্দেন সমন্ততো জয়জয়েত্য়াকৌর্ন্তিতং পত্রিভি-

বল্লীভিঃ পরিতঃ স্মিতং ক্ষিতিকুহৈ রোমাঞ্চিতং সব'তঃ ।

১১৯। তুরীয়দশায়ামুত্তরকাষ্ঠায়ামপরা অপি রসসারেণাধিকা গোপাঃ খরশ্চদায়াতীক্সবেগায় উপেক্ষায়া হানি-মবধাধ্য যদি বিকসমুখ্যো বভূবুস্তদা সোহপি স্বাত্মারামঃ স্বাত্মানং রময়ন্নেব রামোত্তমাস্তা রময়িতুমারেভে । কীদৃশঃ ? মুখ্যা যা উৎকণ্ঠা তস্তা অনুচরীভূতা তদনুগামিনী যা সরসতা বাক্চাতুর্ঘনিষ্ঠা তথৈব সতাৎপর্য্য যথা শ্রান্তথা, পর্য্যবসিতো নির্বা-রিতঃ সিতঃ নির্মলঃ স্মিতলেশো ষাভিত্তাঃ । অবহিতয়া দ্রুপদ্ববশ্চ স্মিতস্ত লেশো নিষ্ক্রান্ত এব পরিচিতস্তস্ত তাৎপর্যমপি তাভিরবগতমিত্যর্থঃ । ততশ্চ ব্যক্তায়া অবহিতায়া রক্ষণমহচিতমিতি মত্বা হসিতেনেত্যাদি মহসারশ্চেন বচসা চেতি মম বাক্চকৌতুকবিলসিতং ভবতীভিঃ সম্যাগেবাচ্চ নির্বাহিতমিত্যাঙ্গিপ্রকারকেণ । নহু তাসাং মধ্যে মধ্যে কয়পি তস্ত রিরংসা প্রথমং কিমিতি তর্কয়িতুমশকাতেতি ? তত্রাহ—অতিশয়ঃ কোটিক্ষংকধো বস্ত্রান্তথাভূতমতিমত্তিরপাতর্ক্যো যো মদো মত্ততা তেনৈব তর্ক্যমাণা রিরংসা যন্ত সঃ । যদি মদন্তর্কয়িতুং শক্যেত, তদা তৎকারণভূতা রিরংসাপি স্মৃণেনেত্যর্থঃ । তাভিস্ত পরমবুদ্ধিমন্তীভিরপি স্বানুরাগোন্মত্ততথৈব স ন তর্কিত ইতি ভাবঃ । অয়িতুং গন্তুম, পারাবারঃ সমুদ্রঃ, মারেভেন কামহস্তিনা ॥

নিজেই কৌতুকবশে নবচ্ছিন্ন তনুধারী ।

রমণারম্ভ :

১১৯। এইরূপে রাধিকার সখীগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি-চাতুরী চরম দশায় পৌছে গেলে কৃষ্ণের চরমোৎকণ্ঠার অনুগামিনী বাক্চাতুর্ঘনিষ্ঠা দেখে তাঁর মুখের নির্মল হাসির লেশটুকুও যাঁরা সতাৎপর্য্য নিশ্চয়-রূপে বুঝে নিচ্ছিলেন সেই রসশ্রেষ্ঠতার শিরোমণি অপর গোপীগণ তাঁদের পরমাশ্চর্য্য বুদ্ধিদ্বারা বিদগ্ধশিরো-মণির তীক্ষ্ণ বেগা উপেক্ষার ঘাটতি বুঝতে পেরে যদি প্রফুল্লমুখী হয়ে উঠলেন তখন চরমকাষ্ঠা প্রাপ্তা পরম বুদ্ধীমতীরও তর্কাতীত মত্ততা দ্বারাই একমাত্র তর্কমান রমণেচ্ছাময় সেই কোটিকন্দর্পদর্পহারী কৃষ্ণ চটজলদি নিজ আত্মাকে রমণ করাতে করাতে ঐ শ্রেষ্ঠ গোপীগণকে রমণ করাতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের অনুরাগ সমুদ্রের একূল-ওকূলের মধ্যভাগে যেতে আরম্ভ করলেন, কামহস্তীর আনুগত্যে ।

১২০। অতঃপর পাখীসব চতুর্দিকে 'জয় জয়' উচ্চ কীর্তন করতে লাগল, মতাবলী চতুর্দিকে হেসে উঠল, বৃক্ষশ্রেণী চতুর্দিকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, পরস্পর প্রিয়লাপ-আকুলতা হেতু হরিনীগণ যুথবদ্ধ হল এবং

অশ্রোত্ব প্রিয়সংকথাকুলতয়া সংযুক্তমেবীগণৈঃ

পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিবহৈঃ শ্লিষ্টং ধরণ্যাপি চ ॥

১২১ । এবং অরসমরসমরসচিন্তামণীরমণীরতিপরভাগপরভাগধেয়াধেয়া ব্রজপুরপুন্দরনন্দনশ্রু বিজি-
হীর্ষা হীর্ষাদিদোষরহিতহিততরেতরেতরসৌহৃদহৃদয়ালুতমভিস্তাভিঃ সমং যদি সমজনি, তদা যুগপদেব তা বন-
দেবতা বনচর-খগ-মৃগ-তরু-বল্লয়শ্চ তা মুচ্ছোথিতা ইব তদৈব সমুৎপন্না ইব দেহান্তরমাসাদিতা ইব স্নাতা ইবা-
মৃতরসেন সমপত্তন্ত ॥

১২২ । ততশ্চ, সমেতাভিস্তাভিঃ সহ স হরিরানন্দলহরী-
হরিদ্বন্দ্বাপ্লাবী শ্রিতমধুরমৃগাস্ত্রবিধুভিঃ ।
অকম্পাভিঃ কম্পাততিভিরিব সম্পালিতামু-
ধরাধারো ধারাধর ইব নবীনো বাহরত ॥

১২৩ । ততশ্চ, সৌকঠৈরুপগীয়মানচরিতঃ প্রেমণা স্ককষ্টিগণৈঃ
কঠেনাপি চ বেণুনাপি চ কলং গায়ন্ ক্রমেণৈব সঃ ।

১২০ । পত্রিভিঃ পক্ষিভিঃ ॥

১২১ । তস্য তাভিঃ সহ বিজিহীর্ষা কথভূতা ? অরসমরে কামসংগ্রামে সমঃ কৃষ্ণতুলা এব রসো বাসাং তাশ্চ
ভাষ্টিস্তামণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণাভীষ্টসম্পাদয়িত্বাশ্চ বা রমণ্যাস্তাসাং রতিপরভাগঃ প্রেমসৌন্দর্যং পরং শ্রেষ্ঠং ভাগধেয়ং ভাগ্যং তদে-
বাধেয়ং বস্যাং সা । কীদৃশীভিঃ ? দৈর্ঘ্যাদিদোষরহিতাশ্চ তাঃ, প্রত্যুত হিততরাশ্চ, প্রত্যুততরামিতরেতরসৌহৃদেন হৃদ-
য়ালুতমশ্চেতি তাভিস্তত্র কারণং তু ব্যাখ্যাতপূর্বমেব । মুচ্ছোথিতা ইবেতি তাসাং শোকেন তান্তাবৎকালং মোহপর্ষন্ত-
দশাং প্রাপ্য স্থিতা ইবেতি ভাবঃ । তদৈব সমুৎপন্না ইবেতি ততোঃপ্যগ্রেতন-মৃত্যুদশাঞ্চ । দেহান্তরমিতি তদানীন্তনস্তাদৃশ
আনন্দশ্চ তস্মিন্ জন্মনি কদাপি ভাভিন লব্ধ ইবেতি ভাবঃ । অত্র হেতুঃ—অমৃতেন ॥

১২২ । সংপালিত ইতি তাভিঃ সমস্তাদাবরণাৎ, ধরা গৃহী আধারো বস্য স ভূমিষ্ঠ ইত্যর্থঃ ধারাধরো মেঘঃ ॥

পুষ্পর মকরন্দবিন্দুনিবহে ধরণী ভিজে উঠল ।

১২১ । দৈর্ঘ্যাদি দোষরহিতা, প্রত্যুত অধিক কল্যাণময়ী এবং পরস্পর অত্যাধিক সৌহার্দে বদ্ধ
ধাকায় অত্যাধিক হতে অত্যাধিক উদারচিন্তা গোপীগণের সঙ্গে ব্রজপুরপুন্দরনন্দনের বিহার ইচ্ছা যদি উৎপন্ন
হল, যাতে রয়েছে কামসংগ্রামে কৃষ্ণতুলা রসে ঢলঢলে ও চিন্তামণিস্বরূপ রমণীদের প্রেমসৌন্দর্যভাগ্যশ্রেষ্ঠ,
তখন যুগপৎই বৃন্দাদেবী প্রমুখা বনদেবীগণ ও বনচর খগ-মৃগ-তরুলতা সকল যেন অমৃতরসে স্নাতা হয়ে
মুচ্ছোথিতার মতো, সত্তা সমুৎপন্নর মতো বা দেহান্তর প্রাপ্তার মতো অবস্থা লাভ করল ।

১২২ । শ্রিত-মধুর-মৃগ আননচন্দ্রা মণ্ডলীবদ্ধা গোপীদের সহিত স্থির বিদ্রোহমালাতে যেন পরিবেষ্টিত
তনু জীহরি ভূমিষ্ঠ নবীন মেঘের মতো বিহার করতে লাগলেন -- আনন্দলহরীতে দিকমণ্ডল প্রাবিত করে
দিতে দিতে ।

১২৩ । অতঃপর স্ককষ্টিগণের দ্বারা প্রেমে উৎকণ্ঠার সহিত উপগীয়মান চরিত এবং অলিশ্রেষ্ঠের

মালামালুলিতামলীঙ্গগুরুতাং বাতৈঃ পদালম্বিনীং
বিভ্রাণঃ প্রতিভুরহং প্রতিভূতং বভ্রাম দামোদরঃ ॥

১২৪। এবং সতি সময়সময়মানয়া প্রেমরসোক্ষিতয়াহলক্ষিতয়া লসদম্বটন-ম্বটনসমর্থপ্রভাবয়া যোগ-
মায়য়াগমায়য়া যথাবস্থিতভরাগমনবিপর্যাস্ত-সমস্ত-বেশভূষণাং স্মরসমরমণীনাং রমণীনাং তৎকালমাসামাসাত্ত-
মানসারজন-রজনী বনবিহারসমুচিতা বেশভূষা মহানুভাবয়া ভাবয়ামাসে ন চ তা অপি তদ্বিত্তরহো রহোইস্থাঃ ॥

১২৫। তথাভূতাসু তাসু বসুধাসুধায়মানেন সুধাকরকরনিকরেণ কলধৌত-জলধৌত ইব বনমধ্যে
সহ তাভিবর্নবিহারগণপরপরমানন্দো মানদোহয়মিব ॥

১২৬। চিত্রৈঃ পট্রৈর্নখবিদলিতৈঃ কল্পয়ন্ পত্রলেখাং
নানাপুষ্পৈঃ স্বকরবিচিত্রিতৈঃ কঞ্চুলীং নির্মাণাং ।
বল্লীখণ্ডৈস্তবকচট্টলৈঃ সাধয়ন্নঙ্গদাদীন
যাসাং তেনেহলকললিততাং ধূলিভিঃ কৌসুমীভিঃ ॥

১২৩। গুরুতাং পক্ষিণাম্ ॥

১২৪। অগমো দুজ্জয়োহয়ঃ শুভাবহবিধির্ষস্যাংস্তয়া যোগমায়য়া আসামাসাত্তমানা সারজনিকংকুটজন্ম যয়া
তস্যায় রজনৌ বনবিহারে সমুচিতা বেশভূষা বেশেন বোড়শাকলায়কেন সহ ভূষা দাদশাভরণাঙ্কিকা ভাবয়ামাসে, চক্রে
ইত্যর্থঃ ॥

১২৫। করনিকরেণ হেতুনা; কলধৌতস্য রক্ততস্য জলেন ধৌত ইব ॥

১২৬। স্তবকেন চট্টলৈঃ শোভনৈঃ ॥

পাখার বাতাসে আলুলিত চরণপর্যন্ত লম্বিত সুমালী দামোদর প্রতি বৃক্ষ প্রতি লতার নিকট ভ্রমণ করতে
লাগলেন ।

১২৪। এইরূপ পরিস্থিতিতে সময়মত আগমনপরা, প্রেমরসসিদ্ধিতা, অলক্ষিতা, অম্বটন-ম্বটন
সামর্থ্য প্রভাবে দীপ্তা, দুজ্জয় শুভাবহ বিধিযুক্তা এবং মহানুভবা যোগমায়য়া রজনীবনবিহার সমুচিত বেশভূষা
তৎকালে করে দিলেন । এই রজনীতে বংশীশ্রবণের স্বরায় যথাবস্থিত আগমন হেতু বিপর্যস্ত সমস্ত বেশভূষা-
ধারিণী, কামসমরমণি এই রমণীদের উৎকৃষ্ট জন্মের প্রাপ্তিযোগ আগমনপর হল ।

১২৫। তাঁরা এইরূপ ভূষিতা হয়ে গেলে ধরনিকে অমৃতময়কারী সুধাকরের করনিকরপাতে রৌপ্য-
জলধৌত প্রতীয়মান বনমধ্যে গোপীগণ সহ বনবিহার-রণে তৎপর পরমানন্দ কৃষ্ণ যেন তাঁদের মান দোহন
করতে করতে—

১২৬। নখ-বিদলিত চিত্রবিচিত্র পত্রে পত্রলেখা রচনা করতে করতে, স্বকর-চয়িত নানাপুষ্পে কাঁচুলি
নির্মাণে তৎপর হয়ে এবং স্তবকে শোভন লতাখণ্ডে অঙ্গদাদি অলঙ্কার নির্মাণ করতে করতে বিরাজমান, কৃষ্ণ
কুসুমপরাগে গোপীদের অলকাবলীর শোভা বিস্তার করে তুললেন ।

১২৭ । কিঞ্চ, হারং মল্লীকুসুমনিকরৈঃ পত্রপাশ্যাং কদম্বৈ-
 রুৎসং শূলসরসিঞ্জৈর্গুণ্ডশোভাং চ লোভৈঃ ।
 কুন্দৈঃ কণ্ঠাভরণরচনাং কেসরৈঃ কাঞ্চিমাংসাং
 কুব্জং স্বীয়াং যুগপদনখাং দর্শয়ামাস শিক্ষাম্ ॥

১২৮ । এবং তাসাং চ—

কাচিং কেশরকুড়্ মলং শ্রবণয়োঃ কাচিং কচে কেতকীং
 কাচিদক্ষসি তস্য মল্লিকুসুমৈরাকল্যা হারোত্তমম্ ।
 উষ্ণীষেহকৃত কিঙ্কিরাতমপরা যুথীস্রজঃ খণ্ডকৈঃ
 কাচিং কঙ্কণমঙ্গদং ■ বকুলৈঃ কাচিচ্চ কাঞ্চীগুণম্ ॥

১৩৯ । এবং প্রারিপ্সিতেপ্সিতেতরবিলক্ষণলক্ষণস্য রাসবিহারস্য রম্যতমানি বনবিহাররতোৎসব নৃত্য-
 কলাজলবিহাররূপাণাঙ্গানি চত্বারি ॥

১৩০ । তেষু চারক্রে বনবিলাসে নিরাবিলাসে নিরাবরণরণম্মদকলকলকণ্ঠরোলম্ব-লম্বমানকলবাহার-
 মাধুরীধুরীণাসু দিঙ্গুগুণীষু মদনমদনমক্ষিয়ো ধিয়োটকৃষ্ণরতয়ো যুবতয়ো যুথশ্চ এব ॥

১২৭ । পত্রপাশ্যাং ললাটালঙ্কারম্ ॥

১২৮ । তাসাং মধ্যে কিঙ্কিরাতমশোকমপরা শ্রেষ্ঠা কাচিং । সর্বত্রাকৃত্যেননাঘরঃ ॥

১২৯ । প্রারিপ্সিতস্য প্রারকু মিত্তস্যোপ্সিতেতরতো লীলাস্তরাদবিলক্ষণং লক্ষণং যস্য তস্য ॥

১৩০ । নিরাবিল আসঃ হিত্তির্ঘণ্ড তন্মিন্, নিরাবরণং যথা স্রাজ্জা, রণতাং কুজতাং মদকলানাং মতানাং কল-
 কণ্ঠানাং কোকিলানাং রোলম্বানাং ভ্রুগাং লম্বমানা যা কলবাহারমাধুরী তস্তা ধুরীণাসু । মদনমদন কামমত্ততরা নমস্তী
 ধীয়াং তাঃ ॥

১২৭ । আরও মল্লীকুসুমনিকরে গোপীদের হার, কদম্বে ললাটালঙ্কার, শূলকমলে কর্ণভূষণ,
 লোভ্রেরগুতে গুণ্ডশোভা, কুন্দে কণ্ঠাভরণ এবং কেসরে মেথলা যুগপৎ রচনা করতে করতে নিজের মনোজ্ঞ শিক্ষা
 দেখালেন ।

১২৮ । এইরূপে গোপীরাও কেউ কৃষ্ণের কর্ণে কেশর কুঁড়ি কেউ কেশকলাপে কেতকী, আবার
 কেউ বক্ষে মল্লিকা কুসুম-রচিত হারশ্রেষ্ঠ পরিয়ে দিলেন । অপর কোনও শ্রেষ্ঠা গোপীরা উষ্ণীষে গুঁজে দিলেন
 অশোক পুষ্প, কেউ রচনা করে দিলেন যুথীর মালাখণ্ডের দ্বারা কঙ্কণ-অঙ্গদ, আবার বকুলের দ্বারা কেউ করে
 দিলেন কাঞ্চির ডোর ।

১২৯ । এইরূপে উপাস্ত কৃষ্ণের প্রকৃষ্টভাবে আরক্ অভীষ্ট ও অগ্ৰান্ত লীলা থেকে বিলক্ষণ লক্ষণ-
 বিশিষ্ট রাসবিহারের চতুর্বিধ অঙ্গ বলা হচ্ছে, যথা—বনবিহার, রতোৎসব, নৃত্যকলা ও জলবিহার ।

১৩০, ১৩১ । এই চতুর্বিধের মধ্যে প্রথম নিভৃত স্থানে বনবিহার আরম্ভ হয়ে গেলে, কুজিত মদমত্ত
 কোকিল ভ্রমরের লম্বমান কলবাহার মাধুর্যে দিঙ্গু-মণ্ডল ভরে উঠলে কামমত্ততা হেতু বিনম্রী ও চিন্তমুত কৃষ্ণ-

১৩১ । পুরাগেভ্যঃ কনককুচিভিষ্টিয়মানৈঃ পরাগৈ-
 ভৃঙ্গাসঙ্গাদপি সুবিশদাং চল্লিকাং শ্লাপয়ন্তিঃ ।
 তত্রাকালস্মররণ ইবোদ্ধতধূলীপ্রপূরৈ-
 ব্ধৃৎ বন্ধারক্ষুভিতবলয়ৈরপাধুঃ প্রাণনাথম্ ॥

১৩২ । ততশ্চ, নানাপুষ্পৈঃ স্বয়মবচিহ্নৈঃ কন্দুকান্ কল্পয়িত্বা
 তৈস্তৈর্নিঘ্নন্ যুগপদভিত্তো হস্তমানশ্চ তাভিঃ ।
 অক্ষোভেণ ব্যজয়ত বধূযুথপানান্ স যুথং
 তৎপক্ষীয়ৈর্জয় জয় জয়েত্যাঙ্গগে পক্ষিসঙ্ঘৈঃ ॥

১৩৩ । ততশ্চ দর্পোৎসেকাৎ সহপরিজনান্ রাধিকাং জেতুকামে
 কৃষ্ণে পূর্বং জিতবতি সয়ং কন্দুকৈরালিবৃন্দম্ ।
 তস্তাঃ কোপক্রকুটিকুটিলৈর্নির্জিতেহস্মিন্ কটাক্ষৈ
 রেণুর্হী হী জিতমিতি মুহুস্তদগণাঃ পক্ষিসঙ্ঘাঃ ॥

১৩৪ । এবং ক্ষণক্ষণনবনব এব তস্মিন্ পরমরমণীয়ে কোতুকে কন স এব,—

১৩১ । অকালস্মরণে উদ্ধতধূলীপ্রপূরৈরিব তাদৃশৈঃ পরাগৈঃ প্রাণনাথমপাধুঃ, স্মরণারম্ভে প্রথমমাচ্ছাদয়ামাস্।

১৩২ । তৎপক্ষীয়ৈঃ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈঃ শুকাদিভিঃ ॥

১৩৩ । পূর্বমালিবৃন্দং জিতবতি কৃষ্ণে পশ্চাদ্ রাধিকামপি জেতুকামে সতি তদৈব তস্তাঃ কটাক্ষৈর্নির্জিতে সতি
 রেণুশ্চ কুজুঃ, তদগণাঃ শারিকাদয়শ্চ ॥

প্রেমময়ী যুবতীগণ যুখে যুখে এগিয়ে এসে পুরাগ থেকে চয়িত, কনককুচি, ভৃঙ্গসঙ্গেও সুনির্মল জ্যোৎস্না স্নান-
 কারী এবং তত্র অকাল স্মরণে উদ্ধৃত ধূলি জালের মতো সুস্বপরাগের দ্বারা প্রাণনাথকে আচ্ছাদিত করে
 দিলেন—বন্ধবন্ধার রবে বলয় নিচয় ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলেন ॥

১৩২ । অতঃপর স্বহস্তে চয়িত নানাপুষ্পে বহু কন্দুক বানিয়ে সেই সকল কন্দুক দ্বারা যুগপৎ
 সকলকে তাড়না করতে করতে ও তাঁদের দ্বারা তাড়িত হতে হতে বধূযুথেরীদের যুথকে অনায়াসে পরাজিত
 করলেন কৃষ্ণ । কৃষ্ণপক্ষীয় শুকাদি পাখীগণ জয় ধ্বনি তুললো ।

১৩৩ । অতঃপর সখীগণ পরাজিত হয়ে গেলে সেই দর্পে উত্তেজিত হয়ে কৃষ্ণ পরিজন বেষ্টিত রাধি-
 কাকে পুষ্প কন্দুক ক্ষেপণে জয় করতে ইচ্ছা করে এগিয়ে গেলে তিনি নিজেই পরাজিত হয়ে গেলেন—রাধিকার
 কোপক্রকুটি কুটিল কটাক্ষের কাছে । রাধাপক্ষীয়া শারিকাদি পাখীগণ ‘আমাদের জয় আমাদের জয়’ বলে
 মুহুমুহু কুজন করতে লাগল ।

১৩৪ । এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে নব নব পরম রমণীয় কোতুকে কোনও সময়ে কৃষ্ণ—

আচিহ্নানং সুরভিসুরসং কেশরং ভৃঙ্গবাধা-
 ত্রিস্তাক্ষীং চকিতচকিতং পাণিপদ্মং ধুনানাম্ ।
 পুষ্পাগং যন্ধরসি ভদহো যোগ্যমেতত্তবেতি
 স্মায়ং স্মায়ং নমিতবদনাং স্মাপয়ামাস রাধাম্ ॥

১৩৫ । এবং সকলাং কলাবত্যো দয়িতাকল্পকল্পনাযোগ্যানি কুসুমানি সমং সমস্তত আহরন্ত্যঃ প্রহ-
 রন্ত্যঃ প্রণয়নিশিতকটাক্ষবিশিখশিখরৈঃ স্মরৈর্ধদি বিররুচিরে চিরেণ তদা কচন—

পাদাগ্রেণ ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য দোর্বলিমুচ্চৈ-
 কল্পমুদৈকং কুসুমমতুলাং দূরতো হর্ষমিচ্ছুঃ ।
 নীলীশ্রংসে চকিতচকিতা পৃষ্ঠমাগত্য ধ্বা
 দৌর্ভাগ্যমুত্থাপয়তি দয়িতে তত্রপে তত্র রাধা ॥

১৩৬ । এবমত্যাঁমোদয়া মত্যাঁমোদ-যাথার্থ্যেনাঙ্কিতমধুপরাগ-শরভাগাণি কুসুমানি তানি মানিতানি
 সমাহরন্তীষু বিহরন্তীষু বিশেষতোহশেষতোষপরীপাকেন সমং সমস্ততঃ প্রাণনাথেন সহিতাসু তাসু ॥

১৩৭ । কাচিং কৈতবতো রজঃ কুসুমজং লগ্নং ময়াক্ষোরিতি
 ত্রস্তা পানিসরোরুহেণ বলয়কাণেন হাহাকৃত্য ।

১৩৪ । শ্লেষেণ; পুষ্পাগং কৃষ্ণম্ ॥

১৩৫ । দয়িতস্ত কৃষ্ণস্যাকরো ভূবা । প্রহরন্ত্য ইতি কান্তস্য রিষংসৌদ্ধত্যালাক্য বাম্যোনেতি ভাবঃ । বিশিখ-
 শিখরৈঃ শরাগ্রৈঃ । দয়িতে কৃষ্ণে উত্থাপয়তি সতি হৃৎস্পর্শকুসুমপ্রাপণপ্রয়োজনমিবেশেতি ভাবঃ । তত্রপে লজ্জতে স্ম ॥

১৩৬ । আমোদস্য সৌগন্ধস্য যথার্থ্যেন স্বাভাবিকত্বেন, ন তু দোহদসেকবলাৎ কল্পিতত্বেনেত্যর্থঃ অঙ্কিতানা-

সুগন্ধী সুরস নাগকেশর চয়নকারিণী, ভৃঙ্গের উৎপাতে চকিত চকিত দৃষ্টিপাতকারিণী ও পানিপদ্ম-
 সঞ্চালনকারিণী রাধাকে 'অহো এই যে তুমি, নাগকেশর পুষ্প (বাস্তবার্থ, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে) চুরি করছ দেখছি,
 হ্যা এ তোমার যোগ্যই বটে' এ-কথা বলে হাসতে হাসতে নমিত বদনা রাধাকে হাসালেন ।

১৩৫ । এইরূপে সকল কলাবতী গোপীগণ তাঁদের দয়িতের ভূবা রচনা যোগ্য কুসুম সকলে মিলে
 আহরণ করতে করতে ■ প্রণয়তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শরাগ্রেণ দ্বারা দয়িতকে প্রহার করতে করতে সুমধুর কণ্ঠধ্বনিত
 যদি বহুক্ষণ ধরে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন তখন কোনও এক সময়ে—

একটি অতুলনীয় কুসুম দূর থেকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছুক হয়ে পাদাগ্রের দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন করে
 বাহুলতা উপরের দিকে উঠানোতে মীলী খুলে পড়ে যেতে নিলে রাধা যেই চকিত চকিতা হয়ে উঠেছেন
 অমনই পৃষ্ঠের দিকে এসে দয়িত কৃষ্ণ ছ বাহুতে উঠিয়ে ধরলে তিনি লজ্জিতা হয়ে পড়লেন ।

১৩৬, ১৩৭ । সৌগন্ধের স্বাভাবিকত্ব অঙ্কিত, ভ্রমরের অত্যাশক্তি জন্মানো আদরণীয় কুসুমচয়
 সঞ্চয়িনী ও বিশেষতো অশেষ আছাদ পরিপাক হেতু প্রাণনাথের সহিত সর্বভোভাবে বিহারপরায়ণা গোপীগণের

মার্জস্তি ত্বরিতং সমেত্য দয়িতেনালোকয়ামীত্যং

নির্ভাণ্যাননপদ্মমাকৃতমিষাদঙ্কোশ্চিৎ চুশ্বিতা ॥

১৩৮ । এবং কুসুমসুমহোৎসবরসাকুলস্ত কুলস্ত কামহেলানাং মহেলানাং সমুপচীয়মানমানলহরিণা
হরিণা সহ সহসা সহাসাবলোকলোকরমণীয়েন রমণীয়েন সর্বতোহবিরতো রতোৎসব-সবজ্ঞমানঃ স সময়ো রস-
ময়ো রম্যতয়া সমজায়ত ॥

১৩৯ । ততশ্চ, হস্তপ্রাপ্যে কুসুমনিকরে পাণিমুগ্ধাশ্চ হস্তং
যাং যামেষা ক্ষুটিবিটপিনাং হস্ত নাসীৎ সমর্থ্য ।

তস্তাঃ সাত্তিপ্রণয়ভয়তো শাশ্বতৈব তাসা-

মালীভাবাদিব বিনমিতা পাণিলগ্না বভূব ॥

১৪০ । এবং রুচিরসুচিরবনবিহরণরণতো বিরম্য রম্যতরতরলতরঙ্গরঙ্গ-পরভাগ-ভাগধেয়ায়াস্তরনি-
ভুবঃ পুলিনং বিহারক্রমেণ ক্রমেণ রমণীযুথযুথপঃ স সসার ॥

মন্ধীকৃতানাং মধুপানাং রাগপরভাগ আসক্ত্যুৎকর্ষে ষেযু তানি, অতএব মানিতানি ॥

১৩৭ । হাহাকৃত্য হাহেতিবাদিনা, দয়িতেনেতি সম্বন্ধঃ ॥

১৩৮ । মহেলানাং মহিলানাং কামহেলানাং কামভাববতীনাং সমুপচীয়মানা মানসাদরস্যা লহরী যেন তেন
হরিণা সহ সহসেন হাস্যসহিতেনাবলোকনেন যো লোকরমণীয়েন রমণীযুতি সন্তোগার্থং গচ্ছতীতি তেন রমণীয়েন,
অবিরতো ন বিত্ততে বিরতং বিরামো যস্যেতি সময়স্যাপি তদ্বিচ্ছাবশাৎ ক্ষারত্বমভূদিত্যর্থঃ ॥

১৩৯ । এষা রাধা যাং শাখাং হস্তং সমর্থ্য নাসীত্তেষাং ক্ষুটিবিটপিনাং সা শাশ্বতৈব তাসাং সর্বাসামালীভাবাদিব
তস্য রাধায়াঃ পুনঃ প্রণয়ৈস্যব ভয়তো ভয়েন হেতুনা পাণিলগ্না বভূব ॥

১৪০ । তরঙ্গাণাং রঙ্গপরভাগাদেব ভাগেষুং ভাগ্যং যস্যাস্তস্যঃ ক্রমেণ পাদব্রজনেন ॥

মধ্যে কোনও একজন মিছি মিছি বলে উঠলেন—‘অহো আমার চোখে পুষ্পরেণু ঢুকে গেল যে’, এই বলে
সসব্যস্তে পাণিপদ্মে বলয়বন্ধার উঠিয়ে নয়ন মার্জনা করতে লাগলেন—দয়িত কৃষ্ণ হাহা করে ক্ষত নিকটে
এসে আমাকে দেখুক, এই মনোভাব নিয়ে । ‘দেখি দেখি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই’ এই বলে নিকটে এসে কৃষ্ণ
কৃষ্ণপদ্মের দ্বারা ফুঁ দেওয়ার ছলে নয়নে তার দীর্ঘ চুম্বন একে দিলেন ।

১৩৮ । এইরূপে কুসুম-সুমহোৎসব রসে আকুল কামভাববতী মহিলাকুলকে সমুচ্ছল আদরলহরী-
দায়ী, সহাস অবলোকনকারিণীদের নিকট রমণীয় ও রমণীদের নিকট সন্তোগার্থ পমনপর জীহরির সহিত সর্বতো-
ভাবে বিরামরহিত রতোৎসবের দ্বারা বিশেষ সম্মানযুক্ত সেই সময়টি রমণীয়তা হেতু রসময় হয়ে উঠল ।

১৩৯ । হাতের নাগলের বাইরে কুসুমচয় হাত উঠিয়ে হিঁড়তে গেলে হায় হায় ফুল্লবৃক্ষের যে যে
শাখা রাধা ধরতে পারলেন না সেই সেই শাখাই যেন সখীভাবে অতি প্রণয়ভরে নীচে ঝুঁকে এসে হাতে
ধরা দিলো ।

১৪০ । এইরূপে রম্য অতি দীর্ঘ বনবিহার-রণ থেকে বিরমিত হয়ে রমণীযুথ যুথপতি কৃষ্ণ বিহার-

১৪১ ।

কহ্লারোৎপলসৌরভপ্রণয়িনি বাতেন সম্মার্জিতং
কালিন্দীব সমন্ততঃ স্বলহরীহস্তেন সংস্কারিতম্ ।

লিপ্তং পূর্ণসুধাকরসু কিরণৈঃ কপূরধূলিপ্রভং

প্রায়ঃ প্রাপ্য সসৌরভং তত ইতো বভ্রাম দামোদরঃ ॥

১৪২ । তত্র চ ঘনসারসারধবলবলমানমহসি মহসিদ্ধিকারণ সিতময়ুখময়ুখজালে চ পরম্পর-সৈকত-

দিবোরেকরূপভাসোনিজনিজচ্ছায়াভিরেব সৈকতমেবেদমিতি নিশ্চয়াহে রমণীযুথযুথপাগণসহিতঃ সর্বাসামেব তাসাং
কলগানগানবরত-বরতরমাধূর্য্যধূর্য্যঃ ক্ষণমিতস্ততো বিলস্ত লম্বমানমানসঃ পুনরপি তটনিকটবিকস্রবিবিধবিবিধ-
কুঞ্জমঞ্জুলং বনমধ্যমধ্যবস্থায় মদনমদমোদমদিরানিরাতঙ্কঃ পঙ্কজপলাশলোচনো নিজানন্দরতো রতোৎসবারম্ভ-
মঙ্গলতামঙ্গলতাভিঃ প্রাপয়িতুমুত্তমসমর্থ্যভিস্তাভিরেব রমণীমণীন্দ্রমৌলিমণিমালাভিঃ সমমরমত ॥

১৪১ । রতোপগোগিপ্রদেশস্য মার্জনসংস্কারপ্রাপ্যনাদিকমপেক্ষিতব্যং ভবতীত্যত আহ—কহ্লারেতি । প্রয়োহতি-
প্রিয়ং পুলিনমিতি গত্বং বিশেষ্যপদমনুযঞ্জনীয়ম্ । তত ইতো বভ্রামেতি রিরংসয়া তদুচিত্ত্বাননির্ধারণমিতি ভাবঃ ॥

১৪২ । তত্র পুলিনে স ক্ষণমিতস্ততো বিলস্য বনমধ্যমধ্যবস্থায় তাভিঃ সমমরমতেত্যধরঃ । তত্র কীদৃশে ?
ঘনসারসারসোত্তমকপূরসোয ধবলং বলমানং মহো যস্য তস্মিন্ মহস্য সিদ্ধিকারণং যং সিতময়ুখস্য ময়ুখজালং তস্মিংশ্চ
তাদৃশে সতি সৈকতং সিকতাময়ং তটঞ্চ দৌশ্চ তয়োঃ পরম্পরমেকরূপভাসোঃ সতোঃ; কিংবা সৈকতং কা বা দৌরিত্তি
সন্দেহে জাতে সতীত্যর্থঃ । তাসাং কলগানগমনবরতমেব বরতরং যন্মাধূর্য্যং তস্য ধূর্য্যং । বিবিধং বহুবিধঞ্চ বীন্ পক্ষিণো
বিশেষণে ধত ইতি বিবিধঞ্চ যং কুঞ্জং তেন মঞ্জুলম্ । মদনহেতুকৌ মদমোদৌ মত্ততাহর্ষাবেব মদিরা, তত্র নিরাতঙ্কো
নিজানন্দরত ইতি, ন তু তাসামনুরোধবশাদিতি ভাবঃ । তাভিরেব নিজানন্দস্তস্য সিধোদিতি । কুজাপটমহিষ্যাধিকরণে
ক্রমে পদব্রজে চলতে চলতে অতি রম্য চঞ্চল তরঙ্গরঙ্গের পরাকাষ্ঠা হেতু ভাগ্যশালিনী সূর্যপুত্রী যমুনার পুলিনে
গিয়ে পৌছুলেন ।

১৪১ । কহ্লারোৎপল-সৌরভের অনুরাগিনী সমীরণে সম্মার্জিত, কালিন্দীর নিজ তরঙ্গহস্তে সর্বতো-
ভাবে সংস্কারিত, পূর্ণ সুধাকর-কিরণে লেপিত ও কপূরধূলি সম প্রভাবিশিষ্ট সুগন্ধা প্রিয় পুলিন প্রাপ্ত হয়ে
দামোদর এদিক-ওদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন ।

১৪২ । এই পুলিন উত্তম কপূরের মতো শুভ্র উজ্জ্বল তেজস্বী ও উৎসবসিদ্ধির উপাদান জ্যোৎস্নায়
উদ্ভাসিত হওয়াতে এই পুলিন ও আকাশ পরম্পর একইরূপ দীপ্তিমান্ হলো । তা হলেও নিজ নিজ কাস্তি-
দ্বারাই এটি যে পুলিনে তা নিশ্চয় করা গেল । এ হেন পুলিনে রমণীযুথের যুথেশ্বরীগণের সহিত বিরাজমান,
তাদের সকলের কলগানের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহমান অতিশ্রেষ্ঠ মাধুর্য্যভারের ধারক, ক্রীড়মান্ মানস, কামহেতু
মত্ততা ও হর্ষরূপ মদিরায় নিরাতঙ্ক ও নিজানন্দরত পঙ্কজপলাশলোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল ইতস্ততঃ বিলাস করে
পুনরায় তটের নিকটস্থ, দীপ্তিমান্, বহুবিধ ও বিশেষভাবে পাখীর আশ্রয়দায়ী কুঞ্জের দ্বারা মঞ্জুল বনমধ্যে অধি-
ষ্ঠিত হলেন । অতঃপর রতোৎসব আরম্ভের শুভসূচক বস্ত্র গাত্রমধ্যে লাভ করতে অতি সমর্থ্য, অতএব রমণী-
মুকুটমণি লক্ষ্মী আদি থেকেও শ্রেষ্ঠা কল্পিনী আদির মুকুটমণিমালাস্বরূপা গোপীগণের সহিত রমণ করতে

১৪৩। প্রেমাতিস্তদ্বমপি কেবলমেব তাসাং-মারজ্জয়মদনরাগরসৈবশেষম্।

সম্প্রাধিতানি নিবিড়স্তনপীড়নানি, লকুং স-দন্ত নথ লেখন-কৌশলানি ॥

১৪৪। এবং নানাপ্রকারকারণঃ প্রকৃতিভেদেন বয়োভেদেন চ বৈদক্ষীভেদঃ, স চ সচমৎকারং কারং
কারমেবামোদং দামোদরং মোদরং করোতি স্ম ॥

১৪৫। যথা— মানসেহতিসুমহানভিলাষো, না ন নেতি বচসি প্রতিষেধঃ।

সুদ্রবাং রতিবিধিপ্রতিষেধো, নাঅবুদ্ধিবিষয়ৌ ববৃতাতে ॥

১৪৬। কিঞ্চ, স্থীপ্রবোধনকরঃ করোষণঃ, কোপকল্পনমশোণকটাক্ষম্।

রোদনং ॥ বিগতাক্ষং বধুনাং, তৎপরং প্রিয়মমম্মত কৃষ্ণঃ ॥

১৪৭। কিঞ্চ, ভৎসনং স্মিতসুধাপ্লুতবর্ণং, পাণিধূননমলক্ষ্যানিবেশম্।

ক্রলতাসু ভুকুটিঃ কৃতকোপা, সর্বমন্তরমুরাগমবদীং ॥

সাধারণীসমঞ্জসে রতী ব্যাবৃত্তে। কথন্তুতাতিঃ? রতোৎসবারম্ভস্য মঙ্গলতাং মাদ্রল্যমঙ্গলতাভিনিজগাত্বৈঃ পুাপরিতু-
মতিশয়সমর্থ্যভিঃ; শ্লেষণ, সমর্থ্যার্থরতিমতীভিঃ; অতএব রমণীমণরো লক্ষ্যাত্মাত্তোহপীক্লতুল্যা রুদ্রিণ্যাত্মাত্তাসামপি
মৌলিমণিমালাভিঃ ॥

১৪৩। তাসাং প্রেমোপাদানক এব কামো ন জ্ঞাসামিব কামোপাদানকঃ প্রেমা, নাপি দ্বয়োপাদানকং বিতর-
মিতি বর্ণনাভ্যেব বোধয়মাহ—প্রেমতি। এব শ্রীকৃষ্ণস্তাসাং কেবলমত এব শুদ্ধমপি প্রেমা মদনরাগরসৈবশেষম্।
কিমর্থম্? সম্প্রাধিতানি নিজবাহিতানি নিবিড়ৈঃ স্তনৈঃ পীড়নানি লকুং প্রাক্তম্; লোকে হি পরন্তঃ কিঞ্চিল্লিঙ্গঃ
প্রথমং তমমুরজ্জয়তীতি নীতিঃ ॥

১৪৪। আমোদমথাত্তত্ব হর্ষং কৃত্বা মোদরং হর্ষদায়িনম্ ॥

১৪৫। মানসেহি মনসি বিধির্বচসি প্রতিষেধঃ, ইত্যাতৌ ন বুদ্ধিপূর্বকৌ ববৃবতুঃ, কিন্তু স্বাভাবিকৌৎকর্ষ্যবামা-
লাগলেন।

১৪৩। এঁদের প্রেম 'কেবল', অতএব অতিশুদ্ধ হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে মিলনরাসরসে সম্পূর্ণভাবে
রঞ্জিত করে নিলেন—নিজ ব্যক্তি কঠিন স্তনের দ্বারা পীড়ন ও দন্তনখ-ছেদন কৌশল সমুদায় লাভ করবার জন্য।

১৪৪। গোপীগণের এই প্রকার বৈদক্ষীভেদ প্রকৃতিভেদে ও বয়সের ভেদে নানাপ্রকার উপাদান
যুক্ত হয়ে থাকে। এই বৈদক্ষী দামোদরের সচমৎকার হর্ষ জন্মাতে জন্মাতে তাঁকেও করে তোলে হর্ষদায়ী।

১৪৫। যথা—মনে অতি সুমহান অভিলাষ, আর বাক্যে 'না-না-না' এরূপ নিষেধ। 'সুদ্রদের
মনে রতির অভিলাষ, আর বাক্যে নিষেধ', এ দুই অবুদ্ধিপূর্বক হয় না—এ স্বাভাবিক ঔৎকর্ষ্যবামোর কার্য।

১৪৬। আরও, বধূদের লজ্জাবতীভবমাত্র জ্ঞাপক কর-রোধন, অরুণতা রহিত কটাক্ষের দ্বারা কোপ-
রচন ও অশ্রুহীন নয়নে রোদন—এই সব চেষ্টাকৃত ভাব কৃষ্ণ অতি প্রিয় মনে করলেন।

১৪৭। আরও, তৎকালে গোপীগণের মন্দ মন্দ হাসিরূপ সুধায় ডুবানো অক্ষরে ভৎসনা, পাণি
সঞ্চালনে অনিরূপনীয় নিষেধ ও ক্রলতা ক্রুকুটিতে কৃত্রিম ক্রোধ—এ সমস্ত অন্তরের অনুরাগকেই প্রকাশ

১৪৮। কিঞ্চ, চুশনে বিমুখতাধরপানে, পাণিনাধরদলশ্চ পিধানম্।

শ্লেষণেপন্থিত্রিত্যবলামাং, বামভৈব দয়িতশ্চ মতাসীৎ ॥

১৪৯। জাঘীরসা স্তবলিতেন স্ককোমলেন, প্রত্যেকমেব তরসা ভুজমণ্ডলেন।

অন্ত: প্রবেশয়িতুকাম ইব ক্রমেণ, লীলানিধিঃ স রমণীগণমালিলিঙ্গ ॥

১৫০। কিঞ্চ, বামেন পাণিকমলেন বিমুখ্য বৌ-, মভ্যন্নমযা চিবুকাগ্রমথাপরেণ।

আলোকঃশুকুলিতেক্ষণমাস্তমালাং, মাধবীকম্মুগ্মধুরং ধরতি স কৃষ্ণঃ ॥

১৫১। এষমেক এব রাজীবিনীরাজীবিনীতো ভ্রমর ইব নিরপায়াং পায়ং পায়মাসবং স বংহিষ্ঠধনো
মদনমোদামোদায়তো নিরন্তরায়নিরন্তরায়মানমানসোৎসবঃ স রসিকশেখরঃ পরিরন্তাধরপানানন্তরম্—

বক্ষোঃহাধুকহকোরকযুগ্মমাসা-, মাসাদয়ন্ স নখলখনলক্ললশ্চাম্।

অন্তঃসমুচ্ছাদমুরাগবিকারকণ্ডুঃ, কণ্ডুয়নাদিব পুনঃ প্রথয়াক্তকার ॥

কার্ধভূতাবিত্যর্থঃ ॥

১৪৬। হ্রীপ্রবোধনকথো লজ্জাবতীত্মাত্রাজাপকঃ ॥

১৪৭। কৃতঃ কৃতকঃ, ন তু স্বাভাবিকঃ কোপো যত্নাং স। ॥ (১৪৮) ॥

১৪৯। তত্তদেব বাস্তবাহ—জাঘীরসেতি বেটনসম্যক্ৰম, স্তবলিতেনেতি তত্র নৈবিড়্যম্, স্ককোমলেনেতি
তত্রাতিস্বধদ্বম্ ॥

১৫০। মুকুলিতেক্ষণং সলজ্জম্ ॥

করে দিচ্ছিল।

১৪৮। আরও, চুশন-বিমুখতা, অধরপানকালে পাণিদ্বারা অধরদলের আচ্ছাদন এবং আলিঙ্গন
কালে দূরে সরে যাওয়া, অবলাগণের এসব বাম্যতাই তৎকালে দয়িতের অনুমোদন লাভ করল।

১৪৯। গম্বিত স্তবলিত স্ককোমল ভুজমণ্ডলের দ্বারা যেন হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাতে ইচ্ছুক, এভাবে
লীলানিধি কৃষ্ণ রমণীগণের প্রত্যেককেই একের পর এক জোরে চেপে ধরে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

১৫০। বামপাণিকমলে বৌধারণ করে ও দক্ষিণ করকমলে চিবুকাগ্র উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে
মাধবীক মুগ্মধুর সলজ্জ মুখ তাঁদের নিরীক্ষণ করতে করতে পান করতে লাগলেন কৃষ্ণ।

১৫১। এইরূপে পদ্মশ্রেণীর অনুকূল ভ্রমরের মতো স্বচ্ছন্দে একলাই বহু গোপীর অধরস্পর্শ পান
করে করে অতিশয় মত্ত মদনের হর্ষরূপ সৌরভের অধীন ॥ নির্বিশ্বে নিরন্তর মানস-উৎসবে ভরপুর দক্ষিণ নায়ক
রসিকশেখর জীকৃষ্ণ আলিঙ্গন ও অধরপানের পর বক্ষোৎপন্ন পদ্মকোরকযুগলে নখ-আঁচড়ের রম্য চিহ্ন এঁকে
দিতে দিতে তাঁদের হৃদয় মধ্যে সমুখিত অমুরাগবিকারকণ্ডু যেন চুলকানোর দ্বারা পুনরায় বাইরে প্রকাশ
করে দিলেন।

১৫২। ততশ্চ, আতাত্র ত্রয়মহসা নখলেখলক্ষ্মী-লক্ষ্মশ্রিয়া শুভভিরে সুদৃশ্যমুরাংসি।

অন্তর্গতৈরিব চিরাদনুরাগবীজৈ, রাসাদিতাকুরদশৈব হিরারূতানি ॥

১৫৩। এবমঙ্গমঙ্গমতিমঙ্গল-স্পর্শরসেন করকমলেন সকলসম্ভাপহারিণা হারিণ সিকৌষধিপল্লবেনেব
তাসামখিলসৌভাগ্যগৌরবপুংষি বপুংষি সরসীকুবর্তন্তু ॥

১৫৪। স্বীতং পাণিসরোরুহেণ সুদৃশ্যং বক্কোজয়োর্মণ্ডলে
কেশেষায়তকুঞ্চিতেষ্যতিঘনেযুধীদধোলম্বিতম্।
শ্রান্তং শ্রোণিভরাঙ্গনে তত ইতো বিভ্রান্তি-খেদাদহো
লক্শ্মী নাভিহৃদং সূথেন তিমিতং মধ্যে সমাকুঞ্চিতম্ ॥

১৫১। রাজীবিনীরাজী পদ্মিনীশ্রেণী, তন্ত্ৰাং বিনীতো দক্ষিণো মদনমোদ এবামোদঃ সৌরভং তদবীনঃ; নিরন্ত-
রায়ং নির্বিয়ং যথা স্নাতথাৎসরমানং প্রাপ্নু ব্রহ্মানসোৎসবো যং সঃ ॥

১৫২। নখানাং লেখনলক্ষ্মিব লক্ষ্মীঃ শোভা; পক্ষে, পদ্মালয়া তামাসাদয়ন্ পূপয়মেব সন্ স কৃষ্ণোহন্তঃ সমা-
শুভন্তী যা অনুরাগময়কণ্ঠ্যং পুনরপি কণ্ঠ্যনাদিব পুণ্যাককার পুণ্ডর্যামাস, অনুরাগময়ঃ কন্দর্পস্তাসাং কৃষ্ণনখর-
ক্ষতৈরধিকমবধ তৈবেতি ব্যাক্যার্থঃ। উরাংসি বক্ষস্থলানি শুভভিরে, নখলেষা এব লক্ষ্মীলক্ষ্মাণি সম্প্রতিচ্ছানি তেষাং
শ্রিয়া শোভয়া ॥

১৫৩। সৌভাগ্যন্ত গৌরবং পুঞ্চতীতি তথা তানি, কিবন্তং পদম্ ॥

১৫৪। স্বীতং প্ৰাপ্তবিস্তারম্, উধীর্ছিরঃপুদেদাদারভ্য অধো নিতম্পর্ষন্তং লম্বিতমুত্রীর্গম্, ততশ্চ শ্রোণিভর
এবঙ্গেনং তত্রেতন্ততো বিভ্রান্তিখেদাৎ শ্রান্তমিতি তন্ত্ৰাতিবিস্তীর্ণতাং; মধ্যে সঙ্কুচিতমিতি তন্ত্ৰাতিকাশ্যাং। নাভিহৃদে সূথেন
তিমিতমিত্যন্তরীয়নিকাশনোপধিলাভাৎ ॥

১৫২। অতঃপর তাত্ত্ববর্ণ কমনীয় আভাবিশিষ্ট নখাঘাত-গৌরব চিহ্নের শোভায় সুন্দরীদের বক্ষস্থল
সুশোভিত হল। হৃদয় মধ্যে রোপিত বহুকালের অনুরাগ-বীজ থেকে উদগত অঙ্কুর দ্বারাই যেন বহির্দেগে আচ্ছন্ন
হয়ে গেল।

১৫৩, ১৫৪। এইরূপে প্রতি অঙ্গে অঙ্গে অতিমঙ্গল-স্পর্শরসদায়ী, সকল সম্ভাপহারী, মনোহর এবং
সিকৌষধিপল্লবস্বরূপ করপল্লবে যখন কৃষ্ণ গোপীদের অখিল সৌভাগ্যগৌরব-পোষক অঙ্গ সরস করে তুল-
ছিলেন তখন তাঁর করকমল যেই স্তনমণ্ডল প্রাপ্ত হল অমনই বিস্তারিত হয়ে পড়ল, আয়ত কুঞ্চিত অতিঘন
কেশ প্রাপ্ত হয়ে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লম্বিত হয়ে চলে গেল শ্রোণিভর-অঙ্গনপ্রদেশে গিয়ে অতি বিস্তার
হেতু ইতস্ততঃ বহুব্রমণক্লেশে শ্রান্ত হয়ে পড়ল, অতঃপর নাভিহৃদ প্রাপ্ত হয়ে অন্তরীয় নিকাশনচ্ছলে নিম্পন্দ
হয়ে রইল।

১৫৫। এবং মদনমদনশূদ্রপত্রপাত্রপালিভিরতিরুচিরচিরমনোরাগতারল্য-পরবশাভিরুদয়িতদয়িত-
মনোরথানু কুলকুল-রহিত লাবণ্য-তরঙ্গিণী রঙ্গিণীভিরৈকেশোহধিক-শোধিকমনীয়ৈবদন্ধীধুরামধুরাহমস্বগৈর্ভূজবল্লী-
বল্লয়ঃ সবলয়ৈঃ সরসমালিঙ্গিতোহঙ্গিতোপপন্ন-শ্রেমরসাসঙ্গসঙ্গ শুচিশুচিসামগ্রীসমরস-সমর-সমাহিতৈঃ স্মিতমধু-
মধুরৈবদনারবিন্দৈরাচুস্থিতোহধরকিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব ক্ষুদ্রস্তিরস্তিরিব দশনকান্তিলহরীভিঃ কালিতৈরাপীয়মানা-
ধরো ধরোপসন্নপীয়ুষমযুথ ইব চকোরদয়িতাভিরাভিঃ ॥

১৫৬। এবং সতি— দোঃশাখাবল্লয়ৈর্দৃঢ় বলয়িতো নিস্তোদিতঃ পীৱরৈ-
বক্কোজস্তবকৈঃ খরৈরথ নখাকারৈঃ ক্ষতঃ কণ্টকৈঃ ।

ক্রীড়ায়াং রমণীমণীময়লতোজানেষু মাগুন্ননাঃ

শ্রীমানেকক এষ কৃষ্ণমধুপঃ সন্মোদমভ্যায়যো ॥

১৫৭।

সাবধূতিরনঙ্গসঙ্গরে গাঢ়সৌভগরসপ্রসঙ্গরে ।

আত্রিলোকরমণীমণিশ্রিয়ে, হেলনামতিমদেন শিশ্রিয়ে ॥

১৫৫। এবমভিরাপি ভূজবল্লীবল্লয়ৈঃ সোঃপ্যালিঙ্গিতঃ । মদনমদেন নশূদ্রপত্রপাত্রপালতায়াঃ পত্রপালিঃ পত্রশ্রেণী
যাসাং তথা তাভিরুদয়িতা প্রাপ্তোদয়া দয়িতস্ত মনোরথানুকূল কুলরহিতা অপারা যা লাবণ্যতরঙ্গিণী তস্তা রঙ্গিণীভী
রাগবতীভিঃ, একৈকশ একৈকাভিস্তাভির্ভূজবল্লীবল্লয়ৈরালিঙ্গিতঃ । কথন্তুতৈঃ ? অধিকশোধিনঃ কৃষ্ণভূজকৃতালিঙ্গ-
নস্তাধিকপরিশোধকাশ্চ তে কমনীয়রা বৈদন্ধীধুরা মধুরাসামৃশ্যা অগ্নানাশ্চ তে তথা তৈঃ, অঙ্গিতয়াংঙ্গিষে নোপপন্নস্ত
শ্রেমরসাসঙ্গ সাঙ্গশুচিনিজঙ্গসহিত-শৃঙ্গারসস্তস্ত শুচিভিবিভাবাদিবৈরূপাভাবাং শুদ্ধাভিঃ সামগ্রীভিঃ সমরসং নায়ক-
নায়িকাগণয়োস্তল্যরসমেব যং সমরং কেলিযুক্তং তত্র সমাহিতৈঃ সমর্পিতৈবদনারবিন্দৈরাচুস্থিতঃ কামপুষ্পাত্মৈবিন্দ ইবেতি
ভাবঃ । সলয়ৈঃ, বল্লয়ৈরেক্যাং সবৈগৈরিব ॥

১৫৫। এইরূপে মদনমত্ততা-তাপে পাতাবরা লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জাহীনা, অতি রমণীয়া,
দীর্ঘ মনোরাগ-চঞ্চলতার অধীনা, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা তথা দয়িতের মনোরথের অনুকূল অপার লাবণ্য-
তরঙ্গিণীতে রঙ্গিণী গোপীগণ প্রত্যেকে এক এক করে বলয়যুক্তা, কৃষ্ণস্পর্শগুণে অধিক পাবনী কমনীয়তায়
তথা বৈদন্ধীভারে মধুরা ও অগ্নানা তাঁদের ভূজবল্লীতে কৃষ্ণকে বেষ্টন করে সরসভাবে আলিঙ্গন করলেন ।

এই কেলিযুক্ত, যা অঙ্গী বলে আগত শ্রেমরসের অঙ্গ এবং নিজ অঙ্গের সহিত শৃঙ্গার রসের বিভা-
বাদির বিরূপতা না থাকায় শুদ্ধ সামগ্রীর মিলনহেতু (নায়কনায়িকাগণের) তুল্য রসরূপ, তাতে সমর্পিত স্মিত
মধুমধুর বদনারবিন্দসমূহের দ্বারা গোপীগণ কৃষ্ণকে চুম্বন করতে লাগলেন । এইরূপে উজ্জল তরলবস্তুর মতো
দশনকান্তিলহরীদ্বারা কালিত গোপী অধরপল্লবের দ্বারা পীয়মান অধরবিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র চকোরদয়িতাগণের দ্বারা
পরিবেষ্টিত ধরায় আগত চন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন ।

১৫৬। এইরূপ হলে—রমণীমণিময় লতোজানে ক্রীড়াতে মত্তমনা, ভূজশাখা বলয়ে দৃঢ় বেষ্টিত
কঠিন বক্কোজস্তবকে সজোরে মর্দিত সম্মর্দিত ও নখাকার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত শ্রীমান্ একক এই কৃষ্ণভ্রমর পরমা-
নন্দে ডুবে গেলেন ।

১৫৮। এবং সৌভগমদনদে মদনদেববাদসি মহাশ্রোতসি ন স্তূত্রে তরের্ভঙ্গ ইব মগ্নানাং তাসামন্ত-
গতমদজলপূরং দূরীকরিষ্যন্নিব, নিজহুর্লীলতালতাচক্রমারোপা তা ভ্রাময়িতুমুপক্রান্ত ইব, হুর্জরসৌভগমদমদিরাতি-
শয়সেবনলসদলসদশাপূর্বরূপমপূর্বরূপমদাত্যয়াভিধ-বিষমগদমগদঙ্কার ইব চিকিৎসংস্তূত্ৰপদ্রবহারি ললিতমগদং সম্পা-
দয়িষ্যন্নিব, সহজ-ধবলতালতাবলতাদবস্থ্য রাগান্তরস্তা রস্ততা ন ভবতীতি নিষ্কপটস্তা পটস্তা তদুপশময়িতুং রূপান্ত-
রমাপাদয়িতুং চ লোপ্রাদিকষায়েণ কষায়িতকরণায় প্রবৃত্তো রঙ্গাজীব ইব, মদনমদনমিতানন্দতুন্দিলতাবিদ্রাবকং
দ্রাবকং রসমিব বিপ্রলভুলভুলনদৌরবস্থাং সত্ত্ব এবাহুরয়ন্নিব, পরিপূর্ণ এবানন্দচন্দ্রিকাপটলে দুস্তরতর-দুঃখতমঃ-

১৫৬। বলয়িতো বেষ্টিতঃ, নিস্তোদিতঃ সন্দীতঃ ॥

১৫৭। প্রসঙ্গরে প্রকৃষ্টসঙ্গদায়িনি কামভোগযুদ্ধে। আত্মিলোকেতি ততশ্চ তাসাং পরস্পরসপক্ষবিপক্ষভাবে
সমুভয় প্রবলিতে সতি ঐকমত্যে নষ্টে প্রারিখিতো রাসো ন সিধ্যোদিত্যস্তর্ধানবীজং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, 'রাধামথাস্তাশ্চ
বিহারসাম্যাং, সের্যাং সগর্ভামবগম্য সম্যক্। প্রসাদয়ন্তামবসাদয়ন্তাঃ, স্তদন্তরৈবাস্তুরধাং স কান্তঃ ॥'

১৫৮। তদেবোৎপ্রেক্ষাদিতিঃ স্পষ্টয়মাং—মহাশ্রোতসি প্রেমময়প্রবাহে তরের্ভৈকমত্যরূপায়া নৌকারা ভঙ্গে
সতি। শ্রোতসি কথন্তুতে? সৌভগঞ্চ মদনঃ কামভোগশ্চ তৌ দদাতীতি তথাভূতে; মদনদেব এবাদো যত্র তন্নি, ন
স্তূত্রে, অনবচ্ছেদাদন্তুরে-ইত্যর্থঃ। মদজলপূরং দূরীকরিষ্যন্নিতি পুনর্ভৈকমত্যকামনয়েতি ভাবঃ। নহু ধীরললিতশেখরস্ত
তত্ত্ব প্লেয়সীগবর্ধণনমসমগঙ্গসমেবেতি চেৎ, সত্যমেবৈতাদ্যুপগচ্ছেরবাহ—নিজহুর্লীলেতি। তাসাং পক্ষপাতেন তত্র পুণ্য-
কোপ এব ব্যঞ্জিতঃ। বস্ততস্ত তাসামেবাসিতসন্মাননহৃচকস্য কামকলাবিলাসবিশেষস্য মহারাসস্য সিদ্ধার্থমাপাততঃ
পুতীয়মানমপি পুণ্ডিকুলাং ধীরললিতভ্বেপি ন বিরুধ্যোতেত্যাহ—হুর্জরেতি। হুর্জরা পুকারান্তরেণ জরয়িতুমশকা
সৌভগমদরূপা যা মদিরা তস্যা অতিশয়সেবনেন লসন্তী অলসদশা পূর্বরূপা পুথমা যন্নিগন্তম্, অপূর্ণেণ রূপমদেন স্বরূপ-
গবর্ণাত্যয়োহতিক্রম এবাভিধা যস্য স চাসৌ বিষমো গদো ব্যাধিচেতি তম্; পক্ষে, মদাত্যয়নামা রোগবিশেষঃ, চিকিৎ-
সন্ চিকিৎসিতুমগদঙ্কারো বৈজঃ, ললিতং পুষ্টিকরমগদমৌষধম্, 'রোগহাবিগদঙ্কারো ভিষগ্ বৈজৌ চিকিৎসকে' ইত্যমরঃ
রোগিজনসুখোদর্কমেব সইংগুচেষ্টিতং ভবতীতি ভাবঃ ॥

কৃষ্ণের অন্তর্ধান :

১৫৭। (সব গোপীর মন একসুরে বাঁধা না হলে রাসলীলা হয় না, তাই বিরহতাপে গালিয়ে
সবাইকে একসুরে বেঁধে নেওয়ার জন্তু কৃষ্ণের যে অন্তর্ধান, তাই বর্ণিত হচ্ছে -)

গাঢ় সৌভাগ্য রসময় প্রকৃষ্ট কৃষ্ণসঙ্গদায়ী কামভোগযুদ্ধে এই বধুগণ ত্রিলোক পর্যন্ত যত রমণীমণি
আছে তাঁদের সকলের সৌভাগ্য বিষয়ে হেলার ভাব ধারণ করলেন।

১৫৮। এইরূপ সৌভাগ্যমদ নদীতে কামভোগদায়ী মদনদেবরূপ জলজন্তুর নিবাসস্থল দুস্তর প্রেমময়প্রবাহে
গোপীদের একমতিরূপ নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ার ভূবে যাওয়ার মতো হয়ে পড়লে তাঁদের চিত্তগত গবর্জলরাশি
যেন সেচতে সেচতে, নিজ তুর্লীলতা-লতাচক্রে যেন তাঁদেরকে উঠিয়ে ঘুরানোর কাজ আরম্ভ করতে করতে,
ছুষ্ট অজ্ঞাণ তুল্য সৌভাগ্য গবর্মদিরা অতিশয় সেবনের প্রাক্লক্ষণ অলসদশা যথায় দেখা দিয়েছে অপ্র-
রূপের গবর্লক্ষণে ঘার নাম হয়েছে 'অতিক্রম', সেই বিষম রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যেন বৈজের মতো উপদ্রব-

স্তোমমবতারয়ন্নিব, প্রবাহে ॥ পৈয়ুষ্যৈপৈয়ুষ্যে চ সরসি কালকূটকূটমুৎপাদয়ন্নিব, পরিমলসৌভাগ্যভাজি নবাগ্নিশিখা-
বলাবগ্নিশিখাবলাবক্ষেপমিব, নির্জলধরং কুলিশপাতমিব, নিরাশীবিষমাসীবিষবিসর্পমিব, সর্বাসামসম্ভাবনাবিষয়ো
ভাবনাবিষয়শ্চ যন্ন ভবতি, তদকস্মাদেব নিরীক্ষমাণ এব প্রস্তুতে স্তুতে বিলাসরসে সরসে হৃদি তত্রৈব তিরোধানং
স নিখিলকলাকলাপবেধা বিদধাতি স্ম ॥

ইত্যানন্দান্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসবিলাসে তিরোধানবিধানো নাম সপ্তদশঃ স্তবকঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ন বিনা বিপুলন্তেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে । কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো হি বধতি ॥” ইতি
রসশাস্ত্রানুসৃত্তিমহুঙ্কানৈরভিজ্ঞৈর্নৈতদবধীরণীয়মিত্যাহ—সহজেতি । ধবলতায়াং শ্বেতিম্নো বলস্য তাদবস্থে সাহজিকশ্চে
সত্যতীর্থঃ, নিরুপটস্য পটস্যাকৃত্রিমবস্ত্রস্য ততাদবস্থ্যং সৰুপটশ্চে তু দৃষ্টান্তস্য পটস্য দাষ্টান্তস্যালম্বনবিভাবস্য চ কষায়ণ
বিপুলন্তেন চ পুত্ৰ্যত মূলকৃতিরেব সাদৃশি ভাবঃ । এতদেবোক্তপোষ্যচার্যেনাহ—মদনেন্দি । মদনমদেন নমিতা বিপরি-
ণামিতা যা আনন্দস্য তুলিলতা পুষ্টিস্তস্য বিদ্রাবকং নিবর্তকং দ্রাবকং চিত্তদ্রোত্যকারিণম্, অস্তোংপি বৈতপযুক্তো
দ্রাবকো রসস্বন্দপুষ্টিহারী ভবতীত্যেকদেশশ্লেষঃ ॥

এবং সিদ্ধান্তরীত্য্য বর্ণনপরিপাটীমিদানীং বিহার্য তাসাং পক্ষপাতমাত্রিত্য কৃষ্ণে সদোষোদগারমেবাহ—পরি-
পূর্ণেতি । তমেৎককারো রাহবী । পৈয়ুষ্যে পীযুষমবৃন্তং তন্ময়ে, প্রবাহে পৈয়ুষ্যে, “পীযুষোহভিনবং পয়ঃ” ইত্যমরঃ । তন্ময়ে
চ সরসি কালকূটকূটং বিষসমুৎপাদয়ন্তীতি চন্দ্রিকাভাসোনেত্রাণামেব সুখদুঃখবিধায়িত্বে তাদৃশসন্তোগ-তাদৃশবিপ্রলম্বয়োক্ত প্রাণা-
নামেব দায়কত্ব-যাতকশ্চে পর্যালোচ্যামৃতকালকূটাত্ম্যামেব তাবৎপ্রেক্ষিতো । কিঞ্চাতিভরামন্ত্যাপ্রবৃত্ত্য পর্যবসানে তত্যা-
বৈদধ্যাহুক্ষীর্তী এব ফলিগ্ৰেতে ইতি সঙ্কল্পমাহ—পরিমলেতি । নবানামগ্নিশিখানামাবলৌ শ্রেণ্যামগ্নিশিখাবলয়স্ত বহ্নি-
শিখাসমুৎস্থাবক্ষেপং প্রক্ষেপমিব; “কাশ্মীরজন্মাগ্নিশিখম্” ইত্যমরঃ । কুঙ্কমাবলিহানীয়া অত্র তৎপ্রয়স্যো জ্ঞেয়াঃ ।
নির্জলধরমিত্যন্তর্ধানে কারণাভাব উক্তঃ; নিরাশীবিষমিতি সম্ভাবনায়া অভাবশ্চ । আশীবিষঃ সর্পঃ, আশী সর্পদংষ্ট্রা ।
কলাকলাপস্ত বেধা স্তম্ভা ॥ ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীমুখবর্ত্ত্তাং সপ্তদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ১৭ ॥

হারী পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগ করতে করতে, স্তম্ভহার বল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে অল্প রং এর উজ্জ্বলতা
ফোটেনা—তাই অকৃত্রিম বস্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা দূর করে রূপান্তর ঘটানোর জন্য লোপাদি কষায়ের দ্বারা
কষায়িত করতে প্রবৃত্ত রঙ-কারের মতো মদনগবে আনন্দ পুষ্টির যে বিপরীত দশাপ্রাপ্ততা তার নিবর্তক
দ্রাবকরসম্বরূপ বিপ্রলম্ব-দ্রববস্থা সত্তাই যেন অকুরিত করে তুলতে তুলতে, গোপীরূপ পরমানন্দ জ্যোৎস্নাধারার
মধ্যে দুঃখাঙ্ককাররাশি যেন অবতারিত করাতে করাতে, অমৃতময় প্রবাহে ও অভিনব দুষ্ক সরোবরে কালকূট-
রাশি যেন জন্মাতে জন্মাতে—পরিমল সৌভাগ্যবিশিষ্ট কেশরশ্রেণীর উপর বহ্নিশিখানিবহের প্রক্ষেপণের মতো,
বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বিনা সর্পে সর্পদংশনবিষ প্রসরণের মতো যে তিরোধানের কথা সম্ভাবনা-অসম্ভা-
বনা কোন বিচারের মধ্যেই আসে নি গোপীদের মনে সেই তিরোধানই অকস্মাৎ সেখানেই নিখিল কলাকলাপ-
বিজ্ঞ কৃষ্ণ সম্পন্ন করলেন—প্রস্তুত-প্রশংসনীয়-সরস-বিলাসপূর্ণ গোপীদের অন্তর্হৃদয়ে অবলোকিতের মতো
হতে হতেই ।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাস বিলাসে তিরোধান-বিধান নামক সপ্তদশ স্তবক

অষ্টাদশঃ স্তবকঃ



১। অথৈবমন্ত্ৰহিতমন্ত্ৰহিতমপি তথানুপপত্তমানয়া সন্ত্ৰাবনয়া ভাবনয়াসাদিত-পরিহাসহাসপেশলং শলন্ত্যো দৃশ্যমানমিবাপি ন পশ্যন্ত্যঃ শৃন্ত্যশ্চ নয়নশ্রীতিং পরম্পরপরवितर्कः ताः पृच्छन्ति न्म ॥

২। 'নিভালয়, ভালয়মেতং প্রাপয়তি স্ম কা কুঞ্জং কাকুঞ্জজ্বালাং প্রকটয়ন্তী য়া কিল পশ্যতোহরেব সৰ্বাসাং নয়নমাচ্ছিত্ত বক্ষোমণিং নো জহাৱ। তদধুনা বিচারয়ামো রয়ামোদিতমনসা কয়া ক নীতঃ' ইতি ॥

অষ্টাদশঃ স্তবকঃ

বিরহবিধুরতায়াং তন্ত পৃচ্ছা ক্রমালৌ তদনুকৃতিরথ শ্রীপাদলক্ষ্যাবলোকঃ ।

পুষ্কবিবহিত-রাধাচেষ্টিতং সৰ্বরামাবলিবলিতবিলাপোহষ্টাদশে বৰ্ণনীয়ম্ ॥

১। অন্তহিতমন্ত্ৰঃকরণহিতম্; যদ্বা, অন্তর্হদয়ে ধৃতমপি কৃষ্ণমন্ত্ৰহিতং কৃতান্তর্ধানম্। ভাবঃ সৌহার্দাদিস্তস্য নয়ন নীত্যা অসাদিতাভ্যাং পুষ্পাভ্যাং পরিহাস হাসাভ্যাং পেশলং সুন্দরং যথা স্যাৎতথা, শলন্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ শৃন্ত্যোহন্নয়ন্ত্যঃ ॥

২। ভালয়ং শোভানিকেতম্, জজ্বালামতিবেগবতীং কাকু পুষ্কটয়ন্তী পুষ্কটয়িতুমিতি তটস্থ-পক্ষ-বিপক্ষাণা-মুক্তিজৈয়। রয়েণ বেগেন নিভৃতবিহারার্থমোদিতং মনো বস্যান্তরা ॥

অষ্টাদশ স্তবক

রাসক্ৰীড়ায় কৃষ্ণান্তর্ধানঃ

বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধানঃ

১। অতঃপর এইরূপে হৃদয়-গুহায় আবদ্ধ হয়েও এই যে প্রিয়তমের অন্তর্ধান এ কোনও বুদ্ধির ভেতর এলো না গোপীদের। তাই যুক্তিহীন সন্তান-নার সহিত এবং সখ্যাদি নীতি অনুসারে জ্ঞাত মনোরম ঠাট্টা তামাশা-হাসাহাসির সহিত চলতে চলতে ও প্রিয়তম অবলোকিতের মতো থাকা সত্ত্বেও চোখের দেখার অভাবে নয়নানন্দের কমতি অবস্থায় পররম্প বিতর্কপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন তাঁরা।

২। (তটস্থ পক্ষ ও বিপক্ষদের উক্তি—) 'আরে সখি দেখ! অতি বেগবতী কাকু প্রকাশ করবার জন্য কোন গোপী শোভা-নিকেতন আমাদের হৃদয়ধন নিজ কুঞ্জে নিয়ে গেল না-কি? চোখের সামনে উঠিয়ে নেওয়াতে পটু চোরের মতো সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের বক্ষোমণি হরে নিয়ে গেল! তাই বলছি চল, এখন আমরা সকলে খুঁজে দেখিগা—নিভৃত বিহারের জন্য আমোদিত মনা কার দ্বারা কোথায় নীত হয়েছে।'

৩। কুঞ্জাং কুঞ্জাস্তরং বিচারয়ন্ত্য: কালভুজঙ্গমেহজঙ্গমে নিদ্রাণতয়া সমুদ্যদামদামকমালাধিয়ে জনতা ইব বিহিততিরোভাবে ভাবেন সমুৎকয়া কয়াচন সমং কৃতকুঞ্জলীল ইতি সহজার্জবেন জবেন জাতপ্রতীতয়ঃ 'বিচার্যাহমানেষ্যেহহমানেষ্যে' ইতি সকৌতুকমহমহমিকয়া প্রতিকুঞ্জমধিষ্যন্ত্যো 'হস্ত হস্তরাঅজনাংপদাং পদাম্বুজ-স্পর্শেন স: সীভূতভূতল। বিহসিতুমস্মান্যান্যনমপবার্য্য কুঞ্জাদরে স্থিতবন্তং ভবন্তং ভদ্রেণ বিদ্যো বিদ্যোহন কিম-পরং ভ্রময়সি' ইতি নির্গদং গদন্ত্যশ্চ বিচারিতেষু কুঞ্জকুহরেষু তমনালোক্য ক্রমেণ জায়মানসন্দেহা দেহাদাবপি তে নৈব ক্রমেণ জায়মাননিরপেক্ষভাবা ভাবাবগ্নায়মানমুখতামরসা রসাতাবেনাবিচারিতকুঞ্জাঙ্গ বিচারয়ন্তি স্ম ॥

৪। 'সম্ভাবনৈবাস্তাং নৈবাস্তাং তাবদনাশ্বাসঃ' ইতি যদি কুঞ্জবিচারতো জাতবিরামা রামাততিরসৌ বভূব, ভুবলয়ং তদা শৃণুমিব মন্যমানা তমথ দৃশ্যমানমিবাপি ন পশুন্তী স্পৃগ্য়মানমিবাপি ন স্পৃশন্তী, কথয়ন্তমি বাপি জ্ঞানতী ন তৎকথাং শৃণ্বতী, বহিবর্জমানমিব হৃদয়েহুভূতী ন বহিরূপলভমানা, শ্রবণয়োঃ কুবলয়মিব

৩। নিদ্রাণতয়া অজঙ্গমে হিরে কালসর্পে উদ্যামা বন্ধনরহিতা দামনকী দমনক-সম্বন্ধিনী মালেতি ধীর্ধাসাং তথাভূতা জনতা জনসমূহা ইব। বিহিততিরোভাবেপি তস্মিন্ মহাদুঃখং দাতুমুপক্রান্তেহুপীতার্থঃ। কয়াপি সহ কৃতকুঞ্জ-লীলোৎসবাবিতি জাতা প্রতীতির্ধাসাং তাঃ, ততশ্চৈবমেব প্রত্যেকমস্মাংশপি তন্ত লীলা ভবিষ্যতীতি বিনোদমর্যো ভাবশ্চ জ্যোতিতঃ। 'অহমানেষ্যে যুয়ং তিষ্ঠত' ইত্যেকাকিত্তয়া জিগমিষা স্তুভংপক্ষপক্ষাণাং ভাববিশেষময়ী জ্যেয়া। বিদাং বিদ্যামপি মোহন! হে বুদ্ধিভ্রমিদায়িনিমিতি যা, বয়ং তু বিদ্যো জ্ঞানীম এব। নির্গদং নিরাময়ং যথা শ্রান্তথা বহিঃস্থিত্যেব গদন্ত্যঃ; জায়মানসন্দেহা ইতি পরিহাস এবায়ম্, ন বস্ততোহন্তর্ধানমিতি প্রাক্তনো নিশ্চয়ো গলিত ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স্বভাবস্তে নৈব কাস্তিহরৈবাবগ্নায়মানং হর্ষশৃং মুখপদং যাসাং তাঃ, চানশস্তপদম্ ॥

৪। তত্র হেতুঃ—সম্ভাবনেতি দৃশ্যমানমিবেত্যাদি বিরহে ধ্যানোদ্রেকোদয়াং ন পশুন্তীত্যাদি বহিরনুসন্ধান-

৩। কুঞ্জ থেকে কুঞ্জাস্তরে অন্বেষণ করতে করতে ঘুমঘোরে নিশ্চল কালসর্পে বন্ধনরহিত দমনকমালা বুদ্ধিকারিণী জনসমূহের মতো গোপীগণ সহজ সরলভাবে ঝটিতি বিশ্বাস করে নিলেন, আমাদের প্রিয়তম অন্তর্ধানকারী তাঁরই উপর ভাবে সমুৎকণ্ঠিতা কোনও একজনের সহিত এখন কুঞ্জলীলা-উৎসবে মত্ত আছে। অতঃপর আমাদের সঙ্গেও একরূপ লীলাখেলা হবে। এই সহজ বিশ্বাসে 'আমি খুঁজে নিয়ে আসছি না আমি খুঁজে নিয়ে আসছি' একরূপ সকৌতুকে পরস্পর তাঁরা অহঙ্কার বশে প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জ অন্বেষণ করতে করতে বলতে লাগলেন—'হায় হায়, হে নিজজনের আপদহারী। হে পদকমল স্পর্শে ধরণীতল সরসকাঁটা। আমাদেরকে একটু পরিহাস করবার জন্যই যে তুমি নিজে এই কুঞ্জের ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছ, তা আমরা বেশ ভাল ভাবেই জানি। হে পণ্ডিতদেরও মোহন। কেন আমাদেরিগকে নিদারুণ ভ্রমে ফেলছ।' স্তম্ভভাবে এইরূপ বলতে বলতে কুঞ্জকুহরে অন্বেষণ করে করে তাঁকে না দেখে ক্রমে সন্দেহের উদয়ে, আর তাতেই দেহাদিতে নিরপেক্ষতাবের উদয়ে হর্ষশৃং মুখকমলা তাঁরা রসাতাবে না-খোঁজা কুঞ্জগুলি আর খুঁজতে গেলেন না।

৪। 'যতক্ষণ না অবিশ্বাস হয় যার কোনও বস্তু ততক্ষণই তা আছে কি নেই, একরূপ চিস্তার বিষয়ী-ভূত থাকে' একরূপ বিচারে যদি কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে অন্বেষণ থেকে ক্ষান্ত হলেন, তখন ভ্রমগুলি শৃং দেখতে থাকলেন গোপীগণ। তখন ধ্যানে ও বহিরনুসন্ধানে তাঁদের মনে হল—কৃষ্ণ দৃশ্যমানের মতো হয়েও অদৃশ্য, স্পৃগ্য়মানের

শ্রবণবহির্ভূতম্, নয়নকঙ্কলমিব নয়নদূরগামিনম্, বক্ষসো নীলমণিমিব বক্ষসোহস্তুরিতম্, একমপি দিশি দিশি ক্ষুরন্তম্, দিশি বিদিশি সন্তমপি হৃদয়ে প্রবিশন্তম্, করকমলেন স্পৃশন্তমপি প্রতিস্পর্শনদুস্ত্রাপম্, বক্ষসাল্লিষ্যন্ত-মপি প্রত্যাল্লিষ্যামহম্, মুখচন্দ্রমসা চুস্মন্তমপি প্রতিচুস্মনেহক্ষণমবগচ্ছন্তী ক্ষণং ভিত্তিপুতলিকেব, নভসি চিত্রিতোব, উন্মূলিতজীবনেব, জলদঙ্গারালিঙ্গিতহৃদয়েব, কালকূটকূটলিপুশরীরেব, করপত্রেণ বিদীৰ্য্যমাণবক্ষস্থলেব যদি সমজনিষ্ট, তদাস্মা রামাবলম্ননসি ক্ষতে কক্ষীরস ইব, শুষ্কে দারুণি দহন ইব, মর্মগি ছুরিকেব, উরসি চোরগন্ধতমিব, শরীরে মহাজ্বর ইব, জঠরে মহাশূল ইব, নয়নযোর ক্যামিব, শ্রবণয়োৰীধিৰ্যামিব, ত্ৰিচ স্তম্ভতেব, সস্থিদি মহোন্মাদ ইব, কশ্চন দারুণো দুঃখপরিপাকঃ পরিভবকারী বভূব ॥

বশাং । শ্রবণয়োরিত্যাদিনা শ্রবণদর্শনাদঙ্গানামুত্তরোত্তরকালবর্তিত্বত্ব ভুতচরত্বং ধ্বনিতম্ । ততশ্চ ভাবনোদ্রেকস্ত পরিপাকৈর্গৈব বহিরনুসন্ধানেহপি নিরন্তপ্রায়ে মোহদশাপূৰ্ব্বাং বিক্ষুতিময়মুন্মাদং ব্যঞ্জয়তি—একমপীত্যাদিনা । অতএব দিশি বিদিশি সন্তমিত্যাदिষু পূৰ্ব্বদিব-শব্দাপ্রয়োগঃ । প্রতিস্পর্শনদুস্ত্রাপমিত্যাদিনা বাহ্যানুসন্ধানশেষোহপি পীড়াময়ো ব্যঞ্জিতঃ । প্রতিচুস্মনেহক্ষণমবসররহিতম্ । ততশ্চ মোহ এবাভূদিত্যাহ—ক্ষণং ভিত্তীতি । তত্রাপি নিরালম্বতয়া নভসীত্যভূতোপমা । মুছাপোষা বিরহপীড়োপাদনকতয়া মহাদুঃখানুভবময়োপান্তভাগৈবাভূদিত্যাহ—উন্মূলিতেতি । অন্মাদেহাজীবনং নিঃসৃত-মিত্যানুভবস্তীত্যর্থঃ । তৎকারণভূতং পীড়ানুভবমুৎপ্রেক্ষাভিৰ্যজয়তি—জনদিত্যন্তদেহোথা, পীড়াকালকূটেতি বহির্দেহোথা, তত্রাপি বক্ষসি স্তনমধ্যে অস্তি কোহপি বিশেষ ইত্যাহ—করপত্রেণেতি ।

মতো হয়েও অস্পৃশ্য, কথা বলছেন এরূপ স্তম্ভিত হয়েও বহিরিন্দ্রেয়ে শ্রবণ বিষয়ে অজ্ঞাত, অন্তর অন্তর ভবে বাইরে বর্তমানের মতো হয়েও বাইরে অনুপলব্ধ, কর্ণোৎপলের মতো হয়েও কর্ণ থেকে দূরে স্থিত, নয়নে কাজলের মতো হয়েও নয়ন থেকে দূরগামী, আর বক্ষের নীলমণির মতো হয়েও বক্ষ থেকে দূরে স্থিত ।

(অতঃপর ধ্যানের পরিপাকে বহিরনুসন্ধানও নিরন্তপ্রায় হয়ে গেলে মোহদশার পূৰ্ব্বস্থা বিক্ষুতিময় উন্মাদদশা প্রকাশ করতে লাগলেন—)

এক হয়েও প্রতি দিকে দিকে ক্ষুতি পেতে লাগলেন কৃষ্ণ তাদের নিকট, দিক্ বিদিকে অবস্থিত হয়েও তাঁদের হৃদয় মধ্যে গিয়ে বসে থাকলেন, (পীড়াময় অবস্থা—) করকমলে তাঁদের স্পর্শ করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন তাঁদের প্রতি স্পর্শ বিষয়ে দুস্ত্রাপ্য হয়ে, বক্ষে আলিঙ্গন করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন তাঁদের প্রতি-আলিঙ্গনের অযোগ্য অবস্থায়, গোপীমুখ চুস্মন করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন প্রতিচুস্মনের অবসর রহিত অবস্থায় ।

(অতঃপর মোহ অবস্থায় চলে গেলেন—)

ক্ষণকাল ভিতে আঁকা পুতুলের মতো, স্ফাকাশে চিত্রিতের মতো, উৎপাটিত জীবনের মতো, জলন্ত অঙ্গার আলিঙ্গিতের মতো, ভয়ঙ্কর বিষরাশি মাখানো শরীরীর মতো, করাতে চিড়ানো বক্ষদেশার মতো অবস্থা যদি হল, তখন গোপীদের সেই অত্যন্ত দুঃখ মনে কোনও দারুণ দুঃখপরিপাক তাঁদের পরাভবকারী হল—ক্ষতে লেবুর রসের মতো, শুকনো কাঠে অগ্নির মতো, মর্মস্থলে ছুরির পৌঁচের মতো, বক্ষে সর্পাঘাতের মতো, শরীরে মহাজ্বরের মতো, পেটে মহাশূল ব্যাথার মতো, নয়নের অন্ধতার মতো, কর্ণে বধিরতার মতো, হৃদে

৫। ততশ্চ, অশরণমেব ত্রিভুবনম্ নিরালোক এব সর্বলোকঃ বিদীৰ্ঘন্ত্য ইব গিরিজোপগমঃ, রোরুহন্ত ইব তরবঃ, শীৰ্ঘন্ত্য ইব লতিকাঃ, স্নায়ন্ত্য ইব চন্দ্রিকাঃ, মুহন্ত ইব শকুন্তয়ঃ, দবদক্ষা ইব হরিণাশ্চ বভূবুঃ ॥

৬। ততশ্চ, কস্তাপি যোগিনো যোগবলাচ্চিত্রপুত্তলিকানাং বাহ্যহর ইব, ভুজগদংশমুচ্ছিতানাং মন্ত্র-
কৃত নর্তনাবস্বিত-ব-ক-প্রয়োগ ইব পরম্পরমালাপ আসীৎ ॥

৭। 'অহো কিমেতৎ— বিলাসিন্যো নীলাম্বুজমিতি কবৰ্ঘাং পরিদধুঃ
কলাবতাঃ কিংবা হৃদয়মনয়ম্বেব পিশুনাঃ ।
ন চেৎ পশুস্ত্যীনাং হরিণনয়নানাং বলয়তঃ
কুতোহকস্মাৎ কস্মাদপসরতু নো জীবিতমণিঃ ॥'

অথ তত্র তত্রান্তরবাহয়োত্তাদৃশ্যোরপি কুত্র কুত্র প্রদেশে কীদৃশী কীদৃশী বিশেষণীভূত্যাৎপেক্ষায়ামাহ—মনসীতি ।
জঙ্ঘীররস ইতি চিটপিটায়িতীকারিভ্যং, দহন ইত্যাহতো জালয়া ভস্মীভাব বিধায়িত্বলোভ্যম্ । হুপ্ততা স্পর্শজ্ঞানরাহিত্যম্ ॥

৮। ততশ্চ মহাভাববতীনাং তাঙ্গাং দুঃখেন জগদপি ব্যাপ্তমিত্যাহ—অশরণমেবেতি । যত্নমুজ্জলনীলমণৌ
(হায়িভাষ-প্রং ১৫৪) “অনুরাগঃ স্বয়ংবেত্তদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । বাবদাশ্রয়ভূতিঃ শ্রাদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥” ইতি ।
তত্রাপি বিদীৰ্ঘন্ত ইত্যাদিনাং গিরিজোপাঙ্গীনাং বিশেষণো বিদারণাদিকো মহাভাবস্ত তত্ৰাহুভাববিশেষঃ । যত্নম্—
(উং নীং হায়িভাষ-প্রং ১৬১) “আসন্নজনতা-হৃদিলোভনম্” ইতি ॥

৯। এবঞ্চ তাদৃশ্যমপি দশায়াং স্থিতানাশ্রয়ৈব বস্বিতপ্রাণমাত্রাণাং তাঙ্গাং পরম্পরমালাপসামর্থ্যে যুক্তিমাহ—
কস্যাপীতি । চিত্রপুত্তলিকা হি প্রথমত এবাচেতনা ইতি দ্বিতীয়ো দৃষ্টান্ত এব পূর্ণসার্থ্যঃ, মন্ত্ৰেণ কৃতেন্ম নর্তনাবাস্বিতঃ,
বলাৎকারেণ পুনঃ প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ ॥

১০। কবরীভূষণমাত্র এব তস্যাপর্যাপ্তিমামুশাহঃ—কলাবত্য ইতি কলাবতোহস্ময়োহনাদিকলাষাগবত্যঃ, পিশুনাঃ
পরদুঃখদাত্র্যাঃ ॥

স্পর্শজ্ঞান রাহিত্যের মতো, জ্ঞানশক্তিতে মহা উন্মাদদশাপ্রাপ্তির মতো ।

৫। (অতঃপর সেই মহাভাববতীদের দুঃখ সমস্ত জগৎ গ্রাস করে নিল—) ত্রিভুবন যেন নিরাশ্রয়
হয়ে পড়ল, সর্বলোক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পর্বতের উপত্যকা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে
লাগল, তরুগণ যেন কাঁদতে লাগল, লতাবলী যেন শুকিয়ে যেতে লাগল, হরিণকুল যেন দাবদক্ষদশা প্রাপ্ত হল ।

৬। অতঃপর কোনও যোগিনীর যোগবলে পটে আঁকা ছবির বাগ্‌বিলাসের মতো, সর্পদংশনে
মুচ্ছিত ব্যক্তির মন্ত্রকৃত পেশীচালনায় পুনরাগত বাক্‌ক্ষুতির মতো বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হয়ে পরস্পর আলাপ করতে
লাগলেন তাঁরা ।

৭। 'অহো ব্যাপার কি । কোনও বিলাসিনী রমণী কি তাঁকে নীলমণি মনে করে খোঁপায় গুঁজে
নিয়ে গেল, অথবা কোনও পরদুঃখদায়িনী কলাবতী নারী কি বক্ষোমধ্যে ভরে নিয়ে গেল ? না হলে মুখপানে
চেয়ে থাকা হরিণনয়না আমাদের মণ্ডলী থেকে কোথায় কি করে অকস্মাৎ জীবিতমণি চলে যেতে পারে !'

৮। ইতি পরম্পরপরমসন্দেহে বিতর্ক-পরম্পরাপরাহতধিয়ঃ পুনরপি মীমাংসন্তে স্ব ॥

৯। 'যদায়াতং গেহাদিহ যদপি দৃষ্টঃ সপুরুষং
শ্রুতং যন্তশ্রোক্তং যদপি করুণোক্তিবিবচিতা।
প্রসম্মেন প্রেমণা যদপি রমিতং তেন সকলং
তদেতৎ স্বপ্নো নঃ কিমুত পরমো 'মাহমহিমা' ॥

১০। ইতি ক্ষণং বিমৃশ্য পুনরুচিরেণ চিরেণ কঠরোধমুদঘাটা—'অহো,—
তা এব কিং নহি বয়ং কিমসৌ প্রযাতঃ, কাপীতি যন্তদপি চেদমলীকমেব।
তেনৈব নীতমখিলং মন আদিকং নঃ, কঃ পামরো নিরমিনীত বতাত্তদেতৎ ॥'

৮। তাদৃশশক্তিমতীনাং কিমন্তো ভরমিতি চোরমিত্রা অসৌ নেতব্য ইত্যপরাসাং বিতর্কান্তরমাহ—ইতীতি।
মীমাংসন্তে স্ব, বিচারয়ামাস্তে ॥

৯। অন্তর্ধানস্য কারণানুপলভ্য তদ্বিনাভূতস্য চাপ্রামাণ্যাদন্তর্ধানং তৎপ্রতিযোগি-প্রাকট্যঞ্চ ইত্যুভে অস্বদু-
ভবসমর্থিতে অপালীকে এবৈত্যাহঃ—যদায়াতমিত্যাदि। নহু শরনং বিনা কুতঃ স্বপ্ন ইত্যত আহঃ—মোহমহিমা ইতি ॥

১০। সর্ববিলক্ষণ-তাদৃশ-তদঙ্গসঙ্গবিলাসস্যাদৃষ্টাশ্রুতচরভেন স্বপ্নমোহসিদ্ধত্বসম্ভাবয়ন্ত্যেহিহা অগ্ৰাধৈব বিতর্কয়ন্ত্য
আহঃ—তা এবৈতি। তত্ত্বং সর্বং সত্যমেব, ন তু স্বপ্নাদিসিদ্ধম্, কিন্তু তদ্ব্যত্যোহিহা এব গোপ্যন্তাঃ সম্প্রত্যপি তেন সহ
বিহরন্ত্যেব। কেবলং তদ্ব্যম্যগ্নম্ বয়মধ্যারোপ্য ক্লিষ্টমাহে ইতি ভাবঃ। নহু তর্হি তদন্তর্ধানজনিতবিবর্তনধেয়ং কুন্ত্যো
ধর্মঃ? তত্রাহঃ—কিমসৌ কাপীতি। প্রযাত ইতি যন্তু অলীকমেব। তত্র হেতুঃ—তেনৈবেতি। অয়মর্থঃ—যন্তুগ্ন্যকং
মনইন্দ্রিয়াদিকং সর্বং স্বসঙ্গে নীত্বৈব তেন গতম্, ন তু একাকিতয়া, তর্হি অস্মান্ বিহারান্তরধাদিতি কথমসাবুপালন্তরী
ইতি। নহু যন্তেবম্, তদা সম্প্রতি যেন পীড়া অল্পভূয়তে, তন্মন আদিকং কতমং? তত্র সাক্ষেপমাহঃ—কঃ পামর ইতি।

৮। এইরূপে পরম সন্দেহে পরম্পর বিতর্কের পর বিতর্ক করতে করতে বুদ্ধি ফুরিয়ে গেলেও গোপী-
গণ পুনরায় বিতর্ক করতে লাগলেন—

৯। 'ঘর থেকে এই যে বনে চলে এলাম, আর এই যে পুরুষরত্নকে দর্শন করলাম, এই যে এঁর
কঠোর বাক্য শুনলাম, আর যা কিছু করুণকথার জাল রচনা করলাম, শৃঙ্গার রসগর্ভা প্রেমে এই যে রমিতা
হলাম এর দ্বারা—এ সব কিছুই কি আমাদের স্বপ্ন, অথবা পরম মোহের মহিমা।' ॥

১০। কিছুকাল মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করার পর খেঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে
বললেন—'অহো, ঐ পূর্বের গোপীই কি আমরা নই, যদি হবোই তবে কোন্ দোষে সেই পুরুষরত্ন আমাদের
ছেড়ে অত্র কোথাও চলে গেলো। এও এক অলীক ব্যাপার নয় কি? কেন-কি সেই তো আমাদের মন আদি
সব কিছু নিজ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কোথেকে। (তাই যদি হয় তবে সম্প্রতি যার
দ্বারা ত্রুৎ অল্পভূত হচ্ছে সে মন আদিই বা কোন্? তাতেই আক্ষেপের সঙ্গে বলা হচ্ছে—) আমাদের ত্রুৎ
দেওয়ার ক্ষণ আগের থেকেই অপর এই ভিন্ন প্রকার মন আদি যে পামর নির্মান করেছে সেই ত্রুর পামর
কে? তা আমরা বুঝতে পারছি না।' ॥

১১। এবং নানাবিকল্পকল্পনাস্তরং নিশ্চিতৈঃ শ্রীকৃষ্ণতিরোভাবেহভাবে চাশ্বনো জীবনাদেবংপত্মানে সতি শ্রীকৃষ্ণোন্মাদ এব তন্নিবর্তকতয়া তাসামস্তরমস্তরয়াঞ্চকার ॥

১২। তথাস্তবৃত্তিনিবৃত্তিনিরতে তরলতরঙ্গনিকরে তস্মিন্নুন্মাদোর্মিমালিনি হৃদয়মাবিশ্য হৃদয়স্ত কৃষ্ণ-কারকারণতাং প্রাপ্তবতি নব্যাপারা ব্যাপারাস্তরহারিণী হারিণী কৃষ্ণস্ত গত্যনুগতানুরাগবিহসিত সিত-ময়ূখ ময়ূখ সবিন্দ্রমভ্রমদলি-দলিত-শতপত্র-পত্র-তিরস্কারি-হারি-নয়নাস্ত-কাস্ত-নিরীক্ষণ-ক্ষণ-মধু মধুরালাপ-মনোরমেহিত-হিত মধুরিম-গরিম-গভীর-ভীরহিতানেক-বিলাসাস্তরানুকারণিণী কাচিদবস্থাবস্থাপয়ামাস নির্যতঃ প্রাণান্ ॥

১৩। স্থিতেষু তেষু প্রাণেষু প্রাণেশ্বরমনুসন্দধত্যো বাতেনেতন্ততোহস্ততোবাশ্চাচালামানাঃ কমলিত্য ইব বনাদ্রনং সঞ্চরন্ত্যঃ সংহতা হতা বিরহবেদনয়ানয়া তমুরুগায়মুরু গায়ন্ত্যঃ পশ্চনমপস্থানমপি বা যদি ন বিদুঃ,

অস্মান্ দ্বঃখয়িতুং ততোহন্তদেব এতন্মনআদিকং যো নিরমিমীত, অসৌ ক্রুরঃ কঃ, ন তং জাতুং বয়ং ভাবঃ ॥

১১। আশ্বনো জীবনাদেবভাবে নাশে উৎপত্মানে সতি তন্নিবর্তকতয়া জীবনাভাবনিবর্তকত্বেন অন্তরমন্তঃ করণমস্তরয়াঞ্চকার, ব্যবহিতং চকার, বিরহপীড়াতো ব্যবধানং মনসোহভূদিত্যর্থঃ। মধ্যে কৃষ্ণতাদাত্ম্যপ্রবেশেন তত্যা অপলাপাদিতি ভাবঃ ॥

১২। উন্মাদ এব উর্মিমালী সমুদ্রস্তস্মিন্ হৃদয়মাবিশ্য হৃদয়স্ত কৃষ্ণাকারে কৃষ্ণাত্মকত্বে কার্কে কারণতাং হেতুত্বং প্রাপ্তবতি সতি কাচিদবস্থা কৃষ্ণস্ত গত্যনুগত্যানুরাগিণী নির্ঘতো নির্গচ্ছতঃ প্রাণানবস্থাপয়ামাস। কথন্তুতে ? তরলশ-পলস্তরঙ্গনিকরঃ কৃষ্ণোন্মাদোৎখর্ষাদিবিবিধসঞ্চারিভাবসমূহো যত্র তস্মিন্, অতএবাত্তঃকরণস্ত বৃত্তীনাং বিরহপীড়াময়ীনাং নিবৃত্তৌ বিষয়ে নিরতে। অতএব নব্যা নবীন্য অপারা বৃদ্ধিরপ্যগম্যোত্যর্থঃ। গতির্গমনকালগতিস্তুৎকর্তৃকা স্বভক্তজ্ঞানানু-গতিশ্চানুরাগশ্চ বিহসিতমেব সিতময়ূখস্ত চন্দ্রস্ত ময়ূখঃ, স চ সবিন্দ্রমং ভ্রমন্নলিখত্র তথাভূতং দলিতং প্রস্ফুটং শতপত্রং কমলং তস্ত পত্রতিরস্কারি হারি যয়নং তস্তান্তেনাপাদেন নিরীক্ষণে যঃ ক্ষণ উৎসবোহবসরো বা, স চ মধুনোহপি মধুর আলাপশ্চ মনোরমমীহিতঞ্চ তথা হিতানি চ তানি মধুরিমাং গরিমাং গভীরানি ভীরহিতানি চ যাত্নেনকবিলাসাস্তরানি তেষামনুকারণিণী ॥

১১। এইরূপে নানা বিকল্প কল্পনার পর শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব নিশ্চিত হলে ও নিজেদের জীবন নাশের উপক্রম হলে কৃষ্ণোন্মাদই এই নাশ নিবারণের জন্য বিরহপীড়া ও মনের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে দিল।

১২। তথা বিরহপীড়াময়ী চিত্তবৃত্তি শাস্ত্র করতে নিযুক্ত চঞ্চল তরঙ্গ সমাকুল সেই উন্মাদ-সমুদ্রে গোপীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত তাঁদের কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য প্রাপ্তি কার্ঘ্যের কারণতা প্রাপ্ত হলে কৃষ্ণের গমন ভক্তানু-গমন-অনুরাগ-শুভ্র চন্দ্রকিরণ ঝরানো উচ্চ হাসি-সবিলাস চঞ্চল ভ্রমরদলিত কমলের পত্রতিরস্কারী মনোহর নয়নাপাঙ্গে কমনীয় নিরীক্ষণ অবসরে মধুর মধুর আলাপের ও মনোরম লীলার অনুকারিণী এবং মাধুর্যগৌরবে অগাধ-ভয়রহিত বহু বহু বিলাসাস্তরের অনুকারিণী কোনও মনোহর অনির্বচনীয় অবস্থা, যা বুদ্ধির অগম্য ও অগ্র ব্যাপার ভুল করিয়ে দেয় তা গোপীদের নির্গমনোন্মুখ প্রাণকে সংস্থাপিত করল।

১৩ প্রাণ যদি থেকে গেল, তখন উদ্বেগগ্রস্তা গোপীগণ প্রাণেশ্বরের অনুসন্ধান তৎপর হয়ে বায়ু-বেগে ইতস্ততঃ হেলনী দোলনী কমলিনীর মতো বন থেকে বনান্তরে সকলে একসঙ্গে মিলে চলতে চলতে বিরহ-

তদা তাভিরলক্ষ্যমগৈব যোগমায়াঃগমা যা ভগবতী ছায়েব তাসামনুয্যাস্তী যাস্তীব্রতাং প্রাতিকূল্যাকৃতাং
হরতি, সা তাভিরপি নাজায়ত ॥

১৪। এবমিতস্ততোহনুসন্দধতোহনুজ্জমমুলতং পপ্রচ্ছুরপি—

‘হস্তাশ্বখ কপিথ-কিংক-বট প্লক্ষাঃ শিবং বোহক্ষয়ং
কিং দৃষ্টো নু ভবন্তিরত্র বিচরন্ গোপেন্দ্রজঃ কথাতাম্ ।
তুক্ষীং তিষ্ঠথ কিং ন বক্ষয়থ নঃ সত্যং স বো গোচরঃ
স্তম্ভোহয়ং কথমগ্রথা বলবতানন্দেন যঃ কল্পিতঃ ॥’

১৫। ইত্যাভাষ্য অহো তদনুধ্যানৈকতানতয়া নতয়া মনোবৃত্ত্যা ‘বহিরব্যাপারপারবশ্চেনাস্ম্যাকং
বিজ্ঞপ্তি মমী নাকলয়ন্তি, তদগ্রতো গতা পৃচ্ছামঃ’ ইতি কিয়দদূরং গতা—

‘হে চাম্পেয় রসাল-শাল-সরলাঃ পুন্নাগ হে চম্পক
শ্রামোহনেন পথা ভবন্তিরনৈঘৈর্গচ্ছন্ সমালোকিতঃ ।

১৩। অন্ততোষা গতর্হাঃ প্রাপ্তোদেগা ইত্যর্থঃ। উরুগায়ং কৃষ্ণম্, উরু অধিকং গায়তীতি নিরন্ত্যা গীতরসিকশ্রু
গানেনাকর্ষণসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তীব্রতাং শরীরাকটকাভাঘাত সম্বন্ধিনীম্, ন অজায়ত নাঘভূষত ॥

১৪। স্তম্ভঃ সাত্ত্বিকভেদঃ ॥

১৫। তদানুধ্যানে যা একতানতা তয়া নতয়া নত্রীকৃতয়া “একতানোহনবৃত্তিঃ” ইত্যমরঃ। বহিরব্যাপাররূপং
যং পারবশ্চ তেন। অনৈঘৈরिति বয়মেব কৃত্যসা ইতি ভাবঃ ॥

বেদনার সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু প্রকার গান গাইতে গাইতে পথ অপথ-জ্ঞানহারা যদি হয়ে পড়লেন তখন
তাদের অলক্ষিতভাবে দুর্গম শুভাবহবিধিযুক্তা ভগবতী যোগমায়া ছাটার মতো তাঁদের অনুসরণ করতে করতে
শরীর-কটকাদি সম্বন্ধী প্রাতিকূল্য থেকে যে সকল তীব্র আঘাত আসছিল, তা হরণ করে নিতে লাগলেন—
তাঁদের অজান্তে।

গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান :

১৪। এইরূপে অনুসন্ধানপরায়ণ গোপীগণ প্রতি তরু প্রতি লভায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—
‘হায় হায়, হে অশ্বখ-কপিথ-কিংক-বট-পাকর, তোমাদের মঙ্গল তো অক্ষয়। বল তো, তোমরা কি গোপেন্দ্র-
নন্দনকে এখানে ঘুরতে ফিরতে দেখেছ ? চুপ করে আছ যে বড়। এ কি আমাদের বঞ্চনা করা হচ্ছে না ?
সে-যে তোমাদের গোচরীভূত হয়েছে সে তো অকাটা সত্য, নতুবা যে স্তম্ভ বলবান আনন্দেই উদয় হয়, তা
তোমাদের অঙ্গে দেখা যাচ্ছে কি করে ?’

১৫। এইরূপ বলবার পর—‘অহো নিরন্তর কৃষ্ণ ধ্যানের একতানতা হেতু বিনম্র মনোভাবে বহি-
ব্যাপারের অধীনতা স্বীকার পূর্বক আমাদের নিবেদন এরা শুবল না। অতএব অগ্রত গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি’,
এ বলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে—‘হে নাগকেশর-রসাল-শাল দেবদারু-পুন্নাগ চম্পক! পুণ্যাত্মা তোমরা কি

চিন্তং যোহিপজহার নো ন ন ন নেত্যাধূয়মানৈর্দলৈ-

মা মিথ্যা গদথান্যাথা কথময়ং রোমোদগমো বঃ স্থিরঃ ॥

১৬। ইত্যালপ্য তদুত্তরমনালাভ্য পুনরুচিরে,—‘অহো অমী তদগণা এব তেনৈব দারুণতয়া ন প্রতি-
বচনং রচয়ন্তি, ভবতু পুনরন্যাতো গতা প্রষ্টব্যম্’ ইতি তথা কৃতা পুরতন্তুমালমালোকা তথা পপ্রচ্ছুঃ—

‘হংহো তমাল তব বর্ণস্বহং স কৃষ্ণঃ, সত্যং বভূব বিষয়স্তব মান্যথৈতৎ ।

শ্লিষ্টোহসি তেন যদয়ং স্বচি তে বিসর্পী, লীড়ো মধুত্রতগণেন তদীয়গন্ধঃ ॥

১৭। তদালিঙ্গনেনাপহৃতবেদনো বেদ নো নায়াং নিবেদিতম্, তং কিময়মনুযোজ্যঃ, তদনুতো গতা
পৃচ্ছামঃ’ ইতি পুরতন্তুলসীমালোক্য—

কল্যাণি পাণিকমলং কমলেক্ষণেন, নাস্তং হুয়ি প্রণয়ি-নীতিরসাদবশম্ ।

ধন্যাসি হে তুলসি তে তুলনা ক লোকে, তন্নঃ সমাদিশ স তে দয়িতঃ ক লভ্যঃ ॥

১৮। ‘নিজদয়িতঃ কথং বো বিজ্ঞাপনীয়ঃ’ ইতি সাপত্ন্যবিদোষো বিদোষো নাস্তি ভবত্যঃ ॥

১৬। তেন সখ্যেন হেতুনেত্যাঃ; শ্লেষেন লিঙ্গমাছঃ—তদীয়গন্ধস্বচি তে বিসর্পীতি । নম্রভূতমাং, তদনুপলম্বা-
দিত্যত আছঃ—লীড় ইতি । অতএব সম্প্রতি স নানুভূত ইতি ভাবঃ ॥

১৭। নোহস্মাকম্, অয়ং ন বেদ ন জ্ঞানতি । কমলেক্ষণেনতি শ্লেষেন অংসৌরভসৌভাগ্যাপেক্ষয়া কমলৈহপা-
ক্ষণেন নিরুৎসবনেত্যাঃ । তুলনা উপমা ॥

১৮। সাপত্ন্যরূপো বিশিষ্টা দোষঃ, বিদোষো বিগতভুজায়াঃ; “ভুজাবাহু প্রবেষ্টো দোঃ” ইত্যমরঃ । অগ্রভূগেব
এ-পথে শ্যামকে যেতে দেখেছ ? সে-যে আমাদের চিত্ত চুরি করে নিয়েছে । কি বলছো—‘না-না না-না ।’ পত্রদল
কাঁপিয়ে এমন মিথ্যা কথা বলো না । অথবা কি করে তোমাদের দেহে স্থির রোমাঞ্চের উদগম হল ।’

১৬। এরূপ আলাপ করার পর উত্তর না পেয়ে পুনরায় বললেন—‘অহো এরাও যে একই দলের
দেখছি । একই প্রকার নিষ্ঠুরতায় প্রতুত্তর করছে না । যেতে দেও, পুনরায় অগ্রত্ৰ গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি’—
এই বলে অগ্রত্ৰ গিয়ে তমাল দেখে একই ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘হংহো তমাল । বর্ণ সম্বন্ধে তোমার বন্ধু সেই কৃষ্ণ তোমার খাতিরের জন রূপে এখানে দাঁড়িয়েছিল
নিশ্চয়ই । সখ্যতায় তোমাকে আলিঙ্গনও করেছিল মনে হচ্ছে । তাই-না তদীয় অঙ্গগন্ধ তোমার ছালে গড়িয়ে
যাচ্ছিল ভ্রমরগণ চেটে নিয়েছে বলেই-না ইদানীং অমুভূত হচ্ছে না ।

১৭। অহো, তাঁর আলিঙ্গনে অপহৃত-জ্ঞান এ আমাদের এ নিবেদন জানতে পারছে না, কাজেই
একে অনুযোগ দিয়ে লাভ কি ? অতএব অগ্রত্ৰ গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি’—এই বলে সম্মুখে তুলসীকে দেখে—
‘হে কল্যাণি তুলসি ! কমলনয়ন কৃষ্ণ নায়কনীতিরসের বশে অবশ্য পাণিকমল তোমার উপর স্থাপন করেছে ।
ধন্য তুমি হে তুলসি, তোমার উপমা ত্রিলোকে কোথায় ? তাই আমাদের উপদেশ কর, তোমার সেই দয়িতকে
কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ?

১৮। নিজ দয়িতের কথা তোমাদিকে কি করে বলা যায় ?’ এরূপ সাপত্ন্যরূপ বিশিষ্ট দোষ ভুজ-

১৯। যতঃ, আকণ্ঠমাচরণসীম বিলম্বমানা, মালাময়েন বপুষা বনমালি-বক্ষঃ ।

ঋ ভূময়ন্ত্যপি বিহারি তথৈব মধ্যে, মালাস্তরং ন পরিপালয়সে রসেন ॥

২০। তস্মাদস্মদ্বিধজনমনঃপ্রাণবুদ্ধাদিসারং
হারং হারং স তব দয়িতো বজ্রনানেন যাতঃ ।
ঈর্ষ্যাহানেঃ সহজকরণা ঋ তমাখ্যাতুমর্হা
স্বপ্রাণৈর্ষং স্তুহদিহ স্তুহং প্রাণরক্ষাং বিধত্তে ॥

২১। তথৈব তস্তা অপ্যুক্তঃমনাকর্ণ্য 'অহো এষাপি তদগতমানসা গতমানসারো বস্পর্শানস্তরং তদ্বি-
রহে, তৎ কিমস্তাঃ পৃচ্ছয়া, নহি স্বয়মুক্তপ্তাঃ পরং শীতলয়িতুমহিঁস্তি তদন্ততো গচ্ছামঃ' ইতি তথা কৃত্বা পুরো
মালতীমালোক্য পপ্রচ্ছঃ ॥

২২। 'আলি মালতি স্যাকিং বনমালী, নালিগিঙ্গ ভবতীং নয়নেন ।
অন্থথা কুসুমহাসবিলাসৈঃ, কিং প্রকাশয়সি মানসগবর্ম ॥

ভুজাভ্যামাবৃত্য ন তিষ্ঠসীতার্থঃ ॥

১৯। ন পরিপালয়সে ? অপি তু পালয়সে এব । সৌভাগ্যেন কাপি স্বতুল্যাতায়া অনুপলভ্যাদহস্যানুদয়াদিত্তি ভাবঃ ॥

২০। যদ্যন্ত্যং স্তুহং, স্বপ্রাণৈরপি কিং পুনর্ধাচেতি ভাবঃ ॥

২১। স্পর্শানস্তরং তস্য বিরহে সতি গতমানসারা নষ্টবুদ্ধিবলৈতার্থঃ ॥

লতাহীনা তোমাদের নেই ।

১৯। যেহেতু মালাময়ী অঙ্গলতার দ্বারা কণ্ঠ থেকে চরণসীমা পর্যন্ত বিলম্বমানা হয়ে বনমালীর
বক্ষদেশকে তুমি ভূষিত করেও তোমার মধ্যে বিলাসিনী অন্ত্র মালাকে তুমি রসের সহিত কি পরিপালন কর
না ? নিশ্চয় কর ।

২০। অতএব মদ্বিধজনের মনপ্রাণবুদ্ধি আদির শ্রেষ্ঠাংশ হরণ করতে করতে এই পথে চলে যাওয়া
তোমার সেই দয়িতের কথা ঈর্ষার অবিজ্ঞানতা হেতু সহজ কারুণিক তুমিই বলবার যাগ্যা । এ জগতে সৌহা-
র্দের ধর্মই হল, নিজের প্রাণের দ্বারা বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করা ।”

২১। পূর্বের মতোই এরও উত্তর না পেয়ে—‘অহো এ ও দেখছি তার ছোঁয়া পাওয়ার পর বিরহ-
দশায় পড়ে উদগত মানসা ও বুদ্ধি-বল হীনা হয়ে পড়েছে, তাই একে জিজ্ঞাসা করে কি হবে ? নিজেই যে
উত্তপ্ত হয়ে আছে সে পরকে শীতল করতে সার্থক হয় না । অতএব অন্ত্র যাই চল ।’ এই বলে অন্ত্র গিয়ে
সম্মুখে মালতীলতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

২২। ‘হে সখি মালতি । বনমালী কি তোমাদের নয়নে দ্বারা আলিঙ্গন করে নি ? নিশ্চয় করেছে । অন্ত্রথা
কুসুমরূপ হাস্যবিলাসে কেন মনের গর্ব প্রকাশ করছ ?

২৩। মল্লিকে সখি ন গোপয় দৃষ্টো, গোপরাজ তনয়ঃ স ভবত্যা ।

চঞ্চরীক-নিকরচ্ছলতো যৎ তন্তনুচিমচূরছুচৈঃ ॥

২৪। জাতি জাতি-সরলাসি সখি স্বং, নাতিবঞ্চয় স চঞ্চলচেতাঃ ।

স্বাং নৈথেরলিখদেব যতন্তে, লোহিতত্মগমমুকুলানি ॥

২৫। যুথিকে কিময়ি রোদিষি যুথী-ভূতভৃঙ্গনিন্দেন নিকামম্ ।

পশুতোহর ইবৈষ মনন্তে, মাদৃশামিব দৃশৈব জহার ॥

২৬। ইত্যেবমেতা অপি পৃচ্ছন্ত্যো যদি নোত্তরং লেভিরে, তদাত্ততো গত্বাহগত্বাশঙ্ক্যং দূরীকৃত্য কৃত্য-
মাত্রানভিজ্ঞাঃ পুনরত্মানবনিরুহানুচুঃ,—

‘কুরু কুরুবক রক্তাশোক শোকক্ষয়ং নঃ কথং কথং কৃষ্ণো বজ্রনা কেন যাতঃ ।

অহহ স ইহ দৃষ্টো নেতি মা জল্পতাহস্র প্রখরনখরলুনাঃ পল্লবোহমুং ব্যনক্তি ॥’

২২। কিং নালিলিঙ্গ ? অপি হালিলিঙ্গৈব । বনমালীতি বনমালারচনার্থমপীতি ভাবঃ ॥

২৩। তত্বতরমপ্রাপ্য তরলেয়ং গর্ববতী নান্মান্ গণয়তীতি তৎপ্রতিবাসিনীর্মল্লিকায়া অপি তত্রৈব হিবা পৃচ্ছতি
—মল্লিকে ইতি । ভবতী অচূরৎ, অস্বমনশোরশ্যাপি তত্বকান্তিঃ চোরিতবতী ॥

২৪। চোরশ্যাপি চোরী শঠোপধি পাঠ্যবিদ্যারিনীং জুরচিত্ততরৈব নান্মান্ বজ্রীতি সরলাং পৃচ্ছামেত্যাঃ—
জাতীতি । চঞ্চলচেতা ইতি ভবত্যাঃ স্তনগতং নখরকতচিহ্নমাংসং লক্ষ্যতে, ন তু সংগ্রহযোগাদিকমিতি ভাবঃ ॥

২৫। ইয়মপ্রাপ্তসম্পূর্ণসন্তোষা কামপীড়িতবাস্তে, কিমুত্তরং দাশুভীত্যাত্তোহবলোক্যাঃ—যুথিকে ইতি । দৃশৈব
দৃষ্টমাত্রেনৈবেতি । অহো ত্মস্বস্ত্যল্যব্যাসনৈব হারিতমানসা কথং প্রতিবক্ষ্যসীতি ভাবঃ ॥

২৬। অগত্বাশঙ্কামিতি, অগাঃ স্বাবরা অমী প্রাপ্তমযোগ্যা ইতি তথাভূতত্বশঙ্কাম্ । তত্র হেতুঃ—কৃত্যমাত্রেনৈতি ।

২৩। হে সখি মল্লিকে ! গোপন করো না । সেই গোপরাজ তনয়কে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ ।
কারণ ভ্রমর নিকরচ্ছলে তোমরা সেই তন্তুর শ্রামকান্তি নিপুণ ভাবে চুরি করে নিয়েছ ।

২৪। হে সখি জাতি । তুমি জাতিগত ভাবেই সরলা, আমাদের অথবা বঞ্চনা করো না । সেই চঞ্চল
চিত্ত শ্রাম মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে নখের দ্বারা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যেহেতু তোমার পুষ্পকুঁড়িগুলি রক্তবর্ণ
ধারণ করেছে ।

২৫। অয়ি যুথিকে । ঝাঁকবদ্ধ ভ্রমরের ঝঙ্কারচ্ছলে কাঁদছ কেন ? দৃষ্টিচোরার মতো কৃষ্ণ কি তোমার
মন দৃষ্টিমাত্রেরই চুরি করে নিয়েছে, ঠিক আমাদের বেলায় যা করেছিল ?

২৬। এইরূপে এই লতাদের জিজ্ঞাসা করেও যদি উত্তর পেলেন না, তখন অত্ন দিকে গিয়ে ‘স্বাবর
জাতি বলে-এঁরা জিজ্ঞাসার অযোগ্য’ এরূপ আশঙ্কা ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক ব্যাপারে একেবারে জ্ঞানহীনা সেই
গোপীগণ পুনরায় অত্ন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন —

‘হে কুরুবক । হে রক্ত অশোক । তোমরা আমাদের শোক নাশ কর । বল বল কোন্ পথে কৃষ্ণ গিয়েছে ।
‘অহহ সে তো এ পথে যায় নি’ এরূপ কথা বল না । তার প্রখর নখরে ক্রটিত পল্লব তাঁরই পশ্চিতি বলে দিচ্ছে’

২৭। অত্নতোহবলোকা কথয়ামাসুঃ,—

‘হে কোবিদার নহু কোবিদ এব কৃষ্ণ-সন্দর্শনশ্চ স ভবান্ কথয় ক যাতঃ ।
যদর্শনেন হৃদয়াঙ্কুরতঃ স রাগো, নিজ্জম্য শোণকুসুমচ্ছলতো বিভাতি ॥’

২৮। পুনরত্নতো গতা পপ্রচ্ছুঃ,—

‘অয়ি পনস ন স্তম্ভমো বিধেয়ঃ, কথয় হরিঃ ক গতোহস্মদাশ্চোরঃ ।
অহহ যদবলোকহর্ষতস্ত্বং, পৃথুতরকটকিতৈঃ ফলৈর্বিভাসি ॥
অয়ি সুভগমহামুভাব জম্বু-তরুবর দূনমদর্শি স ত্বয়ৈব ।
যদবয়বরুচ্যাং সুচারুচারৈঃ, রলিমলিনানি ফলানি তে বভূবুঃ ॥’

৩০। পুনঃ কিয়দদূরং গতা প্রপ্রচ্ছুঃ,—

‘ধন্যাসি হে সখি বিলাসিনি বিশ্বনাথে, শ্লাঘ্যং বপুঃ কিমপি কটকিতং বিভিষি ।
কাস্তাপয়োধরধিয়া তব সংফলেহস্মিন্, যৎ পাণিপঙ্কজমধাদ্গতশঙ্কমেবঃ ॥

২৭। তন্মোরপ্যন্তরমপ্রাপ্য এতৌ রাজস-তামসস্বভাবতয়া ত্ত্বাকরণৌ তীক্ষ্ণৌ মুঢ়ৌ চ, ভদেতৌ বিহার্য সাত্বিকং কোবিদং সৌম্যং চাষেধয়াম ইতি—অত্নত ইত্যাদি। কোবিদারঃ কাক্ষনারভেদঃ, কোইলা চ প্রসিদ্ধঃ; স্নেহেণ কোবিদ-শাসাবরোহতীক্ষ্ণশ্চেতি হে তথাভূত! “রঃ স্মৃতঃ পাবকে তীক্ষ্ণে” ইতি মেদিনী। স প্রসিদ্ধৌ রাগোহমুরাগঃ; শোণো ম্লানঃ ॥

২৮। অহো মহত্তমোহসৌ সমাধিলগ্নো ন বিক্ষেপয়িতুং যোগ্য ইত্যলকৌন্তরা এব ততো নিশ্চক্রমুরিত্যাহ—পুনরিত্যাদি। হে পনস কটকিফল ॥

২৯। নিজস্বফলপরিপাকেন কৃতার্থশাপ্তকামস্তাত্ত্ব কিমস্মদপেক্ষয়া, ইতি ততোহপ্যালকৌন্তরা নির্গত্য পপ্রচ্ছুঃ—অয়ি সুভগেতি। সুচারু বথা স্তাভথা, চারৈঃ সংক্রমৈরলিমপি মলিনয়ন্তি, অতিশ্রামানীত্যর্থঃ ॥

৩০। অসৌ কলেষু তদ্বর্ণধারী হৃদয়েহপি নুনং তদ্বাক্রপতাদর্শমাক্রান্তো ভবতি, যদস্মান্ ন প্রতিবজীতি ততোহপি

২৭। অত্ন দিকে তাকিয়ে বললেন—

‘হে কোবিদার। কৃষ্ণ সন্দর্শন বিষয়ে যাকে বলে পণ্ডিত, তুমি তো তাই। বল বল কৃষ্ণ কোন্ পথে গেল, যার দর্শনে তোমার চিত্তজাত অমুরাগ বাইরে এসে রক্তকুসুমচ্ছলে অল অল করছে।’

২৮। পুনরায় অত্নত্রে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘অয়ি পনস। ভয় কর না, বল আশ্চোর হরি আমাদের ছেড়ে কোথায় গেল—অহহ যার অবলোকন জনিত হর্ষে তুমি অতি শূল কটকিত ফলে শোভিত হয়ে উঠেছ।’

২৯। অয়ি সৌভাগ্যবান্ মহামুভব জম্বু তরুবর। তুমিই তাঁকে নিশ্চয় দেখেছ। কেন-কি তাঁর সুচারু দেহকান্তি-সঞ্চারে তোমার ফল হয়ে উঠেছে ভ্রমর-কাল।’

৩০। পুনরায় কিছুদূরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

‘হে সখি বিলাসিনী বিশ্বনাথে। তুমিই ধন্য, কেন না প্রশংসনীয় রোমাঞ্চিত কোনও অনির্বচনীয়

୩୧ । ଅଗ୍ନି ବକୁଳ ନିରାକୂଳଭ୍ରମେକୋ, ହରିବଦନେନ୍ଦୁବିଲୋକନେନ ଜାତ: ।

ଅପି ତଳପତିତୈସ୍ତବ ପ୍ରସ୍ତୁନେ-ରତିକୁତୁକୀ ସ ବିନିର୍ମିମାୟ ମାଳାମ୍ ॥’

୩୨ । ପୁନରନ୍ତତୋ ଗନ୍ତା—

‘ଅଭିନବମୁକୁଳାଗ୍ରଭଙ୍ଗରଜେ, ପରିଚିତ-ତମ୍ବରବିମର୍ଷହର୍ଷାଂ ।

ତବ ସଖି ସହକାର-ଶାଖିଶାଖେ, ମଧୁମିଷତୋହଞ୍ଚନିପାତ, ଏଷ ଯୋଗାଃ ॥’

୩୩ । ପୁନରନ୍ତତୋ ଗନ୍ତା—

‘ଅଗ୍ନି ନୀପ ହରିର୍ବନେନ ଗଚ୍ଛ, ଯନ୍ତୁକୂଳଃ ତବ ଶୂଳମାଳଜାଳେ ।

କୁସୁମଂ ତବ କନ୍ଦୁକାୟ ଚିହ୍ନ-ରାପି ଶାଖାମନ୍ତୁରୀୟତେହଧିରୁଢ଼ଃ ॥

୩୪ । ଅପି ଚ — ଯଦିତଃ ପତିତାନି ପଲ୍ଲବାନି ପ୍ରଲୁଠସ୍ତୀହି କିୟନ୍ତି କୋରକାଣି ।

ଭ୍ରମରାଞ୍ଚ ତମସ୍ତୁର୍ଭବନ୍ତଃ, ବତ ସନ୍ତାପ୍ୟା ତଦୀୟଗନ୍ଧଲୁକ୍ତାଃ ॥

ନିରଞ୍ଚରତ ଆହଃ—ପୁନରିତି ॥

୩୧ । ‘ଅଗ୍ନିମୁଗ୍ଧତୁଳସଂସନ୍ଦା ସମୁଗ୍ଧତୁଳସୀୟାନ୍ ସ୍ପର୍ଷମାନେବ ନ ପ୍ରତିବକ୍ତି, ତଦଳମେତୟେତି, ତତୋଽପି ନିର୍ଜଞ୍ଜୁ-
ରିତ୍ୟାହଃ—ଅଗ୍ନି ବକୁଳେତି ॥

୩୨ । ‘ଅଗ୍ନିମତିକଟିନୋ ରତିଶୃଙ୍ଗଦର୍ଶନେଽପି ନିର୍ବିକାରୋ ନ ପ୍ରତିବକ୍ତି, ତଦଳମନେନେତି ତତୋଽପି ନିର୍ଜଞ୍ଜୁରିତ୍ୟାହଃ—
ପୁନରିତି । ଅଭିନବେତି କୁଚାଗ୍ରେ ନିଧାୟାତୋ ବ୍ୟାପଦିଷ୍ଟଃ ॥

୩୩ । ‘ଅଗ୍ନିମନ୍ତୁଲ୍ୟାବ୍ୟାସନା ଯୋଦିତ୍ୟେବ, ନ ପ୍ରତିବଚନେ ସାବକାଶା’ ଇତି ତାମପୁଲ୍ଲବ୍ୟ ଜଞ୍ଜୁଃ । ଅଗ୍ନିତି ଚିହ୍ନ-
ବଚେତୁଃ ତବ ଶାଖାମଧିରୁଢ଼ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟାତେ ॥

୩୪ । ‘ଭବନ୍ତଃ ସନ୍ତାପ୍ୟା ତମେବାସ୍ତୁରଗ୍ନଜଞ୍ଜୁଃ ॥

ତନ୍ତୁ ଧାରଣ କରେ, ଯେହେତୁ ହରି କାନ୍ତାପୟୋଧର ବୁଦ୍ଧିତେ ତୋମାର ଏ-ହୁନ୍ଦର ଫଳେର ଉପର ପାଣିପଞ୍ଜର ଧାରଣ କରେ
ଗତଶକ୍ତ ଡାବେ ।

୩୧ । ଅଗ୍ନି ବକୁଳ । ହରିବଦନେନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନଜନିତ ନିରାକୂଳତାୟ ତୁମି ଅନନ୍ତ, କେନ-ନା ତୋମାର ତଳେ ପତିତ
କୁସୁମେ ଅତିକୁତୁକୀ ସେହି କୁଞ୍ଜ ଅତି ନିପୁଣତାୟ ମାଳା ଗୈର୍ଦ୍ଧେ ॥’

୩୨ । ପୁନରାୟ ଅନ୍ତ ଦିକେ ଗିୟେ—

‘ହେ ସଖି ଆତ୍ମବନ୍ଧୁ ଶାଖେ । ଅଭିନବ ମୁକୁଳେର ଡ଼ାଗା ଭଙ୍ଗରଜେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ପେରେ
ହର୍ଷବଶେ ମଧୁଚ୍ଛଳେ ତୋମାର ଏ-ଅଞ୍ଚନିପାତ ଉଚିତହି ବଟେ ।’

୩୩ । ପୁନରାୟ ଅନ୍ତ ଦିକେ ଗିୟେ—

‘ଅଗ୍ନି କଦମ୍ବ ! ମନେ ହେଉ ହରି ବନେ ସାଂଘ୍ୟର ସମୟ ବିହାର ଅନୁକୂଳ ତୋମାର ଶୂଳ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଧାଡ଼ି-
ଥିଲ ଏବଂ କନ୍ଦୁକ ବାନାବାର ତୋମାର ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରତେ କରତେ ଶାଖାୟ ଚଢ଼ିଥିଲ ।

୩୪ । ଆରମ୍ଭ, ଯେହେତୁ ତୋମାର ନାଚେ ମାଟିତେ କତ କତ ପଲ୍ଲବ ପଡ଼େ ଆହେ, କତ କତ କୁଣ୍ଡି ଲୋଟାଛେ,
ଆର ତଦୀୟ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧଲୁକ୍ତ ଭ୍ରମରଓ ହାୟ ହାୟ ତୋମାକେ ତ୍ୟାଗ କରେ ତୁମ୍ଭ ପିଛେନେ ପିଛେନେ ଚଳେ ଗିୟେ ॥

৩৫। তত্ত্বমেব তত্ত্বমেবমুদ্दिश, ॥ গত্বাহগ ত্বাদৃশবন্ধুরসৌরভ্যো বন্ধুরসৌ রভ্যঃ' ইতি ॥

৩৬। পুনঃ কিয়দূরমুপস্থতা —

‘অপি বত যমুনাতটানিবাসা, স্তপ ইব কৃষ্ণপরাং পরং চরন্তঃ ।

নিরুপধি পরতঃখদহমানাঃ, কথয়ত ভুমিরুহো হরিঃ ক যাতঃ ॥’

৩৭। পুনরপি কিয়দূরং গত্বা—

‘অয়ি বিপিনলতাঃ ক তাবদেবং, সুকৃতমভূদিহ বো যদিথ্মেনম্ ।

মদয়থ ফলভারভুগগদেহা, ইব নবযৌবনসারমর্পয়ন্ত্যঃ ॥’

৩৮। পুনরন্ততো গত্বা—

‘অয়ি সহচরি কৃষ্ণসারনারি, প্রকটমকারি যশো দৃশোর্ববত্যা ।

কৃতসুকৃতশতানুসারি হারি, প্রসভমহারি হরের্মনো যদাভ্যাম্ ॥

৩৫। এবং তৎ তত্ত্বমেব উদ্दिश। কিং তৎ ? ক গত্বাসৌ বন্ধুরভ্যঃ ? ইত্যাহঃ—হে অগতি । গমনং বিনৈব ইত এব তদ্दिशং কথয়েতি ভাবঃ । ত্বাদৃশানাং বন্ধুঃ ॥

৩৬। ক্রটিতপল্লবপুষ্পচিহ্নবস্তং যমুনাতীরস্থ পহ্লানময়ং দর্শয়ন্ত্যেব, কেবলং তচ্ছঙ্করৈব স্পষ্টং মুখেন ন বক্তীতি তেনৈব পথা যথুরিত্যাহঃ—পুনঃ কিয়দ্রিতি ॥

৩৭। ততোঃলক্কোত্তরাস্তীর্থবাসিনস্তপস্বিনঃ পুরুষাঃ প্রায়ঃ কঠোরা এব ভবন্তীতি স্বভাবকোমলাঃ প্রিয়স্ত তথাভূতা ন নুনং ভবিষ্যন্তীত্যভিপ্রায়েণাহঃ—অয়ি বিপিনেন্তি । এনং শ্লীকৃষ্ণম্ ॥

৩৮। এতাঃ কিল তৎসধর্মিণ্য এবোত্যলমেতাভিরিতি স্থিরজাতয়ো ন বিশস্তনীয়া ইতি চরজাতিং প্রাপ্তমুপচক্রম্ ।
রিত্যাহঃ—পুনরিতি । কৃতং সুকৃতশতং যৈস্তাননুসর্তুং শীলং বস্ত তৎ, হারি সম্মোহনং মনোহরং হরের্মনোহহারি হ্রতম্ ॥

৩৫। তাই বলছি, বলা কোথায় গেলে তাদৃশ মনোজ্ঞ সুগন্ধী সেই বন্ধু পাব । সে সন্ধান হে অগ !
চলতে না পারলেও এখান থেকেই তুমি উপদেশ কর ।’

৩৬। পুনরায় কিছুদূর গিয়ে—

‘হায় যমুনাতটনিবাসী-নিঃস্বার্থভাবে পরতঃখে দহমান-কৃষ্ণনিষ্ঠ তপে যেন মগ্ন বৃক্ষ সকল । বলতো
হরি গেল কোথায় ?’

৩৭। পুনরায় আবার কিছুদূর গিয়ে—

‘অয়ি ফলভারে ভুগদেহা বিপিনলতা । কোথায় তোমাদের এই প্রকার ভারী সুকৃতি হল, যার ফলে
প্রিয়তমকে নবযৌবনশ্রেষ্ঠ যেন সমর্পণ করতে করতে এ-প্রকার আনন্দ দান করছ ।’

৩৮। পুনরায় অস্ত্র গিয়ে—

‘অয়ি সহচরি কৃষ্ণসার যুগের নারি ! নয়নের দ্বারা তোমাদের যশ প্রখ্যাপিত হচ্ছে, যেহেতু সুকৃতি-
শতসম্পন্ন জনের অনুসরণশীল ও মনোহর কৃষ্ণমন নিজের শক্তিতে হরণ করে নিয়েছ তোমরা ।

৩৯। অপি চ— তদতনুতনুরূপমাধুরীভিঃ, ন'য়নমপূরি ন পুরিতং মনস্তে ।

অয়ি ধৃতিমধুনাপি সন্ধুনানা, তদনুবিচিন্তনচিন্তয়া ন শেষে ॥'

৪০। তৎ পৃচ্ছামঃ,—‘সখি ! দত্তশপথাঃ পথা কেন গতৌ নগতোষকারী করম্পর্শেন মদ্বিধচিত্তহারী হা রীত্যা দারুণয়া তব দর্শনং করুণয়ারুণয়া চ দৃগন্তুলস্ম্যা কুব'ন্ সহজসৌহৃদয়া স্তদয়ালুতয়া তমাখ্যাহি, মা বঞ্চয় ॥’

৪১। ইত্যুক্তে দৈবতস্তত্ত্বামশঙ্ক মন্দমন্দমগ্রতোহগ্রতো গচ্ছন্ত্যাং পুনরতোহামুচঃ,—‘হংহো—সহচর্যাঃ ! ইয়মেব দয়াবতী যাবতীনাং তরু-লতা-মৃগজাতীনাং জাতীনাং বনে যাস্তী দর্শয়ন্তীব কৃষ্ণবঅ' কৃষ্ণবঅ'তোহপি দাহ-করং সংজ্বরং নঃ শময়তীব'ইতি তদনুপদং গচ্ছন্ত্যো দৈবতঃ পুনরপি কিয়দদূরং গতা কচন স্থিতবত্যাং তন্ত্যাং পুন-রাশঙ্কমানাঃ ‘অয়ে ইহৈব তেন স্তভগন্তাবুকেন স্থীয়তে যদিয়মত্ৰৈব স্থিতা, তদিহৈব বিচারয়ামঃ । যদিদং নিবিড়ত-রানোকহগহনং গহনং তন্নিপুণমবধাতব্যম ॥’

৩৯। সন্ধুনানা ধৃতিং ভ্যজন্তীত্যর্থঃ ॥

৪০। করম্পর্শেন নগানাং বৃক্ষাণাং তোষকারী, তব দর্শনঞ্চ করুণয়া দৃগন্তুলস্ম্যা কুব'মেবং হাব'জঙ্গমানাং স্তব-দায়কোহপি কেবলমস্মাকমেব দ্বঃখদারীত্যাভঃ—হা ইতি বেদে । দারুণয়া রীত্যা চিত্তহারী সহজং সৌহৃদং যাতি প্রাপ্নো-তীতি সা তথা ॥

৪১। জাতীনাং মালতীনাং বনে যাস্তী কৃষ্ণবঅ'তোহপি বহ্নিতোহপি । ভাবুকেন ক্ষেমেণ, নিঃশঙ্কতরৈবেত্যর্থঃ । নিবিড়তরৈরনোকহৈব'র্কর্গহনং হ্রগমঃ ‘গহনং হ্রগকাননয়োরপি’ ইতি মেদিনী ॥

৩৯। আরও, তাঁর দেহের উচ্ছলিত রূপমাধুরীতে তোমার নয়ন ভরলেও গন কিন্তু ভরে নি ।
তাই তেঁা অয়ি অধুনাও ধৈর্যহারী অবস্থায় নিরন্তর তাঁর স্মরণ-উদ্বেগে শয়ন কর নি ।’

৪০। তাই জিজ্ঞাসা করছি—‘হে সখি ! করম্পর্শে তরুগণের সন্তোষকারী, দারুণ রীতিতে হায় মদ্বিধজনের চিত্তহারী সেই প্রিয়তম করুণাপূর্ণ অরুণ অপাঙ্গ শোভায় তোমাকে দর্শন করতে করতে কোন্ পথে গেল—সহজ সৌহার্দপূর্ণ উদারতায় তা বলহে বল । দোহাই তোমার আমাদের বঞ্চনা কর না ।’

৪১। একরূপ বললে দৈববশতঃ সেই হরিণী নির্ভয়ে ধীরে ধীরে আগে আগে চলতে থাকলে পুনরায় পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—

‘হংহো সখিগণ ! যাবতীয় তরুলতা মৃগজাতীর মধ্যে এ-ই একমাত্র দয়াবতী । এ যেন কৃষ্ণের গমনপথ দেখিয়ে দেখিয়ে বনপথে চলছে, অগ্নির থেকেও দাহকরী আমাদের প্রবল তাপ যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে’ এ বলে ঐ হরিণীর পিছে পিছে চলতে চলতে পুনরায় কিছুদূর গিয়ে দৈববশতঃ কোথাও সে দাঁড়িয়ে পড়লে পুনরায় আশঙ্কাবিহীত হয়ে তাঁরা বললেন—‘অয়ে যদি এ এখানেই দাঁড়িয়ে গেল, তাতেই মনে হচ্ছে সেই পরম সুন্দর নিঃশঙ্কভাবে এখানেই রয়েছে । কাজেই এখানেই থোঁজ করে দেখি । যেহেতু এ-বন বৃক্ষের দ্বারা হ্রগম তাই হ্রগ তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে ।

৪২। ইতি সমস্ততো বিচারয়ন্ত্যঃ কোকিলমেকমালোক্য কিঞ্চিদুচ্যঃ,—

‘অভবদবকলয্য কাকলৌ তে, স্বয়ি কিল কোকিল তস্মৈ দৃষ্টিপাতঃ ।

নিখিলজনমনোহরঃ স্বরন্তে, ভবতি তদীয়কলস্বরানুকারী ॥

৪৩। অপি চ—শ্যামোহসি শোণনয়নোহসি বনপ্রিয়োহসি, স্তম্ভিগ্ধবাগসি রসালসলালসোহসি ।

একাস্ততো বিরহিণীজনহুঃখদোহসি, জাতৈব্য তেন সহ তে নিবিড়ৈব মৈত্রী ॥

৪৪। তেন জানন্নপি ভবান্ন তং কথয়িত্বাতি’ ইতি তং বিহারান্ততো গচ্ছন্ত্যঃ পুরতো মরালীমরালী-
ভুতগমনাং কাঞ্চিদালোক্য সহর্ষমাহুঃ,—

‘এহেহি হংসি সখি শংস পতঙ্গপুত্র্যা, কিং প্রেযিত্বাসি পুরুষংসলয়া ত্বমত্র ।

আং তত্তটমনু স বর্তত এব তস্মান্-দস্মান্-নিদায়য়িসুরাস্ত দিদেশ সা ত্বাম্ ॥

৪৫। তদাদিশ দিশমালি ! বনমালিবনকানিগীভিরস্মাভির্ঘয়া গন্তব্যম্’ ইতি পুনর্নিবৃত্ত্য গচ্ছন্ত্যঃ
ভামনুগচ্ছন্ত্যঃ কিয়দদূরে বামতশ্চক্রবাকীমবলোক্য—

‘হে চক্রবাকি দয়িতস্ম বিয়োগহুঃখং, যং বীক্ষ্য বীক্ষ্য ভবতী মনসো নিরাস ।

তং নো দিদর্শয়িসুরেতি জ্বাঙ্কপেতা, নিহেতুর্সেহুদজ্জ্বাময়মেব মার্গঃ ॥’

৪২। অবকলয্য অনুভূয় ॥

৪৩। রসালে আত্রে সলালসো লালসাবান্; পক্ষে, রসে অলসা ব্যাপাররহিতা লালসা যন্ত সঃ। অরসিকো
রুক্ষ ইত্যর্থঃ। সাহ্যোক্তিরিয়ম্। যদা, রসে বিষয়ে অলসা নিস্পন্দা মগ্নেত্যর্থঃ ॥

৪৪। অরালীভুতং কুটিলীভুতম্। শংস কথয়। তটীমনু তট্যামিত্যর্থঃ। সা হংসপুত্রী। বামিতি তৎপারোক্যার্থ-
মিত্যর্থঃ ॥

৪৫। বননং বাচঞা। যদা দিশা নিবৃত্ত্য গচ্ছন্তীমিতি স্বগমনেনেয়ং দিশং দর্শয়তোবেত্যভিপ্রেতবত্য ইতি ভাবঃ।

৪২। এ বলে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এক কোকিল দেখে এরূপ বললেন—‘হে কোকিল !
তোমার কাকলী আশ্বাদন করে তোমাতে তাঁর দৃষ্টিপাত নিশ্চয়ই হয়েছে। কেন-না নিখিলজন মনোহারী তোমার
স্বর তদীয় সুরের অনুকারী ।

৪৩। আরও, তুমি কালো, রক্তচক্ষু, বনপ্রিয়, স্তম্ভিগ্ধকণ্ঠী রসাল তরুতে লালসাবান্, তুমি অব-
ধারিতভাবে বিরহিণীজনের হুঃখদূরকারী—এসব কারণেই স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে তোমার মৈত্রী একান্ত নিবিড় ।

৪৪। আর এই কারণেই জেনেও তুমি তাঁর কথা আমাদের বলে দিচ্ছ না’—এই বলে তাকে ছেড়ে
দিয়ে অল্প দিকে যেয়ে সম্মুখে কোমল মরালগামিনী মরালী দেখে সহর্ষে বললেন—

‘এস এস সখি হংসি ! বল তো, তুমি কি এখানে অতি করুণাপূর্ণা যমুনা দ্বারা প্রেরিতা হয়েছ ?
বুঝছি, তার তটেই প্রিয়তম নিশ্চয়ই অবস্থান করছে, তাই আমাদের নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় শীঘ্র হংসপুত্রী
তোমাকে আদেশ করেছে ।

৪৫। তই বলছি, হে সখি ! পক্ষ দেখাও—বনমালী-আকাঙ্ক্ষিনী আমাদের কোন্ দিকে যেতে হবে ।’

৪৬। ইতি তদভিমুখং গচ্ছন্ত্যঃ পুরতঃ পবনামোদমাজ্জীয় 'অয়ে চক্রবাকবধবাগমনকারণসংবাদো জাত
এব, অভ্যর্গ এবাসৌ ভবিষ্যতি নঃ প্রাণাপহারী ॥

৪৭। যতঃ অভ্যস্ত সৌরভরহস্তমম্বু কণ্ঠ-খেলাকুতূহলজুষো বনমালিকায়াঃ ।

শ্রীগাত্রগন্ধহরভে রচয়ন্নিবান্ধান্, পুষ্পক্কয়ান্ বহতি চন্দনগন্ধবাহঃ ॥

৪৮। অহো তথাপি নিঃসন্দেহং ভ্রমরানিব পৃচ্ছামঃ' ইতি তানাভাষ্য পপ্রচ্ছুঃ,—

‘বিহায় পরিতঃ ক্ষুণ্ণাঃ হুরভিগন্ধিপুষ্পাবলী-

বিহারসি সমীরণায়িতধিয়া স্বয়া ভ্রম্যতে ।

অয়ি ভ্রমরমণুলি প্রথয় হেতুমস্ত্যুতি তা-

স্তদীয়কলগুঞ্জিতৈঃ স্বগতমর্থমেবাভিদন্ ॥’

৪৯। অথৈবং নিকটস্থমেব তমবগত্য গতানুসারেণ নবযবসাধরশিখরশিবম্পর্শেন মহ্যা মহ্যামুংপুল-

মনসো দুঃখঃ নিরাস দূরীচকার, উপেত্য নিকটং প্রাপ্য ॥

৪৬। অভ্যর্পে নিকটে ॥

৪৭। বনমালিকায়াঃ সকাশাৎ সৌরভরূপং রহস্তং সুদূরবাগং শাস্ত্রমিবাভ্যস্ত স্ববশীকৃত্য পুষ্পক্কয়ান্ পুষ্পাজীবান-
নপি ভ্রমরান্ধান্ রচয়ন্ স্বগন্ধোন্মতান্ কুর্বন্ বহতি । বনমালিকায়াঃ কণ্ঠভূত্যাঃ ? শ্রীগাত্রগন্ধে গন্ধেন হুরভেঃ ॥

৪৮। বিহারসি আকাশে । স্বগতমর্থম্, অত্রৈব কৃষ্ণো বর্ততে, তদঙ্গসৌরভৌৎসুক্যমেব হেতুরিতি ॥

৪৯। নবানামপি যবসানামধরাণি কোমলবাদ্যতীকানি শিখরাণ্যগ্রাণি তেষাং শিবম্পর্শেন মহাঃ পৃথিব্যা

এই বলে পুনরায় ফিরে চলমান। সেই হংসীর পিছে পিছে যেতে যেতে কিছুদূরে বামদিকে এক চক্রবাকী দেখে—

‘হে চক্রবাকি ! তোমার দয়িতের বিয়োগদুঃখ তুমি মন থেকে দূর করেছ, ষাঁকে দেখতে দেখতে, সেই
তাকে আমাদিকে দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় আমাদের নিকটে বেগে এসেছ তো—অহো, নিহেতুক সৌহার্দ
পোষণকারী জনের এই তো রীতি ।’

৪৬। এই বলে তাঁর অভিমুখে যেতে যেতে সম্মুখে বাতাসের সুগন্ধ আভ্রাণ করে—‘অয়ে চক্রবাক-
বধূর আগমন কারণের বৃত্তান্ত এইবার নিশ্চয় হল । নিকটেই কোথাও আমাদের সেই প্রাণচোরা আছে—

৪৭। যেহেতু, মলয়পবন বইছে, তাঁর কণ্ঠের খেলাকুতূহলী ॥ গাত্র-গন্ধে হুরভি বনমালার সৌরভ-
রহস্ত স্ববশীভূত করতে করতে এবং ভ্রমর ও মালাধারিকে স্বগন্ধে উন্মত্ত করতে করতে ।

৪৮। অহো যদিও নিঃসন্দেহ, তথাপি ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করি’—এই বলে তাঁকে সম্বোধন করে
জিজ্ঞাসা করলেন—‘অয়ি অলিকুল ! চতুর্দিকে প্রক্ষুণ্ণিত রমণীয় গন্ধী পুষ্পাবলী ত্যাগ করে বায়ুর পরোয়া না
করে আকাশে যে ঘুর ঘুর করছে, বলতো এর হেতু কি ?’—এই বলে গোপীগণ ওদের কলগুঞ্জন থেকে নিজের
রাই ভিতরে ভিতরে অর্থবোধ করে নিলেন অর্থাৎ নিকটেই আছেন এরূপ বুঝে নিলেন ।

৪৯। অতঃপর এইরূপে কৃষ্ণকে নিকটে অবস্থিত বলে অবগত হয়ে চলার ভাবানুসারে নবযবের

কতামাশঙ্ক্য পুনস্তমেবার্থং দ্রুতয়ন্ত্যে। মহীমেবাহুঃ,—

‘অয়ি মহি মহিমা তে হুহু নাতো মহীয়ান্, যদি পুলকিতাঙ্গী কৃষ্ণপাদাজ্জসঙ্গাং ।

কথয় ক ইহ হেতুৰ্বামনাজ্জি প্রসঙ্গঃ, কিমু কিমুত বরাহস্তাঙ্গসংল্লেশবঙ্গঃ ॥

৫০। কিঞ্চ, অয়ি ধরণি যিনোতি ধন্ততা তে, চরমচরং চ যদস্ত্য পাদপদ্মে ।

প্রতিপদমভিচূষসি প্রকামং, গতিরপি তেন বতাস্ত্য যদ্বৈব ॥’

৫১। ইত্যেবং ধরণিমাভাষ্য গচ্ছন্ত্যঃ পুরতশ্চকোরাকারান্ কাংশ্চন ধরণিতলগতান্ বিহগান্ পথি

নিরূপ্য সহর্ষমাহুঃ—

‘এতেনৈব পথা জগাম ল মনোমাণিক্যহারী হি নঃ

সত্যং যচ্চরণারবিন্দনখরগ্লাবাং স্খাধোরণীঃ ।

পঙক্তীভূয় পিবন্তি হুহু পরিতো যে পুংশ্চকোরা অমী

তৈরেব প্রতিপাত্যতে প্রিয়তমঃ সোহিভার্গবভূতি নঃ ॥’

উৎপুলকতামাশঙ্ক্য। কথন্তাম্? মহ্যং মহনীয়ামাদরণীয়ামিত্যর্থঃ; কথয় ক ইত্যাদিনা ভৌ হেতু ন হত্রে সম্ভবত ইতি
ছোতীতম্ তত্র বামনে স্বমামিসম্বন্ধাদান্ত্যভাবঃ, বরাহে কান্ত্যভাবঃ, তথাপাধুনা তনোর্মহিমৈব মহীয়ানিত্যর্থঃ ॥

৫০। তে তব ধন্ততা চরমচরং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যিনোতি তয়োবিব পার্শ্ববস্তাং ধন্ততাভিমানপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ ।

অস্য কৃষ্ণস্য ॥

৫১। অনয়া ধরণ্যা সইব স বর্তত ইতি জানীম এবত্যলং প্রত্যুত্তরাপেক্ষয়েতি পরামমুত্তরিত্যত আহ;—
ইত্যেবমিতি । চরণারবিন্দয়োঁনখরা এব গ্লাবশ্চক্রান্তেবাঃ স্খাধোরণীরমৃতপ্রবাহান্ । অরবিন্দীয়াশ্চকোরা ইতি ন তে ভৎ-
প্রাতিকূল্যং কুর্বন্তি, তদুপাসকা ইবেত্যশ্চর্বম্ ॥

নরম ভগার স্পর্শে পৃথিবীর আদরণীয় বিপুল পুলকাবলীর আশঙ্কা করে পুনরায় সেই কথাই দৃঢ় করবার জন্য
পৃথিবীকে বললেন—

‘অয়ি পৃথিবীদেবি ! হায় এর থেকে তোমার আর কি মহিমা হতে পারে, যেহেতু কৃষ্ণপাদাজ্জ সঙ্গ
হেতু তুমি পুলকিতাঙ্গী হয়ে আছ । এর আর কি হেতু হতে পারে বল ? বামনদেবের চরণের স্পর্শ, কি বরাহ-
দেবের আলিঙ্গনরঙ্গ তো এখানে হেতু হতে পারে না ।

৫০। আরও, অয়ি ধরণি ! তোমার ধন্ততা স্থাবরজঙ্গমকে কাঁপিয়ে তুলছে—যেহেতু ঔঁর পাদ-
পদ্মে তুমি প্রতি পদেপদে যথেষ্ট চুষন করছ । এতে ঔঁর গতিও হয়ে পড়েছে মন্দ্র ।’

৫১। এইরূপে ধরণীকে সম্ভাষণ করত চলতে চলতে সম্মুখে চকোরের আকার কোনও পাখীর ঝাঁক মাটিতে
বসে থাকতে দেখে সহর্ষে বললেন—‘আমাদের মনোমাণিক্যহারী সেই হরি এ-পথেই নিশ্চয় গিয়েছে—যেহেতু
ঐ যে সম্মুখে পুরুষ চকোরগণ দেখা যাচ্ছে, ওরা তাঁর চরণারবিন্দ-নখরচন্দ্রের অমৃত-প্রবাহ হায় হায় লাইন
দিয়ে বসে পান করছে, যার থেকেই প্রমাদ হচ্ছ আমাদের সেই প্রিয়তম নিকটেই আছে ।’

৫২। এবং প্রশ্নসংশয়নিশ্চয়াদিকায়ামুদ্ভাস্য মধ্যমাবস্থায় বিরতায় পাকাবস্থোপক্রমে ক্রমেণ সদা সম্ভাবভাববৎহবলেপরহিতে পরহিতে চেতসি চেতসিন্ধে সততক্ষুরণ কারণকাস্তকৃষ্যবিভূতিভূতিবশাং কৃষ্ণোহহমিতি মितिগম্যেতর-তাদাত্ম্যতরঙ্গো রঙ্গোৎকরকারী যদি বভূব, তদা তদাবেশাচ্ছূতাবলোকিত-চকিত চমৎকারকারণে ভগবতো লীলানুকারে কা রেজুন'তরাম্ ॥

৫৩। তত্র চ কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্য সজাতীয়জাতীয়-সকলসামগ্রীকং সজাতীয়-বিজাতীয়বিশেষণামগ্রী-দ্বয়দ্বয়ং চ ভবতি ॥

৫৪। তত্র সজাতীয়া মনোমুকুলা ক্লাবঘাতিনী নদী ক্লমিব ঘনরসা দ্রুতং দ্রুতং করোতি মনঃ, বিজাতীয়া বিরসতাদা তাদাত্ম্যায় ন ঘটতে তত্র মনসোহনিবেশাবেশাভাবাং ॥

৫২। যদায়াতং গেহাদিত্যাদিভিরুক্তা তদীয়সন্তোগবিরহয়োবাস্তব-বাস্তবত্বপরামর্শময়ী উদ্ভাস্য প্রথমাবস্থা, মধ্যমাবস্থা এবং প্রশ্নোতানেনোক্তলক্ষণা, পাকাবস্থা চ তাদাত্ম্যময়ী বক্ষ্যমাণা তথাস্তবর্তীতি গজেন প্রথমাবস্থানন্তরং নিদিষ্ট চ জ্ঞেয়া। পাকাবস্থায় উপক্রমে আরম্ভে সতি কৃষ্ণোহহমিতি তাদাত্ম্যতরঙ্গো যদি রঙ্গোৎকরকারী তত্তল্লীলাসাক্ষাংকারাং তদবিরহঃ প্রাণপাচ সুখদো যদি বভূব, তদা তদাবেশাদেব লীলানুকারে কা নতরং রেজুঃ ? অপি তু সর্বা এব ইত্যম্বয়ঃ চেতসিন্ধে জ্ঞানসিন্ধে চেতসি সততক্ষুরণমেব কারণং বস্যাস্তথাভূতা যা কাস্তস্য কৃষ্ণস্যবিভূতিঃ সৈব ভূতিঃ সম্পত্তি-শুদ্ধশাং কৃষ্ণোহহমিত্যতিধনতৃষ্ণাক্রান্ত যথা ধনতাদাত্ম্য ভবতি, তথা মितिগম্যঃ পরিমেয়ত্বদিতরোহপরিমেয়তাদাত্ম্যতরঙ্গঃ। সম্ভাবঃ সতী ভাবনা তস্ত ভাবঃ সত্তা বলং যস্ত তস্মিন্হবলেপরহিতে প্রসঙ্গান্তরালিপ্তে, অতএব পরহিতে। শ্রুতং পুতনা-বধাদেঃ, অবলোকিতং গোবর্ধনধারণাদেস্তাভ্যাং চকিতচমৎকারৌ ব্রহ্মত্বত্বত্ব তয়োঃ কারণে ॥

৫৩। সজাতীয় জাতীয়া সজাতীয়জাতৌ ভবা সকলা সামগ্রী যত্র তদযথা বস্ত্রহরণানুকরণে, পুতনাবধাত্ম-কারে তু সজাতীয়বিজাতীয়বিশেষরূপং সামগ্রীদ্বয়ং প্রমাণং যস্ত তং। প্রমাণার্থে দ্বয়সজ্জ ॥

৫৪। সজাতীয়া সামগ্রী ঘনরসা সান্দ্ৰাবাদা, দ্রুতং শীঘ্রমেব মনো দ্রুতং দ্রবীভূতং করোতি; পক্ষে, ঘনরসে-

লীলানুকরণঃ

৫২। এইরূপ প্রশ্ন-সংশয়-নিশ্চয়াদি রূপ উদ্ভাসের মধ্যম অবস্থা বিরত হলে পাকাবস্থার উপক্রমে ক্রম অনুসারে সদা সম্মার্গ প্রবর্তনৌ সম্ভাবলে বলীয়ান প্রসঙ্গান্তর-অলিপ্ত, অতএব পরের কল্যাণে রত এবং জ্ঞানসিন্ধু বিশুদ্ধ চিত্তে সতত ক্ষুরণরূপ কারণ থেকে বাক্ত হল কৃষ্ণাভির্ভাবসম্পত্তি। আর এর বর্ণবর্তিনী হওয়াতে গোপীগণের 'আমি কৃষ্ণ' এরূপ অপরিমেয় তাদাত্ম্য তরঙ্গ যদি সুখদ হল, তখন তত্তল্লীলা-সাক্ষাংকার ও তদবিরহঃ প্রাণদুরীকরণ হেতু ক্রীকৃষ্ণাবেশে পুতনাবধাদি শুনা-লীলা ও গোবর্ধনধারণাদি দেখা-লীলা থেকে ব্রহ্মত্ব ও অদ্ভুততা উদয় হওয়া হেতু কৃষ্ণলীলা অনুকারে কোন্ গোপীর মন-না রঞ্জিত হয়ে উঠল।

৫৩। এই লীলানুকরণ বিষয়ে—বস্ত্রহরণাদি অনুকরণে কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্য সজাতীয়-জাতিতে উপপন্ন সকল সামগ্রীযুক্ত এবং পুতনাবধাদি অনুকরণে সজাতীয় বিজাতীয়-বিশেষরূপ সামগ্রীদ্বয় প্রমাণবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

৫৪। এই দুই প্রকার সামগ্রীর মধ্যে সজাতীয় সামগ্রী মনের অনুকূল সান্দ্ৰ আশ্বাদনযুক্ত হয়ে

৫৫। ইতি প্রাগুত গুত্ভাবয়া সইব বর্তমানয়ানয়া বিরোধেনাসামানুকূল্যায় লীলাকৈল্যাবল্যাশঙ্কয়া যোগমায়ৈব বিজাতীয়সামগ্রী-পরিগ্রহগ্রহিলতয়া কৃতে স্বীকারে কৃতাং বিজাতীয়জাতীয়সামগ্রীমগ্রীয়াং পুতনা-কৃতিং কৃতিং দৃষ্ট্ব। কাচন বালা বালাকারকুষায়মানায়মানাবেগজবেন তদক্ষমাকুহু স্তনপয়স্তদপাদপারপারবশুং গতবতী ॥

৫৬। কৃষ্ণভাবনায়া নায়াসোহত্র লঘুতরোহপি রোপিত আসীৎ, মত্তো স এব তাসাং তথাতথালীলঃ সন্নস্তরং প্রবিবেশ, নৈতত্তাদাত্ম্যামিতি ॥

৫৭। এবং তন্ত্রামেব শকটাকৃতিং কৃতিং কুর্বাণায়ামত্মা কাপি বালকুষায়মানা চারুদন্তী রুদতী ক্ষুদ্রাধয়েব সলয়কিসলয়কিশোর-সমধুরেণ মধুরেণ চরণতলেন তামেব শকটাকারং পাতয়ামাস ॥

৫৮। এবঞ্চ— অন্তঃ কৃষ্ণতয়া বহির্নিজনিজাকারেযু তদ্বীহতেঃ
কৃষ্ণঃ সন্নিদি সংবিবেশ সূদৃশাং সন্নিচ্চ কৃষ্ণেবিশং ।

জলৈরা সমাক্ ক্রান্তং গলিতম্, বিজাতীয়া পুতনাদিকা বিরসতাং বৈরশুং দদাতীতি সা মনসোহনভিনিবেশেনারোচকত্বাদ-প্রবেশেন হেতুনা আবেশাভাবাৎ ॥

৫৫। প্রাগেবাংসং গোপীনামানুকূল্যায় উচো গুত্ভাবো যয়া তয়া, অতএবেদানীং লীলাকৈল্যাস্ত আবল্যং দৌর্বল্যং পুতনাশস্ত্রাবাদদবৈকল্যামিত্যর্থঃ। তদাশঙ্কয়া বিজাতীয়েতি তর্হ্যহমেব পূজনাভ্যাকৃতিধারিণী আমিতি স্বীকারে কৃতে সতি। কৃতিং কৃত্রিমায়মানা রিজতীত্যর্থঃ। অপাং অপিবদপারং যং পারবশুং তদতিবালাদিত্তি ভাবঃ ॥

৫৬। কৃষ্ণভাবনায়া আয়াসো যস্তো লঘুতরোহপি স্বল্পোহপি রোপিতো নাসীৎ, কিন্তু স সাহজিক এবত্যর্থঃ ॥

৫৭। তত্রাং যোগমায়ায়াং সলয়েন সনাট্যেন কিসলয়কিশোরেন পল্লবোত্তমেন সমা ধুরুংকর্ষভারো যন্ত তেন ॥
থাকে। কূলভাঙ্গা নদী যেমন ক্রান্ত তট গলিয়ে দেয় তেমনই এ মন ক্রান্ত গলিয়ে দেয়। বিজাতীয় সামগ্রী বির-সতাদায়ী। তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাতে চেষ্টাষিত হয় না। কারণ অরোচকতার দরুণ এতে মনের প্রবেশ হয় না, তাই আবেশের অভাব থেকে যায়।

৫৫। এ জন্ত পূর্বথেকে গোপীদের আনুকূল্যের জন্ত যোগমায়া গুত্ভাবধারণ করত তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকলেন। ইদানীং পুতনাদি বিরুদ্ধভাবের দ্বারা লীলাঙ্গের বৈকল্য হওয়ার আশঙ্কায় নীতি অবিরোধে গোপীদের আনুকূল্যের জন্ত বিজাতীয় সামগ্রী গ্রহণের উৎসুকতা বশতঃ ‘আমিই পুতনাদি আকৃতি-ধারিণী হব’ এরূপ বিচার যদি করে নিলেন যোগমায়া, তখন বাল কৃষ্ণের আচরণকারিণী কোনও গোপী শ্রেষ্ঠ বিজাতীয় জাতীয় সামগ্রীবিশিষ্ট পুতনাকার-যোগমায়াকে কৃত্রিম মায়ের বেশে দেখে তার ক্রোড়ে আরোহণ করে স্তন-দুগ্ধ পান করতে লাগলেন—অপার পারবশুে তাকে জড়িয়ে ধরে।

৫৬। এখানে কৃষ্ণভাবনার যত্ন অতি স্পষ্ট ও রোপিত নয়, কিন্তু সাহজিক। মনে হয় যেন তথা তথা লীলায়িত কৃষ্ণই অন্তরে প্রবেশ করে থাকে—এ তাদাত্ম্য নয়।

৫৭। এইরূপে যোগমায়া শকটের আকার অনুকরণ করে দাঁড়িয়ে গেলে বালকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোনও এক চারুদন্তী যেন ক্ষুধায় কাতর হয়ে কঁাদতে কঁাদতে সনাটে পল্লবোত্তম তুল্য অতিশ্রেষ্ঠ মধুর চরণ-

কৃষ্ণোহস্মীতি নিরাকুলশ্রুতিজুযাং তাসামথো শ্রেণয়ঃ

স্বাস্তবর্তিষ্মনা ইব স্থিরতরা বভ্রাজিরে বিদ্র্যতঃ ॥

৫৯। কিঞ্চ,

ঘনজ্যোৎস্নাজালাং মুদিরপরিপূর্ণাস্তরমিব

প্রমীলদ্রোলম্বং কনকনলিনী মণ্ডলমিব ।

অভূতাসামন্তর্বিহিতহরিতাদাঘ্যারভসা-

চ্ছরীরাণাং বৃন্দং দলিত-নবকাশ্মীরজমহঃ ॥

৬০। এবমস্তরস্থেন হরিপ্রতিবিশ্বেন তদনুগত-সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিতয়া 'কৃষ্ণোহহম্' ইতি ভাবপ্রভাব-
প্রহতেন্দ্রিয়া স্বকৌতুকজনয়িতৃণা তৃণাবর্তননেন পূর্ববৃন্দেনাপি প্রথমমিব করিষ্যমাণেনেব সমুদ্রসিতহৃদয়া হৃদয়া-
ভিজ্জয়া তথৈব যোগমায়য়া অকৃত-তদাকারকল্পনয়া নয়্যাপিহিতৌচিত্যেন তস্মৈ শুভ্রাবমাবোধয়ন্ত্যেব সাজাহু ইব ।

৫৮। সূচুশাং সংবিদি বুদ্ধৌ কৃষ্ণঃ সমাগ্-বিবেশ, সংবিদপি কৃষ্ণে অবিশং । কৃত এতদবসীয়েত ? ইত্যত আহ

—অন্তঃ অন্তঃকরণত্ব কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণাত্মকত্বেন হেতুনা বহির্নিজনিজাকারেণ বা তদ্বীহতি: জীলক্ষণনিজনিজাকারবুদ্ধিনাশ-
ন্ততো হেতো: কৃষ্ণোহস্মীতিপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । স্বস্যান্তর্বর্তী ঘনো মেঘো ঘাসাং তাঃ, বিদ্র্যত ইব ॥

৫৯। ঘনজ্যোৎস্নেতি মেঘস্যোপরিবিনিবিড়াশ্চন্দ্রিকা ইতি তাসাং বৃদ্ধে: কৃষ্ণাধিকরণকত্বম্, প্রমীলদ্রুতি কমলিনী-
বৃন্দোপরি নিশ্চলা ভূষণ ইতি তস্যা: কৃষ্ণাধেয়কত্বং চোক্তম্ । এবমস্তরসৈব বৈলক্ষণ্যমভূৎ, ন তু শরীরাণামিত্যাহ—
স্মীরশাণামিতি । দলিতেতি পূর্ববদেবেতি ভাবঃ ॥

৬০। করিষ্যমাণেনেব তৃণাবর্তননেন সম্যগুদ্রসিতং হৃদয়ং ঘন্য: সাগোপী তথৈব যোগমায়য়া জহে ইব ।
কথংভূতয়া ? ন কৃত্য তস্য তৃণাবর্তসোবা কারকল্পনা যয়া ভবাভূতয়াপি তস্মৈ তামুৎসাহয়িতুম্, ঔচিত্যেন যোগ্যতয়া শুভ্রাবৎ
তৃণাবর্তত্বম্ অসম্যগ্-বোধয়ন্ত্যেব তৃণাবর্তৌহং কংসপ্রেরিতস্বামিতো হরামীতি জাপয়ন্ত্যেবেত্যর্থঃ । মহাবাত্যাক্রপস্য
তলের দ্বারা শঙ্কটাকারকে ভূমিতে উল্টে ফেলে দিলেন ।

৫৮। আরও, সূন্দরীদের বৃত্তিতে কৃষ্ণ সমাক্ প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন, আবার কৃষ্ণ তাঁদের বৃত্তি প্রবেশ করে
গেল । এর ফলে অন্তঃকরণের কৃষ্ণাত্মকত্ব হেতু বাইরের নিজ নিজ জীমূর্তিতে জীবুন্ধি নাশের পর 'আমি কৃষ্ণ'
এরূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত গোপীগণ পরিপূর্ণ কৃষ্ণ স্মৃতিময় হয়ে গেলেন । তাঁরা তখন অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট-মেঘযুক্তা অতি-
স্থিরা বিদ্র্যতের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

৫৯। আরও, মেঘে পরিপূর্ণ অন্তঃস্থলবিশিষ্টা নিবিড় জ্যোৎস্নার মতো ও তল্লাগত ভ্রমর সঙ্গত কমল
মণ্ডলের মতো বিলক্ষণতা প্রাপ্ত হয়ে গেল গোপীদের অন্তঃকরণ, হরি-তাদাঘ্য-বেগ বশতঃ, কিন্তু দেহ তাঁদের
হয়ে গেল দলিত নবকাশ্মীর রজের মতো তেজ বিশিষ্ট ।

৬০। এইরূপে অন্তরস্থ কৃষ্ণপ্রতিবিশ্বের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি কৃষ্ণানুগত হওয়ার দরুণ আমি কৃষ্ণ,
এরূপ ভাবের প্রভাবে আহত-ইন্দ্রিয়া, নিজ কৌতুক জনয়িত্রী এবং পূর্বের ব্যাপার হলেও এই প্রথমই যেন
করা হচ্ছে এরূপ প্রতীয়মানা তৃণাবর্তনন-লীলাদ্বারা অতি উদ্রসিত হৃদয়া গোপীগণকে যোগমায়া হরণ করে
নিলেন । এই গোপীর হৃদয়াভিজ্ঞা হলেও যোগমায়া দেবী তৃণাবর্তের আকার কল্পনা করেন নি (কারণ রাগ

সাপি তামসুরোহয়ং তৃণাবর্তো ময়া নাশিত ইতি প্রতিপত্তে অ ॥

৬১। কাচিজ্জানুকরোপসর্প বিধিনা কুঞ্জশ্মনীমেখলা
রিক্তস্তী শনকৈর্বিবৃদ্ধবদনা তন্মাদভীতাননা।
শঙ্কাপঙ্কিললোচনং ক্ষণমথ স্থিত্বা পুনর্নির্ভয়ং
গচ্ছন্তী শিশুকৃষ্ণকলিগমনং মূর্তং তথৈবাকরোং ॥

৬২। কাপ্যন্তা নবনীত-চার্য্যকলুষক্রান্তেব ভীতাননা
স্বাভিপ্রায়বিদা তয়ৈব জননীভাবং সমায়াতয়া।
দেব্যা শ্রোণিতটে গুণৈঃ পুরুতরৈবক্লেব সাক্ষদৃশোঃ
কৃষ্ণোহং কুপিত প্রসুনিয়মিতোহস্মীতি অ সন্তুস্ফুটি ॥

৬৩। সৈব জাহ্নুকরচক্রমণেন, ক্ষৌণিমূলমবলম্ব্য চলন্তী।
অর্জুনাবিব তয়া ভ্রমক্ শ্রে আকৃতী ভ্রমত এব বভঞ্জ ॥

৬৪। এবং কাচন 'কৃষ্ণবৎ সর্বংসপালবলবলভদ্রঃ স্বয়ং বনে বিহরামি' ইতি মীতিপরা 'বৎসকাসুরচননং

তৃণাবর্তাকারস্য কল্পনং তদানীং ন রসাবহমিতি ভ্রম কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। সা কথন্তুতা? নয়েন তদুচিতকৃষ্ণভাবেনাপিহিতা
অনাচ্ছিন্না—এষোহং কৃষ্ণস্বামপি সংহারমীতি দর্শিতম্বলেত্যর্থঃ। এতএবাহ—সাপীতি ॥

৬১। নির্ভয়ং গচ্ছন্তীতি সোহং মমৈব মেখলারব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানবতীত্যর্থঃ ॥

৬২। কলুষমপরাধঃ; তয়ৈব দেব্যা যোগমায়য়া ॥

৬৩। অর্জুনাবিব ক্রান্তে আকৃতী বভঞ্জ ॥

৬৪। বৎসপালানাং বলঞ্চ বলভদ্রশ্চ তাভ্যাং সহ বর্তমানঃ কৃষ্ণবৎ কৃষ্ণ ইব মীতিপরা জ্ঞানপরা; মীতিগত্যাং

লীলায় তৃণাবর্তের আকার বল্পনা রসাবহ নয়)। একুপ হলেও ঐ গোপীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্তু তিনি যোগ্য-
ভাবে তৃণাবর্তের ভাব অর্থাৎ আমি কংসপ্রেমিত তৃণাবর্ত এখান থেকে তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাব, একুপ
ভাব সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। লীলোচিত কৃষ্ণভাবে অনাচ্ছিন্না সেই গোপীও 'এই আমি কৃষ্ণ, অতুর
তোমাকে সংহার করব' একুপ নিজের বল দেখাতে থাকলেন।

৬১। এরপর মণিমেখলায় কুঞ্জন তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে চলতে মেখলানাদে ভীতান-
ননা হয়ে মুখ ফিরিয়ে শঙ্কাপঙ্কিল লোচনে ক্ষণকাল স্থির হয়ে থেকে পুনরায় নির্ভয়ে যেতে যেতে শিশু কৃষ্ণের
খেলাচলনভঙ্গী মূর্ত করে তুললেন কোনও গোপী।

৬২। নবনীত চুরির অপরাধে কলঙ্কিত জনের মতো ভীতাননা অত কোনও গোপী তাঁর মনোভাব জ্ঞাতা
অতএব জননীভাব প্রাপ্তা যোগমায়্যা দ্বারা যেন বহু বহু দ'মের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছেন এ-ভাবে চোখের জল
ফেলতে লাগলেন। আমি কৃষ্ণ, ক্রন্ধা মাতা কর্তৃক শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছি, একুপ ভাবনায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠলেন।

৬৩। ইনিই তখন মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে যোগমায়্যা-রচিত যমলার্জুনের মতো এক
আকৃতি ঘুরতে ফিরতেই টেনে ফেলে দিলেন।

করিম্বে' ইতি প্রতীতিপ্রতীতিসমুৎস্রুকা তথৈব বৎসবৎসপালবলবলভদ্রবৎসকাস্তুরান্ ফোরয়িত্বা কৃততথাপ্রত্যয়া
বৎসকাস্তুরহননমমুচকার ॥

৬৫ । কাচিদ্বেগুং করকিশলয়ে সন্নিধায়ৈব লীলা-

লোলাত্মাঙ্গুলিদলকুলং বাদয়ন্তীব মন্দম্ ।

তারস্নিগ্ধং শবলি ধবলে ধুম্লে কালি নীলে

হী এইতি শ্রবণসুখদং নৈচিকীরাঙ্গুহাব ॥

৬৬ । বিধে, কাচিৎ কস্তাশ্চন ভূজশিরস্ত্রাদধানা সলীলাং
পীনাভোগাং ভূজবিসলতাং কাশ্চিদাভাষমাণা ।

কৃষ্ণোহং পশ্যত মম গতিং মঞ্জুলাং মন্দমন্দা-

মিত্যানন্দোল্লসিতললিতপ্রোঢ়গবং চচাল ॥

৬৭ । তাস্তা লীলাঃ স্ময়মমুকরোত্যেবমাশ্বাদহেতো-

র্মন্তে তাসাং হৃদয়কুহরং সন্নিবিষ্টঃ স এব ।

নো চেদন্তঃ-করণবিরতো সন্নিদঃ সন্নিরোধে

তাসাং চেষ্টা বচনপুৰ্ব্বোজায়তে কস্তা হেতোঃ ॥

মত্যাং" ইতি কল্পদ্রুমোক্তেঃ । ইতি যা প্রতীতিগুণা প্রতীতির্হৃৎকৃত সমুৎস্রুকা "প্রতীতিঃ সাদরে জ্ঞাতে হৃষ্টপ্রজ্ঞাতয়ো-
স্ত্রিষু" ইতি মেদিনী । তথৈব যোগমায়তথৈব, বৎসবৎ বৎসানিব ॥

৬৫ । লীলয়া আলোলং আত্মমঙ্গুলিদলকুলং যন্ত তদ্বৎশা স্তাতথা ॥

৬৬ । ভূজশিরসি স্বন্ধে ॥

৬৪ । এইরূপে 'গোবৎসের পাল, রাখালবালকগণ ও বলভদ্র সহ বন-বিহার করব' স্বয়ং কৃষ্ণের মতো
এইরূপ ভাবনাপরা এবং বৎসকাস্তুর হনন করব একপ্রতীতি দ্বারা হর্ষমিশ্রা সমুৎস্রুকা কোনও গোপী যোগমায়া
দ্বারা বৎসের মতো মূর্তিবৎসপালক-বলভদ্র বৎসাস্তুর আদিকে ক্ষুতি প্রাপ্ত করিয়ে ও নিজে তথা বিশ্বাস করে
বৎসাস্তুর হনন অনুকরণ করতে লাগলেন ।

৬৫ । কোনও গোপী করপল্লবে যেন বেণু ধরে তা মাটে টান টান অঙ্গুলিদল লীলায় সঞ্চালনের
দ্বারা যেন মন্দ মন্দ বাজাতে বাজাতে উচ্চ স্নিগ্ধ স্বরে সুন্দর গাভীদের শ্রবণসুখদ ভাবে ডাকতে লাগলেন—
'শবলি ! ধবলে ! ধুম্লে ! কালি ! নীলে ! হী হী আয়রে ।'

৬৬ । আরও, কেউ কারোর স্বন্ধে পুষ্টলম্বিত ভূজমণাললতা সলীলায় ধারণ করে অস্ত্র কাউকে সম্বো-
ধন করে বলতে লাগলেন—'আমি কৃষ্ণ, দেখ কেমন সুন্দর মন্দ মন্দ আমার চলনভঙ্গী' এই বলে আনন্দোল্লা-
সিত, ললিত অতিগবিত ভাবে চলতে লাগলেন ।

৬৭ । গ্রন্থকার বলছেন—আমার তো মনে হয় গোপীদের হৃদয় গহবরে সন্নিবিষ্ট সেই কৃষ্ণই সেই
সেই লীলা নিজেই অনুকরণ করেন, নিজ আশ্বাদনের জন্ত । তা যদি না-হবে, তবে সম্যক্ প্রকারে চেতনার অবরুদ্ধ

৬৮। এবমপরা পরাহতাত্মসহজ-ভাবা ভাবাক্রুত-কৃষ্ণা কৃষ্ণাতট-নিকট-স্থিতাত্মনং কৃষ্ণেহন জানতী
কৃষ্ণাহিতকৃষ্ণাহি তর্দনচকৌষ্যে কণ্ডুজহৃদয়া হৃদয়াভাবেহপি তৎকালকালিকালিয়-মর্দনলীলালীলা সতী কিঞ্চিদ-
বাদীৎ ॥

৬৯। 'মৎখেলাকুতূহাসম্পদং তরুণিজ্ঞাং দৃষ্টাং বৃথা মা কৃথা
যাহীতো ভুজগাধমেতি পরুষং রোষাদ্গদস্তী মুহুঃ।
নৃত্যাস্তীমিব জানতী ফণিমণিরাতে তনুমাশ্রনো
দেব্যা যোগবলাৎ প্রতীতিবিসম্মং কালীয়মভ্যালপৎ ॥'

৭০। অথাপরা পরমাশ্রনার্থেন সমমেকাত্মতামাসাত্ত 'কৃষ্ণোহহম্' ইতি মিতিরহিতং ভাবমাবহন্তী
হন্তীব স্ম যদি নিজ-স্বভাবং তদা বিলোক্যেব তস্মিন্নেব কালেহকালেরিতং দাবকৃষ্ণবর্ণানং কৃষ্ণবর্ণানন্দবশতয়া
তদুপশমায় মায়ের শক্তি-বিশেষমবতারয়ন্তী তারয়ন্তীব ততো বন্ধুজনানপি কিঞ্চিদূচে ॥

৬৭। সংবিন্দ্যেতনয়াঃ সংনিবোধে বৃতে অন্তঃকরণানাং বিবর্তৌ সত্যং ব্যাপাররাহিত্যে সতি ॥

৬৮। কৃষ্ণস্ত কৃষ্ণায়া যমুনায়া বা অহিতঃ কৃষ্ণাহিঃ কালিয়ন্তস্ত তর্দনং পরাভবঃ, হৃদয়াভাবেহপি হৃদোঃ
শুভাববিধিস্তদভাবেহপি তৎকালং কলয়িতুং জ্ঞাপয়িতুং তু শীলং যত্নাত্তথাভূত। কালিয়মর্দনলীলা তত্ৰাং লীঃ সংশ্লেষস্তাং
লাতীতি সা ॥

৬৯। আশ্রনন্তনুং নৃত্যাস্তীমিব জানতী কালীয়মভ্যালপৎ, দেব্যা যোগবলাদ্ধেতোরেব প্রতীতেবিসম্মং ॥

৭০। অকালেরিতমকালেহপি প্রেরিতং দাবকৃষ্ণবর্ণানং দাবাগ্নিঃ বিলোক্য ইব কৃষ্ণস্ত বর্ণানি পথি আনন্দ-
বশতয়া শক্তি-বিশেষমবতারয়ন্তীব প্রকটয়ন্তীব ॥

অবস্থায় অন্তঃকরণ ব্যাপার থেমে গেলে গোপীদের কায়বাক্যের চেহী হতে থাকে কি প্রকারে ?

৬৮। এইরূপে নির্জিত নিজ সহজভাবা অপর গোপী কৃষ্ণভাবে ভাবিতা হয়ে যমুনাতটের নিকটস্থ
নিজেকে কৃষ্ণ বলে জ্ঞান করে যমুনার অহিতকর কালিয়ার পরাভবের ইচ্ছায় ঝগরাটে চিত্তা হয়ে এবং সুখকর
উপায়ের অভাবেও তৎকাল ঘোষণাকারিণী কালীয়মর্দনলীলার সম্বন্ধবৃত্ত হয়ে একরূপ বললেন—

৬৯। "হে ভুজগাধম কালীয় ! আমার খেলাকুতূহল যমুনাকে বৃথা দূষিত কর না, এখান থেকে
চলে যাও—এরূপে মুহুর্মুহঃ ক্রোধভরে কঠোর বাক্য প্রয়োগকারিণী এবং 'ফণিমণিসমূহ মাঝে নিজের দেহ যেন
নৃত্যপারায়ণ' এরূপ বুদ্ধিযুক্ত। কোনও গোপী যোগমায়াদেবীর যোগমায়াবলে প্রতীতির বিষয় কালিয়ার প্রতি
নানা প্রশংসা করতে লাগলেন।

৭০। অতঃপর অপর এক গোপী আপন প্রশংসনার্থের সহিত চরম একাত্মতা প্রাপ্ত হয়ে 'আমি কৃষ্ণ'
এরূপ অশরিসৌম ভাব বহন করতে করতে যদি নিজ স্বভাব ছেড়ে দিলেন তখন সেই সময়েই যেন অকালে
প্রেরিত দাবাগ্নি দেখে ওকে নিভাবার জন্য কৃষ্ণের মতো কৌশলে মায়াদ্বারাই যেন আনন্দ-মুগ্ধতায় শক্তিবিশেষ
ব্যক্ত করিয়ে বন্ধুজনদের যেন দাবানল থেকে উদ্ধার করতে করতে এইরূপ বললেন—

৭১ 'মা ভৈষ্ট ভো দবহুতাশনতঃ সমিদ্ধাং, ত্রাতাস্মি সব'বিপদাং ভবথাপশঙ্কাঃ ।

অলোকয়ধ্বমধুনৈব পিবামি ভীতা, যুং ভবিষ্যত ততো নয়নে পিদধম্ ॥'

৭২ । এবমন্ততমাঅনাথমাঅনাথ বহন্তী তাদাত্মাবতা বতাত্তিরহন্ত-হন্তমানতাস্বীকারা স্বীকারানভিজ্ঞা বস্ত্রাহরণকারিহারি-তচ্চারিত্তানুকারণে বস্ত্রাণ্যাদায় কদম্বারোহরোহংপ্রহমামিবাঅনং বিদতা চারুদতী চারুত-
রমাবভাষে ॥

৭৩ । 'একৈকশঃ সমুপসাদত কিং মিলিত্বা কিংবা নিজং নিজমিতো বসনং ক্রেমেণ ।

আদতুমর্হত্ব ন চেতরাং প্রদাস্তে, ক্রোধেন কিং মম করিষ্যতি হন্ত ভূপঃ ॥'

৭৪ । এবমন্তা সন্তায়মিব কৃষ্ণকৈবল্যপ্রাপ্ত্যাপ্তাশ্চ ভাববৈধূর্যা দ্বিজবনিতানিতান্তমৌভাগ্যপ্রদলালা-
বতারে বতারেরীয়মাণানন্দাসারে সারে বচনবিলাসে কৃতমতিঃ পুরতঃ পুরতঃ সমাগতা ইব তা মন্তা সমধুরশ্মিতম-
বাদীং ॥

৭১ । সমিদ্ধাং প্রজ্জলিতাদৃশি ভীতা ভবিষ্যত, ততঃ ॥

৭২ । অন্ততমা গোপী তাদাত্মাবতা আঅনা বুদ্ধা আঅনাথং ত্রীকৃষ্ণং বহন্তী, ত্রীকৃষ্ণোহহমিতি জানতীত্যর্থঃ।
বত আশ্চর্যে, অতিরহন্তেন হন্তমানতাস্য সত্যামেব স্বীকারো যন্তাঃ সা আবভাষে । স্বীকারানভিজ্ঞা ইতি কর্মপদং
দ্বিতীয়াবহবচনান্তম্ । বস্ত্রাহরণকারিণো হারি তচ্চারিতং তন্ত্রানুকারণে; চারুদতীতি মন্দাহাস্য ব্যঞ্জকম্; "দচ্ছকোহপ্যস্তি
সর্বশ্বে" ইত্যমরটীকা । (পা° ৫।৪।১৪৫) "অগ্রান্ত " ইত্যত্র চকারাদ্বা শিখরদতীত্যাদিবং সিদ্ধিঃ ॥ (৭৩)

৭৪ । সন্তায়মিবাবাদীদিশি সম্বন্ধঃ । লীলাবতারে লীলাগ্রকাশে সতি । বত অভুতে । আবেরীয়মাণঃ সমাগতি-
শয়ং অবমানন্দস্যাসারো ধারাসম্পাতো যশ্চিন্তাদুশে সারে বচনবিলাসে বিবশে । পুরতোঃ প্রতঃ, পুরতঃ পুরাৎ ॥

৭১ । 'ওহে, প্রজ্জলিত এই দাবায়ি থেকে ভয় কর না । আমি সকল বিপদ ত্রাতা । নির্ভয় হয়ে
যাও । দেখ-না এই এখনই পান করে নিলাম বলে । তোমরা ভয় পাবে, অতএব চোখ বোজ ।'

৭২ । অতঃপর বুদ্ধিতে প্রাণনাথকে ধারণ করতে করতে তাদাত্মা প্রাপ্তা কোনও এক হৃদন্তী
হায় হায় অতিরহন্ত হেতু হাস্তরসে স্থিতি স্বীকার করে নিয়েও বস্ত্রাহরণকারী কৃষ্ণের মনোহর সেই সেই
লীলানুকরণে বস্ত্রসমূহ যেন উঠিয়ে নিয়ে এবং কদম্ববৃক্ষে আরোহনে কৃষ্ণের যেরূপ বিপুল হর্ষ হয়, সেইরূপ হর্ষ-
যুক্ত নিজেকে জেনে অনঙ্গ রসের স্বীকারে অনভিজ্ঞা গোপীদের রমণীয়ভাবে বললেন—

৭৩ । 'এক এক করে আমার নিকট এসো, কিম্বা সকলে একসঙ্গে দলবেঁধে এসো । স্ব স্ব বসন এখান
থেকে দেওয়া-নেওয়া করাই সমীচীন—এ না-হলে দিব না । রাজা ক্রোধ করে হায় হায় আমার করবেটা কি ?

৭৪ । অতঃপর গোপীগণ ব্রাহ্মণপত্নীদের অতি সৌভাগ্যপ্রদ লীলা প্রকাশ করলে অতিশয়-ভাবে
করমান আনন্দধারা সম্পাতযুক্ত বচনবিলাসে হায় হায় কৃতমতী ও কৃষ্ণতাদাত্ম্যের প্রাবল্যে আগত স্বভাবে শ্রেষ্ঠা
অগ্র এক গোপী তাঁদেরকে যেন সম্মুখের পুরী থেকে সমাগতা মনে করে সমধুর হাসি হাসি মুখে যেন যুক্তির
সহিত কিছু বলতে লাগলেন—

৭৩। 'কল্যাণ্যঃ স্বাগতং বো নমু নিরবকরং গার্হমেধ্যং তপো বঃ
 শ্রীতিঃ শ্রদ্ধা সভক্তির্ময়ি চ সুবিদিতা হস্ত যুস্মাকমেবা ।
 দৃষ্টোহং যাত নাতঃপরমপি সুভগাঃ স্থাতুমত্রোচিতং বো
 মন্তাবঃ স্তাৎ সুরস্রঃ শ্রবণশুনকথাচিন্তনৈর্জঙ্গমৈঃ ॥'

৭৬। অথাপর পরাভূতান্তঃকরণা প্রিয়তাদা প্রিয়তাদাআন রসদম্বুর্দ্ধতুগোবর্দ্ধনধরশিখরধরণলীলা-
 কারে তৎকালসমুপসন্নসুধনঘনঘটা ঘটাননগলজ্জলধারাধারায়মাগমবনিতলমালোক্যেব কাতরতরবদনান্ গোগোপ-
 গোপবনিতাদীনপ্যালোক্যেব সান্বাসমাহ ॥

৭৭। 'মা ভৈষ্ট ভোঃ প্রবলদারুণবাতবর্ষ-,প্রোৎকর্ষতো ভজত চেতসি ধৈর্য্যমার্য্যঃ ।
 একাতপত্রমিব ভুবলয়ং করোমি, গোবর্দ্ধনেন করপদ্মদলোদ্ধৃতেন ॥

৭৮। কিঞ্চ, সন্দেহং মা কুরুত কবতো মামকৌনাদৃগিরীন্দ্রঃ
 শ্রস্তো ভাবীত্যহং গিরি মেহপ্রত্যয়ং মা স্ম কৃঢ়ম ।

৭৫। সভক্তিভক্ত্যা সহিতা ॥

৭৬। প্রিয়ৈঃ সহ যতাদাত্মা তেন প্রিয়তাং প্রেমামাদান্তে ধারয়তীতি সা; যদা, দয়তে রক্ষতি ধানত্বীত্যর্থঃ,
 'দেউ রক্ষণে' ইত্যস্মাৎ । সুধনা সুনিবিড়া বা মেঘঘটা তস্যঃ সকাশাৎ ঘটাননাদিব ঘটমুখাদিব গলতাং জলধারাণামা-
 ধারায়মাগম ॥

৭৭। একমাতপত্রং যত্র তথাভূতম্; শ্লেষণে একচ্ছত্রাং পৃথ্বীং কুব্জতা ময়া সাম্রাজ্যং প্রাপ্য যুষং প্রতিপাল্যধে,
 কা চিন্তেতি ভাবঃ ॥

৭৮। মম গিরি বাচি অপ্ৰতীতিং মা কৃঢ়ম্, নাগরাজোৎসবঃ । একমচলং গোবর্দ্ধনমপ্যাদসিতুমুৎক্ষেপুর্ম্ ।

৭৫। 'হে কল্যাণিগণ ! স্বাগত । তোমাদের গৃহস্থোচিত তপস্রা নিশ্চয়ই নিরবত । আর হায় হায়
 আমাতে তোমাদের এই যে সভক্তি শ্রীতি শ্রদ্ধা, এ আমার সুপরিজ্ঞাত । আমাকে দেখা, সে তো হয়ে গেল ।
 অতঃপর আর হে সৌভাগ্যবতীগণ, তোমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না । নামরূপাদি শ্রবণ ও চিন্তনের
 দ্বারাই আমাতে ভাব অতি আশ্রাও হয় । অঙ্গসঙ্গের দ্বারা নয় ।'

৭৬। অতঃপর কৃষ্ণতাদাত্মা ভাবে যিনি প্রেমধারণ করলেন সেই পরাভূত-অন্তঃকরণা অপর
 কোনও গোপী রসদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্ররাজ গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা-অনুকরণে তৎকালে যেন মাথার উপরে
 উপস্থিত অতি নিবিড় ঘটমুখরূপ মেঘাডম্বর থেকে নির্গলিত জলধারার আশ্রয়স্থল অবনিতল এবং অতিকাতর-
 বদন গো গোপগোপবনিতাদিকে যেন লক্ষ্য করে অভয় দিয়ে বললেন —

৭৭। ওহে গো-গোপ গোপীগণ ! প্রবল দারুণ বাতবর্ষার অতি বাড়বাড়ন্ত দেখে ভয় করো না ।
 চিন্তে ধৈর্য ধরো । এই দেখ-না গোবর্দ্ধনকে করতলে উঠিয়ে ধরে সমস্ত ভুমণ্ডলকে একই ছত্রতলে ঢাকার মতো
 করে দিচ্ছি ।

৭৮। আমার হাত থেকে গিরিরাজ পিছলে পড়ে যাবে, এরূপ সন্দেহ করো না । আর আমার

সাক্ষি-দ্বীপ-ক্ষতিধরকুলং ভূতলং নাগরাজো

ধন্তে নৈকাচলমুদসিতুং নাগরাজোহয়মীশঃ ॥

৭৯। ইতি নিগদন্তী গদন্তীত্রিমিষ স্বজনানাঃ দূরয়ন্তী রয়ন্তীক্ষমাশাণ্ড সৌরভরভসপরিভূতী ভবদমৃণাল-মৃণাললতিকয়েব সমুদ্রীতয়া মুনীতয়া বাময়া বাময়া ভুজয়া জয়ারন্তপতাকাদণ্ডনিভয়া ভয়াপহরণায় নিজোত্তরীয়-মূল্যাস্ত দক্ষিণকরতলাগ্রেণ দক্ষিণশ্রোণিতলমালম্ব্য তস্থাবী পুনরাহ, —‘প্রবিশত ণতগব্বাতি বাতিললিতং শতপত্র-চ্ছহস্তেবাস্ত তলম্’ ইতি ॥

৮০। অথ কাপি স্বয়ং স্বয়স্ত্রিতমহিমা স্ব-মূলীনােনাক্ষয় সমানোতা নীতাবাকুলস্ত কৃতাবহেলা হেলাবতীর্গোকুল-রমণীমণীরাগতা রাগ-তাৎপর্য-পর্যবসান-ভূতাঃ প্রভূতাঃ প্রণয়নয়-স্পৃহাপুরঃসরমালোকয়ন্তী-রিবালোক্য রাসরসসরসকৃষ্ণ-তাদাত্ম্যাস্তগ্রহগ্রহণতিরোভূতস্বভাবা চন্দ্রমণ্ডলৌব কৃষ্ণ ইব সহাসপরিহাস-পরি-পেশলং কিকিদিবাদৌ ॥

অয়ং নাগরাজো ন ঈশঃ । অপি ত্রীশ এব । নাগরাণামজো রাজা মহাবিনোদীত্যর্থঃ; “অজ্ঞাং হরিত্রকবিধুস্বরূপে হরেঃ” ইতি মেদিনী ॥

৭৯। গদং পীড়াম্, তীক্ষ্ণং রয়ং বেগম্, সৌরভশ্চ রভসেন বেগেন পরিভূতীভবৎ অমৃণালমুদীয়ং যততথাত্তয়া মৃণাল-লতিকয়েব বাময়া ভুজয়া বাময়া মনোহরয়া । শতগব্বাতিনাং ব্যাভা সর্বতঃ সমসন্নিবেশসত্ত্বা ললিতম্; “গব্বাতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগম্” ইত্যমরঃ । ব্যাতিরিত্তি ‘বেঞ্ তন্তসত্ত্বানে’ ॥

৮০। আত্মকুলস্ত নীতৌ স্বীয়কুলধর্মমর্ষাদায়াং হেলা শৃঙ্গারসূচকভাববিশেষবস্তুর্তীঃ, রাগস্ত তাৎপর্যমঙ্গসঙ্গত্বৈব পর্যবসানভূতাঃ, ধর্মপ্রাধাত্তেন নির্দেশতদাধিক্যাত্তোক্তকঃ, প্রভূতা গ্রহণীঃ, অষ্টমো গ্রহো রাহঃ, পরিপেশলমতিচতুরম্ ॥

কথায় অহহ অবিশ্বাস কর না । অনন্তদেব ধর আছেন সাগর-দ্বীপ-পর্বতকুল সংযুক্ত সমস্ত পৃথিবী আর এই • নাগররাজ (নাগরচূড়ামণি) সমর্থ হবে না একটি মাত্র পর্বত উঠাতে ।’

৭৯। এইরূপ বলতে বলতে যেন স্বজনদের তীব্রপীড়া দূর করতে করতে তীক্ষ্ণ বেগ ধারণ করে সৌরভবেগে খসখস্ তিরস্কারী, মৃণাল লতিকার মতো, মনে-হর, আনন্দোচ্ছল বামভুজ জয়ারন্ত পতাকাদণ্ডের মতো সটান উপরে উঠিয়ে তার উপরে স্বজনদের ভয় দূর করবার জ্ঞা নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়িয়ে দিলেন । অতঃপর দক্ষিণ করতলাগ্রে দ্বারা দক্ষিণ কটিতট আশ্রয় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন—‘চতুর্দিকে দুই-শত ক্রোশ বিস্তারিত-সম সন্নিবেশযুক্ত-ললিত কমলছত্রের মতো সুন্দর এই ছত্রের নীচে প্রবেশ কর ।’

৮০। অতঃপর রাজগ্রস্ত চন্দ্র মণ্ডলের মতো রাসরসসরসকৃষ্ণতাদাত্মরূপ রাজগ্রস্ততা হেতু তিরোভূত-স্বভাবা কোনও গোপী কৃষ্ণ যেমন করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে নিজ বংশীধ্বনির আকর্ষণে নিজের নিকট নিয়ে এলেন নিজের স্বাভাবিক বশীকরণ কৌশল মহিমায় গোকুলরমণী শ্রেষ্ঠগণকে যারা স্বীয়কুলমর্ষাদা অবহেলা-কারিণী, শৃঙ্গারসূচক হেলাভাববিশিষ্টা, রাগের তাৎপর্যে অর্থাৎ অঙ্গসঙ্গে পর্যবসানভূতা এবং বিচিত্র অনন্ত সামর্থ্যের হেতুভূতা । অতঃপর তাঁদিকে প্রণয়-নীতি-স্পৃহাপুরঃসর তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে রাসরসিকের মতো অতি চতুরতাসূচক হাসপরিহাসের সহিত এইরূপ বললেন—

৮১। 'সান্ধ্যঃ স্বাগতমাস্ততাং কিময়ি বঃ ক্ষেমং সমাদিশুতাং
প্রয়ো বঃ করবাম কিং কথমহো সর্বাঃ সহৈবগতাঃ ।
হ ॥ বাস্তবসমস্তবেশবসনালঙ্কারবিজ্ঞাসতো
যেয়ং কাইপ্যমুদীয়তে স্তমহতী সা বা ত্বরা বঃ কথম্ ॥

৮২। ঘোরেষ্যং রজনী বনঃ ॥ স্তমহদ্বোরং বনস্থা অমী
ঘোরা এব হি জন্তবঃ কথমিহ স্তেষ্যং গণৈস্তাদৃশাম্ ।
তস্মাদ্গচ্ছত মন্দিরং কুহুমিতা ধৌঃ সূখাংশোঃ করৈঃ-
দৃষ্টাঃ কাননভূময়ঃ সুরভিগা বাতেন শীতীকৃতাঃ ॥

৮৩। ন স্তেষ্যমত্র নিশি পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ, স্ত্রীভিঃ সমং পরমধর্মবিদা জনেন ।
ধ্যানাদ্গুণশ্রবণতো গুণকীর্তনাদ্বা রম্যা যথা মম রতিন' তথাঙ্গসঙ্গৈঃ ॥'

৮৪। ইত্যেবং কৃষ্ণানুকৃতিকৃতিকৌশলশলস্তাদাত্মতয়া তয়া কলমধুরং মধুরঞ্জি নিগতাহমন্তর্দধামৌক্তি

৮১। প্রয়োহতিপ্রিয়ম্ ॥

৮২। মন্দিরং ব্রজম্, বস্ত্রতন্তু লতামন্দিরম্ । কুহুমিতা ভূময়ো দৃষ্টা এব, কিং পুনরতিদিদৃক্ষয়েতি ভাবঃ ॥

৮৩। পরমতিশয়েনাধর্মবিদা অতিকামিনা ময়া জনেন সহ ন স্তেষ্যমিতি প্রকটঃ । পরমং ধর্মং বেত্তীতি তাদৃশেন
ময়া সহ কিং ন স্তেষ্যম্ ॥ অপি তু স্তেষ্যমেবেত্যাস্তরোহর্থঃ । অঙ্গসঙ্গৈর্জগা রতির্মম রম্যা, তথা ধ্যানাদিনা নেত্যাস্তরোহর্থঃ ।
প্রকটার্থঃ স্পষ্ট এব ॥

৮৪। কৃষ্ণানুকৃতিরনুকরণং তত্র কৃতিকৌশলং ক্রিয়ানৈপুণ্যং তস্মাদেব শলং প্রাপ্নু বস্তাদাত্ম্যং বাস্তবাসং ভাব-

৮১। 'হে সান্ধ্যীগণ । স্বাগত । এসো । তোমাদের মঙ্গল তো । আদেশ কর, তোমাদের কি অতি
প্রিয়কার্য করতে পারি ? অহো সকলে একসঙ্গে দলবেঁধে কেন এসেছ ? হায় হায় সকল বেশ-বসন-অলঙ্কারের
অস্তব্যস্ততা দেখে এই যা কিছু অনুমান হচ্ছে, সেই স্তমহতী ত্বরাই বা তোমাদের কিসের ॥

৮২। ভয়ঙ্কর এ-রজনী, বনও অতি ভয়ঙ্কর এবং বনস্থ এ-জন্তুসকলও ভয়ঙ্কর । কি করে তোমাদের
মতো স্তম্ভরীদের এখানে থাকা সমুচিত হতে পারে ? তাই বলছি, ঘরে যাও । ফুলে ফুলে ভরা, জ্যোত্স্নাধারায়
ধোঁয়া স্তম্ভরী বাতাসে শীতল এ কাননভূমি এইতো দেখে নিলে, আর পুনঃ বেশী দেখবার ইচ্ছা কেন !

৮৩। হে পঙ্কজনেত্রগণ ! (বাইরের অর্থ) অতি কামী মাদৃশ জনের সংসর্গে স্ত্রীদের থাকা উচিত নয় ।
ধ্যান গুণশ্রবণ-গুণকীর্তন থেকে যেমন আমাতে রতি রম্যা হয়ে উঠে অঙ্গসঙ্গে তেমনটি হয় না । (ভিতরের অর্থ-)
পরমধর্ম যাঁরা জানে মাদৃশ জনের সঙ্গে কেন-না তাঁদের থাকা উচিত হবে ? ধ্যান-গুণশ্রবণ-গুণকীর্তন থেকে
আমাতে রতি তেমন রম্যা হয় না, অঙ্গসঙ্গে যেমন হয় ।'

৮৪। অতঃপর কৃষ্ণানুকরণ-ক্রিয়ানৈপুণ্য থেকে যেন পাওয়া, এরূপ তাদাত্ম্যের ভাবে কলমধুর মধু-

মনসি প্রতীতিমতী কৃষ্ণবদন্তর্দানলীলাং যদি তদানুচকার, তদা তত্শাশ্চেতরাসামপি সত্ত্ব এব সইব তাদান্ধ্য-
নিজাভঙ্গঃ সমপচ্ছত ॥

৮৫। ততশ্চ প্রকৃত্যায়ং জাগ্রদশায়াম্—

আয়াতং মনআদিভির্বিবিকসিতং নেত্রাদিভিজীবিতং

সন্তাপেন সমুখিতং বত বিদা সংমুছিতং চিন্তয়া ।

ভূয়ঃ প্রাগিব কৃষ্ণমার্গবিধৌ কামং কুরঙ্গদৃশঃ

সর্বা দিক্ষু বিদিক্ষু দন্তনয়নাঃ কাতর্ধামভ্যায়ধুঃ ॥

৮৬। এবং বিস্মৃত-তন্ময়ীভাবা ভাবাধঃস্বরসা ধৈর্যবতোহপি স্বয়মেব গচ্ছতাহচ্ছতারহিতেন ধৈর্যেণ
পর্যাকুলেক্ষণাঃ ক্ষণাদেব মরুদ্বগেন নির্বাসদৌ বরসোরসোহন্তরে ব্যক্তানৌ পত্রাঙ্কুরাণি, কিংবা তাসামেব হৃদয়-
স্থানি যানি তাত্ত্বৈব নয়নবিবরেভ্যো নির্গত্য ভূবি নিপতিতানি, কিংবা বিপিনলঙ্কার স্বকরকমলেন লিখিতানি,
ততঃ তয়া মধুরং মধুরঞ্জি মধুতোহপি স্বল্পকম্ । তাদান্ধ্যানিজাভঙ্গ ইতীতরাং তবিরহেহুক্রিয়মাণে মূলবিরহস্তবো-
দয়াং, অন্তহিতবত্যাঙ্কুস্তাঙ্ক অনুকল্পিগ্ধমানস্য ততঃ পদস্য কৃষ্ণলীলাস্তরসানুপলভ্যাতাং বিরহবৈকল্যেণ স্ববৈকল্যাসা-
পুত্থাপিতত্বাচেতি বিবেচনীয়ম্ ॥

৮৫। প্রকৃত্যায়ামিতি পূর্বব্যাপ্যাহুস্তয়া পাকাবস্থা পরিভাজ্য পুনর্মধ্যমাবস্থা প্রাপ্তে সত্যানন্দ ইত্যর্থঃ । বিদা
জ্ঞানেন চিন্তয়া সংমুছিতমভিয্যাপ্তম্; “সংমুছ”নমভিয্যাপ্তিঃ” ইত্যমরঃ ॥

৮৬। এবং বিস্মৃত তন্ময়ীভাবান্তাঃ ক্ষণাদেব শ্রীকৃষ্ণচরণকমললঙ্কাণি লক্ষ্যাক্ষুণ্ণুরিত্যমরঃ । তা তন্ময়ীভাব-দশায়াম্
কান্তিবিশেষক্স্যাবাধেঃপগমে সতি বিরসাত্মাহুশারসোনাপি রহিতা ইত্যর্থঃ । ধৈর্যবতোহপি পরমাত্রাহেণ ধৈর্য
দধতোহপি । অচ্ছতা বাধার্থেণ নৈর্মলাং তদ্রহিতেন কৃত্রিমেবেত্যর্থঃ । রসা পুতী, তস্য উরসোহন্তরে বক্ষোমধ্যে মরুদ-
রঞ্জি কণ্ঠে কথাগুলি বলবার পর আমি অন্তর্ধান করব’ মনে মনে এরূপ স্থির করে ঐ গোপী যদি কৃষ্ণের মতো
অন্তর্ধান লীলা অনুকরণ করলেন, তখন তাঁর এবং অস্থসব গোপীর সহসাই একসঙ্গে তাদান্ধ্যানিজা ভঙ্গ হয়ে
গেল ।

৮৫। এইরূপে পাকাবস্থা পরিভাগ করে পুনরায় মধ্যাবস্থা প্রাপ্তি হেতু উন্মাদ দশাতে—

গোপীদের মনাদি ফিরে এল, নেত্রাদি প্রফুল্লিত হয়ে উঠল, চিন্তা জ্ঞানকে একেবারে আবৃত করে
দিল—কুরঙ্গীনয়নাগ সকলে পুনরায় পূর্বের মতো কৃষ্ণাধেষণ-বিধিতে যথেষ্ট দিক্‌বিদিকে তাকাতাকি করতে
করতে কাতরতা প্রাপ্ত হলেন ।

শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজল্লঃ

৮৬। এইরূপে গোপীগণের পূর্বের কৃষ্ণ-তাদান্ধ্য ভাব তুল হয়ে গেল । ঐ ভাবদশাতে প্রাপ্ত
কান্তিবিশেষ চলে গেল । তাদৃশ সরসতাও আর থাকল না । গোপীগণ পরম আত্মহে ধৈর্যকে ধরে রাখলেও
উহা নিজে নিজেই চলে গেল । তাঁরা হয়ে পড়লেন কৃত্রিম ধৈর্যে ব্যাকুল নয়না । এমত অবস্থায় ক্ষণকাল
মধ্যেই তাঁদের লক্ষ্য পড়ে গেল শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিহ্নের উপর । এ যেন বায়ুবেগে বিগলিত বসনা পৃথিবীর

কিংবা কমলজাদিভিকৃপাসনার্থং বিলিখ্য রক্ষিতানি যানি, তাহ্নেব সপদি দিবো বিচ্যুতানি, কিংবা সরণিলতায়ঃ পার্শ্বদ্বয়বর্তীনি বিচিত্রাণি নবীনপত্রাণি শ্রীকৃষ্ণচরণকমললক্ষ্ম্যাণি লক্ষ্যাক্ষক্ৰুঃ ॥

৮৭। লক্ষয়িত্ব। চ ত্র্যচমুদ্বর্ষমুদ্বর্ষয়ন্ত্যো ঝটিতি ঝটিতানন্দচমৎকারাঃ পরম্পরমুচুরিদম্, —‘অহো মহোদয়োহয়মস্মাকমতিসৌভাগ্যস্থ, যতঃ,

ইতো ব্যাতঘন্তি ধ্বজ-কমল-বজ্রাক্ষুশময়ী-ল'সল্লেক্ষালক্ষ্মীঃ পুরু পুরুষরত্নপ্রণয়িনীঃ ।

করৈরায়ুষ্ঠানি প্রকৃতিমধুরৈঃ শীতমহসা, পদানি ব্যক্তাত্মাকলয়ত হরৈঃ পঙ্কজদৃশঃ ॥

৮৮। কিঞ্চ নিম্না পার্শ্বো' কিয়দিব শিখাস্বঙ্গুলীনাং চ কিঞ্চ।

অধ্যোক্তানা ললিতসিকতাকোমলায়াং পদব্যাং ।

চিত্রান্তোজাদিভিরিহ হরেভ্যতি পাদাক্ষলেখা

সীমন্তস্থ ক্ষিতিমৃগদৃশো বালপাশ্চালতের ॥

বেগেনৈব নির্ধাসদি বিগলিতবসনে পত্রাকুরাণীতি পৃথ্যাত্মাদৃশসৌভাগ্যোদয়েন শ্লাঘাবিবক্ষয়া । তাসামেবেতি তদানীং যত্র যত্র নেত্রাণি পতিতানি, তত্র তত্রৈব চিত্রানীতি তেষাং বৈভববিবক্ষয়া, বিপিনলক্ষ্যেতি তেষাং সুবলিতত্ব সৌন্দর্য্যো-
বিবক্ষয়া, কমলজাদীতি তেষাং মাহাত্ম্যবিবক্ষয়া, বিচ্যুতানীতি তাসাং বৈকল্যদর্শনব্যাকুলানাং তেষাং তত্রাসাবধান-
আদিতি ভাবঃ । সরণীতি তেষামন্তসৌন্দর্য্যসম্পাদকত্ববিবক্ষয়োৎপ্রেক্ষা ॥

৮৭। ত্র্যচং ত্র্যসংস্কিনমুদ্বর্ষং রোমাঞ্চমিত্যর্থঃ, উদ্বর্ষয়ন্ত্য উচৈকঃ প্রগল্ভয়ন্ত্যঃ, ‘প্রিধুষা প্রাগল্ভ্যে’ গ্যন্তঃ ।
শীতমহসা চন্দ্রেণ কত্রী কঠরৈঃ কিরণৈঃ প্রদীপৈরিবাযুষ্ঠানি সম্যগুজ্জলীকৃতানীত্যর্থঃ । কীদৃশানি ? ধ্বজাদিময়ীল'সল্লেক্ষা-
সম্পত্তীর্ধ্যাতঘন্তি বিধাপয়ন্তি । পুরু যথা শ্রাবণা কলয়ত ॥

৮৮। পার্শ্বো' অঙ্গুলীনাং শিখাসু চ কিয়দিব নিম্নাঃ কিঞ্চিমধ্যপুদ্দেশে উতানা । নহু তর্হি তত্রত্যানামঙ্কানাং
কথং ব্যক্তিরত আহ—সিকতা ইতি । তথাপি সিকতাসু প্যুরোহবগাঢ়তয়া তদব্যক্তিরিতি ভাবঃ । পাদাক্ষলেখা চরণ-

বক্ষ্যে মধ্যে প্রকাশিত পত্রাকুর জ্রেণী, কিম্বা যা তাঁদের হৃদয়মধ্যে লুকায়িত ছিল তাই নয়নছিদ্র পথে বিগলিত
হয়ে ভূমিতলে নিপতিত, কিম্বা বনলক্ষ্মীরই স্বকরকমলের লেখা, কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবভাগগ উপাদনার জ্ঞা যা
অঙ্কিত করে রেখেছিল তাই সহসা আকাশ থেকে বিচ্যুত, কিম্বা পথলতার পার্শ্বদ্বয়বর্তী বিচিত্র নবীন পত্রাবলী ।

৮৭। এই চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে গোপীগণ আনন্দচমৎকার লাভ করলেন । তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে
রোমাঞ্চ ধারণ করে উচ্চ প্রগল্ভি বাক্যে পরস্পর এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন—

‘অহো এ আমাদের অতি সৌভাগ্যের মহান উদয় । কারণ এই তো এখানে চন্দ্র-বিকিরিত স্বভাব
মধুর কিরণে হরির চরণচিহ্ন অতি উজ্জল ভাবে প্রকাশিত হয়ে আছে । এ বিশেষভাবে প্রকাশ করছে ভক্ত
শিরোমণিগণের শ্রীতির বস্ত্র ধ্বজ-কমল বজ্রাক্ষুশময়ী দীপ্ত রেখা সম্পত্তি । হে পঙ্কজনয়নাগণ ! এই সুস্পষ্ট
চরণকমলচিহ্ন প্রাণভরে দেখে নেও ।

৮৮। আরও, এ চরণচিহ্ন ললিত কোমল বালুকাময় পথে পড়ে গোঁড়ালী-ডগাতে একটু নীচু,
আর পদতলের মধ্যভাগে একটু যেন উঁচু মনে হচ্ছে । এই স্থানে এই বিচিত্র কমলাদির দ্বারা ধরণীদেবীর কেশ-

৮৯। যত্র হি— ধ্বজঃ সর্বোৎকর্ষে কমলমবনৌঃ শীতলয়িতুঃ
পবিনেহিত্যর্থং হৃদয়খননায়াঙ্কুশমিদম্ ।
অঐষামত্মোত্তমং বিসদৃশগুণানামপি সহ-
স্থিতিঃ শোভাং ধ্বজে হরতি চ মনো লোচনবতাম্ ॥

৯০। কিঞ্চ, অহো মাধুর্য্যাণামহহ মহিমা তচ্চরণয়ো-
র্ঘদঙ্কেহপি ক্লোণ্যামপতদিহ মুক্ধো মধুকরঃ ।
শ্রমূনানাং ধূলৌ ভবতি বিমুখো নাস্ত্য তদয়ং
মহাভাগো মন্ত্রে জয়তি পরমো ভাগবতবৎ ॥

৯১। ধৃত্বা ধূলিরিয়ং ধুনোতি ধরণেদুঃখং ধুনীতেতরাং
ধীরাণাং ধুরমংহসো ধৃতিমতাং ধৈর্য্যাস্থবরধ্বংসিনী ।
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দতলয়োর্ধামিন্দিরা-হৃন্দরী
নন্দীশোহপ্যারবিন্দজোহপি দিব্যদ্বন্দৈঃ সমং বন্দতে ॥

৯২। তদ্বয়মপি চোরসি রসিকশেখরস্ত্য রস্ত্যতমামিমামিদানীমতিদুরন্ত-সন্তত-সন্তাপতাপহারকৃতে

চিহ্নশ্রেণী ॥

৮৯। ধ্বজ ইতি মহাগর্ব্ববস্তু, কমলমিতি কুপালুভূমি; পবিরিতি নির্দয়তম, অঙ্কুশমিতি তদ্রূপ্যতিক্রোধম্ । তস্ত
পাত্রেভেদে কয়াচিদবামগ্রধরয়া সমর্থিতম্ । কিঞ্চৈতদত্যাশ্চর্যমিতি দক্ষিণগ্রন্থরা আহঃ—অঐষামিতি ॥

৯০। তদ্ব্যপবিষ্টং কমপি ভ্রমরমালক্যাঙ্কঃ—অহো ইতি ॥

৯১। ধীরাণামংহসো দুঃখস্ত ধুরং ভারং ধুনীতে ধুংসতি । ধৃতিমতাং ধৃতিং দিবীর্ষতামিত্যর্থঃ ॥

৯২। রস্ত্যতমামিমাং ধূলীমূরসি বিদধামঃ । অতিদুরন্তঃ সন্ততঃ সন্তাপো বাসাং তাসাং ভাবত্তা, তস্ত্য অপহার-
কৃতে দুরীকরণার্থম্ ॥

পাশ-সিঁথির মতিলহরের শোভা যেন সৃজিত হয়েছে ।

৮৯। যত্র হি—এই চরণচিহ্নের মধ্যে পতাকা। সর্বোৎকর্ষে, কমল অবনীকে শীতল করতে, বজ্র
হত্যার্থে, আর অঙ্কুশ হৃদয় খননে নিয়োজিত । অতঃপর বলবার কথা এই যে এরা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ ধারণ
করলেও এদের সহবাস কিন্তু শোভাই ধারণ করছে এবং চক্ষুআনগণের মন হরণও করছে ।

৯০। আরও, অহো এই চরণমাধুর্যের অহহ কি অদ্ভুত মহিমা । এর চিহ্নেও মধুকর মুগ্ধ হয়ে এই
ধূলিতে পড়ে আছে । পুষ্পের বেণুতে কখনও যদি-বা এরা বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু এই ধরণীর ধূলিতে হচ্ছে না । তাই
মনে হয় এ-মধুকর মহাভাগ্যবান—পরম ভাগবতের মতো সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান ।

৯১। শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ তলের এই ধূলি ধৃত্বা । এ ধরণীর দুঃখ দূর করে, ধৈর্যশালী ব্যক্তিগণের
ধৈর্য যজ্ঞ ভঙ্গ করে । লক্ষ্মীদেবী-শিব-ব্রহ্মাও দেবতাগণের সঙ্গে এর বন্দনা করেন ।

৯২। অতএব ইদানীং অতি দুরন্ত হয়ে উঠা; সদা লেগে থাকা দুঃখতাপ দূর করবার জন্ত আমরাও

বিদধামো ধূলিম্' ইতি কয়াচিহ্নে কাচিদপরা পরামর্শবতী নিজগাদ ॥

৯৩। 'ধূলিগ্রহণতো বিরম্যতাম্, রম্যতাং মাশ্চাঃ পদপদব্যা বিলোপয়ন্তুভবত্যঃ, একৈকশঃ পরামর্শেন বিলোচনতো বিলোচনতোষকারীণ্যেব সস্থিমানি, মা নিলোড়য়ত করাভিষাতেন' ইতি তাত্ত্বৈব নিভালয়ন্ত্যঃ সহ নীতারা নীতায়ামৌভাগ্যরসায়ার রসায়ার দিবোহপি দুরাপায়াঃ কশ্চাশ্চিৎ প্রিয়তমায়ার মায়ারহিতহিতসৌহৃদায়ার হৃদায়াত-বল্লভপ্রণয়সৌলভ্যলভ্যমানমানায়ার সহজপ্রণয়সুখারাদায়ার রাধায়ার্শচরণলাঞ্ছনানি লাঞ্ছনানি সৌভাগ্য-বিশেষশ্চৈব বিলোক্যাহঃ ॥

৯৪। 'অহো কিমিদম্—

একস্তামিব লতিকামতল্লিকায়্যাং, বৈজাত্যাং কিসলয়সম্মতের্হদেতং ।

ভাবিত্যাঃ প্রিয়পদলাঞ্ছনানি হর্ষে দৃগ্মন্তে প্রিয়পদলাঞ্ছনানিতানি ॥

৯৫। কিঞ্চ, যথাস্চাঃ পাদাক্ষ প্রতিকৃতিততিঃ কৃষ্ণপদয়োঃ

পদৈঃ সার্কঃ শ্রেণীভবনরুচিরেয়ং বিলসতি ।

৯৩। পদপদব্যার্শচরণচিহ্নপথস্ত রম্যতাং মা বিলোপয়ন্তু, একৈকশো ভবতীনাং সর্বাঙ্গাং মধ্যে একৈকশঃ প্রত্যেক-মেব পরামর্শেন বিলোচনতঃ 'ধ্বজোহয়ম্, অঙ্কুশঃ স্বয়ম্,' ইতি বিচারেণাবলোকাদিত্যর্থঃ । নিলোড়নং বিলারনম্ । নীতঃ প্রাপ্তঃ, আয়ামী সৌভাগ্যরসো যয়া তত্য়া হৃদি স্ববক্ষসি আয়াতঃ সম্যক্ প্রাপ্তো যো বল্লভস্তস্ত প্রণয়সৌলভ্যেন লভ্য-মানঃ প্রাপ্যমাণো মানো গর্বে যয়া তত্য়াঃ ॥

৯৪। লতিকামতল্লিকায়্যাং প্রশস্তলতায়্যাং সরণ্যামিত্যর্থঃ । কিসলয়সম্মতে: পল্লবকুলস্ত বৈজাত্যাং বামদক্ষিণতো বিজাতীয়াকারম্ ॥

রসিকশেখরের অতি আশ্বাদনীয় এই ধূলি বক্ষস্থলে ধারণ করবে । 'এরূপ কেউ বললে অন্য কোনও একজন বিচার-শক্তি সম্পন্ন গোপী বললেন—

রাধাচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজন্ম :

৯৩। 'আরে থামো, ধূলি গ্রহণ রাখ । এ-চরণচিহ্নপথের রমণীয়তা মুছে দিও না । প্রত্যেকেরই এক এক করে পুছাপুছ দর্শন থেকে এ-চরণচিহ্ন হয়ে উঠুক তোমাদের সকলের নয়ন সন্তোষকারী । হাতের দাপাদাপিতে একে তছনছ করে দিও না ।' এই কথা মতো পথের দিকে নয়ন মেলে চলতে চলতে তাঁরা এক স্থানে দেখতে পেলেন, কৃষ্ণ সঙ্গে নীত-উচ্ছলিত সৌভাগ্যরস প্রাপ্ত-স্বর্গেও দুপ্রাপ্য মঙ্গলময় দৌহার্দে বন্ধ-স্ববক্ষে সম্যক্ প্রাপ্ত বল্লভের প্রণয় সুলভে প্রাপ্তি হেতু গর্বিতা এবং সহজ প্রণয়ে সুখে কৃষ্ণাধন রতা রাধার চরণচিহ্ন কলঙ্কিতকারী এক চরণচিহ্ন, যাকে সৌভাগ্যবিশেষরূপ দর্শন করেই বলে উঠলেন—

৯৪। 'অহো এ কি—এ যেন একই প্রশস্ত লতাতে পল্লবচয় বিপরীত ভাবে বিস্তৃত । এ যে দেখা যাচ্ছে, হায় হায়, এক সুন্দরীরা প্রীতিজনক পদচিহ্ন তার প্রিয়তমের পদচিহ্নের সহিত মিলেমিশে সহবাসে আছে ।

৯৫। যে ভাবে রাধার পদকমলচিহ্নশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত শ্রেণীকৃত ভাবে রমণীয় হয়ে

তথা মত্তো প্রয়োজুজশিরসি দত্তা ভুজলতাং

কৃতালম্বাহয়াদীদিব মদগজেনোন্মদগজী ॥

৯৬। তদীয়মেব কেবলং বলং বহতি সৌভাগ্যস্ত যদয়মদয়মতিরপহায় হা যতমানা মানাপহারেণাপি তদনুগভয়ে নস্তামেকামেব কামে বদ্ধমতিরপহুত্ব রমতে ॥

৯৭। ক্ষণং বিচিন্ত্য পুনরুচিরেহচিরেণ —

‘ধন্যেয়ং জগতীগতোন্নতবধূরত্রেষু রত্নোত্তমং

সৌভাগ্যোৎসবভূঃ প্রভূতসুকৃতা রাধৈব নির্দ্ধারিতা ।

জ্যোৎস্না চন্দ্রমসং বিনা পিকগিরাং লক্ষ্মীর্বসন্তং বিনা

বিদ্যাদারিঃসং বিনা ন ভবিতুং সম্ভাবনামহীতি ॥’

৯৮। ইতি নিশ্চিত্তে চন্দ্রাবলী-সখী মুখবিজিতপদ্মা পদ্মা গুণশ্রামাং শ্রামাং প্রাহ,—‘অয়ি শ্রামে ! স্বপক্ষপক্ষপাতিতা পাতিতা থলু তয়া, যতন্তদেকমাত্রজীবনাং বনান্তরে ভবতীং নির্মাল্যমিব বিহায় হা যথৌ

৯৫। শ্রেণীভবনরুচিরা শ্রেণীভাবেন রুচিরা, ভুজলতাং দক্ষিণভুজম্ ॥

৯৬। তদনুগতয়ে তস্তা এবানুগতিং প্রাপ্তুং নোহস্মান মানাপহারেণ নিবাদরেণাপি অপহার পরিত্যজ্য যতমানা-
ন্তপ্রাপ্তার্থং যত্নবতীরপ্যস্মানিত্যানেন তামযতমানামপীতি ব্যঞ্জিতম্; যদা, মানাপহারেণাপি তদনুগতয়ে নিজাদরালাভে-
নাপি তদনুগতার্থমিত্যর্থঃ । ভামপহুত্ব চোরসিবা ॥

৯৭। প্রভূতসুকৃতা প্রচুরপুণ্যা জ্যোৎস্নেনি তেন বয়ং কদাচিত্তৎসববতোহপি জ্যোৎস্নাহ্যাপমানযোগ্যা ন ভবিতুং
প্রভবাম ইতি ভাবঃ । জ্যোৎস্নাদিভির্বিনা চন্দ্রাদীনামপি ন সাকল্যমিতি তয়া বিনা নৈব তস্য শোভেতি চ ভাবঃ । তত্র
জ্যোৎস্নাচন্দ্রাভ্যাং তয়োর্মার্থম্, পিকগীর্বসন্তাভ্যাং সাদৃশ্যাং বিদ্যাদারিধরাভ্যাং সৌরুপ্যঞ্চ বর্ণিতম্ ॥

৯৮। ইতি নিশ্চিত্তে মুহুঃপক্ষে সৌভাগ্যাতিশয়ে নির্ধারিতে সতীত্যর্থঃ । সপক্ষস্ত পক্ষপাতিতাংহনুকূল্যং পাতিতা

শোভা পাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে রাধা প্রিয়ের স্বক্কে দক্ষিণ ভুজলতা ধারণ করে মদমত্ত গজের সহিত মদমত্ত-
গজীর মতো চলছিলো ।

৯৬। অতএব কেবল রাধাই একমাত্র সৌভাগ্যের সার ধারণ করে থাকে । কারণ কৃষ্ণ তারই আনু-
গত্য পাওয়ার জন্য নিকরুণ কামে বদ্ধমতি হয়ে কৃষ্ণলাভে যত্নবতী মাদৃশ জনদের অনাদরে ফেলে রেখে একা
তাকেই চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিহার করে বেড়াচ্ছে ।

৯৭। ক্ষণভর চিন্তা করে পুনরায় পট্ করে বলতে লাগলেন —‘এই রাধা ধন্থা । এই সংসারে উচ্চ-
কোটি বধূরত্নের মধ্যে সৌভাগ্যোৎসব স্থলী ও অতি সুকৃতিসম্পন্ন রাধাই রত্নোত্তম বলে নির্দ্ধারিতা । চন্দ্রমা
বিনা জ্যোৎস্না, বসন্ত বিনা পিকনাদ শোভা এবং জলধর বিনা বিদ্যাং থাকার সম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত নয় । তেমনই
কৃষ্ণচন্দ্র বিনা রাধার থাকাও কল্পনা করা যায় না ।

৯৮। এইরূপে সুহৃদ্পক্ষের দ্বারা রাধার সৌভাগ্যাতিশয় নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে চন্দ্রাবলীর সখী মুখ-
সৌন্দর্যে পদ্মজয়ী পদ্মা গুণশ্রামা শ্রামাকে বললেন —

সর্বদয়িতং দয়িতং তমপহৃত্য স্বয়মেকৈব রস্তমহো অয়ি তৎসৌহৃদং হৃদস্তরগামি ন ভবতি ॥’

৯৯। শ্যামাহ,—‘পদ্মে সহজমৎসরমতে সর মতেরকৌশল্যাং শূণু তাবৎ—

সা কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসস্রোতস্বতীস্রোতসৌ

ক্ষিপ্তাজী শিশুতাবধি স্ববপুষি স্বাচ্ছন্দ্যাহীনা বপুঃ ।

যত্র ক্বাপি মহারয়েণ মহতা তচ্ছ্রোতসা নীয়তে

তস্মাদ্ধারয়িতুং ন পারয়তি সা শৈবালবস্তাসতে ॥

১০০। তদয়ং নাক্ষেপণীয়া পণীয়া হি সর্বতোভাবেন —

জাতং সহৈব বপুষা সহ বদ্ধমান-মৈকোয়ন নো পৃথগিতি প্রতিপত্তমানম্ ।

আসাত্ত কালমুপকোষমসৌ ত্যজন্তী, নৈবাপরাধাতি হি গন্ধফলী কদাপি ॥

খণ্ডিতা, তয়া অংসুহৃদা রাধয়া । সৰ্বা এব দয়িতা বল্লভা যত্র তম্ । দয়িতমিতি পরমদক্ষিণায়কত্র তত্ত্বানভিপ্রেতচরবাদ্-
বিপিত্যৈব সেতাপি হৃচিতম । একৈব রস্তমবেতানেন তত্ত্বান্তস্মিন্ কাম এব, ন তু প্ৰেমৈত্যপি ধ্বনিতম্ । অহো আশ্চৰ্য্য-
মেতৎ কামমাহাং ত্রাং যতন্ত্রাঃ সৌহৃদং অয়ি হৃদস্তরগামি মনোহস্তবীতি ন ভবতি, কিন্তু বাহুমেবেত্যর্থঃ ॥

৯৯। সহজৈব মৎসরমতিৰ্থস্তা হে তথাভূতে ! সর মৎসামুখ্যাদপসর । তত্র হেতুঃ-মতেরকৌশলসাদৃশ্যমিতি তব মতিরমদলা
তট্টবেত্যর্থঃ । শূণু তাবদিতায়মর্থঃ-তস্যঃ স্বচেষ্টিতসা সৰ্বস্য স্ববুদ্ধিপূৰ্বকত্বে সতি তদ্বক্তব্যং সন্তবেদপি, তস্যাস্ত স্বপ্ৰেমা-
ধীন পু্যতম-পরতত্ত্বায়াং তথা কিমপি নৈবেত্যত আহ-সা ইতি । স্বাচ্ছন্দ্যাহীনেতি কৃষ্ণবশমেব তদ্বপুৰিতি ভাবঃ ॥

১০০। পণীয়া স্বৰ্যা । গন্ধফলী চম্পকঃ, উপকোষঃ কোষবহির্ভূতি পুটকম্ । তৎপুষ্টিপ্রাপণায় উপকোষ এব

‘অয়ি শ্যামে ! স্বপক্ষ তোমাদের প্রতি আনুকূল্য করা একেবারেই ছেড়ে দিলো যে রাধা । যেহেতু
তদেকমমাত্র জীবন তোমাদিকে নির্মাল্যের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হায় হায় বনাস্তরের চলে গেলো সকলেই
যার বল্লভা সেই দয়িতকে চুরি করে স্বয়ম্ একাই রমণ করবার জন্ত । অহো কি আশ্চৰ্য্য ! তোমাদিগেতে রাধার
যে সৌহার্দ্য, তা তাঁর অন্তরের ব্যাপার নয়, লোক দেখানো মাত্র ।’

৯৯। শ্যামা বললেন—‘পদ্মে, ওগো সহজমৎসরমতে ! বুদ্ধির চাতুর্যহীনতা থেকে বেরিয়ে এস ।
সব কিছু শোন—

রাধিকা কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসরূপ নদীর প্রবাহে নিজ দেহ শিশুকাল থেকেই নিক্ষেপ করে রেখেছে ।
নিজদেহ সন্তুষ্টিতে সে স্বাতন্ত্র্যাহীনা । তাই ঐ নদীর মহান স্রোতে তাঁর দেহ মহাবোগ যে কোন স্থানেই ভাসিয়ে
নিয়ে যাক্ তার থেকে নিজেকে ধরে রাখতে সমর্থ্য নয় সে । শৈবালের মতো ভাসতে থাকে ।

১০০। তাই বলছি, রাধা নিন্দার যোগ্য নয় । এ সর্বতোভাবেই স্তব্য ।—

গন্ধফলী আর তার উপকোষ একই সঙ্গে জন্মেছে, একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে এরা যে পৃথক নয়
এ নির্ধারিত সত্য । সময় এসে গেলে গন্ধফলী উপকোষ ছেড়ে দেয় এতে সে কখনও অপরাধ লিপ্ত হয় না ।
(একথার ধ্বনি, গন্ধফলিকে পুষ্টি পাওয়ার জন্ত উপকোষ নিজেই খুলে পড়ে যায়—এতে গন্ধফলীর কি
দোষ । কাজেই রাধার দোষ কোথায় ?)

১০১। তেন সময়ে প্রাণতুল্যা অপি সখীস্ত্যজন্ত্যা ন খলু রসবত্যা সৌহার্দতো হীয়তে ॥

১০২। অহা আত্মঃ,— শ্রামে ! সপক্ষা হি সপক্ষাচিতং কদাপি নেক্ষন্তে, তেন ত্বয়া ত্বযাতথ্যামপ্রণয়-
য়েদমুক্তং যুক্তম্। বস্তুতস্ত তন্ত্যাঃ প্রধানতয়া নেদমধাবসিতং সিতম্। যতো নিষ্কুপেয়ং পেয়ং সর্বগোপরমণী-
মণীনাং কৃষ্ণস্ত তমধরমধরয়ন্তী চকোরীঃ স্বয়মেকৈব পিবতি। তদিমানি মা নিগন্তুসন্তোষকারীণি তন্ত্যাঃ পদ-
চিহ্নানি' ইতি তানি নয়নস্থাপ্পাদানি পদানি বিসোকয়ন্ত্যো যন্ত্যো ভাবশাবল্যং ভাবশাবল্যং তদনুসারেণ ললিতং
চলন্ত্যাঃ কিয়দদূরেহদূ রেণুষু দৃষ্টিম্ ॥

১০৩। দন্তদৃষ্টয়ন্তত্র তা বধূপদানি ধূপ-দানি নালোক্য বিতর্কয়ামাস্তঃ,—

‘অহো কিমিদম্—

আলোকাতে ন রমণীপদলক্ষ্মলক্ষ্মী, রম্যাণি ভাস্তি পরমত্র হরেঃ পদানি।

আং জ্ঞাতমাং খরতৃণাকুরাখিল্পাদা-মুন্নীয় বক্ষসি বধূময়মত্র যাতঃ ॥

ততো নিষ্পততি, তস্যাঃ কো দোষ ইতি ভাবঃ। ততশ্চাস্মাকমেব স্তবসম্পত্তিরিয়মিতি হৃচিতম্ ॥

১০১। সময়ে সুরতসম্বন্ধিনীতি ভাবঃ ॥

১০২। অহা ইতি চন্দ্রাবলীসপক্ষাঃ, তেন হেতুনা ত্বয়া ত্বযাতথ্যামোহজীর্ণঃ প্রণয়ো বদ্যাস্তয়া সিতং বন্ধম্, অধ-
রয়ন্তী পানপরিপাট্যা ত্বক্কুর্বতী। ইতি তানীতি রাধাসপক্ষা এবতি জ্ঞেয়ম্। ভাবশাবল্যং হর্ষ গর্ব-প্রণয়-কোপ-দৈহাদি-
ভাবসম্মদং যন্ত্যাঃ প্রাপ্নুবত্যাঃ, অতএব তাদৃশসঞ্চারিভাবানাং ভা-বশেন প্রকাশবশেনাবল্যং তদ্বখা স্যাত্থা, তেষাং চরণ-
চিহ্নানামনুসারেণ চলন্ত্যো রেণুষু দৃষ্টিমহঃ ॥

১০৩। ধূপদানি সন্তাপঞ্চকানি, ‘তপ ধূপ সন্তাপে’। রমণীপদলক্ষ্মলক্ষ্মীর্নালোকাতে ॥

১০১। অতএব প্রাণতুল্যা হলেও সময়ে সখীগণকে ত্যাগ করলেও রসবতী রাধা কখনও সৌহার্দ
থেকে চ্যুতা হয় না।

১০২। চন্দ্রাবলীর অগ্র এক সখী বললেন—‘শ্রামে। স্বপক্ষা কখনও স্বপক্ষার দোষ দেখে না। সেই
হেতু তোমাদের মতো নিত্যানবপ্রণয়বতীদের পক্ষে এরূপ বলা যুক্তিযুক্তই। বস্তুতস্ত সেই মুখ্যার পক্ষে এরূপ
ব্যবহার ঠিক নয়। কারণ নিষ্করণ এ সর্বগোপরমণীদের পেয় কৃষ্ণ অধরায়ুত স্বয়ম্ একাই পান করছে—এমন
পরিপাটিতে যে চকোরীও খিক্কৃত হয়ে যাচ্ছে। তাই রাধার এই পদচিহ্ন সকল একেবারেই হর্ষপ্রদ নয় আমা-
দের চোখে’—এ কথার পর রাধা-সপক্ষাগণ নয়নস্থাপ্পাদ চরণচিহ্ন দেখতে দেখতে হর্ষগর্বাদি ভাবশাবল্য প্রাপ্ত
হতে হতে তদনুসারে আগত সঞ্চারিভাবের প্রকাশবশে শিথিল দেহে ললিত গতিতে চলতে চলতে কিছুদূরে
ধূলিতে দৃষ্টি দিলেন।

১০৩। তাকিয়ে তাকিয়ে সন্তাপদূরকারী বধূ পদচিহ্ন তথায় দেখতে না পেয়ে তাঁরা বিচার করতে
লাগলেন—‘অহো এ কি—

রমণীপদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ভো, হরির পরমরমণীয় পদচিহ্নশ্রেণীমাত্র শোভা পাচ্ছে এখানে।
অহো বুঝলাম—তীক্ষ্ণ তৃণাকুরে খিল্পাদা বধূকে বক্ষে উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন এখানে হরি।

১০৪। নিশ্চিতমেবৈতৎ—

উরসা সরসায়িতেন রামাং, বহুতন্তুস্তরতো বতেশ্বরশ্চ ।

পদপঙ্কজলক্ষণানি নিম্না-অবনৌ কোমলবালুকাচিতায়াম্ ॥

১০৫। তদয়ি দয়িতে কৃষ্ণশ্চ অনুভবানুভবাজিতসুকৃতকৃতসৌভাগ্যগরিমাণং মধুরিমাণং মধুকরীব
মদকরিবরারুঢ়া রুঢ়ানুরাগতোহগতোৎসবানি সর্বদা সর্বদাতরি প্রিয়ে পিপ্রিয়েহপি সৌভাগ্যবতী ভবতী ॥

১০৬।

সহায়াতং দৃষ্টঃ সহ স হরিরশ্রাবি ॥ সমং

তদালাপো রুক্ষস্তদনু সহ লকো রতিবসঃ ।

ইদানীং কৃষ্ণজ্ঞাং বহতি তৃণকল্লাস্তাজতি নঃ

ফলেনৈব ব্যক্তং ভগতি সুকৃতং দুষ্কৃতমপি ॥

১০৭। তদহো তব পদানামবলোকতোহনবলোকনমেব নো দুঃখাকরমভূৎ ॥'

১০৪। ঈশ্বরস্য বোচুং সমর্থস্য ॥

১০৫। অয়ি কৃষ্ণস্য দয়িতে ! অনুভবং প্রতিজ্ঞয় অর্জিতৈঃ সুকৃতৈঃ কৃতং নিম্পাদিতং সৌভাগ্যগরিমাণমনু-
ভব উপলভস্ব । রুঢ়ানুরাগতো হেতারগতোৎসবা ত্বমসি প্রিয়ে বিষয়ে ভবতী পিপ্রিয়ে অপীতোতদেব সম্ভাব্যতে
ইত্যর্থঃ ॥ (১০৬)

১০৭। অবলোকতঃ সকাশাদনবলোকনমিতি তত্র ততোহপি সৌভাগ্যপ্রাকট্যোপলব্ধিরিতি ভাবঃ । দুঃখাকর-
মিতি চন্দ্রাবল্যাঙ্গ-মুখম্নানিমালাক্য স্বেষাং তদৈক্যমারোপয়িতুং তটস্থানামুক্তিঃ । ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্, বস্তুতঃ শ্রমভাব ইত্যর্থঃ ।
বক্ষস্থলস্থং লক্ষ্মীং পরিভবিতুং শীলং বস্যাঃ সা ॥

১০৪। হ্যাঁ হ্যাঁ এ কথাই ঠিক, তাঁর দ্বারাই রসায়িত বক্ষে তাঁকে বহন করে নিয়ে চলেছে । অহো
এ তো সেই ভারে ঈশ্বরের পদপঙ্কজশ্রেণী কোমল বালুকাময় ভূমিতলে ঢুকে ঢুকে গিয়েছে ।

১০৫। তাই বলছি, হে কৃষ্ণদয়িতে ! জন্মে জন্মে অর্জিত সুকৃতিদ্বারা সম্পাদিত সৌভাগ্য গৌরবের
অনুভব তুমি তেমনই পেয়েছ, যেমন পেয়ে থাকে মদমত্ত গজেন্দ্রারুঢ়া ভ্রমরী মধুরিমার আশ্বাদন । আরও,
রুঢ়ানুরাগ থেকে আগত উৎসবে তুমি সদা মত্ত জাহ নিশ্চয়ই, আরও এরূপ সম্ভাবনাও করা যায়, সব কিছু
দানকারী প্রিয়তম সম্বন্ধে সৌভাগ্যবতী তুমি পরমতৃপ্ত হয়ে গিয়েছ ।'

(চন্দ্রাবলীর মুখে ম্নানিমা দেখে তাঁর সঙ্গে এক্য আরোপ করার ইচ্ছায় তটস্থাদের উক্তি -)

১০৬। এক সঙ্গে এলাম, একসঙ্গে সেই হরিকে দর্শন করলাম, একসঙ্গে তাঁর সেই রুঢ় আলাপ
শুনলাম এবং তৎপর একসঙ্গে রতিরস লাভ করলাম । ইদানীং সে তোমাকে বক্ষে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর
আমাদের তৃণবল্ল ত্যাগ করেছে । সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলের দ্বারাই প্রকাশ পায় ।

১০৭। তাই বলছি, অহো তোমার জীচরণকমলাচিহ্ন দর্শন থেকে অদর্শনই আমাদের বেশী দুঃখের
আকর হল ।

১০৮। ইতি পুনঃ কিয়দূরং গতা পুনর্নিবৰ্ণ্য 'অহো তন্তুবহনাসহনাসন্নপরিশ্রমেণেব বক্ষঃস্থলস্থ-
লক্ষ্মীপরিভাবিনী ভাবিনী সেহ সমুভারিতা। উভার্য্য চ শ্রান্ত ইব তামভিমুখীকৃত্য তস্থৌ, পশ্যত পশ্যত—

অন্তোন্তাভিমুখস্থিতে স্তভগয়োদে' হে পদোলক্ষ্মণী

দৃশ্যেতে যদহো রহস্যকথানাসক্তে ইবেহাহিতম।

অন্তোন্তাংসবিষক্ত-বাহুগমনকোভাদিব শ্রান্তয়ো-

লীলালস্যবয়স্যভাবপিপ্তনং নিবৃত্তমালিঙ্গনম্ ॥'

১০৯। ইতি তর্কয়ন্ত্যো বিপক্ষপক্ষপাতিত্বঃ প্রসূয়াসুয়ামিব নির্হেতু-বরতুবর-ভাব কঠোরতাপন্নমনসো
বভূবুঃ ॥

১১০। সপক্ষপক্ষপাতিত্বস্ত সহজসৌহৃদহৃদয়ালুতয়া তন্ত্যাঃ সৌভাগ্যবিশেষবিলোকনতঃ কনতঃ
সক্ষণাঃ ক্ষণাদেব নির্বাণবাগবেদসদৃশবিরহানলা ন লাঘবমাম্মনো বিহঃ প্রতু্যত নিবিড়মোদমেছরতারতা এব
বভূবুঃ ॥

১০৮। শ্রান্তরোরিবেত্যাংপ্রেক্ষেব, অতএব লীলরৈব যদালস্যং তস্মিন্ সতি সখ্যাহচকমালিঙ্গনং নিবৃত্তম্ ॥

১০৯। তুবরভাবো বৈরসাম্যঃ; "তুবরস্ত কষায়োংস্ত্রী" ইত্যমরঃ ॥

১১০। হৃদয়ালুতয়া সহজদয়তয়া। কনতঃ প্রদীপ্তাং স্পষ্টাদিতি যাবৎ। নির্বাণঃ শান্তো বাগবেদসদৃশো বিরহা-
নলো যাসাং তাঃ ॥

১০৮। অতঃপর কিছুদূর গিয়ে পুনরায় পদচিহ্নের অবস্থান দেখে বিপক্ষপক্ষপাতী গোপীগণ
বলতে লাগলেন—

'অহো তাঁর ভার বহনের অসমর্থতায় আগতপ্রায় পরিশ্রমেই বক্ষস্থলে স্থিতা ও সৌন্দর্যে লক্ষ্মীদেবীকে
পরভূতকারিণী পরমাসুন্দরী রাধাকে এখানে বক্ষ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো দেখছি। নামিয়ে দিয়ে তাঁকে
সম্মুখে করে পরিশ্রান্তের মতো দাঁড়িয়েছিলো মনে হচ্ছে। দেখ দেখ,

পরস্পর সামনা সামনি দাঁড়ানো প্রিয় প্রিয়ার ছ-ছ পদচিহ্ন যেরূপ দেখা যাচ্ছে, অহো তাতে মনে
হচ্ছে যেন দুজনে রহস্যকথায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আরও ঐ দেখ পরস্পর ভূজযুগলে কাঁধ ধরাধরি করে
চলন-কোভে শ্রান্তপ্রায় দুজনের লীলা-আলস্য বয়সাভাবযুচক আলিঙ্গন যে হয়েছিল, তা প্রমানের দ্বারাই
স্থিরীকৃত হয়ে আছে।'

১০৯। এরূপ বিচারপরায়ণা বিপক্ষপক্ষপাতী গোপীগণ বিনা কারণে দ্রুত বেড়ে-উঠা অসুয়ার মতো
বিনা কারনে অতি বিরসতায় কাঠিন্দ্রপ্রাপ্ত মন্য হলেন।

১১০। সহজ সখীভাবে রসজ্ঞা হওয়ার দরুণ রাধার সৌভাগ্যবিশেষ অবলোকন হেতু সুস্পষ্টভাবে
আমোদযুক্তা ও সহসাই শ্রান্ত-বানবেধের মতে নিভে যাওয়া বিরহানল যুক্তা সপক্ষপক্ষপাতীগণ কিন্তু নিজেদের
দীনা বলে জানলেন না। পরন্তু নিবিড় আনন্দ স্নিগ্ধতায় ডুবে গেলেন।

১১১। ইত্যেবং পুনঃ সমুদ্র ভূয় এব তানি তানি চরণলক্ষ্ম্যাণি লক্ষ্মীকৃত্য চলন্ত্যো নাতিদূরে নিরূপ্য
রূপ্যসলিলসেচনকাসেচনকায়মানৈঃ শব্দধরকরনিকরনিতান্তকাস্তে ভূরসি রসিকশেখরস্তা খরস্তদরহিতং গমনমনস্তরং
বিতর্কয়ানাস্তুঃ ॥

১১২। 'নেক্ষাস্তেহঙ্কুশ-কেতু-বজ্রকমলাকারাণি লক্ষ্ম্যাণ্যাহো
ব্যক্তং কেবলমদুলীদলশিখালক্ষ্মৈঃ তন্ময়মহে।
উত্ত্বংপাৰ্শ্বি পদাগ্রজাগ্রদবনি প্রোন্নয় দোর্মণ্ডলীং
শাখাগ্রং নময়ন্ প্রস্থনমচিনোদম্বিন্ প্রিয়ার্থং প্রিয়ঃ ॥

১১৩। ইতি পুনশ্চরণচিহ্নানি তানাস্তরস্ত্যো বিগতবিস্ময়পুপস্ময়পদম্নং লক্ষ্মীস্তরং বিলোক্য বিতর্কয়া-
ক্কিরে ॥

১১৪। 'অহো পশ্যত পশ্যত—
কপূরোপমবালুকে পথি পদোর্ম্মাস্তয়োঃ পার্শ্বয়ো-
রেবাক্ষোহয়মভীক্ষাতে স্থললিতঃ স্তম্ভাস্তরীয়স্ত চ।

১১১। অনন্তরমতিদূরে রসিকশেখরস্য ভূরসি ভূবো বক্ষঃস্থলরূপে পুলিনে গমনং ন নিরূপ্য বিতর্কয়ানাস্তরিত্য-
শয়ঃ। কথন্তুতে ? রূপ্যসলিলেনেব যৎ সেচনং তেন যৎ কং স্ত্বং তেনাসেচনকায়মানৈঃ, "তদাসেচনকং তুপ্তেনীন্ত্যাস্ত্যো
যস্য দর্শনাৎ" ইত্যমরঃ ॥

১১২। পদাগ্রমেব জাগ্রং সাবাবনতয়া সংলগ্নমবনৌ যত্র তদ্বথা স্যাভথা প্রোন্নয় ॥
১১৩। উপস্ময়শ্রয়ম্; উপসম্নং প্রাপ্তবৎ ॥

১১৪। যদ্বস্ম্যং পার্শ্বয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে স্তম্ভয়োঃ পদোঃ কৃষ্ণপদয়োরেবাক্ষোহ ভীক্ষাতে তথা তসৌব স্তম্ভঃ যদন্তরীয়ং
তস্য চ।

১১১। এইরূপ পরিস্থিতিতে গোপীগণ পুনরায় মিলিত হয়ে পর পর সেই চরণচিহ্নের দিকে দৃষ্টি
রেখে চলতে চলতে অনতিদূরে চন্দ্রকরে রৌপ্যভূলে যেন ধোঁয়া, দর্শন-সুখময় এবং অন্তহীন তৃপ্তিতে ভরা ধরণীর
বক্ষোস্থলরূপ এক পুলিনে এসে রসিকশেখরের মস্তুর চলার চিহ্ন আর ধরতে না পেয়ে বিচার করতে লাগলেন—

'অহো, অঙ্কুশ-কেতু-বজ্র-কমলাকার চিহ্ন তো আর দেখা যাচ্ছে না। ব্যক্ত হয়ে আছে শুধু অদুলদল-
শিখার শোভা। তাই মনে হচ্ছে পায়ের গোড়ালি উঠিয়ে ডগার দিকে মাটিতে সাবধানতায় বসিয়ে ছু হাত
সটান উর্ধ্বে উঠিয়ে ডালের আগা নামিয়ে এনে কুহুমচয়ন করেছে এখানে প্রিয় প্রিয়ার জন্তু।'

১১৩। এইরূপ বিচার করবার পর পুনরায় সেই চরণচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে বিগতবিস্ম-
য়শ্রয় পোলে যেমন হয় তেমনই এক বিশেষ রকম চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

১১৪। 'অহো দেখ দেখ—কপূরের মতো শুভ্র বালুকাময় পথে ছু পার্শ্বে চরণচিহ্ন ও স্থললিত
সুক্ষ্ম অখোবাসের চিহ্ন যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে রাখার তো কিছুই নেই। তাই মনে হচ্ছে কৃষ্ণ রাধাকে
কোলে করে নিঃশঙ্কে এখানে বসে কুহুমে তার কণপাশ বিন্যাস করে দিয়েছে।'

নো তস্তাঃ কিমপীতি তাং গময়তা স্বাক্ষং নিরাতঙ্কত-
স্তেনাস্মিন্মুপবিষ্টা তৎকবরিকাবন্ধঃ প্রসূনৈঃ কৃতঃ ॥'

১১ । তত্রৈব কচন দৃষ্টিং নিষ্কিপ্য, 'অহো চিত্রম্—

পাদাঘাতেন তস্তা রসকুতুচ্চঠাৎ কিঙ্কিরাতং পুরস্তাৎ
তৎকালাদপ্যকালে কুসুমভরভূতং কেশরং চাস্তমত্বেঃ ।
ঈষ্টং জাতেহভিলাষেহমুনয়বিনয়তঃ কারিতে তৎপ্রয়োগে
সদ্যন্ততৎপ্রসূনাবচয়নরভাসাতং চ তং চারুরোহ ॥

১১৬। পশুত কিঙ্কিরাতস্তা মূলে নবপল্লবোদগম ইব তৎপাদযাবকাক্ষঃ, কেসরস্তা ॥ রস্ফলমৎকার-
কারীণি কুসুমাত্তপি পরিহরতামলীনাং সন্নিপাতঃ, মূল এব যত্র তস্তা মুখমদিরাগণ্ডুষনিষ্কপঃ, অনস্মোরশেষেণৈব
লক্ষ্যতে তয়োঃ সবিধবর্তিতা, তেনৈবাত্ত তৌ বিচিহ্ন্য' ইতি তথা বিচিক্কাঃ ॥

১১৭। অথ যামাদায় দায়লক্কং ধনমিব তিরোবভূব, তয়া সহ স হরিরতিরতিরাগপরভাগোহপর-
ভাগোত্তমায় 'কামী দীনঃ, জ্যৈ চ দুয়াত্মা, নাহং কামিত্তেহপি দীনো লীলাকামিত্তাৎ, নৈতা অপি সামাগজ্যৌবৎ,

১১৫। তস্তাঃ পাদাঘাতেন কিঙ্কিরাতমশোকং তথা তস্তা এব আশ্রমতৈর্মুখমত্জলৈঃ কেশরং বকুলঞ্চ কুসুম-
ভরভূতং ঈষ্টং রসকৌতুকে খো হঠস্তমাদেব অভিলাষে জাতে সতি, ততশ্চানুনয়বিনয়াভ্যাং তৎপ্রয়োগে কারিতে সতি
তঞ্চ তঞ্চ কিঙ্কিরাতঞ্চাশোকঞ্চ ॥

১১৬। অনয়োর্ধাচকরসমুখমদগণ্ডুষয়োঃশেষেণাবিলম্বভবত্বেদগুণকেন সবিধবর্তিতা এতন্নিবর্ত এব হিতিঃ ॥

১১৭। তিরোবভূব; পক্ষে, নিরপেক্ষো বভূবেত্যর্থঃ । দায়লক্কং ধনমেনোপমানাৎ সর্বাংকর্ষণানুরঞ্জনসন্তোষাদিকমপো
তল্লাভাপেক্ষয়েতি দ্যোতিতম্ । অতিশয়ো রতৌ রাগকেনৈব পরভাগ উৎকর্ষো যন্ত সঃ । অপরভাগোত্তমায় অপরমপি-
ভাগোত্তমমুৎকৃষ্টং রতিভাগং লক্কুং রেমে । এতৎপ্রসঙ্গ এব (ভাঃ ১০। ৩০। ৩৫) "রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোহপা-

১১৫। ওখানেই কোনও দিকেদৃষ্টি নিষ্কপ করে— অহো কি আশ্চর্য । মনে হচ্ছে যেন—

পদাঘাতে অশোক তথা মুখমদজলে বকুলের সময় ছারা অকালেই চোখের সামনে দেখতে দেখতে কুসুম-
ভারে পূর্ণ-হয়ে-উঠারূপ রসকৌতুক দেখবার জন্ম অভিলাষ হলে কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন ।
তার অনুনয়ে রাধা সেই সেই কৌশল প্রয়োগ করলে সত্ত ফোটা সেই সেই প্রসূন চয়নের ইচ্ছাবেগে সেই সেই
বৃক্ষে কৃষ্ণ চড়ে গেলেন ।

১১৬। এই দেখ-না অশোকমূলে নবপল্লব উদগমের মতো রাধার পায়ের আলতার চিহ্ন লেগে
রয়েছে। আর এমন যে বকুলের আশ্বাদনীয় চমৎকারকারী কুসুম, তাও পরিত্যাগ করে ভ্রমর আবেশের সহিত
বসে আছে ওর মূলে, যেখানে রাধার মুখমদিরা-কুল্লি নিষ্কপিত হয়েছে। এ-সব অশেষ ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে,
এই নিকটেই তাঁদের অবস্থিতি । অতএব এখানেই তাঁদের খুঁজে দেখি ।'—এই বলে খুঁজতে লাগলেন—

১১৭। (এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের 'রেমে ওয়া স্বাত্মরত' শ্লোকের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা দূর করবার জন্ম
প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছেন, যথা—) 'সাধারণ কামুক পুরুষ দীন, আর শ্রী দুয়াত্মা । আমি কামুক হয়েও

মদঙ্গসঙ্গমঙ্গলবস্ত্রাঃ; তেন মদ্যতিরিক্তাঃ কামা দৌন এব, এতদ্ব্যতিরিক্তাঃ স্ত্রিয়ো হুরাঅানঃ' ইতি কামিনাং দৈহং
জীবাং চ হুরাঅতাং দর্শয়ন্ 'আঅতুল্যাঃ স্বা রমতে' ইতি আঅারামোহখণ্ড প্রণয়ঃ সন্ রমে ॥

১১৮। অথ সা পরমকোমলহৃদয়া হৃদয়ালুতমানামগ্রীণীঃ শুভগানাং সুভগানাং সুচিরহুরাপতাকা
পতাকেব কেবলমাঅনিষ্ঠয়া রতনিষ্ঠয়ারতমানসা ণ্চিারয়ামাস ॥

১১৯। 'ময্যেকস্তামতিশয়রতিঃ প্রাণনাথো মদ.ল্য-
স্তা বিচ্ছেদাদহহ দধতে হা কথং প্রাণযোগম্ ।
তস্মাদ্ব্যামাং কিমপি বরবৈ যেন নেতো বিদুরং
গচ্ছেদেব ক্রমত ইহ তাস্তাশ্চ সর্বা মিলন্ত ॥'

বঙিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈহং জীবাংকৈব হুরাঅতাম্ ॥" ইত্যেতং পত্নং বিকল্পব্যাখ্যানান্তর বারণায় ব্যাচষ্টে, কামী
ইত্যাদি লীলয়ৈব, ন তু জীববৎ কর্মপারতন্ত্রোণ যং কামিত্বং তস্মাৎ ॥

১১৮। সা রাধা শুভং মঙ্গলং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি তাসাং সুভগানাং সৌভাগ্যবতীনাংপি সুচিরা হুরাপতা তুল-
ভতা যন্তাঃ সা 'কপ্ সমাসান্তঃ'। পতাকা বৈজয়ন্তীরূপা আঅনিষ্ঠয়াঅবর্তিত্তা রতনিষ্ঠয়া সুরতনিষ্ঠয়া অরতং ন সমাক-
মুদিতং মানসং যন্তাঃ সা, স্বপ্রাণতুল্যাসু সখীযু তাদৃশবিলাসলাভ-ভাবনয়ৈতার্থঃ ॥

১১৯। ময্যেকস্তামিত্যত্রায়মাশয়ঃ—যদীদং মংসৌভাগ্য-সুখং চেতাভিঃ স্বনয়নবিষয়ীক্রিয়তে, তদৈব সফলং
তাসাং সুখঞ্চ তাম্যপোতাদৃশবিলাসঃ সিধ্যতি চেৎ মম সুখম্, অগ্রথা প্রত্যুত বিচ্ছেদদুঃখমেব সমজনীতি। মদালো ললিতা

দীন নই। কারণ আমি জীববৎ কর্ম পারতন্ত্রে কামুক নই, জীব হিতার্থে লীলায় কামুকের ভাব দেখাই। এ
গোপীগণও সামান্য জ্ঞীদের মতো নয়, যেহেতু এরা আমার অঙ্গসঙ্গ মঙ্গল লাভে খত্বা। অতএব আমি ছারা
অন্য কামীই দৌন, আর এরা ছারা অন্য জ্ঞীই হুরাঅা।' এই সিদ্ধান্তানুসারেই জীমন্তাগবাত বলা হয়েছে—
'কামুকদের দৈহ্য আর জ্ঞীদের হুরাঅতা দেখিয়ে নিজ প্রাণতুল্যা গোপীদের সহিত ক্রৌড়া করছেন কৃষ্ণ।' (সিদ্ধান্ত
বলবার পর প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে এবার—) এইরূপে অতঃপর যাকে দয়ালক ধনের মতো সঙ্গে নিয়ে তিরো-
ধান করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সেই আঅারাম রতিরোগে শ্রেষ্ঠ হরি আরও অপর রতিভাগ পাওয়ার জন্য অখণ্ড
প্রণয়যুক্ত হয়ে রমণ করতে লাগলেন।

সখীদের বিরহ দুঃখ দূরীকরণে রাধার কুটিলভাব ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান :

১১৮। অতঃপর সেই পরমকোমল হৃদয়া, অতিশয় উদারাগ্রনী এবং মঙ্গল-পাওয়া সৌভাগ্যবতী-
দেরও সুচির-তুলভা পতাকারূপা রাধা সখীদের তাদৃশ বিলাস-অভাব ভাবনায় মনে পুরোপুরি আনন্দ লাভ
ক লেন না, শুধু কেবল নিজেতেই স্থিত সুরত-নিষ্ঠয়া। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

১১৯। 'আমার প্রাণনাথ একমাত্র আমাতেই অতিশয় রতি বহন করে থাকে। হায় হায় আমার
সখী ললিতা বিশাখাদি গুর বিরহে প্রাণের সম্বন্ধ কি করে ধারণ করবে? অতএব কোনও একটা কুটিলভাব
অবগু প্রকাশ করবো, যাতে গ্রন্থান থেকে বহুদূর না যায় প্রিয়তম। এতে আমার সেই সখী সকল এখানে এসে
মিলতে পারবে আমাদের সাথে।'।

১২০। ইতি বিচার্যচার্য্যচরিতা নিজগাদ,—‘হস্ত নিরুপমপ্রণয়রসাকুপার পারয়ে নাহং গন্তমপরম্, পরং হি মে শ্রমবৈকল্যং জাতম্ চলনসামগ্রী ন দৃশ্যতে, কথমহং যামি, যামিনীয়মায়াগিনী ভবতি, রসিক ! লিকতাস্বয়মু ক্ষণমিহোপবিশ্যতাম্॥’

১২১। ইত্যুক্তঃ স চ সচমৎকারমিব ওস্তান্তদিদমুদিতং দিতং কুর্বাণো বাণোপমমিব বহির্মত্। তস্তাঃ সহজমপ্যমদং তু দন্তরং সমদমিব বহির্জানন, অন্তস্ত ‘স্বায়ত্ত চাস্তায়াঃ কাস্তায়াঃ সমুচিতমেব মদং মদন্তরং শ্রমদয়ন্ত-মেতমেতস্তামপি তিরোধানেন ‘তীর্থং করোমি’ ইতি চিৎ রহন্ বহির্মদাপনোদ-বিনোদবিশেষদারুণভাবোহরুণ-ভাবোদিতকমলনয়নো নয়নোদকং কিমপি জগাদ ॥

১২২। ‘চলনসামগ্রী যদি ন দৃশ্যতে তদা মদীয়মিমমংসমংসল লাবণ্যলক্ষ্মীকং কৃতার্থীকুরুষ্যরোহেণ’

বিশাখাত্মাঃ ॥

১২০। অকুপারঃ সমুদ্রঃ ॥

১২১। ইদমুদিতং বাক্যং দিতং কুর্বাণঃ ষড়্ভুতং কর্তুন্। বাণোপমমিবেতি ইদমপি ভবত্যা নিদেশং পুতিপালয়িতু-মর্হামীতি নর্মণৈব কৃত্রিমাসহিষ্ণুতাং প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। অতএব ইব-বহিঃশব্দো। তথৈব সহজমদং গর্বরহিতমপি তস্তা উদিতং সমদম্, অতএব দন্তরমিব বহির্জানন, তুকারোহপ্যর্থঃ। স্বাধীনভর্তৃকায়্য নায়িকায়্য মদন্তরং মম ধীরলনিতস্তানুকূল-নায়কস্ত মনঃ কর্ম শ্রমদয়ন্তং স্বয়মুদিতমপি, এতৎ মদমেতস্যাপি বিষয়ে তীর্থং হেতুং মদাপনোদো গর্বশৃঙসমেব বিনোদ-বিশেষযন্তেনৈব দারুণো ভাবোহমর্ষাণ্যো যস্য সঃ। কৃত্রিমস্ত তদুভাবোহপি প্রকটিত ইত্যাহ—অরুণভয়া শোণকাস্ত্যা বোধিতে জ্ঞাপিততত্ত্বে কমলনয়নেন যস্য সঃ। নয়নোদকং নীতিশৃঙকম্ ॥

১২২। অংসলা প্রবলা লাবণ্যলক্ষ্মীবিজ্ঞ তম্। অত্রোদং চতুরশিরোমণিনা বিচারিতং যদ্ যস্তা মতমহুরুক্ষতা ময়া

১২০। একরূপ বিচার করে সূচরিতা রাধা বললেন—‘হে নিরুপম প্রণয়রসনিধি ! হায় হায়, এর আগে আমি আর চলতে পারছি না। কেন-কি আমার অভিশয় শ্রমবৈকল্য এসে গিয়েছে। চলার জন্য কোন ষানও চোখে পড়ছে না। কি করে আমি যাবো। রাতও বেশী হয়ে পড়ছে। তাই বলছি হে রসিক ! এই পুন্ডিনে ক্ষণকাল বসো।’

১২১। এইরূপ বলা হলে সেই রসিকশেখর যেন অতি সুন্দর ভাবে ঐ কথা খণ্ডন করবার জন্ত বাইরে বাণ সম তীক্ষ্ণ মনে করলেন উহারে। কথাগুলি স্বাভাবিক ও গর্বরহিত হলেও যেন গর্বযুক্ত, স্তূতরাং বৃহৎ দম্বযুক্ত, একরূপ জেনে নিলেন রাইরে। কিন্তু মনে মনে বিচার করলেন, স্বাধীনভক্তকা নায়িকার এ গর্ব সমু-চিৎই। আমার অন্তঃকরণ এ প্রশসন্নই করছে। তবুও এর নিকট অন্তর্ধান হওয়ার বিষয়ে এই কৃত্রিম গর্বকেই অবলম্বন করে নিচ্ছি, এইরূপ বিচার করে গর্বশৃঙসরূপ কেলি বিশেষের উপযোগী (কৃত্রিম) কঠোর ভাব ধারণ করে নিলেন—কমলনয়নে তাঁর রহস্যব্যঞ্জক ভাব ফুটে উঠলো রক্তিমায়। এই ভাবে নীতি খণ্ডক কিছু কথা বললেন, যথা—

১২২। ‘চলন সামগ্রী যান যদি দেখাই যাচ্ছে না, তবে উচ্ছলিত লাবণ্যশোভাবিশিষ্ট মদীয় এই

ইতি বদন দৃশ্যমান এব তত্রৈব বর্তমান এব তদক্ষিণোচরতাং বিজহৌ ॥

১২৩। তস্মাস্তু তদা তদন্তুর্ধানে সতি সা বাঐশদক্ষী সুখাবগাহকৃতে বসুধাসুখাতরঙ্গিনী বিষয়তরঙ্গিনীত্ব মাগতেব অনুলেপনার্থমানীতং স্নগন্ধসারগন্ধসারপঙ্ক জলদঙ্গারতামিব সমুপগতং নয়নভূষণার্থমাহতং সিদ্ধকজ্জলং কজ্জলংবিষদূষিতমিব সম্পন্নম্ ॥

১২৪। কণ্ঠাভরণীকর্তৃমুপস্থতো মুক্তাহারো ভোগীব লেলিহানতামাসসাদ, মুখসারস্তকারণমাস্বাদিতং

অনয়া সহ দিক্তাসুপবেষ্টবাং তদাত্মাঃ সখীভিঃ সত্ত্বৈব চক্ষা-বল্যাদিষপি মিলিতাসু হর্ষগর্বরোষেঘ্যাসুমানাদিহুর্বারভাব-
সৈন্তপরাক্রমঃ সহসা সমাধাতুমশক্যঃ। মাস্তু সমাধানমেতত্তাঃ, সৌভাগ্যগর্বপর্বত এব িনষ্টু সর্বমিতি চেৎ প্রারিঙ্গিতা
মহারাসলীলা সর্বৈকমত্যা বিনা ন সিধ্যৎ, যদি পুনরনয়া সহ বিহরতা পর্ঘটিতবাম্, তদাপ্যুদগতসখীবিচ্ছেদবেদনাতু-
রায়ামত্তাং সম্প্রতি ন তত্তে সারস্তম্। তাসাং বিচ্ছেদানলজ্বালাপি ন চিরং রক্ষিতুমর্হা,—দশম্যা অপি দশায়াঃ সমুদগম-
সম্ভবাৎ। তস্মাদিতোহপ্যন্তর্ধায়াস্তাঃ সন্তোগ রসচমৎকারমিব বিপ্রলন্তরসচমৎকারমপি মিলিতবতীত্তাঃ সর্বাঃ সর্বতো
বিলক্ষণানুভাবসাক্ষাৎকারেণানুভাব্য তাসামপি মুঠৈবেরতৎপ্রমাণমসমোদিতয়া স্তাবয়িতা ভাভিমিলিতায়াঃ পুনরস্যা
বিচিত্রবিলাপং স্বকর্ণগোচরীকৃত্য তেনৈব কৃপাবিক্রিতদন্তরীভূয় স্বকঠোরতাং ধর্তুমসমর্থঃ সহসৈব স্বদর্শনামৃতবৃষ্টা সর্বা
এব সঞ্জীব্য স্বয়মপি অস্যাভাসাঞ্চ তদা সমুচ্ছলিত-বিবিধভাবামৃতসিক্কো সম্রজ্জা কৃতার্থীভূয় বিরহমহাবিপদ্বত্তীর্ণতয়া লব্ধ
পুনর্জন্মধামিব সর্বা সামাসাং ত্যক্তমিখঃপ্রাতিলোম্যানাং প্রাপ্তে কমত্যানাং বুদ্ধেন মহারাসং সম্পাদয়িষ্য ইতি। অত্র যতপি
(নায়কভেদ-প্র-২৬) “তদালোকে কদাপ্যস্যা নাত্মসঙ্গঃ সৃষ্টিং ব্রজেৎ” ইতি উজ্জলনীলমণ্যুক্তেঃ শ্রীরাধাসঙ্গিনোহস্য মনসি
নৈতাদৃশবিচারঃ সম্ভাবনীয়স্তদপি রাসলীলাসিদ্ধার্থং তদীয়-লীলাশৈল্যেব বিচারিতমিদং তস্মিনুপচরিতম্। তস্য তু
তর্হায়ং বিচারঃ—ইয়ং কৃত্রিমমিব মদমুপগতস্যতি চেৎ, অহমপি কৃত্রিমমেব সনর্মৈবাস্তবাস্যো, ততশ্চ সর্বসম্মেলনরূপে
অন্তরায়ে আপতিতে সতি কোতুকং দ্রষ্ট্যামি,—কিং ভবেদিতি ॥

১২৩। সা বাঐশদক্ষী “সিচয়মুদকং হৃদয়াদরং, বিলিখাম্যভুতমকরাকরম্” ইত্যাদি-স্বাধীনকান্তোচিতা সুখাবগা-
হার্থং বসুধায়াং পৃথিব্যামপি সুখাতরঙ্গিনী তদন্তুর্ধানে সতি সান্নিধ্যমাণা বিষতরঙ্গিনীত্বমাগতেব স্বকুচয়োরনুলেপনার্থমানী-
তম্। স্বাধীনেন তেন কান্তনৈবেত্যর্থঃ। কজ্জলং কুংসিতং জলম্ ॥

স্কন্ধ চড়ে বসে আমাকে কুতার্থ করে দেও।’ এরূপ বলতে বলতেই সেখানেই দৃশ্যমানের মতো ও উপস্থিতির
মতো থেকেই ধারণা নয়ন থেকে অন্তর্হিত হলেন।

অভুত বিরহ-জ্বরে রাধার বিলাপ :

১২৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন তখন রাধার নিকট এতক্ষণের এই সোহাগভরা বাক-
বেদক্ষী, বসুধার যা সুখাবগাহন যোগা সুখা-তরঙ্গিনী ছিল—তা যেন বিষ-তরঙ্গিনীত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেল, অনুলেপনের
জন্তু আনিত স্নগন্ধশ্রেষ্ঠ মলয়চন্দনপঙ্ক যেন জলন্ত অঙ্গারের মতো ভাব প্রাপ্ত হল এবং নয়ন ভূষণের জন্তু
আহৃত সিদ্ধকজ্জল যেন বিষদূষিত নেণ্ডা জলের ভাব প্রাপ্ত হল।

১২৪। তখন রাধার নিকট কণ্ঠাভরণ করবার জন্তু সংগৃহীত মুক্তাহার সর্পের মতো লেলিহান ভাব

নাগবল্লীদলং নাগবল্লীদলং বভূব, অঙ্গভূষণায় ভূষণায়তনতা তৎকালকালকুটুকোটিল্যায়িত্ব যদি সমজনি, তদা সগদগদ-গদনরোচিষা গলদুগ্ধনকঙ্কল জলধারয়া মসীমসীমবীভূত-সুত্রনিপাতলৈথয়েব খরতরসস্তাপকরণ-করণকবিদারণ-বিদা রণরণকসুত্রধারেণ টঙ্কিতা তদুরঃস্থলী সমজনি ॥

১২৫। ততশ্চ মুক্তকণ্ঠং সা বিললাপ —

‘হা নাথ হা রমণ হা প্রণয়ৈক সিন্ধো, ক্বাসি প্রিয় প্রকটয় স্ববিলোকনং মে ।

আং বেদি যতপি ভবন্তমিহৈব সন্তং, দূরে দৃশোরিতি তথাপ্যস্তুভিত্বনোমি ॥’

১২৬। ‘যাবন্ন জীবিতমিদং বহিরেতি লোলং, তাবদ্বিমুচ্য রুধমক্ষিপথং প্রযাহি ।

নো চেদজীবিতমিদং বপুঃস্বদীং বোঢ়াসি সত্যমহাংসতটেন সত্যম্ ॥

১২৪। ভূষণেযু হারমেখলাদিষু আ সম্যক্ যততে গ্রন্থনাদিযত্নপরো ভবতীতি ভূষণায়তনস্তস্য ভাবস্ততা। রণ-রণকং কান্তবিরোগচিন্তাবিশেষযত্নদেব সুত্রধারজ্ঞা তেন, কথন্তেন ? খরতরঃ সস্তাপ এব করণত্রং ক্রকচাস্ত্রং তৎকরণকং বিদারণং বেত্তি জানাতীতি স তথা তেন ॥

১২৫। আং বিনা গতান্তরং মে নাস্তীত্যাহ—হা নাথেতি । তথ্যমপি ন সম্বন্ধসামান্ত্রেনেত্যাহ—রমণেতি । তথাভূতমপি ন কামেনেত্যাহ—প্রণয়েতি । তাদৃশমপি নাস্তদুরোধবশাদিত্যাহ—প্রিয়েতি । প্রীণাসি প্রীতিং প্রাপ্নো-ষ্যেব, করোষ্যেব বেত্যর্থঃ । নস্বহং নর্মণৈবাস্তর্ধারং হংসমীপ এবান্মি ? তত্রাহ—আমিতি । তথাপি দূশোদূরে ভবসীতি হেতোরস্তুভিত্বনোমি, প্রাণহেতুত্বৈব মম পীড়িত্যর্থঃ । স্বংপ্রাপ্ত্যাশয়া প্রাণান্ হাতুং অবিচ্ছেদেন চ ধর্তুঞ্চ ন শক্নোমীতি ভাবঃ ॥

১২৬। তদপি তয়োর্বয়োর্মধ্যে অবিচ্ছেদশ্চৈব প্রাবল্যাত্তেনৈব ছিন্নাশাশৃঙ্খলাঃ প্রাণা নিষ্ক্রমিষ্যন্ত্যবেত্যাহ—যাব-দিতি । তদপি মদপেক্ষয়া ধৃতিমালম্ব্য ক্ষণং স্থাত্ততীতি মম জীবিতং মা বিশ্বসীরিত্যাহ—লোলমিতি । নহু নিষ্ক্রাম্যতু জীবিতম্, মম কা ক্ষতিরিতি চেন্নৈবং ব্রবীঃ । অমপি ময়ি বিষয়ে পরমপ্রেমবানেবানুভূতো মদ্বিরোগদুঃখং প্রাপ্যাত্তবে-প্রাপ্ত করে নিল, আশ্বাদনে মুখের সরসতা দায়ী তাম্বুলখিলি বিষলতাপত্রের ভাব ধারণ করে নিল, তথা অঙ্গ-সাঁজাবার হারমেখলাদি বিষয়ে শিল্পকলার সহিত গ্রন্থনাদি যত্নপরতার ভাব তৎকালে তাঁর বিষস্তপের কুটিলতা-ভাব ধারণ করে নিল । তখন সগদগদ কথার দীপ্তিতে ও বক্ষে কালো কালি মাখানো স্তূতায় টানা রেখার মতো গলদকঙ্কল মিশ্রিত উদ্ব জল ধারাতে প্রতীতি হল, যেন খরতর সস্তাপরূপ করাতে বিদারণবেত্তা কান্তবিরোগ-চিন্তারূপ ছুতারের দ্বারা খণ্ডিতা হচ্ছে রাধার বক্ষোস্থল ।

১২৫। অতঃপর রাধা মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন—

‘হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রণয়ৈক সিন্ধো ! তুমি কই ! হে প্রিয় ! আমার সম্মুখে নিজ দর্শন প্রকট কর । হাঁ, যতপি জানি তুমি এখানেই আছ, তথাপি নয়নের দূরে তো । এই হেতু প্রাণ সম্বন্ধেই আমার পীড়া । (অক্ষম হয়ে পড়েছি—তোমার প্রাপ্তির আশায় প্রাণ ছাড়তে, আর বিচ্ছেদ হেতু পুণ ধরতে ।)

১২৬। (তথাপি দুয়ের মধ্যে তোমার বিচ্ছেদেরই প্রাবল্য । তাই আশাশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে । তাই বলা হচ্ছে—) যতক্ষণ-না এ-চঞ্চল প্রাণ বের হয়ে যায়, ততক্ষণ ক্রোধ ছেড়ে দিয়ে

১২৭। নৈবাপরাক্রমিহ কিঞ্চন গব'হেতো-নৈবোদিভং বচ ইদং ক্লিষিতোহসি যেন।

তালাং সমাগমনমূলবিলম্বহেতো-নো পারয়ে চলিতুমিত্যবদং ন গব'ং ॥

১২৮। আগত্য তাভিরিহ হস্ত বিপদশেষং, নো দৃশ্যতে স্তভগ যাবদহো প্রিয়ায়াঃ।

তাবদ্বিতান্য বিভো বদনেন্দুবিশ্বং, নো গর্হাতে প্রণয়িতা তব যাবদাভিঃ ॥

ত্যাহ—নো চেদিতি। অহহ খেদে, অজীবিতং গতপ্রাণং বপুঃসন্তটেন বোচ্চাসি, সত্যং সত্যম্, অবশ্যমেবেত্যর্থঃ। হস্ত হস্ত প্রিয়তমামহং কিমিতি নাবহম্, ক্ষণিক্যাপি মহাপেক্ষয়া যয়া প্রাণা এব ত্যক্তা ইতি শোকেন মদেহং বহ্ন বনে বনে পর্যটয়সীতি বাতে ভাবিনী পীড়া। সৈব মমাসহকষ্টম্। অদ্বিচ্ছেদং প্রাণতাগশ্চেতি দ্বয়ং অকিঞ্চিংকরমেবেতি ভাবঃ ॥

১২৭। নহু মদস্তর্ধানকারণং ভবতৈব 'ন পারয়ে গম্ব' ইত্যন্তগব'রোপস্থাপিতম্, মম কো দোষঃ? তত্রাহ—
নৈবাপরাক্রমিত্যাदि। ক্লিষিতোহসি যেনেতি কলতো যোব এবায়ম্। তেন নর্মেতি তদনৌচিত্যং সূচিতম্।

১২৮। কিঞ্চ, প্রেমপরিপাটীবিদো মহারসিকেন্দ্রস্ত তবেরমপ্যবিমৃশ্যকারিতা দৈবাদৃশত্বং, তদপি সা লোকে মা পুণ্যকীভবতু, তৎপুণ্যকটো চ সতি ভদ্রবদদৃশ এব মমাসহং কষ্টমতোহধুনৈব পুতাক্ষীভূয় তং সমাধংষেত্যাহ—আগ-
তোতি। হে স্তভগ! তব পুরায়াম্বদন্তসৌভাগ্যায় অপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, নো দৃশ্যতে যাবদिति মৎপুণ্যসম্যাস্তা দৈদৃশ-
মদশাদর্শনমাত্রাদেব শোকাৎ প্রাণাংস্ত্যক্তাস্তি, তা অপি মা ঘাতয়েতি ভাবঃ। তব পুণয়িতা নো গর্হাতে যাবদिति অং-
পেমুণি গহিতে সতি তৎসমাধানায় ন মে বাগবসরোংপ্যস্তীতি ভাবঃ।

আমার নয়ন-পথে এসো।

(‘তোমার প্রাণ বের হয় তো হতে দাঁও, তাতে আমার কি?’—এ কথা তুমি বলতে পার না, কেন-
না তুমি যে আমাতে প্রেমবান্, আমার বিয়োগ সহ্য করতে পারবে না—তাই বলা হচ্ছে) যদি দেখা না দেও
তবে পরে প্রাণ রহিত আমার এ দেহ কাঁধে বয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে তোমার। এ কথা সত্য সত্য
পরম সত্য।

১২৭। (যদি বলা যায়, আমার অন্তর্ধানের কারণ তো তোমার দান্তিক কথা। আমার কি দোষ?
এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) এ ব্যাপারে আমার কোনই অপরাধ নেই। যার জন্ত রাগ করেছ, তা গব'
হেতু বলা হয় নি। সখী-সমাগমের সময় পর্যন্ত দেবী করাবার জন্তই এরূপ বলেছি, গব' হেতু নয়।

১২৮। (প্রেমপরিপাটি বিজ্ঞ তোমার এরূপ কার্য প্রকাশ হয়ে পড়লে নিন্দায় পড়ে যাবে-যে।
আর তোমার নিন্দা অসহ্য কষ্টে-যে ফেসবে আমাকে। তাই বলছি—)

‘হায় হায় সখীগণ এখানে এসে যতক্ষণ-না অহো সৌভাগ্যবতী তোমার প্রিয়ার এ-বিপদদশা দেখতে
পায় ততক্ষণ হে বিভো তোমার মুখচন্দ্রমণ্ডল উদিত করাও। (আমার এ অবস্থা দেখলে তারা প্রাণে মরে যাবে।
তাদের প্রাণে মেরো না) ॥ আর যতক্ষণ-না অহো তারা তোমার প্রেমের নিন্দা করে তার পূর্বেই দেখা দেও।
(কারণ এ-নিন্দার উত্তর দেওয়ার কোনও পথও দেখতে পাচ্ছি না)।

১২৯। একাকিনীমিহ বনে কিমহো বিহাতুং, হা হন্তু সাহসমিদং ভবতা ব্যাধায়া ।

অশ্রোতুমঙ্গস্থতঃ কিল তা ন তাদৃক্, শিচ্ছন্তি যাতি বিরতিং কথিতো হি বাপ্পঃ ॥

১৩০। ধিগ্ যামিনীং ন রমতে যদি যামিনীশো, ধিক্ পদ্মিনীং যদি ন পশুতি পদ্মিনীশঃ ।

ধিগ্ জীবিতং যদবহেলতি জীবিতেশো, ভুক্তঃ প্রিয়েণ হি গুণো গুণতামুপৈতি ॥'

১৩১। ইতি মনসি সরসমস্ফুটানাবিলে বিলেশয়মিব প্রবিষ্টং তৎকালোদয়িতদয়িতবিয়োগখেদং খেদংদহ্মাননিদাষনিদাষধামানমিব সমুত্তপন্তং তমসহমানা সহ মানাভিযোগেন নশ্বদবস্থাবস্থানল্পনচেতনা তনাবুপ-

১২৯। নহু তা অপি যথা ত্যক্তান্তথা ত্বমপি ত্যক্তা ঐকধর্ম্যাপাদনার্থমিতি চেষ্টৈবং বাদীরিত্যাহ—একাকিনী-মিতি। সাহসমিতি ভাসাং দুঃখদানমাত্রার্থমেব মম তু বদার্থমেব কলতো ব্যবসারাবগতেরিতি ভাবঃ। তত্র হেতুং স্বস্ত মহানুরাগবৎ দৈগ্ধাদপলপ্য বাস্তবমেব হেতুস্তরমাহ—অগোচ্রেতি। “ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ” ইতি শাস্ত্রাৎ কথিতে হি বাপ্প ইতি পরস্পরকথনে পরস্পরসান্বনমপি শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥

১৩০। নহু সৌন্দর্য-মাধুর্য বৈধ-গাভীর্ঘাতখিলগুণনিকায়ং কায়ং কিমিতি সহসৈব জিহাসসীত্যত আহ—ধিগিতি। যামিনীশং বিনা ধিক্কৃত্যয়া অপি যামিগাঃ স্বগুণোদগারোহতিধিকার ইতি, ততঃ কিঞ্চিদ্ভুতমাং পদ্মিনীং নিজেসং বিনা স্বগুণমহুদগারয়ন্তীমালক্ষ্য স্বমতে তদ্বয়স্ত সর্বত্র ধিকারাস্পদমিত্যাহ—ধিগ্ জীবিতমিতি। ভুক্তঃ প্রিয়েণেতি তদভোগং বিনা গুণানাং বৈফল্যং তথা সতি কার্যতাপি বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥

১৩১। সরসমস্ফুটানাবিলে সারস্তুমার্দবাত্যাং নিদ্বৈষণেহপীত্যর্থঃ। নিদাষন্ত গ্রীষ্মতোনিদাষধামানং সূর্যম্। মানে তদভিপ্রায়জ্ঞানেহভিযোগ উত্তমশ্চেন সহ নশ্বন্তী উপরমন্তী বা অবস্থা দশমী দশেত্যর্থঃ। তত্তা অবস্থানেন আসন্নতরা

১২৯। (তারা যেমন ত্যক্তা হয়েছিল, তুমিও তেমনই হলে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। সমতা বিধানে এ-ত্যাগ। এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—অহো, ওরূপ কথা বলতে পার না—)

একাকিনী এ-বনে ছাড়বার জন্ম অহো তুমি এ-সাহসের বিধান হয় হয় কেন করলে। তাদের ছাড়াটা ছিলো শুধু দুঃখ দানের জন্ম। আমাকে ছাড়া তো বধের জন্ম! নিজেদের মধ্যে পরস্পর সঙ্গস্থ হেতু তারা তেমন দুঃখ পায় নি যেমন একলা হওয়াতে আমি পাচ্ছি। বলা হয়ে থাকে—অশ্রুপ্রবাহ বিরমিত হয় পরস্পর সান্বনা বাক্যে।

১৩০। (সৌন্দর্য মাধুর্যাদি গুণের আধার এ-দেহ কেন সহসা ছাড়তে চাচ্ছ। এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)

ধিক্ নিশায় যরি-না নিশাপতি বিহার করে। ধিক্ পদ্মিনীকে যদি-না পদ্মিনীস্বামী (সূর্য) চেয়ে দেখে, ধিক্ তার জীবনে জীবনস্বামী যাকে অবহেলা করে। প্রিয়ের দ্বারা ভুক্ত হয়েই গুণ গুণতা প্রাপ্ত হয়।'

১৩১। হৃদয়গুহাটি রাখার সরসতা কোমলতাদ্বারা দোষরহিত হলেও তৎকালোদিত দয়িত-বিয়োগ-খেদ তাতে সর্পের মতো প্রবিষ্ট হয়ে এইরূপে আকাশ দন্ধানো গ্রীষ্মকালিন সূর্যের মতো বিশেষভাবে সন্তপ্ত করতে লাগলো। খেদ সহ্য করতে অক্ষমা, কৃষ্ণের অতিপ্রায় জানবার প্রয়াসের সহিত উপস্থিত দশমীদশা

চিত্রযাতনা তৎক্ষণমসময়স্থদেব গুরুতরমুর্ছয়া মুর্ছয়া ব্যানশে ॥

১৩২। ততশ্চ, প্রেমপ্রবাদভয়তো জনলজ্জয়া চ, স্বাসোহপি নো বহিরিয়ায় সরোরুহাক্ষাঃ ।

ম্লানো মৃণাললতিকেব তনুরমুগ্ধা, হা হস্ত হস্ত সিকতাপতিতা বভূব ॥

১৩৩। ততশ্চ, বলাঃ পুষ্পরসৈঃ সর্হেব সিষিচুভৃঙ্গ্যো ভৃগুঃ বীজয়া-

ধ্বজুঃ পক্ষবিধুননৈঃ খগঘটা হা হেতি নাদং বাধুঃ ।

সারঙ্গ্যো গলদশ্রুতরদশঃ শাশঙ্কমাবরিরে

বৈশ্রেরেব সমাদধে পরিজনৈঃ কালোচিতং সেবনম্ ॥

১৩৪। কিঞ্চ, স্বচ্ছায়ৈব সরোজিনী-দলময়ী শয্যেব তস্যা অভূজ-
জ্যোৎস্নৈবাজনি গন্ধসার-সলিলাসেকঃ শরীরোপরি ।

বাহু এব মৃণালবল্লবলয়স্তস্যা বিয়োগজ্বরে

মুর্ছেবাভবতুস্তমা প্রিয়সখী দুঃখানুভূতিচ্ছিদে ॥

ম্লানো চেতনা যত্নাঃ সা । গুরুতরো মুর্ছাবিশ্তারো যত্নাস্তয়া ব্যানশে অপ্রিয়ত, মুর্ছা মোহসমুচ্ছায়সোঃ ॥

১৩২। স্বাসো ন বহিরিয়ায়, কিন্তু অন্তরেব কিঞ্চিচ্চলতি স্মরণার্থঃ । তত্র হেতুদ্বয়ম্—প্রেমোত্যাদি । অসমর্থঃ—স্বাসো যদি বহিঃ প্রসরেদেব, তদা অহো প্রিয়তমেনোপেক্ষিতায়া অপ্যস্তা জীবনমস্বীতি লোকনিন্দাতো লজ্জা স্যাৎ, যদি চাস্তরপি ন পুসরেতদা ময়ি শান্তায়াং মংপি যতমো মদবিয়োগশোকপীড়াং পূর্ণাভ্যুতীতি তদহঃখমগণয়িষ্যেব স্বহঃখাস-
হিস্কৃতয়া পূর্ণাননমতাজমিতি স্বস্যা প্ৰেমবতীভাবনয়া প্ৰেম্ণঃ প্রবাদতঃ পুসিজ্জৈর্ভয়ং স্যাদিতি ॥

১৩৩। তৎকালোচিতোপচারশ্চ স্বয়মেব পূর্ববর্তেভ্যাহ—বল্লয়া ইতি । তত্র বল্লয়াদীনাং ত্রয়াণাং তত্ত্বংপ্ৰেক্ষয়াপি ভবেৎ, সারঙ্গীণাং তু সাহজিকমেবেতি ভেদঃ ॥

১৩৪। গন্ধসারসলিলং চন্দনদ্রবঃ ॥

নিকটবর্তী হেতু ম্লান-চেতনা এবং অতি যাতনাময় দেহা রাধা সেই সময়ে অসময়ের বন্ধুর মতো আগত গুরুতর
বিস্তারিত মুর্ছায় আবৃত হয়ে পড়লেন ।

১৩২। প্রেমপ্রসিক্তি ও লোক-লজ্জার ভয়ে কমলনয়নী রাধার স্বাস বাইরে বের হল না, ভিতরেই
কিছু কিছু চলতে লাগল । ম্লানো মৃণাললতিকার মতো গুরু তনু হায় হায় বালুকাময় ভূমিতলে পতিত হল ।
(প্রিয়তমের উপেক্ষায় বেঁচে থাকা লোক-নিন্দা—এ লজ্জার কথা, তাই স্বাসের গোপন । রাধাপ্রেমের প্রসিক্তিই
হল প্রিয়তমের সুখের ভাবনা—মরে গেলে প্রিয়তমের দুঃখ হবে তাই প্ৰেমপ্রসিক্তি ভয়ে মরা চলে না, স্বাসের
ভিতরে ভিতরে চলন ।)

১৩৩। তখন বৃন্দাবনের লতাবলী সকলে মিলে একই সাথে পুষ্পরসের ঝাপটা দিতে লাগলো ।
ভ্রমরকুল পক্ষকম্পনে বাতাস দিতে লাগলো পুনঃ পুনঃ । পাখীসব হাহাকার করতে লাগলো । হরিণগণ গলদশ্রু-
কাতর নঃনে শাশঙ্কভাবে ঘিরে ধরলো । এইরূপে বন্যপরিজনরাই রাধার কালোচিত সেবার সমাধান করল ।

১৩৪। আরও, তখন এই বিরহ-জ্বরে নিজের ছায়াই যেন হল তাঁর কমলদল বিছানো শয্যা, শরীরো-

১৩৫। ততশ্চ,

কিশলয়কুলৈলৈবক্ষঃ করৈরিব ভাডয়ন

বিহগবিরুতৈস্তুরৈরার্তস্বরৈরিব বিক্ৰেশন।

কুসুমমধুনঃ স্তনৈঃ কুবল্লিবাশ্চ-বিমোক্ষণং

প্রিয়পরিজনব্রাতপ্রায়ে বভূব লতাগণঃ ॥

১৩৬। এবং তথা স্থিতায়ামেতস্তাং চরণলক্ষণানুসারশ্চেন তত ইতো বিচিহ্ন্যাস্তা এব মৃগনয়না নয়নান্তৈরকস্মাদেব নাতিদূরে তৎক্ষণাদেব নভসঃ পতিতাং নির্জলদাং সৌদামিনীমিব গুরুতয়া ভূবি নিপতিতাং কৌমুদীনাং সারপটলীমিব, ত্রৈলোক্যলক্ষণা মুকুটকোটিতো বিচ্যুতাং কনকরত্নমালামিব, ধরয়েব সমুদগীর্ণাং নিজ-সৌভাগ্যকনকসম্পত্তিমিব, স্বয়মুদ্ভিন্নাং কুসুমবাটিকামিব বিপিনলক্ষ্মীবাঙ্গপালীকৃত্যাং কামপি হিরণ্ময়ীং স্থলকম-লিনীমিব, কুসুমধনুষচ্যুতাং চম্পকমালামিব, ভুব এব গোরোচনাতিলকলেখামিব, কাননলক্ষ্মীগৃহস্থ কিমতৈল-পূরিতাং দীপকলিকামিব, কৃতশয়নাং জলন্তীং দিব্যৌষধিলতিকামিব, তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য,—অহো

১৩৫। তৎপরিজনেষু ভাবিনং তচ্ছাকানুভাবং তদানীং তত্রত্যা লতা এব প্রথমমভ্যনৈবুরিত্যাহ—কিশলয়েতি ॥

১৩৬। ততশ্চ তা মৃগনয়না অকস্মাদেব নাতিদূরে নয়নান্তৈস্তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য পুনরপি সংশ্লিষ্টে স্নেহাঘর্ষঃ। সৌদামিনীমিতি সৌন্দর্যং বর্ণিতম্, কৌমুদীমিতি মাধুর্যম্, ত্রৈলোক্যোক্তি তাভ্যামসমোদ্বৰ্জম্। ধরয়েত্যনর্থ-মহারত্নভূতত্বেন সৌভাগ্যম্, কুসুমমিতি সৌরুপ্য সৌরভো। স্থলকমলিনীমিতি স্বভাবতঃ শৈত্য সৌগন্ধ্য-মাদর্দবানি। এব-মুপধাধোমধ্যত আগমনসম্ভাবনা বিকল্পিতা। কুসুমধনুষ ইতি কান্তবলীকারি-কেলিকলাবৈদগ্ধ্যম্, গোরোচনাতিলকেতি পরমাদরার্বম্। দীপকলিকেতি বস্তুস্বরূপা প্রকাশকস্বরূপত্বম্, তত্রাতৈলপূরিতামিতি বিরহবৈকল্যবশাৎ ক্ষণক্ষণতন্ত-জোহ্লাসঃ। কাননলক্ষ্মীগৃহস্থেতি তাং বিনা তন্ত বৈকল্যঞ্চ। তথাহে তৈলক্যং প্রসক্তমিতি তদ্বারণার্থং দিব্যৌষধীলতামিতি।

পরি জ্যোৎস্নাপাতই যেন হল চন্দনদ্রব সেক, বাজই যেন হল তার মৃণাললতা বেষ্ঠন এবং মূর্ছাই হল দুঃখানু-ভূতি ছেদনকারী উত্তমা প্রিয়সখী।

১৩৫। (তদানীং তত্রত্যা লতাগণ প্রথমে অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন রাধার সখীগণের অন্তরস্থ ভাবী শোকাহুভাব—) লতাচয় যেন প্রিয় পরিজনদের ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ল—তাদের পল্লবচয় দোলনে যেন হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পাখীসং উচ্চস্বরে যেন আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে করতে এবং কুসুমের মধুক্ষরণে যেন অশ্রু বিসর্জন করতে করতে।

গোপীদের রাধাদর্শন ও তাঁর এ-অবস্থা বিষয়ে বিচার :

১৩৬। এ-অবস্থায় রাধা তথায় পড়ে থাকলে সেই মৃগনয়নাগণ চরণচিহ্ন অনুসারে সরসভাবে ইত-স্ততঃ এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নিকটেই নয়নকোণে তাঁকে একাকিনী দেখতে পেলেন—সেই ক্ষণেই আকাশ থেকে পতিত বিনা-মেঘে বিদ্যুতের মতো, ভারী হওয়ার দরুণ ধরণীতলে পতিত উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-প্রবাহের মতো, ত্রৈলোক্য শোভার মুকুটের চূড়া থেকে বিচ্যুত কনকরত্নমালায় মতো, পৃথিবী থেকে বেগে উদগীর্ণ নিজ সৌভাগ্যরূপ কনক সম্পত্তির মতো, স্বয়ম্ অক্ষুরিত কুসুম বাটিকার মতো, বৃন্দাবিপিন-লক্ষ্মীরই ক্রোড়স্থিত কোনও অনির্বচনীয় স্বর্ণময়ী স্থল কমলিনীর মতো, কন্দর্পের ধনু থেকে নিক্ষেপিত চম্পকমালায়

কিমিদম, সৈবৈয়ং যামস্মান্ বিহায় বিদ্যাতমিব জলদশ্চন্দ্রিকামিব চন্দ্রঃ, প্রভামিব মণিবরো গৃহীত্বান্তরধাদ্গোকুল-
রাজতনয়োহনয়োদয়েন দারুণো দারুণোহপি ॥

১৩৭। ভবতি, চৈব সৈব কথমেকা ধরমঞ্জরী মঞ্জরীকর্ষণচেতসা তেইবৈ কিমেবাপি নিঃসহায়া হা
যাপিতা বিরহবেদনাম্, কিংবা চিরস্মরতবিরহরণপরিশ্রমেণ নিদ্রায়ামস্তাঃ স চাত্রৈঃ কুত্রাপি বর্ততে, নাস্মাকং
স্মাকম্পমানমানসানাং বিরহরহস্তাত্কেন দুর্ভাগাণাং নয়নবিষয়ীভবতি, অস্তাঃ পুনঃ সমীপ এ বর্ততে ॥

১৮। অথবাস্মাকমেব সংসরণধ্বনিমধ্বনি মন্দমপি সমাকর্ষণসসার সারস্ত-হীনতয়া; তথা সতি
■ তিলকো রসিকানাং পুরেব রে বহুমতামিমাং সহ সহজপ্রিয়াং কিমিব নানৈষৌৎ। অহোম্বিদস্তা এব কমপি

অহো কিমিত্যাগি শ্রামলাদীনাং বাক্যম্। বিদ্যাতং বিনাপি জলদো নাতিনিঃশোভো ভবতীত্যত আহঃ—চন্দ্রিকামিতি।
চন্দ্রিকাং বিনা তু চন্দ্রো দিনে ব্রহ্মশোভ এব ভবতীতি ভাবঃ। তথাপি তত্ত্ববিদ্যাতত্ত্বয়োত্তরোঃ সত্ত্বামালক্যাবিনাভাবেনো-
পমিমীতে—প্রভামিবেতি। দারুণ কাষ্ঠাদপি ॥

১৩৭। ভবতি চেদিতি বলিতাত্তাঃ সগদগদমাহঃ—ধরমঞ্জরী অপার্বাঃ। অতিমুগ্ধগায়াত্র্যাগো ন সম্ভবতীত্যত
আহর্দলাত্মাঃ—কিং বেতি নিদ্রায়াং বৃত্তারামিত্যর্থঃ। বিরহরহসি বিচ্ছেদতবে আতঙ্কেন আ সমাক্ কম্পমানমানসানাং
“রহস্তবে রতো গুহে” ইতি মেদিনী ॥

১৩৮। সমীপে চেদ্বর্ততে, তর্হি গাত্রসৌরভ্যাদিন্যাপ্যপলভ্যতাসাবিত্যত আহর্দলাত্মাঃ—তাঃ প্রতি পুনঃ

মতো, ধরবীদেবীর ললাটের গোরচনা তিলকের মতো, অহো আশ্চর্য কাননলক্ষ্মীর গৃহের বিনা-ভেলভরা দীপ
শিখার মতো, ভূমিতলে পতিতা জলন্ত দিব্যোষধি লতিকার মতো। একাকিনী তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে
তাঁদের মনে নানা বিচারের উদ্ভব হল। তাঁরা বলতে লাগলেন— অহো এ কি! এ দেখছি সেই, যাকে সঙ্গে
নিয়ে আমাদের ত্যাগ করত পক্ষপাতরূপ অত্মায়হেতু কাষ্ঠকঠিন ব্রজরাজ তনয় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলেন—
যেমন না-কি অন্তর্হিত হয় মেঘ বিদ্যুৎ সহ চন্দ্র জ্যোৎস্না সহ, মণিশ্রেষ্ঠ প্রভাসহ’

১৩৭। ললিতাদি সগদগদ বললেন—‘তাই যদি হয় তবে কি করেই বা ধানের মঞ্জরী সম কর্ণশ-
চেতা সেই ব্রজরাজনন্দন গুল্মসম কোমলা, একা, তাও আবার নিঃসহায়া একে হায় বিরহবেদনায় ফেললো।
(অতি সোভাগ্যবতী একে ত্যাগ তো সম্ভব নয়, তাই পুনরায় তর্ক করছেন—) কিম্বা বোধ হয় দীর্ঘ স্মরত-
বিহাররণ পরিশ্রমে সখী আমাদের নিদ্রা গেলে সে এখানেই কোথাও অপেক্ষা করছে। বিচ্ছেদ-তত্ত্ব বিষয়ে
আতঙ্কহেতু অতিশয় কম্পমান মনা দুর্ভাগ্যবতী আমাদের নয়নবিষয়ীভূত হচ্ছে না বটে, কিন্তু এঁর নিকটেই
আছে।’

১৩৮। (কাছেই যদি কোথাও থাকতো তবে গাত্র-সৌরভাদি দ্বারা তাঁর সন্ধান পাওয়া যেত নাকি,
এরূপ বিচার করে ভদ্রাদি বলতে লাগলেন—

‘অথবা আমাদের পথ-চলার শব্দ মন্দ হলেও তা শুনে প্রিয়তম ওর সরসতা হীনতা হেতু এখান থেকে
ভেগে গিয়েছেন।’ (তাঁদের প্রতি পুনরায় শ্রামাদি বললেন—) ‘আরে শোন, এরূপ যদি হতো তবে রসিক-
তিলক প্রিয়তম পূর্বের মতো সম্মানিতা সহজপ্রিয়া একে সঙ্গে কেন-না নিয়ে যাবেন?’ (রাধার দোষদর্শিনী

যদমদক্ষিণতাং কাঞ্চিদালোক্য সহজমানো মা নীতবানিমামপি সজে, নাপোবং যতো ন তস্ম তথেষ্মবৈদক্ষী দক্ষী-
কত্য বিরহদবদহনেনৈনামতদর্হামেকামেকান্তকঠোরতয়া স্বয়মন্তুর্ধাস্ততি ॥

১৩৯। 'সৈবেয়ং বা ন ভবতি যতো দৃশ্যতে নাত্র কৃষ্ণঃ

সৈবৈষেতি প্রতিফলতি যত্বন্ধি নো ভ্রান্তিরেব ।

সর্বাঙ্গাং নো মদবিহতয়ে মাধুরী নাম দেবী

কাচিন্দুর্ভা জয়তি জগতীমোহমুৎপাদয়ন্তী ॥'

১৪০। ইতি নিকটমুপসর্পন্ত্যঃ পুনরপি সংশেরতে স্ম । নাপোবং যতঃ —

‘গ্লানা মৃণালী ব নিপত্য বর্জ্যতে, স্পন্দো ন মন্দোহপি চ লক্ষ্যতে ততঃ ।

ইয়ং হি মূর্তিঃ করুণস্ত কিং ন বা, মুচ্ছৈব কিংবা প্রিয়বিপ্রয়োগজ ॥'

ইতি নিকটতরমুপসর্পন্তি স্ম ॥

১৪১। ততশ্চ তাসামাগমনমাকলয়া প্রমুয়াসুয়ামিব সা তস্মা মুচ্ছাসখী তাং তত্যাঙ্গ ॥

শ্রামাত্মা আহঃ—তথা সতীতি । তত্র দোষদর্শিতশ্চন্দ্রাবল্যাচ্চা আহঃ—আহোবিদিতি । তাঃ প্রতি পুনঃ শ্রামাত্মা আহঃ—
নাপোবমিতি ॥

১৩৯। ইতি তস্মাত্তদৃগবস্থে সর্বান্বেষ বিতর্কান্ ঋজিবতোয়া বিতর্কাস্তরমসম্ভাবরস্তুত্বাহমেব সংশয়ানাং এব
সর্বত উৎকর্ষমানয়ন্ত্যঃ শ্রামাত্মা আহঃ—সৈবেরমিতি । তর্হি কেয়মিত্যন্ত আহঃ—সর্বাসামিতি ॥

১৪০। ললিতাত্মাঃ সখেন্দমাহঃ—গ্লানেতি । করুণস্ত করুণরসস্ত কিংবা মুচ্ছৈবতি মূর্তিধারিণীত্যাখঃ ॥

১৪১। অসুয়াং পুসুয় উৎপাত্ত কৃত্তেত্যাখঃ, সম্প্রত্যোত্যা এব সখ্যা আসত্যাম্, কিং ময়া বিপৎকালমাত্রসহায়য়েতি

চন্দ্রাবল্যাং বললেন—) 'রাধিকারই কোনও অহঙ্কার বা তসৌজ্ঞস্ত দেখে সহজমানী-জন আমাদের প্রিয়তম
বোধ হয় একে সঙ্গে নিয়ে যান নি।' (এই কথাটা উত্তরে শ্রামাদি বললেন—) 'এও হতে পারে না, কারণ
প্রিয়তমের এরূপ অরসজ্ঞতা হতে পারে না, যাতে দৃষ্টানোর অযোগ্য নিঃসঙ্গ একে একান্ত কঠোরভাবে বিরহ-
দাবায় দহনে দক্ষিণে নিজে ভেগে যাবে।'

১৩৯। (রাধার এ-অবস্থার বিষয়ে সকল বিতর্কের অবসান সংঘটনকারিণী, অত্ৰ বিতর্কের অসম্ভাবনা
ভাবনাকারিনী শ্রামাদি সখীগণ এ স্থানে রাধার অস্তিত্ব বিষয়েই সংশয়াঘিতা হয়ে বললেন—)

'অহো বোধ হয় রাধাই নয়, কারণ এখানে তো কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে না । এই যে আমাদের রাধা-
প্রতীতি, এ নিশ্চয়ই ভ্রান্তি । আসলে আমাদের গর্ব-খণ্ডন করবার জন্ত মাধুরী নামক কোনও দেবী মূর্তিমতি
হয়ে জগদ্ব্যাপি মোহ উৎপাদন করতে করতে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করছেন।'

১৪০। এরূপ বলতে বলতে নিকটে গিয়ে পুনরায় বিতর্ক করতে লাগলেন—'উহু' তাও তো নয়,
কারণ গ্লানা মৃণালের মতো পড়ে আছে-যে । এর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মন্দ মন্দও লক্ষিত হচ্ছে না । এ কি করুণ-
রসের মূর্তি নয় ? কিম্বা প্রিয়বিরহজাত মুচ্ছা দেবীই নয় ?' এই বলে আরও নিকটে গেলেন ।

১৪১ অতঃপর তাঁদের আসা দেখে রাধার সেই মুচ্ছা সখী যেন অসুয়া বশতঃ তাঁকে পরিত্যাগ

১৪২। গতায়ং তস্তাং সা স্তপ্তপ্রবুদ্ধেব 'হা নাথ কাসি' ইতি কলকোমলগদগদগদনপরা ন পরাপর-
বিবেকবতী বিবর্তমানাস্তাঃ প্রতি নাতিদূরে যদি নয়নে ব্যাপারয়ামাস, তদা তা অপি 'সৈবেয়ম্' ইতি সহর্ষবিষাদ
বিস্ময়-সম্ভ্রমোৎকণ্ঠামুপকণ্ঠমুপসর্পন্তাঃ কনককমলিনীমূলং নিষ্কলং কলহংসবধ ইব সুরসরিতং সরিদন্তরাণীব,
স্থায়িতাং প্রাপ্তবতীং রতিং সর্বভাবানাং শ্রেণয় ইব, স্বরসপ্তকসম্পদং সর্বাঃ ক্রতয় ইব, সুকবিকবিতাং রসভাব-
গুণালঙ্কারসম্পদ ইব, উপমালঙ্কৃতিং রূপকাত্মসঙ্কৃতয় ইব, অমৃতকরকিরণকন্দলোং চকোরললনা ইব, নবোজান-
লক্ষ্মীং নানাবিধবিহগবধ ইব, কমলাকরসম্পদং কমলিনীবিততয় ইব, সকলাঃ পরিতঃ পরিবক্রঃ, পরিবৃত্য চ,—
কাচিদ্বীজয়তি স্ম পল্লবকুলৈঃ কাচিৎ কচানাং ততিং
বধ তি স্ম চকার কাচন করেণাস্ত্রাসুজ্যোত্মার্জনম্।
উচে কাচন 'মন্নিষেব ভবতী হা হস্ত কঠাং দশা-
মেতাং প্রাপ্তবতী কথং ক স তব প্রাণাধিন থঃ শঠঃ ॥

বিভাব্যোতি ভাবঃ।

১৪২। বিবর্তমানা পার্থং পরিবর্তরন্তী; আবর্তমানা আবৃত্য তিষ্ঠন্তীঃ প্রতি, নয়নে নেত্রযুগ্ম। সহর্ষেতি তৎ-
প্রেমবৈয়গ্রাদর্শনে চন্দ্রাবল্যাদীনামপি সাহজিকসৌহার্দোদয়াং তৎপরিচয়ে হর্ষঃ, তাদৃগবহাদর্শনে বিষাদঃ, 'মহাসুভ-
গায়া অপি তথাভূতত্বে বিস্ময়ঃ, সংবাদেন তদ্বার্তাজ্ঞানার্থমোৎকণ্ঠাম্, ততএব সম্ভ্রমঃ, কমলিনীত্ব কলহংসীভাভ্যাং তস্তাং
তাং সর্বাণামপি সাহজিক ইব সৌহার্দোদয় উক্তঃ। অতএব সুরনদীত্ব নগন্তরভাভ্যাং তদানীং বাহ্যভাস্তরমেলন-
মাশ্রয়াশ্রয়িভাবশ্চ। তত্র হেতুপ্রদর্শনার্থং সর্বভাবত্ব-স্থায়িত্বাভ্যামংশাংশিভাবঃ, সর্বভাবানাং বিভাবানুভাব-সাবিক-
সঞ্চারিণাং স্বরত্ব-শ্রুতিভাভ্যাং সর্বসম্পূর্ণগুণবত্বতদুপগৈকদেশবধে। রসাদিষকবিভাবাভ্যাং প্রকান্তপুকাশকভাবে নিত্য-
সংযোগশ্চ। রূপকাদিষোপমাভাভ্যাং ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবঃ। চকোরত্ব সুধাকরভাভ্যাং পোষ্য-পোষকভাবঃ। দৃষ্টান্তোহয়ং
তস্তাঃ সখীরালক্ষ্যেত্যবসীয়েত। বিহগবোজানভাভ্যামাকৃষ্যাকর্ষকভাবঃ। তটস্থপক্ষপুতিপক্ষানপ্যালক্ষ্যায়মুপগতত্বঃ। নলি-
নীত্ব-কমলাকরভাভ্যামাধাধারকভাবঃ। স্তম্ভপক্ষানালক্ষ্যায়ং পরস্পরস্নিগ্ধতয়া। কাচিদিত্যত্র বীজনাদিক্রৌ্যা বাস্পরুদ্ধ-
কঠো নিজসখ্য এব জ্ঞেয়াঃ। উচে কাচনেতীয়ং চন্দ্রাবলী ॥

করলেন। (সম্প্রতি এই সব সখী এসে পড়েছে। বিপংকালের-মাত্র সহায় আমার আর কি প্রয়োজন—এই
মনে করে চলে গেলেন।)

১৪২। মুচ্ছাদেবী চলে গেলে ঘুম থেকে উঠ জনের মতো 'হা নাথ কোথায় তুমি' এইরূপে কল-
কোমল-গদগদভাষণপরা পর-অপর বিবেকহীনা রাধা যদি তার পার্শ্বে আগমনপরা ও তাঁকে ঘিরে নিকটে আগত।
সখীদের প্রতি চোখ তুলে তাকালেন, তখন 'অহো এ-যে দেখছি সেই রাধাই' এ-বলে সহর্ষবিষাদ-বিস্ময়-সম্ভ্রম-
উৎকণ্ঠার সহিত তাঁরা সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন—কনককমলিনী মূল ঘিরে যেমন কলহহীনা কলহংস-বধু
দাঁড়ায়, গঙ্গায় যেমন অতুল্য নদী এসে মিলিত হয়, স্থায়িত্ব প্রাপ্ত। রতিতে যেমন বিভাব অনুভাবাদি সমূহ
এসে মিলিত হয়, সপ্তস্বরসম্পদে যেমন সকল শ্রুতি এসে মিলিত হয়, সুকবির কবিতায় যেমন রস ভাব-গুণ-
অলঙ্কারসম্পদ এসে মিলিত হয় উপমা অলঙ্কারে যেমন রূপকাদি অলঙ্কার সমূহ এসে মিলিত হয়, চন্দ্রজ্যোত্মা-

১৪৭। অস্মান্ বিহায় ভবতীং যদসাবহারী-ভেনৈব হি প্রশমিতো বিরহজ্বরো নঃ ।
সোহয়ং পুনর্দ্বিগুণ এব বভূব ধিঙ্ নো, যদীক্ষাতে তব দর্শনমভূতপূর্বী ॥

১৪৪। ন কশ্চিন্তে দোষঃ স্তুমুখি মনসো বাথ বচসো
জগতোব খ্যাতা স্বমসি গুণরত্নাবলিখনিঃ ।
ত্বয়ি প্রেমা তস্ম প্রাপ্তি ইতি সর্বস্ম বিষয়ঃ
কুতো জ্ঞাতা তস্ম ব্যবদিত্তিরিয়ং হস্ত কঠিনা ॥

১৪৫। এতেন তে স্তুমুখি কষ্টতরেন হৃৎখে-নাস্মাকমন্তরগামি হৃৎখম্ ।
ভৈষজ্যমাত্রপরিভূতিকৃতো বিষম্, বীৰ্য্যং হি নশ্রুতি মহাবিশদঙ্গমেন ॥

১৪৬। তৎ কথয় ভাবিনি । কিং বাক্যমিদং তে বৈশদঙ্গম্ । তত্রৈব কাচিদত্যাহ,—‘কিং পৃচ্ছত ভোঃ
সখ্যঃ । তস্মৈব প্রেমণ এবায়ং স্বভাবঃ ।

১৪৩। অস্মান্ বিহারেতাপি বাক্যং প্রায়ঃ প্রতিপক্ষতটস্থপক্ষাণামেব শুদ্ধসৌহার্দপ্রকাশনময়ম্ ॥

১৪৪। ন কশ্চিদিতি বিপক্ষসখীবিভক্ত্যমাণ-তদোষবারণপরাধাং স্তূহপক্ষাণাং বাক্যম্ ॥

১৪৫। এতেনেতি বয়সা নানান্যং প্রায়ো ধনাদিকন্তানামুক্তিঃ ॥

ধারায় যেমন চকোরীগণ এসে মিলিত হয় নবোত্থান শোভায় যেমন নানাবিহগবধু এসে মিলিত হয়, সরোবর
বৈভবে যেমন কমলিনী সমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে । ঘিরে দাঁড়িয়ে —

ললিতাদি কোনও সখী নবীন পত্রগুলোর দ্বারা বোজন করতে লাগলেন, কেউ কেশকলাপ বেঁধে
দিলেন, কেউ করপল্লবের দ্বারা মুখ মুছিয়ে দিলেন । কোনও গোপী (চন্দ্রাবলী) বললেন—‘মদ্রিধ জনের মতো
তুমিও হায় হায় কি করে একুশ কষ্টদশায় পতিত হলে । কোথায় সেই তোমার প্রাণাধিনাথ শঠ ।’

১৪৩। (প্রতিপক্ষপ্রায় তটস্থপক্ষের শুদ্ধ সৌহার্দ প্রকাশের বাক্য —)

আমাদের ত্যাগ করে যে কারণে (কারণ—রাধার সর্ব মুখ্যতা) তোমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল
তার দ্বারাই প্রশমিত হয়েছিল আমাদের বিরহজ্বর । এখন সেই বিরহজ্বরই পুনরায় দ্বিগুণ হয়ে উঠল । দ্বি-
আমাদের, যেহেতু তোমার এমন অভূতপূর্ব দশা আমাদের দেখতে হল ।’

১৪৪। (স্তূহপক্ষের উক্তি—)হে স্তুমুখি ! তোমার তো কোন দোষ নেই, না-মনের, না-বাক্যের ।

বিশ্বব্যাপি খ্যাতি, তুমি গুণরত্নাবলি খনি । তোমাতে যে তার প্রেম বিখ্যাত, তা সবারই জানা ব্যাপার ।

১৪৫। (ধনাদি বহুগণের উক্তি)—‘হে স্তুমুখি । তোমার এ হৃৎখের দ্বারা আমাদের অন্তরস্থ হৃৎখ
ঢেকে গিয়েছে । ঔষধ মাত্রকে পরাভূতকারী বিষের বীৰ্য মহাবিষ-মিলনে নাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়—এ কথা প্রসিদ্ধ ।

১৪৬। তাই বলছি হে ভাবিনি । তোমার এ-কষ্টের মূল কারণ কি ?’ সেখানে উপস্থিত সখীর মধ্যে
অন্য একজন (শ্যামা) বললেন—‘ভো ভো সখীগণ ! রাধাকে আর কি জিজ্ঞাসা করছো, তার প্রেমেরই একুশ
স্বভাব ।

তৎ প্রেম কো বত বিভাবয়িতুং সমর্থ-; স্ত্রীয়াং বিশেষ স্ত্রীয়াং হ্যনুরাগিণীষু ।

সম্ভাপয়ন্তি রসয়ন্তি বিমুচ্ছয়ন্তি, সংজীবয়ন্তি যুগপদ্বত যশ্চ ভাবাঃ ॥'

১৪৭। ইতি তস্যা। বচনাবসানে সানেকপ্রযত্নেনামুখাং মুখাং প্রেমহেমাভিনীমিব হৃদয়বৃত্তিমুদ্বাট্য সর্বাঙ্গোষণং সকলং কলং সমুজ্জগার যদি, তদা তদাকর্ণনেন বিশ্রিতবিশ্রিতমুখাস্তামগ্রতঃ কৃতা সমবেতীভূয় ভূয় এব তমিতস্ততো গবেষয়িতুং বেষয়িতুং চ নিজনিজমনোজ্বরং দিশি বিদিশি বিহিতসঞ্চারা ঘনতরবিটপবিতানচ্ছাদিতহিম-
করকরনিকরতয়া তমোবহুলং বনপ্রাদেশং সমাসাত্ত ভগ্নপ্রক্রমাস্ততো নিববৃত্তিরে ॥

১৪৮। নিবৃত্তা চ তরগি-হুহিতুঃ কূলমমুকূলমমুহৃত্য মন্থণতরঘনসারধূলিধবলবলমান-সৌভাগ্যপরাভাগ-
পুলিনোপরি সমুপবিশ্চ তন্ময়স্কা মনস্কারোপিত-ওদগুণা বচসা চ সাধিত-তদগানাস্তদবেক্ষণক্ষণসঙ্কল্পাকল্পাঃ
কলকোমলগদগদনমুৎকঠমত্যাৎকঠং রদমুখা মুখামোদমিলিতাভিঃ কলবন্ধারকলয়ানুরূপতীভিরিব মধুকরবধূভিঃ
প্রতিপাল্যমানাঃ ক্ষণং গময়ামাসুঃ ॥

১৪৬। বৈশংসং কষ্টম্। কাচিদগ্ৰেতি তজ্জাতীয়প্রমোহভাবিনী গ্রন্থেরেয়ং শ্রামৈব। সম্ভাপয়ন্তীত্যাদিনা তাপন-
হ্লাদনয়োর্মরণ-জীবনয়োঃ বিরুদ্ধধর্মভ্রম্, তত্রাপি যৌগপদ্বতমভাবিচিন্ত্যভ্রম্ ॥

১৪৭। সা রাধা, অমুখামনেকপ্রযত্নেন প্রেমৈব হেম তদাবর্তয়িতুং শীলং যন্তান্তাং মুখাং পুটপাকম্ 'মুস' ইতি
ধ্যাতামুদ্বাট্য তাস্তথাৎনেন প্রত্যাহ্যোত্যাং। সকলং সমস্তবৃত্তম্। বিশ্রিতং বিশ্রয়যুক্তম্, বিশ্রিতং বিগতশ্রিতঞ্চ মুখং যাসাং
তাঃ। গবেষয়িতুমর্ষেষ্টম্। নিজমনঃ কর্ম জ্বরং বেষয়িতুং ব্যাপয়িতুম্। গবেষণেন প্রত্যুত জরবৃদ্ধিরেব ভবিষ্যতীতি তা
ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥

হায় হায় সেই প্রেম বুঝবার শক্তি কার ? অনুরাগিনিদের নিকট এ বিষ ও অমৃত তুল্য হায় হায়,
এ যুগপৎ তাঁদের সম্ভাপিত করে তোলে রসে উন্মজ্জিত করে দেয়, মুচ্ছায় আচ্ছন্ন করে দেয়, আবার সঞ্জীবিত
করে তোলে।'

গোপীদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাধাসহ পুলিনে গমন ও কৃষ্ণগান :

১৪৭। তাঁর একরূপ কথা শেষ হলে রাধা এই সখীদের অনেক প্রযত্নবশে যদি প্রেমসোনা গালাবার
পাত্ররূপ তাঁর হৃদয়বৃত্তি উদঘাটন করে সমস্ত ব্যাপার মুহুমুহুর ভাবে উষ্ণ অশ্রুপাত করতে করতে পুরোপুরি
বললেন, তখন তা শুনে বিশ্রিত ও হান্তরহিত মুখী তাঁরা রাধাকে অগ্রে করে সমবেত ভাবে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে
চতুর্দিকে খুঁজবার জ্ঞাত এবং নিজ নিজ মনোজ্বর দিগ্‌বিদিগে ছরিয়ে দেওয়ার ঘুরতে ঘুরতে অতিঘনশাখা
চাদোয়ায় ব্যবহিতজ্যোৎস্নাস্বনাঙ্ককার বনপ্রাদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিরুত্তম হওয়াতে সেখান থেকে নিবৃত্ত হলেন ।

১৪৮। সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে ওদগতমনা, চিন্তায় তাঁর গুণই আরোপকারিণী, কণ্ঠে তাঁরই গান
কীর্তনকারিণী, তারই পরিদর্শনের সঙ্কল্প রচনাকারিণী, কলকোমল-গদগদ কণ্ঠে আলাপাচরিত্রী, কঁাদো-কঁাদো-
মুখী এবং মুখগন্ধে মিলিতা ও পশ্চাৎপশ্চাৎ কলবন্ধারে ঘন ক্রন্দনরতা মধুকরবধূদ্বারা প্রবোধিতা গোপীগণ অমু-
কূল যমুনাকূল ধরে চলতে চলতে অতিমন্থন কপূরধূলি শুভ্রতায় উজ্জল এবং সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত
পুলিনোপরি পৌছে স্থির হয়ে বসে ক্ষণকাল কাটিয়ে দিলেন ।

১৪৯। তদগানমাধুর্য্য বিপ্রলস্তুরসস্ত হৃদয়মিবহৃদয়মিব দন্তোলেরপি জাবয়ং, গিরিতরু লতানামন্তঃ-
করণমিবাকর্ষং যদভুং, তদনুবর্ণনে কঃ ক্ষমতাম্, মতান্তরে বাস্পরুদ্ধকণ্ঠতয়া গিরাং দেবী চ নানুকথয়িতুমীষ্টে।
তথাপি শ্রীশুক-কথিতানুসারেণ শুককথিতানুসারেণ কথ্যতে ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসক্ৰীড়ায়ঃ কৃষ্ণাস্তর্ধানং

নামাষ্টাদশ: স্তবক: ॥ ১৮ ॥

— ★ —

১৪৮। মনস্বারেণ চিস্তয়া আরোপিতান্তস্ত গুণা এব, ন তু দোষা ষাভিষ্ঠাঃ। কলকোমলেত্যাদিভ্রয়ং রোদন-
ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥

১৪৯। হৃদয়মিব সারভাগ ইবেত্যর্থঃ। মতান্তরে চ অনুবর্ণনসামর্থ্যে চ; পক্ষে অস্ত বর্ণয়িতুঃ। শ্রীশুকে বৈয়াসকি-
ন্তস্ত কথিতম্ (ভা০ ১০।৩।১) “জয়তি তেঃধিকম ইত্যাদি তদনুসারেণ। তত্রোপি শ্রীশুককথিতানুসারেণ শুকো যথা
ষপাঠয়িত্ববচনমনুকথয়তি, অর্থাদিকং কিমপি ন বেত্তি, তথৈব ময়েত্যর্থঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়ঃ শ্রীশুখবর্ত্ত্তামষ্টাদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ১৮ ॥

— ★ ॥ ০ ॥ ★ —

১৪৯। সেই গানমাধুর্য্য বিপ্রলস্তুরসের সারভাগের মতো, বজ্রের হৃদয়ও গালিয়ে দেবার মতো এবং
গিরি-তরু লতাদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করার মতো যা হল, তা অনুবর্ণনের ক্ষমতা কার হবে? মতান্তরে অনু-
বর্ণনের সামর্থ্য হলেও কণ্ঠ বাস্পে রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে বাগ্-দেবীও অনুকথনে সমর্থ হন না। তথাপি শুকপাখী
যেমন অর্থাৎ কিছু না বুঝেও পাঠ-করানো জনের কথা নকল করে (অর্থাৎ কিছু না বুঝলেও) সেইরূপ আমিও
শুকদেবের ভাগবতীয় কথানুসারে বলছি।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে

রাসক্ৰীড়ার কৃষ্ণাস্তর্ধান নামক

অষ্টাদশ স্তবক

— ★ ॥ ০ ॥ ★ —

একোনবিংশঃ শ্রবকঃ



- ১। অথ কোমলমঞ্জুলস্বরং, যদরোদীদবলাগগন্তদা ।
তদভূদৃগপক্ষিসংসদাং, ঐতিরম্যাং হৃদয়স্য দাহকম্ ॥
- ২। সুদৃশাং প্রিয়কীর্তিকীর্তনৈঃ, করুণক্ৰন্দনকণ্ঠনিবনঃ ।
স্থিরজঙ্গমচিহ্নকর্ষণে, ললিতং গানমিব ব্যরাজত ॥
- ৩। বিরহো রস এব মূর্তিমান্, যদভূৎ কোমলরোদনশ্বনঃ ।
তমথ স্বরতালমুচ্ছনাং, ঐতিয়ন্তল্যাত্তোহনুভেজিরে ॥

একোনবিংশঃ শ্রবকঃ

একোনবিংশে গোপীনাং বিলাপঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ।

নানাভাবপ্রকটনং সপ্রয়োত্তরকৌতুকম্ ॥

স্বান্তঃস্বান্তপ্রান্তরে ক্লান্তকান্তাসন্তাপোক্তীঃ পাহতাং সংরচয়া ।

শর্মাস্পৃষ্টো ধম্বধর্মী স মেনে তাঃ সন্দর্শ্যাত্মানমানন্দসিক্কম্ ॥

১। প্রথমং তাসাং বিলাপস্ত স্বরুপং নিরূপয়তি ত্রিভিঃ । তদ্ রোদনং ঐতিরম্যাং কর্ণহৃৎদং সৌস্বধাৎ, হৃদয় দাহকং সন্তাপময়ত্বাৎ ॥

২। গানমিবেতি তাস্ত ন গানং নানুসন্দধুরিতার্থঃ ॥

৩। তর্হি কথং তস্য গানায়মানত্বম্? অত আহ—বিরহ ইত্যাদি । স্বরাজ্ঞা এব তদনুভূতিত্বাৎ তুল্যত্বাৎ সত্যত্বং স্বনমহুভেজিরে, তদন্তঃপ্রবিশ্বানুবদন্ত্যন্তং গানাকারং চকুরিতার্থঃ ॥

উনবিংশতি শ্রবক

গোপীগীতঃ

১। (প্রথম তিনশ্লোকে গোপীদের বিলাপের স্বরূপ বর্ণন করা হচ্ছে —)

অতঃপর কোমল মঞ্জুল স্বরে অবলাগণ যে রোদন করলেন তখন, তা মৃগপক্ষিসভার ঐতিরম্যাৎ হল, আবার হৃদয় দাহকও হল ।

২। সুন্দরীদের প্রিয়শোকীর্তনে যে করুণ ক্রন্দন-কণ্ঠধ্বনি হল, তা স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত আদর্ষণ বিষয়ে ললিত গানের মতো দীপ্তি পেতে লাগল ।

৩। কোমল রোদন ধ্বনি যা হল, তা যেন মূর্তিমান্ হয়ে উঠা বিরহরসই । অতঃপর স্বর-তাল-মুচ্ছনা-ঐতিগণ ঐ ধ্বনির তুল্য হৃৎখময় হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করত তাকে দিল গানের আকার ।

- ৪। জয়তি প্রিয় তেহবতারতো, ব্রজ এব শ্রয়তে ধিমন্দিরা ।
বত তত্র বসন্তয়ঃ জনঃ, কথমেব লভতে পরাভবম্ ॥
- ৫। অনুরাগিণী কুপাণিধে, বনভূমাবপহায় তাবকম্ ।
কথমন্তরধাঃ কুপানিধে প্রিয় দৃশ্যো ভব তস্তা চক্ষুসাম্ ॥
- ৬। অনুকাননকুঞ্জমন্দিরং, প্রতিবস্ম প্রতি কক্ষ-বীরুধম্ ।
তব মার্গগণিমেচতঃ, স্বজনানন্দয় দৃশ্যতাং গতঃ ॥
- ৭। নিশিতেন দৃগঙ্কলেন হে সবিষেণেব শরেণ নো মনঃ ।
বিনিকুণ্ঠসি হস্ত যোষিতাং, তদয়ং কি বত নৈব নো বধঃ ॥

৪। যং ব্রজম্, ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ তত্রৈতি ব্রজবাসিজনমাত্র এব তদারভা সুখপূর্ণ বৃত্তে সত্যপি অয়মগ্নজ্ঞপে জন এব কথং হুঃখীতি ভাবঃ ॥

৫। উক্তায়াং জয়ে প্রাপ্তবো, প্রত্যুত পরাভবপ্রাপ্তিরেবাস্মাকমভূৎ । ননু মৎপ্রাপ্তিকুল্যাচরণহেতুর্কব সাপ্যাত্তা-
মিতি চেৎ, সত্যম্, তত্ ন শ্বেষ বয়ং লক্ষ্যাম ইত্যাহঃ—অনুরাগিণীমিতি । তব নির্দয়ত্বে চ সম্ভবেৎ, তদপি ন লক্ষিত-
পূর্বমিত্যাহঃ—কুপানিধে ইতি । ন কেবলমন্তজনেষি, অস্মাষপি কুপানিধিত্বমাত্রম্, যতো হে প্রিয়েতি । ননু তর্হি কেন
প্রকারেণৈতদদুঃখং শময়েয়মত আহঃ—দৃশ্যো ভবেতি । ননু ভাবনাভরতঃ সদা সর্বত্র পশুথৈব মাম্ ? অত আহঃ—
চক্ষুসামিতি ॥

৬। নম্র বন এবাশ্রি, ভবতা এব মামশ্রিত্য বলাৎ কিমিতি ন পশুন্তীত্যত আহঃ—অনুকাননমিতি । দৃশ্যতাং
দৃশ্যং প্ৰাপ্তঃ সন্ । অনেন জয়তি পু্যেতি পদ্যত্রয়েণ (ভা० ১০।৩।১) “জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ” ইতি মূলপদ্য-
মহুস্তম্ ॥

৭। ননু কিং ময়া পূর্বং বিপ্রকৃতম্, যতো ভবতীনাং মেতৎ কষ্টং সমজনি ? ইত্যত আহঃ—নিশিতেনেতি । বিনি-

৮। হে প্রিয়তম, তোমার আবির্ভাবের দিন থেকে যাকে লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করেছে সেই ব্রজ সার্বোৎকর্ষের
সহিত বিরাজমান । ব্রজবাসিজন মাত্রেই যেখানে সেই সময় থেকে সুখপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে বাসকারিণী
তোমার এই দয়িতাজন হায় হায় কি করে এরূপ নির্ধাতন লাভ করেছে ।

৫। তোমার নিজজন এই অনুরাগিনী অবলাগণকে এই বনভূমিতে ত্যাগ করে হে কুপানিধে কেন
তুমি অন্তর্ধান করলে ? হে প্রিয়তম । কুপা করে এই অবলাগণের চক্ষুর দৃশ্য হও ।

৬। (তোমরা নিজেরাই খুঁজে নিয়ে বলাৎকারে দেখে নেও-না কেন, এর উত্তরে—) প্রতি কানন-
কুঞ্জমন্দিরে, প্রতি পথে এবং প্রতি বৃক্ষলতায় তোমার অনুসন্ধান করতে করতে আমরা অবসাদগ্রস্ত-মনা হয়ে
গিয়েছি । অঃ এব তুমি নিজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে এই নিজজনদের আনন্দ দান কর ।

৭। (আমি এমন কি উপদ্রব করেছি, যার থেকে তোমাদের এত দুঃখ হল, এর উত্তরেই —)

হে প্রিয়তম ! পুরধার কটাক্ষশরে এ-যোষিৎগণের মন হায় হায় সদা অশেষে বিশেষে কেটে খণ্ড খণ্ড
করে দিচ্ছ । (অহো, বিদগ্ধজন তো যোষিৎদের উপরই কটাক্ষহেনে থাকে, এতে আর কি হয়েছে ? আমাদের

- ৮। অথ নো বধ এব তে মতো, যদি হা হন্তু বৃথা স্ব রক্ষিতাঃ ।
বিষ-বারি-দবানলাদিতো, স্বনবর্ষাকরকাদি-পাততঃ ॥
- ৯। অথবা সকলাবনেহবিতা, বত যুয়ং চ তথৈতি ভাষসে ।
পুরুষৈরুদিতৈর্বিনাশ্য কিং, পুনরশ্বাকমসুনপালয়ঃ ॥
- ১০। ন তবেহিতহেতুরীক্ষ্যতে, পরমশ্বেচ্ছ কুতুহলাৎ পরঃ ।
ন বত ব্যতিরিক্তমিচ্ছতে, মৃতসঞ্জীবনতঃ কুতুহলম্ ॥

কৃতসীতি তব সার্বদিকং শীলমেবৈবতদিতি বর্তমানকালত্ম, যোষিতামিতি ন হি যোষিৎসু শরক্ষেপ উচিত ইতি ভাবঃ ।
নহু ভো নীতিতন্ত্রেপদেষ্টোযোষিৎশ্বেব কটাক্ষশরো নিক্ষেপু মুচিতো বিদগ্ধস্ত নাগেযু ? সত্যম্, অং কৌতুকেনোপহসসি,
অশ্বাকন্ত প্রাণত্যাগ ইত্যাহঃ—তদরমিতি । নোহশ্বাকময়ং কিং নৈব বধঃ ? অপি তু বধ এব । অয়ং ভাবঃ—কটাক্ষশরং
প্রহৃত্য যথা যোষিতো ন ত্রিয়ন্তে, তথা তত্তত্তরং তৎসমুচিতং সঙ্কক্ষণমপি বিদগ্ধজনঃ করোতি, অং তু ন তথা করোবীতি ।
অস্মি জীবধ এব ফলিষ্যতীতি ভাবঃ ॥

৮। ওমিতি ব্রবন্তঃ তমাহঃ—অথৈতি । মতোহভিপ্রেতঃ, করকা বর্ষোপলঃ, বৃথা রক্ষিতা বয়মিতি স্তোপেক্ষাতে,
বধ্যো জনো ন পুণ্যতে ইতি নীতেঃ । পুতিপালিতজনবধে চ হত্যাবৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ ॥

৯। সকলানাং সর্বব্রজবাসিনামবনে পালনে কর্তব্যে যুয়ং তদন্তঃপাতিতগোহবিতা দৈবাদ্রক্ষিতা অভূত, অগ্ন-
জনাংসংপূক্ততয়া যদি পুাপ্তা অভবিষ্যত, তদা ব্রহ্মনিয়মেবেতি ভাবঃ । ইতি ভাষসে চেৎ, তদা পুরুষৈরুদিতৈর্বাটকাঃ;
(ভাঃ ১০।২০।২২) “তদ্ যাত মা চিরং যোষম্” ইত্যাদিভিরশ্বাকমেবৈব পৃথক পুাপ্তানামসুন পুাপ্তান্ বিনাশ্য পুনর্মন্দ-
হসিতপুন্দ্রনৌষধেন কিং কিমর্থপালয়ঃ, রক্ষিতবানসি ॥

১০। তত্র তুষ্ণীং স্থিতমিবালক্ষ্য স্বয়মেব তৎকারণমাহঃ—ন তবেতি । দ্বেহিতস্ত তাদৃশচেষ্টিতস্ত হেতুঃ কুতুহলাৎ
পরোহন্তো ন লক্ষ্যতে, যতঃ পরমা শ্বেচ্ছৈব যন্ত হে তাদৃশ ! কুতুহলশ্চাপি বৈবিধ্যে মৃতসঞ্জীবনতো ব্যতিরিক্তম্ । অগ্নং
কুতুহলং নেয্যতে, যুক্ত্যা ন লভ্যতে; আদৌ জন্তুর্মৃতঃ ক্রিয়তে, পশ্যাৎ সংজীব্যতে, পুনরপি মার্যতে, পুনশ্চ সংজীব্যতে,
ইত্যেবং লক্ষণমেব কুতুহলম্, তথৈবোপলভ্যত্বাৎ ॥

প্রাণ বেড়িয়ে যাচ্ছে, আর তুমি উপহাস করছো ?) হায় হায় এ কি আমাদের বধ নয় ?

৮। অতঃপর বলার কথা, আমাদের বধই যদি তোমার অভিপ্রেত, তবে হায় হায়, বৃথাই রক্ষিতা
হয়েছিলাম, বিষ-বারি-দাবানল, তথা স্বনবর্ষাকরকাদি বর্ষণ থেকে ।

৯। অথবা সকল ব্রজবাসিদের পালনের অন্তর্গত ভাবেই অহো তোমরা দৈব থেকে রক্ষিতা হয়েছ,
এরূপ যদি বল তার উত্তরে শোন—যেরে ফিরে যাও এরূপ কর্তার বাক্যে বিনাশ করে পুনরায় কিসের জন্ত
মন্দমধুরহাসিকরূপ ঔষধে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ ?

১০। হে পরমশ্বেচ্ছাময় প্রভো ! আমোদ করা ছাড়া তাদৃশ চেষ্টার অর্থ কোনও হেতু দেখা যাচ্ছে
না । আর হায় হায়, বার বার মারণ-জিয়ানো খেলামোদ ছাড়া অর্থ কোনও আমোদও যুক্তি দ্বারা পাওয়া
যাচ্ছে না ।

- ১১। ন হি জীবয়িতুং পরিশ্রম-স্তব দুঃস্থিত-জীবিতা হি নঃ ।
তব দর্শন এব তদুবে-স্বদৃতে নো ন হি জীবিতং পরম্ ॥
- ১২। ন হি বল্লববংশজো ভবান্, গতভীর্বল্লবযোষিতাং ধধে ।
সহবাসসপোক্তসম্পদে, বত যঃ কোহপি ভবেদনুগ্রহী ॥
- ১৩। অহিণেন ন বিশ্বগুপ্তয়ে, ক্ষমিতিভূত্যা ভূবি প্রকাশিতঃ ।
অথ বিশ্বগতা হি মাদৃশী, ব'ত গোপায়সি কিং ন মুহুতীঃ ॥
- ১৪। ভবভীতিজুবাং কৃতাভয়ং, রতিভাজামভিলাষববু'কম্ ।
কমলাকরলালিতং প্রভো, কুরু নঃ শীর্ঘনি পাণিপল্লবম্ ॥

১১। নহু মারণং সূকরমেব, মৃতস্ত সঞ্জীবনস্ত দুঃস্বপ্নমিত্যত আহং—ন হীতি। দূরে স্থিতং জীবিতং যাসাং তা অস্মান্। তৎ জীবনং ভবেৎ, যতস্বদৃতে যাং বিনা পরমগুং জীবিতং ন হি, অতঃ স্বস্ত দর্শনাদর্শনে এব দৃষ্টান্তকং জীবন-মরণে করোষীত্যর্থঃ ॥

১২। হংহো তৎকৌতূহলঞ্চ মহামনুর্দীর্ঘরাজপুত্রাণাং জাতান্তর এব ঋতম্, ন তু স্বজাতিমাত্র এব, তব তু স্বপ্রিয়বন্ধুবর্গেণপি ভদিত্যাছঃ—ন হীতি। ন হি গতভীঃ, অপি তু গতভীরেবেত্যর্থঃ। যঃ কোহপি, সর্বোৎপীত্যাঃ। সত্তমস্ত পরেষামপি সম্পদে অনুগ্রহী ভবেৎ, ভবাংস্ত স্বেবাং বিপদে নিগ্রহী ভবেরিত্যনুগ্রহমোহসীতি ভাবঃ। অনেন 'নিশিতেন' ইत्याদিনা পঞ্চষট্কেন (ভা০ ১০।৩১।২) "শ্বরজ্ঞানাশয়ে" ইতি, (ভা০ ১০।৩১।৩) "বিষজলাপায়াৎ" ইতি মূল-পঞ্চদশমনুসৃতম্ ॥

১৩। নহু ব্রহ্মপ্রার্থনয়া পরমেশ্বর এবাবতীর্ণোহস্মি, নাহং কসাপি বংশজ ইতি চেৎ, মাংসাস্তৃ মৃষা স্বমাহাং

১১। (আর যদি বল মারা তো সহজ কিন্তু জিয়ানো কঠিন, এর উত্তরে বলছি শোন—)

তোমার পক্ষে কাউকে জিয়িয়ে তোলা পরিশ্রম কিছু নয়। যারা মরমর হয়ে আছে সেই আমাদের জীবন তোমার দর্শনই। এই দর্শন বিনা অথ কোনও জীবন নেই আমাদের। (অতএব নিজের দর্শন-অদর্শনের দ্বারাই জিয়ানো-মারণ খেলা কর।)

১২। অহো, এ এক আশ্চর্য, গোপবংশ জাত হয়েও তুমি গোপীবধে একেবারে নিঃশঙ্ক। সহবাসী হু সগোত্রজনের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোনও সাধারণ জনও তো আনুকূল্য করে থাকে।

১৩। (যদি বল আমি তো পরমেশ্বররূপে বিনা দ্বারেই ব্রহ্মার প্রার্থনায় অবতীর্ণ, আমি কোনও বংশে জন্মিনি—এর উত্তরে বলছি শোন, আমাদের সামনে নিজের মিথ্যা মাহাত্ম্য কেন প্রকাশ করছ—) বিশ্বের ব্রহ্মার জ্ঞাত ব্রহ্মা প্রার্থনা করে তোমাকে প্রকাশিত করে নি। যদি তা হতো হায় হায়, তবে বিশ্বগত মাদৃশী-জনদের কেন না রক্ষা করছ? এঁরা যে বিরহে মুহুমান্ হয়ে আছে।

১৪। (তোমার মাহাত্ম্য যদি সত্য হয় তবে তোমাকে বলছি শোন—)

হে প্রভো! ভবভয়ে ভীত জনের অভয়দায়ী, শ্রীতিমৎ-জনের অভিলাষ বর্ষণকারী এবং লক্ষ্মীদেবীর কর-লালিত তোমার পাণিপল্লব আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

- ১৫। স্বজন-স্ময়-খণ্ডনপ্রিয়, ব্রজদুঃখক্ষয়বীর ধীর নঃ ।
ভজ নির্গত-শঙ্ক কিস্করী-,মুখচন্দ্রং দ্রুতমেব দর্শয় ॥
- ১৬। ভজতামঘখণ্ডনং গবা-,মধুগং জীভরভূরিলাঞ্জনম্ ।
ফণিমৌলিমণিপ্রভাফিতং, স্তনয়োৱপৰ্য নঃ পদাসুজম্ ॥
- ১৭। বচসা মধুনোহপি মঞ্জুনা, মধুরার্থেন সুকোমলেন নঃ ।
চিরকালমুপোষিতে ইব, শ্রবণে জীবিতনাথ তর্পয় ॥
- ১৮। দর-হাসসুখানুধাবিনা, মধুরেণাধরবিশ্বশীধুনা ।
ভদদর্শনশোকশোষণা, দয়িতাপ্যায়িতুং ভ্রমহঁসি ॥

প্রকাশয়েত্যাহঃ—ক্রহিণেতি । ক্রহিণেনব্রজণা ত্বং ন পুকাশিতঃ, যতোহখেত্যাদি । অনেন (ভা° ১০।৩১।৪) “ন ধলু গোপিকানন্দনঃ” ইতি ॥

১৪। তম্বাহায়াং চেৎ সত্যম্, তর্হ্যেবং ত্বাং ক্রম ইত্যাহঃ—ভবেতি । অনেন (ভা° ১০।৩১।৫) “বিরচিতাভয়ং বৃক্ষিধ্বং” ইতি ॥

১৫। অথ তর্ধৈব দৈত্তোদয়েন তত্র দোষমনারোপয়ন্ত্যাহস্মাকং গর্বখণ্ডনার্থমেবমাচরিতং ত্রয়েত্যাহঃ—স্বজনস্ময় ইতি । স্ময়ো গর্বঃ, ব্রজদুঃখক্ষয়ে বীর সমর্থ । হে দয়াবীরেত্যর্থঃ । নির্গতা শঙ্কা যন্তেতি অধুনা প্যাস্মদগর্বশেবোহন্তীতি মা শঙ্কিষ্ঠা ইতি ভাবঃ । অতএব হে ধীর ! পরমবিচারজ পণ্ডিত ! অনেন (ভা° ১০।৩১।৬) “ব্রজজন্যর্তিহনু বীর যোষিতাম্” ইতি ॥

১৬। এবঞ্চ নয়নসম্পাপং নির্বাণ্য ভদ্রয়সম্পাপমপি নির্বাণয়েত্যাহঃ—ভজতামিতি কৃতজ্ঞম্, গবামিতি নিরুপদ্বি-
কৃপালুত্বম্, জীভরেতি স্বসৌন্দর্যেণ স্বত এব সর্বা কর্কষত্বম্, ফণিমৌলীতি মহাপ্রভাবত্বেন সৈদেবান্নানন্সং চোক্তম্ । তেনা-
স্মাকং ভজনমভজনং বা ভবতু, তথাপি পরমকৃপাময়ং সর্বা কর্কষং ত্রুচরণাজং স্বপ্রভাবেণৈব তপ্তকুচাবপি শীতলীকৃত্য তত্র
হাতুমর্হত্যেবেতি দ্যোতিতম্ । অনেন (ভা° ১০।৩১।৭) “প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণম্” ইতি ॥

১৭। ততশ্চ সন্তপ্তৌ কর্ণাবপি কৃতার্থীকুর্বিত্যাহঃ,—বচসেতি । মধুনোহপীত্যাদি-বিশেষণত্বয়ণ স্বরার্থশব্দানাং
সুখদম্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥

১৮। অথ ক্রমপুংসু বসনেন্দ্রিয়সুখমপ্যাশাসানান্ত্রৈব স্বৈবামসাধারণ্যং ব্যঞ্জয়ন্তি—দরহাসেতি সুধরাপ্যনুধাবনং

১৫। হে স্বজনগর্ব-খণ্ডনপ্রিয়, ব্রজদুঃখক্ষয়বীর, হে ধীর ! আমাদের এখনও গর্ব আছে, এ-শঙ্কা
কর না । আমাদের ভজনা কর । এই কিস্করীদিগকে অতি সত্তর তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করাও ।

১৬। ভজনশীল জনের পাপনাশন, গোপশ্চ দৃগামী, সৌন্দর্যনির্ভর ভুরি চিহ্নযুক্ত এবং কালিয়শিরের
মণিপ্রভায় পূজিত তোমার পদাসুজ আমাদের স্তনে অর্পণ কর ।

১৭। হে প্রাণনাথ । শ্রবণে মধুর হতেও মধুর, অর্থেও মধুর এবং সুকোমল তোমার কথামৃতের দ্বারা
চিরোপসিতের মতো আমাদের ক্ষুধার্ত কর্ণকে তর্পণ কর ।

১৮। হে দয়িত । মন্দমন্দ হাসসুখায় প্রফালিত, তোমার অদর্শন-শোকশোষণ এবং মধুর অধরবিশ্ব-
মধুদ্বারা আমাদের অপ্যায়িত করতে তুমি যোগ্য ।

- ১৯। অঘহন্তু নুতং কবীশ্বরৈঃ, শ্রুতিকান্তং বত তপ্তজীবনম্ ।
কথয়ন্তি ভবৎকথামৃৎং, মৃতসঞ্জীবনময়ং বৃধাঃ ॥
- ২০। অনুরাগবতাং তু চেতসা-মমৃতং বা কিমু বা হলাহলঃ ।
সুখদং চ সুদুঃখদঞ্চ ত- স্নহি নিদ্রাস্তব কাদৃশং বচঃ ॥
- ২১। অমৃতেন নিষেবিতং বহিঃ, ক্ষুরসারোদ্ধত-ধারবন্তরে ।
চরিতং চ বচশ্চ তে সমং রতিমন্তো হি বিদন্তি তত্ত্বতঃ ॥

প্রফালনং তদ্বতেতি মযনোৎপাত্ত বৈলক্ষণ্যমুক্তম্ । হে দয়িতেতি নিজভাবব্যঞ্জনা । পঞ্চদ্বয়েনানেন (ভাঃ ১০।৩১।৮) “মধুরয়া গিরা” ইতি ॥

১৯। কিঞ্চ, তদ্বিয়োগমহাব্যাধেঃ প্রসিক্তং ঔষধং সন্তিঃ সেব্যতে, তৎ প্রত্যুত সেবিতমস্মাকং তং দ্বিগুণী-
চকারৈবেত্যাছন্তিভিঃ । ‘অঘহন্তু’ ইত্যন্তরপঢ়ার্থমনুসৃত্য । বয়স্তু দুঃখবর্ধকমপি কথয়ামঃ । তথা নুতঞ্চ নিন্দিতঞ্চ শ্রুতি-
কান্তঞ্চ শ্রুতিতাপকঞ্চ তপ্তজীবনঞ্চ জীবনসম্ভাপকঞ্চ মৃতসঞ্জীবনঞ্চ জীবন মারকঞ্চ ॥

২০। অমৃতং বা হলাহলো বেতি । আশ্বাদনভৃক্ষয়োঃ গুণপদেবাতিবর্ধনাদিতি ভাবঃ । বিরহে তু তদতিস্মারকত্বেনা-
প্রাপ্ত্যা তৃষ্ণাধিক্যেন স্তবরামেব দুঃখদম্ ॥

২১। ননু “নিন্দামি চ পিবাযি চ” ইতি ত্রায়েন তর্হি কিং তদেব মুহুরনুশীলাতে ? তত্রাহঃ—অমৃতেনৈতি ।
উক্তার্থমেব চরিতঞ্চ বচশ্চেতি । যথা তব চরিত্রমধ্যে বয়ং পতিতাস্তথা বচস্তপীতি ভাবঃ । ‘অঘহন্তু’ ইতি পঞ্চদ্বয়েণ (ভাঃ
১০।৩১।৯) “তব কথামৃতম্” ইতি ॥

১৯। (আরও, সেই বিয়োগ মহাব্যাধির যে প্রসিক্ত ঔষধ সাধুগণ সেবা করে তারই সেবায় আমাদের
ব্যধি তো উল্টা দ্বিগুনীতই হয়ে উঠলো এ-কথাই ১৯, ২০, ২১ শ্লোকে বলা হচ্ছে—)

বুধজন প্রতিদিন বলে থাকে, তোমার কথামৃত পাপ-নাশন, কবীশ্বরগণের দ্বারা স্তুত, কর্ণরম্য,
হায় হায় ত্রিতাপ সন্তপ্ত জনের জীবন এবং মৃতসঞ্জীবন স্বরূপ । (আমাদের এ-ও আবার মনে হয়, তোমার
কথামৃত দুঃখবর্ধক, নিন্দিত, কর্ণের তাপদায়ক, জীবনসম্ভাপক এবং জীবনমারক । যথা)

২০। তোমাতে অনুরাগবহনকারিজনের পক্ষে তোমার কথা যুগপৎ সুখদায়ক ॥ দুঃখদায়ক । অহো
এ কি অমৃত কি হলাহল । তোমার কথা যে কি, তা বুঝে উঠতে পারছি না ।

২১। (নিন্দাও করছো, আবার পানও করছো । আমার কথা যদি এমনই, তবে পানই বা করছো
কেন ? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—)

বাইরে অমিয় মাখা, ভিতরে ক্ষুরশ্রেষ্ঠের মতো অতি তীক্ষ্ণ ধার—তোমার লীলা ও কথা দুই-ই সমান ।
প্রণয়িজনেরা ইহা যথার্থরূপেই জানে । (জানা সত্ত্বেও যেমন তোমার লীলা প্রবাহে পড়ে গিয়েছে তেমনই পড়ে
গিয়েছে তোমার কথা প্রবাহে ।)

- ২২। হসিতং প্রণয়াদ্রমীক্ষিতং, কিমপি ধ্যেয়মপীহিতং তব ।
নিভূতাশ্চ হৃদিম্পৃশঃ কথাঃ, কিতব ক্কাভয়তেহখিলং হি নঃ ॥
- ২৩। অণুমাত্রমপীহ বর্ততে, নতরাং প্রেম হি মাদৃশীষু বঃ ।
তিলমাত্রমপীহ তে ক্লমং, ন সমর্থ্য বয়মীক্ষিতং তব ॥
- ২৪। ব্রজতি ব্রজতো গবাং ব্রজং, বিপিনে চারয়িতুং যদা ভবান্ ।
চরণৌ তব খিত্তত্ত্বগৈঃ, রিতি নঃ খিত্ততি মানসং তদা ॥
- ২৫। নবপদ্মপলাশকোমলং, ক তব শ্রীময়মজ্জিযুগ্মকম্ ।
স তীক্ষ্ণতরস্তৃণাকুরঃ, স্মরণং তদ্রণায় নো ভবেৎ ॥

২২। কিঞ্চ; অচেষ্টিতং সর্বমপি পূর্বং সুখদমপি দুঃখোদর্কমেবেত্যনুভবগতমিত্যাহঃ—হসিতমিতি । অনেন (ভা° ১০।৩১।১০) “প্রহসিতম্” ইতি ॥

২৩। কিঞ্চ, প্ৰেমশৃঙ্গো ভবানেব সূখী, প্ৰেমবত্যো বয়ং ভুক্ততে সदैব দুঃখিত্ব ইত্যাহঃ—অণুমাত্রপীতি ॥

২৪। তদেব পুণ্ডরিক—ব্রজতীতি ॥

২৫। নহু পৰ্বচতাং জগজ্জনানাং মধ্যে মমৈব চরণৌ তৃণৈঃ খিত্তত্ব ইতি কণ্ঠমবগতম্? কথং বা তয়োঃ খেদো যুগ্মমানসে এব সংক্ৰান্তঃ? তত্রাহঃ—নবপদ্মেতি । যুগ্মকমিত্যানুকম্পায়াং কন্ । স্মরণমিত্যানুমানাদেবেতি ভাবঃ । ততশ্চ তথা শ্রবণদর্শনয়োঃস্বতিকৈমুতামানীতম্ । অনেন শ্লোকত্রয়েণ (ভা° ১০।৩১।১১) “চলসি যদব্রজাং” ইতি ॥

২২। (তোমার লীলা সব কিছুই প্রথমে সুখদ হলেও পরিণামে দুঃখদ—তা অধুনা জানলাম—তাই বলছি—)

তোমার প্রেমাদ্র' নয়নের চাউনি, যা-কিছু লীলা এবং হৃদয়স্পর্শী রহোকথা সব কিছুই হে শঠ !
আমাদিগকে দুঃখে আকুল করে তুলছে ।

২৩। (আরও, প্রেমশৃঙ্গ তুমিই সূখী প্রেমবতী আমরা তোমার ব্যবহারে সদাই দুঃখী—)

মাদৃশী প্রেমবতী এই গোপীদের প্রতি তোমার অনুমাত্রও প্রেম নেই । থাকতো যদি আমাদের দুঃখ দেখতে পারতে কি? এদিকে আমরা তো তোমার দুঃখ তিলমাত্রও দেখতে সমর্থ নই ।

২৪। যখন তুমি নন্দগাঁ থেকে বনে যাও খেঁচু চরাতে তখন চরণ-তোমার তৃণে ব্যথিত হয় । সে ব্যথা কি আমাদের শ্রাণে বাজে না ।

২৫। (এ বনপথে কত কত জনই তো যায় । শুধু যে আমার চরণেই ব্যথা লাগে, এ জানলে কি করে? আর কি করেই বা এ-ব্যথা তোমাদের মনে গিয়ে বাজলো? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—)

কোথায় তোমার নবপদ্মপত্র কোমল শোভাময় পদযুগল, আর কোথায় অতি তীক্ষ্ণ তৃণাকুর—এ চিন্তাই আমাদের মরণের কারণ হয়ে যায়, দর্শন শ্রবণ তো দূরের কথা ।

- ২৬। সকলং দিনমেবমেব হে, রমণ ত্বদনুচ্ছেদচিন্তয়া ।
অথ মর্মণি মর্মণি ভ্রমন্, ব্যথয়ত্যেব স কোহপি হৃদব্রণঃ ॥
- ২৭। অথ যদিবসাবসানতো, বিপিনাস্তাদব্রজমধ্যমাবিশন্ ।
ঘনগোথুরধূলিধূসরৈঃ, রলকৈশ্চাক্রমুখং চ দর্শয়ন্ ॥
- ২৮। হৃদয়ে মনসোহপ্যগাচরং, কুসুমেষুং সহসা প্রবেশয়ন্ ।
বিবিধৈরভিলাষকল্পমৈঃ, কলিলং নাথ করোষি নো মনঃ ॥
- ২৯। অয়মেচ্ছতি নোহন্ত মন্দিরং, রজনাবিত্যভিলাষরংহসা ।
সকলাং রজনিং প্রজাগরৈঃ, রতিচ্ছেদ দগময়ামহে বয়ম্ ॥
- ৩০। ইতি নৈব কদাপি নো ভবান্ সুখদোহভূদনুভূতসৌহৃদঃ ।
অকরোং প্রিয়মন্ত যৎ ক্ষণং বত তস্মিন্ পরিণাম ইদৃশঃ ॥

২৬। ন চ তৎ স্মরণং ক্ষণিকম্, নাপি সানোবাধা একদৈশবর্তিনী, নাপ্যাপশমনবর্তীত্যাহঃ—সকলমিতি ।
অথোক্তো এবার্থে শ্লোকাদৌ যোজ্যম্ ॥

২৭। অথ তদনন্তরম্ ॥

২৮। সহসা দর্শনসমকালমেবেত্যর্থঃ, কলিলং ব্যামিশ্রম্ ॥

২৯। কৌদূর্শমভিলাষকল্পনমত আহঃ—অয়মেচ্ছতীতি ॥

৩০। অনুভূতং সৌহৃদং যন্ত সঃ । শ্লোকপঞ্চকেন (ভাঃ ১০।৩১।১২) “দিনপরিষ্করে” ইতি ॥

২৬। (সেই চিন্তা ক্ষণিকেরও নয়, আর এক দেশবর্তিনীও নয়, আর এর উপশমও হবার নয়, তাই বলা হচ্ছে—) হে রমণ ! আমাদের সমস্ত দিন-তোমার বনছুঃখ চিন্তাতেই কাটে, আর সেই কোনও অনির্বচনীয় হৃদব্রণ মর্মে মর্মে ঘুর ঘুর করে আমাদের ব্যথায় জর্জরিত করে তোলে ।

২৭, ২৮। অতঃপর ঐ দিবসাবসানে বনপ্রান্ত থেকে গোকুল মধ্যে প্রবেশ করত ঘন গোথুরধূলি-ধূসরিত অলকে মনোরম তোমার মুখকমল আমাদের নয়ন সম্মুখে তুলে ধর। এতে মনেরও অগোচর কন্দর্প সহসাই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে হে নাথ, আমাদের পাগল করে তোলে বিবিধ অভিলাষ কল্পনা মনে উদয় করিয়ে ।

২৯। (কি প্রকার কল্পনা, তাই বলা হচ্ছে—)

আজ রজনৌষোগে আমাদের মন্দিরে প্রিয়তম অবশ্য আসবে—এই অভিলাষ-কল্পনাবোগে সারারাত আমাদের যায় জাগরণে অতি দুঃখে ।

৩০। এইরূপে কখনও-ই তুমি সুখদ হও না । ওহে বঁধুয়া ! তোমায় বন্ধুত্ব আমাদের অনুভূত বটে, কিন্তু দেখ আজও যে ক্ষণকাল আমাদের শ্রীতিজনক কার্য করলে হায় হায়, তাতেও পরিণাম ইদৃশ দুঃখদই হয়ে দাঁড়াল ।

- ৩১। প্রণতাভিমতপ্রদং বিধে-রপি বন্দ্যং ধরণীবিভূষণম্ ।
স্মৃতিমাত্রনিপদ্বিশোষণং, পদপদ্মং স্তনয়োবিধেহি নঃ ॥
- ৩২। দরঘর্মপয়োমধুদ্রবং, নখচন্দ্রহ্যতিবৃন্দকেশরম্ ।
লসতাচলদঙ্গুলীদলং, পদপদ্মং স্তনপূর্ণকুন্তয়োঃ ॥
- ৩৩। রতিবর্ধনমর্দনং শুচাং, মুরলী-চুস্বন লব্বসৌভগম্ ।
বিষয়াস্তুরাগনাশনং, মধুরং পায়য় নোহধরামৃতম্ ॥
- ৩৪। মুরলীকৃতপানমাননং, ॥ হি বঃ পেরমিতি স্ম মাভিধাঃ ।
ন মধু জরদাহনাশনং সরষোচ্ছিষ্টমিতীহ হীয়তে ॥
- ৩৫। অটো বিপিনে দিনে, তব, স্মিতপীযূষ-স্থপেশলং মুখম্ ।
ন দৃশ্যং বিষয়ো যদা ভবেৎ, ক্রটিরেকাপি তদা যুগায়তে ॥

৩১। অথেষং দোষারোপেণ বিমুখীভূতাপগতং ক্লম্যন্তমিব কান্তং মত্বা কৃতান্তুতাপাঃ পুনরুৎপন্নন্ত্য আহঃ—
প্রণতেতি ॥

৩২। চরণস্থ পদমুপপাদয়ন্তি—দরঘর্মমতি । শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৩) “প্রণতকামদম্” ইতি ॥

৩৩। অথ তথৈব দত্তাদঙ্গলমিব তং মত্বা জাতস্মরোন্মাদাঃ সুরতধাষ্ট্যমর্থয়ন্তে—রতিবর্ধনমিতি ॥

৩৪। তন্ত্রোষধং ব্যাজেন নিজাতিলোভাভ্যমেব ব্যঞ্জয়ন্ত্য আহঃ—মুরলীতি । নিপ্রাণায়ী অপি মুরল্যা লোভ-
ধাষ্ট্যমুপাদয়ন্তি, কিমুতাস্মাকমিত্যপি ছোতীতম্ । সরষা মধুমক্ষিকা, ন হীয়তে ন ত্যজ্যতে শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৪)

৩১। (উক্ত দোষারোপে বিমুখ হয়ে কান্ত চলে গেল বুঝি রাগ করে—এরূপ মনে করে অতুতপ্ত
হয়ে প্রিয়তমের সন্তোষবিধানার্থে পুনরায় বলতে লাগলেন—)

প্রণতজনের বাঞ্ছিত ধন, ব্রহ্মার বন্দনীয়, পৃথিবীর অলঙ্কার এবং স্মরণমাত্র বিপদ-শোষণ তোমার
পাদপদ্ম আমাদের কুচোপরি অর্পণ কর ।

৩২। বিন্দু বিন্দু স্বর্মজলরূপ মধুদ্রবে ব্যাপ্ত নখচন্দ্ররূপ কেশরে দীপ্ত এবং চঞ্চল অঙ্গুলীরূপ পাপড়িতে
ললিত তোমার পদপদ্ম আমাদের স্তনরূপ পূর্ণঘটোপরি শোভা পেতে থাকুক ।

৩৩। (অতঃপর প্রিয় যেন এরূপ অঙ্গসঙ্গ দান করছেন, এরূপ মনে করে কামবেগে উন্মাদ গোপী-
গণ সুরত-ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন—)

রতিবর্ধন, শোকনাশন, মুরলী-চুস্বন-লব্ব কীর্তিতে মহান্ এবং বিষয়াস্তুর-রাগনাশন তোমার মধুর
অধরামৃত আমাদের পান করাত ।

৩৪। মুরলীর উচ্ছিষ্ট আনন তোমাদের পানের যোগ্য নয়, এরূপ বলো না । কেন-না মধুমক্ষিকার
উচ্ছিষ্ট বলে জরদাহ-নাশন মধু এ-জগতে কখনও-ই ত্যক্ত হয় না ।

৩৫। (ব্যতিরেক ভাবে দুঃখের দুঃসহজ বলা হচ্ছে—)

দিবাভাগে বনবিহারকালে তোমার হাস্ত মধুভরা সুচারু বদনকমল যখন আমাদের নয়নের বিষয়
হয়, তখন একটি ক্ষণের সুস্মৃতম্ অংশও একটি যুগের মতো মনে হয় ।

৩৬। বিষয়োহপি দৃশ্যং যদা ভবে-দদনং তে কমলেন্দুনিন্দকম্ ।

নয়নস্ত্র নিমেষ এব নো, ব্যথয়তোব মনো যুগান্তবৎ ।

৩৭। অথ পতিভির্নিরুধ্যমানা মানাপগমে যা গুণদেহং দেহং বিহায় কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সমুচিতং দেহমাসা-
দিতাস্তা এব সাভিমানমাক্রোশন্ত্য উচুঃ ।

৩৮। ‘পতি-পুত্র-সুহৃৎ-সহোদরান, তৃণকল্লানতিমুচ্য তেহস্তিকম ।

কিতবোপগতাঃ পুনঃ কথং, বিপিনে নো নিশি কষ্টমত্যজঃ ॥’

৩৯। পুনঃ সকলা এব সকলা এবমুচুঃ,—

‘হসিতং মূহ চাকু বৌদ্ধিতং, রহসি প্রেমবচঃ স্মরোদয়ম্ ।

ভুজয়োকরসশ্চ রস্ততাং, বিমুখম্নো হৃদয়ং বিমুহুতি ॥

“সুরতবর্ধনং শোকনাশনম্” ইতি ॥

৩৫। ব্যতিরেকেণ তু হৃৎশস্ত্র হৃৎসহজমাহুঃ—অটত ইতি ॥

৩৬। যুগান্তবৎ প্রলয় ইব নিমেষো মনঃ কর্ম ব্যথয়তি । ক্ষণত্র কল্লতা নিমেষাসহতেতি মহাভাবানুভাবো ।
শ্লোকদ্বয়েন (ভাং ১০।৩১।১৫) “অটতি যদ্ভবানহি কাননম্” ইতি ॥

৩৭। মানস্ত্র জ্ঞানত্যাগমে মুছায়াং সত্যামিতার্থঃ । গুণদেহং সঙ্গাদিগুণলিপ্তম্ ॥

৩৮। পতিপুত্রেতি জনিয়মাণ-পুত্রশোকত্যাগ এব পুত্রত্যাগঃ । কিতবেতি পুনরপি ত্যাজ্যিতং প্রযতস ইতি
ভাবঃ । অনেন (ভাং ১০।৩১।১৬) “পতিসুতাশয়” ইতি । তত্র চ “গতিবিদঃ” ইতি পদশাস্ত্রদেহ-ত্যাগরূপাং গতিং জ্ঞানত
এব তবাস্তিকমিতি ব্যাখ্যান-বশাত্তদ্বর্গমাত্রগামিভুং পত্তশ্রোত্রীতম্ ॥

৩৯। এবমুচুরিত্যাহো স্মোহনতয়া সর্বা এব বয়মতিচতুরা অপি নিগীর্ণা নৈকস্তা অপি রক্ষতি । মোহনবস্তুগ্বেব
গণয়ন্তি—হসিতমিতি । এবং ব্যস্ততয়া বড়েব, সমস্ততয়া তু নিজ-ভুজ-বক্ষঃসমীক্ষণ পূর্বক-হসিতপুরুঃসরাস্বদবলোকন-
ত্রক্ষিতং সপ্রেম কামকলাময়ং বচনম্বেবমেব মহামোহনমিতি বিষদ্বিচারেণাস্বাদয়ং সদিতিার্থঃ । অনেন (ভাং ১০।৩১।১৭)

৩৬। কমল ও চাঁদ তুচ্ছকারী তোমার বদন যখন নয়নের বিষয় হয়, তখন আমাদের নয়নের একটি
নিমেষও প্রলয়ের মতো আমাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে ।

৩৭। অতঃপর পতিগণের দ্বারা অবরুদ্ধা গোপীগণ যারা মুছাগত অবস্থায় সঙ্গাদিগুণ-লিপ্ত দেহ
ত্যাগ করে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ সমুচিত দেহ লাভ করেছিল, তারা অভিমানের সহিত অভিযোগ করতে করতে বললেন—

৩৮। হে শট্ ! পতি পুত্র-সুহৃদ-সহোদরগণকে তুণের মতো ত্যাগ করে আমরা তোমার নিকট
এসেছি । হা কষ্টে তুমি এই বনে, তাও আবার রাত্রিকালে কি করে ত্যাগ করলে আমাদের ।

৩৯। পুনরায় সকল গোপী মিলে কলাপূর্বক এইরূপ বললেন—(অহো তোমার মোহনতায় অতি-
চতুর হলেও আমরা সকলেই গলাধঃকৃত হয়েছি । একজনও রক্ষা পাইনি—ভঙ্গী করে এক্রূপ বলবার পর
সেই মোহন বস্তুগুলির নাম ধরে ধরে বলা হচ্ছে—)তোমার মূহহাসি,চাকু ঈক্ষণ,রহোস্থানে প্রেমালাপ, কামোদয়
এবং বাস্তবুগলের, ওথা বক্ষের রস্ততা বিচার করে করে আস্বাদনে আমাদের হৃদয় বিমোহিত হয়ে পড়ছে ।

- ৪০। ব্রজ-কাননবাসিনাং যুদে, ভবতো ব্যক্তিরিতীয়তীং প্রথাম্ ।
ব্যভিচারবতীং স্ব মা কৃথাঃ, প্রথয়াস্মগ্ননসো রুজাং ক্ষয়ম্ ॥
- ৪১। তব তচরণাশ্রুজং বিভো, কঠিনেষু স্তনমণ্ডলেষু যৎ ।
সভয়ং বিভ্রমো বনেহমুনা, বিচরমো হ্রুবে তৃণাকুরৈঃ ॥
- ৪২। কঠিনাঃ কুচমণ্ডলা হি বো, যদবঃ স্থান' মমাজ্জি সঙ্গতঃ ।
ইতরে তৃণশর্করাদয়ো, হাপি মেঘস্তি ন তৈর্মম ব্যথা ॥
- ৪৩। ইতি চেদৃতমেব নো যুবা, কুলিশং যদ্রবতি তদীক্ষণাৎ ।
কুলিশাদপি নিষ্ঠুরাশ্রনাং, কিমুরোজাঃ কঠিনা ন সন্ত নঃ ॥ (যুগাকম্)
- ৪৪। কুহুমাদপি কোমলং মন-স্তব যৎ প্রৈতি মহাকঠোরতাম্ ।
তদপি হৃতিদারুণাশ্রনাং, বাদৃচ্ছিক-সঙ্গতো হি নঃ ॥

“ব্রহ্মসি সংবিদম্” ইতি ॥

৪০। কৃতমস্মদপেক্ষয়া, স্বযশো নৈর্মল্যরক্ষণানুরোধেনাপ্যস্মাং স্ত্রার্ষেত্যাহঃ—ব্রজেতি । অনেন (ভা০ ১০।৩।১৮)

“ব্রজবনৌকসাম্” ইতি ॥

৪১। অহো চিত্রমস্মান্ বিহার স্বকষ্টমপ্যুররীকৃষে, তেনাপ্যস্মান্ পুনর্হঃ ষ্মিতুমিত্যাহঃ—তবেতি । সভয়ং বিভ্রম ইতি স্তনস্পর্শেন তন্ম সুখমতীত্যনুসন্ধায়ৈব বিব্রতোঃপি কাঠিন্যং বিমুক্ত সভয়মেব বিভ্রম ইত্যর্থঃ । অমুনা চরণাশ্রুজেন নোইস্ম'নেব হ্রুবে, হ্রুন্ সন্নিতি ভাবঃ ॥

৪২। মেঘস্তি অজ্বি সঙ্গতো দ্রবস্তি, কোমলারম্ভে ইত্যর্থঃ । ‘জিমিদা মেহনে’ ॥

৪৩। স্তবমেব সত্যমেব, নৈতন্ম যা বদন্তীত্যর্থঃ । নিষ্ঠুরাশ্রনামিতি স্ববিচ্ছেদেহপ্যাশ্রনামনিষ্কমণাদিতি ভাবঃ ॥

৪৪। হস্ত কিং বক্তব্যমস্মৎকাঠিন্যগৌরবম্, বেন ত্বমপি কঠিনীকৃতোহভূরিত্যাহঃ—কুহুমাদপীতি । যদা, বচনভঙ্গ্যা

৪০। (আচ্ছা থাক্ আমাদের খাতিরে যা করবার ভো করেছ, এবার নিজের যশো নৈর্মল্য রক্ষার খাতিরেও তো আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার—এই আশয়েই বলা হচ্ছে—)

ব্রজকাননবাসিগণের আনন্দদানের জন্ত তোমার অবতার, এতাবৎ খ্যাতির অস্বাচরণ করোনা । আমাদের মনোপীড়া নাশ করে দেও ।

৪১। (অহো কি আশ্চর্য নিজের কষ্ট স্বীকার করে নিয়েও আমাদের ত্যাগ করেছ, হ্যা এও পুনরায় আমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্তই—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

হে বিভো ! তোমার যে চরণকমল কঠিন স্তনমণ্ডলে সভয়ে ধারণ করেছি আমরা তা কি এই বন-বিহার-কালে তৃণাকুরের দ্বারা ব্যথিত হয় না ?

৪২, ৪৩। (পূর্বপক্ষ কল্পনা) আমার চরণমিলনে তোমাদের কঠিন কুচমণ্ডল কি কোমলতা প্রাপ্ত হয় না ? তুচ্ছ তৃণশর্করাদি কিন্তু কোমল হয়ে যায় । এদের দ্বারা আমার ব্যথা হয় না (গোপীগণের উত্তর—) এরূপ যদি হে প্রিয়তম তুমি বল, তবে তা সত্যই, মিথ্যা নয় । যেহেতু তোমার ঈক্ষণে বজ্রও গলে যায়, কিন্তু

- ৪৫। অসমগ্রসমেতদুচকৈ-যুগপদভূরিবধুবধস্তব।
ইতি নো বিতথা মতিবৃথা, ব্রজতোহস্মন্ প্রসভং রুণংসি নঃ ॥
- ৪৬। অথবা কুহকৈক কৌতুকী, হ্রদয়ে নঃ প্রকটং পরিষ্কুরন।
নিরুণংসি বহির্বিনির্ধতো, বত নোহস্মুনিতি তেহতিকৌতুকম্ ॥
- ৪৭। ন বয়ং বহুভির্গবেষণৈ-রহহ স্বামবলোকিতুং ক্ষমাঃ।
ইতি নাথ ভবদগবেষণে, স্বয়মেব প্রসরন্তি নোহসবঃ ॥

তত্ত্ব স্বাভাবিকমেব নৈষ্ঠুং স্বেবাস্ত নৈসর্গিকমেব সারল্যং ব্যাজন্ত্যা। দ্রুতরন্ত্য আহঃ—কঠিনা কুচমণ্ডলা ইত্যাদি।
এতৎপদ্যচতুষ্টয়েন (ভা০ ১০।৩১।১২) “যন্তে স্ত্রীভ্য চরণাধুকহম্” ইতি ॥

৪৫। তত্বেব ব্যাজন্ত্যা ৷৷ নিষ্কপদ্যমাহঃ—অসমগ্রসমিতি। ব্রজতোহপি প্রাণান্ বলাদেব রুণংসি, অহে
কৃপালুস্মিতি ভাবঃ। বস্ত্তস্ত নিধাস্তোহপি প্রাণাস্তদাশ্রয়ৈব পীড়োদ্রেকলিপ্সয়ৈব ন নিধান্তি, অতো মারণাদপ্যধিকহঃ-
দোহসীতি ভাবঃ ॥

৪৬। কিঞ্চ, আশাবন্ধতোহ্যাপ্যধাপ্তাঃ প্রাণাস্তংক্ষুণ্ঠিত্যেব রক্ষ্যন্তে, ইত্যাহঃ—অথবেতি। বহিরন্তর্ধার অস্মন্
যাপয়সি, পুনহ্রদয়ে পরিষ্কুরন নিরুণংসি, ইতি নিষ্করণনিরোধনময়ং তত্বেতদতিকৌতুকমিতি ॥

বজ্র হতেও নির্ভুর যে আমাদের মন। আমাদের কুচমণ্ডল কেননা কঠিন হবে?

৪৪। (হায় হায় আমাদের কাঠিন্যগোরবের কথা আর বলবার কি আছে, যার সংসর্গে তোমাকেও
কঠিন করে দিয়েছে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে)

তোমার মন তো কুন্ত্যাদপি কোমলই বটে, কিন্তু এখন যেমনি কঠোরতা প্রাপ্ত করে নিয়েছ, তাও
অতি দারুণ মনে আমাদের হায় হায় বাদ্ভিক সঙ্গ থেকেই।

৪৫। (পূর্বের মতোই ব্যাজন্ত্যিতে প্রিয়ের কৃপাহীনতা বলা হচ্ছে—)

যুগপৎ তোমার বহুস্ত্রী বধ, এ এক মহান অযুক্তিমুক্ত কথা—এরূপ কারণশূন্য বিচারের বড় দুরবস্থা।
বরঞ্চ বেরিয়ে যাচ্ছে, এরূপ প্রাণকেও বলপূর্বক আটকে দেও তুমি, অহো কি কৃপা! (মরণাধিক ছঃখদ তুমি,
তাই দক্ষিয়ে দক্ষিয়ে মারতে চাওঃ।)

৪৬। (আরও, আশাবন্ধেও মরমর প্রাণকে ক্ষুণ্ণিই রক্ষা করে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

অথবা ইন্দ্রজালিকশ্রেষ্ঠ-কৌতুকী তুমি আমাদের হ্রদয়মধ্যে স্পষ্টভাবে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হয়ে হায় হায়
আমাদের বহির্চলমান প্রাণ আটকে দেও, এ তোমার অতি কৌতুক। (বাইরে অন্তর্ধান করে প্রাণ বের করার
উপক্রম কর, আবার তখনই হ্রদয়ে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হয়ে ওকে আটকে দেও, এরূপ নিষ্কামন-নিরোধনময় তোমার
এক অতিকৌতুক।)

৪৭। (আরও, এরূপ হলেও অতঃপর তুমিও আর আমাদের প্রাণ ধরে রাখতে পারবে না—
উৎপ্রেক্ষার সহিত ইহাই বলা হচ্ছে—)

হে নাথ! বহু অনুসন্ধান করেও অহহ, আমরা তোমাকে বের করতে সমর্থ হলাম না, তাই রাগ

- ৪৮। মম লন্ধিরহো মদিচ্ছয়া, ন বিনা তেন কৃতং সমুত্তমৈঃ ।
ইতি চেন্মনসি ক্ষুরদশাং, ত্যজ গচ্ছন্ত বহিব'তাসবঃ ॥
- ৪৯। অয়ি জীবিতনাথ জীবিতৈ-, ভবদেষ্মকৃতে বহির্গতৈঃ ।
স্বমবশ্যমবেক্ষ্যসেহিচিরা-, ন হি ভূত্যেযু পরাঙ মুখঃ প্রভুঃ ।'
- ৫০। ইতি রোদন-রীতি কোমলঃ, কলকণ্টীকুল-কণ্ঠনিবন্ধনঃ ।
মৃগ-পক্ষি-বধূরোদয়-, তরু-বল্লী-হৃদয়াগ্ৰদারয়ং ॥
- ৫১। নিকটস্থিত এব তত্র স, প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দনঃ ।
কৃতকং কঠিনত্বমাবহ-মপি সোঢ়ং প্রবভূব নাপরম্ ॥
- ৫২। পুনরপি বিলাপন্ত্যো মুক্তকণ্ঠং রুদত্যঃ, প্রিয়গুণগগনুচ্চৈঃ কোমলং কীর্তয়ন্ত্যঃ ।
তমথ সময়মীযুঃ প্রাণনির্ধাণতো বা, সুখদমবধিভূতং প্রাণনাথাগমাদ্ভা ॥

৪৭। কিঞ্চ, ভদপাতঃপরং নিরোকু মন্থনং ন পারয়িষ্যসি, ইত্যংক্ৰোধকণেনাহঃ—ন বয়মিতি । স্বয়মেবেতি যদি যুগং শ্রান্তান্তর্হি বয়মেবাঘেষ্টুমিতো নিঃসরাম ইত্যশ্চভাং প্রকূপ্যেবেত্যর্থঃ ॥

৪৮। ইতি চেন্দিত্তি । তবেচ্ছা তু নৈব ভবিষ্যতীতি বয়ং জানীম এবেতি ভাবঃ ॥

৪৯। বিলাপগীতমুপসংহরন্ত্যঃ সন্তারমাহঃ—অয়ি জীবিতেন্তি ॥

৫০। যুগেতি । অধিকৃত ভাবশাস্ত্রভাবোৎসবঃ; বহুত্বং তিরস্চামপি রোদনমিতি ॥

৫১। কৃতকং কৃত্রিমম্ ॥

৫২। তং সময়ম্; অবধিভূতঃ সন্তং সুখদম্ । জৈবুরিষ্টবত্যঃ । তস্তাবধিভূতত্বেন সুখদত্বে হেতুবল্লং প্রাণনির্ধাণতো

করে আমাদের প্রাণ নিজেই তোমার অঘেষণে বের হয়ে যাচ্ছে ।

৪৮। অহো আমার প্রাপ্তি তো আমার ইচ্ছা বিনা হয় না, কাজেই চেষ্টা করার কি প্রয়োজন ।
বেশ মনে নিলাম তোমার কথা, আর এ-ও ভালমতো জানি তোমার ইচ্ছাও হবে না, তাই বলছি, আমাদের
মনে ক্ষুতি প্রাপ্ত দশা ত্যাগ কর, আমাদের প্রাণ বের হয়ে যাক তোমার অনুসন্ধানে ।

৪৯। (বিলাপ-গীত উপসংহার করতে গিয়ে যুক্তির সহিত বলছেন—)

অয়ি প্রাণনাথ ! বহিরাগত প্রাণ তোমার অঘেষণ করতে থাকলে অবশ্যই শীঘ্র তোমাকে বের করে
ফেলবে । এ তো প্রসিদ্ধই আছে, নাথ কখনও-ই দাসের উপর বিমুখ হয় না ।

৫০। এইরূপ রোদনগুণে কোমল, পিককুল নিন্দিত কণ্ঠধ্বনি মৃগপক্ষিবধূদের কাঁদালো এবং তরু-
লতার হৃদয়বিদারক হল ।

৫১। সেখানেই নিকটেই বিরাজিত সেই প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দন মিথ্যা কাঠিন্য ধারণ করে থাকলেও
অতঃপর আর সহ্য করতে পারলেন না ।

৫২। এদিকে পুনরায় বিলাপ করতে করতে মুক্তকণ্ঠে রোদনপরায়ণা এবং প্রিয়ের গুণাবলী উচ্চস্বরে
কোমল কণ্ঠে কীর্তনপরায়ণা গোপীগণ অতঃপর তাঁদের হাতের সেই মুহূর্তমাত্র সময়টিকে সর্বদম্মতিক্রমে

৫৩। এবং সতি স তিরোভাবতো ভাবতোষণোপরতো রতোংসব ইব মূর্ত্তঃ স করুণারুণাপাঙ্গেশুণা তাসামন্তঃক্রান্তিলতাং সমূলমূলয়ন্নিব, স্মিতচন্দ্রিকয়া কয়াচন মনোরুগন্ধকারং বিদ্রোবয়ন্নিব, মধুরিমগরিমগভীর- তয়া মুহুরদিতরুদিতক্রমাদিকং কদাপি নানুভূতমিতি মিতিরহিতাং সম্বিদং প্রতিফলয়ন্নিব, তদেব প্রথমং প্রথ- মঙ্গলমঙ্গলস্ম্যাসৌভাগ্যং দর্শিতমিব প্রতিবোধয়ন্ বিরহরংহসা যদি তন্তুতো গবেষিতং তদপি স্বপ্নবিলসিতমিবানু- ভাবয়ন্, প্রমদমদনানন্দরসেন তাসাং হৃদয়ং সুহৃদয়ং সুক্ষালয়ন্নিব, বপুরপি বিষহকুশানুকুশানুতপ্তং তৎকালমেব তৃপ্ত নীতলতয়া স্তবপুরং বপুরস্তরতাং প্রাপয়ন্নিব, নিশ্চয়া গতং জীবিতং পুনরাপি স্থানস্থিতং কারয়ন্নিব, বিরহ ইতি নামধেয়ং কদাপি শ্রবণয়োঁ জাতমিতি ভাবং ভাবন্দিভং কুব্ধয়ন্নিব, এক এব যুগপদেব সর্ব। এব সমালিঙ্গ-

বা প্রাণনাথাগমাদ্বেতি ! অস্বর্থঃ—সর্বাভিঃ সম্মত্যা সন্তুষ্টায় কণাশ্রকঃ সময় এবাবধিষ্মেন ব্যবস্থাপিতঃ। যত্নে স নাশ্যতি, তদা প্রাণাংশ্যক্ভা সুখিতঃ শ্রাম; যত্নাশ্যতি, তদা প্রাণবত্যা এব সুখিতঃ শ্রাম, ইত্যুভয়ধাপ্যয়ং সময়ঃ সুখদোং- স্থিতি ভা নিরনৈশ্বর্যিতি ॥

৫৩। এবং সতি স কৃষ্ণস্তিরোভাবত উপরতঃ প্রাহরাসীদিত্যশ্বয়ঃ। অন্তঃক্রান্তীতি মনঃপীড়ায় এব কৃপাকটাক্ষ- ষুণা নিবর্ত্তাভে লতাভম্, ততোহপ্যতিশয়েন স্মিতচন্দ্রিকয়া চাক্ষকারবধোংপ্রেক্ষিতম্, ন তু বস্তুভেদস্ত। মধুরিমণো গরিমা গৌরবং তন্ত গভীরতয়া গান্তীর্ধেণ মিতিরহিতামপরিমিতাং সংবিদং জ্ঞানম্। প্রথং ধ্যাতং মঙ্গলং যত্র তৎ, অঙ্গলস্মী- সৌভাগ্যং প্রথমমেব দর্শিতমিতি। ভিসারান্তমারৈভাতাবন্তং কালমভিব্যাপ্যৈব দর্শিতমিতি জ্ঞাপয়ন্, ন তু বিলাপান্তে ইদানীমিত্যর্থঃ। ততশ্চ বিরহেতি স্বপ্নেতি তৎসদবিচ্ছেদভানুভবলোপাদিতি ভাবঃ। অয়ং সুহৃদবিরহকুশানুনা কুশলানু- তপ্তঞ্চ তথাভূতং বপুঃ স্তবপুং স্তবস্যা প্রশংসায়ঃ পুরং বাসস্থানম্; যবা, বপুরস্ততামিতাস্য বিশেষণমেতৎ। স্তবং পিপত্তীতি স্তবপুস্তাম্। ভা কান্তিস্তয়া বন্দিভং প্রদীপ্তং ভাবান্তরালুপ্তমিত্যর্থঃ। সমালিঙ্গয়িবেতি তদর্শনমপ্যালিঙ্গনজ্ঞানসুখদায়ক-

সৌম্যরূপে নির্ধারণ করে নিলেন সুখ প্রাপ্তির যদি এ-মূহুর্তে প্রিয়তম না আসে তবে প্রাণ-ত্যাগে সুখী হবো, আর যদি আসে তবে প্রাণ-প্রাচুর্যে সুখী হবো এইরূপে উভয়থা এই মূহুর্তটি সুখরূপে নির্ধারিত হল।

৫৪। এইরূপ যখন পরিস্থিতি তখন কৃষ্ণের প্রস্তুত ভাবের নিবৃত্তি হল। তিনি মূর্ত্তমান্ রতি-উৎ- সবের মতো আবির্ভূত হলেন গোপীসভা মধ্যে—যেন করুণা মাধানো অরুণ কটাক্ষ প্রাপ্তেচ্ছ গোপীদের মনো- পীড়া সমূলে উৎপাটিত করতে করতে, যেন কোনও অনির্বচনীয় মুহূ হাস জ্যোৎস্নায় গোপীমনোরাগ-অন্ধকার বিতাড়িত করতে করতে, মধুরিমা-গৌরব-গান্তীর্ধের দ্বারা গোপীচিত্তে মুহূঃমুহূঃ উদিত রোদন-খেদাদি কখনও-ই যেন অনুভূত হয় নি—এরূপ অসৌম্য জ্ঞান প্রতিফলন করাতে করাতে, অভিসারের পর থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত নিরন্তরই যেন তাঁর প্রসিদ্ধ মঙ্গলময় অঙ্গশোভা-সৌভাগ্য তাঁদের নয়নগোচরে রাখা হয়েছে—এরূপ বুকির উদয় করিয়ে এবং বিরহবেগে যদি ইতস্ততো অবেষণ করা হয়েছে তাও স্বপ্নবিলাসের মতো অনুভব করিয়ে প্রমত্ত কামনানন্দ রসে হৃদয় যেন তাঁদের ধুইয়ে দিতে দিতে, বিরহাগ্নির দ্বারা কুশ ও অনুতপ্ত তাঁদের শরীরকে সেই সময়েই তৃপ্ত-নীতলতায় প্রশংসিত অগ্নি একটি শরীর যেন প্রাপ্ত করিয়ে দিতে দিতে, বেরিয়ে যাওয়া প্রাণকে যেন পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করতে করতে, ‘বিরহ’নামক কোনও কিছু কদাপি কর্ণকুহরে যেন প্রবেশই করেনি এরূপ ভাবকে প্রদীপ্ত করে তুলতে তুলতে, একক তিনিই যেন যুগপদই সকলকে আলিঙ্গন করতে করতে

শ্লিব, গরিমধুরামধুরাধরসংযোগং কিমপি যুগপদেব সকলানামেব বিলসংকপোলচুশ্বন-চাতুরীমুরীকুব'শ্লিব, তত্রৈব স্থিতোহপি কুতশ্চিদিবাগতঃ সাক্ষান্মম্মথমম্মথ ইব, পীতাংগুকাংগুকান্তো বিলোল-বনমালস্তাসাং হৃদয়াকাশ-দিবাবনিতলাদিব, বনাস্তুরাদিব, ন কুতোহপৌবাগতস্তথৈব স্থিত ইব পু'দুরাসৌঃ ॥

৫৪। অকস্মাৎ কস্মাৎ কারণাদিব সমুদগতং পূর্ণসুধাকরমিব কুমুদিক্কাঃ, দুরবগ্রহাবগ্রহাবসানে তৎ-কালোদিতং নবধারাদরমিব চাতকযুবন্তয়ঃ, অভিভো বনং সমুজ্জলজ্জলন-সস্তাপদহমানা নির্মেঘমাসারং সারঙ্গ-রমণ্য ইব, পরপুরুষবশেষমারচয়া চিরান্নির্ভয়মানমাত্মনাং সত্ত্বস্তনবস্তনব ইব তমালোক্য যুগপদেব সমুল্লসিতা বভূব্রসিতাপাশ্রয়ঃ, তৎসমকালমেব প্রমোদেন সহ সমুত্তপুঃ, বপুষা সহ সকলসস্তাপং বিসম্মকঃ, উৎকণ্ঠয়া সহ সমীপমভিসম্মকঃ ॥

৫৫। ততশ্চ,

কাচিৎ করাস্মুকহমঞ্জলিনা স্ম ধত্তে, কাপাংসসীমনি ভুঞ্জং মদরূ'বতায়াম্ ।

তাস্মলচর্চিতমমুশ্র্য দধার কাচিৎ, পাণৌ হিরণ্ময়পতদগ্রহকান্তিক স্তে ॥

মিত্যর্থঃ । গরিমধুরা গৌরবাতিশয়েন মধুরস্যাধরস। সংযোগং বিনাপীতি চুশ্বনসুধমপি দর্শনাদেবোপলব্ধমিত্যর্থঃ ॥

৫৪। কুমুদিক্কা ইতি তং বিনা বভূব্রসেণ প্রফুল্লতানবাণ্ডে । চাতক্য ইতি তং বিনা তুষ্ণোথবিলাপানপগমাং, সারঙ্গরমণ্য ইতি তং বিনা বাহ্যভাস্তর-সস্তাপাশ্রয়ঃ; তনব ইতি তং বিনা স্বসত্তায়া অপ্যনবাণ্ডে ! তত্র দুরবগ্রহঃ স্বদর্শনাদানন্দোচ্চিঃ, স এবাবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধস্তস্তে । পরপুরুষবশং পরলোকগমনং কৃত্বা সত্ত্বস্তংক্ষণাদেব তনবো দেহাঃ তনবোহতিক্রশাঃ ॥

৫৫। অঞ্জলিনা স্ম ধত্ত ইতি বিনয়বতী দক্ষিণমুদীয়ম্, অংসসীমনীতি দক্ষিণগ্রন্থেরয়ম্, তাস্মলচর্চিতমিতি দক্ষিণ-

এবং গৌরবাতিশয়ে মধুর অধর সংযোগ বিনাও যুগপদ্ তাঁদের সকলের গালে চুশ্বনদান চাতুরী যেন প্রকাশ করতে করতে সেই স্থানেই স্থিত হয়েও কোথাও থেকে যেন আগত সাক্ষান্মম্মথমম্মথের মতো, পীতাংগুরের কিরণে মনোহর এবং দোলায়িত বনমালাধারী গোপীপ্রিয়বন্ধু আবির্ভূত হলেন যেন তাঁদের হৃদয়াকাশ থেকে যেন ভূগর্ভ থেকে, যেন বনাস্তুর থেকে অথবা যেন কোথাও থেকেই আগত হয়ে নয়, তত্রস্থ অবস্থিতি থেকেই ।

৫৪। তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ কাজলকাল নয়নকোনবিশিষ্টা গোপীগণ যুগপদই সকলে সমুল্লসিত হয়ে উঠলেন—কোনও কারণে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনীর মতো, বৃষ্টিপ্রতিবন্ধের অস্ত্রে তৎকালোদিত নব-জলধর দর্শনে চাতকযুবতীগণের মতো, চতুর্দিকে সমুজ্জল অগ্নিশিখার সস্তাপে দহমান্ বনে নির্মেঘধারাসম্পাত দর্শনে হরিণরমণীর মতো এবং পরলোকে গমন করত বহুকাল পর সেখান থেকে ফিরে আসা জীবাগ্নার দর্শনে হড্ডাসার শরীরের মতো । সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের সহিত তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন, নিজের শরীরের সহিত সকল সস্তাপ ভুলে গেলেন এবং উৎকণ্ঠার সহিত প্রিয়ের নিকট গেলেন ।

গোপীদের সন্তোগ প্রার্থনা সূচক বিবিধ ভাবোৎসবঃ

৫৫। অতঃপর বিনয়িনী দক্ষিণমুদী কেউ প্রিয়ের করকমল অঞ্জলিতে গ্রহণ করলেন, দক্ষিণপ্রথরা কেউ কস্তুরী লেপিত তাঁর কঁধে প্রিয়ের ভুজঙ্গও উঠিয়ে নিলেন, দক্ষিণ-মুদী সেবাপরা কেউ প্রিয়ের চর্চিত

৫৬। কাচিস্তপ্তনমুকুলয়োস্তংপদাঙ্কং নিধায়, প্রত্যগ্ৰোহনবকিসলয়াচ্ছাচ্ছমানাননম্ ॥

ভাবিক্রীড়াংসবরসমারম্ভ সংসূচকম্, স্বাদে শোভামধিত সূতনুঃ স্বর্ণকুস্তদয়ম্ ॥

৫৭। কাচিদ্ভালে ক্রকুটিকুটিলে তদ্বতী দ্রুতরজ্জ্বান, চঞ্চলকোণৈররুণতরুণৈরজ্জ্বানৈকৈরপাঙ্গৈঃ ॥

কন্দর্পম্ প্রমদগরগেনেব দিষ্টৈঃ পৃষৎকৈ- নিয়ন্তালোকত কুতুকিনী দম্ভদষ্টাধরক্ৰীঃ ॥

৫৮। অনিশমনিমিষাভ্যাং লোচনাভ্যামথৈকা, মুখকমলমধূলীমাপিবৎ প্রাণবন্ধোঃ ॥

অলভত ন পিপাসাপারমেষা তদাসী- দিয়মপি চ নিভাস্ত্য গীয়মানাপি পূর্ণা ॥

৫৯। তং কাপি লোচনপথেন নিবেশ্য চিত্তে, তেনৈব নির্গমন-শঙ্কনতো নতাক্ষী ॥

তৎকালমেব বিনিমীলিতলোচনৈব, রোমাঞ্চিতা বিধুমুখী চিরমালিলঙ্গ ॥

মুখী সেবাপরায়মঃ; পতঙ্গগ্রহ আলবাটিতি পীকদানীতি বা খ্যাতঃ ॥

৫৬। কাচিদ্ভূতি দক্ষিণপ্রথরম্। প্রত্যগ্ৰোহাভিনবেনোজ্জ্বলা নবকিশলয়েনাচ্ছাচ্ছমানমাননং যস্য তত্ত্বা, তস্য স্বর্ণকুস্তদয়স্য শোভাং স্বাদে অধিত ॥

৫৭। কাচিদ্ভাল ইতি যোষাবেশেনৈব কুটিলভাবোদগারপ্রার্থেহপি মধৌবেয়ম্, পূর্ববদ্বাহধারণাদি-প্রাগলভ্য-পুকাশনাদ্ব্যামা চ। পুষ্কটৌ মদ এব গরলং তেনঃ পৃষৎকৈর্বাধৈঃ। নিয়ন্তীতি করায়ুক্রহধারণাদিকাস্তাভিঃ সংপৃক্তমপি তং দূরহিতৈব সমীপং ক্ষোভয়ন্তীতি সৌভাগ্যোদ্রেকঃ সূচিতঃ। কুতুকিনী বিলাসবতীত্যন্তরুজ্জ্বাসেন, বদন্তঃ কোপাভাবশ্চ ॥

৫৮। এষা গোপী, ইয়মপি মুখকমলমধূলীমিতি তদঙ্গস্পর্শনাশ্রুতকরণাদ্ব্যামেয়ং পূর্বস্মাত্তাদৃশ-কটাক্ষশরাঘাত-জ্বাতক্ষোভস্য তস্য সমস্তমুখকমল-মধূল্যঃ পানজ্ঞানিতহর্ষণে বিস্মৃত-অপূর্ণধা তদানীং মধ্যায়মাত্মনৈব তৎসখীং বামা ॥

৫৯। তেনৈব লোচনপথেনৈব পুনর্নির্গমনং ততঃ শঙ্কনন্ত এব হেতোস্তৎকালমেব বিশেষণে নিমীলিতে লোচনে যয়া সা। নতাক্ষী কুটিলাক্ষীতি এষাপি বামা মধ্যা চ জ্ঞেয়া। বৈষ্ণবতোষণীব্যাখ্যানুসারেণ করায়ুক্রহধারণাত্মা এতাঃ

তাম্বুল তাঁর স্বর্ণপীকদানির কাস্তি থেকে দীপ্ত হাতে ধারণ করলেন।

৫৬। দক্ষিণপ্রথরা সূতনু কেউ তাঁর বিরহতপ্ত স্তন-মুকুলোপরি প্রিয়ের পদকমল স্থাপন করত অভি-নব নবপল্লবে আচ্ছাদিত মুখযুক্ত ও ভাবি রাসক্রীড়াংসবরসের সমারম্ভ-সূচক স্বর্ণষট্টিয়ুগলের শোভা নিজ অঙ্গে ধারণ করলেন।

৫৭। দম্ভদষ্ট অধরশোভাবিশিষ্টা বিলাসবতী কোনও মধ্যাব্যামা ক্রকুটিকুটিল কপালে অন্তর-উল্লাসে দ্রুতরঙ্গ বিস্তার করতে করতে অরুণ-তরুণ-অজ্ঞানাক্ত চঞ্চল নয়নকোণের দ্বারা কামের উগ্র গর্বগরল-লিপ্ত বাণের মতো কটাক্ষে আঘাত হেনে দূর থেকে দেখতে লাগলেন।

৫৮। তখন উপযুক্ত মধ্যাব্যামার কোনও সখী নিমেষরহিত নয়নে প্রাণবন্ধুর মুখকমলমধু নিরন্তর পান করতে লাগলেন, এততেও পিপাসা কিন্তু মিটলো না এঁর। এ-ই কিন্তু আবার একান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন কৃষ্ণের দ্বারা নয়নপথেই পীয়মান হয়ে।

৫৯। কোনও নতাক্ষি বিধুমুখী প্রিয়তমকে নয়নপথে জ্বরয়নন্দিরে প্রবেশ করিয়ে নির্গমন-শঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই নয়ন মুদ্রিত করে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গনে বদ্ধ রেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

৬০। ততশ্চ, কাচিং কাঞ্চনমঞ্জরীব বিনমদগাত্রী মনোরাগজৈ-
রাবেগৈঃ পৃথুবপথ্যবিকরুচে কৃষ্ণং বিলোক্যাগ্রতঃ ।
সংগ্রামোৎসব-কৌতুকেৎসুকতয়া সত্ত্বঃ প্রসূনায়ুধো
গবে'নৈব চকার চম্পকধনুঃকম্প্যন্ত সম্পাদকম্ ॥

৬১। ততশ্চ, অভ্রাম্নীয় পরম্পরাঙ্গুলিদলবাসজি পাণিহয়ং
লীলালশ্রবিলুপ্তয়ে তনুলতামুল্লাসয়ন্তী তিরঃ ।
মুগ্ধঃ সীমনি মণ্ডলীকৃতমতিশ্চৈরশ্র হর্ষোদয়া-
দ্যক্তেন্দ্রোঃ পরিধীচকার ভুভয়োযু'গ্মং চকোরেক্ষণা ॥

৬২। ততশ্চ, বামা বামকরাঙ্গুলীদলযুগেনাত্তরতী ছোটিকাং
নির্ধাহীতি ত্রিযোপসারণবিধেঃ সঙ্কেতমুদ্রামিব ।
ঈষন্নিঃসরতেব দন্তমহসা সার্কং বহিনিঃসৃতৌ
তস্তা এব হি বস্ম'কল্লনকৃতারস্তেব জস্তাং ব্যধাৎ ॥

ক্রমেণ চন্দ্রাবলী-শ্রামলা-শৈব্যা-পদ্মা-রাধা-ললিতা-বিশাখাঃ সপ্ত ব্যাখ্যাভাঃ । ব্যাখ্যাস্যমানাত্তদিতরাণ্ডা অপি স্বাভি-
যোগবতাস্তত্তদগুণযোগাদিত্যন্তা জ্ঞেয়াঃ, তত্র তত্র বাম্যা প্রাধ্বাদি স্বয়মুল্লম্ ॥

৬০। বিনমদগাত্রীতি লজ্জয়া হস্তযুগোল্লম্নং বিনৈব গাত্রং মোটরন্তীত্যর্থঃ ॥

৬১। অভ্রাম্নীয়ৈতি প্রাধ্বাৎ কান্তং মোহয়িতুমিব । হস্তযুগোল্লম্নমন্তাঃ পূর্বতো বিশেষঃ । পরিধর্মণ্ডলম্ ॥

৬২। বামা বামাভাববিশেষবতী নাস্তিকা । বামকরাঙ্গুলীদলযুগেন বামাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যামিত্যর্থঃ, ছোটিকাং তদ্ব-
ধনিম্; তস্তা ত্রিঃ, সাধ্বং বহিনিঃসৃতৌ বহিনিঃসরণনিমিত্তং দন্তমহসা রত্নদীপকে নৈব বস্ম'কল্লনার্থং কৃত আরন্তো যয়া সা ।

৬০। কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখে কাঞ্চনমঞ্জরীর মতো কোনও গোপী লজ্জায় বাহুযুগল না উঠিয়েই গা-
গোড়ামোড়ি দিতে লাগলেন এবং মনোরাগজ আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন । দূরে দাঁড়িয়ে মদনদেব
সংগ্রামোৎসব-কৌতুক দর্শনের উৎসুকতায় তৎকালোৎপন্ন গর্বে তাঁর চম্পক ধনুর পরিচালক করে দিলেন কৃষ্ণকে ।

৬১। চকোরনয়না কোনও গোপী কান্তুকে যেন মোহিত করবার জন্য পরম্পর সংবদ্ধ অঙ্গুলিদলযুক্ত
পাণিহয় উর্ধ্ব উঠিয়ে ধরে লীলা-আলশ্র দূর করবার জন্য তনুলতা তেরছা ভাবে উল্লসিত করে উঠিয়ে এবং ভূজ-
যুগল মস্তকসীমায় মণ্ডলী পাকিয়ে ধরে হর্ষোদয় বশে অমিত মন্দ হাস্যযুক্ত মুখচন্দ্রের ছটামণ্ডল রচনা করলেন ।

৬২। অতঃপর এক বামা যেন লজ্জা-অপসারণ বিধির সঙ্কেতমুদ্রা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা যোগে
বেরোও বেরোও, এরূপ তুড়ি মারতে মারতে এবং নিঃসরণোন্মুখ লজ্জার সহিতই ধেন বাইরে যাওয়ার জন্য
ঈষৎ বেরিয়ে আসা রত্নদীপকবস্তু দন্তদ্ব্যতির দ্বারা এই নির্গমন পথ নির্মাণ কর্মের আরম্ভক হয়ে হাই তুলতে
লাগলেন ।

- ৬৩। আনীয় কাহপ্যুরসি পাণিদলেন বেণী-মেনীদৃশ্ততপয়োধরয়োনিবেশ ।
দোভ্যাং নিপীড্য নিবিড়ং বিনিমৌলি ঠাক্কী, রোমাঞ্চকঙ্কতনুশিচরমালিঙ্গ ॥
- ৬৪। কিঞ্চ, আত্মায় ধুনিতশিরঃ সরসং চ বীক্ষ্য, ব্যাধুষতী মধুকরীং পুরতঃ পতন্তীম্ ।
শ্বিত্তং কপোলফলকা পুলকাকুরেণ, লীলারবিন্দমরবিন্দমুখী চুচুষ ॥
- ৬৫। কাচিচ্চকোরন্নয়না নয়নাঞ্চলেন, লীলালসেন দয়িতাননমীক্ষমাণা ।
আলীজনাংসতটবেল্লিত-বাহুবল্লি-মূৰ্ত্তেব সৌভগমহাধনমন্ততাভুং ॥
- ৬৬। দোভ্যাং লসংকনককঙ্কণঝঙ্কারাভ্যাং আমোচ্য কাপি কবরীং পুনরাববন্ধ ॥
ধ্বাস্ত্রভ্রমাদিহ নিলীয় কিমাস্তি মানো, নো বেতি তং নিরসিতুং তমিবাশ্রিয়েষ ॥

৬৩। উরসি বেণীমানীয়েতি সন্তোগপ্রার্থনাভিযোগঃ ॥

৬৪। ধুনিতশিরো যথা স্নাতক্য আত্মায়; শিরোধূননমতিমাধুর্যভাবোৎপাদিনয়ঃ। সরসং সোভাসং ভাব-
বিশেষসহিতঞ্চ। ব্যাধুষতী তিরস্কৃতী দক্ষিণপাণিনেত্যর্থঃ। অয়ং স্ববিপক্ষপক্ষপাতিনয়ঃ। অরবিন্দমুখীতি “যোগ্যং
যোগ্যেন যুজ্যতে” ইতি মুখচুশনাভিযোগে দ্বারো ব্যঞ্জিতঃ ॥

৬৫। দয়িতাননমীক্ষমাণেতি তদ্ব্যাপারে লজ্জাসঙ্কোচরোরভিনয়েচ্ছা প্রকটী, তদবধানেক্ষা তু বাস্তবী। আলী-
জনেত্যালিঙ্গনাভিযোগঃ ॥

৬৬। আমোচ্য পুনরাববন্ধেত্যনুভাবজ্ঞাপিত-সুরতাস্তাভিযোগঃ, ধ্বাস্ত্রভ্রমাপ্রেক্ষা বাম্যাপগমাত্ত্রাতিধাষ্ট্যমপি
দ্ব্যতিতম্ ॥

৬৩। যুগনয়না কোনও গোপী পাণিদলের দ্বারা বেণী বৃকের উপর টেনে নিয়ে এসে উন্নত পয়ো-
ধর যুগলের মধ্যে সংস্থাপন করত ভুজযুগলে সজোরে চেপে ধরে নয়ন মুদ্রিত করে অঙ্গে রোমাঞ্চ ধারণ করে
বল্কণ পর্যন্ত ওটিকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। (সন্তোগ প্রার্থনা অভিযোগ)।

৬৪। আরও, পুলক-সঞ্চারের দ্বারা ঘর্ষাচ্ছন্ন কপোলফলকা কোনও কমলমুখী একটি লীলাকমল
মাখা হেলিয়ে শুঁকে, উল্লাসে ভাববিশেষের সহিত চেয়ে দেখে এবং সম্মুখে উড়ে এসে বসতে উন্মুখ ভ্রমরীকে
দক্ষিণহাতে তাড়াতে তাড়াতে চুষন করলেন। (অতি মাধুর্যভাব জনিত বিষয়, স্ববিপক্ষ-পক্ষকে আক্ষেপ
অভিনয় এবং মুখচুশন অভিযোগ প্রকাশ হচ্ছে এ শ্লোকে)।

৬৫। কোনও চকোর-নয়না বাহুল্যায় সখীজনের স্বকৃতট জড়িয়ে ধরে লীলা-আলসে নয়নকোণে
দয়িতানন দেখতে দেখতে যেন হয়ে উঠলেন মৃতিমতী সৌভাগ্যধনমন্ততা। (নয়ন কোনে দেখায় লজ্জা সঙ্কোচের
অভিনয়েচ্ছা বাইরে প্রকাশ হচ্ছে, যদিও দেখবার ইচ্ছাটাও বাস্তব। স্বকৃতট জড়িয়ে যেন আলিঙ্গনের আবে-
দন জানাচ্ছেন)।

৬৬। কোনও গোপী উজ্জল স্বর্ণকঙ্কণে ঝঙ্কার উঠিয়ে বাহুল্যতার দ্বারা খোঁপা খুলে পুনরায় বাঁধলেন।
অন্ধকার ভ্রমে ঐ খোঁপায় তাঁদের মান লুকিয়ে আছে কি নেই, এরূপ বিচার করে যেন তাঁকে ওখানে খুঁজতে
লাগলেন তাড়িয়ে দেওয়ার জন্ত। (সুরতাস্ত অভিযোগ ও বাম্য চলে যাওয়াতে অতি প্রগল্ভতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে)।

- ৬৭। ভুজায়া বামায়াঃ কলমধুরঝাড়রিবলয়ং, সলীলং ধূতায়ঃ করদলকনীয়োহঙ্গুলিকয়া ।
বিতদ্বানা বামকর্ণতিকুহরকণ্ঠমথ পরা, ব্যাধাৎ, কামক্রৌড়াসমরজয়ষট্ঠাধ্বনিমিব ॥
- ৬৮। করেণাসব্যোন প্রচলবলয়ালিধ্বনিভূতা, বাধূনাস্তবঙ্গী ললিতমথ লীলাসরসিজম্ ।
তদাসীদেতস্তাঃ কুসুমশরসংগ্রামবিজয়ী মহানেবাবর্তো নভসি নবলাবণ্যসরিতঃ ॥
- ৬৯। মুদিতমদনমোদামর্ষধর্মাসুসিক্তং, নিজবপুরথ কাচিৎ স্নোত্তরীয়াঞ্চলেন ।
ব্যজয়ত কৃতহেলং লীলয়া বীজয়ন্তী, স্মরসমরপতাকা মারুতেনাধূতৈব ॥
- ৭০। অস্তঃপ্রফুল্লদভিলাষলতাততীনা-মোৎসুকামারুতজবেন বহির্বিধুতৈঃ ।
পুষ্পৈরিব স্নিতভরৈবিদধে বিদধা, কৃষাবলোকন-মহোৎসবপুষ্পবর্ষম্ ॥
- ৭১। কিঞ্চ, আনন্দজৈনবকুরঙ্গবিলোচনায়া, বাস্পশুভিনয়নযুগ্মকমাপুগুরে ।
কৃষ্ণং বিলোকয়সি ধাতুমসীতি গাঢ়ং প্রেম্ণা ক্রতেন মনসেব তদালিলিঙ্গে ॥

৬৭। করক্ণ দলভূতা কনীয়সী বা অঙ্গুলিগুয়া ॥

৬৮। তদবিধুননমেবাবর্ত আসীদভবদিতাঘরঃ । কুসুমশরসংগ্রামে বিজয়ঃ সূচ্যেভেন বর্ততে যন্ত সঃ ॥

৬৯। মুদিতাহ্লসিতাশ্রুদনাদ্বেতোর্মোদঃ কান্তদর্শনজানন্দঃ, অমর্ষস্তদীয়কৈতবাসুসন্ধানজো যৌবন্তদহুভাবরূপং
যদধর্মাসু তেন সিক্তম্ ॥

৭০। কৃষাবলোকনরূপো যো মহোৎসবপুষ্প করণীয় পুষ্পবর্ষ স্নিতভরৈরেষ বিদধে। কৈরিব ? অস্তঃপ্রফুল্লতীনা-
মভিলাষলতাততীনাং পুষ্পৈরিব, তেন চ তাসামঙ্গুরিতত্বপল্লবিতত্ব পুষ্পিতত্বেষু জাতেষু কলিতত্বমপি নেদিষ্টমেবেতি
জ্যোতিতম্ ॥

৬৭। অতঃপর কোনও গোপী সলীলায় বামবাহু কাঁপিয়ে করদলভূতা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা বামকর্ণ-
কুহর চুলকাতে চুলকাতে বলয়ে এমন কলমধুর ঝাড়ার উঠালেন মনে হতে লাগল, যেন কামক্রৌড়যুদ্ধের জয়ষট্ঠা-
ধ্বনি হচ্ছে ।

৬৮। অতঃপর কৃষ্ণাঙ্গী কোনও গোপী চঞ্চল বলয়শ্রেণীতে ধ্বনি উঠিয়ে দক্ষিণহস্তে ললিত লীলা-
কমল শূন্যে ঘুরাতে লাগলেন । এই ঘুরানো তখন প্রতীতি জন্মাল, এ যেন তাঁর নবলাবণ্য নদীর এক মহান
ঘূর্ণিপাক, যা ঘোষণা করছে কামযুদ্ধের বিজয়বার্তা ।

৬৯। অতঃপর উল্লসিত কামজ্ঞ আনন্দের ও তদীয় শঠতা অনুসন্ধানজ রোষের অনুভাবরূপ ঘর্মজলে
সিক্ত বপু কোনও গোপী বাতাসে কম্পিত ও কামযুদ্ধপতাকার মতো স্বীয় উত্তরীয় অঞ্চল আলস লীলায়
ছলিয়ে হাওয়া করতে করতে বিজয়িণীর ভাবে দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

৭০। কোনও বিদধা গোপী কৃষাবলোকন-মহোৎসবের করণীয় পুষ্পবর্ষণ করলেন, ভিতরে ভিতরে
প্রফুল্লিত অভিলাষরূপ লতাবলীর ওৎসুক্যরূপ বায়ুবেগে ঝড়ে পড়া কুসুমের মতো মুহূর্তে হাসির ঝলকের দ্বারা ।

৭১। হরিণনয়না কোনও নব বয়সী গোপীর কৃষ্ণদর্শনানন্দ জনিত অশ্রুভরে নয়নযুগল ছাপাছাপি
হয়ে উঠল । তাঁর মন যেন বলছে, 'হে নয়নযুগল কৃষ্ণ দর্শন করছো, বেশ । কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণানুভব

- ৭২। কিঞ্চ, একাঞ্চ কাঞ্চনময়প্রতিমায়মানাং, স্তম্ভঃ প্রিয়েক্ষণকৃতঃ সহসা ব্যধত্ত ।
তামেব কিং ত্রিজগতীললনাললাম- সৌভাগ্যভারগরিমৈব পরাবভূব ॥
- ৭৩। কিঞ্চ, আমূলতো মুকুলিতেব কদম্বশাখা, কাচিদ্ধভূব, বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কিমস্তাঃ ।
বাণান্ অরস্তা বিরহে হৃদি সম্প্রবিষ্টান্, ক্রীকৃষ্ণচূষকমণির্বহিরাচক্ষুর্ষ ॥
- ৭৪। কিঞ্চ, অন্তঃ-কণাকুলিতকাঞ্চনপদ্মিনীব, সিষেদ কাচন চিরায় চক্ষুরনেত্রা ।
প্রাণ ধিনাথমুখচন্দ্রবিলোকনেহস্তা যৎ স্তম্ভতে ॥ বত মানস-চন্দ্রকান্তঃ ॥
- ৭৫। কিঞ্চ কৃষ্ণং বিলোকা চলচারুচকোরনেত্রা, সঞ্চারিচম্পকলতেব চিরং চকম্পে ।
অস্ত্রাঃ প্রবিশ্য বপুঃ স্বরসিদ্ধুরেল্লো, হৃদভূমিকম্পমিব মত্ততয়া ব্যধত্ত ॥
- ৭৬। কাচিদ্ধিকম্বরপিকম্বরসারতে'হপি, চাক্ষুরা বিধুমুখী স্বরভঙ্গমাপ ।
বীণা স্বভাবকলকোমলনিকণাপি, স্নিগ্ধা ঘনাম্বুতিরপস্বরমেব ধতে ॥

৭১। কৃষ্ণং বিলোকয়সীতি । অর্থঃ—কর্ণেজ্জিরাদিদ্বারা কৃষ্ণমুখভবতোহপি মম ন তাদৃশং সূক্ষ্মং যথা স্ব-
দ্বারেতি । তমেব ধনুর্মসীত্যাঙ্ক্য প্রেমণা ক্রতেন প্রেমহেতুকদ্রবতা মনসা কত্রী তন্নয়নযুগ্মকমালিলিঙ্গে ইব, অতএব
তদ্রূপ এব নয়নযুগ্মাঃ স্তোত্রমিত্যুৎপ্রেক্ষা ব্যঞ্জিতেতি । তদানীং নয়নভাষাত্ম্য মনসা প্রাপ্তমিতি পর্ধবদিতো ভাবঃ ॥

৭২। ব্যধত্ত কৃতবান্; ললামং স্তিলকম্; ভারগরিমৈবেতি, অতএবাহাঃ স্পন্দনসামর্থ্যং নাকীবেতি ॥

৭৩। বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কদম্বশাখা তজ্জপৈব বভূব । বিরহে কৃষ্ণবিচ্ছেদকালে ॥

৭৪। স্তম্ভতে অ, স্তম্ভাব ॥ (৭৫)

৭৬। বিকসরো যঃ পিকানাং স্বরসারস্ততোহপি ঘনাম্বুতিরিতি, দার্ঢ়াস্তিক পক্ষে কৃষ্ণদর্শনামৃতেঃ ॥

তেমন স্তম্ভের না, যেমন হচ্ছে তোমার দ্বারে তাই বলছি তোমরাই ধন্য ।' এ বলে প্রেমে দ্রবীভূত মন যেন
নয়নযুগলকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো, (তাই এমন জলের ছাপাছাপি) ।

৭২। প্রিয়দর্শনজাত স্তম্ভ কোনও এক গোপীকে সহসাই করে দিল কাঞ্চনপ্রতিমার মতো । অহো
ত্রিজগতের লালনাপ্রেষ্টের সৌভাগ্যাধিক্যের গরিমাই কি তাকে করে দিল পরাভূত ।

৭৩। কোনও গোপী বিপুল পুলকে আমূল মুকুলিত কদম্বশাখার মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ।
অহো মদনের শর, যা কৃষ্ণবিচ্ছেদকালে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাই কি ক্রীকৃষ্ণচূষকমণি বাইরে টেনে বের করে
আনলো ।

৭৪। জলবিন্দুভরা স্বর্ণকমলিনীর মতো কোনও যুগনয়নী সর্বত্র থেকে স্বেদবিন্দু ত্যাগ করতে
লাগলেন । দেখে মনে হল হায় হায়, প্রাণাধিনাথের মুখচন্দ্র দর্শনে মানসচন্দ্রকাস্তমণি যেন ঐর দ্রবীভূত হয়ে
চূষাতে লাগলো ।

৭৫। চঞ্চল চাকুচকোরনেত্রা কোনও গোপী কৃষ্ণদর্শনে সঞ্চরণশীলা চম্পকলতার মতো বহুক্ষণ ধরে
কাঁপতে লাগলেন । কামগজেন্দ্র যেন ঐর অঙ্গে প্রবেশ করে মত্ততায় হৃদভূমিকম্প ঘটালো ।

৭৬। কোকিলের স্পষ্ট স্বরশ্রেষ্ঠের থেকেও চাক্ষুরা কোনও চন্দ্রমুখীর স্বরভঙ্গ হয়ে গেল কৃষ্ণমেঘ

- ৭৭। বেণীং বিমুচ্য কুটীলাং নিজবাহুল্যে, কাচিং কুরঙ্গনয়না ভুজগীভ্রমেণ ।
বিস্ত্রাসবিস্কৃতিভনেত্রমরালিতক্রঃ ক্ষিপ্তোত্তরীয়সহিতামপসর্পমীয়ে ॥
- ৭৮। অভিযুখমবলোক্য কাপি ভুঙ্গং, করকমলেন সলীলযুদ্ধনানা ।
সললিতমবগুণনাঞ্চলেন, ব্যথিত বধূরধরোষ্ঠ-সংপিধানম্ ॥
- ৭৯। কাচিল্লোপসসার নাস্তুরমুদং ব্যানজ্ঞ কঞ্জেক্ষণা
নোচে কিক্ষণ কিস্ত কাস্তবদনং দৃষ্ট্বা শিরো ধুষতী ।
লীলাকুণ্ডিতকোণশোণনয়নং হেলাভ্রমদ্রুতং
সৌমস্তোপরি বন্ধপাণিপুটকং সাস্ময়মেবানমং ॥
- ৮০। কাচিং কৃষ্ণমুখং সক্রং কুটিলিতাপাঙ্গেন হেলাসং
দৃষ্ট্বা বামভুজালতাং সহচরীস্বক্কান্তিকে বিভ্রতী ।

৭৭। উত্তরীয়সহিতামেব বেণীং ক্ষিপ্তা অপসর্পং পলায়নমীয়ে পুাপ, স্বীচকারেত্যর্থঃ । নিজস্বন্ধে কৃষ্ণবাহুস্পর্শাভি-
যোগোৎসবম্ ॥

৭৮। অধরোষ্ঠসংপিধানমিতি কৃষ্ণকর্তৃক স্বাধরপান্যভিযোগঃ ॥

৭৯। শিরো ধুষতীতি ভদ্রেণ ময়া ভং জাতোহসীতি ভাবঃ । কুণ্ডিতকোণেতি তাদৃশকষ্টদাতরি অয়ি দৃষ্টিমাধাতুমং
লজ্জে ইতি ভাবঃ । শোণিতে তদপি মাং পুনরপি দুঃখরিতুমধুনা কিমিতি সন্নিধৎসে ইতি রোষঃ । হেলেতি তেন কিং
মম, বদনমতঃপন্নং বিজ্ঞা অভবমিত্যবজ্ঞা । সাস্ময়মেবানমদিতি, অতঃপরং ভংসমীপমপি ময়া ভ্যক্তমেবেতি ভাবঃ ॥

৮০। স্বক্কান্তিকে, ন তু স্বকোপরীতি কৃষ্ণেন তর্করিয়মাণ-স্বাভিযোগশব্দয়েতি ভাবঃ । কুটিলিতাপাঙ্গেনৈত্যমর্থঃ,

দর্শনে, যেমন না-কি বীণা স্বভাবকলকোমল ধ্বনিযুক্তা হয়েও ঘেঘের জলো হাওয়ায় মন্দস্বরা হয়ে পড়ে ।

৭৭। কোনও হরিণনয়না কুটিলবেণী নিজস্বন্ধে খুলে দিয়ে সর্পভ্রমে অতি ত্রাসে চঞ্চলনেত্রা ও বাঁকা
ক্র হয়ে উত্তরীয় সহিত ঐ বেণী পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে লাগলেন । (এ তাঁর কৃষ্ণবাহুলতা স্বন্ধে
পাওয়ার আবেদন-সূচক ভঙ্গী ।)

৭৮। ভ্রমরকে নিজের অভিযুখে আসতে দেখে লীলাপূর্বক করকমলের দ্বারা ওকে তাড়াতে এস্তা
কোনও গোপী আপন কমনীয়তা বিস্তার পূর্বক ষোমটার আঁচলের দ্বারা অধরোষ্ঠ ঢেকে ফেললেন । (কৃষ্ণ
কর্তৃক নিজের অধর পানের অভিলাষ জ্ঞাপন) ।

৭৯। কাস্তবদন দর্শন করে কোনও কঙ্কননয়না গোপী দূরে সরে গেলেন না, অন্তরের আনন্দও
বাইরে প্রকাশ করলেন না এবং কিছু বললেনও না । কিন্তু সাধু তোমাকে চিনে নিয়েছি, এরূপ ভঙ্গীতে মন্তক
হেলালেন । কিহে আবার দুঃখ দিতে এলে, এভাবে রোষে আরক্ত নয়ন লীলায় কুঞ্চিত করলেন । তোমার
সান্নিধ্যও ত্যাগ করবো, এভাবে মন্তকোপরি অঞ্জলি ধরে অশ্রুয়ার সহিত প্রণাম করলেন ।

৮০। কোনও গোপী কৃষ্ণমুখ একবার কুটিল নয়নকোণে অবজ্ঞাভরে দর্শন করে বামবাহুলতা সহচরীর
স্বন্ধের নিকট ধরলেন (নিকটে ধরলেন, 'উপরে' নয়, যাতে কৃষ্ণ তার অভিলাষ ভাল বুঝতে না পেরে তর্কের

আমন্দস্মিতমুৎসবাসলসদৃশভঙ্গমল্লাক্ষরং

তল্লন্তী প্রতিপাত্ত শৃঙ্গমপি তদ্ব্যর্থমেবামনং ॥

৮১। স্বীয়োত্তরীয়শকলেন সলীলমহা, পাণ্যসুজেন কলকঙ্কণবন্ধুতেন ।

প্রাণেশ্বরং প্রণয়তঃ পরিবীজয়ন্তী, অস্ত্রেহপি তত্র করধ্বনমিব চক্রে ॥

৮২। ভ্রান্তং মূর্ত্বনক্কেহোদরসোদরেণ, হা হন্ত পাদযুগলেন কথং হ্রেনে ।

ইত্যেকয়া স্বকঃপঙ্কজকোরকাভাং সম্বাহনং ব্যথিত পাদযুগন্ত শৌরে: ॥

৮৩। এবং সহজসমুদ্রসদলাবলাবণ্যসুখাসরসীসরসীভবদবয়বানামপি তৎকালোদয়িতদয়িত বিলোকন-
কনদেবংবিধ-বিবিধবিশিষ্টপ্রভাবভাবশবল-বলমানমাননীয়মাধুরীধুরীগতয়া তদা যদবিরামরামণীয়কমাসামাসামাস,
হেলালসমিতি গর্ভঃ, মন্দস্মিতমিতি হর্ষঃ, উৎসবেতি ঔৎসুক্যং, অল্লাক্ষরং জলন্তীতি—‘সখি! অধঃশ্লীলগলান্বিনী
নীলোৎপলমালা স্পৃহণীয়া ভবাদৃশীতি’ ইতি । বহুর্থং বাচ্যব্যাবস্তরাজল্যবুদ্ধম্; আমনদভ্যন্তবতী ॥

৮১, ৮২। দাসীভাং চেষ্টিতমাহ দাভ্যাম্—স্বীয়েতি । তত্র উত্তরীয়শকলে অস্ত্রে সতীতি ভাববৈবশ্যানিতি ভাবঃ ।

৮৩। তদেবমাংসং কেচিদমুভাবরূপাঃ শুভকম্পাদয়ঃ, কেচিন্নারকমনোমোহনার্থাঃ কর্ণকণ্ডুয়ন-গাত্রমোটাদয়ঃ,
কেচিৎ সন্তোগবিশেষস্পৃহাসুচনার্থা লীলাকমলাভ্রাণ বেণীপরিরস্তাদয়ঃ, সর্ব এব ভাবাঃ সাহজিকলাবণ্যময়া এবোতাপ-
সংহরতি—এবমিতি । বিশিষ্টাঃ প্রভাবাঃ কৃষ্ণবশীকাররূপা যেষাম্; যদা, বিশিষ্টাঃ প্রভামবন্তীতি তথা তেষাং ভাবানাং
শবলেন বৈচিত্র্যা বলমানা চ মাননীয় চ বা মাধুরী তত্চা ধুরীগতয়া আসামাস, আন্তে ন্ম; (পাং ৩।১।৩৭) “দরাসাস”
মধ্যে পড়েন) । একটু মুচকি হেসে উৎসবরসে দীপ্ত ভ্রঙ্গের সহিত অল্লাক্ষরে বিভিড় করতে লাগলেন—
শৃঙ্গ হলেও যেন সেই কথা বহু অর্থ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করতে লাগলো । (অমর্ষ, গর্ব, হর্ষ ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি
ভাব প্রকাশিত হচ্ছে এখানে) ।

৮১। কোনও এক গোপী দাসীভাবে কঙ্কণে কলকঙ্কর তুলে নিজের উত্তরীয় আঁচলে প্রাণেশ্বরের
আদরের সহিত নানাভাবোদগার-ভঙ্গীপূর্বক বাতাস করতে লাগলেন—ভাবাবেগে আঁচল হাত থেকে খসে
পড়ে গেলেও খালি হাতই ঘুরাতে লাগলেন ।

৮২। কমলগর্ভসম কোমল পদযুগলে হায় হায়, প্রাণনাথ কি করে মুহুমূর্ছঃ বনপ্রদেশে ঘুরে বেড়ি-
য়েছে—এ বলে কোন এক গোপী নিজ করকমলকলিকার দ্বারা শৌরী শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল সম্বাহন করতে
লাগলেন ।

৮৩। (এইরূপ গোপীদের কারোর অনুভাবরূপা স্তম্ভ কম্পাদি, কারোর কর্ণকণ্ডুয়ন গাত্রমোটাদি,
কারোর সন্তোগেচ্ছা সূচক লীলাকমল আভ্রাণাদি, কারোর বেণী আলিঙ্গনাদি—এ সব কিছু ভাবই সহজলাবণ্য-
ময় হল—এই কথার উপসংহার করতে গিয়ে কবি বলছেন, এবমিতি) ।

সমুদ্রসিত ও অবিচ্ছিন্ন লাবণ্যসরসীতে নিমজ্জিত থাকা হেতু গোপীগণ অতি সহজমাধুর্যময়ী দেহ-
ধারিণী হলেও তৎকালে দয়িতের বিলোকে দীপ্ত উঠা এবং বিধ কৃষ্ণবশীকাররূপা বিবিধ বিশিষ্ট ভাব-
সমূহের চিত্রবিচিত্রা, বলবতী, মাননীয় এবং উচ্ছলিতা মাধুরীর ভাবে তখন যে নিরবচ্ছিন্ন মনোহরতা প্রকাশিত

তদনুবদিতুং কা বাণী বাণীয়সী মন্দধিষণো ধিষণো বা কো বরাকঃ ॥

৮৪। ততশ্চ ততশ্চরমণীয়তাপরিপাকেন কেনচিৎপুৰিমাণা ব্রজরাজতনয়ো রাজতনয়োপপন্নেন মধু-
রিমাণা পরম্পরাবিসদৃশাভ্যাং হিমকিরণকিরণকন্দলীমূহলমেঘরহরবসেয়সিকতানিচয়াভ্যাং লোচনলোভনীয়মুপযু-
পরি পরিমল-লালসালসালিকুল-কোলাহল-কাহল-কান্তধ্বনি-ধ্বনিতং কুবলয়বলয় হল্লকহল্লোশকশিক্ষাদক্ষেণ দক্ষিণ-
মরুতা চাক্রতাচারং তপনতনয়াপুলিনমাসান্ত পুরুতরশোভাবলিভাবলিবলিতো যামিনীনাথ ইব প্রমদমদন-মোদ
প্রসর-সরসমানসমানসব-স্বাভিঃ স্বাভিঃ শক্তিভিরিবানন্দময়ীভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভিরাভি-
বিকরুচে ॥

৮৫। স্বকামিতরমিতরহস্তলাভাসমতয়া ঋতয়ো ষড়্ভুতদনুরূপরূপসম্পদ্বিশিষ্টতনবো নবোদিতভাগ্য-
বশাদৃশা মনোরথসিদ্ধিমবাপুস্তথা নিত্যসিদ্ধা অপি তদা তদালোকাহ্লাদবিধূতাং স্বমহিমানমজানত্য ইব
ইতি আম্। বাণী সরস্বতী বা কা অণীয়সী অতিক্রুদেত্যর্থঃ। বিষণো বৃহস্পতিঃ ॥

৮৪। ব্রজরাজতনয়তপনতনয়াপুলিনমাসান্ত ব্রজরমণীয়গীতিঃ সহ বিকরুচে ইত্যর্থঃ। ততো বিবৃতঃ। রাজতন্ত
রজতবিকারস্তেব নয়ো নীতিঃ স্বাভাব্যং তেনোপপন্নেন। হিমকিরণস্ত চন্দ্রস্ত কিরণকন্দলী চ মূহলঃ কোমলো মেঘরো
নিবিড়ো হরবসেয়ঃ, ছবিবাহল্যেন হুঃশকনিষ্ঠয়ো যঃ সিকতানিচয়তাভ্যাম্। পরিমললালসালিকুলসমীতি তন্তালিকুলস্ত
কোলাহল এব কাহলস্য বাস্তভেদস্য কান্তো ধ্বনিগুন ধ্বনিতম্। হল্লীশকং মণ্ডলন্ত্যাম্; চাক্রতামাচরতীতি তথা তৎ।
ভাবলিবলিতো নক্ষত্রশ্রেণ্যা বিরাজিতঃ। প্রকৃষ্টো নবযৌবনোথ মদশ্চ মদনশ্চ মোদপ্রসরশ্চ তৈঃ সরসং মানসং যাসাং
তাশ্চ মান এব সর্বসং স্বাসাং তাশ্চ তথা ভাভিঃ ॥

৮৫। নিত্যসিদ্ধাঃ জীবাধাত্মাঃ। তদ্বিত্যসিদ্ধ্যপি তাসাং কদাচিৎ স্বানুভবসাধিতমন্তীতি ভাবঃ ॥

হচ্ছিল, তা বর্ণনা করতে সরস্বতীদেবীও কি অতিক্রুদ হয়ে যাবেন না? এখানে মন্দবুদ্ধি দীন বৃহস্পতির কথা
আর কি বলবার আছে?

৮৪। অতঃপর ব্রজরাজতনয় চরমরমণীয়তার পরিপাক হেতু প্রাপ্ত কোনও অনির্বচনীয় মধুরিমা
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। গলিত রৌপ্যের স্বাভাবিক শুভ্রতাগুণে সিদ্ধ মধুরিমাধারা পরম্পর একইরূপ রম্য
জ্যোৎস্নাপ্রবাহ ও কোমলঘন-চাকচিক্যে চোখধাঁধানো বালুকারামিধারা নয়ন-লোভা যমুনাপুলিনে প্রবেশ
করলেন মাধুর্যধূর্য নায়কশিরোমণি কৃষ্ণ। এই পুলিন তখন অলিকুলের কোলাহল-কাহলের ললিত ধ্বনিতে
ঝঙ্কত হচ্ছিল। আর নীলপদ্ম ও রক্তকৈরবকে হল্লীশক (নৃত্য) শিক্ষাদানে দক্ষ দক্ষিণা বায়ুর প্রবাহে মনোরম
হয়ে উঠেছিল। যমুনা পুলিন প্রাপ্ত হয়ে ব্রজরাজতনয় অতিশয় গোভাবলী বিশিষ্ট নক্ষত্রশ্রেণী পরিবেষ্টিত
যামিনীনাথের মতো নবযৌবনোথ গর্বকাম-হর্ষপ্রবাহাদি দ্বারা সরসমানসা, মানসব-স্বা, নিজশক্তির প্রতিকৃতি
স্বরূপা আনন্দময়ী এবং রমণীয়তার অধিকরূপা ব্রজরমণীয়গী সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ-
মান হলেন।

৮৫। স্বযজ্ঞিত রমণরহস্ত-লাভ আসন্ন হেতু ঋতিচরীগণ যেরূপ তছুপযোগী রূপসম্পত্তি সম্পন্ন দেহ-
ধারিনী হয়ে নবোদিত ভাগ্যবশে মনোরথসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধা রাধিকাদিও তখন নিজমহিমা

স্বাখ্যানমভিমহন্তে স্ম ॥

৮৬। ততশ্চ তস্মিন্নেব পুলিনেহলিনেত্পরিশীলিত-বিবিধোংপলপলংপলপলাশপেশলসমীরসমীরণ-
শীতলে বিলসংকামহেলা মহেলাবিততয়ো বিততযোযুজ্যমানকুচকুক্ষ্মারুণশুগন্ধিভিরুত্তরীয়েকপর্ষাপরি পরি-
পাতিতৈর্মহাসিত-সিত-দশনমরৌচিবীচি বিকাশপুরঃসরমিহোপবিগ্ধতামিতি ত্রিভুবন-কমলীয়াসনমাসনমাকল্পয়া-
মাসুঃ ॥

৮৭। ততশ্চ, তত্র শ্রীতোপবিগ্ধ ব্যজয়ত ॥ যথা কামমুদামধামা
যোগীন্দ্রাপাং ন তবদ্বিমলতমমনঃপুণ্ডরীকাসনেহপি ।
নাপি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকৃতললিত-মহারত্নসিংহাসনান্ত-
নাপ্যোবাধারশক্তিপ্রভৃতিভূতমহাযোগপীঠোদরেহপি ॥

৮৮। কিঞ্চ, তস্মিন্ কাষ্ঠাকদম্বস্তনকলশলসংকুক্ষ্মামোদমুখ-
স্নিগ্ধে দুগ্ধেন্দুকুন্দহ্রাতপুলিনগতে চারুচেলাসনে সঃ ।
আসীনঃ পীনবন্ধশ্চ ত্রিভুবনরমণীরত্নসম্মোহনলীলা-
রাজ্যে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা গমিত ইব বভৌ যৌবরাজ্যভিষেকম্ ॥

৮৬। অলয় এব নেতারো নায়কাত্তঃ পরিশীলিতানাং বিবিধোংপলানাং পলংপলানি চলৎশানি পলাশানি
পত্রানি যতন্তথাভূতো যঃ পেশলঃ সমীরন্তস্য সমাগীরণেন শীতলে; ত্রিভুবনকমনীয়মসনং দীপ্তির্ধলা তৎ ॥

৮৭। আধারশক্তিপ্রভৃতিভিঃ শেষ কমঠাঈত্বং ধৃতম্ ॥

৮৮। গমিতঃ পাপিতঃ ॥

যেন জানেন না, এ ভাবে নিজ আত্মাকে মনে করতে লাগলেন— কৃষ্ণদর্শন অ হল্যে একান্তভাবে মুক্ত বলে ।

৮৬। অতঃপর ভ্রমররূপ নায়িকাদ্বারা আলিঙ্গিত উৎপল-দল দোলানো চতুর বায়ুর মন্দ মন্দ প্রবাহে
শীতল সেই পুলিনে কামখেলায় বিলাসকারিণী মহিলাগণ, পাটখুলে বিস্তারপূর্বক অঙ্গে জড়িয়ে পরাতে কুচ-
কুক্ষ্ম-দাগে অরুণিমা ও শুগন্ধ প্রাপ্ত উত্তরীয় একের উপর আর পুরু করে পেতে দিয়ে শুভ্র দশনহ্রাতিমালা
মুহূহাসিতে বিকাশ পূর্বক বললেন, এখানে বসতে আজ্ঞা হোক—এভাবে ত্রিভুবন-কমনীয় উজ্জল আসন নিবে-
দন করলেন তাঁরা ।

৮৭। অতঃপর, সেই আসনে শ্রীতিপূর্বক উপবেশন করত যথেষ্ট উদ্যম তেজে দীপ্ত কৃষ্ণ যেরূপ
উচ্চ ভয় কার প্রাপ্ত হচ্ছিলেন, সেরূপ হন না—যোগীন্দ্রগণের বিমলতম মনোপদ্মাসনে, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকৃত
ললিত মহারত্ন সিংহাসনে এবং এমন কি শেষকমঠাদি আধারশক্তি প্রভৃতি ধৃত মহাযোগপীঠ উদরেও ।

৮৮। আরও কাষ্ঠাগণের স্তনকলশের উজ্জল কুক্ষ্ম আমোদে মুগ্ধস্নিগ্ধ ও দুগ্ধেন্দুকুন্দহ্রাতির মতো
পুলিনে বিছানো সেই বস্ত্রাসনে সমাসীন পীনবন্ধদেশা কৃষ্ণ ত্রিভুবনরমণীরত্নের সম্মোহনলীলা রাজ্যে
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর দ্বারা যেন যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রাপ্ত হলেন ।

৮৯। অথ তথোপবিষ্টবতি ভগবতি ভগণপরিবৃত্তে চন্দ্রমসীব মসীবদসিতপর্যসো যমুনায়াঃ পুলিন-
পরিসরে পরিতঃ পরিতস্মুখীষু রমণীমণীষু কাশ্চন সরসচাতুরী তুরীয়দশাকুশলাঃ সুরসতর-মুহূলমেতুরতুরবগাহ-
মনোরাগখেদশ্বেদসলিলকণমঞ্জুলেন করকমলদলেন কৃতকরচরণসম্বাহনাঃ সাদরদরমদরমদরাজ্যমানমানসং মুহুমধুরেণ
বচসা চ সাকুতেন হৃদগতং কিমপি পিপৃচ্ছিবঃ প্রথমং প্রথমঞ্জসা প্রাসঙ্গিকতেন প্রশ্নোত্তরসমাদিবচনরচনা-
বিশেষং নিম্নমতে ॥

৯০। তত্র প্রশ্নোত্তরসমং যথা—প্রশ্নঃ সীমন্তিনীনাম্, উত্তরং কৃষ্ণশ্রুতি প্রথমঃ ক্রমঃ।—

কোহমলধীঃ কোমলধীঃ কা মোহিতা হন্ত্য কামহিতা।

কোহপচয়ঃ কোপচয়ো, মধুরা কা পশু মধুরাকা।

৯১। কিঞ্চ, কে বলভাজঃ কেবল-ভাজঃ কে সন্ত এব কে সন্তঃ।

ক। সারসবিলাসা, বিলসতি কাসারসবিলাসৈব ॥

৮৯। মনোরাগহেতুকো যঃ খেদন্ত এব শ্বেদসলিলম্; সাদরদরং সগৌরবং সভরঞ্চ অদরমদেনানরমতন্তরা
রজ্যমানমাক্রামাণং মানসমেব যত্র তদ্ব্যথা স্যাৎদেবম্। মুহুমধুরেণেত্যাবহিথরা কৃত্রিমহর্ষপুকাশনম্ ॥

৯০। অমলধীঃ কঃ, মহিতা শ্রেষ্ঠা কা, অপচয়ঃ কঃ, মধুরা মাধুর্ষবতী কা—ইতি তাঙ্গাঃ প্রশ্নচতুষ্টয়ে তথৈব
প্রযুক্তবতী শ্রীকৃষ্ণে হংহো ভবানিব কঠোরধীঃ; বয়ং তু কামে হিতা ভবাম এব, কোপসমূহোহপি (ভাঃ ১০।৩০।৩৮) “ন
পারয়েহং চলিতম্” ইত্যাক্রিয়াত্র এব ভবতা কৃতঃ, বসন্তরাকাতোহপ্যতিমধুরা অততনী শারদী রাকা হৃৎদানেন
বিরসীকৃতৈবেতি স্ববচনেনৈব বদ্ধো ভবানিতি তাঙ্গাঃ কটাক্ষকুণ্ঠনং জ্ঞেয়ম্ ॥

৯১। ‘বলভাজো বলবন্তঃ কে?’—ইতি প্রশ্নে ‘কে বলভাজঃ কেবলং যে ভজন্তি তে’ ইতি উত্তরে তথাভূতা

৮৯। অতঃপর সেইভাবে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কালির মতো কালো
জলবিশিষ্টা যমুনার পুলিনে বসে গেলে এবং তাঁকে ঘিরে রমণীমণীগণও বসে গেলে সরসচাতুরীর তুরীয়দশায়
নিপুণা কোনও একদল গোপী অতি সুরস-মুহূল-স্নিগ্ধ এবং দুর্বোধ্য মনোরাগজনিত হৃৎখের আঘাতে উদগত
ঘর্মবিন্দুতে মঞ্জুল করকমলদলে দয়িতের করচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। এই পাদ সম্বাহন সেবা করতে
করতে তাঁরা সগৌরবে, সভয়ে এবং অতিমত্ততাদ্বারা আক্রান্ত চিত্তের ভাবে প্রাণের আকৃতির সহিত মৃদমধুর
বাক্যে হৃদগত কোনও কিছু জিজ্ঞাসার ইচ্ছায় প্রথমেই প্রাসঙ্গিকতায় বিখ্যাত ‘প্রশ্নোত্তরসম’ প্রমুখ বচনের
রচনাবিশেষ অনায়াসে নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন—

গোপীকৃষ্ণে পরম্পর কথার মারপেঁচ ॥

৯০। সেই রাসস্থলীতে ‘প্রশ্নোত্তরসম’ (যে বাক্যে প্রশ্ন-উত্তরের বর্ণশ্রুতির একরূপতা থাকে)
যথা—সিমন্তীদের প্রশ্ন আর কৃষ্ণের উত্তর, এইটি প্রথম ক্রম।—প্রঃ কে অমলবুদ্ধি, উঃ যে কোমলবুদ্ধি।
প্রঃ কে মহিতা (শ্রেষ্ঠা), উঃ হায় হায় যে কামহিতা (কামে শ্রেষ্ঠা)। প্রঃ কি অপচয়, উঃ কোপচয়। প্রঃ
মধুরা কি, উঃ মধুরাকা (বালস্তী পূর্ণিমা)।

(শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নানুসারে এইরূপ উত্তর করলে গোপীগণের চক্ষু কৃষ্ণনে একরূপ ভাব প্রকাশ পেল, যথা—

৯২ এবং কৃষ্ণ প্রশ্নে উত্তরং তাসাং যথা —

ক উপাস্তো যো রসবান্, কঃ সরসো যঃ পদং প্রেমণঃ ।

কিঃ প্রেম যদবিয়োগং, কঃ স বিয়োগো ন যেন জীবন্তি ॥

৯৩ ।

কিং দুঃখং প্রিয়বিরহঃ কিং প্রিয়মতিদুল্ভং যদিহ ।

কিং দুর্লভঃ প্রকারৈ-রাখিলৈ পি লভাতে নহি যৎ ॥

গোপ্য এবত্যায়াতন্ । ‘সন্তঃ পণ্ডিতাঃ কে ?’ ইতি প্রশ্নে ‘কে স্তুখে সন্তঃ বর্তমানাঃ কেনাপ্যুদ্বৈজয়িতুমশকাঃ’ ইত্যুত্তরে গোপ্যো বয়ং মুখ্যস্বয়োধেজিতা ভবেমৈবেতাপণ্ডিতা ইতি স্বাভিমতম্ । ‘সারে রসে বিলাসো যন্তাঃ সা কা’ ইতি প্রশ্নে ‘কাসারস্ত তড়াগস্ত রসে জলে বিলাসো যন্তাঃ সা পদ্মিনী’ ইত্যুত্তরে গোপ্যাঃ পদ্মিনীজাতয় এবৈতি স্বৈয়ামেব পূর্ববজ্জর ইতি ॥

৯২ । পদমাশ্রয়ঃ । ন যেন জীবন্তীত্যাদ্যবিয়োগেহপি তব দুঃখলেশাভাবলিঙ্গেন প্রেমশূন্যপ্রসক্ত্যা তৎপ্রশ্নেনৈব তবারসবৎ ক্ষুটীকৃতমিতি তাসাং তস্মিন্ পূর্ববদক্ষিনিকোচঃ ॥

৯৩ । অতিদুল্ভমিতি স্পৃহণীয়মথ চাতিদুল্ভমিত্যর্থঃ । লব্ধমশক্যমিত্যুক্তৌ স্পৃহ্যামন্তর্ভাবাবগমাত্ততশ্চ দীপান্ত-

হো হো তোমার উত্তরেই তো প্রকাশিত হয়ে পড়লো । তুমিই কঠোরধী, আমরা তো কাম-মোহিতা ‘কোপচর’ যে তোমারই, তা-তো তোমার ব্যবহারেই দেখা গেছে—রাখা কি-একটু বলেছিলো, আর তুমি অমনই পালিয়ে গেলে ! বসন্ত পূর্ণিমা থেকে অতি মধুরা আজকের শারদী পূর্ণিমা রাত্রিকে একেবারে মাটি করে দিলে ! অহো নিজের কথাতেই নিজে আটকে গেলে ।

৯১ । আরও পূর্বং গোপীগণের প্রশ্নে কৃষ্ণের উত্তর—

প্রং (কে বলভাজঃ) বলবান্ কে, উং (কে বল-ভাজঃ) যে শুধু ভজনই করে । প্রং (কে সন্ত এব) পণ্ডিত কে, উং (কে সন্তঃ) যারা সদা স্তুখে থাকে উদ্বৈগগ্রস্ত হয় না । প্রং (কা সাররসবিলাসা বিলসতি) সারময় রসে যার বিলাস সে কে, উং সে হল পদ্মিনী যার বিলাস সরোবর জলে । (কৃষ্ণের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গোপীদেরই পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে গোপীদের অভিমতই প্রকাশিত হচ্ছে, যথা মুখ্য আমরা তোমার দ্বারা উদ্বৈগগ্রস্তা কাজেই অপণ্ডিত, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গোপীদেরকেই পাওয়া যাচ্ছে, তারাই তো পদ্মিনী—কাজেই পূর্বং গোপীদেরই জয় হল, কৃষ্ণের উত্তরে)

৯২ । আরও, কৃষ্ণের প্রশ্নে গোপীদের উত্তর যথা—

প্রং উপাস্ত কে, উং যে রসস্বরূপ । প্রং সরস কে, উং যে প্রেমের আশ্রয় । প্রং প্রেম কি, উং যা বিয়োগ রহিত । প্রং সেই বিয়োগ কি, উং যাতে জীবন থাকে না । (আমাদের বিয়োগে তোমার দুঃখাভাব চিহ্নের দ্বারা তোমার প্রেমশূন্যতা বোঝা যাচ্ছে তাই প্রেমশূন্যতা আবরণ হেতু তোমার প্রশ্নেই তুমি যে অরসিক, তা প্রকাশিত হচ্ছে । এই ভাবে পূর্বং গোপীদের অক্ষকুণ্ণ প্রকাশিত হল)

৯৩ । আরও প্রং প্রিয়বস্ত কি, উং এই সংসারে যা স্পৃহণীয়, অথচ অতি দুর্লভ তাই প্রিয় । প্রং দুর্লভবস্ত কি, উং অখিল প্রকার সাধনেও যা লভ্য নয়, তাই দুর্লভ । (সর্বপ্রকারে দুর্লভবস্ত কৃষ্ণের বিরহেই

৯৪। এবমিতরেতরতরতমভাবেন শব্দার্থবৈচিত্র্যেণ প্রশ্নোত্তরচাতুরীতুরীনিঃক্ষেপেণ বিলসংকপটং পটং বর্ণময়মিব রচয়িত্বা পুনঃ প্রকৃতমেব মনোগতমগতমদা মনসীষংকুপিতা অপি তা অতিসরসতরং বহিরবহিত-মনসো হি তমনসো ভঙ্গকমূচুঃ ॥

৯৫। ‘আকর্ণয় নো নয়নোংসব সবজ্জ্বিতকং কিমপি—

কেচিভজন্তি ভজতোহভজতোহপি স্তম্ভ, কেচিভজন্তি ভজতোহভজতোহপি নৈব।

কেচিভজন্তি তদিন্ন বদ নো বিবিচা, পীতাম্বর হুমখিলস্ত বিদাং বরোহসি ॥’

৯৬। অথ রমণী-মণী-সভা-সভাজন-ভাজন-চমৎকারকার এষ ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনস্তমিমং প্রিয়তমা-য়ুতমানপিপ্তনং প্রশ্নমাত্মনিষ্ঠপ্রণয়াসুয়াসুযাত্ৰ্যমং কিদন্ত মধুমধুরতরং তরঙ্গিণী নয়নকমলাঙ্কলেন ক্রিষ্টীক্ষমাণো রত্নতৃণশর্করাদিবস্তনি নাতীব্যাপ্তিঃ। ততশ্চ সর্বপ্রকারৈরহল ভস্ত কৃকস্ত বিয়োগেনৈব তা দুঃখিত এষ গোপা ইতি ভাবঃ ॥

৯৪। ইতরেতরং পরস্পরং তারতম্যেন বা প্রশ্নোত্তরচাতুরী সৈব তুরী ‘মাকু’ ইতি ধ্যাতা। প্রথমে শ্লোকে কৃকস্ত দোষাঃ স্বেষাং গুণাঃ, দ্বিতীয়ে স্বেষাং গুণা এষ, তৃতীয়ে কৃকস্তাহুপাত্তপ্রসক্ত্যা দোষাধিকামেব, চতুর্থে তু তস্ত দুঃখদেহেন তদতীব ব্যঞ্জিতমিতি তারতম্যং তেন তত্র প্রথক্যোঃ শব্দবৈচিত্র্যং চরমরোরথবৈচিত্র্যম, তেন বিলসং প্রকাশমানমেব যৎ কপটং তদেব বর্ণময়ং পটং বস্ত্রং রচয়িত্বা। অবহিতমনসঃ সাবধানাঃ, হি এবার্থে; তং শ্রীকৃষ্ণ, অনসঃ শকটসা ভঙ্গকম্ ॥

৯৫। কেচিভজতো ভজন্তি, ন ভজত ইত্যর্থঃ। তদন্তে কেচিভজতোহপি ভজন্তি, কিং পুনর্ভজত ইত্যর্থঃ। তদন্তে কেচিভজতোহপি নৈব ভজন্তি, অভজতোহপি নৈব—ইতি ত্রিবিধা জনান্তে কে ইতি প্রশ্নঃ ॥

৯৬। ভা কান্তিসুখ্য জননেন চমৎকারকারঃ। প্রিয়তমানায়তস্য মানস্য পিপ্তনং সূচকম্। আত্মনিষ্ঠেন এই গোপীগণ দুঃখি - শ্লোকে এই ভাব।)

৯৪। এইরূপে পরস্পর তারতম্যভাবে শব্দার্থ-বৈচিত্রের দ্বারা প্রশ্নোত্তর-চাতুরীকপ মাকু চালিয়ে যেন উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্রময় মায়া-বস্ত্র রচনা করলেন গোপীগণ। অতঃপর তাঁরা মনে মনে মদরহিতা না হলেও, ঈষৎ কুপিতা থাকলেও পুনরায় মনোগত প্রস্তুত বিষয়ে অতি সরস ভাবে সাবধানতা পূর্বক সেই শকটভঙ্গকে বললেন -

৯৫। ‘হে আমাদের নয়নোংসব। বহু বিৎকর্যুক্ত কোনও একটি বিষয়ে বর্ণপাত কর—

(১) কেউ ভজনকারীকে ভজনা করে, ভজন না-করা জনকে করে না। (২) কেউ হায় হায় ভজন না-করা জনকেও ভজনা করে, ভজনকারীজনের কথা আর বলবার কি আছে। (৩) কেউ আবার ভজনকারী এবং ভজন না-করা জন কাকেও ভজন করে না। এই ত্রিবিধ জনের মধ্যে কে কান্টি? হে পীতাম্বর, তুমি অখিল চরাচরের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, অতএব বিচার করে আমাদেরকে এর উত্তর দেও।

৯৬। অতঃপর রমণীমণীসভার সম্মানের দ্বারা এবং শোভার উজ্জ্বলা চমৎকারকারী ব্রজপুরপুরন্দর-নন্দন বুললেন। প্রিয়াদের এই প্রশ্ন তাঁদের লম্ব-চঙড়া মানেরই সূচক ও আত্মনিষ্ঠপ্রণয়োথ অসুখা থেকে উদ্ধৃত, তাই কঠোর। একরূপ জ্ঞানে তিনি তরঙ্গময় নয়নকোণে অতি মধুর মধুর ভাবে তাঁদের দেখতে দেখতে

মুহুর্হসিতামৃতমৃতসঞ্জীবনরসবিশেষণ সরসয়ঙ্গু বাচ ॥

৯৭। প্রিয়াঃ প্রতিভজন্তি যে ভজত এব তেষামহো
 ঋণশ্চ পরিশোধনপ্রতিষেধেব তৎ কেবলম্ ।
 ভজন্ত্যভজতোহপি যে সঙ্কজজন্তুমাভ্রম্নিহো
 ভবন্তি পিতরাবিব স্বতনয়েষু তে বৎসকাঃ ॥

৯৮। এবং প্রশংসয়ন্ত্যোস্তরং দত্ত্ব তৃতীয়পু শ্রুস্ত সমুচিতমুত্তরং যন্তরঙ্গভঙ্গ্যাই,—

‘ভজন্তি ভজতে ন যে ভজতঃ কথং তে ভজ-
 স্বহো বত ভবন্তি তে ভুবি চতুর্বিধাঃ সুক্রবঃ ।
 পরাশ্রয়নি অসন্ধিম্নো নিজস্বতেন পূর্ণাশ্রয়াঃ
 কৃতোপকৃতিক্রিয়াঃ সুকৃষ্টিনাঃ কৃতস্মা অপি ॥’

৯৯। এবমুত্তমত্বেন দ্বৌ অধমত্বেন দ্বাবিতুল্যে অশ্লিষ্টকৃণিতাপাঙ্গ পাঙ্গবা-চক্লুসমিতরেতরমালোকয়ন্তৌ-
 রালোক্য দয়িত্বা দয়িত্বান্মরং পুনরুবাচ ॥

প্রণয়েন অশ্রুয়াস্তাঃ শ্রুতকৃতরা কাতকামং কিরসং কঠোরমিত্যর্থঃ ॥

৯৭। ভজন্তো জনান্ ॥ তৎ প্রতিভজন্তম্ ॥

৯৮। পরাশ্রয়ীত্যাশ্রয়ামাঃ । নিজস্বতেনেত্যাশ্রয়কামাঃ । কৃত্য উপকৃতিধেন তস্মৈ দ্রষ্টব্ধি, ন ভজন্তি, প্রত্যা-
 নীড়য়ন্তীত্বার্থঃ । অতএব সুকৃষ্টিনা ইত্যামৌব বিশেষণং কৃত্যঃ কৃতমুপকারং যন্তি, ন যন্ত ইত্যর্থঃ ॥

৯৯। এবমুত্তমত্বেনেতি । চতুর্বিধীষু দিশ এবোত্তমত্বাধমত্বাভ্যাং স্বাপূর্বমাধিক্যং বোধ্যম্ । সন্নিতং কৃণিতে

এবং মূহু হান্তামৃতরূপ মৃতসঞ্জীবনী রসবিশেষের দ্বারা তাঁদের সরস করে তুলতে তুলতে বললেন—

৯৭। হে প্রিয়াগণ । (১) ভজনকারী জনকে যে প্রতিভজন করে তাদের তো অহো, কেবল ঋণ প্রতিশোধ সদৃশ ব্যাপার (এঁরা স্বার্থপর) ।

(২) জীব মাত্রেরি স্বাভাবিক স্নেহপূরণ যে-ব্যক্তি ভজন না-করা জনকেও ভজন করে, সে তো স্বতনয়-বৎসল পিতামাতা সদৃশ (এঁরা লোভিক কপাল) ।

৯৮। এইরূপে পু শ্রুত্বয়ের উত্তর দিমে তৃতীয় পু শ্রুত সমুচিত উত্তর হর্ষতরঙ্গভঙ্গীতে দিচ্ছেন—

হে সুক্রগণ । যে ব্যক্তি ভজনকারী জনকেই ভজন করে না, সে আর অহো কি করে ভজন না-করা জনকে ভজন করবে ! সংসারে এরূপ ব্যক্তি চতুর্বিধ যথা—

(১)। আশ্রয়াম—পরমাত্মাতে রমণকারীজন, (২) আশ্রয়াম নিজস্বতেন পূর্ণাত্মা জন, (৩) শুকজোহী—
 উপকারীর প্রতি বিদ্বেষী, অতএব সুকৃষ্টি, (৪) কৃতস্মা—পরকৃত উপকার অস্বীকারকারী ।

৯৯। এইরূপে উত্তমকক্ষায় অবস্থিত (১,২) এই দু প্রকারের এবং অধম কক্ষায় অবস্থিত (৩,৪) এই দু প্রকারের কথা বলে হাসি হাসি কৃষ্ণিত নয়নকোণের পঙ্কজা হেতু শ্রীকৃষ্ণমুখাভিমুখে গমনে অসমর্থতা বশতঃ
 চঞ্চল ভাবে পরস্পর চাওয়া-চাওই কারিণী প্রেয়সীগণকে দেখে প্ৰিয়বাক্যে পুনরায় বললেন—

১০০। 'কিমহো মহোল্লভধিয়ঃ সুহৃদা হৃদা পরম্পরং পরং তর্কমৌহধেঃ; পুশ্পত্রয়েণাপি বো নাহ-
মপরাধ্যামি। তথা হি—

ভবতীন' ভজামি যন্তুজন্তো-রভজন্তীর্ভবতীশ্চ নো ভজামি।

অতএব গতং ভবদ্বিধানা-মহহ পুশ্পযুগং চমুক-নত্রাঃ ॥

১০১। তৃতীয়পুশ্পেহপি যচ্চ তুর্বিধাং তত্রাপ্যগমতিচছ' এব, যতোহহং নাশ্চারামো যদবতীনাং করুণা-
লাপেনাকুটোহস্মি, নাপি নিজসুখে নৈব, পূর্ণঃ পূর্বোক্তযুক্তেরেব নাপি কৃতোপকারঞ্চক্ কঠিনস্তেনৈব হেতুনা,
নাপি কৃতেন্তুশ্চৈব হেতোঃ, তহি কথমেবং ভজন্তোরশ্মান ভজসীতি চেদ্রুগতে তদাকর্ণয়ন্তু নির্ণয়ন্তু নির্ভরমশ্ব-
হৃদিভম্ ॥

১০২। অহমুভজতো ভজামি নো যৎ, তদ্বিহ তদ্বৎকলিকাধিবুদ্ধিহেতোঃ।

উপনতধনগা নতো যথায়ং, ভবতি জনস্তদমুশ্মতা নিমগ্নঃ ॥'

যোহপাঙ্গস্তস্যাপাঙ্গবান পঙ্গুতরা শ্রীকৃষ্ণমুখাভিমুখগমনাশক্তিমযা চটুলং চঞ্চলং যথা স্যাদেবং পরম্পরমেবালোকয়ন্তীর্দ-
য়িতাঃ প্রেমসীরালোক্য। অয়ং ভাবঃ—অস্য কৃতপ্রত্যাপাদনার্থমশ্মাভিগুটমল্যুতরা পৃষ্টোৎসং ততোহপ্যধিকং স্বাস্তধানৈ-
নান্মদ্রোহাচরণাদ্ভজজ্ঞনবিদ্রোহিৎ স্বমুখেনৈবাপ্যধীকৃতো স্ম, অভঃ স্বজয়েন হর্ষবোধকং দ্বিতম্, হন্ত স্বীকৃতনিজাগসি
প্রোষ্টে কিমিতি মন্যুঃ কত ইতি লজ্জয়া অপাঙ্গস্য কুননম্, অতোহস্মিন্ সম্প্রতি প্রসাদ এবোচিতঃ, তমকৃতবতীনাং লজ্জয়ৈ-
বাপাঙ্গস্য তস্মিন্ পঙ্গুতা ॥

১০০। পুশ্পযুগং গতম্, ময়ি ন কলিতমিতিার্থঃ। তেন নাহং স্বার্থপরঃ, নাপি লৌকিককুপালুরিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥

১০১। অতিচছাঃ—চতুর্থ এইবতানতিক্রম্য বর্তমান ইতিার্থঃ। পূর্বোক্তযুক্তেরিতি করুণালাপেনাকুটোহস্মীত্যতঃ।
এবং সর্বত্র। অশ্বহৃদিভম্ মদ্যাকাম্। নির্ণয়ন্তু নিঃশেষেণ নরন্তু ভবত্যঃ ॥

১০২। অমুভজতোহবৃত্ত্যা ভজতো জনান্ ॥

১০০। অহো মহোল্লভধী! সখীভাবে পূর্ণহৃদয়া তোমরা পরম্পর কি উল্টা তর্ক করছো। পুশ্পত্রয়ের
দ্বারাও অহো আমি অপরাধী গণ্য হই না। তথা হি—

'হে যুগনয়না গোপীগণ! যেহেতু আমি ভজনকারী জনদেরও ভজন করি না এবং ভজন না করা
জনদেরও ভজন করি না, কাজেই তোমাদের মতো চতুর সুন্দরীদের পুশ্পযুগল (৯৫।১২) অহো আমাতে
টিকলো না। (এতে ব্যঞ্জিত হল—আমি না-স্বার্থপর, না-লৌকিক কুপালু)।

১০১। তৃতীয় প্রশ্নও (১৫।৬) যা চতুর্বিধ, তাও অতিক্রম করে আমি অবস্থিত। কারণ আমি
তো আশ্চর্য্যবান নই—তোমাদের করুণালাপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে। পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারেই আমি নিজসুখে পূর্ণ
আশুকাশু নই। ঐ পূর্বোক্ত করণেই আমি (গুরুজ্যোতী) উপকারীর শত্রু হেতু কঠোরও নই ঐ একই কারণে
আমি কৃতবল নই। তা হলে কেন ভজনকারী আমাদের ভজন করছে না, এরূপ যদি বল তার উত্তর দেওয়া
হচ্ছে। আমার বাক্য মন দিয়ে শোন ও নিঃশেষে হৃদয়ে গেঁথে নেও।

১০২। আমি নিরন্তর ভজনকারী জনকেও যে ভজন করি না—দর্শন দেই না এ সংসারে, তা তাঁদের

১০৩ ইতুভেহপি বিম্বানকমলা কমলাকরলক্ষ্মীপরিষদিব দিবসনাথসমক্ষং বিশ্রসন্নবদনা বদনালক্ষিত-
হৃদয়মালিহা বনমালিহা বন্ধ নয়ন-নলিনদামা যদি সমজনি বধুরাজী, রাজীবনয়নোহপি স তদা পুনরুচে ॥

১০৪। 'ইদং যদ্বিভং তৎ সামান্যশ্রয়ং, মাত্ৰাশ্রয়ং তু নৈতৎ; যতঃ,—

ন পরমমহতঃ পরাস্তি বুদ্ধি- ন ভগবতঃ পরতঃ পরাং পরোহস্তি ।

নহি ভবতি রতেরিতোহতিভূমি-চরমদশা ন দশান্তরং প্রযাতি ॥

১০৫। কিঞ্চ, অয়মবধিমিয়ায় বোহনুরাগঃ, কমপরমেতু যুগেক্ষণাঃ প্রকরম্ ।

উপরি পরিচিতঃ সিতোপলায়া, ভবতি ন হীক্ষুরসস্ত কোহপি পাকঃ ॥

১০৬। কিঞ্চ, স্থিতমমুভজতৈব বঃ সমীপে, নয়নপথান্তরিতেন মাদৃশেন ।

অথ কিমপরথা যিযাসবো বঃ, পরমসবো ন নিবারিতা বভূবুঃ ॥

১০৩। দিবসনাথসমক্ষমিতি ন হি দিবসনাথঃ কমলানি ল্পাপ্নিতুমর্হতীতি ভাবঃ ।

১০৪। মাত্ৰা আদরগীয়াঃ শ্রেষ্ঠা ভবদ্বিধা ইত্যর্থঃ । তদাশ্রয়ং তু ন । অতিভূমিরূপকঃ ॥

১০৫। অবধিং মহাভাবপধন্তম্ ॥

১০৬। নয়নপথান্তরিতেন যুগ্মেন্দ্রেপথমাত্ৰাব্যবহিতেন; যুগ্মাংস্ত স্পষ্টমবলোকয়তৈব সততার্থঃ । এতৎ মহাকাং
স্থানুভবেনাপি প্রমাণীকর্তুমর্হথেত্যাহ—অথ কিমিতি ॥

উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলবার জগুই । এই সব জন আমার স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে যায়, প্রাপ্তধন হারা ব্যক্তির মতো ।

১০৩। একুপ বলবার পরও, সরোবর লক্ষ্মীর সভাসদ কমল যেমন সূর্যের সম্মুখে মলিন হতে জানে না, তেমনই কৃষ্ণের সম্মুখে যারা মলিন হতে জানে না সেই অমলিন বদন! বধুরাজী হৃদয় বেদনার লেশমাত্রও মুখে ফুটে না-বেতোনো অবস্থায় প্রসন্ন মুখে বনমালীর দিকে নয়নকমলশ্রেণী নিবন্ধ করে যদি দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন সেই কমলনয়ন কৃষ্ণ পুনরায় বললেন —

১০৪। 'এই যা বলা হল, তা সাধারণ পাত্রকে লক্ষ্য করে, তোমাদের মতো আদরনীয় শ্রেষ্ঠ পাত্রকে লক্ষ্য করে নয় । কারণ—

চরম বড় যে, তার আর বৃদ্ধি নেই । ভগবান্ থেকে পরাংপর বস্তু কিছু নেই, আর তোমাদের প্রেম থেকেও উন্নত কক্ষার প্রেম কিছু নেই । চরমদশা দশান্তর প্রাপ্ত হয় না ।

১০৫। আরও, হে যুগনয়না গোপীগণ ! তোমাদের এ-অনুরাগ চরম দশা প্রাপ্ত হয়েছে উৎকর্ষতা এর বেশী আর কি হতে পারে ? মিহরির উপর ইক্ষুরসের আর কোনও জানিত পাক নেই ।

১০৬। আরও, তোমাদের থেকে নেত্রপথমাত্র ব্যবহিত হয়ে নিরন্তর তোমাদিকে ভজন করতে করতে নিকটেই এতক্ষণ অবস্থিত ছিলাম আমি । হাঁ হাঁ তাই বটে, এ যদি না হতো তবে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক তোমাদের প্রাণ নিরন্ত হতো না ।

১০৭। তদপি যদতিসাহসং ময়ৈতৎ কৃতমিহ ত্বং সুদৃশো মম ক্ষমধ্বম্ ।

কচন চ সময়ে হ্রাসেবমানং, ন ধনসমুয়তি বিদ্যতাং সমাজঃ ॥

১০৮। কিঞ্চ, দয়িতরচিতমুচ্চৈঃ প্রাতিকূল্যাং চ কালে, জনয়তি দয়িতানামানুকূল্যপ্রকারম্ ।

অতিমুদমভিত্তাপো মর্মমর্মপ্রসক্তাং, রচয়তি নলিনীনাং ধর্মজো ধর্মভাসঃ ॥

১০৯। কিন্তু, অয়ি ময়ি ভবভীভির্ষঃ ক্ষণেনানুরাগঃ, সমতনি ন ময়াসৌ হস্ত দেবানুঘাপি ।

প্রতিবিধিমুপনেতুং শক্যতে তেন যুগং, স্বয়মুপকৃতভাবং শৈথিল্যৈঃ সম্প্রযাত ॥'

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসলীলায়াং প্রাচুর্ভাবভাবুকো

নামোনবিংশ স্তবকঃ ॥ ১৯ ॥

— ★ ★ —

১০৭। ন ধনং ন মেঘম্; পরম্পরিতল্লেষণে ন নিবিজ্ঞে নাতিশয়মিত্যর্থঃ । অতঃ সম্প্রত্যপি প্রসীদতেতি ভাবঃ ॥

১০৮। ধর্মভাসঃ সূক্ষ্ম ধর্মজোহভিত্তাপো মর্মণি মর্মণি প্রসক্তামতিমুগং রচয়তি ॥

১০৯। উক্তলক্ষণং সর্বমিদং বাক্যচতুর্থমাশ্রয়ঃ ময়া স্বপরাঙ্গরূপানুরাগবোধোপনীতম্, পরমার্থং তু শূন্যেতি সগদগদ-
মাহ—কিং স্থিতি । অলাবানুরাগঃ প্রতিবিধিমুপনেতুং প্রাপয়িতুং ন শক্যতে, তৎপ্রতিরূপো মম নাস্ত্যেবানুরাগ ইতি ভাবঃ ।
উপকৃতভাবমুপকৃতত্বমুপকারমিত্যর্থঃ । সংপ্রযাত প্রাপ্তম্ । অনেনোপকৃতমিতি স্বয়মেবাদীকৃতভাবঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তনামেকোনবিংশস্তবকসদমনম্ ॥ ১৯ ॥

— ★ —

১০৭। স্মৃতরাং এহ যা অতি সাহস করে ফেলেছি, সেই অপরাধ আমার, হে সুলোচনাগণ ! ক্ষমা করে দেও । কোনও সময়ে মেঘ যদি বিজলীকে সেবা না করে অর্থাৎ না-জড়িয়ে থাকে, তবে কি বিজলী-সমাজ মেঘকে অনাদর করে ।

১০৮। আরও, কোনও কোনও সময় দয়িত-রচিত অতিশয় প্রাতিকূল্যাও দয়িতাগণকে কোনও এক নূতন ধরণের আনুকূল্য এনে দেয় । সূর্যের ঘাম-ঝরানো প্রথর তাপ কমলকুলের মর্মমর্মে সতত অতিশয় আনন্দ জাগিয়ে থাকে ।

১০৯। (উপরে যা কিছু বলা হলো, তা সব বাক্যচতুর্থমাশ্রয় । নিজের পরাঙ্গরূপটাকবার জগুই এদের এনে উপস্থিত করা হয়েছে । কিন্তু পরমার্থ তো হল এই, শোন, এই বলে সগদগদ বললেন—)

কিন্তু অয়ি গোপীগণ, তোমরা ক্ষণকাল সময়ে আমাতে যা অনুরাগ বিস্তার করেছ, আমি হায় হায়, দেবপরিমাণ অয়ু পেলেও তা পরিশোধ করতে পারবো না । অতএব তোমরা নিজেদের গুণেই নিজেরা উপকার-প্রাপ্তির ভাবসম্পন্ন হয়ে যাও ।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
রাসলীলাতে প্রাচুর্ভাবভাবুক নামক ঊনবিংশ স্তবক ।

— ★ —

বিংশঃ স্তবকঃ



১। অথ প্রাণপ্রিয়া প্রাণপ্রিয়াননচন্দ্রগলিতেন ললিতেন লপিতসুধারসেন নির্বাণিতহৃদয়তাপানলা পানলালিতামস্তুরেণাপি মন্ত্বেব যদি সমুজ্জ্বল্যমাণে মধুরিমনি রমণিরত্নসভাসভাজিতা সতী বিজয়তে অ জয়তে অরকোটীলাবণ্যং দয়িতস্ত তস্ত নয়নোৎসবপুষে বপুষে স্পৃহাবতী চ বভূব ভুবলয়স্ত সৌভাগ্যবতী ॥

২। তদনন্তরং তরঙ্গিতকৌতুকেন কেনচিদপি কচন চ ন চমৎকারকারিণাপি নটেনাবিকৃতং শুভরতেন ভরতেন মুনিনা নিনায়িতং হল্লীশকতয়েব যত্নদেব তদা তালবন্ধমণ্ডলভেদেন স্বয়মেব রাসধ্বেন সৃজ্যমানগানন্দ-কন্দকমনাবিলাসলাস্তবিশেষং বিধিৎসুনাধিৎসুনা ॥ তাসাং মনসি চমৎকারং কমপি নিজগদে জগদেকবিস্মাপকেন তেন রমণীয়মণীষাং-পতাকাণিকর ইব দয়িতাসমাজঃ ॥

বিংশঃ স্তবকঃ

হল্লীশকভ্রমণ-হস্তকতালরাগ-বাজস্বরোদঘটন-নর্তন-তদ্বিরামম ।

সঙ্গিঃ পুনর্নটনরতামলাযুখেলা-মাক্ষীকপান-শয়নং বিরতানি বিংশে ॥

১। অথ যদি রমণীরত্নসভা লপিতসুধারসেন সভাজিতা সতী বিজয়তে অ, তদনন্তরং তস্ত বপুষে স্পৃহাবতী চ বভূব, তদা তেন কান্তেন স দয়িতাসমাজঃ কিমপি নিজগদে ইত্যম্বয়ঃ । পূর্ণাভ্যোহপি পূর্ণস্ত্রীকৃষ্ণস্তাননচন্দ্রগলিতেন । পূর্ণাপি, য়া কৃষ্ণপূর্ণতুল্যা । জয়তে তিরস্কৃত্যে ॥

২। কেনচিদপি নটেন সমাবিকৃতম্, অশক্তেরিতি ভাবঃ । ন চাভূতচরত্বেন নিমূলবাদপূর্ণাভ্যো শঙ্কনীরমিত্যাহ — শুভরতেনেতি । নিনায়িতং নিতরামভিনায়িতম্ । হল্লীশকতয়েতি বহুত্বম্ — “বহুজীকর্তৃকঃ নৃত্যঃ হল্লীশকমিতি স্মৃতম্” ইতি । ন আবিলস্ত দোষস্ত আসঃ স্থিতিধ্বজ স চালৌ লাভবিশেষশ্চেতি তম্ । রমণীয়ানাং মণীনাং মাল্যাবয়বানাং ধানি যশাংসি প্লাঘান্তেষাং পতাকাণিকর ইব কনক মণিমালা-তুল্যাকার ইত্যর্থঃ ॥

বিংশ স্তবক

রাসবিলাসঃ

১, ২। অতঃপর কৃষ্ণপ্রাণতুল্যা, নির্বাণিত-হৃদয়তাপানলা, কৃষ্ণের সুদীপ্ত মাধুর্য পানলালিত্য উন্মজ্জনে মত্তপ্রায়া এবং ভ্রমণলের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবতী এই রমণীরত্নসভা যদি প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের মুখচন্দ্র বিগলিত এই ললিত বাক্যসুধারসে সম্মানিত হয়ে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমানা হয়ে গেলেন এবং তদন্তর দয়িতের কোটিকন্দর্পলাবণ্যতিরস্কারী ও নয়নোৎসবপালনকারী স্ত্রীঅঙ্গের প্রতি স্পৃহাবতী হলেন, তখন গোপীদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মাতে সম্মত জগদেক বিস্মাপক কৃষ্ণ আনন্দকন্দা ॥ নির্দোষ মণ্ডলাকার নৃত্যবিশেষ রচনা করতে ইচ্ছুক হলেন — যা তালবন্ধমণ্ডল-বিলক্ষণতায় নিজে নিজেই রাসের আকারে পরিণত লাভ করতে থাকে এবং যা কোনও চিত্তচমৎকারকারী নটও তৎপজিত কৌতুকেও আবিষ্কার করে নি । তবে হ্যাঁ, একজন করেছে । লোককল্যাণে রত ভরতমুনি হল্লীশক নৃত্য বলে বিখ্যাত এই নৃত্য অভিনয় করে দেখিয়েছেন । এই ইচ্ছা বশে

৩। 'শুণু তাবদয়ি দয়িতামণ্ডল মণ্ডলতয়া স্থীয়তামাশ্রীয়তামানন্দকারিণি মত্ৰুদিতৈ ইদমতিপ্রকৃষ্ট-
কৃষ্টমদীকৃতধ্বনসারসার-কেদারসদৃশমতিবিসারিতং সারিতরংগসা! রামণীয়কেন যমুনয়ানয়া নয়াদিব প্রকাশিতং
নিরঙ্কুশকুশলময়ং স্বহৃদয়মিব পুলিনমবলোকা মণ্ডলীভূয় ভূয়সীষু ভবতীষু স্থিতবতীষু স্থিতমস্ত্র বিলোকয়িতুং
যুজ্যতে ভবতীনাং পরিমণ্ডলোহত্র মাতি ন বা' ইতি ॥

■ । তত উচিরেহচিরৈবৈ তাঃ—'প্ৰভাপ্ৰভাবজিতকুবলয় । বলয়সদৃশবস্থানেন স্থানেন ভবতি ভবদ্-
দূরবহিঃস্বম্, অস্মাকং স্মাকম্পতে হৃদয়ম্ নাপরং দূরীভবিতুয়ংসহামহে, সহামহে নাপরং দুঃখম্' ইতি ॥

৫। স পুনরুবাচ, —'পশুত মে শিক্ষাকৌশলং কো শলন্ত কে তদ্যদহমস্তুরালবর্তমানোহপি সরস-
খেলাবিভ্রমভ্রমণলাঘবেন সৰ্বাসামেব বো জনং জনং রঞ্জয়ন্ প্রকটমেব সদা নিকটবর্তী ভগামি' ইতি তথা গদিতেন
দিতেন সন্দেহেন তদন্তুতাবলোকন-কনংকৌতুকতয়া চ কৃষ্ণমভিতোহভিতোষণে পরম্পরকরকমলদলকলিতবন্ধানু-
বন্ধানুক্রমেণ ক্রমেণ মণ্ডলীভাব-ভাবনয়াপসর্গস্তানাং তনুভিঃ সন্তুয় ভূয়স্তয়া পুলিনমেব বিসারিতরং তরঙ্গপটলা-
ভিরিব চন্দ্রিকাস্তোনিধেয়ানশে ॥

৩। আশ্রয়তাং বিশ্বস্যতাম্ । অতিপ্ৰকৃষ্টঃ যথা স্যাততথা কৃষ্টঃ কর্ষণেন দূরীকৃতো মদঃ কাটিস্ত্রভাগো বস্যা তথা
ভূতীকৃতং ঘনসারসারং শ্রেষ্ঠকপূরময়ং যং কেদারং ক্ষেত্রং তৎসদৃশম্ । সারিতং বিস্তারিতং রংহো যেন তাদৃশেন
রামণীয়কেন ॥

৪। স্মেতি বমকার্থমনধিকার্থম্ । হৃদয়মাকম্পতে ॥

৫। শলন্ত প্ৰাপ্নু বন্তঃ আনশে ব্যাপ্তম্ ॥

কৃষ্ণ রমণীয় মণিমালা-সৌষ্ঠবপতাকা সম দয়িতা সমাজকে কিছু বললেন—

৩। অয়ি দয়িতাগণ ! তোমরা যত আছ সকলে আনন্দকারিণী আমার কথা শ্রদ্ধা পূর্বক শোন —

এই যে সম্মুখে যমুনার নিজ হৃদদেশের মতো কপূরকান্তি, বার বার কর্ষণে দূরীকৃত-কঙ্করা কৃষিক্ষেত্র
সদৃশ, উচ্ছলিত রমণীয়তায় অতি বিস্তার প্ৰাপ্ত, যমুনার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই উজ্জ্বলীকৃত এবং নিরঙ্কুশ
মঙ্গলময় পুলিন, একে দেখে নিয়ে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে যাও । দেখতে হবে, সংখ্যায় বহু তোমরা মণ্ডলী হয়ে
দাঁড়ালে, এর যা জায়গা তাতে কুলায় কি, না-কুলায় ।

৪। একথা শুনে গোপীগণ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—ওহে প্ৰভাপ্ৰভাবজিতপদ ! মণ্ডলাকারে
দাঁড়ালে তোমার থেকে দূরে পড়ে যাবো যে । এ কথাটা—যে মনে হতেই আমাদের সমস্ত হৃদয় কেঁপে উঠছে ।
আরবার দূরে শব্দে যেতে উৎসাহ বোধ করছি না । পুনরায় আর দুঃখ সহিতে পারবো না ।

■ । কৃষ্ণ পুনরায় বললেন—'অহো আমার শিক্ষাকৌশল দেখ-না একবার । এ-জগতে কে তা আয়ত্ত
করতে পারবে । কারণ আমি কেন্দ্রস্থলে থেকেও সরস খেলাবিলাসে প্রচণ্ডবেগে ঘুরণ কৌশলে তোমাদের
সকলকে রঞ্জিত করতে করতে প্রকাশ্যে সদা নিকটেই থাকবো ।' এরূপ কথায় সন্দেহ-ভঞ্জন হলে সেই অদ্বুত
মজা দেখার লোভে দীপ্ত কৌতুকে দয়িতের চতুর্দিকে অতিশয় আনন্দে পরম্পর যথাক্রম-পদ্ধতিতে হাত ধরাধরি
করত চক্র রচনার ইচ্ছায় পিছু হটে যেতে লাগলেন গোপীগণ । এতে তাঁদের তনু একাকার প্রাপ্ত হয়ে অতি

৬। ততশ্চ তৎকৃষ্ণমনোরথতরোর্মহামূলশ্চ লক্ষ্যমানপ্রণয়সুধাসেকসলিলনির্গমনিবারি কনকালবালমিব, কৃষ্ণ মহামদ-কলভ বন্দীকরণায় বিলাসরসসম্রাজ্ঞা বিতানিতং কনকবাগুড়া বলয়মিব, কৃষ্ণমনোমীনগ্রহাগ্রহাকুলেন কুসুমরশরজ্বালিকেন বিস্তারিতং কুচকোরক-তুঙ্গাফল-ফলিতসালিত্যং বলয়াকৃতি কাঞ্চনজালমিব, কৃষ্ণদুর্গমতা-কারি বদনতৃহ্নিকিরণবিশ্বনিকরককুন্তুবিষেষশোভমানং চপলবেগিদণ্ডতিমিরপতাকা কুলাকুলায়মানং কৌমুদী-দুর্গমিব, ভূবিলাস লক্ষ্য্য বিলাসকনকমহাতাটকমণ্ডলমিব, মিহিরদুর্হিতপুলনলক্ষ্য বক্ষসো বলয়াকারং চম্পক-মাল্যমিব কৃষ্ণ-ভ্রুসানুভিত্তং কনকময়মানসোত্তরগিরিবরবলয়মিব, সম্পূর্ণমহস: কৃষ্ণকলানিধেমহাপরিধিরিব, রতিরসকলাকলাপকুলালশ্চ লালস্তুমাননটনঘটঘটনাচক্রমিব, যমুনাপুলিনকপূরকেদারতলতো নিবীজমেব তৎ-সময়সুদৃষ্টং পরম্পরশাখাগ্রসংশ্লিষ্যবিশেষদর্শনীয়ং হিমকণগণগুণিতশোভং বলয়াকারং কনককল্পতানিকুরম্বমিব, চিত্রকাব্যামব, সদ শুকরসবর্তোভদ্রং প্রতিভোমাতুলোমপাদক্ৰমং চ একাক্ষরচরণং চ সুললিতভাষাসমং চ, শব্দা-

৬। লসমানঃ কাম্যমানঃ প্রণয়ঃ প্রেমৈব সুধাভিবেকসুংসদ্বন্ধি-সলিলানাং নির্গমং নিবারয়িতুং শীলমসৌম্যি । অনেন তাসাং তথাভূতানাং কৃষ্ণাভিলাষ-পোষক-নিশ্চল-প্রেমবন্ধং ব্যঞ্জিতম্ । কৃষ্ণমহামদকলভেতি তদীয়ভাব-হাব-হেলা-দীনাং চেষ্টানামপি কৃষ্ণবশীকারিত্বম্ । কৃষ্ণমনোমীনেতি তদীয়াদ্বন্দ্বাসম্রাজ্ঞাস্য কন্দর্পস্যাপি কৃষ্ণমনোব্যাকুলীকারি বিক্রমত্বম্ । কুচকোরকা এব তুঙ্গাফলানি জাতিভেদেন বতুলাকারানি তানি জ্ঞেয়ানি । অতএব কোরকৈঃ পৃথগমুপমা কৃষ্ণস্য দুর্গমতা নিঃসরণাসামর্থ্যমিতার্থঃ । বদনাশ্চেব চন্দ্রবিষসমূহা উপরিভাগে যেষাং তথাভূতৈঃ কনককুন্তুবিশেষৈঃ শোভমানম্ কৌমুদী-দুর্গমিবেতি—পূর্বোক্তয়োর্বশীকরণোপমানয়োর্বশীকৃত্যজালয়োর্বশীকার্যকষ্টদায়িত্বরূপো দোষঃ পুস্কত আসীদিতি তদবারণার্থমুৎপেক্ষ্যম্ । ভূবলয়েত্যাধার্যবর্তিসমস্তলোকেভ্যোহপি ভুলোকস্য তদানীং সৌভাগ্যং সূচি-তম্ । মিহিরেতি, তত্রাপি যমুনাপুলিনপুদেশস্য নিতরাম্ । তাদৃশাকারকান্তাগণবেষ্টিতং নৃত্যোচিতস্থানবিমর্শার্থং ক্ষণং হিরতয়া তিষ্ঠন্তমুৎপ্রেক্ষতে—কৃষ্ণরত্নসাহস্রমিতি । বতুলসহঃ স্নেহকঃ; ততশ্চ বিচারিতস্থানং পুতি তথাভূতত্বমিব মন্দং মন্দং গচ্ছন্তমুৎপেক্ষতে—সম্পূর্ণমহস ইতি । গতা চ তত্র পৃথগং চক্রমিনাট্যমাবভামমুৎপেক্ষতে—রতিরসেতি । ততশ্চ নাট্যমানসমাগৌ বিশ্রামার্থং ক্ষণং তথাভূততয়া তিষ্ঠন্তমুৎপ্রেক্ষতে—যমুনাপুলিনেতি । হিমকণগণেতি শ্রমবিন্দুনামুপমা ।

বিশাল পুলিন ছেয়ে ফেললো, জ্যোৎস্নাসমুদ্রের তরঙ্গমালায় ছেয়ে যাওয়ার মতো ।

৬। তখন ঐ রমণীমণ্ডল দীপ্তি পেতে লাগলেন—কৃষ্ণমনোমীন ধরার জন্তু আগ্রহাকুল মদনজলের দ্বারা বিস্তারিত সোনার জালের মতো, যা কুচকোরকরূপ তুঙ্গাফলের ফলন-লালিত্যে মনোহর। উপরে বদন-চন্দ্রবিষসমূহের দ্বারা উজ্জলীকৃত, কনককুন্তু বিশেষে শোভমান ও চঞ্চল বেগিদণ্ডরূপ কালো পতাকাচয়ে উৎখলিত জ্যোৎস্না-দুর্গের মতো । ভূবিলাসলক্ষ্য্যের কর্ণে লীলায় পরিহিত বিশাল কানবালায় মতো । কৃষ্ণরূপ স্নেহক পর্বতের চতুর্দিকে কনকময় মানসোত্তর গিরিরাজবলয়ের মতো । পূর্ণজ্যোতিরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের মহাবলয়ের মতো । রতিরসকলাপ্রবাহরূপ কুন্তুকারের দেদীপ্যমান নটন ঘট-ঘটনাচক্রের মতো । যমুনা পুলিনের কপূরধবল ভূমিতল থেকে বিনা বীজে তৎকালে উৎপন্ন, পরম্পর জড়াজড়ি করে থাকায় বিশেষ দর্শনীয়, বিন্দু বিন্দু স্বর্মরূপ ওসে গুণিত শোভনা এবং বলয়াকার কনককল্পত্যাচয়ের মতো । (আরও উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) চিত্রকাব্য যেমন সদা অনায়াস-সাধ্য 'সবর্তোভদ্র' নামক সন্দর্ভবিশেষযুক্ত তেমনই সবর্তোভাবে সুখ-আকর, চিত্রকাব্য যেমন অক্ষরের

লক্ষণমিব সদাশ্লেষঃ ছেকবৃত্তান্তপ্রাসঃ পুনরুক্তবদাভাসভাসুরম্, নয়নমিব মধ্যাক্ষম, হৃন্দ ইব সদা বিষমসমভাব-
রমণীয়ভাবঃ রমণীমণ্ডলমাভাতি স্ম ॥

৭। তাম্রিলেব সময়ে দেব্যা যোগমায়য়া তৎসময়োচিতবেষভূষাভির্ঘদলঙ্কৃতং তন্ন তাসাং গোচর আসী-
দপি তু কৃষ্ণস্তাতিমনোহরমভূদহো তস্তাঃ কৃষ্ণহৃদয়ানুরঞ্জকম্, তত্র প্রথমমেব রমণীমণীভাবেনাসামান্যতয়া মাত্ততয়া
চ সৰ্বানুভূত্যা কৃষ্ণেন সঠৈব মধ্যমধ্যবস্থিতা বৃষভানুপুত্রী চিত্রীভূতা সতীব পরিতোষবতীঃ রমণীমণ্ডলীমালো-
কয়াঞ্চকার ॥

সর্বতোঃত্ৰং তন্মাসা সন্দর্ভবিশেষঃ; পক্ষে সুকরং সর্বত এব তদ্ভং সুখং যত্র তৎ। প্রতিলোমানুলোমাত্যাং পাদক্রমো যত্র
তৎ। যত্র শ্লোকে তেবামেবাঙ্করাণাং প্রতিলোমপাঠেনৈকচরণন্তেবামেবানুলোমপাঠেনাশ্চরণ ইত্যর্থঃ। পক্ষে, কদাচিৎ
প্রতিলোমেন কদাচিদনুলোমেন চ নৃত্যাবশাং পাদক্রমো যত্র তৎ। একৈরেবাঙ্করৈশ্চরণঃ পাদো যত্র তৎ; পক্ষে, একং
তুল্যমেবাঙ্করং স্থলনহীনং চলনং গতির্যত্র তৎ। স্থলিতভাষাং ভাষাভ্যাং প্রাকৃতসংস্কৃতময়ীভ্যাং সমং তুল্যম্; পক্ষে,
ভাষা উক্তিপ্রত্যুক্তিময়ী বাণী তয়া সমং শোভনম্; “সর্বসাধুসমানেষু সমং শ্রাদভিধেয়বৎ” ইতি মেদিনী। সঠৈব শ্লেষঃ;
পক্ষে, সন্ আশ্লেষ আলিঙ্গনং যত্র তৎ। ছেক ইতি বৃত্তিরিতি অনুপ্রাসো যত্র তৎ; যত্নকম্—“বর্ণসাম্যম্নুপ্রাসচ্ছেকবৃত্তি-
গতো বিধা” ইতি; পক্ষে, ছেকো বিদগ্ধো বৃত্তে: করচরণাদিচালন ব্যাপারস্ত অল্প অল্পকুলঃ প্রাসঃ প্রকৃষ্টবিদ্যাসো যত্র
তৎ। পুনরুক্তবদাভাসনাম্মা অলঙ্কারেণ ভাসুরং দীপ্তম্; পক্ষে, পুনরুক্তবদাভাসতে তথা তচ্চ ভাসুরঞ্চ তৎ; একস্তাপি
তন্মণ্ডলস্ত গতিলাঘবেন দ্বিতরজিতরবত্তদা ভানমভূদিত্যর্থঃ। বিষমভাবেন ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদত্বেন সমভাবেন তুল্যমাত্রাক-
চতুষ্পাদত্বেন চ রমণীয়ো ভাবঃ সত্তা যত্র তৎ; পক্ষে, গতিভেদেন মণ্ডলস্ত কদাচিদবৈষম্যং কদাচিৎ সাম্যাঞ্চেতি ॥

উট্টাপাঠে প্রথমচরণ ও সোজা পাঠে দ্বিতীয় চরণ পাওয়া যায় তেমনই নৃত্যাবশে কখনও উট্টা কখনও সোজা
চরণ-সঞ্চালনযুক্ত, চিত্রকাব্যে যেমন সমান (এক) অক্ষরেই চরণের রচনা তেমনই সমান স্থলনহীন গতিযুক্ত,
চিত্রকাব্যে যেমন স্থললিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতময়ী ভাষায় সমান ভাবে বিরচিত তেমনই স্থললিত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে
ঝঙ্কত এবং শব্দালঙ্কার যেমন সদা শ্লেষ নামক অলঙ্কারযুক্ত তেমনই দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ, শব্দালঙ্কার যেমন ‘ছেক’
নামক অনুপ্রাস ও ‘বৃত্ত’ নামক অনুপ্রাসযুক্ত তেমনই বিদগ্ধ করচরণ-সঞ্চালনাদি ব্যাপারের অনুকূল প্রকৃষ্ট
বেশবিদ্যাসে সজ্জিত, শব্দালঙ্কার যেমন ‘পুনরুক্তবদাভাস’ নামক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ তেমনই পুনরুক্তির মতো
একই বহু বলে প্রতীতি প্রাপ্ত ও দীপ্ত এবং নেত্র যেমন মধ্যস্থলে কৃষ্ণতারায়ুক্ত তেমনই মধ্যস্থলে দয়িত কৃষ্ণযুক্ত
তথা ‘হৃন্দ’ যেমন সদা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন চতুষ্পাদের দ্বারা ও তুল্যমাত্রাক চতুষ্পাদের দ্বারা রমণীয়ভাবে অবস্থিত
তেমনই গতিভেদে কদাচিৎ বৈষম্য-কদাচিৎ সাম্য প্রাপ্ত রমণীমণ্ডল দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭। সেই সময়ে দেবীযোগময়া তৎসময়োচিত বেষভূষায় রমণীদের সাজিয়ে দিলেন। এ তাঁদের
লক্ষের মধ্যে না এলেও কৃষ্ণের অতি চিত্তাকর্ষক হল। অহো যোগমায়ার কি অদ্ভুত কৃষ্ণহৃদয় অনুরঞ্জন করবার
কৌশল! এই খেলা বিলাসের আরম্ভে রমণীকূলে উৎকর্ষতায় অসামান্যতার ও মাত্ততার আসনে প্রতিষ্ঠিতা বৃষ-
ভানুপুত্রী সৰ্বানুভূতি ক্রমে কৃষ্ণের সঙ্গে কেন্দ্রস্থলে পটে আঁকা ছাঁবর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আহলাদে ডগমগ
এ রমণীকুলকে দেখতে লাগলেন।

৮। তদনু সা মণ্ডলী বহুবিস্তারভিরাহিভিয়াতশঙ্কা পরম্পরসংস্কৃতয়া কবিতাগতশিখিলবন্ধদোষমিব দূরীচিকৌষুর্গাতুবন্ধমঙ্গীকর্তৃ মিতরেতদেধামংসবিন্ধুস্তবাহুমূলং স্থিতবতী রাজতি স্ম ॥

৯। তত্র মধ্যমধ্যবস্থিতস্ত তস্ত রসিকশেখরস্ত সারস্তুদেন স্তুদেন প্রবেশসমকালমেব মুক্তপরম্পরাংশ-
তটয়োদ্যৈর্দোষৈর্মধো পুরঃপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিষ্টা কণ্ঠতটং ভুজবলয়াভামবগৃহ্য বিভ্রমতো ভ্রমতোহলাতচক্রমিব
তদ্ভ্রমণং চিত্রকাব্যমিব গোমুক্তিকাবন্ধপ্রায়ঃ প্রতিলোমানুলোমক্রমেণ ভবদতাস্তুতং তদাসীৎ; যেন তৎ সকলাঃ
সকলা এব স্বস্বনিকটস্থমেব মহন্তে স্ম, এবমেব কাস্ত ভ্রমণলাঘবম্ ॥

১০। তেন চ,— একস্তা দক্ষিণাংশে বরভুজবলয়ং বামমস্ত্যং পরস্তা
বামাংশে স্তু গাঢ়ং যুগপদভিমুখে দ্বে সমাশ্লিষ্ট্য কাস্তে ।

৭। রমণীষু মণীভাবেন শ্রেষ্ঠত্বেনেত্যর্থঃ ॥

৮। অংসে স্বন্ধে বিন্ধুতং বাহুমূলং বস্ত্র তদ্বধা স্যাত্তথা ॥

৯। পুরঃপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিষ্টেতি মণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাং পরিত্যজ্যেবাতিলাঘবেন মণ্ডলস্থয়োদ্যৈর্দোষৈর্ময়োরেকং
মধ্যং তয়োঃ পুরোভাবেন পুবিষ্টা তৎপৃষ্ঠতঃ পরাবৃত্ত্যাত্মং মধ্যং পশ্চাদ্ভাবেন তয়োঃ পুবিষ্টা ভদনস্তরঞ্চ ভদগ্রতঃ পরাবৃত্ত্য
অপরং মধ্যং পুনঃ পুরোভাবেন পুবিষ্টা পুনরপি তৎপৃষ্ঠতঃ পরাবৃত্ত্যাপরঞ্চ মধ্যং পশ্চাদ্ভাবেনেত্যবং সম্পূর্ণমণ্ডলভ্রমণা-
নন্তরং মণ্ডলমধ্যস্থ-রাধিকাসং বাম ভুলোনাশ্লিষ্ট্য পুনর্মণ্ডলস্থানামুক্তান্ত্যয়েন মধ্যমধ্যাপ্রবেশ ইত্যেবমগ্রিমল্লোকে স্পষ্টং
ভাবি। বিভ্রমতো বিলাসেনেত্যর্থঃ। গোমুক্তিকাবন্ধ ইতি স যথা অক্ষরপংক্তেঃ পুতাক্ষরং পুতিমধ্যমেব পুরঃ পশ্চাৎ পরি-
বর্তনবেষ্টনবৈধাবিত্তাসেন ভবতি, তপ্ণবেত্যর্থঃ। সকলা এব কলাবতী এব স্বনিকটস্থমেবেতি পূর্বমণ্ডলমধ্যে তস্য রাধা-
সাহিত্যাদর্শনাৎ, কথঞ্চিং পুসক্তায়া দীর্ঘায়া অপাপগমঃ সৃচিতঃ ॥

৮। অতঃপর সেই মণ্ডলী বহুবিস্তার ভয়ে শঙ্কাকুল হয়ে পরম্পর সেটে দাঁড়িয়ে কবিতাগত 'শিখিল বন্ধ' দোষের মতো তাঁদের শিখিল বন্ধনদোষ দূর করবার ইচ্ছায় একে অজ্ঞের কাঁধে বাহুমূল বিন্ধু করে দাঁড়িয়ে দাঁপ্তি পেতে লাগলেন।

৯। এই খেলাবিলাসে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই রসিকশেখর অতি দ্রুত বেগে প্রতি রমণীযুগলের মধ্য প্রবেশ করতে গেলেই অমনি তাঁদের স্বন্ধদেশ ধরা বাহুবন্ধন খুলে খুলে যেতে লাগল আর সেই প্রতি রমণীযুগলের মধ্যে প্রথমে বলয়ের সম্মুখ দিয়ে পরে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে ঢুকে গিয়ে গিয়ে বাহুর বেষ্টনে রমণীদের কণ্ঠ-
তট ধারণ করে করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এর থেকে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি হল - আলাতচক্রের মতো সেই ভ্রমণ সোজা-উণ্টা ভাবে চলতে থাকায় 'গোমুক্তিকাবন্ধ'প্রায় চিত্রকাব্যের সৃজন হয়ে গেল ওৎকালে।
শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমণবেগ এমনই বিচিত্র হল যে কলাবতী রমণীগণ সকলেই তাঁকে নিজ নিজ নিকটস্থ বলেই মনে করতে লাগলেন।

১০। এই ঘুরনি বেগেই—এক গোপীর দক্ষিণস্বন্ধে ও অস্ত্র গোপীর বামস্বন্ধে শ্রেষ্ঠভুজবলয় দৃঢ়ভাবে

তাভ্যাং দন্তপ্রবেশস্তুরিতমমুগতঃ পৃষ্ঠমেকাং বিমুঞ্চ-

মুখ্যাং গৃহ্ণন্ পুরস্তাং ॥ পুনরুপসরতোবমেব ক্রমেণ ॥

১১। এবং প্রতিলোমামুলোমভ্যাং স্পষ্টমেব গোমূত্রিকাবন্ধমুপপাদয়ত। প্রত্যেকমেব তাঙ্গাং পুরঃ পশ্চাঙ্গাগ-পরিষ্কারণে লাম্ববকৌশলেন ভ্রমতা তাঙ্গাং তস্তাশ্চ মধ্যগতারা মুখ্যায়াঃ পরমকৌতুকমাতান ॥

১২। এতস্মিন্নেব সময়ে সুখাবলোকনাশয়া নিকটমালম্বিতং জ্যোতিঃচক্রমিব বিমানশ্রেণিসঙ্কুলমপি নির্বিমানং লেখাবলিবলিতমপি নিলেখং সদা সদার-চারণ কিল্লর-সিন্ধু-সাধ্য-গন্ধব'-বিদ্যাধর-প্রভৃতিভূতনিরন্তর-সমাজং বিভ্রদম্বরতলং ররাজ ॥

১৩। ততশ্চ চিত্রকাব্যমিব ললিতমুরজবন্ধম্ পার্শ্ববর্ণস্করকঙ্কমিব নির্দোষমৃদঙ্গম্, ক্রয়বিক্রয়শীলন-

১০। পুনঃ পুরস্তাপসরভীত্যাগ্রদেশং গম্বা বিরভ্যোতি জ্ঞেয়ম্ ॥

১১। উক্তমেবার্থমুক্তপোষত্বারেনাহ—এবমিতি ॥

১২। নিঃশেষেণ বিগতং মানং পরিমাণং যত্র তৎ; লেখাবলির্দেবশ্রেণী; নির্লেখং নির্গতো লেখ ইয়ত্না যতন্তৎ ॥

১৩। মুরজবন্ধো মুরজাকৃতিষটিস্তল্লোকাক্ষরঃ; পক্ষে, ললিতো মুরজস্ত বন্ধো বাস্তপ্রবন্ধো যত্র তৎ। নির্দোষাতিঃ

অন্ত করে কৃষ্ণ যুগপদ্ হই বাস্তাকে আলিঙ্গন করলেন সম্মুখদেশে। আলিঙ্গিত কান্তাদয় তাঁদের মাঝে জায়গা করে দিলে ঝটিতি পিছনে গিয়ে একজন থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অন্য একজনের স্বন্ধে দিয়ে পুনরায় সম্মুখে এসে ঘুরে গেলেন—এইরূপ ভাবেই খেলা চলতে লাগল পরপর।

১১। এইরূপে উল্টা-সোজা চলনের দ্বারা অতি স্পষ্ট 'গোমূত্রিকাবন্ধ' চিত্রকাব্য রচনা করতে করতে তাঁদের প্রত্যেককে সম্মুখে ও পৃষ্ঠদেশে আলিঙ্গনের সহিত বেগকৌশলে ভ্রাম্যমান কৃষ্ণ মণ্ডলস্থা রমণীদের ॥ মধ্য-গতা মুখ্যের পরমকৌতুক বিস্তার করলেন।

১২। (সেই সময়ে আকাশের যে শোভা হয়েছিল, তার বর্ণন হচ্ছে—)

সুখে অবলোকন আশায় নিকটে ঝুলে থাকা প্রহমণ্ডলের মতো হৃন্দর বিমানে বিমানে সমাকীর্ণ হয়েও 'নির্বিমানম্' অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থানাভাবযুক্ত, (লেখাবলিবলিতমপি) দেবশ্রেণী সমাকীর্ণ হয়েও এবং (নির্লেখম্) অসীম হয়েও সীমার মধ্যে আগত এবং সদা জয়গণের সহিত বিরাজমান চারণ-কিল্লর-সিন্ধু-সাধ্য-গন্ধব' বিদ্যাধর প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ জমাট সভাপ্রাঙ্গনস্বরূপ আকাশতল অতিশয় শোভা পেতে লাগল তৎকালে।

১৩। অতঃপর এই রাসে দেবতাদের প্রশংসিত যে বাস্ত সেজে উঠল তার বর্ণনা হচ্ছে, শব্দসাম্য উপমায়ুখে—

(১) চিত্রকাব্য যেমন 'ললিতমুরজবন্ধম্' অর্থাৎ ললিত মুরজাকৃতিতে লিখিত শ্লোকাক্ষরময় এ-রাস-বাস্ত তেমনই 'ললিত মুরজবন্ধম্' অর্থাৎ ললিত মুরজ নামক বাস্ত-সঙ্গত। (২) নয়নানন্দ মাটির কদমফুল যেমন 'নির্দোষমৃদঙ্গম্' অর্থাৎ কঙ্কর-তুবাদিরহিত নির্দোষ মাটিতে নির্মিত তেমনই এ-রাসবাস্ত 'নির্দোষমৃদঙ্গম্' অর্থাৎ

মিব পণবাহিতম্, বন্ধুজনবপুর্নব ললিতালিঙ্গ্যাম্, নাটকমিব বিলসদঙ্কাম্, যত্নকুলমিব শ্লাঘাতমানকত্বদুভি, গগন-
মিব বিততম্, বর্ষানভ ইব সুঘনম্, সূচীমূলমিব সশুধিরম্, মহারত্নমিব সদানঙ্কম্, দেবতাভিবাণ্ড্যং বাণ্ড্যং নদতি স্ম ॥

১৪ । নন্দনবনবনদেবতাভিরেব তাভিরেবমনবরতং বৃত্তমাণানি সমধুকেরাণি দিবঃ সাজ্জনহর্ষনয়নজল-
বিন্দুনিকুরস্বাগীৰ নিপতন্তি স্ম কুসুমানি, যশো যশোদানন্দনশ্চ তশ্চ ললিতকলস্বরং স্বরঙ্গনাভিঃ সহ সহর্ষং গন্ধ-
বীশ্চ গায়ন্তি স্ম । ততশ্চ,

মুখরনৃপুরকঙ্কণকিঙ্কণী - কলকলঃ সুদৃশাং চ হরেশ্চ সঃ

সমকিরত্নসনারসনাশনঃ, শ্রবণয়োঃ সমুতাত্তমুতাত্তসাম্ ॥

শর্করাতুয়াদিরহিতাভির্মুদ্রিরঙ্গং যশ্চ তৎ; পক্ষে স্পষ্টম্; পঠৈর্মূল্যবাহিতম্; পক্ষে, পণবোহিতম্ । ললিতং যথা স্তাভধা
আলিঙ্গ্যামালিঙ্গনাইম্; পক্ষে, ললিত আলিঙ্গ্যো যুদ্ধভেদো যত্র তত্র । বিলসতঃ শোভনানঙ্কানহঁতীতি তৎ; পক্ষে, অক্লো-
হপি যুদ্ধভেদঃ; যত্নকুলম্—“হরীতক্যাকৃতি স্বক্লো যবমধ্যাক্তধোবর্ধকঃ । গোপুচ্ছাকৃতিরালিঙ্গ্যো মধ্যদক্ষিণবামগাঃ ॥
ইতি । আনকত্বদুভিবিসুদেবঃ; পক্ষে, আনকত্বদুভী বাণ্ড্যভেদো । গগনমিত্যাদি স্পষ্টম্; পক্ষে, “ততং বীণাদিকং বাণ্ড্যমানঙ্কং
মূরজাদিকম্ । বংশাদিকং তু শুধিরং কাংস্তালাদিকং ঘনম্ ॥” ইত্যমরঃ ॥

১৪ । অমৃতকাসামমৃতভোজিনাং দেবানাং শ্রবণয়োঃ কর্ণদ্বয়েহমৃতানি সমকিররিচিক্ষেপ । রসনয়া জিহ্বয়া যো
রস আবাদন্তং নাশয়তীতি সঃ, অতঃপরং ন তেহরোচকম্ । অমৃতমাখাদয়িত্বতীতি ভাবঃ ॥

নির্দোষ যুদ্ধ নামক বাণ্ড্যযন্ত্র-সঙ্গত । (৩) ক্রয়বিক্রয় পরস্পরা যেমন ‘পণবাহিতম্’ অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ে
প্রচলিত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘পণবাহিতম্’ অর্থাৎ পণব নামক বাণ্ড্যযন্ত্র-সঙ্গত । বন্ধু জনের বপু যেমন ‘ললি-
তালিঙ্গ্যাম্’ অর্থাৎ ললিত আলিঙ্গন যোগ্য তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ললিত আলিঙ্গ্য-সঙ্গত । নাটক যেমন ‘বিলসদঙ্কাম্’
অর্থাৎ অঙ্ক সমূহে বিভক্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘বিলসদঙ্কাম্’ অর্থাৎ ‘অঙ্ক’-সঙ্গত । যত্নকুল যেমন ‘শ্লাঘাতম আনক-
ত্বদুভি’ অতি প্রশংসনীয় বস্তুদেবের দ্বারা অলঙ্কৃত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য অতি প্রশংসনীয় ‘আনকত্বদুভি’-সঙ্গত ।
আকাশ যেমন ‘বিততম্’ বিস্তার প্রাপ্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘বিততম্’ বীণাদি-সঙ্গত । বর্ষার আকাশ যেমন
‘সুঘনম্’ অর্থাৎ সুন্দর মেঘযুক্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘সুঘনম্’ অর্থাৎ কঁাসর-সঙ্গত । সূচীমূল যেমন ‘সশুধিরম্’
অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘সশুধিরম্’ অর্থাৎ বাঁশি-সঙ্গত । মহারত্ন যেমন ‘সদানঙ্কম্’ অর্থাৎ সদা গ্রথিত
তেমনই এ-রাসবাণ্ড্য ‘সদানঙ্কম্’ অর্থাৎ ‘আনঙ্ক’-সঙ্গত ।

১৪ । এই সব বাণ্ড্যযন্ত্রের প্রশংসারত সেই নন্দনবনদেবতাগণের দ্বারা অনবরত বর্ষমান কুসুম নিপতিত
হচ্ছিল ভ্রমরচুস্থিত অবস্থাতেই, এ ভ্রমরনিচয় দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঞ্জনাঙ্ক
আনন্দাশ্রবিন্দু । আর গন্ধবর্গণ স্বর্গের দেবীগণের সহিত পুলকে আকুল হয়ে ললিত কলকণ্ঠে যশোদানন্দনের
যশো কীর্তন করছিলেন । অতঃপর সুনয়নীদের এবং কৃষ্ণের মুখর নৃপুর ও কঙ্কণ-কিঙ্কণীর যে কল কল শব্দ
উঠল, তা অমৃতভোজী দেবতাদের কর্ণদ্বয়ে রসনারসাস্বাদন নাশন অমৃত বর্ষণ করতে লাগলেন ।

১৫। ততশ্চ, তশ্চৈবং ভ্রমতো জবেন সুদৃশাং দে দে সমালিঙ্গতে।

মধ্যং মধ্যমভূপ্রাবিশ্য বপুষা তেনৈব সা মণ্ডলী।

কিং জ্যোৎস্নাতিমিরৈঃ কিমু স্থিরতড়িগ্নৈষৈরথো চম্পক-

শ্যামাজ্জৈরুত কাঞ্চনেন্দ্রমণিভিঃ ক্লপ্তামজ্জৈবীং শ্রজম্ ॥

১৬। কদাচিদপি তথাবিধ-গোমূত্রিকাবন্ধং বিহায় স্বচ্ছভূমাবেব চক্রাকার চিত্রকাব্যমিব নর্তনমা-
বর্তয়তি। তদ্যথা—

বল্লবভূবতঃসমংসবিলসম্পন্দারমালাং নদং-

কাঞ্চীকিক্ষিপিকঙ্কণাদি বিগলংসংব্যানকং ভ্রাম্যতি।

বিশ্বদ্রৌচি-মরীচিবীচিনিচয়ে জীমূতচক্রাকৃতো

সবীঃ পুপ্পুবিরে স্থিরা নবতড়িমালা ইবৈবীদৃশঃ ॥

১৭। ততশ্চাতিচিহ্নম্—

তুয়াবর্তে সরতি সরসং রাধিকামন্তরস্থং, দীর্ঘাবর্তে নিকটময়তে মণ্ডলীস্থপ্রিয়াণাম্।

মুন্মো বেগান্নরকতময়ঃ সূত্রবন্ধপ্রযুক্তো, লীলাচক্রীপুট ইব হরিবিভ্রমৌ বঃভ্রমীতি ॥

১৫। তেনৈব একেনৈব বপুষা সা মণ্ডলী জ্যোৎস্নাতিমিরাদিভিঃ ক্লপ্তামপি শ্রজমজ্জৈবীং। জ্যোৎস্নাতিমি-
রয়োঃ কাস্তিতারল্যং পরস্পরবৈরক্ষেতি, অতত্তড়িগ্নৈষয়োঃ কাস্তিনৈবিভোয় পরস্পরসৌধোন চোৎকর্ষঃ, কিমু তড়িতা
মেঘকাস্ত্যাচ্ছাদনরূপো দোষ ইতি চম্পকশ্যামাজ্জ্যামুপমা পুনরপি নিবিড়াল্পেবক্ণপল্যাপ্রাপ্তার্থং কাঞ্চনেন্দ্রমণিভ্যামিতি ॥

১৬। বল্লভিত্যাগি ক্রিয়াবিশেষণচতুষ্টয়ম্। ভ্রাম্যতি শ্রীকৃষ্ণে ॥

১৭। চক্রভ্রমি-নাট্যমন্তর্বহিনীলমণিমণ্ডলদয়নির্মাণকমিব জাতমিত্যাহ— তুয়াবর্ত ইতি। অন্তরস্থং মধ্যস্থিতং

১৫। অতঃপর এমত আনন্দ পরিবেশে ক্রতবেগে ঘুরতে ঘুরতে তু-তু গোপীর মধ্যে মধ্যে প্রবেশ
করে তু-তু সুনয়নীদের একত্রে আলিঙ্গন করতে করতে বিরাজমান কৃষ্ণের সেই একই শ্যাম অঙ্গের সহিত মিলিত
সেই মণ্ডলী কি জ্যোৎস্নাতিমিরে রচিত মালিকাকে, কি স্থিরবিজলী-মেঘে রচিত মালিকাকে, কি চম্পক-নীল-
পদ্ম মালিকাকে অথবা কি কাঞ্চন-ইন্দ্রনীলমণি মালিকাকে জয় করতে লেগে গেল ?

১৬। কখনও আবার তথাবিধ 'গোমূত্রিকাবন্ধ' ত্যাগ করে চক্রাকার চিত্রকাব্যের মতো নৃত্যে ঘুর-
পাকখেতে লাগলেন যথা,—

সুমনোহর কুণ্ডল লক্ষ্য দিয়ে দিয়ে উঠছে। স্বক্কে মন্দার মালা খেলা করে বেড়াচ্ছে। কাঞ্চী-কিক্ষিপী
কঙ্কণাদি ঝণঝণৎ বাজছে। উত্তরীয় খসে খসে পড়ে যাচ্ছে—এইরূপ তাণ্ডবনৃত্যে ঘুরপাক খাওনে রত কৃষ্ণরূপ
মেঘচক্রাকৃতি বিশ্বব্যাপিনী কিরণতরঙ্গমালায় মৃগনয়নীগণ সকলে যেন স্থিরা নবতড়িমালায় মতো চমকতে
লাগলেন।

১৭। অতঃপর এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার চলতে লাগল—ছোট পাকে চক্রাকারে সরস ভাবে
পরিভ্রমণ করতে লাগলেন কেন্দ্রস্থলস্থ রাধাকে ঘিরে, আর দীর্ঘ পাকে আসতে লাগলেন চক্রঘেরস্থ প্রিয়া-

১৮। ততস্তদবেক্ষণেন ক্রণেন তাসামপি মনসি সমুদিসমুদিতায়াং নিন্তিষায়াং তৎক্ষণাদেব দেবতা-
ভিস্তৌর্ধ্বাত্ৰিকাদিষ্ঠা ব্রীভিস্তুমুতীভিরূপতস্হে ॥

১৯ তথা সতি নৃত্য-গীত-বাত্তাধায়াপাধ্যায়াপাসিতচরণাস্তাঃ পূর্বপূর্বতর হুচিরাভাসাভাসাদিত-
কৌশলমিবাভ্যনং প্রত্যেকমেব মন্থম না ক্রমানানন্দরুত্তিমাসং শ্রু ধনিকমণিকমনীয়গৃহপটলীমিব ললিতপতাকাম্,
হোমধূমাবলীমিব সত্রিপতাকাম্, মণালবল্লীমিব হংসাস্তুললিতাম্, দ্বিতীয়চন্দ্রলেখামিব কর্তরীমুখশোভাম্,
রাধিকাং কনকমণিকণিকামিব সরতি, মণ্ডলীভাবেন পরিক্রাম্যতি। দীর্ঘাবর্ত ইতি পুনশ্চ বৃহৎমণ্ডলীভাবেন তাসাং নিক-
টেইপি ভ্রাম্যতি। এবঞ্চ যুগপদেব নীলমণিমণ্ডলদয়ীভাব ইত্যতিচিন্ত্য, প্রকাশভেদস্বীকারে সা ন স্তাদিতি লাঘবকলাতি-
কৌশলমেবাত্ত ব্যবস্থাপিতম্, তচ্চান্তর্মণ্ডলে ভ্রমণানন্তরমপি তদীয়মযুগপরিধিক্ষোকারো যাবর বিরমতি, তাবদেব বহির্মণ্ডলে
পরিভ্রম্যোভার্তর্মণ্ডলে তত্র প্রবিষ্টৌব পুনর্ভ্রমণং ভেদেবমেব বহির্মণ্ডলে পুনরপীতি পরামৃশ্তম্ ॥

১৮। তৌর্ধ্বাত্ৰিকং নৃত্য-গীত-বাত্তম্, উপস্থিত্ত্বে উপস্থিত্তম্; তত্রাগতমিত্যর্থঃ ॥

১৯। তথা সতি তা অধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা হস্তাধারদেবতামনুগৃহ গানদেবতাং রাগ-রাগিণীগণদেবতাদিঞ্চ স্বরমা-
গতামনুগৃহরিত্যর্থঃ। নিতরামমানামপরিমিতামানন্দরুত্তিম্। ললিতপতাকামিত্যাदिষু পতাকাধারোৎসর্গচন্দ্রাস্তাঃ সংযুতা-
গণের নিকট।—এই রূপে লীলাময় হরি পাকথতে লাগলেন বাঁধন ছিরে ছুটে যাওয়া নীলমণি-লীলাচক্রৌপুটের
(কর্ণোধের'র ভূষণ যুগলের) মতো।

১৮। অতঃপর সেই নৃত্য দর্শনোৎসব বেগে রমণীদের আহ্লাদিত মনেও নাচনের ইচ্ছা সমুদিত
হতেই তৎক্ষণাৎ নৃত্যগীতবাত্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ মূর্তিমতী হয়ে এসে উপস্থিত হলেন সেই রাসস্থলীতে।

১৯। এরূপ হলে নৃত্যগীতবাত্ত-অধ্যয়নের অধ্যাপিকাগণের দ্বারা উপাসিত-চরণা এবং পূর্বপূর্বতর
সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে যেন নৃত্যগীতাদিতে নিপুণতা প্রাপ্তা বলে প্রত্যেকে নিজেকে মাননাকারিণী সেই
অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ অসীম আনন্দরুত্তি প্রাপ্ত হয়ে হস্তাধায় দেবতাকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন—(মূলের
'পতাকা'দি' থেকে 'অর্ধচন্দ্র' পর্যন্ত সংযুত-অসংযুত নৃত্যভেদে ত্রিবিধ হস্তকের (নৃত্যে হাতের মুদ্রা-হস্তক) মধ্যে
অসংযুত আদি হস্তকভেদ সমূহ সঙ্গীত শাস্ত্র থেকে ভেদে নিতে হবে যথা ('নর্তনে রতিনকঃ' ইত্যাদি) যে
নৃত্যে অনুরাগ জনক, পদার্থাকৃতি-কারক হস্তের অঙ্গুলি বিস্তার হয় তাকে হস্তক বলা হয়—এ হল হস্তক
সামান্যের লক্ষণ। যেখানে এক হস্ত বিস্তারিত অর্থ প্রকাশ হয়, তাকে 'অসংযুত হস্তক' বলা হয়। হস্তদ্বয় বিস্তারিত
যেখানে অর্থ প্রকাশ হয় তাকে 'সংযুত হস্তক' বলা হয়। যখন দুহাত বিযুক্ত অর্থাৎ আলাদা আলাদা বিস্তারিত
অর্থ প্রকাশ হয় তাকে 'নৃত্যহস্তক' বলা হয়। এখানে নৃত্যহস্তকের উল্লেখ না থাকলেও উপলক্ষণে বলা হয়েছে—
'কিং বহুনা' বাক্যের পর 'বিশুদ্ধসহস্রহস্তাং' বাক্যে)।

অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ যাকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন সেই হস্তাধায় দেবতা কিরূপ, তারই উত্তরে
শব্দসাম্য উপমাদ্বারা তাঁকে বিশেষিত করা হচ্ছে, যথা—(১) ধনিক্রোষ্ঠের কমণীয় অট্টালিকাশ্রেণী যেমন 'ললিত
পতাকাম্' সুন্দর পতাকায়ুক্ত তেমনই 'পতাকা' নামক ললিত হস্তকধারী (পতাকার লক্ষণ—কুঞ্চিত বুড়ো আঙ্গুল দৃঢ়
ভাবে তর্জনিমূল আশ্রিত এবং অঙ্গাঙ্গ আঙ্গুল সম্পূর্ণ প্রসারিত)। (২) হোমের ধূমশ্রেণীই যেমন 'সত্রিপতাকাম্'

পলাশকুসুমশ্রেণীমিব শুকতুণ্ডভাম্। তপ্তসুবর্ণাদি-সূত্রাবলিমিব সন্দংশাকুণ্ডাম্। হরমুৰ্ত্তিমিব বিলসৎখটকামুখাম্,
মধুকরশ্রেণীমিব পদ্মকোশোৎকষ্টিভাম্। আহিতুণ্ডিকব্যবসিতিমিব খেল্যমানাহিতুণ্ডাম্, সৌবনশিল্লকলামিব

সংযুতনৃত্যভেদেন ত্রিবিধেষু হস্তকেষসংযুত হস্তকভেদাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রেণ জ্ঞেয়াঃ। যত্বেতন্—“নর্তনে রক্তিজনকঃ পদার্থ-
কৃতিকারকঃ। পদেতরাঙ্গুলিচ্ছাদবিশেষো হস্তকঃ যুতঃ॥” ইতি হস্তকসামান্তলক্ষণম্; “যত্রৈকহস্তত্বেচ্ছাদপ্রকাশঃ স্তাদ-
সংযুতঃ” ইত্যাসংযুত-হস্তকলক্ষণম্; “হস্তদ্বয়যুতেরর্থপ্রকাশে সংযুতো ভবেৎ” ইতি সংযুক্তহস্তক লক্ষণম্; “হস্তাভ্যাং বিপ্র-
যুক্তাভ্যাং ক্রিয়য়া নৃত্যহস্তকঃ” ইতি নৃত্যহস্তকলক্ষণম্। অত্র সংযুতনৃত্যহস্তকা অমুল্লিখিতা অপি বিশুদ্ধসহস্রহস্তা ইত্যনে-
নোপলক্ষয়িষ্যন্তে। ধনিকা ধনিং; অগ্ন্য স্পষ্টম্। পক্ষে, ললিতঃ পতাকো হস্তকভেদো যত্র তাম্; “কুক্ষিতাঙ্গুষ্ঠকঃ সমাক্
তর্জনীমূলমাত্রিতঃ। পতাকো যত্র সহিত-প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ॥” ইতি। সত্রিপতাকাং সত্রিণাং যাজ্ঞিকানাং পতাকা-
তুলাম্; পক্ষে, ত্রিপতাকেন সহিতাম্; “ত্রিপতাকঃ পতাকস্ত বক্তিতানামিকাস্থলিঃ” ইতি। হংসাস্তেন লুলিতাং মদিতাং
মুহুরীকৃতাক্ষঃ; “তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠামিলিতাগ্রাঃ পরে পুনঃ। অঙ্গুলীবিবরলে চোদেৎ হংসাস্তো হস্তকস্ত সংঃ॥” ইতি। কর্তব্যং
মুখস্ত শোভেব শোভা যত্রাতাম্; পক্ষে, কর্তরীমুখধন্যমা হস্তকঃ; “তর্জনীমধ্যমে ভিন্নে বক্তিতানামিকা পুনঃ। পতাকস্য
যদা স স্যাৎ কর্তরীমুখ হস্তকঃ॥” ইতি। পলাশেতি স্পষ্টম্। “তর্জন্যনামিকাঙ্গুষ্ঠা বক্রা মধ্যা প্রসারিতা। পতাকস্য যদা
তু স্যাচ্ছুকতুণ্ডক হস্তকঃ॥” ইতি। সন্দংশঃ সাঁড়নীতি খ্যাতা, পক্ষে, হস্তকভেদঃ “তর্জ্জঙ্গুষ্ঠকৌ চৈব মিলিতাগ্রান্ন-
কুক্ষিতৌ। বিবরলোধোঃ পরাঙ্গুলাঃ সন্দংশঃ স তু কথ্যতে॥” ষটকা বাহুভেদঃ; পক্ষে ষটকামুখো হস্তকঃ “বক্তিতে মধ্য-
মাঙ্গুলৌ বিবরলোধে পরে পুনঃ। তর্জ্জঙ্গুষ্ঠকৌ চাগ্রে মিলিতৌ ষটকামুখঃ॥” ইতি। মধুকরেতি স্পষ্টম্; “ধনুর্তাগ্রমী-
লিতাঙ্গুলীকঃ পদ্মকোশকঃ ইতি। আহিতুণ্ডিকো বালগ্রাহী; “পতাকো নিয়মধোঃ স তু সাদাহিতুণ্ডিকঃ” ইতি। সৌব-

যাজ্ঞিকগণের পতাকা তেমনই ‘সত্রিপতাকাম্’ ত্রিপতাকা হস্তকধারী (অনামিকা বক্র অগ্র অঙ্গুলী সোজা)।
(৩) মুণাললতা যেমন ‘হংসাস্তলুলিতাম্’ হংসমুখে মদিত তেমনই ‘হংসাস্তলুলিতাম্’ ‘হংসাস্ত’ নামক হস্তকে
কোমলতাপ্রাপ্ত (তর্জনী-মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের ডগা মিলিত, অগ্রাগ্র অঙ্গুলী পৃথকভাবে উপরে ধৃত)। (৪) বিতায়ার
চলুরেখা যেমন ‘কর্তরীমুখ শোভাম্’ কাটারির মুখের মতো শোভন তেমনই ‘কর্তরীমুখ শোভাম্’ কর্তরীমুখ
নামক হস্তকের শোভায় রম্য (পতাকার অঙ্গুলী বিচ্ছাদে যখন তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে ফাঁক ও অনামিকা
বক্র)। (৫) পলাশ কুসুমশ্রেণী যেমন ‘শুকতুণ্ডভাম্’ শুকতুণ্ডের বর্ণ তেমনই ‘শুকতুণ্ডভাম্’ শুকতুণ্ড নামক
হস্তকে শোভিত (পতাকা হস্তকের তর্জনী-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠ বক্র আর মধ্য প্রসারিত)। (৬) তপ্ত সুবর্ণাদি
সূত্রচয় যেমন ‘সন্দংশাকুণ্ডাম্’ সাঁড়নীদ্বারা টেনে আনা হয় তেমনই ‘সন্দংশাকুণ্ডাম্’ সন্দংশ নামক হস্তকদ্বারা
মুগ্ধ - (তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠ এ দুয়ের ডগা মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ কুক্ষিত, বাকী অঙ্গুলী পৃথক পৃথক ভাবে উর্ধ্বে
প্রসারিত)। (৭) শিখর্মুতি যেমন ‘বিলসৎখটকামুখাম্’ খটকা নামক বাহুে শোভিত আননবিশিষ্ট তেমনই
‘বিলসৎখটকামুখাম্’ খটকামুখ নামক হস্তকে শোভিত, - (মধ্যাঙ্গুলী বক্রীভূত, অনামিকা-কনিষ্ঠা অসম্মিলিত
অবস্থায় কিঞ্চিৎ উত্তোলিত থেকে তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠের অগ্র ভাগে মিলিত)। (৮) মধুকরশ্রেণী যেমন ‘পদ্মকোশোৎ-
কষ্টিভাম্’ পদ্মকোশের জন্ত উৎকষ্টিতা তেমনই পদ্মকোশ হস্তকের জন্ত উৎকষ্টিত, - (অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীসমূহ মিলিত
অবস্থায় কুক্ষিত হয়ে ধনুর আকার ধারণ)। (৯) সাপুড়েদের কাজই যেমন ‘খেল্যমানাহিতুণ্ডাম্’ সাপের মুখ

সদোপযুক্তসূচীমুখাম্, মার্গশীর্ষপূর্ণিমামিব মৃগশীর্ষযুক্তাম্, অষ্টমীতিথিমিব বিলসদর্শচন্দ্রাম্, কিং বহুনা ? কার্ত্ত-
বীৰ্য্যমূৰ্ত্তিমিব বিশুদ্ধসহস্রহস্তাং হস্তাধ্যায়দেবতামনুগ্রহ তদনুগামিনীং চচ্চৎপুট চাচপুট-হংসলীল-গজলীল-সিংহ-
নন্দনাদি-মহাতালৈরাদিতালৈকতালীরূপক প্রতিমণ্ডনিসাক্ষ্যতিত্রিপুটাড়ুক প্রভৃতিভিরপরৈশ্চ-তদিতরৈরৈরিবিলাস-
স্বরার্থাদিস্বরূপাঠবিরুদাদিবলিত-নানাপ্রবন্ধ ধ্রুবগানদেবতাং জ্রবিড়-তৈলঙ্গ-পাশ্চাত্যাদিদেশীয়-গানদেবতাং ■

নেতি স্পষ্টম্; “অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে সংযুক্তাগ্রে চোৰ্ধ্বাধ তজ্জনী । কনিষ্ঠানামিকে চোৰ্ধ্বৈ সূচীমুখ ইতি স্মৃতঃ ॥” ইতি । মার্গেতি
স্পষ্টম্ । “অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যা মিলিতাগ্রাঃ পরেহঙ্গুলী । উৰ্ধ্বৈ যত্র পুনঃ স্যাতাং মৃগশীর্ষঃ স হস্তকঃ ॥” ইতি অষ্টমীতি
স্পষ্টম্ । “পতাকাঙ্গুষ্ঠকং চেতু স্তাদাকৃষ্টোহস্তকঃ পুনঃ । অর্দ্ধচন্দ্র ইতি প্রোক্তো ভরতাদিমুনীধরৈঃ ॥” ইত্যৰ্দ্ধচন্দ্রলক্ষণম্ ।

তদনুগামিনীং প্রবন্ধধ্রুবগানদেবতামিতি সম্বন্ধঃ । তদিতরৈর্মহাতালেতরৈঃ ক্ষুদ্রতালৈরিত্যর্থঃ । চচ্চৎপুট-চাচ-
পুটো মার্গতালো; হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাস্ত্রয়ো দেশীতালোঃ । আদি শব্দাং ষষ্টিতাপুত্রকসম্পদেষ্ঠেকোদঘটাস্ত্রয়োহস্তো
মার্গতালোঃ জ্ঞেয়াঃ । আদিতালোদয়োহষ্টৌ অরমাত্রাকো দেশীতালোঃ । এতেষাং লক্ষণানি “গুরুদ্বয়ং লঘুশ্চৈকঃ প্লুতচ্চচ্চ-
পুটো মতঃ” “গুরুকো লঘু মধ্যো গুরুচাচপুটো মতঃ”; “হংসলীলে বিরামান্তং লঘুদ্বয়মুদাহৃতম্”; “চত্বারো লঘবো
যত্র গজলীলঃ স উচ্যতে”; “গুরুদ্বয়ং লঘুশ্চৈকঃ প্লুতো লশ্চ গুরুস্তথা । দ্রুতৌ গুরু লপ্লুতৌ চ লপ্লুতৌ গুরুকৈকঃ ॥ লঘু
পুনশ্চ চত্বারো নিঃশব্দা লঘবো যদা । তদা তালোহয়মাখ্যাতঃ সিংহনন্দনসংজ্ঞকঃ ॥”; “লঘুনৈকেনাদিতালঃ” ইতি;
“একো দ্রুতশ্চৈকতালী” ইতি; “দ্রুতৌ লৌ রূপকঃ স্মৃতঃ” ইতি; লঘুগুরুলঘুশ্চৈকঃ প্রতিমণ্ডঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ” ইতি; “লঘুদ্বয়ং
বিরামান্তং নিস্তারো পরিকীৰ্ত্তিতম্” ইতি; “দ্রুতদ্বয়ং লঘুশ্চৈব যতিতালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ” ইতি; “দ্রুতত্রয়ং বিরামান্তং ত্রিপুটঃ

ধরে খেলে বেড়ানো তেমনই ‘খেলামানাহিতুণ্ডাম্’ অহিতুণ্ড হস্তক ধারণ করে খেলতে খেলতে আগমনপর; —
(পতাকা হস্তকের মধ্যভাগ নীচ) । (১০) সূচিশিল্প যেমন ‘সদোপযুক্ত সূচীমুখাম্’ সদা উপযুক্ত সূচীমুখযুক্ত
তেমনই ‘সদোপযুক্ত-সূচীমুখাম্’ সদা সূচীমুখ হস্তক ধারণে সমর্থ, — অঙ্গুষ্ঠা ও মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত হয়ে
অন্যান্য অঙ্গুলী উৰ্ধ্ব দিকে প্রসারিত) । (১১) অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা যেমন মৃগশীর্ষযুক্তম্ ‘মৃগশিরা নক্ষত্র-
যুক্ত তেমনই ‘মৃগশীর্ষযুক্তম্’ মৃগশীর্ষ হস্তকযুক্ত, — (অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা-মধ্যমার অগ্রভাগ মিলিত অথ্য দুটি অঙ্গুলী
উৰ্ধ্ব অবস্থিত) । (১২) অষ্টমীতিথি যেমন অৰ্দ্ধ চন্দ্রমাদ্বারা স্ত্রুশোভিত হয় তেমনই অৰ্দ্ধচন্দ্র নামক হস্তকের
দ্বারা স্ত্রুশোভিত, — (পাতাকা নামক হস্তকেই যদি অঙ্গুষ্ঠার অনাদিকে আকর্ষণ হয়) । আর বেশী বলবার কি
আছে কার্ত্তবীৰ্যের শরীর যেমন বিশুদ্ধ সহস্র হস্ত বিশিষ্ট তেমনই সহস্র প্রকার বিশুদ্ধ হস্তকে অলঙ্কৃত হস্ত
দেবতাকে অনুগ্রহ করলেন ।

এ হস্তাধ্যায় দেবতাকে অনুগ্রহ করে স্বয়ম্ আগত তার অনুগামী গানদেবতা ও রাগরাগিণীদেবতা-
দিকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন নৃত্যগীতবাচ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ । এখন এই দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে —

(১) প্রবন্ধ-ধ্রুবগানদেবতা ॥ চচ্চৎপুট-চাচপুট হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাদি মহাতালের সহিত
আদি তালের সহিত, একতালী-রূপক-প্রতিমণ্ড-নিসার-যতি-ত্রিপুট-অড়ুক প্রভৃতির সহিত তথা এতদ্ব্যতীত
অন্যান্য তালের সহিত এবং স্বরপাঠ বিরুদাদি সমন্বিত হরিবিলাস ও স্বরার্থ নামক যে নানাপ্রবন্ধ ও ধ্রুব আছে,
তৎসম্বন্ধীয় গানদেবতাকে, আরও জ্রবির-তৈলঙ্গ-পাশ্চাত্যাদি দেশীয় গানদেবতাকে অনুগ্রহ করলেন ।

মালব-মল্লার-ভৈরব-কেদার-সারঙ্গ-নট-কর্ণাট-কামোদ-সাম-দেশাগ-গান্ধার-বঙ্গাল-বসন্তাদি-রাগনিকর-গুজ্জরী-বহুল-গুজ্জরী-বারাটি-দেশিকা-ভৈরবী-বেলাবলী-রামকিরী-ধন্যাসিকা-জী-পালী-গৌরী-তোড়ী-গোণ্ডকিরী-কল্যাণিকা-পৌরবী-সৈন্ধবী-শোভনবত্যাশাবরী-দেশবরাড়ী-গোড়া-পঠমঞ্জরী-ললিতা-দেবক্রৌ-মাগধী-কৌশিকী-প্রভৃতিরাগিণী-গণদেবতাং ৮ সপ্তস্বরকবংশতিমুর্ছনাগ্রামত্রয়-জাত্যষ্টাদশকশ্রুতিদ্বাবিংশতিকমাতৃধাতুদেবতাং চেতি গানাদ্যায়-

পরিকীৰ্তিতঃ” ইতি; “ক্রতো লঘু ভবেতাং চেং তদাসাবডুতালকঃ” ইতি । হরিবিলাসস্বরার্থে প্রবন্ধভেদৌ, তদান্যেযে স্বরপাঠবিরুদ্ধাদিভির্বিলাসকঃ নানাশ্রবকা প্রবাক্ষ তদীয়গানদেবতাম্ । “যত্রে কথং উদ্গ্রাহন্তেথৈব ক্রবসংজ্ঞকঃ । রচিতান্ত-পদাভোগঃ স ত্তাকরিবিলাসকঃ ॥” যত্র সপ্তাক্ষরৈরেব বড়্জাদিস্বরবাচকৈঃ । ক্রমবাৎক্রমবাত্তশ্চ সমসৃতিবাহিতার্থকৈঃ । উদ্গ্রাহকবকৌ ত্রাতামাভোগোহুপদৈঃ পুনঃ । স্বরার্থঃ ত্রাদিষ্টতালো মোক্ষ উদ্গ্রাহকে ভবেৎ ॥” ইতি । স্বরপাঠ-বিরুদ্ধাদীনি প্রবন্ধানি বট্ । “স্বরঃ সরিগমেতাদির্বিরুদ্ধং গুণকীর্তনম্ । শৌৰ্ধদান-দ্বয়স্তাপি পদং তদিতরং স্মৃতম্ ॥” “তেনকন্তেন তেনেতি পাঠো বাজাক্ষরোংকরঃ । তালশচৎপুটাতিঃ ত্রাদিতি জ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ ॥” ইতি তলক্ষণানি । প্রবন্ধোক্তিক্রৌ দ্রবিড়ভাষাবক্ ‘শিন্দু’ নামা যথা যথা চ তৈলঙ্গভাষাবকৌ ‘ধক্’-নামা, তথৈব পাশ্চাত্যব্রজাদিভাষাবকৌ ‘ক্রব-বিসৃপদ’সংজ্ঞাঃ ।

সপ্ত স্বরাঃ বড়্জাদয়ঃ । বহুত্বম্ “বড়্জ্বৰ্ভো চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা । ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ স্র্যঃ শ্রুতিসমুবাঃ ॥ ময়ূর-চাতক-ছাগ ক্রৌঞ্চ কৌকিল-দহুঁরাঃ । মাতঙ্গশ্চ স্বরানাহঃ ক্রমেণৈতান্ স্মৃহুর্গমান্ ॥” ইতি । এক-বিংশতিমুর্ছনাঃ স্বরারোহাবরোহরূপাঃ; যহুত্বম্—“ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশাবরোহণম্ । মুর্ছনেতু্যচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥” ইতি । গ্রামত্রয়ং বড়্জগ্রাম মধ্যমগ্রাম-গান্ধারগ্রামাঃ । তহুত্বম্—“স্বর্যাণাং সূচ্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে । বড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে । স্রোপান্তাঃ শ্রুতিসংস্থেহস্মিন্ মধ্যমগ্রাম ইষ্যতে ॥ রিময়ো শ্রুতিমৈক-কাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রিতঃ । পশ্রুতিং ধোনিষাদস্ত বশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ । গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তন্নরদো মুনিঃ ॥” ইতি । “গান্ধারঃ সপরিবারো গ্রামস্ত দিবি গীয়তে” ইতি চ । জাতয়োঃষ্টাদশ । বহুত্বম্—“যাত্যো রাগাঃ সম্ভবন্তি জাত-রস্বতাঃ সমীরিতাঃ । তাঃ সপ্ত শুকা বিরুতা একাদশ উদাহ্বতাঃ ॥” ইতি । শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ; যহুত্বম্—“পঞ্চস্থানোত্তবো নাদো বিভক্তো মারুতাহতঃ । দ্বাবিংশতিঃ স্র্যঃ শ্রুতয়ঃ প্রবণাচ্ছুতরো মতাঃ ॥” ইতি । তত্র বড়্জস্ত চতস্রঃ শ্রুতয়ঃ; ঋষভস্য তিস্রঃ; গান্ধারস্য দ্বৈ, মধ্যমস্য চতস্রঃ; পঞ্চমস্যপি চতস্রঃ; ধৈবতস্য তিস্রঃ; নিষাদস্য দ্বৈ; এবং দ্বাবিংশতিঃ । পদানি বাক্যানি চ তালাদিনিবন্ধানি চেম্মাতুঃ; তত্র নিবন্ধো রাগস্ত ধাতুঃ; যহুত্বম্—“বাণ্ডমাতৃক্যতে গেয়ং ধাতুরিত্য-

(২) রাগরাগিণী দেবতা : মালব-মল্লার-ভৈরব-কেদার-নট-কর্ণাট-কামোদ-সাম-দেশাগ-গান্ধার-

বঙ্গাল-বসন্তাদি রাগসমূহের ৩ গুজ্জরী-বহুলগুজ্জরী-বারাটি-দেশিক-ভৈরবী-বেলাবলী-রামকিরী-ধন্যাসিকা-জী-পালী-গৌরী-তোড়ী-গোণ্ডকিরী-কল্যাণিকা প্রভৃতি রাগিণীদেবতাকে অনুগ্রহ করলেন ।

আরও অনুগ্রহ করলেন সপ্তস্বর-বিংশতি মুর্ছনা-গ্রামত্রয়-অষ্টাদশ জাতি-দ্বাবিংশতি শ্রুতি এবং মাতৃধাতুদেবতাকে এবং মূর্তিমতী গানাদ্যায় লক্ষ্মীকে ।

লক্ষ্মী মূর্তিমতীং চানুকম্প্য বংশী-মুরলিকা-পাবিকোপাঙ্গাদি-বিবিধ-স্তম্বরং বীণা-মহতীকবিলাসিকা-বিপক্ষী-
স্বরমগুলিকা-কচ্ছপী-রুদ্রবীণা-কিন্নরীপ্রভৃতিতত-বিততিমৃদুমদঙ্গ-ডমরু-ডম্ফাদি-বিবিধানকং মন্দিরাদিঘনং চেতি
চতুর্বিধবাঢ়াধ্যায়দেবতাং চ, দ্রুতবিলম্বিত-মধ্যালয়-লক্ষ্মীমঙ্গহারশ্রিয়ং চ স্বয়মাগতামনুজগৃহঃ ॥

২০। ততশ্চ তাসামেব মধ্যে—

স্বরমগুলিকাং বিপক্ষিকাং, মহতীং রূপবতীং চ তুঙ্গুরীম্ ।

কবিলাসিকয়া সমং সমা-দধতীতিঃ কিয়তীভিরুদ্ধযে ॥

২১। ততশ্চ, মূর্তাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রোপনিষদ ইব তাম্ভিচত্রেমেবাবিরাম-

মাস্নয়ে রাসলীলারহসি সহসিত-শ্রীমুখান্তোজকোশাঃ ।

বৈণিক্যো বৈণবিক্যঃ সরঃমুদভবমৌরজিক্যা সমেতা

গায়ত্রস্তালধারিণ্যপি করকলিতোপাঙ্গমোপাঙ্গিকী চ ॥

ভবিষ্যতে” ইতি । বংশাদয়ো লোকত এব প্রসিদ্ধা ইতি ন লক্ষিতাঃ । দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্যভেদেন ত্রিবিধো লয়ঃ; যত্নম—
“ক্রিয়ানন্তরবিশ্রান্তিরয়ঃ স ত্রিবিধো মতঃ । দ্রুতো মথো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ ॥ দ্বিগুণদ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ো তস্মানমধ্য
বিলম্বিতৌ ॥” ইতি; “অঙ্গহারোহঙ্গবিক্ষেপবিশেষঃ পরিকীর্তিত ॥” ইতি ॥

২০। কিয়তীতিবৈণিকীভিরুদ্ধযে উল্লভম্, তত্রোদ্ধৃতমিতি স্বাবৎ ॥

২১। সহসিতং সহাসং শ্রীযুক্তং মুখমেবামুজকোশো বাসাং তাঃ, বৈণিক্যা বীণাধারিণ্যঃ, বৈণবিক্যো বেণুবা-
দিতঃ, করকলিতোপাঙ্গং যথা স্তাত্ত্বা ওপাঙ্গিকী চ ॥

বাঢ়াধ্যায় দেবতা : আরও অনুগ্রহ করলেন—বংশী-মুরলিকা-পাবিকা-উপাঙ্গাদি অনেক প্রকার
ফুদিয়ে বাজাবার বাঢ়, বীণা-মহতী-কবিলাসিকা-বিপক্ষী-স্বর-মগুলিকা-কচ্ছপী-রুদ্রবীণা-কিন্নরী প্রভৃতি ‘তত’
নামক বাঢ়সমূহ এবং মৃদু-মদঙ্গ-ডমরু-ডম্ফাদি বিবিধ আনন্দ নামক বাঢ় তথা মন্দিরাদি ঘন—এই রূপ চতুর্বিধ
বাঢ়াধ্যায় দেবতাকে ।

লয় ও অঙ্গহারলক্ষ্মী : আরও অনুগ্রহ করলেন—দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্য নামক মূর্তিমতী লয় শোভাকে
এবং নৃত্যের অঙ্গ বিক্ষেপ শোভাকে ।

২০। অতঃপর সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের মধ্যে—

কবিলাসিকার সহিত স্বরমগুলিকা-বিপক্ষিকা-মহতী-রূপবতী এবং তুঙ্গুরী ধারিণী কতিপয়দেবী প্রকট
হলেন ।

২১। অতঃপর উৎকলভাবে প্রকট হলেন বীণা-বেণুধারিণীগণ, মৃদঙ্গবাদিকাদের সহিত গায়িকাগণ,
তালধারিণীগণ এবং হাতে ঝাজ করতালাদি নিয়ে উপাঙ্গিকদেবীগণ । রাসলীলা আসন্ন হলে হাসি হাসি মুখী
শোভন মুখকমলকোষা এবং মূর্তিমতী সঙ্গীতশাস্ত্র উপনিষদের মতো এই সব দেবীগণ যেন আশ্চর্য হয়ে এসে
আবির্ভূত হলেন ।

২২। বাগ্গেয়কারকগুণৈরুপলক্ষিতানাং, সঙ্গীততত্ত্বরহস্যমপি পারগাণাম্ ।

শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতরকর্কশমার্গলাস্ত-নৈত্রী ব্যরোচত ততীর্বরনর্তকীনাম্ ॥

২৩। তত্র চ,— গীতং দ্বেধা মার্গদেশীয়ভেদাং, ত্রিংশচ্ছহারশ্চ মার্গপ্রভেদাঃ ।

তেষাং তালাঃ পঞ্চ চচ্চংপুটাচ্ছা-শ্চছারিশদ্বদৌ চ দেশ্যাং প্রসিদ্ধাঃ ॥

২৪। ততশ্চ তালপাঠঃ স্বয়মুল্লাস—

থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, তথ-তথ-থৈয়া তথ-তথ-তথ-থৈয়া ।

থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, থগ-থগ-থগ-তথ-তথ-দিগণথৈঃ ॥

২৫। ততশ্চৈঃ শব্দং গৃহীত্বা—

স্বরং লঘুগুরুপ্লুত-দ্রুত-বিরামমাত্রাবিধৌ, সশব্দকমশব্দকং কলিতাংস্ততালোদ্ভবমম্ ।

করাস্তমপসবাসব্যত উপর্য্যধৌ নিক্ষিপ-স্ত্যথষ্টমমুপারটং কিমপি তালধারিণ্যসৌ ॥

২২। বাগ্গেয়েতি; তত্ক্ষম্—“বাং গেরঞ্চ কুরুতে যঃ স বাগ্গেয়কারকঃ” ইতি তত্ত্ব গুণৈঃ ॥

২৩। গীতং দ্বেধেতি গান বাস্ত নৃত্যে ব্রহ্মবিবচিত্তনিয়মযুক্তং যৎ তন্মার্গসংজ্ঞকম্ । তত্ত্বদেশপ্রিয়ত্বাৎ তত্ত্বদেশ-রীত্যা কলিতং যৎ তৎ দেশীণামকম্ । ‘চচ্চংপুটাচ্ছাচ্চংপুটাচপুট চট্টিতাপুত্রক-সংপকেষ্টকোদঘটাঃ’ ইতি পঞ্চ প্রসিদ্ধাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রত এবোত্যর্থঃ ॥ (২৪)

২৫। তালধারী কলিতকাংস্ততালোদ্ভবং গৃহীতকাংস্তময়-করতালং করাস্তমপসবাসব্যতো নক্ষিপবামত উপর্য্যধৌ নিক্ষিপন্তী সতী কিমপ্যনির্বচনীয়ং যথা ত্রাত্তা অষ্টমং স্বরমুপারটং; বড়্জাত্তাঃ সপ্ত স্বরা ইব তস্তাত্তালোহপোকঃ স্বর এবাভবদিত্যর্থঃ । কীদৃশম্ ? লঘু-বাদ্যবিধৌ সশব্দকমশব্দকঞ্চ; বহুক্ক্ষম্—“পঞ্চলঘু-বক্ষরোচ্চারমিতা মাত্রেহ কথ্যতে । একমাত্রো লঘুজ্ঞেয়ো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ॥ ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জ্ঞেয়ো মাত্রাৰ্ধং দ্রুতমুচ্যতে । লঘুদ্রুতদ্বয়ার্ধং ব্রহ্মবিবচিত্ত-বিরামঃ

২২। যে ব্যক্তি কথামাত্রকে গানের যোগ্য বানাতে পারে তাঁর গুণে অনুমান বিষয়ীভূতা, সঙ্গীত-শাস্ত্রের রহস্য পারঙ্গতা এবং শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতর কর্কশমার্গের নৃত্য-শ্রী শ্রেষ্ঠনর্তকীশ্রেণী দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

২৩। এ বিষয়ে আরও বলবার কথা হল—মার্গ (অর্থাৎ গানবাস্তনৃত্যে যা ব্রহ্মবিবচিত্ত নিয়মে চলে) ও দেশীয় ভেদে গীত দু প্রকার । মার্গে চৌত্রিশ প্রকার ভেদ । আবার সঙ্গীতশাস্ত্রে এদের তাল চক্ষপুটাদি পাঁচ প্রকার প্রসিদ্ধ । আর দেশীয় গীতে যেয়াল্লিশ প্রকার ভেদপ্রসিদ্ধ ।

২৪। অতঃপর তালপাঠ স্বয়ং উল্লিসিত হয়ে উঠল—

থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, তথ-তথ-থৈয়া-তথ-তথ-তথ-থৈয়া ।

থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, থগ-থগ-থগ-তথ-তথ-দিগণথৈঃ ॥

২৫। অতঃপর তালপাঠের ঐ বোল অনুসারে সেই তালধারিণীদেবী কাসার করতাল হাতে নিয়ে ডানে-বায়ে-উপরে-নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কোনও অনির্বচনীয় অষ্টম স্বর (‘সারেগামার’ মতো এক নূতন স্বর) ঘোষণা করতে লাগলেন, যা লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-বিরাম-মাত্রা ক্রমে কখনও বোলের সহিত কখনও এখনই চলতে লাগলো ।

২৬। ততশ্চ, শব্দান্তে মৌরজিক্যা মুরজবরমুখে পাণিনোদঘাট্যমানা
উপাঙ্গিক্যাপ্যুপাঙ্গং ক্ষুরদধরদলং নিহিত্রে কস্পকণ্ঠম্ ।
গাংস্তো রাগরাজীঃ সময়সমুচিতা হুংক্রিয়াভিঃ কলাভি-
যন্ত্রে ঝঙ্কারয়ন্তোহখিলরবমিলনে দত্তকর্ণা বিরজুঃ ॥

২৭। সপ্ত স্বরাঃ সদনুবাদিবিবাদিবা-দি-সম্বাদিনঃ স্থলবশেন চতুর্বিভেদাঃ ।
তাত্শৈবকবিশতিরপি ক্রতয়ো যথাস্বং, গ্রাম্যজয়ঃ ক্রতিসমা অথ মুহূর্নাশ্চ ॥

২৮। ত্রিলক্ষী তানানাং নবশব্দযুগৈঃ সপ্তদশভিঃ, সহস্রৈষুক্তাষ্টাদশ পরিচিতা জাতিরপি চ ।
ত্রিধা রাগাঃ পঞ্চাশদথ পরিপূর্ণাদিভিদয়া, বিশুদ্ধাঃ সঙ্কীর্ণা অপি বহুবিধাঃ প্রাচুরভবন্ ॥

পরিচীতিতঃ ॥” ইতি । “ক্রিয়া তু বিবিধা প্রোক্তা নিঃশব্দা চ সশব্দিকা” ইতি ॥

২৬। মৌরজিক্যা মুরজবাদিকা পাণিনৈনাদঘাট্যমানাঃ শব্দাঃ, উপাঙ্গধারিণ্যা উপাঙ্গং নিহিত্রে, উপাঙ্গমূল-
ঘাটরামাসিরে ইত্যর্থঃ । ক্ষুরদধরদলং কস্পকণ্ঠমিত্যুপাঙ্গবিশেষণং ক্রিয়াবিশেষণং বা ॥

২৭। সপ্তস্বর ইত্যন্তানন্তরলোকহেন প্রাচুরভবিত্যেনেদাশয়ঃ । সপ্তশ্চ তে অনুবাচ্চাদয়শ্চেতি তথা তে: জহক্তম্
—“চতুর্বিধাঃ স্বরা বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি । অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলঃ স্বরঃ । রাজরূপঃ স বিজ্ঞয়োহনু-
বাদী ভূতমতঃ । বিবাদী শত্রুবজ্জ্ঞেয়ো রাগভঙ্গকরো মতঃ ॥ সংবাদী মন্ত্রিবৎ প্রোক্তঃ স্বরশাস্ত্রবিশায়দৈঃ ॥” ইতি ।
ক্রতিসমাস্তত্ত্বং তু চিহ্নিতা গ্রামাঃ ॥

২৮। তানানামেকোনপঞ্চাশৎসংখ্যাভেন প্রসিদ্ধানামপি ত্রিলক্ষীতি । তহক্তম্—“মূহূর্না এব তানাঃ স্ত্যাঃ শুদ্ধা

২৬। অতঃপর মৃদঙ্গশ্রেষ্ঠেরমুখে মৃদঙ্গীর হাতের চাঁটিতে ধ্বনিত শব্দ হইয়া ঝঙ্কারাদি-বাদিকাগণ ঝঙ্কারাদি
বাতে উঠিয়ে নিলেন—তখন তাঁদের অধরদল দাঁপ্ত হয়ে উঠছিল এবং কণ্ঠ কস্পিত হচ্ছিল । আর এদিকে
গায়িকাগণ সময়োচিত নিপুণতায় হুঙ্কারধ্বনিবারা রাগরাজি যন্ত্রে ঝঙ্কারিত করাতে করাতে অখিল ধ্বনির এক
তানতার দিকে কান ফেলে দাঁপ্তি পেতে লাগলেন ।

২৭। ‘সারেগামা’ সপ্তস্বর স্থানবিশেষের বশীভূত হয়ে চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট বিভিন্নতায় প্রকাশিত হয় যথা—
অনুবাদী, বিবাদী, বাদী এবং সম্বাদী । (যে স্বর কার্যকালে প্রচুর ব্যবহার হয় ও রাগের স্বরূপ নিরূপণ করে
তাই বাদী, এ রাজার তুল্য । পঞ্চমের তুল্য শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর—সম্বাদী, এ পাত্র । গাঙ্কারাদি চারিস্বর—বিবাদী,
এ শত্রু । এদ্ব্যতীত স্বর সমুদয় অনুবাদী, এ রাজপাত্রের অনুচর ।

স্বরের অবয়ব ক্রতি ২২ প্রকার—তীব্রা, কুমুদতী ইত্যাদী । আর এই সব ক্রতির উচিত তিনটি
গ্রাম আছে, যথা ষড়্জ, মধ্যম এবং গাঙ্কার । গ্রামের সপ্তমভাগের নামই মূহূর্না; স্বর সংযুক্ত হইতে রাগত্ব
প্রাপ্তি করে, এ আবার গ্রাম থেকে উৎপন্ন হয় । প্রত্যেক গ্রামের সাতটি করে মূহূর্না, মোট মূহূর্না ২১টি—
ললিতা, পঞ্চমা, রোদ্রী ইত্যাদি । এরা সব প্রকটিত হয়ে গেল ।

২৮। স্বরের আরোহন মুখে মূহূর্না সকলই তান হয় । তান সংখ্যা ৪৯ হলেও তান থেকে কূটতানের
উদয় হয় বলে এর সম্যক্ গণনা সম্ভব নয় । এই রাসে তিন লক্ষ তান প্রকট হল । (জাতি—রাগের আকর স্থান ।

২৯। তত্র— শ্রুতিজাতিষুহ'নানাং, গমকানাং চাপি পঞ্চদশকানাম্ ।
ব্যক্তিন' কণ্ঠতট ইতি বিধিন। বিহিতে চলাচলে বৌণে ॥

৩০। চিত্রং চিত্রমগো মহ,দিহ রাসারসুলীলায়াম্ ।
কণ্ঠেরেব হি ভাসাং, তয়োঃ পরীক্ষা পরম্পরং চক্রে ॥

৩১। ততশ্চ, আদিষতির্নিসাক-সুখাডু তালসুখা ত্রিপুটসংজ্ঞঃ ।
রূপকবাম্পকমণ্ডা-সুখৈকতালী চ রঞ্জকঃ সূড়ঃ ॥

আরোহণং শ্রিতাঃ। তেযাং ভূবিতরা ভেদাঃ কতান্ কাং'নোহ বক্ষ্যতি ॥” ইতি। পরিপূর্ণাদি-ভিন্নয়া রাগাঃ পঞ্চাশৎ মুখ্যাঃ, ত্রিধা প্রথমং ত্রিবিধাঃ, ততশ্চ বিস্তৃক্কাঃ সঙ্কীর্ণাঃ, অপিকারাং সালগাশ্চেতি বহুবিধাঃ। যত্নম্—“স চ রাগস্ত্রিধা পূর্ণবাড়বোড়বভেদতঃ। তত্র সপ্তস্বরঃ পূর্ণঃ ষট্‌স্বরৈঃ বাড়বো বভঃ ॥ পঞ্চস্বরৈরবোড়বঃ ত্র্যং প্রত্যেকং ত্রিবিধস্ত সঃ। শুদ্ধ-সালগ সঙ্কীর্ণভেদৈর্ভেদতসম্বতঃ ॥ অতোপজীবিতা-শুভঃ শুদ্ধোহুস্তোপজীবনাং। সালগঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কীর্ণো দ্বয়-জীবনাং ॥” ইতি ॥

২৯। গমকানাং স্বরকম্পনানাম্; যত্নম্—“স্বরস্ত কম্পো গমকঃ” ইতি। চলাচলে ইতি; যত্নম্—“স্বর'ণাং চলনাদবীণা চলবীণেতি কথ্যতে। অচলা শুদ্ধবিকৃতস্বরৈরযুক্তাত্র সম্বতঃ ॥” ইতি। তয়োরেব শ্রুত্যাঙ্গীনাং ব্যক্তিরিতার্থঃ।

৩০। তয়োবীণয়োঃ, চলবীণায়ামচলবীণায়াঞ্চ ভাসাং শ্রুত্যাঙ্গীনাং পরীক্ষা কণ্ঠেরেব কর্তৃভিঃচক্রে কৃষ্ণা কর্ণা-রীতশ্রুত্যাঙ্গীদৃষ্টেয় তে বীণে ক্রমাগিক্রিয়েতে ইত্যর্থঃ। পরস্পরমিতি কদাচিত্তাত্যামপি স্বপ্রামাণ্যং শ্রোত্যা সংস্থাপ্য কণ্ঠেযু পরীক্ষা চক্রে ইতি বিধিঃ। সর্গদূরবর্তিত্ততা গোপ্য ইতি ভাবঃ ॥

৩১। অথ তত্র প্রবন্ধগানমহুকথরিয়ন্ সূড়াখা প্রবন্ধলক্ষণমতভেদেন বৈবিধ্যাত' স্বয়মেব লক্ষয়ন্তি—আদি-

শুদ্ধ জাতি ৭ এবং বিকৃত জাতি ১১=মোট জাতি ১৮। শুদ্ধজাতি বাড়জী আর্ষভী ইত্যাদী। বিকৃত জাতি ষড়্‌জ কৈশিকী, রক্তগাঙ্গারী ইত্যাদি।) পরিচিতা জাতি অষ্টাদশ হলেও এই রাসে ১৭ হাজার ৯ শত জাতি প্রকট হল। আরও তিন প্রকার রাগ পরিপূর্ণাদি ভেদে পঞ্চাশ রূপে এবং পরে বিস্তৃক্কা ও সঙ্কীর্ণা ভেদে বহুত প্রকারে প্রকটিত হয়ে গেল এই রাসে। (রাগ—উনবিংশতি স্বর ও বর্ণে অলঙ্কৃত চিত্তরঞ্জক ধ্বনি। শ্রী, বসন্তাদি ছয় রাগ। রাগভাষা—মালশ্রী, তোড়ী ইত্যাদি ছত্রিশ রাগিণী। আবার এদের মিশ্রণে অনন্ত মিশ্র রাগ রাগিণীর উৎপত্তি হয়)।

২৯। এর মধ্যে-শ্রুতি জাতি-ষুহ'নার এবং পঞ্চদশ গমকের (স্বর কম্পনের) যে প্রকাশ, তা কণ্ঠতটে হতে পারে না, তাই ব্রহ্মা চল ও অচল দু প্রকার বীণার প্রবর্তন করলেন।

৩০। তথাপি অহো, এখানে রাসারসুলীলায় আশ্চর্য মহান আশ্চর্য এই যে চল-অচল বীণার উঠ'তিমুখী শ্রুতি আদির পরীক্ষা গোপীদের কণ্ঠের উপরই করে নিচ্ছেন পরীক্ষকজন অর্থাৎ কণ্ঠোরীত শ্রুত্যা-দির দৃষ্টিতেই নির্ধারণ করে নিচ্ছেন, চল-অচল বীণা ঠিক ঠিক বাজছে কি না। কদাচিৎ এই বীণাদ্বয়ও গর্ব-পূর্বক নিজেদের প্রামানিকতার বিষয়টি উঠিয়ে ধরে গোপীদের কণ্ঠের সঙ্গে যাচাই করে দেখে নিচ্ছেন।

৩১। (অতঃপর এখানে প্রবন্ধ-গানের কথা বলতে গিয়ে মহাকবি নিজেই সূড় নামক প্রবন্ধের

৩২। ঋবলক্ষণমণ্ডলক্ষণা, বথ সূড়াবপি শুদ্ধসালগৌ।

বিবিধা বিষমা গতিস্তয়ো-স্তত এতাবপি রেজুহুস্তদা ॥

৩৩। ততশ্চ প্রবন্ধগানানুবন্ধে—

থৈথৈথৈথৈ তিগড়তিগথৈ থৈতি পাঠানুকৃত্যা-বিহুস্তো ভুবি পদন্তলং দোল'তামন্তরিক্ষে।

বামাবর্তে স্কুদধ স্কুদক্ষিণাবর্তে এবং, নৃত্যান্তান্তা সরসমধুরং মণ্ডলস্থা বিরজুঃ ॥

৩৪। বক্তে গানং তদভিনয়নং পারিপন্থে পদাজে

তালো গ্রীবাভুবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে।

বামাবামস্থলনবলনা তারকায়্যং দৃগন্তঃ

কৃষ্ণে প্রেমা মনসি যু পন্তু ল্যামাসামথাসীং ॥

রিতি। আদিতালঃ, তদাদিভিরেব তাল্যন্তৈর্নবভিত্যলৈঃ হুড়ো ভবতি। রঞ্জয়তীতি রঞ্জকঃ ॥

৩২। ঋবস্ত লক্ষণং যত্র, মণ্ডস্ত লক্ষণং যত্র, স চ স চ তাবপি শুদ্ধসালগৌ হুড়ো, ততঃ কণ্ঠত এব রেজুতুঃ।

অথ তয়োঃ সূড়য়োবিবিধা গতিরপি ররাজেতি বচনবিপরিণামেন লক্ষ্যকঃ। “এলাকরণটকীভিবর্তিত্তা গোবড়েন চ। লন্ত-
রাটসিকতালীভিরষ্টভিঃ হুড় উচ্যতে ॥” ইতি শুদ্ধহুড়লক্ষণম্। “আতো ঋবস্ততো মণ্ডঃ প্রতিমঠো নিবাক্ককঃ। অডুতালন্ততো
রাস একতালীতি সপ্ত তে ॥” ইতি সালগহুড়লক্ষণঞ্চ রত্নাকরাধ্যাক্তং গ্রন্থকৃতাং ন সম্মতমিত্যবসীয়েত ॥

৩৩। স্কুদেবকবারং বামাবর্তে, অথ তথৈবৈকবারং দক্ষিণাবর্তে চেতোবম্ ॥

৩৪। নৃত্যান্তভূতানাং গান্যভিনয়াদীনাম্ পৃথক পৃথগবহিতিপরিপাটীমাহ—বক্ত ইতি। গ্রীবাভুবি গ্রীবাশ্রদেশে
বিধুবনং বাছাদেগীতার্থস্ত বাস্বাদনহৃচকং কল্পনম্। নেত্রয়োদোলনং সভাকৃত্যাস্বাদন-তারতম্যাবধানার্থম্। বামাবাময়োঃ
সব্যাদক্ষিণয়োঃ স্থলনস্ত গতিলাঘবানুকূলপরিবর্তনস্ত বলনং সুবলিতত্বম্ ॥

লক্ষণ করছেন,—মতভেদে এর লক্ষণ বহু প্রকার পাওয়া যায়, (সেই কারণে)। ‘সুড়’ নয় প্রকার যথা—আদি,
যতি, নিসারু, অডু, ত্রিপুট, কল্পক, মণ্ডক ও একতালী। এ শ্রোতার মনকে রঞ্জিত করে।

৩২। অতঃপর তখন ঋবলক্ষণযুক্ত এবং মণ্ডলক্ষণযুক্ত দুইটি শুদ্ধ ‘সালগ সুড়’ এবং তৎপর তাদের
বিবিধ বিষম গতিও অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোপীদের কণ্ঠে।

৩৩। অতঃপর প্রবন্ধ-গান আরম্ভে—

‘থৈ থৈ থৈ থৈ-তিগড়-তিগথৈ-থ’, এইরূপ বোল আবৃত্তি অনুসারে ভূমিতলে পদবিছাস করতে
করতে আর বাহুলতা আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে একবার বা পাকে একবার ডানপাকে সরস মধুর ভাবে নাচতে
নাচতে গোপীগণ চক্রের পরিধিতে চলে গিয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

৩৪। (নৃত্যান্তভূত গান ও অভিনয়াদির পৃথক পৃথক অবস্থিতি পরিপাটি বলা হচ্ছে—)

অতঃপর চলেতে লাগল যুগপৎ সমানভাবে মুখে গান, করকমলে তদভিনয় (বাছাদি গীতার্থের
আস্বাদন হৃচক), গ্রীবাশ্রদেশে কল্পন (সভাসদগণ কৃত আস্বাদন তারতম্য বুঝবার জন্ত), নয়নে দোলন
আর নয়নতারায় (গতিলাঘব অনুকূল) বামে দক্ষিণে পিছনের সুবলিততা, কৃষ্ণে কটাক্ষ এবং মনে প্রেমা।

- ৩৫। জানুংক্ষেপভুজাবধূননপদস্থাসৈঃ সগৰ্ভভ্রমৈ-
রভ্রাঙ্গাসবশাদ্ভ্রতেপি নটনে সা সূত্রবাং মণ্ডলী ।
অন্তবর্তিমুকুন্দকাস্তিলহরীসূত্রেষিবাণ্ডক্ষিতা
নো ভুগ্না চ বক্রতামুপগতা সব্যাপসব্যাক্রমৈঃ ।
- ৩৬। পাদস্থানৈঃ সশব্দৈর্মুদ্রমুখরমণীনুপুংস্বানরম্যৈ-
ষীষীষীষীতষীষীতানুপমমধুরৈস্তালপাঠৈশ্চ মিশ্রৈঃ ।
সব্যাসব্যাক্রদোলৈঃ স্থলিতকুচপটং মধ্যভঙ্গাপশঙ্কং
ধুয়ানা বাহুবল্লীং ননৃতুরতিমুদাবর্তয়োদেব তুল্যম ॥
- ৩৭। বৈদিক্যো বৈদিক্যো মৃদু মৃদু ননৃতুঃ পাদবিজ্ঞাসমাত্রৈ-
র্গায়ত্রস্তালধারিণ্যপি কিমপি তথা গীততালানুকৃত্য ।
শঙ্কানুদ্বাটয়ন্ত্যো বিদধুরথ তথা মৌরজিক্যোহপি নৃত্যঃ
দেহং কিংস্বেকসূত্রপ্রাণিতমিব দধুস্তাঃ সমং নর্তকৌভিঃ ॥
- ৩৮। এবং সব্যাপসব্যাক্রমণকৌতুকে—

বামাবর্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি যদি তদা দক্ষিণাবর্তরীত্যা
তদ্বজ্রো মণ্ডলস্তা বিদধতি নটনং সম্মুখীনাঃ ক্রমেণ ।

- ৩৫। সগৰ্ভভ্রমৈর্গর্ভেহস্তরাস্তরা ভ্রমো বর্ণনং ভৎসহিতৈঃ । নো ভুগ্না ন ভঙ্গং প্রাপ্তা ॥
- ৩৬। মধ্যস্থতিকার্শাদভঙ্গ ইবাণ্ডগতা শঙ্কা বক্র ভদ্রবধা স্যত্বা ননৃতুঃ । আবর্তয়োদামদক্ষিণরোঃ ॥
- ৩৭। নৃত্যানুরোধবশাৎ নর্তকীরত্বস্বতা ভ্রমস্তীনাং বৈদিক্যাদীনামপি দৈবাতত্বেব নৃত্যমেবাভুদিত্যাং—বৈদিক্য
ইতি । উপলক্ষণমেতৎ । ভ্রমাপনোদনার্থং ব্যজনধারিণীনাং তাম্ৰলাদিসমর্পিণাণাং চানুচরীণামপি ॥

৩৫। অতি উল্লাস বশে অগ্নরে অগ্নরে স্বর্ণনের সহিত জাহ্নু উর্ধ্বে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাহুবলয় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে
পদবিজ্ঞাসে ক্রম নঃচলেও সেই সুনয়নামণ্ডলী ভেঙ্গেও পড়ল না, বক্রতাও প্রাপ্ত হল না ডানে বায়ে পদক্ষেপে,
ভিতরের মুকুন্দকাস্তি লহরী-সূত্রে গাঁথা থাকায় ।

৩৬। কোমল শঙ্কায়মান মণিনুপুরের ধ্বনিতে রমণীয় শব্দ পদবিজ্ঞাস এবং ‘ষী-ষী-ষী-ষীত-ষীষী’
একপ মধুর বোল আবৃত্তি—এ ছুয়ের মিশ্র শব্দের সহিত এবং ডানে বাঁয়ে অঙ্গদোলনের সহিত কুচবস্ত্রের স্থলিত
অবস্থায় ও কটি অতি কৃশ বলে যেন ভেঙ্গে পড়ছে, একপ হলেও শঙ্কারহিত অবস্থায় বাহুলতা আন্দোলিত
করতে করতে অতি হর্ষে নাচতে লাগলেন ডান-বা পাকে সমান ভাবে রমণীমণ্ডলী ।

৩৭। বীণাধারিণীগণ ও বেণুবাদিনীগণ শুধু পাদবিজ্ঞাস করে ধীরে ধীরে নাচতে লাগলেন । গায়িকা-
গণ ও তালধারিণীগণও সেইরূপ একই ভাবে নাচতে লাগলেন, গান ও তাল অনুসরণে । মৃদঙ্গবাদিকাগণ
মৃদঙ্গে উচ্চ ধ্বনি তুলে সেইরূপ একইভাবে নাচতে লাগলেন—তখন মনে হচ্ছিল যেন এঁরা সবাই নর্তকীদের
সঙ্গে এঁদের দেহ একই সূত্রে গোঁথে নিয়েছেন ।

ইথাং তাঃ সোহপি শব্দংসরসসকৃতকং প্রাতিলোম্যানুলোম্য-
স্বীকারেণৈব নৈব ভ্রমিনটনকলাকলিপারং অ গাতে ॥

৩৯।

দীপালোকে প্রসরতি যথা বামভাগে পুরস্তাদ-
ধ্বান্তস্তোমঃ সরতি সহসা দক্ষিণেনৈব পশ্চাৎ ।
ইত্যন্তোত্তঃ প্রকটমুভয়োৰ্য্যতয়ে ব্যতায়ঃ শ্রা-
ভাসাং তস্তাপি চ তনুমহঃপুরয়োস্তদ্ব্যাসীং ॥

৪০। বাত্মাদি মণ্ডলবিলাসি বিলাসিনীনাং, নৃত্যানুগং চ হরিনৃত্যসহায়মাসীং ।

গানং তু ভিন্নমভবৎ স্তূলশো জগন্তং, চন্দ্রাদিকং স তু জগৌ ললিতানি চাসাম ॥

৩৮। তদ্ব্যাসঃ কথংভূতাঃ? কৃষ্ণস্য সন্মুখীনাঃ। ক্রমেণেতি যদি দক্ষিণা বর্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি, তদা তা বামাবর্ত-
রীত্যেত্যর্থঃ। নৈব গাতে অ, নৈব প্রাপুঃ, তত্তৎকৌশলোদগমস্যাবিরামাদিতি ভাবঃ ॥

৩৯। পুরস্তাদগ্রন্থদেশে বামভাগে প্রসরতি সতি দীপালোকে ধ্বান্তস্তোমস্তচ্ছায়ারূপঃ, তৎপশ্চ্যাৎপ্রদেশ এব তদ্-
দক্ষিণভাগ এব সরতি যথা তদ্বৎ ॥

৪০। মণ্ডলবিলাসি মণ্ডলস্থং বাত্মাদি হরিনৃত্যসহায়ং সৎ বিলাসিনীনাং নৃত্যানুগাংসীং। স্তূলশঃ স্ত্রিয়স্তং
শ্রীকৃষ্ণং জগুঃ। স তু শ্রীকৃষ্ণঃ, চন্দ্রাদিকম্। তচ্চ কচিং প্লেষণ, কচিং দ্বিত্বাক্ষরপরিবর্তেন চ সহ গানং জ্ঞেয়ম্। যথা—
(ভ০ র০ সি০ ১।১।১) “অখিলরসামৃতমূর্তিঃ, প্রস্বররুচিরুদ্যতরূপালিঃ। কলিতশ্রামাললিতো, রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জ-
য়তি ॥” “যামিনীকৃতকচিঃ শুচিকান্তিঃ, সজ্জিকাবলিবিভাবি কচশ্রীঃ। যট্গদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ, পশু ভাতি কুম্ভা-
কর এবঃ ॥” ইতি। আসাং ললিতানি চেতি, যথা—“বদনং মধুরিমসদনং, চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্তীনাং। হসিতং
দৃগভিলষিতং, তব সবয়ো বর্ণ্যতাং কেন ॥” ইতি।

৩৮। অতঃপর ডান-বাঁ পাকে ঘূর্ণনৃত্যকৌতুকে—কৃষ্ণ যদি বাঁ পাকে ঘুরপাক খেতে লাগলেন তখন
মণ্ডলস্থা স্তূলরীগণ কৃষ্ণের সন্মুখীন হয়ে ডান পাকে ঘুরপাক খেতে লাগলেন, আবার কৃষ্ণ যদি ডান পাকে
তখন এঁরা বাঁ পাকে—এরূপে নৃত্য চলতে লাগল।

৩৯। দীপালোক বামভাগে সন্মুখে সরে সরে গেলে যেমন দক্ষিণ ভাগের ছায়ারূপ অন্ধকারাশি
সরে সরে আসে, আবার কখনও এইরূপ পরস্পর উভয়ে উন্টাপাণ্টা ভাবে প্রকাশিত হয় তেমনই ভাবে গোপী-
দের এবং কৃষ্ণের পরস্পর উন্টাপাণ্টা চলনে তাঁদের তনুর গীতশ্রাম জ্যোতিপুঞ্জ উন্টাপাণ্টা ভাবে চলছিল
যথা দীপ স্বরূপ গোপীগণ বামভাগে সন্মুখে সরে সরে গেলে তাঁদের ছায়ার মতো কৃষ্ণ রূপ অন্ধকার তাঁদের
কাছে সরে সরে আসছিল, আবার এর উন্টাও হচ্ছিল।

৪০। চক্রবেড়ে অবস্থিত বাত্মাদি হরির নৃত্যের সহায় হওত বিলাসিনী গোপীগণের নৃত্যানুযায়ী
হচ্ছিল। গান কিন্তু পৃথক পৃথক হচ্ছিল—সুনয়নী রমণীগণ গাইছিল শ্রীকৃষ্ণমাধুরী, ‘অখিলরসামৃতমূর্তি’ ইত্যাদি;
আর কৃষ্ণ গাইছিল চন্দ্রের মাধুরী, ‘যামিনীকৃতকচি’ ইত্যাদি। গোপীগণ আবার কখনও ললিত রাগিনীতে
গাইছিল ‘বদনং মধুরিমসদনং’ ইত্যাদি।

৪১। তাসাং ভালবিমোক্ষ-নির্ভরহতিকোভেণ নিঃসারিণা
পাদান্তোরুহ-শীধুনেব পুলিনং তৎ সিক্তমাসীদিব।
যত্তাদৃশ্চতিমাত্রচিত্রনটনাবেগেহপি নৈকং রজ্জে।
ধূতং কিং হু রজ্জাসি তাত্ৰপি তদানন্দেন জাড্যং যযুঃ ॥

৪২। কিঞ্চ, প্রত্যেকং স্নুদৃশাং কপোলফলকে বিশ্বেদগতং নৃত্যতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্ত বপুঃ সন্ত্যমপি তদ্ব্যক্তে স্ম তং কিঞ্চন।
তাসামাননপদধ্বননবিধি-ব্যাধুতমাসাং যথা
না না না সুরসা তথা ভবতো নৃত্যস্ত লক্ষ্মীরিতি ॥

৪৩। নৃত্যন্ত্যঃ কতিচিং সরোরুহদৃশং প্রারব্ধনৃত্যান্তরে
কৃষ্ণালিঙ্গনমঙ্গলোৎসবনবে প্রোদ্ধুতরোমোদগমঃ।
জাতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠকুহরং প্রোম্মীয় রাগান্তরং
গায়ন্তি স্ম নিশম্য যৎ প্রমুগ্ধঃ সঙ্গীতদেবোহপি চ ॥

৪৪। অসংকীর্ত্তান্ জাতিশ্রুতিগমকবর্গেণ সরসান্, সগাক্ষারগ্রামান্ বিশকলিতভেদান্ স্বরগগান্।
সমুন্নিহ্নো কাচিং সমমবভিদা তেন চ মুগ্ধঃ, পুপুজে সা সাধিব্যাহুপমমুদা মোদিতহৃদা ॥

৪১। শীধুনেতি প্রবেশরূপ-মধুনেত্যর্থঃ ॥

৪২। বিশ্বেদগতং প্রতিবিশ্বিতমিত্যর্থঃ। তৎ কৃষ্ণস্ত সন্ত্যম বপুঃ কত্ তং শ্রীকৃষ্ণং নৃত্যন্তং কিঞ্চন ক্রতে স্ম।
আসাং যথা নৃত্যস্ত লক্ষ্মীঃ সুরসা তথা ভবতঃ। না না না ইতি শ্রোত্ৰ্য্য নিবেদয়ন্তম্ ॥

৪৩। উৎসবেন নবং নবং যথা স্তাভবা, প্রোদ্ধুতো রোমোদগমো যাসাং তাঃ ॥

৪১। গোপীদের তাল-উঠানোর অতিশয় চাপরূপ মন্থনে নিংড়ানো পাদকমলের ঘর্মরূপ মধুতে সেই
পুলিন যেন ভিজ্জে গিয়েছিল। যেহেতু তাদৃশী অতিমাত্র আশ্চর্য নটনবেগেও একটি ধূলিকণাও সেখানকার
উড়তে আরম্ভ করে নি। অহো এই রাসানন্দে ধূলিকণাগুলিও কি জাড্য প্রাপ্ত হয়ে গেল।

৪২। আরও, প্রত্যেক স্তনয়নীদের কপোলফলকে সন্ত্যম শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিশ্ব পড়েছিল, যা আন্দো-
লিত হচ্ছিল গোপীদের মুখ-চুলানোর তালে তালে। সেই নাচুনি প্রতিবিশ্ব নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণকে যেন কিছু
বলছিল, ওগো নটনপণ্ডিত, এ-রাসমণ্ডলে গোপীদের নৃত্যের যেমন শোভা তেমন সুরসা শোভা তোমার নৃত্যে
হয় না হয় না হয় না।

৪৩। নৃত্যপরায়ণ কোনও কোনও কমলনয়নী আরও নৃত্যের শেষে কৃষ্ণালিঙ্গন-উৎসবে নবনব ভাবে
বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করে, উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উদার কণ্ঠকুহরে অস্ত্র এক রাগ গাইতে লাগলেন, যা শুনে
সঙ্গীতদেবীগণও একেবারে ঘূর্ণাগত হয়ে পড়লেন।

৪৪। কোনও গোপী অশ্বনাশন কৃষ্ণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উদার, জাতি-শ্রুতি-গমকবর্গের দ্বারা
সরসীকৃত, গাক্ষার নামক গ্রামযুক্ত এবং সম্পূর্ণ ভদ্রবিশিষ্ট স্বরনিকর ঠিক ঠিক কণ্ঠে তুলে নিলেন। এতে কৃষ্ণ

৪৫। সগরিমপধনিষু সকলা-লঙ্কৃতিমণিভিঃ স্তম্ভসুশ্রুতিষু।

স্বরসমুদয়েষু তাসাং, ধামসু চ শ্রীতিমায়ৌ কৃষ্ণঃ ॥

৪৬। তা দিক্ তা দিগিগতি ননাদ মৃদঙ্গ-সুচ্ছুতা সুরপুরনর্তকীসমাজঃ।

আশ্বাসং সমলভত স্বকীয়নিন্দা-বাদোহপি শ্রবণরসায়নঃ স তাসাম্ ॥

৪৭। এবং স্বাতন্ত্র্যেণ নর্তিত্বা সমনস্তরমনস্তরসোহস্তরসোষ্ময়মাণমদমনানন্দো মুকুন্দো নৃত্যস্তীষু
বাদয়স্তীষু মণ্ডলস্থাসু রমণীমণীষু, —

বৈদগ্ধ্যোবাস্তু দেব্যা স্বয়মিব রচিতাং সর্বখেদাপনুত্তৈ

সৌহিত্যোপায়সিদ্ধৌষধিমিব সরসাং শ্রেমপীযুষবর্ধৈঃ।

দোৰ্ভ্যামালিন্য রাধাং সতড়িদিব বনো হেমবল্লোব ক্লদ-

স্তাপিঞ্জঃ পিঞ্জমৌলিঃ সহ নটনকলাকৌতুকেনাননন্ড ॥

৪৪। বিশকলিতা অধুগিতাঃ সম্পূর্ণা এব ভেদা যেষাং তান্ ॥

৪৫। তাসাং রসমুদয়েষু ধামসু রূপেষু চ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীতিমায়ৌ প্রাপ্তঃ। দ্বয়েষু কণ্ঠভূতেষু ? সগরিমপধনিষু
ষড়্জ গান্ধার-ঋষভ মধ্যম পঞ্চম-ধৈবত-নিবাদেষু; পক্ষে, স ইতি কৃষ্ণবিশেষণম্; গরিমাণং গৌরবং পাতি বক্ষতি বন্ধনং
লাবণ্যমাধুর্ষাদি তদ্বৎসু। সকলাঃ কলসহিতাঃ সকৌশলা বা অলঙ্কৃতিমণয় আলপ্ত্যভূত মুখ্যালঙ্কারাতৈঃ স্তম্ভসু
শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি যেষাং তেষু, পক্ষে স্পষ্টম্। শ্রুতিঃ শ্রোত্রং ব্যাতিঃ শ্রবণং বা ॥

৪৬। তা নর্তকীর্ষিক্ ॥

৪৭। এবং স্বাতন্ত্র্যেণ নর্তিত্বা দোৰ্ভ্যাঃ রাধামালিন্য ননর্ত। কীদৃশীম্ ? অস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বখেদাপনুত্তৈ বৈদগ্ধ্যা
দেবৈব্য স্বয়ং রচিতাম্। সৌহিত্যং তৃপ্তিঃ। সতড়িদিত্যাদিদৃষ্টান্তদ্বয়েন সৌন্দর্য্য সুবলিতত্বে উক্তে ॥

অনুপম হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে বার বার ঐ গোপীকে সাধু সাধু বলে সম্মান দেখালেন।

৪৫। ঐ গোপীদের মধুর ধ্বনিযুক্ত আলাপচারীর অঙ্গভূত মুখ্য অলঙ্কারে সমঞ্জস বাইশ শ্রুতি-
সমন্বিত 'সগরিমপধনি' সপ্ত স্বর সমুদয় শ্রবণে এবং তাঁদের গৌরবের পালক লাবণ্য-মাধুর্ষাদি ধনে মণ্ডিত ও
সমস্ত অলঙ্কারের মণিদ্বারা পরম সুন্দর কর্ণ থেকে উদ্গত রূপের ছটা দর্শনে শ্রীতি প্রাপ্ত হলেন কৃষ্ণ।

৪৬। 'তা-দিক্-তা-দিক্' মৃদঙ্গ বাজছিল, তা শুনে স্বর্গীয় নর্তকী সমাজ অতিশয় প্রবোধনই লাভ
করছিল। কারণ এ তাদের নিন্দাবাদ হলেও কর্ণরসায়ণ হচ্ছিল যে।

৪৭। এইরূপে রাসমণ্ডলস্থ রমণীমণিগণ নৃত্য করতে থাকলে এবং মৃদঙ্গাদি সকল বাত্মনিচয় বাজতে
থাকলে ক্রমবর্ধমান কাম-গর্ব-কামানন্দে পূর্ণহৃদয়, অনন্তরসস্বরূপ মুকুন্দ স্বাধীন ভাবে নাচবার পর—

সর্বখেদ অপনোদনের জন্য বৈদগ্ধ্যদেবী কতৃক স্বয়ং রচিতা, তৃপ্তির উপায় সিদ্ধৌষধির মতো এবং
শ্রেমপীযুষ-বর্ষণে সরসা রাধাকে ভূষয়ুগলে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে বিজলি-বিজড়িত মেঘের মতো বা স্বর্ণলতা জড়িত
তমালবৃক্ষের মতো পিঞ্জমৌলি মুকুন্দ নটন কলা কৌতুকে নাচতে লাগলেন।

৪৮। ভগ্নাবস্থিতমগ্নথেষু কলিকাকুট্টৈর্মিশ্চুস্বকো
রাধা তেন সমং ননর্ভ যদিদং তদ্বীক্ষ্য তাঃ স্তম্ভবঃ ।
তস্তা লাস্ত্রকলানুকূল্যকলনে জাতস্পৃহা অপাম্ব-
গাতুং বাদয়িতুং তথামুনটিতুং নৈষধ্যামাপেদিরে ॥

৪৯। গুণসম্প্রসারণ-বিকার-দীর্ঘ-হৃদ্যভাবাঃ কিল যে অভ্যাসধর্মাস্তে কিল ন সর্বত্রৈতি নৈতদাশ্চর্য্যম্,
—অভ্যাসমন্তরেণাপি তস্তাত্তদগুণানাং স্বভাবসিদ্ধহাং ॥

৫০। যদালোক্য উবংশী বশীভূতা অপরা অপ্সরসঃ সরসস্ত্রপাময়স্ত পয়োহবললস্বির ইব গতাশ্চারণা-
শ্চারণ্যসীমানং মানং জহুঃ, সিদ্ধনার্যো নার্যোচিতচরিতা গন্ধর্ব্যা দেব-মুনিবধ্বশ্চ কেবলং কুসুমানি কিরন্তি
স্ম, স্মরন্তি স্ম স্মরগরিমসৌভাগ্যম্ ॥

৪৮। ঐশ্বর্যং নাপেদিরে, ন শক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥

৪৯। বোভূয়তে, বিদিত্বাতে, চকার, দদৌ, পাপচ্যতে—ইত্যাদিষু ক্রমেণ যে (পা০ ৭।৪।৮২) “গুণো যঙল্লুকাঃ
ইত্যাদিলক্ষণৈগুণাদয়োহভ্যাসধর্ম্মা বিরুক্তস্ত পূর্বেহভ্যাসস্তদীয়া ধর্ম্মান্তেন সর্বত্র ন সার্বত্রিকাঃ কচিদব্যতিচরন্ত্যপীত্যর্থঃ
যত্নতম্—“অভ্যাস বিকারেষপবাদা নোৎসর্গান্ বাধস্তে” ইতি । পক্ষে, গুণানাং নৃত্য-গীত-পাণ্ডিত্যাদিনাং সম্যক প্রসারণ-
মাবিকরণং তচ্চ বিকারাণামৌৎসুক্য-মদ-চাপল্যাবেগাদীনাং মনোবিকারাণাং দীর্ঘহৃদ্যভাবা দৈর্ঘ্যহৃদ্যানি কদাচিদ্বহুত্বং
কদাচিদল্লভমিত্যর্থঃ । তে চ তে তথা অভ্যাসঃ পৌনঃপুত্রেনানুশীলনং শুদ্ধম্, তত্র ভবা ইত্যর্থঃ । তথাভূতা অপি ন সর্বত্র
ন হি সর্বেষু জনেষেবাভ্যাসমাত্রেণৈব তে ভবন্তীত্যর্থঃ । তস্তা রাধায়াঃ তদগুণানাং তেষাং গুণানাং স্বভাবসিদ্ধবাদভ্যাসং
বিনাপি নিত্যং সত্যং বর্তত এবত্যর্থঃ ॥

৫০। যৎস্বভাবসিদ্ধহমালোকা পর্যালোচ্যেত্যর্থঃ । ত্রপাময়স্য সরসস্ত্রপাগস্য পয়োহবললস্বিরে, ত্রপামগ্না বভূ-
বুরিত্যর্থঃ । চারণাশ্চারণস্বিরঃ, অরণ্যসীমানং লজ্জয়া বনাস্তম্, কুসুমানি কিরন্তি স্মেতি, তত্র বর্ণার্থমিতি ভাষঃ ॥

৪৮। কামদেব ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লে তার ধনুকের চূর্ণ-অংশ আকর্ষণ করে যিনি নাথ ধরলেন
চুষকমণি সেই তাঁর সহিত রাধা যদি নটনকলা কোতুকে নাচতে লাগলেন, তখন তা দেখে সেই স্তম্ভগণ রাধার
লাস্ত্রকলার আনুকূল্য করবার জন্ত জাতস্পৃহ হলেও রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইরূপ গাইতে বাজাতে নাচতে
সমর্থ হলেন না ।

৪৯। নৃত্যগীত পাণ্ডিত্যাদি গুণের সম্যক প্রকাশ এবং উৎসুক্য-মদ-চাপল্যাদি মনোবিকারের অল্ল-
বিস্তার স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা জন্মে চিকই, তবে সঙ্গল জনেই যে অভ্যাসমাত্রে জন্মে,
তাও নয় । রাধার গুণের স্বভাবসিদ্ধতা হেতু তাতে কিন্তু এসব বিনা অভ্যাসেই নিত্য বর্তমান ।

৫০। এই স্বভাবসিদ্ধতা পর্যালোচনা করে—উবংশী রাধার বশীভূতা হয়ে পড়লেন, অপর অপ্সরাগণ
সরস লজ্জাময় জলাশয় যেন আশ্রয় করে লুকিয়ে পড়লেন, চারণ-স্রীগণ বনপ্রান্তে সরে পড়লেন, সিদ্ধগণের
স্রীরা গর্ব ত্যাগ করলেন, গন্ধর্ব-স্রীগণ আর্ষোচিত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন এবং দেব-মুনিবধূগণ কেবল
পুষ্পবর্ণন করতে লাগলেন, আর কামগৌরব-সৌভাগ্য স্মরণ করতে লাগলেন ।

৫১। রাধাকৃষ্ণে স্বরৌষং গরিমনিরিগমং ধৈবতাংশগ্রহাভ্যা-
মারোহেণাবরোহেণ ॥ গমকময়ং রম্যমুলাসয়ন্তৌ ।
তেনাতেনেতি নানারসমথ নটনং গানমপূঢ়রাগৌ
তেনাতে নেতিলোকং সরভসকুতুকোল্লাসমছোজ্জিষ্ণু ॥

৫২। তালাবসানসময়ে করপদ্মকোশ-ছাসং হরিঃ প্রিয়তমোরসি সংবিধতে ।
বামেন পাণিসরসীকহকোরকেণ, সাপি প্রিয়স্তু বিনিরস্ততি বাহুদণ্ডম্ ॥

৫৩। এবং চ বঞ্চনরহিত-প্রণয়োন্মুখেন মুখেন নিখিলসুন্দরীহৃদয়দরীহৃদয়মতিসহদয়ো হৃদয়োদিত-
মদনমোদামোদাতিলালসোহলসোহপি ক্ষণমপি ভাভির্মণ্ডলগতাভিরাভীরভীকৃতিঃ সার্কং ক্ষণমপি মধ্যস্থিতয়া
সমং নিঃসমং নটতি ॥

৫৪। এবমাহিতবলয়সলয়-সরসনৃত্যবিলাসেন রুচিঃ চিরং সময়ং গময়িত্বা প্রতিব্যক্তি ব্যক্তিমাংস্ত-

৫১। ধৈবতস্যাংশশচ গ্রহশ্চ তাভ্যাং সহ; তদুক্তম্—“অংশস্ত ব্যঞ্জকো গেয়ে বস্য সর্বংস্থগামিনঃ। যঃ স্বয়ংগ্রহতাং
যাতো ব্যাসাদীনাং প্ররোগতঃ ॥” ইতি। “গ্রহ আগ্রহ ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমপিতঃ” ইতি; “ছাসং স্বরস্ত স প্রোক্তো
যো গীতস্য সমাপ্তিকৃতং” ইতি। তেনা তেনা ইত্যুলাপে মঙ্গলসূচকম্; তেনাতে বিকৃতবন্তৌ, ন ইতি লোকং লৌকিক-
প্রকাশরহিতং বথা স্যাত্তথার্থঃ। শব্দপ্রাজ্ঞাভাবব্যয়ী ভাবঃ ॥

৫২। তয়োনাট্যাঙ্গসম্পাদনে নৈব শৃঙ্গারবিলাসচাতুরীমাং—তালাবসানেতি ॥

৫৩। হৃদয়দরীং হরন্তীতি কিপ্। অয়ং ত্রিক্ষোভতিসহদয়ঃ ॥

৫৪। আহিতোহপিভো বলয়ে রাসমণ্ডলে সলয়ঃ সরসশ্চ যো নৃত্যবিলাসন্তেন প্রতিব্যক্তি জনে জনে ব্যক্তিং

৫১। এরই মধ্যে হর্ষমিশ্রিত কৌতুক-উল্লাসে একে অণ্ডকে জয়ের ইচ্ছা বিশিষ্ট ও প্রগাঢ় রাগময়
রাধাকৃষ্ণ ধৈবত-অংশ (সপ্তস্বরের একটি) ও গ্রহ (গীতের প্রারম্ভিক স্বর) সহ আরোহ-অবরোহের দ্বারা গমক-
ময় ‘গরিমণিবিগম’ স্বরসমূহ (গাঙ্কারাদি সপ্তস্বর) রমণীয়ভাবে প্রকাশ করতে করতে ‘তেন তেন’ একরূপ মঙ্গল
সূচক আলাপে নানারস এবং তৎপর নাচগান উল্লসিত করে উঠালেন, লৌকিক প্রকাশ রহিত ভাবে।

৫২। (তাদের দুজনের নাট্যাঙ্গ সমাপনে শৃঙ্গারবিলাসচাতুরী বলা হচ্ছে —)

তাল-অবসান সময়ে ত্রীহরি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে করপদ্মকোশরূপ ‘ছাস’ (গীতের সমাপ্তির সূচক স্বর)
প্রিয়তমার বক্ষোপরি ধরতে থাকলেন, রাধা বামপাণিপদ্মকোরকের দ্বারা প্রিয়ের বাহুদণ্ড এক ঝটকায় দূরে
সরিয়ে দিতে লাগলেন।

৫৩। এইরূপে আরও, বঞ্চনরহিত-প্রণয়োন্মুখ মুখের মাধুর্যে নিখিল সুন্দরীগণের চিত্তহারী ॥ অতি
সহৃদয় কৃষ্ণ হৃদয়োথ কামানন্দের আমোদে অতি লালস-অলস হলেও ক্ষণকাল সেই রাসচক্রের ঘেরে অবস্থিত
আভীর জ্রীগণের ॥ এবং ক্ষণকাল কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাধার সঙ্গে নিঃসম ভাবে (মস্তক হুলিয়ে হুলিয়ে)
নাচতে লাগলেন।

৫৪। এইরূপে সুবিশ্রুত রাসমণ্ডলে ॥ সহিত সরস নৃত্যবিলাসে মনোজ্ঞ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে

মানং পৃথক্ পৃথক্ তরতমভাবেন ভাবেন চাঙ্গিকেন সুকোমলকরকমলকমনীয়ামলাশ্রং লাশ্রং দিদৃক্ষুর্নবাচ ।

৫৫। ‘অয়ে ক্ষণমধুনা বিরম্যতাম্, রম্যতাং পুনরালোকয়িষ্যে, তদ্বচিভং বিশ্রমণম্’ ইতি সর্বাস্ত হিম-
বালুকাসমহিমবালুকাসমবেতে পুলিনোদরে দরেহিতালম্বলম্বনতয়া সলীলমুপবিষ্টাস্থ তাস্থ তস্মিন্নপি সময়-
কোবিদা বিদামগ্রণীঃ সপরিজনবৃন্দা বৃন্দা বৃন্দাবনদেবতা যোগমায়া চ যাচমানা তস্ত চ তাসাং চ শ্রীতিবিশেষম-
শেষমতিমনোহরং মণিময়-চষক তিরস্কারি-পলাশ-পলাশ-পুটক-পটলোপনৌতমতিশীতমতিমধুরফলফলরসকুসুম-
রসাদিকং রসাদিতমপরিমিতমিতরানির্বাহুমতিরম্যতাম্বুলমালালুলেপসহিতং হিতং তৎসময়স্ত সময়পনিহতুঃ ॥

৫৬। তদবলোক্য বয়স্তুগণৈঃ সহ কৃতং পুলিনজেনমনবরতানন্দতুন্দিলেন বয়স্তুজ্ঞৈঃ সহ করিষ্য-
মাণপুলিনজেনমনমনসা মনসা বিস্মারয়তেব তেন তাভিঃ সঙ্কির্বেদন্ধিকয়া কমপি সময়ং গময়িতুমারম্ভে বিধীয়মানে
দিবি দিবষদো ভাবিকৌতুক-দিদৃক্ষয়াহক্ষয়াভিলাষা নাপসমুপুং, নাপি সাপরাধতয়া তৎ পুনরহো রহোজেনং

প্রাকট্যাপৎশমানং প্রাপ্যমানং সুকোমলাভ্যাং করকমলাভ্যাং কমনীয়ঞ্চ তদমলমাশ্রং যত্র তচ্চেতি তথা তৎ ॥

৫৫। হিমবালুকা কপূরঃ; লম্বমানতয়া কাম্যমানত্বেন; তস্মিন্নুপবিষ্টে সতি। পলাশস্ত কিং শুকবৃক্ষস্ত পলাশ-
পুটকানাং দলপুটকানাম্; অতিমধুরং ফলং পরিণামো যস্ত তাদৃশং ফলরসং রসাদিতং রসৈঃ স্বাদৈরদিতম্; অখণ্ডিত-
মতিরঙ্কুতমিত্যর্থঃ ॥

৫৬। বয়স্তুগণৈঃ সহ কৃতং পুলিনজেনমং বিস্মারয়তেব মনসা করণেন তেন কৃষ্ণেন কত্রী সঙ্কির্বেদন্ধিকয়া সহ-
ভোজনবৈদন্ধ্যেন সময়ং গময়িতুমারম্ভে ক্রিয়মাণে সতি। তেন কথন্তু তেন? বয়স্তুজ্ঞৈঃ সহ করিষ্যমাণ পুলিনজেনমং

দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের লাশ্র (দ্বীনত্য) দেখবার ইচ্ছায় তাঁদের প্রতিজনের নিকট তার কিছু বক্তব্য পেশ
করলেন, চিন্তাগত ভাবের বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ও তরতম ভাবে, আর নিজের আঙ্গিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে সুকোমল
করকমল যুগলের কমনীয়তা ও অমল মুখচন্দ্রের উজ্জ্বলতা তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরে।

৫৫। ‘হে প্রিয়তমাগণ! এখন ক্ষণকাল জিরিয়ে নেও। আমাদের রুচিকর কিছু পুনরায় পরে
দেখবো। তদ্বচিভ বিশ্রাম তো চাই।’ একথার পর কৃষ্ণ ও গোপীগণ কপূর কোমল শীতল বালুকাময় পুলি-
নের মাঝে কিঞ্চিৎ লীলা-আলস্বে কমনীয় ভাবে বসে গেলেন। সেই সময়ে প্রার্থয়মানা, সময়ভিজ্ঞা, বুদ্ধিমতীর
অগ্রণী যোগমায়া ও পরিজনবর্গের সহিত বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী এসে উপস্থিত হলেন—এই রমণ
রমণীদের শ্রীতিবিশেষদায়ী, সময়োপযোগী, অপরাধপূত্র এবং অতি মনোহর উপায়ন নিয়ে। যথা—মণিময় পান-
পাত্রতিরস্কারী পলাশপত্রের দোনায়ে ধরা অতি শীতল, অতি মধুর, পরিণামে হিতকারক ফলের রস এবং পুষ্প-
মধু প্রভৃতি। স্বাদে নিখুঁত, অপরাধপূত্র, সাধারণ জন বানাতে পারে না এমন অতি রমণীয় তাম্বুলমালা-
অনুলেপন।

৫৬। এই সব দর্শন করে সখাগণের সঙ্গে কৃত পুলিনভোজন লীলা ভুল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা
হল কৃষ্ণের। মন ভরে উঠল তখন শুধু সম্মুখের এই সখীজনের সঙ্গে যে পুলিন ভোজন লীলা এই এক্ষণ-ই
সম্পাদিত হবে, তাতেই অভ্র আনন্দ পূর্ণ মনে সহভোজন বৈদন্ধীতে সময় কাটতে লাগলো। এদিকে আকাশে
ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিকৌতুক দেখবার জন্য অক্ষয় অভিলাষ যুক্ত হওয়াতে অতীত সেরে যেতেও পারলেন না,

■ দদুশুরপি তু স্বম্পট্টেরেব তিরস্করিণীং বিস্তারয়ামাসু: ॥

৫৭। এবমতিকৌতুকেন কেনচিদ্রহসি হসিতোপহসিতাদিনা মদন-মদনটনতরসা রসাস্তুরপ্রাপ্তাবিব
বিবর্জিত-হ্রীসঙ্কোচে বলবত্তরতরঙ্গে প্রেমানন্দসরস্বতি স্বতিসহজে সহ-জেমনং ফলফলরসপানকাংদেবিধায় বনদেবতা-
ভিরপিহিতাদরাভিরাভিরাম্যতঃ সমুপনীত-শীতসলিলমাচম্য স্বনসারসারস্ব-মূলতামূলবীটিকামিতরেতরতরলতর-
কৌতুকেপনীয়মানামাষাশ্চ তরণিতনয়য়া নয়ষাপিতেন কুমুদগন্ধিনা মরুতা কৃতানি দৌষীকুব্জা মদকলকলহংস-
সারসানাং মুহুমধুরেণ মন্দমন্দমুপবীজ্যমানোহজ্যমানোহতিসারস্বতেন পুনরপি বীরপানানন্তরং কামসংগ্রামকলামিষ
লাশুলীলামারভমাণো লৌলোপবেশমপহায় সমুত্তস্থে ॥

৫৮। উখায় চ—

পূর্বং গানান্তকৃত যদহো হস্ত তস্তাতিরিক্তং রাগং বংশীং স্বয়মথ জগৌ তুর্গমং গীতবিক্তিঃ ।

গ্রামং গান্ধারকমুপনয়নেষ তস্তানুগানে, গাংস্থস্তাঃ পুনরনুযুর্মৌরজিক্যাদিযুক্তাঃ ॥

মনো যন্ত তেন; তিরস্করিণী অন্তঃপটন;—“প্রতিসীরা জবনিকা হান্তিরস্করিণী চ সা” ইত্যমরঃ ॥

৫৭। প্রেমানন্দ এব সস্বান্ সমুদ্রগন্ধিন্ বলবত্তরতরঙ্গে সতি । কথন্তুতে? স্তম্ভু অতিসহজে নিকৃপাধিকে
ইত্যর্থঃ । মদনমদনটন নটনতরো নাট্যবেগন্তেন রসাস্তুরপ্রাপ্তাবিব সত্যং বিবর্জিতো হ্রীসঙ্কোচো বহু তস্মিন । অপি-
হিতাদরাভিরনাচ্ছাদিত-সম্মানাভিঃ । অভিরাষস্য ভাব অভিরাষ্যম্ । তরণীতনয়য়া, নয়ন নীত্যা, বাপিতেন প্রস্থাপি-
তেন । স্পষ্টম্ ॥ (৫৮) ।

আবার পূর্বে লখাসঙ্গে পুলিন ভোজন কালে অপরাধ করে ফেলেছিলেন বলে এই রহো ভোজন দর্শন করতেও
সাহস পেলেন না, তাই নিজ নিজ বস্ত্র উঠিয়ে পর্দা দিয়ে দিলেন ।

৫৭। এইরূপে নিজনে অতি কৌতুকে কোনও অনির্বচনীয় হাস্য পরিহাসাদি মদনমত্ততরুপে নাট্য-
বেগে রাসরসিকে যেন রসাস্তুর প্রাপ্তি হল । রাসমণ্ডলস্থ প্রেমানন্দ সমুদ্রে তখন লজ্জা-সঙ্কোচ বিবর্জিত নিকৃ-
পাধি উদ্ভাল তরঙ্গ উঠলো । এমত অবস্থায় গোপীনাথ লল এবং ফলের রসের পানীয় প্রভৃতি দ্বারা সহভোজন
নির্বাহ করে নিয়ে খোলাখুলি সম্মানের সহিত বনদেবতাদের দ্বারা অভিরাষ ভাবে সম্মুখে আনীত শীতল জলে
আচমনীয় করলেন । অতঃপর তিনি পরস্পর অতি তরল কৌতুকে মুখের সম্মুখে ধরা কপূর-পদ্মমূলে সাঁজা
তাম্বুল বীটিকা আশ্বাদন করতে লাগলেন । এমন সময় যমুনাছারা শ্রায়সজ্জভাবেই প্রেরিত, কলহংস-সারস-
কুলের আনন্দ কলধ্বনি বহনকারী কুমুদগন্ধী বায়ু কৃষ্ণকে হাওয়া করতে লাগল ধীরে ধীরে মুহুমধুর ভাবে ।
অতঃপর বীরপান (যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বের মদপান) করবার পর কৃষ্ণ দীপ্ত হয়ে উঠে কামসংগ্রামকলা সম নৃত্য-
লীলা আরম্ভ করবার ইচ্ছায় লীলা উপবেশন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন ।

৫৮। উঠে দাঁড়িয়েই—

গান্ধার নামক গ্রাম (স্বর-সংঘাত) মূর্ত করে উঠাতে উঠাতে বংশীতে স্বয়ং যে রাগ গাইলেন, তা
অহো পূর্বে গাওয়া গানের থেকে হায় হায় অতিরিক্ত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে পণ্ডিতগণেরও তুর্গম । এর পিছু
দোহারিতে গায়িকা দেবীগণ পুনরায় গাইতে লেগে গেলেন মৃদঙ্গবাদিকাদের সহিতে ।

- ৫৯। তদ্বীকণাদি-সর্বস্বরমিলনবিধৌ চাক্র সম্পন্নমাত্রৈ
পঙ্তীভূয় স্থিতানাং কনকদলকুচাং গায়নীনাং পুরস্তাৎ ।
স্থিতা ভালাবসানে ঝটিতি ঝগঝগংকারি সঙ্গীতবিভ্রো-
দগীর্ণং ধামেব কাচিমটনরসকলাচার্য্যব্যাংবিরাসীৎ ॥
- ৬০। আকুঞ্চজ্ঞানু কুত্বা পৃথুনি কটিভটে বামমর্দেন্দুমহদ-
ব্যাকোশং পদ্মকোশং মুহুরলিতমথোন্নয় কুঞ্চকফোণি ।
ক্ষীণক্ষীণাদবলগ্নং হ্রসিতবলি সমুচ্ছুনবক্ষোজভারং
তন্তৌ সব্যাপসব্য-স্বসদলসলসত্তারকৈর্দৃষ্টিপাঠৈঃ ॥
- ৬১। অঙ্গৈঃ প্রবেদমেতচ্ছত্ভূতিরিব নবৈরঙ্গমঙ্গং স্পৃশস্তি-
হৃঃসাধ্যং নৃত্যকৃষ্টিবিষমগতিভির্দাং হেলয়োন্মাসয়ন্তী ।
লীলোৎসর্গাপসর্পক্রমবিধূতভূজা সারণাকুঞ্চনাভ্যাং
হনৈহংসাস্ত্রমুখোরভিনয়কুণলা মন্দমন্দং ননর্ত ॥

৫৯। তাঁসাং পরঃসহস্রাণাং পরম্পরবৈলক্ষণ্যেন প্রত্যেকমেব পর্য্যয়েণ নৃত্যং কাং স্যোন বর্ণয়িতুমশকু বন্ দিগ্দর্শ-
নার্থমেকস্যা কস্যাস্চন রাধাসখ্যা নৃত্যং বর্ণয়তি—তদ্বীকণাদিনা । ‘কনকদলকুচাম্’ ইত্যনেন তাঁসাং মণ্ডলীভাবমভিব্যাজ্য
তন্মধ্যে সঙ্গীতবিভ্রোদগীর্ণং ধামেবেত্যনেনাস্যাঃ কণিকায়মানসং ব্যঞ্জিতম্ ॥

৬০। বামং জ্ঞানু অর্দেন্দুং অর্দেন্দুমিবাকুঞ্চং কুত্বা অতদদক্ষিণং জ্ঞানু ব্যাকোশং প্রফুল্লং পদ্মকোশমিব কুত্বা তন্তৌ ।
যদা, অর্দেন্দুপদ্মকোশৌ হস্তকবিশেষৌ । বামদক্ষিণাভ্যাং পাণিভ্যামুরীয়াভিনীয়েত্যর্থঃ । ললিতমিত্যাদীনি পঞ্চ ক্রিয়া-
বিশেষণানি ॥

৬১। প্রকৃষ্টেন শ্বেদেন মেতচ্ছত্ভূতিরিবত্যনেন কটি-ললাট গ্রীবা-জাঘাতদ্বানামাকুঞ্চনেনাত্মোচ্চ স্পর্শা-

৫৯। (অসংখ্য অসংখ্য গোপীদের প্রত্যেকের পরস্পর বিলক্ষণতা হেতু পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের নৃত্য
বর্ণনা করতে অসমর্থতা বশতঃ দিগ্দর্শনার্থ রাধার কোনও এক সখীর নৃত্য বর্ণনা করা হচ্ছে—)

বীণা কণাদি সর্বস্বর মিলনবিধি যেই সূচাক্রমে সম্পন্ন হল, অমনই কোনও এক নটনরসকলাচার্য্যবর্ষ
সার বেঁধে মণ্ডলীকারে স্থিতা স্বর্ণদলকাস্ত্রিবতী গায়িকাদের মাঝখানে কণিকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ভালাবসানে
হঠাৎ সঙ্গীত-বিভ্রা থেকে ঝগঝগাংকারে উদগীর্ণ মূর্তির মতো আবিস্কৃত হলেন ।

৬০। অতঃপর হাটু কুঞ্চিত করত অর্ধেন্দু ও পদ্মকোশ হস্তক (মুদ্রা) বাম দক্ষিণ পাণিদ্বারা অভিনয়
করে মুহুর ললিত ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন—কটিভটে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো, বলিরেখা হ্রস্বতা আর কুচভার
অতিক্ষিতি প্রাপ্ত হল এবং দক্ষিণে-বামে ঘূর্ণয়মান-জলসতায় শোভমান্ নয়ন তারায় কটাক্ষ চলতে লাগল ।

৬১। অত্যন্ত ঘামে ভিজে গালায় মতো নরম হওয়াতে হৃদয়ে পরস্পর স্পর্শকারী কটি-ললাট-গ্রীবা-
জ্ঞানু প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা নর্তকীদেরও হৃঃসাধ্য বিষম গতিভেদ হেল্যায় উল্লসিত করে উঠাতে উঠাতে এবং চতুর্দিকে
সঞ্চালন-বিধিতে কম্পিত হস্তের বিস্তার ও আকুঞ্চের দ্বারা ‘হংসাস্ত্র’ প্রমুখ মুদ্রা নিপুণ ভাবে অভিনয় করতে

৬২।

ক্ষীণক্ষীণোদরমতিশয়স্ফারবক্ষোজভারং
পাৰ্শ্বদ্বন্দ্বোপরি পরিলুষ্ঠদ্বৈণ শাম্যদ্বলীকম্ ।
পৃষ্ঠে ভূগ্না ব্যজয়ত করৌ ধুম্বতী তালমোক্ষে
স্মারং সজ্জীকৃতমিব ধনুচ্চাম্পকং ব্যাংক্রমেণ ॥

৬৩। সা জ্ঞানুভ্যাং ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য বিক্ষার্য বাহু, বক্ত্রামোদভ্রমদলিকুলং লোলহারাবতঃসম্ ।
রাজন্তেজঃ-পরিধি ঝণিতালঙ্কৃতি ব্যাজুর্ঘ্বে, বেগক্ষিপ্তা কুসুমধনুযঃ কাঞ্চনী চক্রিকেব ॥

৬৪।

পাদাজুগ্মাবলম্বা ক্ষিতিতলমলঘুস্ফারবক্ষোজভানুঃ
পাৰ্শ্বদ্বন্দ্বোপবিষ্ট হ্রসিতবলি নমস্রীবি বিস্তীর্ণবক্ষাঃ ।
ভঙ্কুষ্ঠৌ বন্ধমুষ্ঠোঃ কুচভূবি করয়োত্ৰ'স্থ তালানুকৃত্যা-
লঙ্কারান্ কুজয়ন্তী গদতি তথতথৈ থৈতথৈ থৈতথৈ ॥

সম্ভাব্যং তস্য নাস্তীতি ত্রোতীতম্ । হঠৈর্হৃদকৈর্হংসাস্যকর্তরীমুখ-পদ্মকোশাদিভিঃ ॥

৬২। ক্ষীণাদপি ক্ষীণমুদরং যত্র তৎ যথা স্যাভ্যুপেতি পুরকস্বাসেন পৃষ্ঠবক্রিম্ণা তথাভাবাৎ । শাম্যদ্বলীকমিতি
তথাভাবে ত্রিবলিবিলোপাৎ ॥

৬৩। বক্ত্রামোদভ্যাঙ্গীনি ব্যাজুর্ঘ্বে ইতি ক্রিয়াবিশেষণানি চ্ছারি; ভ্রমদলীতি মুখস্য চতুর্দিকু ভ্রমতোহনু-
গমনাৎ । রাজন্তেজসাং কাঞ্চীনাং গাজ্জগৌরিম-হারাদিখেতিমবিস্বাধরাভুগুণিম-ভ্রমরাদিগ্লামলিয়াং পরিধয়ো মণ্ডলানি
যতন্তদ্বাং স্যাভ্যুপাৎ ॥

৬৪। পাৰ্শ্বদ্বন্দ্ব উন্নতীকৃতে উপবিষ্টা কুতোপবেশা আসজ্জিতশ্রোণিদেবেশেত্যাৎ । হ্রসিতবলীতি বক্ষস উন্নমনে
করতে সেই গোপী নাচতে লাগলেন ধীরে ধীরে ।

৬২ এমন নাচতে লাগলেন উদর ক্ষীণ হতেও ক্ষীণ হয়ে পড়ল, কুচভার অতিশয় স্ফারতা প্রাপ্ত
হল বেণি গোড়ালিদ্বয়োপরি লুটোপুটি খেতে লাগল এবং ত্রিবলিরেখার বিলোপ সাধন হল । তাল সমাপ্তি
কালে হাতে ঝাকুনি দিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে কামদেবের সাজানো চম্পকধনুকে জয় করলেন, চিৎ-উপর উভয়
ভাবে ।

৬৩ সেই গোপী জানুতে মাটি ভর করে বাহুযুগল দু দিকে মেলে ধরে মদন কুন্তকারের দ্বারা
সজোরে চালিত কনক চাকের মতো বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলেন । তাঁর মুখের স্পর্শে অলিকুল মুখের চতুর্দিকে
পাক খেতে থাকলো এবং গলার হার ও কর্ণভূষণ ছলতে লাগলো । গায়ের গৌরবর্ণ-হারাদির খেতিমা-বিস্বাধরের
অরুণিমা ও অলিকুলের শ্যামলিমার মিশ্রনে দীপ্ত হয়ে উঠল এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল । আর অলঙ্কার সকল
বন্ বন্ শব্দ করতে লাগল ।

৬৪ । হ্রসিত বলিরেখা, নমিত নীবি এবং বিশাল বক্ষদেশে সেই গোপী পদাজুগ্মীতে মাটি ভর করত
কুচ ও জানু অতি বিক্ষারিত করে পায়ের গোড়ালীযুগল উঠিয়ে ধরে তার উপর বসে বন্ধমুষ্টি করতলের বন্ধাজুষ্ঠ
কুচপ্রদেশে তাল অনুসারে ঠুকে ঠুকে 'তথতথৈ থৈতথৈ থৈতথ' এইরূপ বোল আওড়াতে লাগলেন অলঙ্কার

৬৫ ।

যুক্তানাং কণ্ঠতন্ত্রীচয়-শুধিরঘনানক-বাগৈকতয়াং

পশ্চাৎ সখ্যাং সরাস্বদভুজলতমদতী চারু তাম্বুলবীটীম্ ।

ভ্রশ্যগ্নজীরবন্ধে প্রণয়িপরিজনোপান্তপাদা সমস্তা-

দঞ্চল্যা বৌজ্যমানা শ্বসিতচলকুচা সা বিশ্রাম রামা ॥

৬৬। বিশ্রাম চ ক্ষণং পুনর্গায়িত্বাদিষু গীতাস্তরাবতারমেলনালাপলাপিত্যাং সম্পাদয়ন্তীষু প্রবিষ্টা অভিরূপজ্যোষ্ঠা জ্যোষ্ঠা, মদনগব'তর্জনী তর্জনী, ভুবনসৌরুপ্যসারমধ্যমা মধ্যমা, রতিমদনামিকানামিকা বৈচিত্র্যো-
কনিষ্ঠা কনিষ্ঠা চতি ললিতকরশাখামধুরিমা করাভ্যাং করাভ্যাং দর্শিতগীতপদার্থা পদার্থাবলৌব মনোভবস্ত্র মনো-
ভবস্ত্র ॥ নিনর্তিষাপরং কুব'তীর নর্তিতুমায়েভে ॥

জিবলিত্রাসাং। 'নমরীবি' ইতি পুরকথাসেন নীব্যাঃ কিঞ্চিং শৈথিল্যাং । বন্ধমুঠোঃ করয়োরদুঠৌ কুচভুবি কুচাগ্রে
বিস্তৃত ॥

৬৫। ততশ্চ গানসমাপ্তৌ সহসৈব মণ্ডলমধ্যাদম্বর্ধায় তৎপশ্চাৎপ্রদেশে তিষ্ঠন্ত্যাক্ত্য বিশ্রামপ্রকারমাহ—যুক্তানা-
মিতি। কণ্ঠেন সহ তন্ত্রাদি-বাছানাং একতায়ামেকীভাষে যুক্তানামুচ্চ্যক্তানাং গায়িত্বাদীনাং পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশে স্থিতা। চল-
কুচেতি কুচ শব্দেন কঞ্চুলিকা লক্ষিতা ॥

৬৬। অভিরূপমাভিরূপ্যাম্। ভুবনেষু যং সৌরুপ্যসারং শ্রেষ্ঠসৌন্দর্যং তস্তাপি মধ্যে মা শোভা যত্নাঃ সা। রতেঃ
কামপত্ন্যা অপি মদং নময়ন্তীতি তথা সা। ইতি হেতোর্ললিতঃ করশাখানাং বর্ণিতবৈশিষ্ট্যানাং জ্যোষ্ঠাদীনাং মধুরিমা যত্নাঃ
সা। ভবস্ত্র মহাদেবস্যাপি মনশ্চেতঃ ॥

সমূহে কুজন উঠিয়ে।

৬৫। (অতঃপর গান সমাপ্তিতে সহসাই মণ্ডল মধ্য থেকে অম্বর্ধান করে তৎপশ্চাৎপ্রদেশে অবস্থিত
হয়ে ঐ গোপী কি ভাবে বিশ্রাম করলেন তাই বলা হচ্ছে -)

কণ্ঠ-বীণাচয়-বেণু-করতাল-মৃদঙ্গ বাছসমূহ একতানতা প্রাপ্ত হলে গান-বাজনাদারদের পিছে অবস্থিত
হয়ে দীপ্ত ভুজলতা সখীর স্ফঙ্কে ধারণ করে চারু তাম্বুলখিলি খেতে খেতে নৃপুরের ডোর খুলে যাওয়াতে প্রণয়ী
পরিজনের নিকট চরণখানি প্রসারিত করে দিলেন, চতুর্দিক থেকে সখীগণ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বাতাস করতে
লাগলেন। এই ভাবে দীর্ঘকালে সম্প্রদায় এবং কঞ্চুলিকায় শোভমানা সেই গোপী বিশ্রাম করতে লাগলেন।

৬৬। কিছুকাল বিশ্রাম করবার পর গায়িকাগণ অত্র গীতের অবতরণ-মেলন-আলাপের লালিতা
সম্পাদন করতে থাকলে সেই গোপী পুনরায় রাসমণ্ডলে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই ললিত অঙ্গুলীমাধুর্য-
বিশিষ্টা ও মূর্তিমতী কামের মতো সেই গোপী করযুগলের মুদ্রায় গানের বিষয় দেখিয়ে শিবের মনকে যেন
তাণ্ডবেচ্ছাপর করতে করতে নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন। সকল রমণীয়তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মদনদর্প তির-
স্কারিণী তর্জনী, জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের মধ্যে সুচারু মধ্যমা, কামপত্নীর গব'কেও নীচুকারিণী অনামিকা এবং
বৈচিত্র্যে নিষ্ঠাযুক্ত কনিষ্ঠা তাঁর দীপ্তি পেতে লাগল।

- ৬৭। তিথ্যাকৃত্যোন্নমিতনমিত-স্ফারবক্ষোরুহক্ষিক
 ঝংকুব্ধিঃ কনকবলয়ৈধুঁষতী পাণিপদ্মে ।
 তত্তা তথৈ তিকিড়তিকিথে তামমুখাপয়ন্তী
 পর্যায়োণোৎক্ষিপতি সুদতী জালুনী দোলতে চ ॥
- ৬৮। উর্ধ্বাধ্বাভ্রমিভিকপয্যুপয্যুদৌর্ধ্বে-গৌরিমুখাঃ পরিধিভিক্ললাস গৌরী ।
 গায়ত্ৰাদিক-নলিনীবনাদিবোচ্চে-বাত্যাভিঃ কিমপি ধুতা পরাগরাজী ॥
- ৬৯। তেজোবল্লীমিব তনুলতামস্তুরিক্ষে ধুনানা
 সেয়ং নানাপতিমতিতরাং হৃক্ষরাং ব্যাততান ।
 নেদং শিক্ষাপ্রকটনমহো কিন্তু লাবণ্যদেব্যঃ
 পাদাবস্থা ভুবি ন পততঃ কেবলং হেলয়েব ॥
- ৭০। কিঞ্চ, বিদ্বাদবল্লী যদি চিরতরস্বেয়সী নিষ্পয়োদা
 হস্তপ্রাপ্যা মৃচ্ছলমরুতা তাদৃশং ধূমানা ।
 তালোল্লাসধ্বননমুখরা জায়তে দৈবযোগা-
 ন্তর্হোবাসৌ নটনবিভূষী সোপমত্বং বিভর্তি ॥

৬৭। তিথ্যাকৃত্য তিরশ্চানীকৃত্য উন্নমিতৌ আরোহণমার্গেণোত্তীকৃতৌ নমিতৌ পুনস্তত এবাবরোহণমার্গেণ
 নতীকৃতৌ স্ফারৌ বক্ষোরুহৌ ক্ষিপ্তৌ চ বয়া সা ॥

৬৮। উর্ধ্বাধ্বাভ্রমিভির্যুগপেশমরভ্যাভিশনৈঃ শনৈঃ সামান্ত লক্ষিতেন দেহোন্নমেনোর্ধ্বাবস্থিতি পৃথক্
 ভ্রমণৈরিত্যর্থঃ; অত এবাদৌর্ধ্বক্ললাসীভূতৈঃ পরিধিভির্মণ্ডলৈঃ ॥ (৬৯) ॥

৬৭। সুদতী সেই গোপী স্থূল স্তনযুগল ও নিতম্বযুগল আরোহণ-অবরোহণ মার্গে তেরছা করে
 উন্নমিত-নমিত করতে করতে কনকবলে ঝঙ্কার শব্দ উঠিয়ে পাণিপদ্ম আন্দোলিত করতে করতে, 'তত্তা-তথৈ-
 তিকিড়-তিকিথে' এরূপ তাল উঠাতে উঠাতে জাহ্নবী ও ভূজদ্বয় পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে ছুড়তে লাগলেন ।

৬৮। উর্ধ্ব উর্ধ্ব ঘুরপাক খাওয়ার ফলে উর্ধ্বগতিভূত গৌরবর্ণচ্ছটামণ্ডলীর দ্বারা দেদীপ্যমান হয়ে
 উঠলেন ঐ গৌরবর্ণা গোপী । অহো এ যেন গায়িকা বাদিকারূপ কমলবন থেকে প্রবল ঝটিকায় উথিত কোনও
 অনির্বচনীয় পরাগরাজী ।

৬৯। তেজোবল্লী সম তনুলতা আকাশে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে সেই গোপী অতিদ্রুতর বিবিধ-
 গতি বিস্তার করলেন । অহো, এ কিছু শিক্ষা থেকে অভিব্যক্তি নয়; কিন্তু লাবণ্যদেবীরূপা ঐর পা মাটিতে
 পড়ছিল না কেবল অবহেলা বশে ।

৭০। আরও, মেঘহীনা-হস্তপ্রাপ্যা বিদ্বাদবল্লী যদি অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ধীর সমীরে তাদৃশ
 দোল খায় এবং দৈবযোগে 'তত্তা-তথৈ' ইত্যাদি তাল উঠাতে উঠাতে গর্জনমুখরা হয় তবেই সেই নটন বিভূষী
 তুলনা চলতে পারে (অর্থাৎ সে নিরুপমা) ।

৭১।

নর্ত্তিষৈবং লঘুলঘুপদং দোলয়ন্তী নিতান্তং

তালোপান্তে কুচভরধুরা হুবং পূর্বকায়ম্।

বাত্যাবর্তৈরিব কমলিনী হা হা হন্ত মধো

ভুয়া মা ভুদিতি পরিজনৈঃ সবাৎ সা শশঙ্কে ॥

৭২।

এবং লঘু-গুরু-প্লুত-ক্রত-ক্রতার্ধ-ক্রতপাদভেদেণ তালসমং চরণকমলং চালয়ন্তী নটনকৌতুকা-
তুলা তুলাকোটবিবরবরকনককলাপনিকরেষু লঘুাদিক্রমেণ নিনদংসু কদাচিৎ সবে'ষামেব, কদাচিৎ কিয়তামেব,
কদাচিদ্দ্বিত্রাণামেব, কদাচিৎকোমল্যপি নিনদো যথা ভবতি তথা নৃত্যন্তী সাধু সাধ্বিতি শ্রীয়মাণেন কৃষ্ণেন
রাধয়া চ পরিরেভে, বিয়তি বিয়তি গবে' সবে'ষাম্পরঃসদসাং স্বঃ-সদাং ॥ বিস্ময়ঃ স্ময়বান্ বভূব ॥

৭৩।

এবং প্রত্যেকমেব নৃত্যমালোক্য পুনঃ সকলাভিঃ কলাভিঃ পরীতঃ সকলাভিরেব তাভিঃ সহ
প্রকীর্ণনটনক্রমবারভমাণঃ সরসভরতরঙ্গিতমানসো নৃত্যতি নর্ত্তয়তি গায়তি গোপয়তি স্মৃত্যামিনীং যামিনীং
নিমেষমাত্রমিব যাপয়ন্ ক্রীড়তি স্ম। ততঃ প্রকীর্ণকনৃত্যে কদাচিদেকীভূয় কদাচিন্মণ্ডলীভূয় কদাচিৎ সন্তুয় চ
নৃত্যন্তীনাং গায়ন্তীনাঞ্চ তাসাং কাচিৎ কৃষ্ণেন সমং গায়তি নৃত্যতি স্ম চ। ততঃ,—

সহনর্ত্তনগানতৎপরা, শ্রমজালস্ত-সুরস্ত-বিগ্রহা।

শ্লথমানকুচাংগুকা হরেঃ, পৃথুমংসং ভুজয়া সমগ্রহীৎ ॥

৭০। তালানাং 'ভত্ঠাথৈয়া' ইত্যাদীনামুল্লাসপূর্বকধ্বননেন মুখরা। নটনবিগ্রহী নৃত্যপণ্ডিতা ॥

৭১। পূর্বকায়ং কায়স্য পূর্বভাগং দোলয়ন্তী ॥

৭২। বিয়তি আকাশে, বিয়তি নশ্রুতি সতীত্যর্থঃ ॥

৭১।

এইরূপে লঘু লঘু পদে নাচবার পর তালসমাশ্রিত সময় কুচভারবাহী সেই গোপী তাঁর হুবং-
দেহের উর্ধ্বভাগ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পূর্বক দোলাতে দোলাতে পরিজনদের মনে এরূপ ব্যথা-জড়িত
আশঙ্কা জন্মাচ্ছিলেন, হায় হায় এঁর কৃশকটি-না ঘূর্ণীতে পড়া কমলের মতো ভেঙ্গে যায়।

৭২।

আরও চরণের নৃপরের সুন্দর হ্রিঃসূত্র কনক ঘুঙ্গুর সমূহ লঘু আদি বাজতে থাকলে লঘু-
গুরু-প্লুত-ক্রত-ক্রতার্ধ-ক্রতপাদ ভেদে তালে তালে চরণকমল সঞ্চালন কারিণী, অতুলনীয়, নটনকৌতুকী
ঐ গোপী এমন ভাবে নাচতে লাগলেন যাতে কখনও ঘুঙ্গুরের সবগুলিরই, কখনও কয়েকটির, কখনও দু-তিনটির
আবার কখনও না-একটিরও শব্দ হয়। এইরূপ নাচুনীকে 'সাধু সাধু' বলে প্রসন্ন রাধাকৃষ্ণ আলিঙ্গন করলেন।
আকাশে সকল অম্বর সভাসদগণের এবং দেবলোকবাসিগণের বিস্ময় উচ্ছলিত হয়ে উঠল।

৭৩।

এইরূপে যত গোপী ছিল তাঁদের প্রত্যেকের নৃত্য দেখবার পর সকল কলায় পারঙ্গম, গোপী-
সকলের সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে নটনানুষ্ঠান আরভমান এবং সরসভর তরঙ্গিত মনো নটনপণ্ডিত কৃষ্ণ নাচতে
লাগলেন, গাইতে লাগলেন এবং গাওয়াতে লাগলেন। এইরূপে ব্রহ্মরাত্রি সম দীর্ঘরাত্রি নিমেষমাত্রের মতো
যাপন করতে করতে বিহার করতে লাগলেন। অতঃপর এই বিক্ষিপ্ত নৃত্যে কখনও একা পৃথক হয়ে, কখনও
মণ্ডলী হয়ে, কখনও এক এক করে পর্যায় ক্রমে আবার কখনও সম্মিলিত হয়ে নাচুনী গাওনীদেব মধ্যে কোনও

৭৪। ততশ্চ, তমালশ্চ স্কন্ধে ক্লথপতিতশাখৈব পবন-

ক্লমাৎ খিন্না হৈমৌ ব্রততিরিব সাহশোভত ভূশম্।

বপুশ্চত্যা রত্যা লসদলসভাবোপহতয়া

পরিষক্তো মূৰ্ত্তঃ সমঘটত শৃঙ্গার ইব সঃ ॥

৭৫।

কাচিং কুজিতকাঞ্চিকিক্ষিপিরগম্মস্ত্রীরমান্দোলিতা

হারেণ শ্রবণোৎপলেন ললিতা চীনাঞ্চলেনাপি চ।

কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়া লীলাবিলাসালসং

গায়ন্তী নটতি স্য তামমুনটন্ কৃষ্ণস্তদেবাজগৌ ॥

৭৬।

কৃষ্ণশ্চ পীতবসনাঞ্চলমশ্রুজাঞ্চী, বামেন পদ্বল্ললিতেন করেণ ধৃত্য।

শযং প্রসর্পমপসর্পমপীহমানা, নৃত্যন্ত্যাহো তমপি নর্তয়তি স্য কাচিং ॥

৭৭।

কাচিন্তু—কৃষ্ণপ্রণীতমুরলীকলগানরীত্যা, হেলাবশেন লয়তালসমং নটন্তী।

লীলাকৃতং স্থলনমশ্চ দৃশ্যক্ষিপন্তী, স্য তালভঙ্গমথ সংবরয়াশ্চভূ ॥

৭৩। অংসং ভূজরা সমগ্রহীদিতি স্তম্ভামিদং স্থলনবারণার্থম্ ॥

৭৪। তমালস্যোতি দৃষ্টান্তদ্বয়েন বাহ্যভ্যন্তর শোভাবিলাস পরাবধিৎ দর্শিতম্। রত্যা স্থায়িতাবরূপয়া, শৃঙ্গার আত্মো রসঃ ॥

৭৫। কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়েত্যনেন শৃঙ্গারে ইব নাট্যোৎপাদ্যঃ পুরুষায়িত্বং সূচিতম্ ॥ (৭৬)।

গোপী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলে দ্বৈত নৃত্যগীত আরম্ভ করলেন।

অতঃপর দ্বৈত নৃত্যগীতপরা ঐ গোপী পরিশ্রমে অলস ও অতি আশ্বাদনীয় বিগ্রহা হয়ে কাচুলি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে এ অবস্থায় হরির বিশাল স্কন্ধ বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন।

৭৪। অতঃপর তমালের স্কন্ধে এলিয়ে পড়া শাখার মতো অথবা পবনবেগে দলিত স্বর্ণলতার মতো সেই গোপী অতি শোভা পেতে লাগলেন। আর অতিশয় অলসতায় অভিভূতা ঐ গোপীদ্বারা আলিঙ্গিতা কৃষ্ণ মূর্ত্তিমতী রতিদ্বারা আলিঙ্গিতা মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭৫। দোলায়িত হারে, কর্ণোৎপলে ও ব্রজাঞ্চলে ললিতা কোনও এক গোপী (সম্মিলিত ধ্যেে নাচুনী গাওনীদেের মধ্যে কোনও এক) কৃষ্ণস্কন্ধে বামবাহুবলয় ধরে লীলাবিলাস-আলসে গাইতে নাচতে লাগলেন, ষষ্টি মেখলায় কুঞ্জন ও নূপুরের ঝণঝণু আওয়াজ তুলে। কৃষ্ণ এঁর পিছে পিছে নৃত্য করতে করতে দোহারী করতে লাগলেন।

৭৬। আবার কোনও এক কমলনয়নী গোপী কৃষ্ণের পীত বসনাঞ্চল তাঁর পদ্বল্ললিত করে ধারণ করে আগে পাছে গমনাগমন রূপ নাচ অহো নাচতে লাগলেন, কৃষ্ণকেও নাচাতে লাগলেন।

৭৭। অতঃপর কোনও গোপী কৃষ্ণপ্রণীত মুরলী-কলগানের নিয়ম অনুসারে লয় তালের সহিত ভাবাবেগে নাচতে নাচতে কৌতুক বশগ কৃষ্ণের ইচ্ছাকৃত তালভঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করতে করতে নিজের

৭৮। কাঞ্চির্বাণং মধুরমূলং বাদয়ন্তীং সলীলং, গায়ং গায়ং হরিমতিমুদা সন্ময়ং নর্তয়ন্তীম্।

নাট্যৈর্গম্যাং গতিমথ চলন্ কৌতুকাদেব বাত্-অংশে সন্তালনবহুতর-ব্যগ্রচিত্তাং চকার ॥

৭৯। শ্লিগ্রতি কাঞ্চন চূষতি, কাঞ্চন কস্তাশচনাধরং পিবতি।

নৃত্যেন্নেব হি কৃষ্ণো, রময়াঞ্চক্রে বধূরখিলাঃ ॥

৮০। আসীন্ন সা তত্র ননর্ত নো যা, নৃত্যাং ॥ তন্মো যদকৃষ্ণদৃষ্টম্।

কৃষ্ণস্ত দৃষ্টিশ্চ ন সা ন যস্তা-মেকৈকশঃ শ্লেষণচূষনাদি ॥

৮১। ততশ্চ, মুক্তাবলীমিব জুগুফ ললাটমূলে ঘর্মাঙ্কুরান্ সহচরীব সমস্তমঙ্গম্।

মাধ্বীকপীতিরিব সালসয়াঞ্চকার শ্রান্তিঃ কুরঙ্গকদশং শ্রিয়মাপুপোষ ॥

৭৭। লীলয়া কৌতুকেন কৃতং বুদ্ধিপূর্বকমেব স্থলনং গানস্য তালভঙ্গরূপং দৃশ্য দৃষ্ট্যা আক্ষিপন্তী মামবমন্তং মন-
নৃত্যতালভঙ্গায় যতমানো ভবান্ স্বগানতালভঙ্গমপি করোতীতি ভদ্রেণ ময়া জ্ঞাতম্, তদপি মংস্থলনং যয়া কর্তৃং হংশক-
মেবেতি সংজ্ঞয়া জ্ঞাপয়ন্তী সত্যীত্যর্থঃ ॥

৭৮। অথ তদীয় বাত্মাহুসারেণ কণং নর্তিত্বৈত্যর্থঃ। অতেন্ গম্যাং হৃজের্য়াং গতিং চলন্ সন্ কৌতুকাৎ তদ্
বাগ্‌শিক্ষাপরীক্ষণার্থমিতি ভাবঃ। বাত্‌অংশে সম্যগ্ ভালনং মদ্বাত্‌অংশো হস্তাভ মা ভূদিতোবং তত্র বহুতরং ব্যগ্রং
চিত্তং বল্যানুত্থাভূতাম্ ॥ (৭৯)।

৮০। অখিলা ইতানেনোক্তমর্থং বিবুধান আহ—আসীদিতি। তেন যুথেশ্বরী সখী-তৎপরিবারবৃন্দানাং সর্বা-
সামেব সাদরাসম্প্রাপ্তিরভূদিতি দর্শিতম্ ॥

তালভঙ্গ সম্বরণ করে নিলেন। (তিরস্কার—অহো আমাকে অপমানে ফেলবার জন্য নিজের তাল কেটেও আমার
তাল ভঙ্গ করতে চাও—তোমার এসব চাতুরী আমার জানা আছে—ভঙ্গ করতে পারলে কি, ইসারায় এরূপ
জানালেন)।

৭৮। কৃষ্ণের মুরলীগান অনুসারে কণকাল নাচবার পর কোনও গোপী সলীলায় মধুর কোমল ভাবে
বীণা বাজাতে বাজাতে অতি আনন্দে গাইতে গাইতে গর্বভরে হরিকে নাচাতে লাগলেন। এই নাচের মধ্যে
কৌতুকবশে কৃষ্ণ অস্ত্রের হৃজের্য় বিষম গতিতে চলতে চলতে ঐ গোপীকে অত্যন্ত ব্যগ্র চিত্তা করে তুললেন,
আমার বীণায় যেন তাল ভঙ্গ না হয়, এই ভাবনায়।

৭৯। এইরূপে নাচতে নাচতে অখিল বধুগণকে রমণ করাচ্ছিলেন কৃষ্ণ, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে
চুষন, আবার কারুর অধর পান করে।

৮০। এই রাসমণ্ডলে এমন একজনও ছিল না যে নাচছিল না, নাচও একটি এমন ছিল না যা কৃষ্ণের
নজর কেড়ে নেয় নি, কৃষ্ণের নজরও এমন একটি ছিল না যাতে গোপীদের এক এক করে প্রতি জনে আলিঙ্গন
চুষনাদি ছিল না। (যুথেশ্বরী, সখী এবং তৎপরিবারবৃন্দ সকলেরই সাদরাসম্প্রাপ্তি হয়েছিল-এ-ই দেখান হল)।

৮১। তৎকালে শ্রমক্লান্তি সহচরীর মতো ললাটমূলে ঘর্মাঙ্কুর নিকর মুক্তাবলীর মতো গুফন করল
এবং মাধ্বীক পানের মতো আলসযুক্ত করল সমস্ত অঙ্গ। এইরূপে শ্রমক্লান্তি হরিনয়নাদের শোভা উচ্ছলিত

৮২। ততঃ, দধানা দৌৰ্ঘ্যং ভুজশিরসি পার্শ্বে বিলসতো
হরেলীলালসাদকৃত তনুবল্লীবিবলনাম্ ।
ঐং সৌভাগ্যানাং ভরমসহমানেষ কতম।
ক্ষণং বিশ্রামায় ব্যধিত দয়িতস্তোপরি বধুঃ ॥

৮৩। তত্র তত্রপে ন কাপি কাপিশায়নমন্তেব তেবমানা মানাদিক্যবতী ললিতলাবণ্যাশ্রমেণ শ্রমেণ
বিলুলিতা কৃষ্ণেন ভুজশিরসি রসিকভাবেন বিস্তৃতং স্তম্ভং রত্নদণ্ডমিব ভুজদণ্ডং লসৎপরিমলমলয়জরসালিপ্তমহো
মহোৎপলসৌরভরভসং স্বভাবতো ভাবতোষতরঙ্গেন রঞ্জন সমাজায় তদমূলোলোমহর্ষোৎকর্ষোৎকমনাশ্চুস্বনে-
নোপভূক্তবতী ॥

৮৪। কৃষ্ণোহপি কস্তাশ্চন সালস্তাস্ত্রলাবণ্যচলঙ্গণিকুণ্ডলতাণ্ডবপ্রতিকৃতিকৃতিকৃতিনি গণ্ডে শ্রম-

৮১। শ্রান্তিঃ কৰ্ত্তী শ্রিয়ং শোভামাপূৰ্ণাব। শ্রান্তিমিব দ্বিধোপমিমানঃ শোভাং স্পষ্টয়তি। সহচরী সখী ইব
ললাটে ঘর্মানুস্মিতান্ মুক্তাবলীমিব জুগুপ্স। মাধবীকপীতিরিব সমস্তমঙ্গমলসরাঙ্ককারেতি ॥

৮২। বিলসতো হরেভুজশিরসি একস্মিন্নেব স্বক্কে দৌৰ্ঘ্যং বাহুগলং দধানা সতী লীলয়া বদালস্তং তস্মাক্তো-
তনুবল্লীবিবলনাং স্বগাভ্রলতামোটনমকৃত অকরোং। ততশ্চ তস্তা অভিসুসখ্যামৃত-সিক্তঃ ক্রীকৃষ্ণঃ স্বং কৃতার্থং মনুতে স্নেহত্যা-
—ঐবমিত্যাदिना ব্যক্তয়া উৎপ্রেক্ষয়া ॥

৮৩। কাপিশায়নং মধু তেন মত্তা ইব তত্র ন তত্রপে, ন লজ্জতে স্ম। তেবমানা ক্রীড়ন্তী ‘তেব দেবনে’; অতএব
ক্রীড়াভরোথেন শ্রমেণ বিলুলিতা। কথন্তু তেন? ললিতং যল্লাবণ্যং তস্মাশ্রমভূতেনাতিশোভাসম্পাদকেনেত্যর্থঃ। রসিক-
ভাবেন রসিকতয়া কৃষ্ণেন বিস্তৃতং ভুজশিরসি স্বক্কে ভুজদণ্ডং স্তম্ভং স্তাসরূপেণ স্থাপিতম্; “পুমানুপনির্বিদ্যাসঃ” ইত্যমরঃ।
চুস্বনেনোপভূক্তবতী ॥

করে তুলল।

৮২। অতঃপর কোনও এক বধু পার্শ্বস্থিত রাসবিলাস-মত্তা ক্রীহরির স্বক্কোপরি ভুজদ্বয় ধারণ করত
লীলা জনিত আলস্তবশে নিজ অঙ্গলতা মোচড়াতে লাগলেন, একপে তাঁর সৌভাগ্যের পর্বত-প্রমাণ ভার যেন
সহ্য করতে না পেরে দয়িতের স্বক্কোপরি অর্পণ করলেন, কিছুকাল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

৮৩। তথা কোনও গোপী মধুপানে মত্তের মতো সব লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে দিলেন। অলজ্জ ভাবে
ক্রীড়ামত্তা, লোহাগে উচ্ছসিতা ও অতি শোভা-সম্পাদক ক্রীড়াভরোথ শ্রমে বিলুলিতা সেই গোপী স্নিগ্ধ পরিমল
ভরা চন্দনরসে প্রলিপ্ত এবং অহো মহোৎপল সৌরভবেগযুক্ত রত্নদণ্ড সম ভুজদণ্ড কৃষ্ণের দ্বারা রসিকতায় তাঁর
স্বক্কে স্থালমুজায় স্থাপিত হলে বার বার জাগ নিতে লাগলেন, নিজ ভাব বশে ও ভাবের সন্তোষতরঙ্গ রঙ্গে।
অতঃপর তদনুকূলে বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করে উৎকণ্ঠিতমনা হয়ে ঐ ভুজদণ্ড চুস্বনের দ্বারা উপভোগ করতে
লাগলেন।

৮৪। আলস্ত জড়িত নৃত্য-লাবণ্যের সহিত দোলায়মান্ মণিকুণ্ডলের তাণ্ডব-প্রতিবিশ্ব নির্মাণে নিপুণ

জনিতালস্থলশ্রুমানতয়া গণ্ডে নিধায় বর্তমানায়া মানায়ামবত্যা বদনচন্দ্রমসমসমোৰ্ধমালোক্য চিবুকমুন্নমযা মধু-
মধুরিমধরেহধরে তাম্বুলচৰ্বিতং বিতল্লেখদ্রাননো বিততার ॥

৮৫। কাচন সৌভগভগবত্তাপরিমলানটন্তী নটন্তী গায়ন্তী শ্রাস্তাহশ্রাস্তাভিরামা রামা—

দৌৰ্ঘোচ্ছাসপ্রচলসিচয়ে হারহিল্লোললীলাং
হেলাং বিভূতায়সি কুচয়োঃ কৃষ্ণপাণিং শ্রুতত্ব ।
ভাবপ্যোকাস্মুরুহপিহিত স্বর্ণকুন্তাবিবাস্তা-
মত্যাঃসন্তেঃ ফলমিদমহো যন্ন পার্থক্যমেতি ॥

৮৬। এবং তাসাং শ্রমজলকণক্লিন্ন-কর্ণোৎপলানাং
মান্দ্যাং যাতে কুবলয়দৃশাং নৃত্যবেগে ক্রমেণ ।
তুষীকঙ্কং যমুরথ মণিকিঙ্কিনী-নূপুরাভা
মন্ত্রে তেষামপি সমজনি শ্রেয়সী শ্রান্তিবাধা ॥

৮৪। কস্যাসচন বদনচন্দ্রমসমালোক্য চিবুকমুন্নমযা তস্যা অধরে তাম্বুলচৰ্বিতং বিততার, দদৌ। কথন্তুতায়ঃ ।
গণ্ডে কৃষ্ণগণ্ডে গণ্ডে নিধায় বর্তমানায়া মানসাদরস্য আশ্রমবত্যাঃ । গণ্ডে কীদৃশে ? আলস্যলাস্যায়োৰ্লাবণ্যেন সহিতে
চলন্তী যে মণিকুণ্ডলে তয়োক্তাণ্ডবস্যা প্রতিকৃতে প্রতিমায়াঃ কৃতৌ নির্মাণে কৃতিনি নিপুণে ॥

৮৫। সৌভগমেব ভগবত্তা ঐশ্বর্যং তস্যাঃ পরিমলান্ বিখ্যাতিরটন্তী প্রাপ্ত বতী উরসি বক্ষসি দ্বরোরপি কুচয়ো-
রেকং কৃষ্ণপাণিং শ্রুতত্ব, তাবপি কুচাবপি, অত্যাঃসন্তেঃসন্ত্যাসন্নতায়ঃ ॥

৮৬। শ্রেয়সী অত্যাধিকা ॥

কৃষ্ণগণ্ডে গণ্ডে রেখে বিরাজমানা হলেন কোনও এক গোপী—শ্রমজনিত আলস্যভরে তন্দ্রালু হওয়াতে । আদ-
রের পুটলী এঁর অসমোৰ্ধ বদনচন্দ্র দেখে চিবুক তুলে ধরে মধু হতেও মধুমাখা অধরে তাঁর চৰ্বিত তাম্বুল অর্পণ
করলেন নিদ্রালসশূন্য চন্দ্রানন কৃষ্ণ ।

৮৫। পরিশ্রান্ত অবস্থাতেও অতিশয় অভিরামা কোনও গোপরামা সৌভাগ্যরূপ পরিমলনিচয়কে
বিখ্যাতি পাইয়ে নাচ গান করতে লাগলেন । এতে দীর্ঘশ্বাসবেগে বক্ষের কাঁচুলি তাঁর আন্দোলিত হতে থাকল ।
কুচক্ষুরণাদি হারহিল্লোল লীলা ও হেলা নামক শৃঙ্গার ভাবজক্রিয়া দীপ্ত হয়ে উঠল । এইরূপ নাচতে নাচতে
তাঁর কুচযুগল জুড়ে কৃষ্ণের একটি হাত তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন, দেখতে হল একটি কমলে ঢাকা স্বর্ণকুন্ত
যুগলের মতো । অতি ঘোঁষাঘোঁষি থাকার ফল এই, অহো এতে প্রাপ্তির পার্থক্য হয় না ।

৮৬। এইরূপে নাচগানের শ্রমজনিত ঘর্মবিন্দুতে ভিজ়ে উঠল সেই কমলনয়নাদের কর্ণোৎপল । ক্রমে
ক্রমে কমে এল এঁদের নৃত্যবেগ । অতঃপর মণিকিঙ্কিনী নূপুরাদিও মুকত প্রাপ্ত হল । মনে হলো যেন এই
নূপুরাদিরও শ্রমবিন্য অত্যাধিক হয়ে পড়েছে ।

৮৭। তথাপি তেবাং মন্দমন্দকলকোমলঝঙ্কারকলকালিকয়া সবিলম্বভ্রমণেন গানেন চ সচমৎকারং কাশ্চন কৃষ্ণেন সমং ননু হঃ ॥

৮৮। আযামবতী যামবতী সা বরং বারংসীং, ন পুনরাসাং রাসান্তরঙ্গতরঙ্গলীলা ইতি স্থিতে—

আশ্লেষাধরপান-চুখনরসালাপশ্মিতালোকনৈ-

রাসাং রাসবিলাসকৌতুকজুষ্ণাং যুথৈঃ সমুখাধিপৈঃ ।

স্বচ্ছায়াবলিভিঃ স্বচেষ্টিতকলানৈপুণ্যভাগ্ ভিষ্বা

বালঃ শ্রীরমণোত্তমোহপ্যরমত প্রেমুণা স মুগ্ধো হরিঃ ॥

৮৯। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখমগুণধিয়ন্তদিচ্ছা-শ্রোতোনিবেশিত-তনুলতিকা যুগাক্ষ্যঃ ।

নৈবাস্বর্যগি কুচকঙ্কলিকাশ্চ কেশ-পাশাংশ্চ হৃদ্য বিবিধঃ স্থলিতানি তানি ॥

৮৭। তেবাং কিঙ্কিনীনুশ্রাদীনাম্ ॥

৮৮। যামবতী যামিনী। আনন্দিনীভিঃ সমং স্বাভিঃ শক্তিভিরিত্যাগ্রেতন বাক্যেন স্বরূপভূতশক্তিধ্বেন নিরূপ-
য়িত্যমাণামপি তাসাং স্বচ্ছায়ারলিভিরূপমানম্ । (ভা০ ১০।৩৩।১৬) “রমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভিঃ, ধ্বাৰ্ভকঃ স্বপ্রতিবিশ্ব-
বিভ্রমঃ” ইতি মূলবাক্যারোহে নৈব; তচ্চ অশ্রুত্বাং তনুভাগীতাদিবিলাসবস্তুত্যাংশশ্চৈব বিবক্ষয়েত্যত আহ—স্বচেষ্টি-
তেতি । তথৈব কৃষ্ণাঙ্গ যুগ্মেন বালেনোপমানং তৎপ্রেমমাধুর্যভিরোবাপি মহৈশ্বর্যকল্পত্যাংশশ্চ বিবক্ষয়েত্যত আহ—শ্রীরমণেতি ।
শ্রীরমণোত্তমঃ শ্রীপতেরংশপি মুগ্ধো বাল ইতি ব্যঞ্জিতেন তাসাং মাহাত্ম্যেন ভঙ্গ্যা ছায়াং নিবিধ্য স্বরূপশক্তিধ্বমেবো-
পহাপিতমিতি ॥

৮৯। তদেবমপি তাভিঃ প্রেমসুখময়ঃ সর্বো বিলাসঃ স্বচ্ছায়ময় এবত্যাহ—কৃষ্ণেতি ॥

৮৭। একরূপ হলেও কিঙ্কিনী নুশ্রাদির মন্দমন্দ কলকোমল ঝঙ্কাররূপ কলকালীর সহিত সবিলাস
ভ্রমণ ও গানের সহিত কোনও কোনও গোপী চমৎকার ভাবে নাচতে লাগলেন কৃষ্ণের সঙ্গে ।

৮৮। ব্রহ্মরাত্রি সম দীর্ঘরাত্রি, সেও বরং অতিবাহিত হয়ে গেল; কিন্তু এঁদের রাসের অন্তরঙ্গ তরঙ্গ-
লীলা শেষের দিকে গেল না ।—

রাসবিলাসকৌতুক সেবনকারিণী, নিজছায়ারূপা এবং স্বচেষ্টিত কলানৈপুণ্যের অংশরূপা এঁদের
সমুখাধিপ যুথের সহিত মুগ্ধ বালকের মতো ক্রীড়া করতে লাগলেন সেই হরি, নারায়ণের অংশী হয়েও—
আলিঙ্গন-অধরপান চুখন রসালাপ ও হাসিতে উজ্জল দৃষ্টি দ্বারা ।

৮৯। (একরূপ হলেও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যা কিছু প্রেমসুখময় বিলাস তা সবই তাঁর ইচ্ছা-নির্মিত,
তাই বলা হচ্ছে—)

কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখময় চিত্তা এবং কৃষ্ণেচ্ছাশ্রোত-নিবেশিত তনুলতিকা যুগনয়নাগণ হায় হায় তাঁদের
বস্ত্র-কুচকঙ্কলিকা ও কেশপাশ যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, তা জানতে পারছেন না ।

৯০। এবং বিহরতো হরতো নিখিলভুবনবনজাক্ষীণাং মনাংসি তস্য নিখিলসৌভগবতো ভগবতো
ব্রজরাজপুত্রস্য বিক্রীড়িতমীড়িতমীশ্বরৈরপি সমালোক্য দিবি দিবিশদ্বধে। মুমুহুর্হরহো রহো নিরুপমতদধি-
করণকরণরূপরাহতধিয়ঃ সমনোরথাবতারাণাং তারাণাং ততয়শ্চ হরি হরি হরিগাক্ষোহপি রাসারম্ভমারম্ভা
গতি-বৈক্লব্যেণ নিষ্পন্দ এবাভবদতএবোচিতমায়ামিনী যামিনীতি ॥

৯১। ততশ্চ, যাবত্যো যা মদনমদতঃ সুভ্রুবো রাগবত্যাঃ
শ্রীকৃষ্ণেন স্বয়মপি তথা তাবতা রাগিণৈব ।
সম্পূর্ণার্থাঃ প্রতিজনমহো কারয়ামাসিরে তা
মর্যাদা হি প্রণয়রহসাং সৈব সমায়কস্য ॥

৯২। শ্রীশ্রীনাং রমণকলাভিরঙ্গনানাং, যেদান্তঃ স্মিতসুভগানুখেন্দুবিম্বাং ।

প্রেমার্জঃ করকমলেন কোমলেন, প্রত্যেকং হরিরপসারয়াঞ্চকার ॥

৯৩। স্পর্শেন পানিকমলস্য পুনঃ প্রকামং স্থিতং বক্তৃকমলেষু যুগেক্ষণানাম্ ।

যেদাপনোদকুশলো যদি নৈষ আসী- ত্তা এব চেষশকলৈর্মমুজমুখানি ॥

৯০। রহো গুটম্বেব; মনোরথতাবতারঃ প্রাহুর্ভাষন্তঃসহিতানাম্; আযামিনী দৈর্ঘ্যবতী ॥

৯১। ততশ্চ পরঃসহশ্রেষু নিভৃতনিকুঞ্জেষু প্রত্যেকমেব তাঃ সম্প্রয়োগাদিলীলয়া রময়ামাসেত্যাহ—যাবত্য
ইতি । মদনমদতো হেতোঃ সম্পূর্ণার্থাঃ কারয়ামাসিরে; ‘রামো রাজ্যমকারয়ৎ’ ইতিবচক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ (৯২) ।

৯৩। পুনঃ স্থিতং বক্তৃকমলেষু তৎস্পর্শেখহর্ষেণেতি ভাবঃ ॥

৯০। এইরূপে বিহারকারী এবং নিখিল ভুবনের পদ্মাক্ষীগণের মন হরণকারী এই নিখিল সৌভাগ্য-
বান্ ভগবান্ ব্রজরাজপুত্রের এই বিবিধ বিলাস শিবব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রশংসা করতে লাগলেন। আকাশে
দেববধূগণ নিরীক্ষণ করে বার বার মুহিত হতে লাগলেন। অহো কি আশ্চর্য্য দুজ্জের লীলা! নিরুপম এই লীলা-
ক্ষেত্রে কামসম্বন্ধিনী চিন্তা আবর্তে পড়ে বুদ্ধির পরাস্ততায় মনস্কামনার উদয় সংযুক্তা তারাশ্রেণীও মুহিতা হয়ে
পড়ল। হরি হরি চন্দ্রও রাসারম্ভের আরম্ভ থেকেই গতি-বৈক্লব্যে নিষ্পন্দের মতো হয়ে গেয়েছিল। রাত্রি যে
ব্রহ্মরাত্রি তুলা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা সমুচিতই হয়েছিল।

৯১। (অতঃপর অসংখ্য নিভৃত নিকুঞ্জে গোপীদের প্রত্যেককে সম্প্রয়োগাদি লীলায় রমণ করালেন
কৃষ্ণ)

মদনমদ হেতু যে সুন্দরী যতটা রাগবতী হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ততটাই রাগবান্ হয়ে প্রতিজনের
অভিলাষ পূর্তি করিয়ে দিলেন পরিপূর্ণ ভাবে। সন্মায়কের প্রণয় সংসর্গের গৌরব একপই হয়ে থাকে।

৯২। বহুপ্রকার রমণকলায় শ্রীশ্রী অঙ্গনাদের প্রত্যেকের হাসি হাসি নয়নাভিরাম মুখেন্দু-মণ্ডল
থেকে স্বমবিন্দু প্রেমার্জ হরি কোমল করকমলে মুছিয়ে দিলেন।

৯৩। যুগনয়নাদের বদনকমল-পানিকমলের স্পর্শস্থখে পুনরায় যথেষ্ট স্বর্মেদগম হলে সেই হরি
যদি তা মুছিয়ে দিতে কুশলী হলেন না, তখন তাঁরা নিজেরাই বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা যাঁর যাঁর মুখ মুছে নিলেন।

৯৪। লাবণ্যসরসানি বিলাসলাশু-বৈদক্ষ্যমুখমধুরাণি তদীহিতানি।

কারুণ্যমাত্রপিপুনানি জগুঃ স্মৃগীত-বন্ধেন তা নিজনিজপ্রতিভাকৃতেন ॥

৯৫। এবং অমহতীরতিমহতী রতিকলাকলাপজনিতা নিভাস্তালশুদশুদভাজঃ সলিললীলয়া লয়াবাণ্ডি-
বিরতাঃ কারয়িতুং তাভিঃ ক্ষিপ্রমদাভিঃ প্রমদাভিঃ সমঃ সমন্ততো মূহ মধুরং মধুরঞ্জিভর্মধুকরণাথকৈঃ সহ
গায়ন্তীভির্বিলকুমুদকমলা কমলাকরবন্ধুনন্দিনীধারা ধারাধরমহসা মহসানন্দেন তেন চিরপুলিনখেলাবিলসংকরে-
গুভিঃ করেগুভিঃ সহ মদকলকলভেনেব সমবজ্রগাহে ॥

৯৬। ততশ্চ, বক্রে রস্তোরহবরবনং দোলতাভিম্বাণালী-

শ্রেণির্বক্ষোরহকলশকৈশ্চক্রনায়াং সমাজঃ।

গত্যা হংসীততিরতিতরাং হস্ত জিগ্যে বধূতি-

ভাস্বকশাসলিলমলসং লম্বমানাভিরাভিঃ ॥

৯৭। বক্রে : স্বর্ণসরোজমণ্ডলময়ং নীরোপরিষ্ঠানভো

বক্ষোজৈর্মদচক্রবাকমিথুনশ্রেণীজুষো বীচয়ঃ।

৯৪। কারুণ্যমাত্রপিপুনানীতি লাবণ্যবিলাসাদিবিশিষ্টানাং তদীহিতানাং প্রকাশিকা তৎকৃপৈব, অন্তস্তামেব
তানি পিণ্ডনয়ন্তি সূচয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

৯৫। অমহতী; অমবাধা লয়াবাণ্ডী। বিরতাঃ কারয়িতুং তাভিস্তেন কৃষ্ণেন কমলাকরবন্ধুনন্দিনীধারা সমবজ্র-
গাহে। অমহতীঃ কথন্তুতাঃ? নিভাস্তালশুদ দদাতি যঃ শুদো বেগন্তঃ ভজন্তী ধারয়ন্তীতি তথা তাঃ। ধারা কীদৃশী?
বিমলানি কুমুদানি বস্মিগুণাভূতং কমলং জলং বস্তাং সা। ধারাধরমহসা মেঘকচিনা কৃষ্ণেন মহে উৎসবে সানন্দেন চিরং-
পুলিনখেলাভিবিলসন্তঃ কে মন্তকে রেণবো বাসাং তাভিঃ ॥

৯৬। শ্রেষ্ঠ সরস লাবণ্যযুক্ত, বিলাস-নৃত্যবৈদক্ষ্যময়, মুখ মধুর এবং কারুণ্যমাত্রযুক্ত সেই লীলা-
বলী তাঁরা গাইতে লাগলেন, নিজ নিজ প্রতিভাকৃত স্মৃগীত বন্ধনে।

৯৭। ততঃপর অতিমহতী রতিকলাচয় জনিত এবং নিভাস্ত আলশুদায়ী ও বেগধারী অমপীড়া জল-
ক্রীড়ায় লয় পাইয়ে শাস্ত করবার জন্ত কৃষ্ণ চতুর্দিকে মধুরঞ্জি মধুর গায়কের সঙ্গে মূহমধুর গায়নী, কৃষ্ণসঙ্গে
দ্রুত হুট্ট হওয়ার স্বভাব এবং মেঘকচি তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় পুলিন মধ্যে খেলাবিলাস হেতু ধূলিধূষরিতা
রমণীগণকে সঙ্গে নিয়ে বিমল কুমুদাকর জলে ভরা যমুনার ধারায় প্রবল উচ্ছ্বাসে ডুবা ডুবি করতে লাগলেন,
হস্তিনীর সঙ্গে মিলিত মদমন্ত হস্তীশাবকের মতে।

৯৬। বদনকমলশ্রেণী দ্বারা শ্রেষ্ঠ কমলবনকে, ভুজবল্লীশ্রেণী দ্বারা মৃণাল শ্রেণীকে, স্তনকুণ্ডশ্রেণীদ্বারা
চক্রবাক সমাজকে এবং চলনভঙ্গী দ্বারা হংসীশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে জয় করলেন যমুনা জলে অলস ভাবে লম্বা
হয়ে ভাসমান সেই বধূগণ

৯৭। বধুবন্দ উদর-ডোবা যমুনা জলে গেলে তাঁদের বদনকমলের দ্বারা জলোপরি আকাশ হয়ে
উঠল স্বর্ণকমলমণ্ডলময়, উচ্ছলিত তরঙ্গমালা স্তনকুণ্ডচয়কে স্পর্শ করে হয়ে উঠল মন্তচক্রবাক-চক্রবাকী যুগল-

দোভিঁচাক্ষুণালবল্লিবলিতা আপস্তুদাসন বধু-
বৃন্দে গচ্ছতি চিত্রভানুহিতুস্তংকুক্ষিদগ্নঃ পয়ঃ ॥

৯৮। ততশ্চ, লক্শ্মী তাসাং তনুপরিমলান্ পদ্মিনীঃ প্রোজ্জ্বা ভূগৈ-
রভূদ্যদ্যতৈস্তুরগিতনয়ৈবাদরাভুজ্জগাম ॥
হংসৈস্তুলোভয়নচপলৈশ্চামরভং প্রযাতৈঃ
শ্রাস্তাঃ সৰ্বাঃ প্রণয়রভসাদীজয়ামাস সৈব ॥

৯৯ ভূগৈস্তাসামুপরি পরিতো মণ্ডলীভূয় সন্তি-
স্তংপর্যভ্বেষপি দিবিসদাং পুষ্পবধৈঃ পতন্তিঃ ॥
নীলং বাতাবধুতমভিতঃ সারিস্ত্রাবলীকং
শোভাহেতোরতনুত কিমু ব্যোমসম্মোহিতানম্ ॥

১০০। ততশ্চ, অত্যাশ্রিতৈঃ করসরসিভৈস্তাড়য়ন্তীষু তোরং, মধ্যে কৃষ্ণা দয়িতমভিতো মণ্ডলং গতাশু ॥
তান্দভূতাস্তুরগিতু রোমহর্ষা ইব শ্রী-কৃষ্ণাশ্রয়ঃ-পরিসরময়ুস্তোক হৃদ্যাস্তুরঙ্গাঃ ॥
১০১। অত্যাশ্রিতাঙ্গুলীকলিকয়োঃ কৃষ্ণমুপ গোঃ সমা-
পীড়্যোচ্চৈর্জলযন্ত্রবৎ করভয়োঃ প্রোন্তেন নিক্শিপাতা ॥

৯৬। কলশকৈরিত্যার্যার্থে কঃ ॥

৯৭। চক্রবাকজুষো বীচয় ইতি কুক্ষিদগ্নেহপি জলে তরঙ্গাণামুচ্ছুনতেন স্তনপর্যন্তস্পর্শাদিত্তি ভাবঃ ॥

৯৮। উজ্জগাম অভ্যুথিতবতী ॥

৯৯। সারিণ্যো মুক্তা এব বলীকং পটলপ্রাপ্তং যন্ত্র ভং ॥ (১০০) ॥

শ্রেণীর সেবাকারিণী এবং বাহুল্যতঃশ্রেণী দ্বারা যমুনার ■■■ হয়ে উঠল মুণাললতাময় ॥

৯৮। অতঃপর তনুপরিমল লাভ করে পদ্মিনীকে ছেড়ে কাল কাল ভ্রমরকুল তাঁদের দিকে যেতে থাকলে মনে হল যেন কাল যমুনাই আদরের সহিত অভ্যর্থনা করবার জন্য তাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ॥
তথা উড়ন চপল হংসসমূহ চামরের ভাব প্রকাশ করলে মনে হল যেন যমুনাই শ্রাস্তা গোপীগণকে প্রণয়বেগে বীজন করছেন ॥

৯৯। কাল কাল ভ্রমরনিকর তাঁদের উপর মণ্ডলী হয়ে ছেয়ে থাকলে এবং এর নিকট দেবতাগণের বর্ষিত শুভ্রপুষ্পসমূহ পড়তে থাকলে সজ্জিত হল, বাতাসে কম্পিত একটি নীল জমিনের চতুর্দিকে মুক্তাবলীর ঝালরের দৃশ্য ॥ অহো একি শোভা সজ্জনের জন্য আকাশলক্ষ্মীর টানানো চাঁদোয়া ॥

১০০। কেন্দ্রস্থলে প্রিয়তমকে রেখে মণ্ডলী আকারে দাঁড়িয়ে গিয়ে গোপীগণ পরস্পর ধরাধরিকরা করকমলের দ্বারা জলে আঘাত করতে লাগলেন ॥ সেই আঘাতে যমুনা থেকে উথিত রোমাঞ্চের মতো ছোট ছোট বীচিমালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ প্রাপ্ত হল ॥

১০১। পরস্পর প্রথিত অঙ্গুলী কলিকায়ুক্ত পাণিদ্বয়ে ■■■ ভরে নিয়ে পীচকারীর মতো জোরে

ধারাভিমুহুরায়তাভিরবলাবন্দন সিক্তো হরি-
ম্রত্তো মন্থবাকুণাজ্জমহসা মূর্তেন বিদ্বো বভৌ ॥

১০২। ততশ্চ, নিঃসংহারং তদ্বিদমতনোবাকুণাজ্জং বিদিত্বা
শক্তোহপ্যস্ত প্রতিকৃতিবিধৌ লীলয়া বারিমগ্নঃ ।
নৌবীদাম্মাং হরণকুতুকী তদধ্বতিব্যগ্রহস্তঃ
ভগ্নাঃ সর্বাঃ পুনরতিতরাংহেং এবাসিষেচ ॥

১০৩। ততশ্চ, প্রত্যেকং তাঃ সপদি পয়সো দ্বন্দ্বযুদ্ধেন জিহ্বা
কৃষ্ণেনাস্মিন্ পণিতমখিলং হারমাকুস্ত্র নীতম্ ।
পৃষ্ঠং যাতা লঘুলঘুতরাং গীড়য়িত্বাস্ত্র বাহু
রাধা সর্বং যদি হতবতী তামধাবন্তদাসৌ ॥

১০৪। আচিযান্নাং কমলমমলং কাপি গাধেহপি নীরে
গন্তীংষাভিনয়চকিতাং শঙ্কয়া পঙ্কিলাক্ষ্মীম্ ।

১০১। অবলাবন্দন কতৃভূতেন পাণ্যোয়মু কৃত্বা উঠে: সমাপীড়া জলবস্ত্র ইব জলযন্ত্রেণেব নিক্ষিপ্যতা নিক্ষেপ-
কেন করভয়ো: প্রাস্তেন নিমিত্তেন সতীভিধাৱাভিঃ সিক্তঃ; ক্ষিপতেদৈবাদিকস্ত শত্রো রূপম্; “মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্ত
করভো বহিঃ” ইত্যমরঃ ॥

১০২। তস্তা নীবেধ্বতৌ ব্যগ্রহস্তং যথা শ্রাতথ্য; ভগ্না বিদ্রুতাঃ ॥

১০৩। আকুস্ত্র নীতং স্বকক্ষদেশে স্থাপিতমখিলমেব হারং পৃষ্ঠং যাতা সতী হতবতী। কথমিত্যন্ত আহ—অস্ত্র বাহু
গীড়য়িত্বা মৃণালা বা অঙ্গুলা বারিরেখাং কনকরূপেণ গীড়নেন কণ্ঠতিমুংপাত্ত কক্ষমুদ্রায়ামুদ্বাতিতায়্যং সত্য্যং স্বয়মকস্মা-
চাপ দিয়ে করভের (মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্যন্ত করের বহির্ভাগ) সাহায্যে মোটা মোটা ধারায়
ছুড়ে তার ঝাপটায় হরিকে বার বার ভিজিয়ে দিতে লাগলেন অবলাগণ। মনে হতে লাগল যেন কাম-
দেবের বরুণাস্ত্রের মূর্ত তেজে বিদ্ব হলেন হরি।

১০২। অতঃপর এ-কে কামদেবের সংহার-অযোগ্য বরুণাস্ত্র জেনে হরি এর প্রতিকার বিধানে সমর্থ
হয়েও লীলায় ডুব দিলেন জলে। নৌবিদ্যাম হরণ কোতুকী তাঁর হাত ব্যগ্র হয়ে উঠল গোপীগণের নৌবিধারণে।
গোপীগণ সকলে ভীতচকিত ভাবে ঝাপাঝাপি করে পালাতে আরম্ভ করলে পুনরায় কৃষ্ণ একাই সকলকে
যথেষ্ট ভাবে জলের ঝাপটা মারতে লাগলে-।

১০৩। অতঃপর তাঁদের প্রত্যেককে জল-দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করে চটপট এতে পণরাখা যত কিছু হার,
সব নিয়ে নিয়ে বগল তলায় পুরে দিলেন কৃষ্ণ। রাধা পিছন দিক থেকে ধীরে ধীরে গিয়ে কাতুকৃত দিয়ে কৃষ্ণের
হাত চিলে করত সব হার যদি কেড়ে নিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁর পিছে পিছে তাড়া করলেন।

১০৪। কোনও স্থানে অমল কমল চয়ন করতে করতে জল অগভীর হলেও সম্মুখের জল হয়তো
বা গভীর হবে, কি করে অহো ওখান থেকে উঠে আসবো, এরূপ নিজ অঙ্গভঙ্গীতে রাধা চকিতের ভাব প্রকাশ

দোভ্যাং বক্ষোভূবি স্থনিবিড়াপীড়মুখাপ্যমানাং
কান্তেনৈনাং সরসকুতুং তাঃ সমীক্ষাস্বভূঃ ॥

১০৫। ততশ্চ কদাচন— রাধাদেব্যা চপলশফরীষট্টনাশঙ্কিতাক্ষ্যা
কণ্ঠগ্রাহং ভয়চকিতয়া গাঢ়মাল্লিষ্যমাণঃ ।
প্রত্যাল্লিষ্যন্নুপাধি মুহুঃ শ্লাঘমানঃ শফর্যা-
ন্তুৎসৌহৃদ্যং হরিরতিতরাং সিন্মিয়ে মোদমানঃ ॥

১০৬। এবং চ কদাচন— পট্টৈঃ পট্টৈঃ স্বয়মবচিঁতৈস্তম্ভাণালৈমুণালৈ-
লীলাযুদ্ধং যদজনি মিথস্তত্র যোষিম্মগীনাম্ ।
তাসাং তস্মিন্নজনি কুতুং পশ্যতস্তৎপ্রমোদাৎ
কৃষ্ণশ্চৈব প্রহরগবশেনেব রুগ্মং মনোহভুৎ ॥

দেব জলে পতিতমিত্যর্থঃ ॥

১০৪। গাধেহপি নীরে গজীরতস্যাতিনয়েনাগ্রেতনং নীরমিদং নুনমগাধমেব ভবিষ্যতি, কথমিতো বিদ্রবামীতি
স্বাক্ষচেটরা চকিতাং স্বাক্ষণার্থমুধাবন্ত কৃষ্ণমালোকা শঙ্করা পঙ্কিলাক্ষীং ব্যাকুলিতনেত্রাম্ ॥

১০৫। ততশ্চ কদাচনেতি তদাক্ষণ-পরিরতাদি নির্বাহান্তে সামঞ্জস্যেন দ্বয়োচ্চলনে বৃত্তে সত্যীত্যর্থঃ। ঘটনা
করকরাংকারেণোচ্ছলিতত্বম্। অনুপাধি উপাধিশৃংগ সৌহৃদ্যম্ ॥

১০৬। মিথস্তাসামেব পরস্পরং বদযুদ্ধমজনি, তস্মিন্ যুদ্ধে তাসাং কুতুকসেবাজনি, ন তু পীড়া, তৎ পশ্যতঃ কৃষ্ণ-
সৈব মনো রুগ্মং কামপীড়িতমাসীৎ। প্রহরগবশেনেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥

করলে তাকে টেনে তুলবার জন্ত কৃষ্ণ পিছনে ছুটে এলেন। ত দেখে শঙ্কায় ব্যাকুল নেত্রা হয়ে উঠলেন রাধা।
ছ হাতে রাধার বক্ষোদেশ স্থনিবিড় ভাবে চেপে ধরে কৃষ্ণ যখন তাঁকে টেনে উঠাচ্ছিলেন, তখন গোপীগণ
সরস কৌতুকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

১০৫। অতঃপর কখনও—(সেই আকর্ষণ-আলিঙ্গনাদি সমাপনান্তে হৃজনে মিলেমিশে চলতে
আরম্ভ করলেন—)

চপল শফরীমাহ ফর ফর করে উঠলে শঙ্কিত নয়। রাধাদেবী ভয়চকিতভাবে কৃষ্ণের কণ্ঠ জড়িয়ে
ধরে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ প্রতি আলিঙ্গন দান করতে করতে সেই শফরীর নিক্রপাধি সৌহার্দকে মুহুমুহু
প্রশংসা করতে লাগলেন। আর খুব হাসতে লাগলেন।

১০৬। এইরূপে কখনও জীরত্বদের মধ্যে পরস্পর যদি নিজ হাতে চয়িত পদ্মে-পদ্মে মৃণালে-মৃণালে
লীলাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তখন সেই যুদ্ধে রমণীদের কৌতুকই হল, পীড়া নয়। এদিকে কিন্তু ঐ লীলার
দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সেই দর্শনজ্ঞ আনন্দ থেকে জাত হল কামপীড়া, প্রহার বশে মুগ্ধের মতো।

১০৭। কদাচন - কৃষ্ণে কৰ্ষতি কোকযুগ্মবলা দোৰ্ভাং বাধুঃ স্বস্তিকং
কণ্ঠে চাক্ষুণ্যালমর্ষয়তি তাশ্চক্রুঃ জ্ঞান ভঙ্করান্ ।
পদ্মঃ জিহ্বতি পাণিভিঃ পিদধিরে বক্তুং জলক্রৌড়নে
তাভিস্ত্যস্ত বভূব সৌরতরসঃ কোহপীজিতৈরিজিতৈঃ ॥

১০৮। ততশ্চ, নিলেপঃ কুচমণ্ডলো মৃগদৃশং হারাবলৌ নিষ্ঠুৰ্গা
নেত্রাশ্চোহমঞ্জনেন রহিতং নীরাগমোষ্ঠাধরম্ ।
নিগ্র'স্থির্মণিমেখলা কচততিমোক্ষং গতা কাচন
ক্ৰীরাসীদুদ্বিগুণৈব সা ঘনরসে মগ্নস্ত যোগাং হি তৎ ॥

১০৯। পদ্মে: কেশাভরণমমলৈরুৎপলৈঃ কর্ণভূষণং
হারং কৃতা বিস-সতিকয়া মেখলাং শৈবলেন ।
ক্ৰৌড়োপাস্তে মণিময়শিরোভূষণাদানি তানি
প্রেমণা নার্যো দিনমণিভূবে শ্রীতিদেয়ানি চক্রুঃ ॥

১০৭। পাণিভাং কোকযুগ্মং কর্ষতীতি স্তনালভনস্থচনম্; স্বস্তিকমিতি তদ্বারপার্থং বক্ষসি আসনমুদ্রা হস্তধারণম্।
এবমেব কণ্ঠে ইত্যাদিনা ব্যঞ্জিতয়োঃ পরিব্রজাধরপানয়োধারণার্থং ভঙ্করানিত্যাदि ॥

১০৮। ঘনরসে জলে; পক্ষে, সন্তোগাত্মক শৃঙ্গাররসে ॥

১০৯। সন্তোগাস্তে তালাং স্বাধীনভর্তৃকা ভাবেন প্রসাদনমাহ—পদ্মৈরिति। নহু তাভিঃ পূর্বসিদ্ধানি মণিময়মণ্ড-
নানি ক ধারিতানীত্যত আহ—ক্ৰৌড়োপাস্তে ইত্যাদি। দিনমণিভূবে যমুনায়ৈ ॥

১০৭ কখনও—কৃষ্ণ স্তন ধারণমূচক চক্রবাক পক্ষীযুগলকে ধরে টান দিলে অবলাগণ দুহাতে
স্বস্তিক রচনা করলেন কণ্ঠে আলিঙ্গনাদি মূচক চাক্ষু মৃণাল অর্পণ করলে বাহুযুগল তেরছা করে ধরলেন।
পদ্ম স্তম্ভকতে থাকলে পাণিযুগলে মুখকমল ঢাকলেন।—এইরূপ ইঞ্জিতে ইঞ্জিতে কোনও অনির্বচনীয় সৌরতরস
উচ্ছলিত হয়ে উঠল, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলখেলায়।

১০৮। অতঃপর, হরিণনয়নাদের কুচমণ্ডল হয়ে পড়ল কুঙ্কুমাди বিলেপনহীন, হারাবলী গাথুনী
মৃত্যুহীন, নয়নকমল অঞ্জনরহিত, ওষ্ঠাধর রক্তিমারহিত, মণিমেখলা গ্রন্থিরহিত, আর কেশপাশ বন্ধনহীন—
এতে শোভা দ্বিগুণিতই হয়ে উঠল। কোনও অনির্বচনীয়তা প্রাপ্ত করে নিল। (সাধারণ পক্ষে) জলমগ্ন
বা (গোপী পক্ষে) সন্তোগাত্মক শৃঙ্গাররসমগ্ন জনের পক্ষে এ যোগাই বটে।

১০৯। (সন্তোগাস্তে স্বাধীনভর্তৃকা ভাবে গোপীদের যে প্রসাদন তার কথা বলা হচ্ছে—)

পদ্মে কেশাভরণ অমল উৎপলে কর্ণভূষণ, মৃণাল লতায় হার, আর শৈবালে মেখলা করে গোপীগণ
তাদের অঙ্গের মণিশিরোভূষণাদি খুলে প্রেমের সহিত যমুনাকে দিয়ে দিলেন শ্রীতি উপহার রূপে।

১১০। উল্লাস বাকরবারিরূপে বারি, ঝঙ্কারিকঙ্কণকলেন চ দক্ষিণেন ।

সস্তাভ্য চারু জলমগ্নকবাচলীলা-মাতেনুৰুংসবসমাপ্তফলসামিবৈতাং ॥

১১১। স্নানোত্তীর্ণাঃ কনকনলিনীস্পর্ধিভাসো নিতম্বঃ

ক্রাস্তা অস্তুরবিরতপয়োবিন্দুনিষ্যন্দভাগ্ভিঃ ।

রেজুঃ কেশেরষ হঠহঠৈরশ্রু মুঞ্চস্তিকৃষ্টে-

ধ্বাস্তৈঃ পৃষ্ঠানুসরণপরৈরংগমালা ইবেন্দোঃ ॥

১১২। অথ সময়সময়মানসেবাতংপরয়া রয়াপাদিতাদরয়া যোগমায়াগমায়ায়া সমুপাহৃতানি তৎ-
কালোচিতলোচিতরমণীয়ানি যানি বসনালঙ্কারানুলেপনাদীনি স্বপ্নোপলক্ষ্যানীং তানি সেবিত্বংহবিষ্মা সকলানুন্দরতা
দরতাণ্ডবিতকুণ্ডলাঃ সরসকলাবলাবণাশ্রিয় ইব মৃতিমতো। মতোচমহামহাধোতা ইব মাধুর্যো ধূম্যোত্তমাঃ প্রণয়-
ভরস্তু রস্তুতমম্বিষো ললিতোপবনকুঞ্জবরাজিরেষু রাজিরেষু মদকলকলহংসকারণবাদিবাদিবর্গস্তু মণ্ডলীভূয় ভূয়
এব রসিকঘটামুকুটালঙ্কারনীলমণিবরণে কৌস্তভেন বিলসত্বরসা রসানুধিনাধিনাথেন সহ সংস্বমুপবিবিস্তর্গোপ-

১১০। উল্লাসোতি নির্ধাণসময়ে বাজং সমুচ্চিস্থমেবেতি ভাবঃ ॥

১১১। স্নানোত্তীর্ণাঃ—অভ্যঙ্গোদ্বর্ভনাদি পূর্বক-স্নানান্তরমুত্তীর্ণাঃ ॥

১১২। অথ গাত্রেজলাপসারনাচনস্তরং বসনালঙ্কারাদীনি সেবিত্বা ভূয় এবাধিনাথেন সহ ললিতোপবনকুঞ্জবরা-
ণামজিরেষু প্রাঙ্গণেষু উপবিবিস্তরিতাঘরঃ। অগমো হ্রলক্ষ্যোহয়ঃ শুভাবহো বিধির্ধিস্যান্তরা। লোচিৎ দৃষ্টিস্তসা রমণীয়ানি;
সরসকলামবস্তি রক্ষণীতি ভাঃ। মত্যা উচেন মহামহেন মহোৎসবেন আসম্যাক্ ধোতাঃ ক্ষালিতা ইব মাধুর্যো মধুরতা
মৃতিধারিণ্যো ধূম্যোত্তমাঃ; শ্রেষ্ঠাধারাঃ; রাজিং শ্রেণীং রাস্তীতি তথা তেষু ॥

১১০। বাম করকমলে উল্লসিত করে এবং ঝঙ্কারি কঙ্কণের কোমল ধ্বনিযুক্ত দক্ষিণ করকমলে
জল থাপড়িয়ে চারু জলমগ্নকবাচ লীলা বিস্তার করলেন গোপীগণ উৎসব সমাপ্তির ফল স্বরূপে ।

১১১। অতঃপর অভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদি পূর্বক স্নানের পর উপরে উঠে এসে স্বর্ণকমল স্পর্ধী কান্তিময়ী
গোপীগণ নিতম্ব ছাড়িয়ে এলানো এবং অবিরত জলবিন্দু-ঝরানো কেশের সৌন্দর্যে দীপ্তি পেতে লাগলেন,
যেমন না-কি দীপ্তি পায় চন্দ্রমার কিরণমালা বলাৎকারে হটে যাওয়া, (অতএব) অশ্রু মোচন করতে করতে
পিছে পিছে অনুসরণপর ঘন অঙ্ককার দ্বারা ।

১১২। সময়োচিত এবং সম্মুখে উপস্থিত সেবায় তৎপর। হ্রলক্ষ্য শুভাবহ অচারপরায়ণ যোগমায়া-
দ্বারা অত্যাদরে তৎকালোচিত ও দৃষ্টিরম্য যে সকল বসন-অলঙ্কার-অনুলেপনাদি স্বপ্নে পাওয়ার মতো অনায়াসে
সংগৃহীত হল, তা গোপীগণ ধারণ করলেন অঙ্গ মুহূর্তের পর। জীব্য তাণ্ডবিত কুণ্ডল সরস কলার পালয়িতা,
লাবণ্যলক্ষীসম, বুদ্ধিদ্বারা অঙ্গীকৃত মহোৎসবের দ্বারা যেন সম্যক ক্ষালিত মৃতিমতী মাধুর্য্যশ্রু, প্রেমের আশ্রয়-
শ্রেষ্ঠা এবং অতি আশ্বাদনীয় কান্তি গোপরমণীযুগসমূহ তখন সকল সৌন্দর্যে দীপ্তা হয়ে উঠলেন। অতঃপর
তঁারা সকলে রসিককুল মুকুটালঙ্কারশ্রেষ্ঠ নীলমণি স্বরূপ, কৌস্তভে দীপ্ত বক্ষা রসমাগর প্রাণাধিদেবতাকে

রমণীমণীশ্রেণয়ঃ ॥

১১৩।

তত্রানিহ্মে মণিময়ঘটেদেবতাভিব'নীনাং
স্বাহুঃ স্বচ্ছঃ পুরুপরিসমঃ কৌসুমঃ শীধুপূঃ ।
যদগন্ধাকৈর্মধুপনিকরৈ সর্বভো স্বূর্ণ্যমণৈ-
জ্যোৎস্নাজালেহুপ্যপচিত্ত ইব ব্যোমি গাঢ়াককারঃ ॥

১১৪। রজতজলবজ্জ্যোৎস্নাজালোজ্জলে পুলিনোদরে, ফটিকচষকশ্রেণ্যস্তাং পুরঃ পরিরেজিরে ।

নয়নবিষয়ীভাবং হিত্বা পরস্পর-সঙ্গিষঃ, করকিশলয়স্পর্শেনৈব স্ববোধবিভাবিকাঃ ॥

১১৫। তামেতাং মধুপানসামগ্রীমগ্রীয়াং সামগ্রীমিব মনোভবামোদক-মোদকদম্বশ্চ সমালোকমানো
মানোল্লভ্যীঃ সরসমনা রসমন্যাসসিক্খং তং বহ্নমানয়ন্ নয়নপি তত্র লালসাং সালসাং সাধীয়সীং মদমাধুরী-
মাধুরীণাং চিত্তবিভ্রমৈর্বিভ্রমৈরুপচিত্তাং চালোকয়িভুং মধুনি ॥

১১৩। বনীনাং কুদ্রবনানাম্ ॥

১১৪। পরস্পরসঙ্গিষো জ্যোৎস্নাফটিকচষকশ্রেণ্যোস্তল্যাকান্তিহাং, অতএব পার্থক্যেনানুপলব্ধেইতোনয়নবিষয়ী-
ভাবং নেত্রেন্দ্রিয়গ্রাহকং ত্যক্ত্বা ত্রিগিজিয়গ্রাহাত্মা অভবন্নিত্যাহ—করকিশলয়ৈতি । করকিশলয়ানাং স্পর্শেনৈব স্ববোধঃ
ফটিকচষকশ্রেণ্যা এইবতান জ্যোৎস্না ইতি স্ববিষয়কজ্ঞানং বিশেষণ ভাবরহস্যপাদয়ন্তীতি তাঃ ॥

১১৫। মনোভবামোদকশ্চ কামোদীপকশ্চ মোদকদম্বশ্চ হর্ষসমূহস্য সামগ্রীমিব সমগ্রতামিব সম্পূর্ণতামিবেত্যর্থঃ ।
চিত্তস্য বিবিধো ভ্রমো যেষু তথা তৈর্বিভ্রমৈরুপচিত্তাং মদসা মত্ততারা মাধুরীং দ্রষ্টুং ॥

বিরে মণ্ডলাকারে মিলিত হয়ে আনন্দ কলরবকারী রাজহংস-বালিহংসাদি জলচর পক্ষিরাজি সমাকুল ললিত
উপবনস্থ কুঞ্জশ্রেষ্ঠের প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রবেশ করলেন সহর্ষে ।

১১৩। উপবন দেবতাগণ মণিময় ঘটে স্বাহু-স্বচ্ছ-অতি সুগন্ধী বহু পুষ্পমদ এনে উপস্থিত করলেন
সেখানে, যার গন্ধে ভ্রমরকুল চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে লাগল । এদের ছায়ায় আকাশ যেন গাঢ় অন্ধকারে
ঢেকে গেল, জ্যোৎস্না ধারায় প্লাবিত হয়েও ।

১১৪। রৌপ্যজলের মতো জ্যোৎস্নাজালোজ্জল পুলিনের মধ্যে গোপীগণের সম্মুখে ফটিক পানপাত্র-
শ্রেণী অতিশয় শোভা পেতে লাগল । জ্যোৎস্না ধারা ॥ ফটিক পাত্রশ্রেণী তুল্য কান্তি হওয়াতে ছয়ের পার্থক্যের
অনুপলব্ধিতে ফটিক পাত্রশ্রেণী নেত্রেন্দ্রিয় গ্রাহক ত্যাগ করে শুধুমাত্র ত্রিকেন্দ্রিয় গ্রাহ হল তৎকালে । এরা
যে ফটিকপাত্র তা একমাত্র হাতের স্পর্শই জানাতে লাগল ।

১১৫। গোপীদের অগ্রে স্থিত এই মধুপানের সরঞ্জামকে কামোদীপক প্রসন্নতাপুঞ্জের পরিপূর্ণতার
মতো দেখতে দেখতে সমাদরে প্রশান্তবুদ্ধি সরসমনা কৃষ্ণ অনায়াসসিক্খ সেই রসকে বহ্নমানন করতে করতে
তাতে লালসায়ুক্ত হয়েও অতিশ্রেষ্ঠ মত্ততার উচ্ছল মাধুরী, যা চিত্তের বিবিধ ভ্রম উৎপাদক বিভ্রমের দ্বারা
সমৃদ্ধ, তা দেখবার জন্ত ঐ গোপীদের প্রিয় সহচরীদের কোঁতুকপূর্বক এইরূপ বললেন—

১১৬। একৈকশ্চে ফটিকচবকৈঃ পুরিয়িত্বা প্রদাতুং
 স্বেচ্ছাপূৰ্বং নয়ত স্নদৃশো যুথপাঠে বিভজ্য ।
 ইত্যোতাসাং প্রিয়সহচরীঃ কৌতুকাৎ প্রাহ কৃষ্ণ-
 স্তাস্তস্ত্র্যাংশং তদভিমুখতো দ্রুম্য চক্ৰুস্তথৈব ॥

১১৭। এবং সতি — কপূরাভে কিরণসুধয়া প্রোক্ষিতে শীতধাম্নঃ
 প্রভ্যামুষ্ণে কমলকুমুদ-মোদিনা মাক্রভেন ।
 প্রাদুর্ভূতঃ স খলু শুভভে সৈকতে ভানুপুত্র্যাঃ
 প্রত্যাসন্নো সুরতসময়ে বীরপানপ্রমোদঃ ॥

১১৮। প্রতিচবকং প্রতিবিস্মিত-শশিবিস্ময়ং বিলসদুৎপল্যামোদম্ ।
 উপরিভ্রমদলিললিতং, পুরতস্ত্রাসাং ররাজ মাধ্বীকম্ ॥

১১৯। আদৌ পানে নয়নযুগয়োঃ শোণিমানং দ্বিতীয়ে
 বাঐষবশ্চং ব্যাধিকরণতাং হাসভীত্যোত্তৃতীয়ে ।
 ত্রুষ্টং পশ্চাদ্বিহসিতুমপি প্রাণনাথং তথাহাঃ
 পানক্ৰীড়াপরিষদি দধে পাতুমিচ্ছাং ন কাচিৎ ॥

১১৬। হে স্নদৃশঃ ! একৈকসৌ যুথপাঠে বিভজ্য প্রদাতুং ফটিকচবকৈঃ পুরিয়িত্বা মধুনি নয়ত ॥

১১৭। সৈকতে সিকতাময়পুলিনে ॥

১১৮। উপরি ভ্রমস্তোহল্লরো যত্র ভৎ ॥

১১৯। কাচিন্মাধ্বীকং পাতুমিচ্ছাং ন দধে। কিমর্থম্? আদৌ প্রথমে পানে নয়নরোঃ শোণিমানং ত্রুষ্টং হাস-
 ভীত্যোব্যাধিকরণতাং হাসোৎপাদকে বস্ত্রনি বিষয়ে ভীতিং ভীত্যাৎপাদকে হাসং ত্রুষ্টং পশ্চাদ্বিহসিতুং পরিহসিতুমিতি ।
 এতৎ সুখং পানসুখতোহপ্যাধিকমিতি মথানেন্ত্যর্থঃ । অপিকারাদ্ব্যাজনাত্মৈঃ পরিচরিতুম্ ॥

১১৬। ‘হে স্ননয়নীগণ ! এক এক যুথেশ্বরীকে ভাগ করে দেওয়ার জন্ত স্বেচ্ছা মতো মধু নিয়ে নেও,
 ফটিকপাত্র ভরতি করে।’ সহচরীগণ কৃষ্ণের ভাগ তাঁর সম্মুখে ধরে সেইরূপই করলেন ।

১১৭। সুরত সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলে চন্দ্রমার কিরণসুধায় খোত কমলকুমুদগন্ধী বায়ুতে পরি-
 মার্জিত যমুনার পুলিনে প্রকটিভূত সেই বীরপান-প্রমোদ অতিশয় শোভা পেতে লাগল ।

১১৮। প্রতি পানপাত্রে প্রতিবিস্মিত শশিবিস্ময়কৃত, প্রফুল্ল উৎপল গন্ধে আমোদিত এবং উপরে
 ঘূর্ণয়মান অলিতে ললিত মাধবক শোভা পাচ্ছে ।

১১৯। প্রথমপানে নয়ন যুগলে শোণিমা, দ্বিতীয় পানে বাক্যে জড়িমা এবং তৃতীয় পানে হাসোৎপাদ-
 পাদক বস্ত্র বিষয়ে ভয় ঐ ভয়োৎপাদক বস্ত্র বিষয়ে হাসি—এত সব দেখবার জন্ত, তথা পরে প্রাণনাথকে পরি-
 হাস করবার জন্ত কোনও এক গোপী এই পানক্ৰীড়া সভাতে মধু পান করবার ইচ্ছা করছিলেন না ।

১২০। আত্মানে অমৃতমধুনোর্ব্যভ্যয়েনৈব মৈত্রীং
চন্দ্রান্তোজ্জৈ ইব বদনয়োর্মণ্ডলে কারয়ন্তৌ ।
অত্ৰোজ্জ-জীবদনচবকোপাত্তমত্ৰোজ্জদত্তং
রাধাকৃষ্ণৌ সমমপিবতাং সাধরোষ্ঠোপদংশম্ ॥

১২১। এবং প্রবৃত্তে পানমহে মহেভ্যো মধুরিমমনিভিঃ সন্মদসিক্কুরসৌ মদসিক্কুরসৌভাগ্যঃ সিক্কুরীভি-
রিব তাভিমধুমদমদনমদতোহনমদতোদমনা মন্তসীলালীলাবিতধীরধীর ইব সন্নপি সন্নপিপাসানাং পূর্বপানেনৈব
ক্ষিপ্ৰমদানাং প্রমদানাং মদাবিলবিলসিতাং সখীভিঃ সহ বাচং বাচংযম ইব শুশ্রাব ॥

১২২। আলীন্দুমে' পিবতি মধু কিং পীয়তামালি সার্কং
স্তেনোহং যন্তব মুখরুচাং কণ্ঠলগ্নেন ভাব্যাম্ ।

১২০। কৌরুমমধুপানান্তরমাধরমধুপানপোনঃপুত্রমাহ—আত্মানে ইতি। জীবদনমেব চবকং পাত্ৰং তত্রোপাত্তং
ধারিতম্। অধরোষ্ঠোবেব উপদংশো। বিদংশত্তদন্তরাখাদনীয়ং বস্তু তৎসহিতম্। কিং কুবন্তী? চন্দ্রান্তোজ্জৈ চন্দ্রকমল রূপে
বদনয়োর্মণ্ডলে অমৃত-মধুনোর্ব্যভ্যয়েনৈব মৈত্রীমাত্মানে কারয়ন্তৌ। অম্বমর্থঃ—রাধামুখং চন্দ্রঃ, কৃষ্ণমুখং কমলম্, অত-
ন্তয়োঃ পরম্পরাধরপানতশ্চন্দ্রতামৃতং কমলে প্রবিশতি, কমলস্ত মধু চন্দ্রে প্রবিশতি; মধুমাংসচন্দ্রোহমৃতময়ং কমলমিতি
পরম্পরমৈত্ৰ্যা ধর্মবিপর্ধাসঃ ॥

১২১। মহেভ্যোমহাভ্যাঃ, “ইভ্য আচ্যো ধনী” ইত্যমরঃ। মদসিক্কুরস্ত মত্তহস্তিন ইব সৌভাগ্যঃ যন্ত সঃ।
অনমদনম্ভীভবং, অতএবাতোদং নিরঙ্কুশং মনো যন্ত সঃ। মত্তস্যেব বা লীলালী তয়া লবিতা ছেদিতা ধীর্বিচারো বস্যা
সঃ। সন্নপিপাসানাং বিগততৃষ্ণানাম্ ॥

১২২। মধুচবকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমাণোকাহ—আলীন্দুরিতি। অপীতমাধবীকা সখী তামুপহসন্তী প্রত্যাহ—হে
আলি! তর্হি ইন্দুনা সার্কংসেব পীয়তাম্, যদ্ বস্মাদয়মিন্দুস্তব মুখরুচাং স্তেনচোরঃ। পুনঃ সা প্রাহ—কণ্ঠেতি। সা সখী

১২০। চন্দ্রমা ও কমলের পরম্পর অমৃত-মধুর বদলাবদলির মতো রাধার মুখচন্দ্রের অমৃত ও কৃষ্ণের
মুখকমলের মধুর পরম্পর বদলাবদলিতে এবং এদের ছয়ের সহযোগে যে অপূর্ব মিক্‌চার তৈরী হল, তা পরম্পর
সুন্দর বদনপাত্রে পরম্পর স্থাপন ও পরম্পর ধারণ করত অধরোষ্ঠ রূপ চাটের (পানের মাঝে মাঝে যে
চব'বস্তু খাওয়া হয়) সহিত পান করতে লাগলেন উভয়ে।

১২১। এইরূপে পানোৎসব চলত থাকলে মাধুর্য মণিতে মহাধনী, নিভা আনন্দসিক্কুর, মত্ত হস্তীর
মতো সৌভাগ্যবান্ মধুমদমদনগবে' অন্ত্রী হওয়াতে নিরঙ্কুশমনা কৃষ্ণ গোপীসঙ্গে লীলা সমূহে মত্তের মতো বিচার-
শক্তির লোপে মিলনের জন্য অধীরের মতো হলেও মৌনীর মতো চুপচাপ শুনতে লাগলেন—প্রথমপানেই
বিগত-তৃষ্ণ, চট্‌ জলদি নেশা লাগা এবং মদঘোরে বিলাসিনী প্রমদাগণের সখীসঙ্গে আলাপ।

১২২। মধুপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র দেখে কোনও গোপী মদঘোরে বলছেন, হে সখি! চাঁদ কি আমার মধু
পান করে নিচ্ছে? বীজনসেবা তৎপর। সখী উত্তর দিলেন, একে শুদ্ধুই পান করে নেও, এ তোমার মুখকান্তি

দন্তুচ্ছেদ্যোহমৃতময়তয়া সত্যমস্তাবশিষ্টং
নো পাস্ত্রামীতাত্ব মধুমতী পাণিনা মধ্বপাস্ত্রং ॥

১২৩। হা কষ্টং ত্রোঃ পপততি কথং হস্ত যুযুর্ণতে ভূ-
নাথ স্বং মাং ধধর পপতা কম্প মে গাত্রযষ্টিঃ ।
ইথং বৃদ্ধশ্লিষিতহুসিতৈরক্ষরৈর্ব্যাহরন্তী
ত্রাসাৎ কাচিদ্ভুলতিকয়া কৃষ্ণকণ্ঠং দধার ॥

১২৪। ভ্রাম্যতামুপরি ভৃঙ্গগণানাং, বীক্ষ্য বিস্ময়মথ কক্ববিকল্পাং ।
বল্লভায় দদতী মধু নিস্ত্রে, স্বাঞ্চলেন চষকাক্ষযকান্তঃ ॥

১২৫। এবং মধুমদাধিকা রাধিকা রামণীয়কাধিকারা মন্তলীলাং প্রথয়তায়তানন্দেন সহ বনমালিনালি-
নান্না সম্বোধিতেন তেন চ তদনুবদতা কিঞ্চিদবাদীং ॥

প্রত্যাহ—তর্হি দন্তুচ্ছেদ্যঃ । সা প্রাহ—অস্যাশিষ্টমুচ্ছিষ্টম্ ॥

১২৩। বৃদ্ধশ্লিষিতক হুসিতক্ষেতি তথাভূতৈরক্ষরৈঃ । পপততীতি বাক্যত্রেয়ংকরবুদ্ভিঃ । মে গাত্র-যষ্টিঃ
পতিতেত্যর্থঃ । পপতা—অত্র বিপর্যাসরূপমক্ষরশ্ললনম্ । কম্পতে ইতি বক্তব্যে কম্প ইত্যক্ষরহ্রাসঃ ॥

১২৪। বিস্মং মধুনি প্রতিবিস্মং কক্ববিকল্পাং, মধুনঃ কক্বোহয়ং ভবিষ্যতীতি সন্দেহাদ্ভেতোর্বল্লভায় মধু দদতী
দাতুং চষকাদেকস্মাৎ চষকাৎ চষকাতঃ, অত্রস্য চষকস্য মধ্যং স্বাঞ্চলেন সংশোধ্য নিস্ত্রে ॥

১২৫। মধুমদেনাধিকা রাধিকা আলিনান্না সখ্যা এব নান্না সম্বোধিতেন তেন বনমালিনা সহ কিঞ্চিদবাদীং ।
রামণীয়কেধিকারো বস্যাঃ সা ॥

চোর। গলায় ঠেকে যাবে যে। দাঁতে কেঁটে ফেলে', অমৃতময় বল ওটাকে দাঁতে কাটাই সমীচীন। ঠিক ঠিক,
এর উচ্ছিষ্ট পান করব না, এই বলে মধু হাতে ধরা সেই গোপী মধু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

১২৩। হা কষ্ট, কি করে আকাশ প....পড়ে যাচ্ছে। হায় হায় কি করে পৃথিবী যু....ঘুরছে। হে
নাথ, তুমি আমাকে ধ....ধর, আমার গা কাঁপ (ছে) প....পড়ে যাব—এইরূপে অন্ধরের বুদ্ধি, স্বপন এবং
হ্রাসে কথা বলতে বলতে কোনও গোপী ভয়ে কৃষ্ণের গলা জাপটে ধরলেন।

১২৪। মধুর উপর ভ্রাম্যমান ভ্রমরগণের প্রতিবিস্ম দেখে ষোণার ঘোরে 'এ মধুর কাইট', এতপ
সন্দেহ বশতঃ এক পাত্র থেকে মধু অগ্ৰপাত্রে ছেঁকে পরিষ্কার করে নিয়ে চললেন বল্লভকে দেওয়ার জন্য
রাধিকা।

১২৫। এইরূপে মধুপানের মন্ততায়ও অধিকা এবং মনোহরত্বে অধিকার প্রাপ্ত রাধিকা কথার
পুনরুক্তিকারী ও পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত মন্তের মতো লীলা বিস্তারকারী বনমালীর সহিত হে সখি বলে
সম্বোধন করে, এইরূপ আলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

১২৬।

আলি প্রেয়ন্ হরিরসি শঠঃ কৃষ্ণ মে সম্প্রসীদ
শ্রামে স স্বামভিসরতি কিং নাথ মে স্বং ছাপাস্তঃ ।
ইত্যশ্রোত্র-প্রকৃতিবিকৃতীভাবতোহনন্বিতার্থং
ব্যাজল্পন্তৌ কুসুমধনুযং নিজতুর্দ্রভাবম্ ॥

১২৭।

পাকং যাতে মধুমদরসে প্রাপ্তসংস্কারশেষে
বৃদ্ধিং যাতি স্রবভুজবলে চোভয়োর্মিশ্রভাবাৎ ।
রম্যা রামাবিততিরসকৌ প্রাণনাথেন সাকং
দীর্ঘোজ্জেকাং সুরতকলয়া যাপয়ামাস রাত্রিম্ ॥

১২৬। হে আলি ! হে সখি ! ইতি প্রথমঃ রাধয়া সস্বোধিতঃ কৃষ্ণঃ, ততঃ ‘হে প্রেয়ন্’ ইতি কৃষ্ণেন সস্বোধিতা রাধা; ততশ্চ হরতি চোররতীতি হরিঃ, জীচোরত্মালি শঠোহসীতি মানাভাসমালম্ব্য রাধয়োক্তম্, ততো হে রাধে ! স্বং প্রসীদেতি বক্তব্যো কৃষ্ণ ! মে সম্প্রসীদেতি কৃষ্ণেনোক্তম্, ততো কৃষ্ণন্ত্যা রাধয়া হে শ্রাম ! সা স্বামভিসরতি কিমিতি বক্তব্যো শ্রামে, স স্বামভিসরতি কিমিত্যুক্তম্ । ততঃ কৃষ্ণেন ‘হে নাথে ! স্বমেব মে উপাস্যা নাত্জা’ ইতি বক্তব্যো নাথ, মে স্বং ছাপাস্য ইত্যুক্তম্, নাথ । দাসী তবাসীতি অলঙ্কারকৌন্তভে পাঠঃ । সুচভাবং নিজতুঃ, মোহরামাসতুরিতার্থঃ ॥

১২৭। পাকং যাতে জীর্ণে সতীত্যর্থঃ । তথাপি প্রাপ্তঃ সংস্কারশেষো যত্র তথাভূতে স্বাধার্থেন স্বপ্নপ্রত্যভিজ্ঞায়াং বৃত্তারামপি সম্যক্ত্বং মন্ততানপগম এবত্যর্থঃ । অতএব স্রবস্ত ভুজবলে বৃদ্ধিং যাতি গচ্ছতি সতি পূর্বমতিমধুনা দ-বুর্ণালতা-দিভিঃ স্রববিলাসো বৈদগ্ধীরহিতঃ শিথিল এবাসীদिति ভাবঃ । উভয়োর্মধুমদশেষকামাবেশয়োঃ ॥

১২৬। (রাধা) হে সখি । (কৃষ্ণ) হে প্রাণনাথ । (মানাভাস অবলম্বন করে রাধা:) তুমি তো জীলোক হরণ করে নাম ধরেছ হরি, তুমি শঠ । (হে রাধে, তুমি প্রসন্ন হও, এরূপ সমুচিত উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণ:) হে কৃষ্ণ, আমার উপর প্রসন্ন হও । অতঃপর রাগত রাধা (হে শ্রাম, আমার সখী তোমার নিকট অভিসার করেছে কি, এরূপ বলবার পরিবর্তে বললেন—) হে সখি শ্রামে, কৃষ্ণ তোমার নিকট অভিসার করেছে কি ? (অতঃপর হে স্বামিনী রাধে । তুমিই আমার উপাস্তা, অত্য় কেহ নহে, এরূপ বলবার পরিবর্তে কৃষ্ণ বললেন—) হে নাথ ! আমার উপাস্তা তো তুমিই, অত্য় কেহ নহে ।

এইরূপে স্বভাবের বিকৃতি ভাব হেতু উভয়ে পরস্পর অসংলগ্ন অভিযোগ করতে করতে কামদেবকে মোহিত করে দিলেন ।

১২৭। মধুপানের মন্ততা-রস জীর্ণ হয়ে গেল, তথাপি মন্ততা গেল না । তবে যথার্থ ভাবে স্বরূপ অনুসন্ধান জ্ঞান জাত হল । এমনত অবস্থায় কামের ভুজবল বর্ধিত হয়ে উঠলে (পূর্বে অতিশয় মধু পানে উন্মাদ ঘৃণা-আলসাদিতে কামবিলাস বৈদগ্ধী রহিত হওয়াত শিথিল হয়ে পড়েছিল) মধুমন্ততার অবশেষ কামের আবেশ, এই উভয়ের মিশ্র ভাবে পরমরমণীয় গোপাঙ্গনাশ্রয়ী প্রাণনাথের সঙ্গে ব্রহ্মরাত্রিসম দীর্ঘ হয়ে উঠা রাত্রি সুরতকলায় যাপন করলেন ।

১২৮।

সান্দ্রানন্দকলেবরেষু রসিকেনানন্দিনীভিঃ সমং

স্বাভিঃ শক্তিভিরাজিরেব পরিতো গোপাঙ্গনানামভিঃ ।

ইথং কাব্যকথাবথার্থবিধয়ে মাধ্বীকপানাদিকাং

মাধ্বীহাং সুরতোংসবং চ দধতা কামঃ কৃতার্থীকৃতঃ ॥

১২৯। অথ গগনবিটকপারাবতেনৈব পীযুষদৌষিভিনা ভুক্তাবশিষ্টাশু কতিপয়খীষু লাজাশ্চিব দিবিসদ-
ধৃতিঃ কুসুমখিয়া কুসুমৈঃ সহ বৃষ্টিপরিশিষ্টাশু রজনিরমণ্যা রজন-রমণেন ত্রোটিতশু দেবচ্ছন্দশু নিপতা বিস্ম-
রাধাং মুক্তানাং পুনগ্রর্থনায় সমাহতানাং শেষভূতাসু ক্রিয়তীষু মুক্তাশ্চিব পরিমেয়তাং গতাসু তারাসু দ্বীপাং
দ্বীপান্তরং চলতা কলধৌতময়েন গগনপয়োধিমধ্যে চলনপ্রাতিকূল্যাকারিণা মক্কেতব তেন রাসবিলাসেন চিরং
বিলম্বায় রক্ষিতেন চন্দ্রমঃপোতেন চিরাং পুনশ্চলতা প্রতীচীদিগ্দ্দ্বীপনিকটে সমাসাত্ম্যমানে সতি বিভাবরী বরী-

১২৮। সান্দ্রোপাঙ্গং রাসকৌড়াণুপসংহরতি—সান্দ্রেতি। স্বাভিঃ স্বরূপভূতাবিরানন্দিনীভিল্লাদিনীত্যাভিধানাভিঃ
(বিঃ পুং ৬।৭।৬১) “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইতি, (বিঃ পুং ১।১২।৬৯) “হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিৎ যথোক্তা সর্বসংশ্রয়ে”
ইতি, (ব্রহ্ম-সংঃ ৫।৩৭) “আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ” ইতি, “হ্লাদিনী বা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীষনী” ইতি বিষ্ণু-
পুরাণ ব্রহ্মসংহিতা তত্ত্বাদি-প্রামাণ্যাদেবেতি ভাবঃ। কাব্যোয়ু বিবিধকবিকৃতেষু কথ্যঃ প্রাকৃতনারকালঙ্ঘনেন তেষসম্ভাবিত-
ত্বেন চ বার্থ্য্য এব বাস্তাসামপি বাথার্থীকৃতয়ে তা বার্থ্যীকর্তৃং তাসাং স্বয়মেবাঙ্ঘনীভূয়েতি ভাবঃ ॥

১২৯। রাত্রিবিরামং বর্ণয়তি। তারাসু পরিমেয়তাং গতাসু সতীষু বিভাবরীশরীরপরিভ্যাগায় কৃতোত্তমৈব যদা
সমজনিষ্ট, তদা ধৈ আকাশে দেববধুভিরপি অতি অতিশয়েন রোপিতজ্জরশল্যেব তিরোবভূব, অন্তরধাদিত্যঘরঃ।
তারাসু কাশিব ? কুসুমৈঃ সহ বৃষ্টিপরিশিষ্টাশু কতিপয়খীষু কতিপয়ানাং পূরণীষু লাজাশ্চিব। তহি অপরা বহুত্যা লাজাঃ
ক গতী ইত্যন্ত আহ—গগনমৈব বিটকঃ কপোতপালিকা ॥ পারাবতেন খেতকপোতেনৈব চন্দ্রেন ভুক্তাবশিষ্টাশু।

১২৮। (সান্দ্রোপাঙ্গ বিশিষ্ট রাসকৌড়া উপসংহার করতে গিয়ে বলছেন—) গোপাঙ্গন' নাম-
ধারিণী হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তিবর্ণের দ্বারা পরিণেপিত হয়ে সান্দ্রানন্দ কলেবর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি কুম্ব
এইরূপে মাধ্বীক পানাদি সাধু লীলাময় সুরতোংসব ফলাও করে উঠালেন—প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা আশ্রয়ে
রচিত যে কাব্যকথা রসসৃষ্টির অভাবে এতদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, তাকে সার্থক করে তুলবার জন্ত।
আর এতে কামদেবও কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

১২৯। (রাসরাত্রির বিরাম বর্ণনা করা হচ্ছে—) অতঃপর দেববধুদ্বারা কুসুম বৃদ্ধিতে কুসুমের সঙ্গে
বর্ণণের অবশেষ অপর যা কিছু তারকা আকাশে ছিল তাও চন্দ্রদেবের আহারকালে ভুক্তাবশেষ কতিপয়
খৈয়ের মতো গগনার মধ্যে এসে গেল—বিহার বশুভ। হেতু রজনিরমণ চন্দ্রের দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা রজনী রমণীর
হারের ছিটিয়ে পড়া যে মুক্তাগুলি রজনী কুড়িয়ে নিচ্ছিল পুনরায় গাঁথবার জন্তে, সেই চয়মান মুক্তাগুলির মধ্যে
অবশেষ কতিপয় মুক্তার মতো কমতে কমতে। এবং আকাশরূপ সমুদ্র বক্ষে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে
চলমান চন্দ্ররূপ রূপার জাহাজ, যা চলন-প্রাতিকূল্যাকারী বায়ুসম রাসবিলাসের দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে বাঁধা প্রাপ্ত
হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা রাসবিলাস সমাপ্তির পর পুনরায় বহু সময় পর চলতে আরম্ভ করে পশ্চিম দিকের দ্বীপের

যসা ভবিষ্যন্তগবদ্বিরহদুঃখেনেব শরীরপরিভাগায় কৃতোত্তমেষ যত্জনিত, তদা তদাকলনখেদেব খে দেববধূতি-
রপি তিরোহতিরোপিতহৃদয়শলোব বভূব ॥

১৩০। এবং বিলাসবিরভে, নিশোহবসানেহতিদীর্ঘদীর্ঘায়া: ।

সপদি পতিস্মৃত্যনাং পুনরগমন্ যোষিত: সদনম্ ॥

১৩১। তেহপি চ ন পতিস্মৃত্য-স্তা: স্মৃদশ: স্মাভাস্মৃদন্তি ।

ছায়ারূপতয়া তা: পার্শ্বস্থা ইত্যমংসতাবিরতম্ ॥

১৩২ পরপুরুষত্বং তস্মিন্, পরনারীত্বং চ নো ভাসাম্ ।

পরপুরুষত্বং তস্মিন্, পরনারীত্বং চ তাষেব ॥

তেজস্বিত্বমালঙ্ঘ্যোংক্রান্তে—রজনীতি । রজনিরমণ্যা ইতি ষষ্ঠ্যন্তং তৃতীয়াস্তক; রজনীরেব রমণী তস্তা:; দেবচ্ছন্দস্য
হারবিশেষস্য রজনিরমণেন চন্দ্রেন বিহারবশাৎ ত্রোটিতস্য মুক্তানাং পুনর্গ্রথনায় তয়া সমাহতানাং মধ্যে কিয়তীযু;
“দেবচ্ছন্দোহসৌ শতষটিকঃ” ইত্যমর: । কলধৌতময়েন রৌপ্যময়েন; চন্দ্রমা এব পোতো মণ্ডলাকারো নৌকাবিশেষ
স্তেন পুন: রাসবিলাসে সমাপ্তে সতি চলতা সতা প্রতীচীদিগদ্বীপস্য নিকটে প্রাপ্যমাণে সতি বরীরসা অতিবৃহতা তদা
কলনেন তদর্শনেন খেলো যসা: ॥

১৩০। সপদি তৎক্ষণাদেব, (ব্রং সূং ২।১৩৩) “লোকবল্লীলাটিকবল্যাং” ইতি জ্ঞানেন প্রভাতাগমচকিতা ইতি
ভাব: ॥ (১৩১)।

১৩২। লোকদৃষ্টা প্রসক্তং বৈধর্ম্যাং সিদ্ধান্তরীত্যা নিরসনান্তস্য প্রয়োজনভূতাং রসপুষ্টিং ব্যঞ্জয়মাহ—পর-
পুরুষত্বমিতি । তস্য শক্তিমত্বাং, তাসাং হ্লাদিগ্ধাধ্বরূপশক্তিভাং পরত্বমেব ভাবমাত্রীতি ভাব: । লীলারসপুষ্টিমযা লোক-
রীত্যা তু তস্মিন্নেব পরপুরুষত্বং তাষেব পরনারীত্বমিত্যেব কারস্যোভয়ত্রয়োদ্বারকানাং বৈকুণ্ঠনাথাদিশ্বরূপেষ্ কল্পিণী-

নিকট পৌছে গেল । আকাশে চন্দ্রতারার যখন এই অবস্থা, তখন সেই অতি দীর্ঘরাত্রি ভাবী ভগবৎবিরহ দুঃখে
শরীর পরিভাগের যদি উত্তম প্রকাশ করল, তখন আকাশে দেববধূশ্রেণীও যেন হ্রংশল্য অতিশয় রূপে
প্রথিত হয়ে গিয়েছে সেই ভাবে বেদনায় অন্তর্ধান করলেন ।

১৩০। এইরূপে ব্রহ্মরাত্রিসম অতিদীর্ঘ হতেও দীর্ঘরাত্রির অবসানে রাসবিলাস সমাপ্ত হয়ে গেলে
তৎক্ষণাৎ রমণীগণ পুনরায় পতিস্মৃতিদের ঘরে ফিরে গেলেন ।

১৩১। সেই পতিস্মৃতিগণও এই সুন্দরীদের উপর কোনও দোষারোপ করলেন না । যোগমায়া-সৃষ্ট
ছায়ারূপা গোপীতে তাদের এইরূপ মনে হতে লাগল, আসল গোপীগণই সবসময় পাশে শুয়ে আছে ।

১৩২। (লোক দৃষ্টিতে অতি ধর্মহীনতা সিদ্ধান্তানুসারে নিরসনপূর্বক কৃষ্ণের প্রয়োজনভূত রসের পুষ্টি
প্রকাশ করতে করতে বলছেন—‘পরপুরুষত্বমিতি’ ।)

শক্তিমান্ বলে কৃষ্ণের এবং তাঁরই হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তি বলে গোপীদের পরত্ব বলে একেবারেই
কিছু নেই । কিন্তু লীলারসপুষ্টিময়ী লোকরীতিতে সেই কৃষ্ণেতেই পরপুরুষত্ব আর গোপীদিকেতেই পর-
নারীত্ব দৃষ্ট হয় ।

১০৩। বিক্রীড়িতমিদমমলঃ, তস্ত চ তাশাং চ সৰ্বদা সিদ্ধম্ ।

লোকানুগ্রহহেতোঃ, কেবলমবনৌ প্রকাশমায়াতম্ ॥

১০৪। আকর্ণয়তি য এতৎ, কর্ণমুতঃ কর্ণরমণীয়ম্ ।

যো বর্ণয়তি চ ন তয়োঃ, সৌভাগ্যে আদ্রচৌবিষয়ঃ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাভাবিস্তারে রাসবিলাসো

নাম বিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২০ ॥

লক্ষ্মাদি-হ্লাদিহুংশেষু চ নিরুপাধি-গাঢ়রাগানভিযাজেবলীকারাভাবদর্শনাচ্চ স্বীয়ঃ পতিত্ব-লীলাবিধিকারেণ ন তথা রস-
পুষ্টিরিতি হুচিতম্ । অতএবোক্তম্—(উং নীং শ্রীহরিশিখাপ্রাং ২১) “যত্র নিবেদ্যবিশেষঃ, সুহৃৎভবঞ্চ যন্মৃগাংকীর্ণম্ ।
তত্রৈব নাগরাগাং, নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্ ॥” ইতি । যত্নে পরকীর্যায়ামধর্মহেতুত্বেনানোচিতাদ্রসাতাসম্বন্ধম্, তৎ
প্রাকৃতনায়কমালম্ব্যেব, ন তু ধর্মার্থমাভ্যাং নিয়ন্তুমশক্যং নিয়ন্তুচ্ছৃড়ামণীজং শ্রীকৃষ্ণম্ । যত্নম্ (উং নীং নারকভেদ-প্রাং
২১) “লঘুত্বমত্র যং পুংস্কং তত্ পুংস্কৃতনায়কে” ইতি, (উং নীং নারিকাতভেদ-পুং ৩) “নেষ্টা যদদিনি রসে কবিত্তিঃ
পরোতা-; স্তদগোকুলাবুজদৃশাং কুলমন্তরেণ” ইতি ॥

১০৩। ন চৈষা রীতিঃ প্রকটপুকাশ এব কেবলং কিন্তু অপ্ৰকটপুকাশেপ্যেতেষু লীলা নিত্যসিদ্ধৈবেত্যাহ—
বিক্রীড়িতমিতি ॥

১০৪। অনিবাচ্যং সৌভাগ্যে আদিত্যেনেব বহুবীজনবহ্লভুং স্বাতিসৌভাগ্যাম্পদে নিবেশয়তীতি জ্যোতিতম্ ॥
বায়রেণ মধুরা হরিগাথা-; স্তাসু কৃষ্ণচরিতাসমুত্থানি । তেষাং পুন্দরিব্যাধুনীং মে, রাসকেলিমনু মজ্জতু চেতঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীস্বংস্কৃত্যং বিংশস্তবকসদ্বনম্ ॥ ২০ ॥

(এই শ্লোকে ‘তস্মিন্’ ও ‘তাসু’ উভয়ের সঙ্গে ‘এব’ কার দেওয়াতে এইরূপ ইঙ্গিত করা হচ্ছে
এখানে—দ্বারকানাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ স্বরূপে এবং কল্মষী-লক্ষ্মা আদি হ্লাদিনীর অংশে নিরুপাধি গাঢ় রাগের
প্রকাশ হয় না । তাই স্বীয়ঃ-পতিত্ব লীলা আবিষ্কারে.. দ্বারা সেরূপ রসপুষ্টি হয় না ।)

১০৩। এইরূপে পরকীর্য ভাবের রীতি যে কেবল প্রকট প্রকাশে, তা নয় । কিন্তু অপ্ৰকট প্রকা-
শেও এই পরকীর্য ভাবের লীলা যে নিত্যসিদ্ধ, তাই বলা হচ্ছে —‘বিক্রীড়িতম্’ কৃষ্ণ ও গোপীদের এই রাসলীলা
নির্মল এবং নিত্যসিদ্ধ । লোকানুগ্রহ হেতু প্রকাশ মাত্র হয় একগতে ।

১০৪। কর্ণবান্ যে জন এই কর্ণ রমণীয় রাসলীলা শ্রবণ করে এবং যে জন বর্ণন করে, এ দুয়ের
সৌভাগ্য বাক্যের বিষয় হতে পারে না অর্থাৎ তাঁদের সৌভাগ্য অনিবর্তনীয় ।

(বাঙময় গ্রন্থের মধ্যে হরিগাথা মধুর, আবার শ্রীহরির যত কথা আছে তার মধ্যে কৃষ্ণচরিত পরম
অমৃতস্বরূপ । এই কৃষ্ণ চরিতের মধ্যে আবার এই রাসলীলা আনন্দময়ী গঙ্গাস্বরূপ—এতেই আমার মন
ডুবে থাক, এটাই প্রার্থনা ।)

ইতি শ্রী আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাভাবিস্তারে

রাসবিলাস নামক বিংশ স্তবক ।

—= ★ ★ =—

একবিংশঃ স্তবকঃ



১। অথ লোকাচারচারবোপপন্নমহোলা হোলাকা নাম খেলা খেলালসৈদিবিস্তিরপি বিলোকয়িতু-
মাকাজ্জগীয়া ক্ষণীয়া ব্রজবলয়ে জবলয়েন যদি কদাচন ববলে নববলে, তদা তস্মিন্নুৎসবে স বেণুপাণিঃ কুতূহলী
হলী চানুবুন্দাবনমহি মহিমা তস্ত মহস্ত বিগতত্রেপে তত্র পেশলভাশলতা বৈদ্যোহন যুদ্ধে তাদৃশাং সুদৃশাং সুভগানাং
মণ্ডলে মণ্ডলেপেনেব চিক্কেণে কৌতুকপীযুষযুষ্মন্ত স্বস্বানুরাগবতীজনেন পৃথক্ পৃথগুপগীয়মানো মানোচিত্যেন

একবিংশঃ স্তবকঃ

হোলাকেল্যানুরাগরাগনিকরপ্রোদগানকৌতূহলে রাসারামধ্বতাবিরামরমণে রামে সরামে হরৌ।

বংশীচৌধমমু প্রহাসনপটৌ জল্পতনয়ং বটৌ দৈবাদাগত-শঙ্খচূড়ম্ববধীদৈত্রেকবিশংশে হরিঃ ॥

১। শারদীঃ রাসলীলামুপবর্ণ্য তাদৃশীং বাসন্তীং হোলাকালীলামুপবর্ণয়তি—অথেতি। হোলাকা নাম খেলা
যদি কদাচন কাক্তনাদিমাসে ববলে প্রাবর্তত, তদা স কৃষ্ণো বেণুপাণিঃ কুতূহলী হলী চ স্বস্বানুরাগবতীজনেন পৃথক্
পৃথগুপগীয়মানো বিলসতুরিত্যম্বয়ঃ। লোকাচারস্ত চারবেণ চারুতয়োপপন্নং মহমুৎসবং লাভীতি তথ সা; “মহমুৎসব
তেজসোঃ” ইতি নানার্থসাস্তবর্ণঃ। ব্রজমণ্ডলে ক্ষণীয়াঃ প্রতিক্কেণ ভবাঃ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-প্রদোষ-নিশীথাদিকালনিয়মোপি তত্র

একবিংশ স্তবক

মুরলীচৌর্যবিলাসঃ

হোলী খেলোৎসবঃ

১। (শারদীয়া রাসলীলা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন করবার পর তাদৃশী অন্য এক লীলা, বসন্তকালীন হোলী-
খেলার বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে, যথা—)

অতঃপর কোনও একদিন শীত্রযোগে হোলিনামে এক খেলা, যা সকাল সন্ধ্যাদি যে কোনও সময়ে
ব্রজমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য, তা বলদর্পে উচ্ছসিত হয়ে উঠল। এই হোলিখেলা লোকাচারের চারুতায়
আগত সফল উৎসবময়ী। খেলালস দেবতাগণও এ দেখতে আকাজ্জক করেন। এই হোলিরঙ্গে চাতুর্যের প্রাচুর্যে
ও বৈদ্যুতীতে মনোহরা সুনয়নী রমণীমণ্ডল মধ্যে নিজ নিজ অনুরাগবতী গোপীজনের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
স্তম্যান্ মালা-বসন-অলঙ্কারে চিত্তমৎকারকারী বেণুপাণি কৃষ্ণ ও কুতূহলী হলধর প্রণয়ী সখাগণের সঙ্গে

পৃথক পৃথক বিহরন্তৌ হরন্তৌ নিজনিজরমণীমনো মনোরমালোপমালামালাবসনালঙ্কার-চমৎকৃতিকৃতিনৌ সরাগং
রাগং কমপি চালপন্তৌ তৎস্বরগ্রামগ্রামমমূহ্ননহ্ননাতিদক্ষতাক্ষতানন্দৌ দেশাচারবশতোহবশতোবতয়া সহ সহ-
চরৈরপি প্রণয়িভিঃ শ্রবণসুখকরকরতালিকাচলবলয়ঝঙ্কারানুকূলমধুরতাবাদিবাচিত্রসমসমদর্চচরীত্বিপদিকাদিকাস্ত-
গানপঠৈরপঠৈরপি পরিজনৈঃ সমং সমন্ততো মধুরজনিমধুরজনিশোভাতিশয়ে হিমকরকরনিপাত-শাতশাবল্যাবল্য-
সৌভগে তরুতরুণিমাবিরামরামণীয়কে কাননোদ্দেশে কেকাননোদ্দেশে চিরং বিললসতুঃ ॥

২। তত্র চ— বারুণীমদবিঘৃণিতৈক্ষণো, গগুমণ্ডলচলৈককুণ্ডলঃ ।
স্বানুরাগিরমণীভিরাবভৌ, গান-নর্তন-বৃত্তহলী হলী ॥

নাশ্রীতি ভাবঃ । অবলয়েন শীঘ্রযোগেন ববলে, যদি প্রবলা বভূব । অনুরূপাবনমহি বৃন্দাবনভূমিঃ লক্ষীকৃত্য সুদৃশাং মণ্ডলে
পেশলতরা সৌন্দর্যেণ চাতুর্যেণ বা শলতা প্রচুরতা বৈদগ্ধ্যেন মুখে মনোহরে কৌতুকমেব পীযুষং তন্ত্র যুগ্মত্ব যুগ্মত্ব মণ্ড-
লেপেনৈব চিক্কে । স্বরাগাং গ্রামাণাং গ্রামস্ত সমুহস্ত মুহূর্নাশচ ঋচ্চনে গতো অতিদক্ষতয়া অক্ষতানন্দৌ অনুপহৃতহর্ষৌ ।
অবশন্তোষো ঘেষাং তন্তরা সহচরৈরপি সহ্যতিমহত্বাং পুাবল্যাচ্চ হর্ষৌ ঘেষাম্; ন বশীভূতঃ, অতএব হর্ষৈশ্চ বেষ বশা-
তৈরিত্যর্থঃ । মধুরতয়া মধুরতাং বা বদিতুং শীলং যন্ত তথাভূতং বদ্বাদিত্রং মৃদঙ্গাদিবাভ্যং তৎসমা তদনুরূপা মদচর্চা কস্তুরী-
চর্চৈব বা চর্চরী তথা সাহিত্যানাং দ্বিপদিকাদীনাং কাস্তগানপঠৈঃ । মধুরা অনিরুৎপত্তিহস্তাত্তথাভূতা বা মধুরজনির্বসন্তরাত্রি-
ন্তরা শোভাতিশয়ো বস্মিন্তথাভূতে কাননোদ্দেশে কেকানাং ময়ূরবাণীনামননোদ্দেশৌ জীবনোদ্দেশৌ বস্ত্র তস্মিন্; হিম-
করস্য করনিপাতেন শান্তং সুখদং শাবল্যং বৈচিত্র্যং তেন বলাং সৌভগং সম্য তস্মিন্ ॥ (২) ।

৩। হিমগৌরাদবপুষঃ সকাশাদ্বিল্লখেনাতিশিতিনাতিশ্রামেন বাসসা অন্তরীয়েণোত্তরীয়েণ চার্ষমর্ধমুরলঃ

খেলায় মেতে উঠলেন । তাঁরা হুভাই নিজ নিজ সম্মানের গ্রায্যতানুসারে পৃথক পৃথক ভাবে বিহার করতে করতে
নিজ নিজ রমণীদের মন হরণ করছিলেন । তাঁরা অনুরাগের সহিত অনিবচনীয় রাগ আলাপ করছিলেন এবং
সেই রাগের স্বর গ্রামসমূহের বর্চ্ছনার গতিতে অতি দক্ষতা হেতু অখণ্ড আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছিলেন । এই
নবলঙ্গদীপ্ত উৎসবে বৃন্দাবনভূমির গুণে ও উৎসব প্রভাবে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন এবং
কৌতুকাযুক্ত দ্রবের মণ্ডলেপে চিক্কন হয়ে উঠলেন । আনন্দোচ্ছল সখাগণ অপর পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে
দেশচার অনুসারে শ্রবণসুখকর করতালিকা, চঞ্চল বলয়-ঝঙ্কারের পোষক মধুর ধ্বনিযুক্ত মৃদঙ্গাদি বাজ ও তদনু-
রূপ কস্তুরীচর্চের মতো চর্চরী তালের সঙ্গতে দ্বিপাদিকাদি কমনীয় গান গাইতে লাগলেন ।

এইরূপে বহুকাল ধরে ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মধুরতার উদয়স্থলী বসন্ত-
রাত্রিদ্বারা অতিশয় শোভিত চন্দ্রকিরণপাতে সুখদ বৈচিত্র্যে ও বর্ণ সৌন্দর্যে উচ্ছল, তরুশ্রেণীর তরুণিমার
নৈরন্তর্যে রমণীয়তা প্রাপ্ত এবং যেখানে একমাত্র ময়ূরের কেকারবেই জীবনের চিহ্ন প্রকাশিত হচ্ছে এমন নির্জন
কানন প্রদেশের চতুর্দিকে ।

২। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে ক্রমশঃ—

বারুণীমদবিঘৃণিত নয়ন, গগুমণ্ডলে নৃত্যশীল এক কুণ্ডলধারী গাননর্তন বৃত্তহলী হলধর নিজ অনু-
রাগিণী রমণীদের সহিত শোভা পেতে লাগলেন ।

- ৮। কিঞ্চ, বিল্লোমেন বপুষো হিমগৌরা-দ্বাসম্মাতিশিতিনা কৃতশোভঃ ।
অৰ্দ্ধমৰ্কমুরসঃ স্বলভেব, ভ্রাজতে স্য তিমিরেণ শশাঙ্কঃ ॥
- ৯। কিঞ্চ, ক্ষণং নটতি চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গানক্রমে
বলঃ প্রমদবিহবলঃ স্বয়মভূতাদো বৃর্তিমান্ ।
ক্ষণং হসতি গায়তি ক্ষণমপি প্রিয়াভিঃ সমঃ
রজঃ কিরতি কৌঙ্কুমং সুরভিকামসিন্দু ববৎ ॥
- ১০। চন্দ্রাবলী নিজসখী-নিকরেণ রাধা, প্রাণপ্রিয়েণ ললিতাদি-সখীজনেন ।
শ্রামা নিজালিনিচয়েন নিজেন ভদ্রা, স্বালোকুলেন নিবহৈঃ সহ যুথপানাম্ ॥
- ১১। অশ্রোত-হাস-পরিহাস-বিলাসপূর্ব্বং, সৈন্দুর-কৌঙ্কুমরজোনিরং কিরন্ত্যঃ ।
বীণাদি-বাদনবিধানরসেন মুক্ত-কণ্ঠে জগদ্বিপদিকাং মদিরায়তাক্যঃ ॥
- ১২। কৃষ্ণঃ কলেন মুরলী-নিনদেন তাসাং, বিজ্রাবয়ন্ সুরচিরসঞ্চিতগানগবর্ম্ ।
কাশ্মীরেরগুনিকরেণ সমঃ সমস্তা-ভাভিঃ প্রমেদ রভসেন বিকীৰ্য্যতে স্য ॥
- ১৩। অবাঙ মুখতয়া বরং সহত এব মুগ্ধভ্রুবাং, সবন্ধরংকক্ষণং করতলেন কীর্ণং রজঃ ।
মদাবিলকলাকুলঃ কলভরাজবন্নিচলঃ, সমুজ্জ্বলতি ন চর্চরীকচিরবেণুগানং হরিঃ ॥

সকাশাং স্বলভেব ॥

৪। স্পষ্টম্ ॥

৫। সপক্ষ সূহৃৎপক্ষ-তটপক্ষ পুতিপক্ষীভ্বরূপ চাতুর্বিধোহপি তাসাং হোলোকোৎসবে মিথঃ সৌহার্দ্যমেবাদ-

৩। আরও, বলদেবের কপূরধবল বক্ষোদেশ থেকে গাঢ় নীল উত্তরীয় অব' অধ' স্বলনে এক অপূব শোভার সৃজন হল, যেন অন্ধকারের গাঢ় কালিমা ভেদ করে শুভ্রচন্দ্রমার উদয় হচ্ছে ।

৪। আরও, অতিশয় আনন্দবিহবল বলদেব ক্ষণকাল চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গানের তালে তালে নাচছেন, স্বয়ম্ আনন্দই যেন বৃর্তিমান্ হয়ে উঠলো। ক্ষণকাল হ'ছেন গাইছেন, আবার ক্ষণকাল সুগন্ধী কুঙ্কুম আবির ছুড়ে ছুড়ে মারছেন প্রিয়াদের দিকে, যেন কামসিন্দুর পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ললাটে ।

৫, ৬। নিজ সখীগণ সঙ্গে চন্দ্রাবলী, প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখীজনে সঙ্গে রাধা, নিজ সখীগণ সঙ্গে শ্রামা এবং নিজগণ সঙ্গে ভদ্রা অগণিত যুথেশ্বরীদের সহিত মিলিত হয়ে বজ্রনয়নী তাঁরা সকলে পরস্পর হাস-পরিহাস-বিলাসপূর্ব্বক সচ্ছন্দে সিন্দুর ও কুঙ্কুমধূলি ছুড়তে ছুড়তে বীণাদি বাদন-রসের সহিত মুক্তকণ্ঠে দ্বিপদিকা গান গাইতে আরম্ভ করলেন ।

৭। গোপীদের দীর্ঘকাল সঞ্চিত গানগব' কৃষ্ণ বিভাড়িত করে দিলেন, মধুর অক্ষুট মুরলীনিদানে । গোপীগণ সকলে তাঁকে ঘিরে ধরে বিপুল আনন্দবেগে কুঙ্কুম আবিরের নিক্ষেপে নিক্ষেপে ছেয়ে ফেললেন ।

৮। মদমত্ত কলাকুল করিশাবক শ্রেষ্ঠের মতো হরি বরঞ্চ অধোমুখে সইতে থাকলেন, মুগ্ধা সুন্দরী-দের কঙ্কণ ঝঙ্কারের সহিত ছুড়িত ঐসব আবির, তবুও চর্চরী তালের মনোহর বেণুগান বন্ধ করলেন না ।

৯। এবং খেলাবিক্রম-ক্রমতঃ সবিলম-ভ্রমণবশাৎ বলদেবালম্বিনীনাং নিতম্বিনীনাং নিতরামুদ্রদানাং
দানাক্রাবক্ষুরসিদ্ধুরসিংহবৎ কুতূহলিনা হলিনা সহ তত্রৈব সান্নিধ্যে সতি —

গায়ন্ত্যো গাপয়ন্ত্যশ্চলবলয়করোত্তাল-তালানুকারং
নৃত্যন্ত্যো নর্তয়ন্ত্যঃ পদকমললসম্মঞ্জুরঘোষৈঃ ।
রামা রামানুরক্তা ঋজুসরসদৃশো লোকিকেনোপহাসে-
নাদূরাদ্বেবরাস্তে স্কুতুকমকিরন্ কৌঙ্কুমীঃ কেলিধূলীঃ ॥

১০। ততশ্চ, কৃষ্ণাপাঙ্গেদ্বিতজ্জৈঃ সহচরনিকরৈলোহিত-স্বেত-পীতান্,
পিষ্টাতামুৎকিরন্তিষুগপদুপচিৎতৈর্জাব্যমাণান্ তাসু ।
গান্তীর্ঘ্যস্নিগ্ধমুগ্ধোল্লসিতবিহসিতঃ কৃজ্জিতেনৈব বেণোঃ
কৃষ্ণস্তাঃ পর্যাহাসীদথ পরিজহন্ত সুস্বনং কৃষ্ণবধঃ ॥

১১। এবং করকিশলয়লয়ললিতোত্তালতালপুরঃসরং হো হো হী হীতি হাস-পরিহাস-পরিপাট্যা
পরিতঃ পরিসরংসু কৃষ্ণপরিজনেষু তৎকুতূহলহলহলাশ্বকেন কুপিতো মদকলকলভ ইব মদমত্তপ্রবরো হি রোহিণী-
গাদিত্যাহ—চন্দ্রাবলীতি ॥ (৬)।

৭। তাভিঃ কর্জীভিঃ কৃষ্ণো বিকীর্ণতে স্নেহার্থঃ ॥

৮। কলভরাজপক্ষে, মদেনাবিলঃ কলেনাকুলশ্চেতি সং; হরিপক্ষে, যুগমদরসলিপ্তো বৈদক্ষীপূর্ণশ্চেতি সং ॥

৯। দানাক্ষ্যে বন্ধুরশাসৌ সিদ্ধুরসিংহো মত্তগজোত্তমশ্চেতি তথা তেনেব। ঋজুসরসদৃশ ইত্যনেন ভ্রাতৃজার্য-
ব্যভিবাঞ্জনোচিতো ভাব এব তাসাং কৃষ্ণে দর্শিতঃ ॥

১০। পিষ্টাতান্ সুগন্ধধূলীঃ—“পিষ্টাতঃ পটবাসকঃ” ইত্যমরঃ ॥

৯। যিনি তাঁর নিজ অতি মদমত্তা সুন্দরী প্রেমসীবর্ণের মধ্যে মদবারিতে শোভন মত্ত গজশ্রেষ্ঠের
মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই কুতূহলী হলধরের সান্নিধ্যে যখন হরি এইরূপ খেলাবিক্রম-পদক্ষেপে সলীলায়
চলতে চলতে এসে গেলেন তখন—

ভ্রাতৃজার্য ভাবের অভিযুক্তিতে সহজ সরস নয়না হলধরানুরক্তা নারীগণ চঞ্চলবলয়যুক্ত হাত উপরে
উঠিয়ে তালানুসরণ পূর্বক গান গাইতে গাইতে, পরস্পর গাওয়াতে গাওয়াতে এবং পদকমলে বিলসিত মঞ্জু-
মঞ্জীর-নাদের সহিত নাচতে নাচতে পরস্পর নাচাতে নাচাতে লৌকিক উপহাসের সহিত নিকট থেকে দেব-
রের অঙ্গে কৌতুক পূর্বক কুঙ্কুম কেলিধূলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

১০। অতঃপর কৃষ্ণের চোখের ইসারা অভিজ্ঞ সখাগণ সকলে একসঙ্গে জড় হয়ে লাল-শাদা-পীত
সুগন্ধী আবির বার বার ছুড়েতে থাকলে বলদেব প্রিয়াগণ দৌড়ে পালাতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে
গান্তির্ঘ্যে স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-উল্লসিত কৃষ্ণ স্মিত বদনে বেগুর কৃজ্জনেই তাঁদের পরিহাস করতে লাগলেন। অতঃপর কৃষ্ণ
বধূগণও তাঁদের সুস্বরে পরিহাস করতে লাগলেন।

১১। এইরূপে কৃষ্ণপরিজনগণও হাততালি দিয়ে ললিত উৎকট তাল বাজাতে বাজাতে ‘হো হো

মৃত: কেলীধূলীধূলীলয়া খেলাজিত্তরো জিত্তরো ভবনভিধাবতি স্ম ॥

১২। তদবসরে সিংহাবলোক-শ্রায়েন গতয়াপ্যাগতয়েব লজ্জয়া জয়াকাজ্জিগ্যেব হতপ্রতিভাপ্রতি-
ভানাস্পস্মতাস্ম তাস্ম কৃষ্ণবনিতাসভাস্ম ভাস্মরতয়া সমুপসর্পৎস্ম সহচরেষু স ভগবানেককুণ্ডলী কুণ্ডলীন্দ্রভোগ-
ভুজো ভুজোপপীড়ং হসন্তেব সহচরানাপীড়্য কেলিধূলিভিধু স্রয়ামাস ॥

১৩। তৈরথ ॥ রথচরণপাণিসহচরৈর্বলাং বলাং স্বং মোচয়িত্বা সংভূয় ভূয়: সকলৈরেব যুগপদসাধবসং
সাধবসংভ্রান্ত: স খলু খেলাকৌতুকেন কেনচিদগণিতগৌরবৈ রবৈকমুখরমুখরম্যৈ: সিন্দূরপাংশুভিরুদংগু ভিরুদংগা-
মানৈ: পর্য্যভাবি ॥

১৪। দরহসিতসিতদশনজ্যোৎস্নাস্নানসরসদশনবসনং স নন্দকুমারো মা রোচতেহয়ং বোহিহায়া মে
ষদেকাকিনমাধামনার্যামনাস্তৃ দৃশাং গণ: সন্তুয় পরিভবতীতি যদি নিবারয়ামাস, তদা কমলরাগরাগপরিষক্তং হীর-

১১। করকিশলয়রোরনৈন: শ্লেষণে, ললিত উভাল উৎকট: শ্রেষ্ঠো বা ষড়ালস্তৎপুং:সম্ম; “উভাল উৎকটে
শ্রেষ্ঠে” ইতি মেদিনী। হি যতো মদেন মত্তপ্রবর:, অত: কুপিত: কেলিধূলীনাং ধূলালনং তল্লীলয়া খেলৈব আজিযুং
তত্র ত্বরা ধন্ত: স: ॥

১২। কুণ্ডলীন্দ্রভোগভুজ: শেষনাগশরীরসদৃশ ভুজধর:; ভুজোপপীড়ং ভুজাভ্যামুপপীড়্য ॥

১৩। রথচরণপাণে: কৃষ্ণস্ত সহচরৈ: স বলদেব: সাধবসম্ভ্রান্তোহপি পর্বভাবি অজীয়ত ॥

১৪। বো যুয়াকমরমন্তায়ো মে মহং মা রোচতে। কমলরাগস্য রাগেণ রক্তিয়া পরিষক্তমিত্যেনেনাতিকোমলানাং

হী হী' এরূপ হাস পরিহাস পরিপাটিতে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে থাকলে সেই কুতূহল হলাহল শব্দে ফ্রেক
মত্ততা হেতু কলধ্বনিকারী, করিশাবকের মতো মদমত্তশ্রেষ্ঠ এবং খেলারণে চটপটে রোহিণীমৃত কেলীধূলি
ছোড়নখেলায় জয়লাভ করে কৃষ্ণপরিজনদের পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন।

১২। আর সেই অবসরে সিংহাবলোকন শ্রায়ে (শিকার বধের পর সিংহের দৃষ্টি যেমন আগে পাছে
চলতে থাকে তেমনই) জয়াকাজ্জলীণী জনের মতো গিয়েও না-যাওয়ার ভাবে লজ্জায় উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ
হারা হয়ে সেই কৃষ্ণবনিতাসভা পালিয়ে গেলেন। অতঃপর কৃষ্ণসহচরণ প্রদীপ্ত ভাবে সম্মুখে এগিয়ে এলে
ভগবান্ এককুণ্ডলধারী ও শেষনাগশরীর সদৃশ ভুজযুগলে শোভন বলদেব হাসতে হাসতেই তাঁদিকে বাহুদণ্ডে
খুব জোরে চেপে ধরে তাড়না করত কেলিধূলি দ্বারা একেবারে ধুসরিত করে দিলেন।

১৩ অতঃপর খেলাকৌতুকে বলদেবের প্রতি স্বাভাবিক গৌরববুদ্ধি হারা, হৈ-ছলোড় রবে মুখর
মুখের শোভায় রমা এবং উদ্দাম সেই কৃষ্ণসহচরণও বলপূর্বক নিজদিকে বলদেবের হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে
পুনরায় সকলে একত্র মিলিত হয়ে নির্ভয়ে অতি উজ্জ্বল সিন্দূরধূলি ছুড়ে ছুড়ে বলদেবকে হারিয়ে দিলেন—
তিনি সম্পূর্ণ ভয়চকিত ভাব শূন্য অবস্থায় থাকলেও।

১৪। মুহু হাসিমাখা দশনজ্যোৎস্না-স্নানে সরস অধরা নন্দকুমার বললেন, এ তোমাদের অশ্রায়।
আমার তো ভাল লাগছে না। কারণ অভদ্রমনা তোমাদের মতো বহুজনে মিলে একক আমার ভাইকে অব-
মাননা করছ, এই বলে তাঁদের থামিয়ে দিলেন।

কন্তুস্তমিব, জবারুচিজবারুচিরং মহাফটিকাস্কুরমিব, বালারুণারুণায়িতং সুমহিমহিমগিরিশিখরমিব, প্রচলকোককোক-
নদকাননাক্রান্তং পুণ্ডরীকখণ্ডমিব, সঙ্কারাগপরভাগপরভাসুরং পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিব, সিন্দূররেণুকৃষিতং মদকৌতুক-
শবলং বলং বিলোক্য তদ্বনিতা নিতাস্তরাগিণ্যঃ পুনস্তমভিতোহভিতোষেণ সহ নৃত্য-গীত-বাছাভিবাছাভিনয়েন
বিহারবিক্রমতঃ ক্রমতঃ কিয়দস্তুরিতা যদি বভূবুঃ, তদা তদারাং কৃষ্ণমহেলা কামহেলা কাপি কাপিশায়নপান-
মত্ততয়েব মহনীয়মহনীয়মানোৎকণ্ঠয়া সমুল্লাস ॥

১৫। 'কথং হ্রিয়তেহস্ত্র বংশিকা বংশিকাসুরভেভূজাভোগতো গতোল্লাসশ্চ কথময়ং সম্প্রত্যতে তদ-

সিন্দূররেণুনাং কাঠিষ্ঠং প্রসক্তমিত্যন্ত্রণোপমিমীতে। জবানাং রুচিজবেন কান্তিবেগেন আসম্যাক্ রুচিরম্। তেনাপি ফটিক-
কস্য স্বীয়বর্ণাতিলোপান্নাতিসারস্যামিত্যন্ত্র আহ—বালারুণেন প্রাতরুদিতস্বর্ধেণারুণায়িতম্। অনেনাপাতিগীতলানাং তেষা-
মৌঞ্চাং প্রসক্তমিত্যন্ত্রণাহ—প্রচলাঃ কোকাক্ষক্রেবাকা যত্র তদিত্যুপমানসৈব বিশেষণং প্রক্রান্তযমকভঙ্গভয়াভাবায়।
অত্রাপি কোকনদবর্ণেনারুণীভাবো নাস্তি; পুণ্ডরীকসোভ্যাত আহ—সঙ্কারাগতি। অত্র তেষাং মৃদুলতমমুষ্ণত্বং চন্দ্রস্য
স্বরূপাতিরোধনঞ্চৈতি সর্বং সমঞ্জসম্। পূর্বানুবৃত্তেনামর্ষণে মদকৌতুকাভ্যাক্ষ সঙ্কারিভ্যাং শবলং জাতশবলীভাবম্। নৃত্য-
গীতবাছাভিবাছানাভাদরগীয়েনাভিনয়েন। কৃষ্ণেন সাধ্বং যদি রামকান্তাঃ খেলন্ত্য এবাচিরতো জিতাঃ স্যুঃ, কৃষ্ণং
সকান্তং সসধিব্রজং হলী জিগীষুবাধাবতি, তর্হি মত্তঃ কৃষ্ণঃ সখীনেব নিষোধয়ন্ স্বয়ং তৈস্তং বিজিত্যেব যদৈতি দূরম্,
তদা বলঃ খেলতি স্ব-প্রিয়াভিঃ কৃষ্ণস্তদা স্বাভিরিতি ব্যবস্থা। অতএব তদা তদারাদ্যদূরে শ্রীরাধাভির্নিজককান্তাভিঃ
কৃষ্ণেন খেলায়াং প্রক্রম্যমাণায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। কাপিশায়নং মধু। মহনীয়া শ্লাঘনীয়া চ মহে উৎসবে নীয়মানা চ বা
উৎকণ্ঠা তয়া ॥

১৫। অস্ত্র কৃষ্ণস্ত্র ভুজায়া ভুজস্য সর্পতুল্যস্য ভোগঃ কণতুল্যো যঃ পানিস্ত্রাস্যঃ বংশিকার্য অগুরোরিব সুরভি-

তখন কমলরাগের লালিমায় আলিঙ্গিত হীরকসুস্তুরের মতো, জবার কান্তিবেগে সমুজ্জ্বল মহাফটিকাস্কু-
রের মতো, বালারুণে অরুণায়িত অতি গৌরবায়িত তুষারগিরি-শিখরের মতো, চক্রেবাক-অধ্যুষিত কমলবনের
দ্বারা ঢাকা শ্বেতপদ্ম খণ্ডের মতো, (উপমাগুলি পর পর কোনটিই নিখুত না হওয়াতে একটি নিখুত উপমায়
এসে যন শাস্ত্র হল যথা—) অথবা, সঙ্কারাগের রমণীয় লালিমার আভায় সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মতো, সিন্দূর-
রেণু-লিপ্ত এবং ক্রোধ-গর্ব-কৌতুকমিশ্র সঙ্কারী ভাবে ভাবিত বলদেবকে দেখে অতিশয় রাগবতী তাঁর বনিতা-
গণ পুনরায় তাঁকে ঘিরে নিয়ে অতি আনন্দের সহিত নৃত্যগীতবাছার সঙ্গতে অতি আদরণীয় অভিনয় পূর্বক
বিহারবিক্রমে ক্রমে ক্রমে কিছুদূর যদি চলে গেলেন, তখন কিছুদূরে কৃষ্ণের সঙ্গে বিরাজমানা শৃঙ্গারমুচক কোনও
অনিবর্তনীয় হাবভাবযুক্ত কৃষ্ণমহিলাগণ মধুপানমত্ততায় প্রশংসনীয় উৎসবে যা চিত্তে ভরে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া
হচ্ছে সেই উৎকণ্ঠায় সমুল্লসিত হয়ে উঠলেন।

গোপীদের বংশীচুরি-মন্ত্রণা ৩ তৎভয়ে বটুর মুরলীরক্ষণ-ভার গ্রহণ :

১৫। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ পরস্পর মন্ত্রণা করতে লাগলেন—

অগুরু সুরভিক্ত সর্পশরীর তুল্য ওর বাহুদণ্ডের থেকে কি করে বংশী চুরি করা যায়? আর দেখি না

বিয়েগেনে যোগেন যস্থা: কুজিতেনাস্থাকমেতাবতি গানকৌশল্যে শল্যেন বিদ্ধিমিব বৈদগ্ধ্যং ভবতি; তদীয়মবশ্যং বংশী বংশীভাবমাপাদনীয়্যা' ইতি পরম্পরং মন্ত্রণানৈপুণ্যপুণ্যাতামুদ্ব্যব—

ন সাক্ষাদাকৃষ্যা ভবতি মুরলী নাস্ত্য করতো

বিরামোহস্ত্য। নাস্ত্যাপ্যবতরতি বৈবশ্যসময়ঃ ।

কথঙ্কারং ভূয়াদপহরণমস্ত্য ইতি দর-

স্মিতং কর্ণে কর্ণে নিভৃতমলগন্ পঙ্কজদৃশঃ ॥

১৬। এবং নিভৃতভূতযুক্তয়ো বিবংশীকরিষ্যমাণপুরুষবৃষভা বৃত্তভানুপুত্রীমুপসৃত্য 'সুভগে যদি কৃষ্ণবংশী-
বংশীকরণলোভবতী ভবতী ভবতি, তদা কৃতকৃতকবাম্য্য ক্ষণং ভবতু, তদা কৃষ্ণ্য বংশীবাদনপ্রগল্ভতা অপযাস্ততি,
যাস্ততি নঃ সঙ্গীতমতিকৌশলন্' ইতি কথয়ন্তীষু নিভৃতং সর্বাসু কুসুমাসবস্ত বস্ততো ন জানন্নপি সহজবাচাল-
তালতাকুসুমপরিমলয়া প্রতিভয়া ভয়াভাবতঃ কৃষ্ণ জগাদ,—'বয়স্য । ইমাঃ খলু মুরলীগানানুরূপং শূকপং স্তুৰ্ঠ
গাতুমলমর্থ্য মুরলীমপহতুং মন্ত্রয়ন্তে, তদিমাং ময়ি সমর্প্য কণ্ঠেনৈব গীয়তাম্ । মম ব্রাহ্মণস্ত্য প্রভা প্রভাবতো
নিকটং প্রকটং প্রযাস্তস্তি নেমাঃ ॥'

ইস্য তস্মাৎ; "বংশিকাগুরুরাজার্হলোহক্রিমিজজোজকম্" ইত্যমরঃ । মন্ত্রণাং নৈপুণ্যসা পুণ্যতাং চাক্রতাম্; "পুণ্যং তু
চাৰ্যপি" ইত্যমরঃ । কথঙ্কারমিতি ন সাক্ষাদিত্যাদিনাহপহরণস্য ত্রয়াণামুপায়ানামুক্তানাং মধ্যে কঃ স্বরজ্ঞ কণিষ্ঠতীতি
ভাবঃ ॥

১৬। তত্র তৃতীয় এবোপায়ঃ প্রবলঃ শূকরঞ্চ তাভিনির্বাতি ইত্যাহ—এবমিতি । বিবংশীকরিষ্যমানঃ পুরুষো বৃষভঃ
কৃষ্ণো বাভিষ্ঠাঃ; কৃতং কৃতকং কৃত্রিমং বামাং মানলক্ষণং যয়া তথাভূতা ভবতী ভবতু । ততশ্চ তৎপ্রসাদমনুপলভ্য বিবংশী-
ভবিষ্যতোহস্য কৃষ্ণস্য বংশীং প্রত্যনবধানে সতি তাং সুধেন বয়ং চোরয়াম ইতি ভাবঃ । কিঞ্চ, তাভিরচিন্তনীর্যো দৈব-

এই বংশীর বিয়োগে কি করেই বা গতোল্লাস প্রিয়তম কার্যকুশল হয় ? বংশী হাতে থাকলেই তো ওর কুঞ্জে
গানচাতুর্থে আমাদের এত যে বৈদগ্ধ্য তাও শলাবিদ্ধের মতো হয়ে পড়ে । কাজেই অবশ্য এ-বংশী আমাদের
হাতের মুঠায় নিয়ে আসতে হবে । এইরূপে পরম্পর মন্ত্রণা চাতুর্থে চাক্রতা উদ্ভাবন করবার পর কমলনয়নাগণ
ঈষৎ হাস্ত সহকারে কৃষ্ণকে একটু আড়াল করে কানাকানি করতে লাগলেন —

এ মুরলী এর চোখের সামনে কেড়ে নেওয়া যাবে না । হাত থেকে মুরলী কথ ও নামিয়ে রাখাও
হয় না । এমন কি বিহ্বল অবস্থায়ও হাত থেকে ওটি খুলে পড়ে যায় না তা হলে বুঝে দেখ, উক্ত উপায়
ত্রয়ের মধ্যে কোনটাই বা কাজে লাগতে পারে এখানে ।

১৬। (হাত থেকে খুলে পড়ে যাওয়া রূপ উপযুক্ত তৃতীয় উপায়টি ফেই প্রবল এবং শূকর উপায়
বলে নিশ্চয় করে নিলেন গোপীগণ । তাই বলা হচ্ছে —'এবমিতি' ॥)

এইরূপে নিভূতে যুক্তি-পাকানো গোপীগণ কৃষ্ণকে বিহ্বল করার সচেষ্ট হয়ে বৃষভানুপুত্রীর নিকট
গিয়ে বললেন—'হে সৌভাগ্যবতী রাধে । যদি তুমি কৃষ্ণ বংশী নিজ বশে আনবার জন্ত লোভবতী হয়ে থাক, তবে
ক্ষণকাল কৃত্রিম বামাভাব ধারণ করে বসে থাক । এতে কৃষ্ণের বংশীবাদন প্রগল্ভতা দূরে পালিয়ে যাবে । আর

১৭। কৃষ্ণ আহ, —‘বয়স্তু । ভবতো বসন্তোৎসব এব দৃষ্টা ব্রাহ্মণস্ত প্রভাবাঃ প্রভাবাহুলাং চ, তদন্ত মুরলীরক্ষণক্ষমতা তব সাধীযসৌ ভবিষ্যতীতি কঃ সন্দেহঃ ॥’

১৮। স আহ, ‘ভো বয়স্তু । যস্তু মন্ত্রণতো ভগান্ সর্বোৎকর্ষণালী শালীনঃ, সোহং মুরলীং রক্ষিতু-
মেব সমর্থো ন ভবেয়ং ভবে যং কোহপি ঐষ্টুমপি নেষ্টে মেষ্টে ময়ি তত্রাবিশ্বাসং কার্ষীঃ ॥’

১৯। কৃষ্ণ আহ, —‘যদি ভবৎকরন্তলতোহতলতোষ মহোৎসব-সবলমদাভিরাভিরাক্ষ্যতে মুরলী, তদা
কিমধ্যবসেয়ম, সেয়ং বা কথং লপ্সতে ?’

২০। স আহ,—‘দৃশ্যতঃ মন্ত্ৰণঃপ্রভাবঃ’ ইতি নিঃসাম্বসং মুরলীমাক্ষ্য কক্ষে কৃতা ‘বয়স্তু । কণ্ঠে-
নৈব গীয়তাম্ ।’ কৃষ্ণাঃ —‘যথা রূচিভং ভবতে’ ইতি গাতুমুপক্রমতে ॥

ঘটিতঃ কোহপ্যন্ত এব বংশীহরণে উত্তম উপায়োভবদিত্যাহ—কুসুমাসবদ্বিত্যাদিনা প্রবন্ধেন ॥

১৭। প্রভাবাহুলায় দৃষ্টম্ ॥

১৮। শালীনঃ শ্রেষ্ঠঃ । ভবে সংসারে যং মাং কোহপি জনঃ, শ্লেষেণ, কো ব্রহ্মাপি, ঐষ্টুমপি কিং পুনর্ভূতং
নেষ্টে, ন শক্যোতি, এতেন অসোম্বরবদ্বাহাদ্ব্যম্, বস্তুতন্ত পলারনবিজ্ঞাপাণ্ডিত্যমেব ধ্বনিতম্ । তত্র ময়ি ইষ্টে প্রিয়ে সখ্যা
অবিশ্বাসং মা কার্ষীঃ ॥

১৯। অতলো গভীরগোষো যত্র তথাভূতে মহোৎসবে বহুমদসহিতাভিঃ ॥ (২০) ।

এতেই আমাদের সঙ্গীতের নিপুণতা হয়ে উঠবে অতি উজ্জ্বল ।’ নিভূতে সকলে একরূপ বলতে থাকলে কুসুমাসব
বস্তুতঃ গোপীদের যুক্তিজান্ভা না হয়েও তাঁর সহজ বাচালতালতার কুসুমের পরিমলভরা প্রতিভায় নির্ভয়ে
কৃষ্ণকে বললেন—‘হে বয়স্তু । শোন, এঁরা পাণ্ডিত্য ফলিয়ে তোমার মুরলীগানতুল্য সুন্দর গাইতে পারে না,
তাই তোমার মুরলী চুরি করার মন্ত্রণা করছে । অতএব এটিকে আমার নিকট রেখে দিয়ে কণ্ঠেই তুমি গাও ।
ব্রহ্মতেজ প্রভাবে আমার নিকটেও আসবে না এঁরা । (গোপীরা বংশীচুরির তৃতীয় পন্থা ঠিক করে নিলেও দৈব-
যোগে অল্প একটি উপায় এসে গেল ।)

১৭। কৃষ্ণ বললেন —‘বয়স্তু । তোমার বসন্তোৎসব লীলা অহো, খুব দেখা গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে
ব্রাহ্মণের তেজশালী প্রভাবাহুলাও । তাই মনে হচ্ছে, অল্প তোমার মুরলী রক্ষণোৎসব ক্ষমতা অতি উজ্জ্বল
হয়েই দেখা দিবে, এতে আর সন্দেহ কি ?

১৮। বটু বললেন —‘ভো বয়স্তু । যার মন্ত্রশক্তিতে তুমি সর্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতি-
ষ্ঠিত সেই আমি মুরলীটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবো না । এই সংসারে যাকে কেউ (বিশেষ অর্থে—ব্রহ্মাও)
দেখতে পর্যন্ত পায় না (এই কথার ধ্বনি— দেখতেই পায় না তো ধরবার আর কথা কি ? ধ্বনির ধ্বনি,
পালাতে যে বড় গুস্তাদ ।) সেই আমার মতো প্রিয় সখাকে তুমি অবিশ্বাস করো না ।

১৯। কৃষ্ণ বললেন—‘যদি এই অথাই আনন্দ-মহোৎসবে ঘোর মাতাল গোপীগণ তোমার হাত
থেকে মুরলী কেড়ে নিয়ে নেয়, তুমি করবে কি ? আর নিয়ে নিলে উদ্ধারই বা করবে কি করে ?

২০। বটু বললেন—‘আমার তপপ্রভাব দেখেই নেও-না একবার, এ-বলে মুরলী টান মেরে বগল-

২১। ততশ্চ, কৃষ্ণে গায়তি চচরীমতিকলাং কণ্ঠেন বীণাজিতা
স্তভ্রাতি স্ম কলিন্দজা তরুলতাশ্রেণ্যোহশ্রবণং দধুঃ ।
শৃণুতঃ শ্রুণোপকণ্ঠগলিতং শ্বেদাসু তন্মাদুরী-
ধারাস্তন্দধিয়া লিহন্তি রভসাদন্তোন্মেষণীগণাঃ ॥

২২। তদা তদাশ্রুত্যা শ্রুত্যাতিসুখদং স্বরগ্রামগ্রাম-শ্রুতিজাতিজাতিকৌশলং কুসুমাসবঃ সবল্লগব-
মাহ—‘ভো ললিতে ! ললিতেয়ং চচরীগীতিরুদগীতা প্রিয়বয়স্শেন, বয়স্শেনদগানকৌশলং ন শ্রুতম্ । গব-
বত্যো ভবত্যো ভবিকবিকসদীদৃশং ন গাতুমহঁস্তু ॥’

২৩। সঙ্গীতবিজ্ঞা,—‘অয়ে বিগতচচ’। চচরীমিতোহপি সমীচীনাং চীনাংশুক-ধারিণীং ললিতা
যদি গাতুং ক্ষমতে তক্ষমতে, তদা মুরলীং হারয়সি । মতিকুপণ । পণ এষ ক্রিয়তাম্ ॥’

২১। বীণাজিতা বীণাজয়িনা; শ্রবণরোরুপকণ্ঠে নিকটে গলিতং শ্বেদাশু হর্ষোন্মত্তোহুং লিহন্তি । তত্র কারণমুৎ-
প্রেক্ষতে—তত্ত্ব গানস্ত মাধুরীধারায়ঃ শ্রবণঃ করণম্ । গানমাধুরী-ধারৈবেবং শ্রবণরোঃ পূর্ণীভূত তত্রামাস্তী তন্দতে,
তদেনাং লিহামেষৌব বুদ্ধ্যাত্যর্থঃ ॥

২২। শ্রুতিজাতিজ্ঞঃ তং, অতিকৌশলক্ষেতি তং, বয়সি মধ্যে এনং এতদ্বিকং সুখং যথা স্যাৎথা, বিকসং
প্রকাশমানম্ ॥

২৩। বিগতচচ ! হে গতবিচার ! ‘চচা সংখ্যা বিচারণা’ ইত্যমরঃ । তক্ষমতে ! হে ক্রুবন্ধে ॥ (২৪) ।

দাব্য করে বললেন ‘বয়স্য, কণ্ঠেই গান ধর ।’ কৃষ্ণ—‘তোমার যেমন অভিকচি’এ-বলে গাইতে আরম্ভ করলেন ।

কৃষ্ণের কণ্ঠগীতি :

২১। অতঃপর বীণাজয়ী কণ্ঠে কৃষ্ণ চচরী তালে অতি ওস্তাদির সহিত গাইতে থাকলে যমুনা জাডা
প্রাপ্ত হল, তরুলতাশ্রেণী অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল । এই গান শুনতে শুনতে আনন্দবেগে হরিণরমণীগণ পরম্প-
রের কর্ণের নিকট ঝরা ঘর্মবিন্দু চাটতে লাগল—গানের মাধুরীধারা কান ভরে দিয়ে স্থানের অকুলানে বাইরে
গড়িয়ে আসছে, এরূপ মনে করে ।

২২। তখন অতি কর্ণ-সুখদ, সপ্তস্বরসজ্জযুক্ত এবং শ্রুতির জাতি থেকে উদ্ভূত সেই রাগ অতি
ওস্তাদির সহিত গাইতে শুনে কুসুমাসব গবের সহিত বললেন—‘ওগো ললিতে ! প্রিয় বয়স্য এই যে চচরী
তালের গান উদাত্ত স্বরে গাইতে লাগল, এরূপ গানের ওস্তাদি এতখানি বয়সের মধ্যে আমি কোন দিন শুনি
নি । সুখদায়ী ভাবে আলাপ করতে করতে এমন গাইতে পারবে না গববতী তোমরা ।

মুরলী আর রাধায় পণ প্রতিপণে ললিতার কণ্ঠগীতি :

২৩। সঙ্গীতবিজ্ঞা বললেন—ওহে অবিবেচক ! রেশমী বস্ত্র পরা এই ললিতা যদি এর থেকেও ভাল
গাইতে পারে, তবে হে ক্রমতী, পণ রাখ, মুরলী হারবে ।

২৪। স আহ,—‘সঙ্গীতবিদ্যে ! সঙ্গীতবিদ্যেয় মদেকমাত্রাবোধ্যা বোধ্যানুপথেহপি দুর্গমেতি ময়া সময়াসন্নবোধেন সমীচীনমিতি যদি নিরুচ্যতে রুচ্যতেয়মস্তাস্তদৈব দৈবতযোগ্যা ভবতি ॥’

২৫। সাহ,—‘বিপ্রবটো ! নেদং বেদগানং বেদগা নন্দন্তি, যেন তদস্ত বোধে কো ভবান্ ।’ কৃষ্ণঃ স্ময়মানো গায়ন্তেব কুসুমাসবং তাদৃশা দৃশা দদর্শ তদা তদাকৃতজ্ঞতা যাদৃশা দৃশাস্ত জায়তে ॥

২৬। ততশ্চ বিদিতাকৃতঃ পুনরাহ কুসুমাসবঃ,—‘অয়ি সমদে ! মদেকবোধ্যতাং সঙ্গীতস্ত যদি ন প্রমাপয়সি, পয়সি স্তুত্বতা, অশ্রুজলাবিলতা লতাতরুযু, বিপুলপুলকতা খগমুগাদিযু যদি বয়স্তগানবস্তুবতীনা-মপি গানে ভবতি, তদা কথঞ্চিত সমতা মতা ভবতি । সমীচীনতা ন তাবৎ কুতোহপি লভ্যতে । তদয়ং কৃত এব মুরলীপণঃ, যদি মানয়সি নয়সিঙ্গগানদ্যুতম্, তদা স্বয়পি প্রিয়সঙ্গীপণঃ ক্রিয়তাম্ ॥’

২৭। ললিতাহ,—‘কুমণীষ ! কুমণীষদেব বিরসয়তি হৃবিদগ্ধঃ, যতঃ সর্বমেব দ্যুতং প্রতি পণপ্রতি-পণয়োঃ সমতৈব নিরুচ্যতে, ন খলু কাচ কাঞ্চনয়োঃ সমতা ।’ কুসুমাসব আহ,—‘ভবতি ! ভবতি হি প্রিয়-

২৫। যাদৃশা দৃশা দৃষ্ট্যা অস্য কুসুমাসবস্য তদাকৃতজ্ঞতা কৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞাত্বং জায়তে, তাদৃশা দৃশা দদর্শ কৃষ্ণঃ । তরুলতাদীনামপি সাস্বিকবিকারং মদগানোথাপিভং দর্শয়িত্বা প্রতিপণঞ্চ রাধাং কৃষ্ণা ললিতাং জয়েতি নেত্রসংজ্ঞয়া উক্ত-বানিতি ভাবঃ ॥ (২৬) ॥

২৭। হে কুমণীষ ! কুব্ধে ! কুং পৃথ্বীমণীষদনন্মমেব হৃবিদগ্ধো বিরসয়তি, স তু ভবানেবেতি ভাবঃ । সর্বমেব দ্যুতং প্রতি সর্বস্মিন্নেব দ্যুতে ইত্যর্থঃ ॥

২৪। বট বললেন—‘হে সঙ্গীতবিদ্যে ! এই সঙ্গীতবিদ্যা একমাত্র আমারই জ্ঞানের বিষয় । ধ্যান-ধারণার পথেও সাধারণ জনের পক্ষে এ দুর্গম । আমি যথাসময়ে যদি শেষবিচার অনুসারে ঘোষণা করি, উত্তম উত্তম—তবেই এ সকলের রুচিকর এবং দেবতাগণেরও আশ্বাদনযোগ্য হতে পারে ।

২৫। সঙ্গীতবিদ্যা বললেন—‘হে বিপ্রবটো ! এ বেদগান নয় যে বেদবিদ গণ আনন্দ পাবে । অতএব এর বিচারের তুমি কে হে ! কৃষ্ণ তখন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে চোখে এমন ভাবে ইসারা করলেন, যাতে কুসুমাসব এই ইসারা থেকেই তার মনের অভিপ্রায় বুঝে নিতে পারে ।

২৬। অতঃপর কৃষ্ণের অভিপ্রায়বিদ কুসুমাসব পুনরায় বললেন—‘অয়ি গরবিণি ! সঙ্গীত বিষয়ে একমাত্র আমার জ্ঞানকেই যদি প্রমাণরূপে ধরতে রাজি না হও, তবে উভয় পক্ষের গান কথঞ্চিৎ সমতা আছে বলে সম্মত হওয়া যেতে পারে, যদি বয়স্তের গানের মতো তোমাদের গানেও যমুনাজলে স্তুত্বতা, লতাতরুতেও অশ্রু জলের আবিলতা এবং খগমুগে বিপুল পুলকের উদগম হয় । এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আমার বয়স্তের গানের মতো ততটা সরসতা অত্র কোথেকেও পাওয়া যেতে পারে না । অতএব মুরলী পণ রাখলাম । যদি আইন-মাফিক গানে জুয়াখেলায় রাজি থাক, তবে তোমরাও প্রিয়সঙ্গী রাখাকে পণ রাখ ।

২৭। ললিতা বললেন—‘হে হুব্ধে ! মূর্খ ব্যক্তি পৃথিবীকে একটু নয়, বহুত বিরস করে তোলে । কারণ সকল দ্র্যাত ক্রীড়াতেই পণ-প্রতিপণের সমতাই নির্ধারিত হয়ে থাকে । কাচ-কাঞ্চনের সমতা কখনও-ই হয় না ।’

বয়স্য মুরলী কাচঃ সখী তে কাঞ্চনম্ ।’ ললিতাহ,—‘কোহত্র সন্দেহঃ, সাম্যং চেদিচ্ছসি, তদা অক্ষোভবতা ভবতা বয়স্যঃ পণীক্রিয়তাম্ ।’ কুসুমাসব আহ,— গীয়তাম্, এষ ময়াইনাময়ানামগ্ৰেণ। পণীকৃতো বয়স্যঃ ॥’

২৮। ললিতা গাতুমুপক্রমতে—

গাঙ্কারগ্রামসঙ্কাপিত-গরিমধুরাধৃতগাঙ্কব’ বিভাং
গঙ্কব’গব’খব’করণপট্ট নটদ্রলতঃ রক্তকণ্ঠি ।
ত্রিস্থানস্পর্শি নানাবিধগমকগমং সাহসোৎসাহনশৃদ্-
ব্রীড়াক্রীড়ারসেনালপদতিললিতোদারকেদাররাগম্ ॥

২৯। এবং সরাগং রাগং কেদারমালপ্য ভাষয়া শৌরসেনো রসে স্থায়পেশলয়া লয়াস্বিতং গীতঞ্চ জগৌ ॥

৩০। সঅলকলামিঅমগুলো, বড়্ চিঅপেশমসমুদ্রও
পট্টমিগি-মুদ্রা-পণ্ডিত, রেহই সামলচন্দ্রও ॥

[সকলকলামুতমগুলো বর্ধিতপ্রেমসমুদ্রঃ । পদ্মিনীমুদ্র-পণ্ডিতো রাজতে শ্রামলচন্দ্রঃ ॥]

২৮। গাঙ্কারগ্রামে সঙ্কাপিতা সম্যগ্ ধারিতা বা গরিমধুরা গৌরবাধিকাং তেন ধৃতা ষণ্ডিতা গঙ্কব’ক’কা গান-
বিভা যেন তদিত্তি ! আলপদিত্তি ক্রিয়াবিশেষণম্ । পক্ষে, গরিমধুরা গাঙ্কার-ঋষভ-মধ্যম-স্বরাতিশয়ঃ । ত্রীণি স্থানানি
আরোহণাবরোহ-সমাধানি উর্ধ্বাধোমধ্যানি । নানাবিধগমকং গময়তি ব্যঞ্জয়তীতি তৎ ॥

২৯। স্পষ্টম্ ॥

৩০। সকলকলামুতমগুলো বর্ধিতপ্রেমসমুদ্রঃ । পদ্মিনীনাং মুদ্রা মুদ্রাং বা দানং তত্র পণ্ডিতঃ; পক্ষে, স্পষ্টম্ ।
রাজতে শ্রামলচন্দ্রঃ ॥

কুসুমাসব বললেন—‘হে পূজ্য ! আমার প্রিয় বয়স্যের মুরলী কাচ, আর তোমার সখী কাঞ্চন, এই
তোমার বিচার না-কি ?’ ললিতা বললেন—‘এতে সন্দেহ কি ? পণের সমতা যদি ইচ্ছা কর তবে ক্ষোভ রহিত
হয়ে তোমার বয়স্যকে পণ রাখ ।’ কুসুমাসব বললেন—‘আচ্ছা বেশ, গাও । চিত্ত নির্মলতার অগ্রণী এই আমি
বয়স্যকে পণ রাখলাম ।’

২৮। সাহস ও উৎসাহে বিনষ্টলঙ্ক রক্তকণ্ঠী ললিতা জ্বলতা নাচিয়ে খেলারসের সহিত গাইতে আরম্ভ
করলেন, গঙ্কব’গব’খব’করণে পট্ট, আরোহ-অবরোহ-সম নামক ত্রিস্থান স্পর্শী নানাবিধ গমক পরিফুটকারী
অতি ললিত-উদার কেদার রাগ, যা তুচ্ছিকৃত করে দিল গঙ্কব’গণের গানবিভা—গাঙ্কারগ্রামে সম্যক্ ধারিত
গৌরবাধিক্যে ।

২৯। এইরূপে অমুরাগ শূব’ক কেদার রাগ আলাপ করবার পর গাইলেন শৌরসেনী (মহারাত্রী)
ভাষায় ও রসনীতিতে অতি সুন্দর লয়যুক্ত এক গান । যথা—

৩০। ‘সঅলকলামি অমগুলো’ ইত্যাদি, অর্থাৎ সকলকলামুতমগুলো, প্রেমসমুদ্র বর্ধনকারী এবং
পদ্মিনীগণকে আনন্দ দানে বিদগ্ধ শ্রামলচন্দ্র দীপ্তি পাচ্ছে ।

৩১। চুত্ৰকুরকি অসেহরো, কুসুমারপি অখেলও ।
রমণীমণিবচ্ছপাদও, রেহই বৃন্দাবনপ্রিয়ও ॥

[চুত্ৰকুরকৃতশেখরঃ কুসুমাকরপ্রিয়খেলঃ । রমণীমণিপক্ষপাতো রাজতে বৃন্দাবনপ্রিয়ঃ ॥]

৩২। তদা তদাকর্ণ্য সগব'মাহ কুসুমাসবঃ,—‘হী হী পরাজিতং ভোঃ পরাজিতং ললিতয়া’ ইতি বাহু
সমুদ্রম্য নৃত্যতন্তুস্ত কক্ষানুরলী পততি স্ম, তাং নিপতিতামালোক্য সত্বরয়া রয়াদেব সঙ্গীতবিদ্যা সায়াসাভাবে-
নৈব নিহৃত্য রক্ষিতা ক্ষিতাবেকোহপি ন জানাতি স্ম, নাতিস্বয়বতী সা চ নিজবর্গে কসৌচিং কথিতবতীতি
স্থিতে সৈন তমুবাচালং বাচালম্—‘ভোঃ কথমকাণ্ডে প্রহর্ষপ্রমত্তোহসি কিমিতি মত্তবন্নরীনৃত্যতে, বিচারয়তু
রয়তুলিতকোটিদয়ন্তবৈব বয়স্যঃ কস্য জয়ঃ’ ইতি ॥

৩৩। ■ আহ,—‘পণ্ডিতস্মাত্তে ! মত্তে সাক্ষাদেবায়ং ভবতীনামেব পরাজয়ঃ । যতশ্চচ'রীগানমুদিতৈব
পণঃ কৃতঃ । ইয়ং তু দ্বিপদিকাখণ্ডমেব গায়তি স্মেতি । স্মেরমুখি ! বিচাৰ্য্যাতাঃ পরাজয়ো ভবতি ন বা ইতি
কথিতে সতি যোগপত্নেন পত্নেন তে তং বিজ্ঞহসতুঃ ॥

৩১। ‘চুত্ৰকুরকৃতশেখরঃ কুসুমাকরপ্রিয়খেলঃ । রমণীমণিপক্ষপাতো রাজতে বৃন্দাবনপ্রিয়ঃ ॥’ কোকিলপক্ষঃ,
চুত্ৰকুরস্য কৃতপর্বাংশশেখরো যতঃ, তদ্রক্ষণার্থং তস্য তদুপরিবর্তিত্বাং । রমণীমণয়ঃ সংভুক্তাদনাঃ; কুসুমাকরো বসন্তঃ; বন-
প্রিয়ঃ কোকিলশ্চ ॥

৩২। সা মুরলী, আয়াসাভাবেনাযত্নেন ॥

৩৩। দ্বিপদিকাখণ্ডমেব গায়তি স্মেতি । চর্চরিকাগানাসামর্থ্যমেব পরাজয়ব্যাঞ্জকমিতি ভাবঃ । তে ললিতা-সঙ্গীত-
বিদ্যে ॥ (৩৪)।

৩১। ‘চুত্ৰকুর কি অসেহরো’ ইত্যাদি, অর্থাৎ আশ্রমুকূলে রচিত মুকুটধারী, বসন্তে খেলাপ্রিয় এবং
রমণীর প্রতি পক্ষপাতী বৃন্দাবনপ্রিয় কৃষ্ণ দীপ্তি পাচ্ছে ।

দৈববশে মুরলী সঙ্গীত বিদ্যার হস্তগত ও জয়পরাজয় নিয়ে বিবাদ :

৩২। এই গান শুনে কুসুমাসব গবের সহিত অমনি বলে উঠলেন—‘হী হী পরাজয়, ভো ভো
ললিতার পরাজয় । এই বলে উদ্ব'গত হয়ে নাচতে লাগলেন । আর এতে বগলতলা থেকে মুরলী খসে পড়লো
মাটিতে । পড়তে দেখে ঝটিতি উঠিয়ে নিয়ে সঙ্গীতবিদ্যা মুরলীটি অনায়াসে লুকিয়ে রেখে দিলেন । এই বিশ্ব-
সংসারে কেউ জানতে পারলো না । গবে' ডগমগ তিনি নিজ পরিজনদের ভিতরেও কাউকে বললেন না । এই
যখন অবস্থা, তখন সঙ্গীতবিদ্যা অতি বাচালকে বললেন—‘ওহে শোন, যা মোটেই ষটে নি, তাই নিয়ে কেন
আনন্দ-উচ্ছলনে প্রমত্ত হচ্ছ আর পাগলের মতো খেই খেই করে নাচ্ছো । চঞ্চল নৃপুত্রদ্বয়ে শোভন তোমার
সখাই বিচার করুন-না কার জয় ।

৩৩। বটু—‘পাণ্ডিতস্মাত্তে ! আমার ধারণায়, এ পরাজয় যে তোমাদেরই, তা প্রত্যক্ষ । কারণ চর্চরী
গানকে লক্ষ্য করেই বাজি রাখা হয়েছিল । আর এ সেখানে দ্বিপদিকার একটি টুকরাই-না মাত্র গাইল । হে
স্মিতমুখি ! বিচার কর, পরাজয় হল কি হল না । এরূপ বললে ললিতা ও সঙ্গীতবিদ্যা দুজনে যুগপৎ হৃন্দবদ্ধ

৩৪। অবিদ্যুৎ চর্চরী বা, দ্বিপদী বা জন্তলী বেতি ।
নামনি কা বৈচিত্রী, গ্রাম-স্বর-বৃচ্ছনাশ্চ পরমেবা ॥

৩৫। পশ্চাত্তা গানমাধুর্য্যমহিমানম্—

অশ্মানো য ইমে মণীন্দ্রবপুষো বৃক্ষালবালান্ধকাঃ
সৰ্বে বিক্রুতিমাগতা যদবমমস্তত্তদেতৎ পুনঃ ।
জাতস্তম্ভমলস্তয়ং কঠিনতাং যেয়ং তয়া সৰ্বতো
বৃক্ষাণাং প্রতিমূলমেব নিবিড়া ব্যাতেনিরে বেদয়ঃ ॥

৩৬। অতঃ কালিন্দ্যা দেবতাস্থকশ্চেন বৃন্দাবনতরুণতানামপি জ্ঞানবশ্চেন খগমৃগাদীনামপি চেতনতয়া যুক্তমেব ভবদ্বয়স্ত-গানেন তথা-তথাত্মম্ । অস্তা গানে দ্বয়ং বিশেষঃ,—‘যদমী অশ্মানোহপ্যোবমালগ্নিতি জিতমস্মা-ভিরেব, তদয়ং দ্বয়া স্বয়স্যঃ স্বয়মানীয় দীয়তাম্ ।’ সুবল আহ,—‘অগ্নি সঙ্গীতবিদ্যেহবিদ্যেব কথং জড়ীভাবমা-প্তসেহত্ব সেব ন ভবসি, যদনেন, কথং কৃষ্ণা হার্যাতাম্ । হার্যাতাং তাবদধীনস্যধীনস্যামনন্তি ন কেহপি’ ইতি ॥

—। পশ্চাত্তা ইত্যেকস্যাঃ সঙ্গীতবিদ্যার বচনম্ ॥

৩৬। অশ্মানো বিক্রুতিমাগতাঃ সন্তো যদন্তোহবমন, তদন্তঃ কৰ্মজাতস্তম্ভ সদ্ বা ললিতৈয়ং কঠিনতামলস্তয়ং, তন্না কঠিনতয়া বেদয়ো ব্যাতেনিরে, প্রকাশিতা নির্মিতা ইত্যর্থঃ । অধীনস্যায়ত্তস্যাপুধাননৈস্যেব হার্যতামানন্তি । অধীন-ত্যাধিকস্ত ইনস্ত প্রভোঃ প্রধানস্ত হার্যতাং কেহপি ন আ ননন্তি । অর্যমর্থঃ—অন্ততঃ পরাজিতেন প্রধানেন অপ্রধানভূতঃ বাক্যে পরিহাস করতে লাগলেন । যথা—

৩৪। ওরে অরসিক ! চর্চরী বা দ্বিপদী বা জন্তলী এ সব নামে কি চমৎকারিতা । এর চমৎকারিতা শ্রেষ্ঠত্ব তো গ্রাম-স্বর-বৃচ্ছনাতে ।

৩৫। সঙ্গীতবিদ্যা বললেন—‘ললিতার গান মাধুর্যের মহিমা একবার দেখতো, কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিচ্ছে—

মণিশ্রেষ্ঠে গঠিত এই যে সব বৃক্ষের আলুবালা প্রস্তর রয়েছে, তা এই গানের তোড়ে গলে জল হয়ে গেল । ঐ জল নিজ কর্মবশে দাঁড়িয়ে গেলে ওকে পুনরায় জমিয়ে বৃক্ষের চতুর্দিকে প্রতিমূল বিরে জমাট বেদি বানিয়ে দিল সখীর এ-গান ।

৩৬। দেবতাস্থক বলে যমুনার, জ্ঞানবান্ বলে বৃন্দাবনের তরুণতার এবং চেতনা সম্পন্ন বলে খগ-মৃগাদির সেইরূপ সেইরূপ বিকার প্রাপ্তি তোমার সখার গানে যুক্তিযুক্তই বটে । কিন্তু আমাদের সখীর গানে বিশেষত্বতো এই যে, এ নিরেট পাথরকেও পৰ্ব্বস্ত এরূপ বিকার প্রাপ্ত করিয়ে দিচ্ছে । কাজেই আমরাই জিতেছি । অতএব তোমার বয়স্তুকে স্বয়ং নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে দেও ।’

সুবল বললেন—অগ্নি সঙ্গীতবিদ্যে । কি করে তুমি আজ অজ্ঞানের মতো মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছ । তুমি কি সেই বুদ্ধি দীপ্তা সঙ্গীতবিদ্যা নও ? কারণ এটুকুও কি তোমার মাথায় ঢোকে না, এই বটু কি করে পণে হেরে কৃষ্ণকে দিয়ে দিতে পারে ? যে অধীন, তাকেই পণে হারা যায়, এ ব্যবস্থাই সর্বজনমাস্ত । পণ রেখে

৩৭। কৃষ্ণ আহ,—‘কুসুমাসব! মা সবছিন্নানো ভবিতুমহঁসীদানীং যত উৎসবমদমন্তমন্তকাশিনীভি-
জিতকাশিনীভিজিতঃ। এবং ভবান্নানং মোচয়িতুমসমর্থোহনর্থকারী-দ্রবস্থাদস্থানমেয়াতি, তদধুনা দীয়তাং
মে মুরলী, নো চেৎস্যা সহসা সহ সাপি যাস্যতি।’ কুসুমাসব আহ,—‘বয়স্য। ময়ৈব জিতম্, তন্তুইতা প্রভবতা
প্রহর্ষণ সমানীয়তামাসাং প্রিয়সখী ॥’

৩৮। ললিতাহ,—‘নিরপত্রপ-পত্রপশো। যদগানমূলঃ কিল বিচারকৃপণ। পণ এষ কৃতঃ, স এব
মজ্জয়ং বিখ্যাপয়তি ॥’

৩৯। কুসুমাসব আহ,—‘বয়স্য। চেদেব জাতলোভ। বদসি ভবদসিদ্ধান্তমধ্যাদম্, তদা নীয়তাং তে
মুরলী, পলায্যতে ময়া।’ ইতি মুরলীঃ বিচারয়ন্নবলোকা ‘ভো বয়স্য! মুরলী প্রথমমেব ভরচপলা পলায়িতা-
মংকজতলতোহকতলতোজ্ঞানান্তরং মন্তো।’ সর্বাস্থ্যয়ন্তে স্ম ॥

স্বামীমো জনো হার্ষতে, ন স্বপ্রধানেন। অধীনেন—প্রধানভূতঃ প্রভুহীরয়িতু শক্যতে, তত্র তত্র স্বভাবাৎ, প্রত্যুত
স্বামিত্বং স্বয়মেব তেন স্বামিনা-স হার্ষিতঃ তাদৃশিতি। তেন-স্বরা পরাজিতঃ কুসুমাসবঃ পুশানভূতং নারকং কৃষ্ণং হার্ষয়িতুং
ন শক্যোতি, কিন্তু স্বজনকৃতাপরাধঃ স্বামিনি পুতিফলভীতি ভায়েন কৃষ্ণ এব-কুসুমাসবঃ হার্ষয়িতুমহঁতি ॥

৩৭। মন্তকাশিনীভির্জিতভিঃ—‘বয়স্যেয়াহা-মন্তকাশিনীভ্যাতমা-বরবর্ধিনী’ ইত্যমরঃ। জিতকাশিনীভির্বিজয়গর্ব-
ভজীভিঃ; জাপি মুরলাপি ॥

৩৮। পত্রপশো। বাহনকৃপণশো। ‘পত্রং বাহনপক্করোঃ’ ইত্যমরঃ। ঐষ্ট্রীং হস্তা/স্বাদীনামেকতমতুল্যোক্তার্থঃ।
অধীশ্বরকে কেউ দিয়ে দিতে পারে না। [ধ্বনি-স্বজনকৃত অপরাধ স্বামীতে বর্তে, এই ছায়া অনুসারে কৃষ্ণই
কুসুমাসবকে দিয়ে দিতে পারে।]

৩৭। কৃষ্ণ বললেন—‘কুসুমাসব! এখন আর তুমি বহু সম্মানের আসনে থাকতে পারবে না। কারণ
উৎসবমদমন্ত মিজয় গর্ববতী এই বুঝতীগণের দ্বারা তুমি পরাজিত হয়েছ। এবার নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ
অনর্থকরী তুমি দুর্দশাপন্ন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। অতএব এখন আমার মুরলীটি দিয়ে দেও। সন্তুবা তোমার
লজ্জা সহসাই আমার মুরলীটিও হবে।’

কুসুমাসব বললেন—‘বয়স্য! জামিই তো জিতেছি। অতএব তুমি নিজের ঐর্ষ্য প্রকাশ করে আমার
প্রিয় সখীকে পরমানন্দে ছিনিয়ে নিয়ে এস।’

৩৮। ললিতা বললেন—‘হে নিরাজ্য! ভাববাহী গর্দভ! হে বিচারকৃপণ! যে গানের উপর এই বাজি
রাখলে সেই-গানই নিশ্চয়রূপে আমার জয় ঘোষণা করছে।’

৩৯। কুসুমাসব বললেন—‘বয়স্য। হে জাতলোভ! তোমার প্রতিষ্ঠিত ঘোরবের বিবাতক ভাবে
তুমি নিজেই যখন কথা বলছো, তখন নিয়ে নেও তোমার এ-মুরলী, আমি পালাই।’ এ বলে মুরলী খুঁজতে
গিয়ে যদি পেলেন না, তখন বললেন—‘ভো বয়স্য! ভরচপলা হয়ে মুরলী আগেভাগেই পালিয়ে গেছে আমার
বগলতলা থেকে, মনে হয় কোনও নির্ভয় লতোতানে, যেখানে একটি লজ্জয়ও অঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে নি। এ কথা
শুনেন সকলের মুখে মুহূ হাসির রেখা ফুটে উঠল।’

৪০। ইতোবমবসরে কিয়দদূরতো নিবিড়খেলাভিরামাসু দয়িতরামাসু রামাসু সতীষু কশ্চিকনদাযু-
জীবী জীবীভূতানাং মধোহধমতমো মত্তমোহস্তরুণতর মার্গণ্ড মরীচিকাচাকচক্য চিকুণকনকশিলাসু বিমল-সলিল-
পরিপূর্ণ-তড়াগধিয়া প্রাংস্তর তরুশিখরতঃ খরতরনিদাবতপ্তঃ সবেগমুৎপ্লুতা কৃতপ্রপাতো যুট ইব সমুজ্জলং
জলস্তীষু দহনশিখাসু দিব্যোধারিপিপিনপিনকশোভালোভাদিব তদপহরণরণকৌতুকী পতঙ্গ ইব ; ফণধরফণামণি-
জিহীর্ষয়া তদভিমুখমাপত্তমগুরু ইব, কেশরিকেশরপটলীষু কার্ণস্বরভাস্বরাসু পরিপকশালিধিয়া বৃদ্ধকুরুপসর্পন্
গবয় ইব, মৃত্যুনাহূত ইব, কশ্চন মচ্ছূড়ো নাম রামরামারক্ত পজিহীর্ষয়া যক্ষাপসদঃ সমাপপাত ॥

৪১। তমতিকরালমাতোকা লমুগপন্নভয়বিত্তারাস্তা রামরমণ্যো মণ্যোত্তমূর্কানমূর্কাননং প্রবলতর-
তরক্ষ-বীক্ষণ-ক্ষুভিত-ভীতি-চকিত চম্ৰকবালা ইব 'ভো রাম! ভো: কৃষ্ণ! পাহি ন: পাহি' ইতি সত্ৰাসং
বিচক্ৰেত: ॥

হে বিচারকৃপণ ! পরামর্শশূন্য ইত্যর্থঃ ॥

৩৯। হে জাতলেভ ! ময়া দভাং বিজয়রূপাং ষপু তিষ্ঠাং মহতীমপ্যনাদৃত্য কুতশ্চিল্লোভাদেবৈতাসামখীনতা। মদী-
কতু মিচ্ছসীতার্থঃ। ভবত এষ ন সিদ্ধান্তমর্থান। যত্র তদ্ যথা। স্মাতথা। চেদ্বদসি। ন ন্যস্তাঃ। ঋণিতা লতা যত্র তাদৃশমুচ্চা-
নম, ভয়রহিতস্থানমিতি ভাবঃ ॥

৪০। দয়িতো রামো বাসাং তামু রামামু খেলাভিরামামু সতীষু ধনদানুজীবী কুবেরকিকরঃ। মতে জ্ঞানে
বিচাররূপে মোহো মুচ্যতে। বস্তু সং, নিবৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। নিবৃদ্ধিমহেবাংপেচ্ছাভির্বাঞ্ছয়তি—তরুণতরয়েতি। ন কেবলং শিলা-
সংচূর্ণিতাস্বদেন তজ্জ্বালাতিতগুণেন চ ~~হং~~ হংমাত্রৈস্যৈব লাভঃ, কিন্তু স্পর্শমাত্রৈবৈব পূর্ণনাশোহপীতাহ—সমুজ্জল-
মিতি। নাপি কেবলং পূর্ণনাশ এব, কিন্তু ভয়বিদ্রবণবলাং কণ্ঠভুজগণ্ডপীড়ানুভব-পূর্বক এবত্যাহ—ফণবয়েতি। ~~বি~~ ভিঃ
মুখে তস্যা মুখং লক্ষীকৃত্য আ সমাক্ উৎপ্লুত্যা পতনু। কিঞ্চ, তস্যা পামরস্যা রামণেয়দীনাম্ স্পর্শযোগ্যতান্ ন সম্ভবতীতি

শাশুচুড় বধলীলা :

৪০। এই অবসরে কিছুদূরে রাম যাঁদের দয়িত সেই রমণীগণ জমজমাট হোলৌথেলায় অভিরাম হয়ে উঠলে প্রাণীজগতের মধ্যে অধমতম ও ভালমন্দ বিচারে বুদ্ধিহীন শব্দচূড় নামক কোনও এক কুবের কিঙ্কর অতি নীচ যক্ষ রামের স্ত্রীরক্ত অপহরণ করার ইচ্ছায় মৃত্যুর দ্বারা যেন আহত হয়ে লক্ষ্য দিয়ে এসে তাঁদের সম্মুখে পড়ল—অতি তরুণ সূর্যের কিরণপাতে মরোচিকা সৃজনকারী চাকচিক্যযুক্ত মস্তন কনকশীলায় বিমল সলিল পূর্ণ তড়াগভ্রমে অতি লম্বা তরুশিখর থেকে খরতর নিদাঘ তাপে তপ্ত ব্যক্তির সবেগে ঝাপ দিয়ে পড়ার মতো, অস্তি উজ্জলভাবে জলিত অগ্নিশিখায় দিব্যোদধি-বিপিনাবদ্ধ শোভা ভ্রমে তা অপহরণের চেষ্টা গমন-কৌতুকী পতঙ্গের মতো, সর্প ফণার মণি হরণের ইচ্ছায় তার অভিমুখে ঝপাং করে গিয়ে পড়া ভেকের মতো, সিংহের জটাঝালের সুবর্ণ দীপ্তিতে পাকা শালিধানের ভ্রমে খাওয়ার জন্ত নিকটে আগত গরালের মতো ।

৪১। মণিতে জমাট খচিত মন্তক ও উর্ধ্বমুখো সেই অতি ভয়ঙ্কর যক্ষকে নিকটে আগত দেখে সেই রামরমণীগণ অতিপ্রবল নেকড়ে বাঘ দেখে ক্ষুভিত-ভীত চকিত হরিণরমণীর মতো অত্যন্ত ভীত হয়ে ত্রাসের সহিত চিৎকার করতে লাগলেন—‘ভো রাম, ভো কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা কর রক্ষা কর।’

৪২। তমার্ঘ্যবরং স্বরংহসা প্রবলো বলো যাবন্ন শূণ্যোতি স্ব, তাবদেব তরসীতরসীকারবিমুখো মুখো-
দীপ্তিমপি গীতমপহায় গিরিধরো ধরোপরিতঃ পদকমলমলস্তয়স্বিৎ দ্রুতক্রুত এব তমস্বধাবৎ, ততোহিতিপ্রতিধা
প্রতিধাতকল্পমানসো বলন্ত ॥

৪৩। এবং বীরপ্রবরো হি দৌহিণেয়-কৃকো বিলোক্য বহুধাবমানো বহুধাবমানোৎকট্যমাখনো মন্তমানঃ
স পামরো রমণীমণীবিহায় বিহায়সেব ধাবন্ প্রাণপরীক্ষয়া মতো চপলায়াং পলায়াক্রমে ॥

৪৪। অথ ন কেশরীশরীতা ধাবমানঃ পুরাগো নাগোত্তমমিব পলায়মানমপি তমময়ং ধমন্তমতি-
শয়ন্য কক বহন্তমপি ক্ষোভয়তোভয়তো বেগেন নিপ্রতিভং প্রতিভঙ্গং যতমানং শ্বেন ইব বলিভুজং ভুজঙ্গমিব
বিনতাস্থতো বিনতাস্থতোষকরঃ কচে গৃহীত্বা মুষ্টিভূতেন কমলকোমলেনাপি করতলেন ক্রুরকর্মঠপৃষ্ঠকঠোরমপি
তস্য মন্তকমন্তকলাণস্য বিনিশাট্য পরিপাট্যপরিমিতং চ তস্য মূর্ছগারিমণিমতিচারিমপি প্রথমানং প্রথমানন্দং
পূর্বাস্থপেক্ষাস্থ পুসক্তাং তাং বারয়স্বাহ—কেশরীতি । উপসর্পন্ নিকটে গচ্ছন্; মূহূনাস্থ ইত্যত্র কৃকনিকটে মারবার্ধ-
মিত্যাক্ষপলকেন; শ্লেষণ, মৃত্যোঃ কৃকবলীভূতং তদাগমনস্য মরণ-পুয়োজনকঙ্ক ব্যঞ্জিতম্ ॥

৪১। মণিনা আ সম্যক্ উভো গ্রথিতো মূর্ধা বস্য তম্ ॥

২। তরসী বরিতঃ; ইতরত্র ক্রৌড়াদিকার্ষ্য স্বীকরে বিমুখো দ্রুতক্রুতঃ শীঘ্রং গত এব, অতিপুত্তিধা
অতিকোপঃ ॥

৪৩। বহুধা বহুপুকারসাবধানস্য ঔৎকট্যম্; মতো বুদ্ধো চপলায়াং সত্যাম্ ॥

৪৪। আগোত্তমং মহাহন্তিনং পুত্তি । কেশরীশরীতা শ্রেষ্ঠসিংহরীত্যা পুরাগঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ কৃকঃ ক্ষোভয়তা
কোভঃ কষরতা উভয়তো বেগেন স্বপলায়নবেগেন পৃষ্ঠাধা বি কৃকবেগেন চ ভঙ্গং পুত্তি যতমানং বলিভুজং কাকং বলাদাব-

৪২। নিজ বেগে প্রবল বলরাম সেই আর্তস্বর যাবৎ শুনেতেই পেলেন না তার মধ্যেই গিরিধারী
ঝটিতি ছোলীশেলদি ব্যাপারেও বিমুখ হয়ে ॥ মুখে তৎকালে গাওয়া হচ্ছে, এমন গানও ছেড়ে দিয়ে চট্‌জলদি
পলায়নপর সেই যকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন, এমন বেগে যেন মাটিতে পা পড়ছিল না । অতঃপর
অতি ক্রুদ্ধ ও বিম্বপীড়িত মন্য বলরামও ধাবিত হলেন সেই দিকে ।

৪৩। এইরূপে বীরশ্রেষ্ঠ কৃকবলরামকে অতিক্রুত পশ্চাতে দৌড়াতে দেখে বহুপ্রকার অপমানের
ত্রচণ্ডতাস্বরূপ নিজেকে মাননাকারী সেই পামর রমণীমণীদের ছেড়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্ত আকাশ-যানের মতো
ক্রুতবেগে চপল মতিতে পালাতে লাগল ।

৪৪। পলায়নের সময়েও গর্জনকারী এবং অতি কঠিন ক্রোধ বহন করতে থাকলেও ক্ষোভ জনন-
কারী নিজের বেগ ও পিছনে পিছনে ধাবমান কৃকের বেগ, এই উভয় বেগ বশতঃ প্রতিভারহিত বন্ধকে চুলের
মুঠিতে পাকড়াও করলেন প্রণতজনের পরিপূর্ণ সুখদায়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃক—গজরাজের দিকে ধাবমান সিংহ-
রাজের মতো, পলায়নে যত্নশীল কাকের পিছে ধাবমান বাজপাখীর মতো, সর্পের পিছে ধাবমান গরুড়ের মতো
বেগে ধৈর্যে গিয়ে । অতঃপর কমলকোমল হলেও মুষ্টিপাকানোতে দৃঢ় করতলের দ্বারা কঠিন কর্মঠপিঠের মতো
কঠিন হলেও গতন্তুত সেই যক্ষমন্তক বিচূর্ণ করে কারিগরিতে অপরিমিত এবং সূচাক্রতায় বিখ্যাত মন্তকচ্যারী

বহুশ্রমাদায় সমালোকমানানাং বনিতানাং পুরতো মহাবলায় বলায় জ্যায়সে সমুপজহার প্রমোদ-সমুদামো দামোদরঃ ॥

৪৫। ততশ্চ অসমাপ্তমহোৎসবাবেশানাং রসবিলাসকলাচিন্তামণীনাং স্বরমণীনাং স্বরগ্রামগ্রামশ্রুতি-
শ্রুতিমনোরম-গানজুবাং সজুবাং সহচরাণাং চ সন্নিধিমাশ্রয় সান্ত্বমানং তুঙ্গসংসং সবন্ধুরবিভ্রমোনিবাপ্যমানং
দৌপং পুনরুজ্জলয়ন্তি ব শুধ্যমাণং সরঃ পুনরগাধয়ন্তি ব ভগ্নং প্রাসাদং পুনর্জীর্ণোদ্ধারেণ নবীকুবন্তি ব সমুজ্জ্বলয়ন্তি-
সন্ধীয়মানমুরলীকতয়ালীকতয়া 'চোরী ঙ্গ চোরী ঙ্গ চোরীকৃতমুরলীচৌর্য্যাসি' ইতি চন্দ্রাবলীসহচরীণাং মদন-
মদনমাদিক্যং বিলাসবিশেষালম্বিনীনাং নিতম্বিনীনাং নিতরাং জনং জনং বক্ষসোহঞ্চলমুদ্বাট্য মুরলীং বিচাঃ যন্ত
যদি প্রজগলভে, তদা ভাভিরভিরম্যপরিহাসহাসললিতং ত্রাতরঙ্গরঙ্গকুটিকুটিলাক্ষং ভৎসয়ামাসে ॥

৪৬।

‘অয় কুসুমাসবসহচর, তব সমুচিত এষ তাবদবিচারঃ।

ত্বংকরতলতো মুরলী সংব্যানং নঃ কথং বিশত্ ॥

রণে শ্রোত ইব, মারণে বিনতাহতো গরুড় ইব বিনতানাং বিনত্ৰাণাম্ আ সমাক্ স্তম্ভু তোষকরঃ স্তম্বদায়ী, অস্তকল্যাণস্য
গতশুভস্যাতিচারিমণ্যতিচারকৃত্যাং পৃথমানং ধ্যাতম্। প্রথং বিস্তৃতমানন্দং তং পুসিকম্ ॥

৪৫। সজুবাং জুট প্রীতিতৎসহিতানাম্। সান্ত্বমানমন্তরা শঙ্খচূড়াগমেন বিশীর্ণমাণম্। উজ্জলয়ন্তি পুনরধিক-
স্নেহদানেনেনি অগাধয়ন্তি বিলাস রসবৃষ্টোতি নবীকুবন্তি। তত্র নিজপ্রবৃত্তবিশেষেণাপীতি প্রেমবিলাসবিশেষা
দর্শিতাঃ। উৎসবং সমুজ্জ্বলয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি। অতুসন্ধীয়মানা মুরলী যেন তত্তয়া অলীকতয়া মিথ্যাপবাদে নৈব ত্বঞ্চ উরী-
মণিশ্রেষ্ঠ উচ্ছলিত আনন্দের সহিত তার মন্তক থেকে তুলে এনে এই লীলাদর্শনকারিণী রামবনিতাদের
সম্মুখে মহাবলবান্ অগ্রজকে উপহার দিলেন প্রমোদ-সমুদাম দামোদর।

গোপী-অঙ্গে কৃষ্ণের মুরলী তল্লাশ :

৪৫। মনোজ্ঞ দিলাসী কৃষ্ণ অতঃপর অসমাপ্ত মহোৎসবের আবেশযুক্ত, স্বরমণি, রসবিলাসকলা চিন্তা-
মণি এবং স্বরগ্রাম সমূহে ও শ্রুতিতে কর্ণ মনোরম গানসেবী নিজরমণীমণীর, এই তিন মণির এবং প্রিয় সহচর-
দের সান্নিধ্য লাভ করে সেই উৎসবকে পুনরায় অতি উজ্জল করে উঠাতে লাগলেন—নীবু নীবু দৌপকে তৈল-
সংযোগে পুনরায় উজ্জল করে উঠানোর মতো, শুথিয়ে উঠছে এমন সরোবরকে বর্ষণে পুনরায় অগাধ জলময়
করে তোলার মতো এবং ভগ্ন প্রাসাদকে পুনরায় জীর্ণোদ্ধার করে নূতন করে তোলার মতো। আর এই অবসরে
মুরলী খোঁজার ভাবে মিথ্যা অপবাদের দ্বারা বলে চললেন—‘আরে তুমি চোর, (অত্ৰ এক জনের কাছে গিয়ে)
আরে তুমি চোর—যে ধনি মুরলী চুরি করেছে, সে তুমিই’। এই বলে মদনমন্ত্রতায় গলিত হৃদয়া ও বিলাস
বিশেষ আশ্রয়িনী সুন্দরী চন্দ্রাবলী সহচরীদের পাশ ঘেষে গিয়ে প্রতিজনের বক্ষের আবরণ উদঘাটিত করে করে
মুরলী খুঁজতে খুঁজতে যদি উদ্ধত ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তখন তাঁরা অতি মনোজ্ঞ হাস্য পরিহাসের
সুন্দরতা পূর্বক ত্রাতরঙ্গরঙ্গযুক্ত ত্রাকুটিকুটিল নয়নে তর্জন করে বললেন—

৪৬। ‘ওহে কুসুমাসব সহচর। এই সমস্ত অবিচার তোমারই সমুচিত বটে। তোমার করতল থেকে
মুরলী কি করে আমাদের উত্তরীয়ের ভিতর ঢুকবে।

৪৭। যত্নস্বাভিরপাহারি হারিণী তে মুরলী, তদা নঃ সমুদগো দগো প্রিয়তে, ■ চেত্তব সকৌস্তভ-
কণ্ঠহারহারঃ ক্রিয়তে ।’

৪৮। চন্দ্রাবলী বলীয়সা প্রাগল্ভোনাহ,—‘অয়ি বলাবলেপতোহবলাবলেহপতোদ ! কুসুমাসবেন তব
করতলতো মুরলী প্রসভমাকুশ্য অস্মাভির্হরগীয়েতাজ্জহু, তন্ন সংস্মরসি ?’

৪৯। কুসুমাসব আহ,—‘অস্মাভির্হরগীয়েতি তে বচ এব তস্মা হরণে প্রমাণম্, ময়া প্রসভমাকুশ্য
জ্ঞতেত্যত্র প্রমাণমুচ্যতাম্ ।’ সাহ,—‘সব’ এব ।’ ■ আহ,—‘সব’ এব মে বিপক্ষাঃ ।’ সাহ,—‘ভবদ্বয়শ্চ
প্রমাণম্ ।’ স আহ,—‘নৈতদপি, তথা চেৎ কুতো বঃ সংব্যানং বিচারিতমনেনসানেন, সাধীয়সী তন্নুনং ভবতী-
ভিরেবাপহতা মুংলী কালীকা তে ব্যাহতিঃ ।’

৫০। ইতি তেনোদিতে নো দিতেন প্রতিভয়া ভয়াভাবক্ষুঃক্ষপেণ পুনঃ কৃষ্ণ উচে, — ‘বয়শ্চ ! তব

কৃতং মুরলীচৌৰ্ণং যয়া সা অসীতি ॥

৪৬। সংব্যানমুত্তরীয়ম্ ।

৪৭। ন চেৎ, যদি নাপাহারীত্যর্থঃ; তদা কৌস্তভেন সহিতশ্চ কণ্ঠহারশ্চ হারো হরণং ক্রিয়তে—ইতি পণঃ
ক্রিয়তামিতি ভাবঃ ॥

৪৮। বলাবলেপতো বলাহকারতঃ; অবলাবলে স্ত্রীসমূহে বিষয়ে; অপতোদয়তি পীড়য়তীতি হে তথাভূত !
যদ্বা, অপতোদ গতব্যর্থ নিঃশঙ্কেত্যর্থঃ ॥

৪৯। অনেনসা নির্দোষণ; অনেন বয়স্যেন তে তব ব্যাহতিঃ কা কুংসিতা অলীকা ॥

৫০। তেন কুসুমাসবেনোদিতে সতি পুনঃ কৃষ্ণ উচে। তেন কিস্তুতেন ? প্রতিভয়া নো দিতেন ন ষণ্ডিতেন

৪৭। চিতচোরা তোমার মুরলী যদি আমরা চুরি করে থাকি তবে আমাদের অতি উদ্দগু দগু দিও,
আর যদি না হয়, তবে কৌস্তভের সহিত তোমার কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিব, এ-বাজি থাকলো।

৪৮। চন্দ্রাবলী অতিশয় প্রাগল্ভের সহিত বললেন,—‘ওহে বলদর্পে স্ত্রীগণের পীড়াদায়ি। কুসুমাসব
তোমার করতল থেকে আমাদের হরণযোগ্য মুরলী বলাৎকারে টান দিয়ে নিয়ে নিল, পিছে আমরা নিয়ে নি
এই ভয়ে, তা কি মনে পড়ছে না ?’

৪৯। কুসুমাসব বললেন—‘এই যে কথাটা বললে, আমাদের হরণযোগ্য—এটাই তো তোমার
মুরলী হরণের প্রমাণ। আরি যে বলাৎকারে ছিনিয়ে নিয়েছি, তার প্রমাণ বল ।’ চন্দ্রাবলী : ‘সাক্ষী এখানে
উপস্থিত সবাই ।’ কুসু : ‘এরা তো সব আমার বিপক্ষা ।’ চন্দ্রাবলী : ‘তোমার বয়স্তুই তো এক সাক্ষী ।’
কুসু : ‘এ হতেই পারে না । হতো যদি, তবে পবিত্র বয়স্তু আমার কেন তোমাদের উত্তরীয় তুলে তুলে খুঁজে
বেড়াবে । কাজেই এটাই নিশ্চয় হল, অতিশ্রেষ্ঠ এ মুরলী তোমরাই চুরি করেছ । অতএব তোমার উক্তিও
ভাষা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল ।’

৫০। এইরূপ বলবার পর প্রতিভাশালী এবং ভয়াভাব হেতু চেহরায় অলঙ্কলে কুসুমাসব পুনরায়

করকমলসঙ্গী সঙ্গীতবিদ্যায়ৈবাপন্নতো। বেণুনৈতাভিঃ' ইত্যাকর্ণ্য সঙ্গীতবিদ্যা বিজ্ঞাযাতযামা সচকিতকিতবনেত্রং
লঘু লঘু চলনললিতা ললিতাকরে মুরলীমর্পয়ামাম ॥

৫১। তত্তত্ত্বশাকারবিকারবিশেষমালোকা পুনর্ভঙ্গুরিতাবটু বটু রাহ—‘বয়স্য। মুরলীতস্করা করালেয়ঃ
স্বয়মেব বাক্তা, যতো ময়া সঙ্গীতবিদ্যেতি সঙ্গীতগণমাধিষ্ঠাতৃদেবতামুদ্दिष्ट परिहसितम् তদাকর্ণ্য স্বং প্রতি
প্রতিপন্নশঙ্কা শং কারয়ামাস সঙ্কোচস্ত, চোরস্ত লক্ষণমিদমেব’ ইতি। সা তু ললিতাকরে মুরলীমাধায় সদর্পমূণ-
স্বতা সম্ময়স্ময়মানাহ—‘কিমাথ রে বটে হবটোহসি কপটস্ত, মহোৎসবঃ সময়া ময়া খেলস্ত্যা কদা কথমপস্থতা
মুরলী, তয়া হ্রতয়াহ্রদয়ালো মম বা কিং প্রয়োজনম্, জনং যুবা দৃষ্যতস্তব স্তবকিতমংহোরংহোহরং ভবিষ্যতি,
রে বাচাল। বাচাহলমনয়াহন্যাপদয়া, দয়াবশায় তে শাস্তিঃ। ক্রয়তে।’

৫২। সর্বাঃ স্ময়ন্তে স্ম। এবং মুরলাপহরণ রণ-সাহস-হসদবলা-বলাৎকারতো রতোৎসবাদপ্যাধিক-

প্রতিভাশূভেনৈবতার্থঃ। বিজ্ঞাস্বযাতযামা অতিনিপুণতার্থঃ। সচকিতে কিতবে ইত্তরালক্ষ্যভাবত্বেন ধূর্তে চ নেত্রে স্বত-
তদ্বস্থা স্যাত্থা ॥

৫১। সঙ্কোচস্য শং কল্যাণং করয়ামাস। সঙ্কোচো যস্যঃ প্রলিতোহভূদিতার্থঃ। তেনৈব কিমায়াতমিত্যত
আহ—চোরস্যোতি। অবটো গর্তঃ; ‘গর্তাবটো ভূবি খল্রে ইত্যমরঃ। সময়া মধ্যে; ‘সময়াভিকমধ্যায়োঃ’ ইত্যমরঃ।
অহসোহপরাধস্য বংহো বেগঃ। অরমতিশয়েন ॥

কৃষ্ণকে বললেন—‘বয়স্য তোমার করকমলসঙ্গী বেণু সঙ্গীতবিদ্যা চুরি করেছে।’ এ-গোপীগণ নয়। এ-কথা
অতি চতুর সঙ্গীতবিদ্যা সচকিত ভাবে, অত্ন কিছু যেন দেখছেন না একদা ধূর্ত নেত্রে এবং সুন্দরভঙ্গীতে ধীরে
ধীরে এগিয়ে গিয়ে ললিতার হাতে মুরলী অর্পণ করলেন।

৫১। অতঃপর সঙ্গীতবিদ্যার চলাফেরা ধরণ-ধারণের বৈশিষ্ট্য দেখে বটু পুনরায় ঘাড় তেড়া করে
বললেন—‘বয়স্য। তোমার করকমল সঙ্গী মুরলী চোর খরতর এই সঙ্গীতবিদ্যা। এ নিজেই ধরা দিয়েছে।
কারণ আমাদের ভিতরে পরিহাসচ্ছলে সঙ্গীতবিদ্যা নাম উচ্চারিত হয়েছিল, সঙ্গীতশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিজ্ঞাকে লক্ষ্য করে, আর তা শুনে এ নিজের প্রতি দোষ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে, আশঙ্কা করে
অতিশয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। এটাই তো চোরের লক্ষণ।’

এই কথার অবসরে সঙ্গীতবিদ্যা ললিতার করে মুরলী রেখে সদর্পে সম্মুখে এসে স্থিত-বিস্মিত ভাবে
বললেন—‘আরে বটু। ব্যাপার কি? তুমিতো দেখছি, কপটতার এক বিশাল গহ্বর। ছোলাী মহোৎসবের মধ্যে
খেলতে খেলতে কখন কি করে আমি মুরলী হরণ করলাম। আরে হ্রদয়হীন, সেই মুরলী হরণে আমার কি
প্রয়োজন। লোককে মিথ্যা দোষারোপ করলে তোমার পুঞ্জিভূত অপরাধের বোঝা ফেপে ফুলে উঠবে জেনো।
আরে বাচাল, অনীতির আকর স্বরূপ। একদা অত্নায় কথার আবশ্যক কি বলতো। যাও, আজ দয়া বশতঃই
তোমার শাস্তি করলাম না।’

৫২। সকলে মুহু মুহু হাসতে লাগলেন এ-কথা শুনে। এইরূপে মুরলী অপহরণ-রণে হাসতে হাসতে

সরসমসমমামোদমূলভমানো! ছরবনমালীকো বনমালী কোমলমনাঃ ক্রমশো জনং জনং বিচার্য্য সমুজ্জ্বিতাসু
তাসু ললিতাং ললিতাসুজ্জ্বলকরণে যদি স্ম জিহ্বতি স্ময়ানবহিত-নবহিত-সৌভাগ্য গবাহিতা, তর্হি তাতলামান-
কলাকলাপালক্ষিতমেব তমেব বেণুং সা বিদগ্ধভাববৃষভা বৃষভানুপুত্রীকরে নিঃক্ষিপ্য নিঃসাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচা
সম্মুখমুশস্যত্য ব্যাহরতি স্ম ॥

৫৩। 'রতিস্ময়মত্ত ! মত্ত এব তে মদোদ্ধুরতা বিরতা বিশেষণ ভবিষ্যতি যদি নিরস্বামঘর্দন ! মাং
সংস্প্রষ্টুমাকাজ্জসি। পশ্চাহং নিমুরলীকালীকান মে বাক্' ইতি সংব্যানং হৃষাব, ধাবমানৈর্দর্শনকিরণৈঃ সিতদৌ-
ধিতিং হসন্তী পুনরুচে, —'স্মর স্মরমদবিভ্রান্ত ! ধনদানুচরং ধাবতো বতোবীতলে বা পপাতাসৌ মুরলিকা।
বৃথাবৃথা বরা বরারোহণং ততীরেতাঃ।' কুসুমাসব আহ, — 'বয়স্য ! তর্হি বেণোরবানবী বরীয়াস্তেব ॥'

৫৪। কৃষ্ণ আহ, — ভবতোবমেব মেদুরমতে পারিশেষ্য প্রমাণেনৈতন্ত্যমেব বর্তমানাং তর্কয়ামো যামো-
হপি বিচারয়িতুম্' ইতাপক্রামতি মতিমতাং বরে পীতাস্মরে পীতাসব ইব বর্ণায়মাননয়নে নয়নেতৃত্বা তদগ্রজেন

৫২। ছরবনমা বাম্যবশাদেব নত্রীকর্তৃমশকা আলাঃ সখ্যা ষস্য সাঃ তথা ষস্য তু কোমলমনাঃ। জিহ্বতি
স্মেতি তস্যঃ কমলিনীভম্, তস্য চ ভ্রমরভম্, স্পৃশতি স্মেত্যর্থঃ। স্ময়েন মদেনানবহিতমবধানমেব নাস্তি ষস্যঃ সা চাসৌ
নবেন হিতসৌভাগ্যগবাহিতা পূজিতা চেতি সা। তথা তাতল্য মানোহতিশয়েন প্রতিষ্ঠাপ্যমানঃ কলানাং কলাপো
যয়া সা, 'তল প্রতিষ্ঠায়াম্'। বিদগ্ধভাবেন বৈদগ্ধোব বৃষভা শ্রেষ্ঠা ॥

৫৩। নিরবাং নিরপরাধাং মাং যদি স্প্রষ্টুমাকাজ্জসি, তদা মত্তঃ সকাশাদেব তব মদোদ্ধুরতা বিরতা ভবিষ্যতি।
হৃষাব কম্পয়ামাস। ধনদানুচরং শঅচূড়ম্ বৃথা ব্যর্থমেব আবৃথা আবৃত্তবানসি; অবাবরী চোরী, 'ওণ্ অপনয়নে'।
বরষসী রাধা ॥

সাহস পূর্বক অবলা বলাৎকারের দ্বারা রতোৎসব থেকে অধিক সরস-অতুলনীয় আমোদ যিনি পাচ্ছেন, বাম্যবশ-
হেতু কোমলভাব লাভে অশক্য। সখীগণে পরিবেষ্টিত এবং নিজে যিনি কোমলমনা সেই বনমালী ক্রমে প্রতিজনকে
খুঁজে তাগ করে করে ললিতাকে তাঁর করকমলের দ্বারা স্পর্শ করলেন। গর্বে অবধান রহিতা, নবীন মঙ্গল
সৌভাগ্য গর্বের দ্বারা পূজিতা এবং কলা সমূহকে অতিশয় ভাবে প্রতিষ্ঠাদায়িনী ললিতা অলক্ষিত ভাবে সেই
বেণুবৈদগ্ধ্যীতে শ্রেষ্ঠা বৃষভানুপুত্রীর হাতে নিক্ষেপ করত নির্ভয়ে অতি অসঙ্কোচিত ভাবে সম্মুখে গিয়ে বললেন—

৫৩। 'হে অঘনাশন। নিরপরাধ আমাকে যদি ছুঁতে বাসনা কর, তবে হে রতিগর্বমত্ত। আমার
কাছ থেকেই গর্বজনিত ঔদ্ধত্য তোমার বিশেষ ভাবে থেমে যাবে দেখ আমার কাছে মুরলী নেই। আমার
কথা মিথ্যা নয়।' এই বলে উত্তরীয় ঝেড়ে দেখিয়ে দিলেন। দর্শনদ্বারতর ছটায় শুভ্র হাসির ঝলক উঠিয়ে পুন-
রায় ললিতা বললেন—'হে কামগর্ববিভ্রান্ত। স্মরণ কর তো দেখি, *অচূড়ের পিছনে যখন দৌড়াচ্ছিলে তখন
তোমার মুরলী মাটিতে পড়ে গিয়েছে কি না। শ্রেষ্ঠ বরাজ্ঞানদের কুলে ষের দেওয়াটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তোমার'
কুসুমাসব বললেন—'বয়স্য ত্বা হলে বোঝা যাচ্ছে, তোমার বেণু চোরী নিশ্চয়ই রাধা।'

৫৪। কৃষ্ণ ॥ 'হে স্নিগ্ধমতে! এইরূপ হবে বলেই মনে হচ্ছে। রাধার নিকটেই এ-মুরলী আছে।

নোপটোকিতং তমেব মণিমণিমাণ্ডলসিক্কিসিক্কিতোহপি সুখরং সুখরঞ্জনমুপমেব মহসা মহসারস্বতী কাচিং প্রিয়তালা তালান্ধস্য প্রিয়া সমানীয় ‘হস্ত গুণভরাধিকে রাধিকে ! শৃণু যদদামো দামোদরাগ্রজেন তে সমুপটোকিতং মণিমাণ্ডলমুহূৰ্হসি’ ইত্যুবাচ ॥

৫৫। বাচমাকর্ণা তাং তরসাদরসাদখিন্নং করযুগলমুখ্য মুদম্যমানমানসায়াং তস্তাং তমাদদত্যাং সুদত্যাং সুতরাং শ্লেথোত্তরীয়তয়া মুরলী যদি নিপতাত, তদা তদালোকেন মুখরো মুখরোচিরতিশয়ঃ নিতম্বতা তদ্বাদবস্থাং চ প্রকটয়তা কুসুমাসবেন স করতালিকমুচ্চৈর্হসতা সহসহচরগণহীহীতিকোলাহলো ললিতামুপজহাস স হাসসরসতয়া ॥

৫৬। “ললিতে। সত্যমুক্তমক্ষোভবত্যা ভবত্যা—‘খনদানুচরং ধাবতো বতোবীতলে পতিতাসৌ মুরলী’, কথমত্থা বাৎসলাকৃতুহলিনা হলিনা কৃতপ্রসাদাদরাদরাদানে স্বাবহেলাবহে লালসে মানবতী নবতীত্র-

৫৪। এতস্যাং রাধায়াম্। নয়ে নীতিবিষয়ে নেতৃত্বা নায়কতয়া নীতিপ্রবীণতয়েত্যর্থঃ। সুখরং সুখরং; খস্য স্বর্গস্যাপি রঞ্জনম্। প্রিয়তাং লাভীতি প্রিয়তালা প্রেমবতীত্যর্থঃ। তালান্ধস্য বলদেবস্যা ॥

৫৫। তরসা বেগেনাদরস্তেন সাদৌ বিসরণম্, আবেগবাজকং স্বলনমিত্যর্থঃ, তেন ধ্বনম্। মুদা আনন্দেন দম্যমানং মানসং যতাক্ষণভূতায়ামিতি মুরলানবধানে হেতুকৃতঃ। তস্তাং রাধায়াং তং মণিমাণ্ডলত্যাং শ্লেথোত্তরীয়তয়া যদি মুরলী নিপতাত, তদা স কৃষ্ণো ললিতামুপজহাসেত্যর্থঃ। তনোর্দেহস্ত অতাদবস্থাং কক্ষবাত্ত গ্রীবোরমন-ভঙ্গুরগত্যা-দিভির্বেকৃত্যমিত্যর্থঃ। সহচরগণানাং হীহীতি কোলাহলেন সহ বর্তমানঃ ॥

৫৬। হলিনা কৃতস্ত প্রসাদসাদরেণ অনন্ডেন আদরেণ আদানে সতি অস্যা অবহেলামবজ্ঞামাবহতি প্রাপয়-তীতি তথাভূতে মণিবিষয়কে লালসে সতী মানবতী মানিনী ॥

ওখানেই এবার যাচ্ছি খুঁজতে। এই কথা বলে চতুরের শিরোমণি, মদমস্তের মতো ঘূর্ণায়মান নয়ন পীতাম্বর যখন রাধার গা তল্লাশের উপক্রম করলেন, ঠিক সেই সময়ে অনিমাদি অষ্টসিক্কির সিক্কাই থেকেও সুখদ এবং অনুপম তেজে স্বর্গেরও রঞ্জন সেই শঙ্খচূড়-মস্তক-মণি নীতি প্রবীণতা হেতু দামোদরাগ্রজ রাধাকে উপটোকন পাঠিয়ে দিলেন। উৎসবসরসতাবিশিষ্টা বলরামের কোনও প্রেমবতী প্রিয়া ঐ মণি নিয়ে এসে হর্ষ পূর্বক রাধাকে বললেন—‘ওগো গুণভারে শ্রেষ্ঠা রাধিকে! আমার কথা শোন, দামোদরাগ্রজ এ-মণি তোমাকে উপহার দিয়েছেন। এটি স্বীকার করা সমুচিত।

মুরলী উদ্ধার :

৫৫। এই কথা শুনে অতিশয় আবেগ বেগে অবসন্ন করযুগল উঠিয়ে আনন্দ-বিহ্বল মন সুদতী রাধা মণিগ্রহণ করতে গেলে তাঁর উত্তরীয় ঢিলে হয়ে গেল। আর সেই ফাঁকে মুরলী যদি মাটিতে পড়ে গেল, তখন কুসুমাসব মুখ কান্তিতে অতিশয় জ্বল-জ্বলিয়ে উঠে বগল বাজানো-গ্রীবা ঝাকানি-বাঁকা গতি ইত্যাদি দেহের বিকৃতভাব প্রকাশ করতে করতে করতালির সহিত উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগলেন, আর হী হী কোলাহল কারী সহচরগণে পরিবেষ্টিত মুখর কৃষ্ণ হাসির সরসতা পূর্বক ললিতাকে উপহাস করতে লাগলেন।

৫৬। ওগো ললিতে। অক্ষোভাত্মা তুমি সত্যই বলেছ, শঙ্খচূড়ের পিছনে পিছনে দৌড়াবার সময়ই

তরোরোষবশতো ভুবীয়ং নিপতিষ্যতি ॥”

৫৭। কুসুমাসব আহ,—‘অহো নেদমাশ্চর্য্যং যা খলু ছিদ্ররহিতাং হিতাং প্রিয়বয়স্তস্মৈ বয়স্তস্মৈ ধিষণ-
ধিষণয়্যাপি ন সুখাবগাহাং ধিষণং চোরয়তি, সেষণং বার্ষভানবী নবীনচৌর্য্যবিভোব ছিদ্রবতীমহিতামখিলজনমনোহব-
গাহামিমাং মুরলীং চোরয়িষ্যতি যৎ তদ্বয়স্ত ! নীয়তাং তে মুরলী, যা ময়াহনীতে নীতেতি নিরণায়ি ভবতাপি
তাপিঞ্জরুচিনা ॥’

৫৮। ইতি তেনানীয়ে দত্তামাদন্তামদরেণ দামোদরোহদরোজ্জসদামোদরো মন্দমধুরমথ তাং বাদয়-
মানো মহামহাবসানং হাবসান্দাভিরাভিরাভিরাম্যবতীভিঃ কারয়ামাস ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে মুরলীচৌর্য্যবিলাসো

নামৈকবিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২১ ॥

৫৭। যা বয়সাস্য ধিষণং চোরয়তি, সেষণং মুরলীং যৎ চোরয়িষ্যতি, তদিদমহো নাশ্চর্য্যমিত্যধরঃ। ছিদ্ররহিতাং
সাজ্জাং ধিষণধিষণরা বৃহস্পতিবুদ্ধ্যাপি কর্ত্তব্য আত্মনো বয়সি ন সুখাবগাহামবগাতু মশকামিত্যর্থঃ। যা ময়া নীতা ইতি
ভবতাপি নিরণায়ি নির্ণীতা, কিং পুনরেতাভিরিত্যর্থঃ। হে অনীতে ! নীতিরহিত ! অবিস্বাসিগ্নিতি যাবৎ। তাপিঞ্জ-
রুচমাঃ ॥

৫৮। হাবেন হাবাধ্যভাবোদগমেন সানন্দাভির্বহুজন্ম—(উঃ নীঃ অনুভাবঃ প্রঃ ৯) “গ্রীষ্মারেচক-সংযুক্তো ক্র-
নেত্রাদিবিকাসক্লং। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥”-ইতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তগামৈকবিংশস্তবকসম্বন্ধনম্ ॥ ২১ ॥

মুরলীটি পড়ে গিয়েছিল দেখছি। নতুবা কি করে বাৎসল্য-কৌতুকী হলধরের দ্বারা প্রেরিত প্রসাদ বহু আদরে
গ্রহণকালে মুরলী নিজের প্রতি অবহেলা প্রকাশী প্রসাদ-লালসা দেখে মানবতী হয়ে নবতীর রোষে
ঘাটিতে খসে পড়লো।

৫৭। কুসুমাসব বললেন—‘বৃহস্পতীবুদ্ধিও নিজের বয়সে খেঁ পায় না, এমন সূক্ষ্ম, ছিদ্র রহিতা
এবং মঙ্গল স্বরূপা আমার বয়সের বুদ্ধি যে চুরি করে, সেই এই বার্ষভানবী অখিল জনমনো হাবানো, ছিদ্রবতী
এবং অমঙ্গল স্বরূপা এই মুরলী যে চুরি করবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু আশ্চর্য্য হল, এমন যে তমালকুচি
তুমি, তুমিও কি-ন শেষে নিশ্চয় করে নিলে, আমিই মুরলী নিয়েছি। হে বয়স্ত ! ধর, তোমার মুরলী তুমি
নেও।

৫৮। এই বলে কুসুমাসব মুরলীটি কুড়িয়ে এনে দিলে অতি উচ্ছলিত আমোদে পূর্ণ দামোদর ওটিকে
আদরে গ্রহণ করে মন্দমধুরভাবে বাজাতে বাজাতে মহোৎসব সমাপ্তি করালেন হাবাধ্য ভাবোদগমে আনন্দিতা
অতি রমণীয়া গোপরমণীদের দ্বারা।

ইতি শ্রী আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে

মুরলীচৌর্য্য বিলাস নামক একবিংশ স্তবক।

দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ

১। অথাচ্ছোদ্যরচ্ছো দ্যরমণীগণগণনাতিরিক্তমোদমেতুৱা ছুৱাৱাধা ৱাধারমণবিলাসা যে যে মধুরা
মধুরাত্রিষু ত্রিষু ভুবনেষু ছুৱাসদা ৱাসদাঃ সমপতন্তু, তেষাং মধ্যে যা ধোয়াধিকং রসবাসনাপনাথানাং দোলোৎসব-
লীলালী লাবণ্যবতীভিঃ সহ সহর্ষমলাবকারি বকারিণা সাধুনা সাধুনা প্রকারেণ বর্ণনীয়া ভবিতুমহঁতি ॥

২। তথা হি — ক্রীবৃন্দাবন এব কাপি বলতে দোলোৎসবস্ত স্তলী
যৎপ্রাপ্তে সমরোপিতোব পরিতঃ কল্পক্রমাণাং ততিঃ ।
শাখাগ্রৈরিত্তরেতরং সমপরিষক্তেব লেখায়িতা
কাণ্ডানামৃজুদীর্ঘবৃত্তাপুংস্বাং যথোষু শৃঙ্খান্তরা ॥

দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ

দ্বাবিংশতিভমে দোলমণ্ডলোপরিমণ্ডিতঃ ।

কৃষ্ণঃ স্বপ্রেয়সীর্ষবর্ষিণীঃ সমবেলয়ৎ ॥

১। লীলালী লীলাশ্রেণী; লাবণ্যবতীভির্গোপীভিঃ ॥

২। সমং তুল্যকালমব, রোপিতা ইবেতি সমপ্রমাণকং স্বতঃসিদ্ধকং ব্যঞ্জিতম্ । কাণ্ডানাং শাখাগ্রৈঃ সমং যথা
স্যানুত্থা, পরিষক্তেব লেখায়িতা শ্রেণীভূয় স্থিতা; শৃঙ্খান্তরা শৃঙ্খাবকাশা ॥

দ্বাবিংশ স্তবক

দোলোৎসব লীলা :

দোলমঞ্চের বর্ণন :

১। নানা আভরণে অলঙ্কৃত কৃষ্ণ হর্ষকর্ষিণী নিজ সহচরীদের সহিত স্বচ্ছন্দে খেলারসে মগ্ন হলেন
দোলমঞ্চোপরি । দ্বাবিংশে এই লীলা বর্ণিত হচ্ছে ।)

বসন্তহোলী-উৎসব মধ্যের মুরলীচৌধুরীলার পর অচ্ছাচ্ছ দিনে রাধারমণের যে যে মধুর, আশ্বাদনদায়ী,
দেবাজ্ঞনাগণেরও অগণনীয় এবং ত্রিভুবনের মধ্যে দুর্বিজ্ঞেয় বিলাস সম্পন্ন হয়েছিল, তার মধ্যে ভক্তিরসবাসনা-
যুক্ত ভনদের অধিক ভাবে ধ্যানের যোগ্য যে বুলন-উৎসবলীলাশ্রেণী বকারি কৃষ্ণ আনন্দপূর্বক সম্পন্ন
করেছিলেন লাবণ্যবতী গোপীগণের সঙ্গে, তা এখন অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ।—

২। তথা হি— ক্রীবৃন্দাবনে কোনও এক অনিবর্তনীয় দোলোৎসব স্তলী অতিশয় রূপে শোভা পাচ্ছে,

- ৩। কিঞ্চ, তেষামেব মহাহরিন্মণিচিহ্নপ্রাচীরতাং গচ্ছতাং
চঞ্চামরচীন চেলশকল প্রালম্বমুক্তাস্রজাম্ ।
নানারত্ন-ফল প্রসূন-বিহগশ্রেণীজুষামন্তরে
প্রাংশুঃ কাচন কাঞ্চনেন রচিতা বেদিশ্চতুষ্কোণিকা ॥
- ৪। যৎকোণেষু চতুর্ষু চারুবিটপৈরন্যোন্ত-সংসগিণ-
শ্চহারো হরিচন্দনাঃ প্রসবিনঃ সৌন্দর্যসারশ্রিয়াম্ ।
যৈঃ শাখাভিরকারি কশ্চন চতুর্দারশ্চতুঃস্তম্ভবান্
ভাস্বদ্রত্নচতুঃছদিঃ প্রসূমরস্ত্রজো মণীমণ্ডপঃ ॥
- ৫। যচ্ছাখ্যগ্রবিলম্বিনীভিরনতিস্থূলভিরান্দোলিনী
বদ্ধা কাঞ্চনরজ্জুভিবিজয়তে প্রোজ্জ্বলখট্। হরেঃ ।
যা প্রাগ্ দক্ষিণপশ্চিমোত্তরগতে তুল্যে সমস্তাঙ্গনে
সর্বভিন্নম সম্মুখীতি ককুভাং লক্ষ্মীভিরালোকাতে ॥

৬। এবং পর্য্যন্তভূবো ভূবো মহামহাকায়া যে দেবতরবো বত রবোত্তমানাং নববয়সাং বয়সাং কুলা-

৩। চঞ্চামরৈতি চামরাদিকং তদুপরি স্থানে স্থানে বনদেবতাভির্বিভক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ । প্রাংশুরত্যাচ্চা ॥

■ । হরিচন্দনাঃ পারিজাতভেদাঃ; যৈর্হরিচন্দনৈঃ কর্জুভিঃ শাখাভিঃ করণৈর্মণীমণ্ডপোহকারি । কথন্তুতঃ ?
চহারি হারাগি বস্য সং ॥

■ । প্রাগাদিচতুর্দিগগতে সমস্তেঙ্গনে প্রাঙ্গণে তুল্যে তুল্যপ্রমাণকে, জাতা। একত্বম্, সমস্তেষু চতুর্ষু প্ৰাঙ্গণে-
তার্থঃ । যা পেজ্জ্বলখট্বা দিশাং লক্ষ্মীভিঃ সর্বাভিস্তম্ভভিন্নম সম্মুখী মমৈব সম্মুখং মুখমস্যা ইত্যালোকাতে ॥

যার চতুর্দিকের সীমায় একই সময়ে রোপিণ্ডের মতো কল্পবৃক্ষশ্রেণী সরল-দীর্ঘ-গোলাকার কাণ্ডের শাখাগ্রের
দ্বারা পরস্পর জড়াজড়ি করে শ্রেণীভূত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর মধ্যভাগের ভূখণ্ড ফাঁকা পড়ে আছে ।

৩। আরও এই কল্পবৃক্ষশ্রেণী চতুর্দিকে প্রকাণ্ড ইন্দ্রনীলমণিপ্রাচীরের ভাব প্রাপ্ত হয়ে গেলা ।
তদুপরি বনদেবতাগণের দ্বারা স্থানে স্থানে বিভক্ত হল—চঞ্চল চামর, রেশমী বস্ত্রখণ্ড, সোজা করে ঝুলানো
মুক্তামালা, নানারত্ন এবং ফুল ফল । বিহগশ্রেণীদ্বারা অধুষিত ও এইরূপ সজ্জিত কল্পবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যভাগে
অতি উচ্চ কোনও অনিবর্তনীয় চতুষ্কোণ কাঞ্চনবেদী শোভা পেতে লাগল ।

■ । এর চারটি কোণে চারুশখায় পরস্পর জড়াজড়ি করা ও সৌন্দর্যসারের শোভা প্রসবকারী চারটি
হরিচন্দন নিজ শাখাদ্বারা রচনা করেছে, চতুর্দার ও চতুঃস্তম্ভযুক্ত দীপ্তরত্নের চারচালা চক্চকে উচ্চ মণিমণ্ডপ ।

৫। এই হরিচন্দনের শাখাগ্রে ঝুলানো নাতিস্থূল কাঞ্চনরজ্জুদ্বারা বাঁধা হরির তুলতুলে ঝুলন-পালঙ্ক
সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাচ্ছে । পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকের একজাতীয় প্রাঙ্গণ সকলে দিক্‌লক্ষ্মীগণ
সকলেই পালঙ্কের মুখ নিজ নিজ দিকে দেখতে লাগলেন ।

বুলা রামণীয়কচতুরচতুরস্তয়া চতুর্হরিতাং হরিতাং দ্ব্যতিং কারয়ন্তো রয়ং তোষন্ত চ নিষ্পাদয়ন্তো বর্তন্তে অ, তেষামন্তরন্তরুভয়োরুভয়োবে'দিমধ্যা বেদিমধ্যানাং দোলস্থলী ॥

৭। তস্মাম্— দ্বয়োর্দ্বয়োঃ স্বন্ধবিলম্বিনীভি, বন্ধা দৃঢ়ং কাঞ্চনশৃঙ্খলাভিঃ ।

সমানরেখাবদমুচ্চনীচাঃ, প্রেঙ্খোলিকানাং ততয়শ্চতস্রঃ ॥

৮। মধ্যমগুপমভিতোহভিতোষসম্পাদন-সত্বরেষু চত্বরেষু চতুষু' চিস্তামণি-রুচিরেষু সমসমদবিস্মর-স্মরপালিপালিতেষু সমপরিসরেষু একৈকং কনকজালময়মুলোচমুলোচনদৃশ্যং দৃশ্যং দলদলিতবিক্রমাণাং ক্রমাণাং গহোরাশি-খরেষু শিখরেষু তানিতং সমাসাত্ত তচ্ছায়াস্তরাপতিত-হিমকরকরখণ্ডখণ্ডনিবাহিতকৌতুকোন্নতিলতিল-

৬। এবং দোল-মণ্ডপং মধ্যগতং রাধাকৃষ্ণোর্বর্ণরিতা যুথেশ্বরীণামস্তাসামপি ব্যবস্থয়া দোলস্থলীং নিরুপয়তি—
এবমিতি । রামণীয়কে চতুরং যচ্চতুরস্য তত্ত্বয়া যে দেবতরবো মধ্যগত-দোলমণ্ডপস্ত পৰ্বন্তভূবো বর্তন্তে অ, তেষামেব উভয়োরুভয়োরু'ক্ষরোরন্তরন্তর্যমধ্যে বেদিমধ্যা বেদিমধ্যগতা বেদিমধ্যানাং কৃশমধ্যানাং সূন্দরীণাং দোলস্থলী । পৰ্বন্তে দোলমণ্ডপস্ত প্রাদুর্গাগ্রদেশে ভূকংপতির্ধেবাং তে । ভুবঃ পৃথিব্যা মহামহাকারী মহোৎসবরূপা রবোত্তমানামুত্তমকৃজ্জনবতাং নববয়সাং তরুণানাং বয়সাং পক্ষিণাং কুলৈঃ সমূহৈরাঙ্কুলা ব্যাশ্ৰাঃ । চতুর্হরিতাং চতুর্দিশাং হরিতাং হরিদবর্ণাং দ্ব্যতিং কারয়ন্তঃ ॥

৭। চতস্রস্তত্ত্বয়ো মধ্যগদোলমণ্ডপচতুর্দ্বারাবিভিমুখাশ্চতস্রঃ শ্রেণ্যাঃ ॥

৮। মধ্যমগুপমভিতত্ত্বচতুর্দিক্ চিস্তামণিরুচিরেষু চতুষু' চত্বরেষু প্রাদুর্গেষু দিগ্ভেদাদেব দেবানামপি কিং পুনর্মহুগ্যাণাং ভেদানাববোধঃ, ইদমন্তচত্বরং দক্ষিণদিগ্ভতিত্বাং, ইদঞ্চ ততোহপ্যন্তং পশ্চিমদিগ্ভতিত্বাং । ইত্যেতন্মাত্র-হেতুভেদেনাববোধঃ, ন তু তদাকারতঃ, তেষাং পরম্পরমাকারবৈলক্ষণ্যভাবাদিতি । সমানাং সমদানাং বিস্মরমাণাং ভ্রমণ-লীলানাং স্মরণাণাং যুগভেদানাং পালিভিঃ শ্রেণীভিঃ পালিতেষু তে তত্র সদা খেলন্তীত্যর্থঃ । তেষু চ একৈকং কনকজাল-ময়মুলোচং চন্দ্রাতপং ক্রমাণাং শিখরেষু তানিতং গ্রথিতম্ । ক্রমাণাং কথন্তুতানাম্ ? দলৈঃ পত্রৈস্তিরস্কৃতবিক্রমরত্নানাম্ ।

৬। (এইরূপে মধ্যগত রাধাকৃষ্ণের দোলমণ্ডপের কথা বর্ণনা করে এবার অগ্র যুথেশ্বরীদের দোল-স্থলীর কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের পৃথক পৃথক অবস্থান বর্ণনায় ।)

মধ্যগত দোলমণ্ডপের প্রাদুর্গের সমীপবর্তী স্থানে বিরাজ করছে চতুর্কোন ভাবে জন্মানো, পৃথিবীর মহোৎসবরূপ, সূন্দর কৃজ্জনকারী তরুণ পক্ষিসমূহে অধ্যুষিত, চতুর্দিক্ হরিদবর্ণ দ্ব্যতিতে উজ্জলকারী এবং হর্ষোচ্ছলনকারী দেবতরুশ্রেণী । এদের দুই দুই বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে বিরাজমান রয়েছে সূন্দরী গোপীদের বৈদীমধ্যগতা দোলস্থলী ।

৭। এই দোলস্থলীতে—বিরাজ করছে দুই দুই বৃক্ষের স্বন্ধাশ্রয়ী সোনার শিকলে দৃঢ়ভাবে বাঁধা এবং সমান রেখার মতো উচ্চনীচ রহিত এবং মধ্যস্থ দোলমণ্ডপের চতুর্দ্বার অভিমুখী হয়ে স্থিত অগ্রাগ্র যুথেশ্বরীদের হিন্দোলার চারটি শ্রেণী ।

৮। মধ্যমণ্ডপের চতুর্দিকে অবস্থিত, ঝটিতি অতিশয় আনন্দদায়ী, চিস্তামণির দ্ব্যতিতে উজ্জল, আনন্দে লাফালাফি করে বেড়ানো একই জাতের যুগের পালের দ্বারা অধ্যুষিত এবং সমপরিসর চত্বর চতুষ্টিয়ের

তত্ত্বলনিকরধিয়াধিযাত্তহরিণাঙ্গনাগণনানাঘাতেষু দিগ্ভেদাদেব দেবতানামপি ভেদাববোধো ন তু তদা তদা-
কারতো ভবতি, যেষু চষারি ঝারিপ্সি হ্দোলোৎসবশোভাবিতানানি বিতানানি বনদেবতাভিরেব নহস্তে স্ম ॥

৯। যথা— বৃন্দারণ্যভূবঃ প্রণামবিধিনা দিক্শুভ্রবাং বিশ্রথা
মুক্তাকঙ্কলিকাঃ স্থিরেণ মরুতা ধার্যাস্ত এতাঃ কিম্।
স্বস্থস্থানসমীপতঃ কিমর্থবা তদ্বন্দনার্থ মুদা
পৌর্বাপর্যায়মপাস্ত সাদরমখস্তারাবলী লম্বতে ॥

১০। কিঞ্চ, যা বিতানাবলিঃ—

তত্ত্বরেণুলিলিঙ্কয়েব নভসঃ শ্রীণাং রসজ্ঞাকুলৈ-
ন্যকচ্চকলচারচীনশকলৈরান্দোলবদ্বিবর্তা।
মন্দম্পন্দি মরুদ্বিধীনমুদুপ্রজ্ঞোলমুক্তামপি-
প্রালম্বা চলকিঙ্কণীকুলকলযানৈঃ শ্রবঃপ্রয়সী ॥

শিখরেষু কিঙ্কতেষু? মহসাং রাশিভিঃ ধরেষু তীক্কেষু অশুভ্রপ্রার্থেধিতার্থঃ। উল্লোচং কীদৃশম্? উচ্চীকৃতভ্যাং লোচনা-
ভ্যাং দৃশম্। দৃশং দৃগ্ভ্যাং হিতং নেত্রমুখদমিত্যর্থঃ। তাদৃশমুল্লোচং সমাসাত্ত প্রাপ্য তচ্ছায়য়া অন্তর্মধ্যে আপতিতৈ-
হিমকরশ্চ করণওৎখট্টনির্বাহিতাং কোতুকোরতিং জাতি স্বীকরোতি বা তিলতত্ত্বলনিকরধীকৃত্যা অধিষাত্তাং লোভা-
দাগতানাং হরিণাঙ্গনানাং গণস্থাননেষাঘাতো বেষান্তেষু। বেষু চষরেষু চষারি স্বপরাণ্যগ্রিমল্লোকদৃষ্ট্যা মূক্তাজালময়ানীতি
পূর্ববিতানশোভানপগমঃ। “অঙ্গী বিতানমুল্লোচঃ” ইত্যমরঃ ॥

৯। মুক্তাকঙ্কলিকাভিরবণ্ডিতা চতুরশ্রতা ন ভবতীতি বিতানানাং তারাবল্যুপমা! ॥

১০। তত্ত্ববো বৃন্দারণ্যভূবো রেণুনাং লিলিঙ্কয়েব লেটুমিচ্ছয়েব নভসঃ শ্রীণামাকাশলক্ষ্মীণাং রসজ্ঞাকুলৈর্জিহ্বা-

দিক্রম তিরস্কারী বৃক্ষের তেজোরশ্মিতে মহাজ্যোতিষ্য ন শিখরদেশে কনকজালময় নয়নমুখদ চন্দ্রাতপ টানিয়ে
দেওয়া হল, প্রতি চষরে এক একটি করে এং উর্ধ্বদৃষ্টিতেই মাত্র নজরে পড়ে এমন উচু ভাবে। তাদৃশ চন্দ্রা-
তপের উপর পতিত চন্দ্রকিরণ নীচের চন্দ্রাতপহায়ার ভিতরে উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের আকারে পড়ে রচনা করল
এক চিত্তচমৎকারী জনক সৌন্দর্য। এ-কে তিলতত্ত্বলচয় বলে ভ্রম করে হরিণাঙ্গনাগণ খুঁটে খেতে গিয়ে মুখে চোট
লাগাচ্ছে কঠিন চষরে। এই চষরচতুষ্টয় আকৃতিতে এমনই অভেদ যে একমাত্র দক্ষিণপূর্বাতি দিগ্ভেদের দ্বারা
দেবতাগণের পর্যন্ত এতে ভিন্নতার জ্ঞান হচ্ছে, আকৃতির দ্বারা নয়। এই আঙ্গিনা চতুষ্টয়ে বনদেবতাগণও
বাঞ্ছিত দোলোৎসব শোভা বিস্তারকারী এক চাঁদোয়া বুঝি টানিয়ে দিলেন।

৯। যথা— চাঁদোয়ার মত ওটি কি?

দিক্শলক্ষ্মীর খুলেপড়া মুক্তার কঙ্কলিকা কি স্থির বায়ুদ্বারা বিধ্বত হয়ে রইল, বৃন্দারণ্যভূমিকে প্রণাম
করতে গিয়ে। অথবা তারারাজিই কি স্বস্থস্থান থেকে আনন্দবিহবল হয়ে ও পূর্বাপর ভাব ত্যাগ করে নীচে
নেমে এল, বৃন্দাবন ভূমিকে আদরের সহিত বন্দনা করবার জন্ত।

১০। আরও, বৃন্দাবনভূমির রেণু লেহনের ইচ্ছায় যেন আকাশলক্ষ্মীদের খুলেপড়া জিহ্বানিবহের মতো

১১ কিঞ্চ, পর্যন্তেযু সমানচামরচয়ৈর্জ্যোৎস্নাতড়াগোদরা-
 ছড্ডীনৈরিং হংসকৈর্গগনৈঃ কিংবা সিতাস্তোরুহৈঃ ।
 মালানামপি ঋণ্ডকৈস্তত ইতো নানাশ্রুনাঙ্জলৈঃ
 সশ্রব্ধং বনদেবতাপরিষদা সঙ্কস্বরে সা পুনঃ ॥

১২ । ধূপৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ সদ্ধুমলেশোল্লসৎ-
 কপূরত্রসরেণুভির্দিগবলোলোমাবলীসম্মিভৈঃ ।
 চ্যোতস্তির্মকরন্দবিন্দুনিকটৈঃ কল্পক্রমেভ্যো মুহুঃ
 সৌরভ্যাতিশয়ং বিশিষ্ট্য গমিভৈঃ সা ধূপিত্বাসীং স্থলী ॥

১৩ । ততশ্চ, দেব্যা দেবা অপি সরভস্য চিত্রবাদিত্রবাদাঃ
 সিদ্ধা বিভ্রাধরপরিষদশ্চারণাঃ কিমরাশ্চ ।

সমূহৈরিব চীনশকটলৈর্বিভানপর্ষন্তুহৈরিভ্যর্থঃ । মন্দম্পন্দিনা মন্দতা বহিধুননং তেন মূহুঃ প্রেঙ্খোলো ধেবাং তথাভূতা মুক্তা-
 মণিময়্যাঃ প্রালম্বা বত্যাঃ সা ॥

১১ । হংসকৈরিভিঃ শ্বেতিম-চাকল্যাভিভিঃ, সিতাস্তোরুহৈরিভিঃ সৌরভ্যাদির্ভব-সমমণ্ডলভাভিঃ সঙ্কস্বরে, সংক্রি-
 যতে স্ম ॥

১২ । সতীষু ধূমলেশাসু উন্নতস্তঃ কপূরাণাং ত্রসরেণবো যত্র ১ঃ । পুনঃ কিভুভৈঃ ১ কল্পক্রমেভ্যশ্চ্যোতস্তির্ম-
 করন্দবিন্দুনিকটৈঃ কর্ভুভিঃ সৌরভ্যাতিশয়ং গমিভৈঃ প্রাপিভৈঃ ॥

১৩ । বীতমাতৈরপরিষমিভৈর্বিমাতৈঃ সহ দেব্যাদয়ঃ পুংগব দোলনধেননাং পূর্বমেব চিত্রবাদিত্রোণি বাদয়ন্ত

চঞ্চল চারু ছলছলে রেশমীবস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই চাঁদোয়াশ্রেণী । মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ুর
 বেগে মূহু মূহু আন্দোলিত মুক্তামণির ঝালর সমন্বিত এই চাঁদোয়াগুলি চঞ্চল কিঙ্কিনীনিচয়ের মতো মূহুমধুর
 ধ্বনিতে কর্ণস্থত্বদ হচ্ছে ।

১১ । আরও, জ্যোৎস্না তড়াগমধ্য থেকে উজ্জ্বলমান হংসের মতো শুভ্র চঞ্চল কিঙ্কি আকাশজ শ্বেত
 কমলের মতো সুগন্ধী কোমল সমান মাপের চামর-মালাখণ্ড এবং নানাবিধ উজ্জল ফুল পাশ দিয়ে এখানে
 ওখানে পুনরায় অঙ্কার সহিত টানিয়ে দিয়ে সেই বনদেবতাসভা এই চাঁদোয়াকে অলঙ্কৃত করলেন ।

১২ । সুন্দর ধূমলেশার ভিত্তর দীপ্ত ও দিক্‌বলয়ের লোমাবলীর মতো কপূরত্রসরেণুচয়ে এবং
 কল্পক্রম থেকে ক্ষরিত মকরন্দবিন্দু সমূহে বিশেষ ভাবে অতি সৌরভাঘিত সুগন্ধী অগুরুধূপের দ্বারা
 ধূপিতা হচ্ছিল সেই দোলস্থলী ।

দেবদেবী ও পশুপক্ষীগণের বুলনোৎসবে যোগদান ॥

১৩ । দেবাক্সনাগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, বিভ্রাধর মণ্ডলী চারণগণ এবং কিম্বরগণ চমৎকার বাগ্‌নিবহ

প্রাগেবাসন্নভসি পরিতো বীতমানৈর্বিমানৈ-
ন' হৌৎকণ্ঠ্য ভবতি সময়াপেক্ষমুৎকণ্ঠিতানাম্ ॥

১৪। ততশ্চ, সবস্মাদ্বনাং দেবতা বনানামনানামতয়ো বিবিধমনাবিলবিলসন্তরমুৎসবোপকরণ সমাদায় মাদায়তনয়তয়ানতয়া চিত্তবৃত্ত্যা বন্দ্যবনাবনাবাগত্য নিস্তুলসৌহৃদহৃদয়ালুতাদিশুণবন্দয়া বন্দয়া সহ সহচরী-
ভাবমাকল্পা কল্যাণেশা দোলামণিতরুমণ্ডপাবল্যা বল্যাভিঃ কুসুমমালাভির্মণ্ডনিকা নিক্রপমকমনীঃ জালাকৃতি-
বিদধতে স্ম ॥

১৫। অভিভোহভিতোষণাবলোকনরসবিকিরো বিকিরোৎকরাশ্চ সমস্ততঃ সমস্ততঃ সমাগত্য পরিতো
দোলস্থলীস্থ লীলাতরু প্রতীশাখং প্রতিপল্লবমাসীনা জাতহৃদয়ান্দোলা দোলায়মান কৃষ্ণদীদৃক্ষাসদৃক্ষাসন্নসন্ন-
বামোদতয়া তুষ্ণীকাঃ সন্তঃ কৃষ্ণগুণগণগণনামেব কুব'তে স্ম ॥

১৬। তথা সকলা এব হরিণজাতয়ো জাতযোগেন পরমকৌতুকেন কেনচিদিদন্ততোহন্ততোদেন মনসা
প্রতিলতাকুঞ্জাজিরে ররাজিরে, রাজিরেবা চ তদা তাসাং বিচিত্রা চিত্রাপিতেবাসীৎ ॥

আসন্ অভবন্, তত্র ত্রায়ো ন হৌৎকণ্ঠ্যমিতি ॥

১৪। অনানামতয়ঃ সামগ্ৰান্তেনকমতয়ঃ। মাদো হর্বততায়তনমাত্রয়ন্ততয়া। বন্দ্যবনাবনৌ বন্দ্যবনভূমৌ,
বল্যাভিক্রান্তমাভিঃ কুসুমমালাভিঃ। কল্যাণেশা মণ্ডনিকাঃ ॥

১৫। বিকিরণাং পক্ষিণামুৎকরাঃ সমুহাঃ; “নগোকোবাজিবিবিরপতংগত্ররথাওজাঃ” ইত্যমরঃ। অবলোকন-
রসং বিকিরন্তীতি কিপ্'তে তথা। সমস্ততঃ সর্বতঃ, সমং সইব ততো দোলায়মানশ্চ কৃষ্ণশ্চ দীদৃক্ষা সদৃক্ষঃ সদৃশ এব
আসন্নঃ সন্মুত্তমো নব আমোদো যেবাং ততয়া ॥

বাজাতে বাজাতে অসংখ্য বিমানযোগে দোলখেলা আরম্ভের পূর্বেই আকাশে এসে উপস্থিত হলেন। উৎকণ্ঠিত
জনের চিত্তচঞ্চল্য সময়কে অপেক্ষা করে না, এটাই তো ত্রায় সঙ্গত।

১৪। অতঃপর সকল বন থেকেই সেই সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সকলে মিলেজিলে একমত
হয়ে নির্মল অতি শোভন বিবিধ উৎসবোপকরণ হাতে নিয়ে হর্ষাবলম্বনে কোমলমনা হয়ে বন্দ্যবন এসে তুলনা-
হীন সৌহার্দ ও সহৃদয়তাদি গুণে বন্দার সহিত সহচরী ভাব পাতিয়ে নিয়ে হিন্দোলার মণিময় তরুমণ্ডপে সজ্জার
শেষ কাজ যা বাকী ছিল, তা সম্পন্ন করলেন উত্তম মালা দ্বারা নিক্রপম কমনীয় জালাকৃতি তোড়ন রচনায়।

১৫। চতুর্দিক থেকে অতি আনন্দের সহিত ঝুলনোৎসব-দর্শনরস ছড়াতে ছড়াতে পক্ষিকুল ঝাঁকে
ঝাঁকে এসে চতুর্দিকে দোলস্থলীস্থ লীলাতরুর প্রতি শাখায় প্রতি পল্লবে বসল। তাঁদের হৃদয় ঝুলনার ঝাঁকে
ঝাঁকে দোল খেতে লাগল। দোলায়মান কৃষ্ণের দর্শনেচ্ছা দ্বারা আগত অনুরূপ উত্তম নব আমোদে পক্ষিসকল
চূপচাপ বসে কৃষ্ণগুণগণ গণনা করতে লাগল।

১৬। তথা হরিণজাতি মাত্রে সকলেই কোনও অনিবার্চনীয় পরমকৌতুকের উদয়ে গতব্যর্থ মনে
প্রতি লতাকুঞ্জ-প্রাঙ্গণে এসে শোভা পেতে লাগল। তখন তাদের এই বিচিত্র যুথ পটে-আঁকা ছবির মতো
নিষ্পন্দভাব ধারণ করল।

১৭। ততশ্চাকস্মাং — ন চাকৃষ্টা বেণোঃ কণিষ্ঠকলয়া নাপি ভবন-

ক্রিয়াং ভ্যক্ত্বায়াতান চ গুরুবিরোধক্ষতধিয়ঃ ।

কলাকলিচিন্তামণয় ইব দিগ্ভাঃ কিমথবা

সমুদগীর্ণাঃ বহ্নজ্জ্বলিতময় সমীযুর্মগদশঃ ॥

১৮।

অন্তঃশ্রোণি বিরাজিতা মূৰ্ছবনৈশ্চণ্ডাতকৈঃ কোমুমে-

স্তেবাং তূপরি সূক্ষ্মগীর্ণ-নিচয়ৈরাশুলফবিশ্কারিভিঃ ।

চঞ্চলকঙ্কালিকা বিশেষবিলসদ্বক্ষোদ্ধা নির্ভরং

কাঞ্চীকলিতনীবিবদ্ধবিধয়স্তল্যাশ্রয়োহম্বভূঃ ॥

১৯।

কাশ্চিৎ কোমুচাপচাপললসংস্কৃতাঃ শরৈঃ কোমুমে:

কাঞ্চীদামগতৈঃ করাসুজকৃতৈঃ সৈন্দুরকৈঃ কন্দুকৈঃ ।

তস্মিন্ কৌতুকদোলখেলনকলারঙ্গাজিরে রেজিরে

সংগ্রামোৎসবদেবতা ইব তনুমতো মনোজন্মনঃ ॥

১৬। জাতো যোগঃ সংযোগো যন্ত তেন কৌতুকেনান্ততোদেন গন্তব্যেণ মনসা । তাঙ্গাং রাজিঃ শ্রেণী ॥

১৭। ন চাকৃষ্টা ইত্যাদিনা দোলোৎসবাদিযু গুরুজনাদিবারণাসম্ভবাং স্বাচ্ছন্দ্যমেবেতি ব্যঞ্জিতম্ । দিগ্ভা ইতি কল্পজ্জ্বলিতভায়াং কিং দূরানাগতাঃ, কিংবা তত এবোদ্ধৃতা ইতি সন্দেহো ব্যঞ্জিতঃ ॥

১৮। অন্তঃশ্রোণি নিভস্বাদিপ্রদেশে মূর্নি কোমলানি চ ঘনানি চ তৈশ্চণ্ডাতকৈরধোক্ষপধ্বস্তপিধারিতিনৃত্য-গীতোৎসবাহ্যপযোগিচালনেতি প্রসিদ্ধবিচিত্রবৈজ্রবিবাজিতাঃ; “অধোক্ষকং বরজীর্ণাং ভ্রাম্যন্তকমংগুকম্” ইত্যমরঃ । তত্-পরি বিচিত্রাস্তরীরকৈস্তেবাস্ত উপরি কোমুমে: কুসুমরসাতকৈঃ ॥

১৯। কোমুমানাং চাপানাং ধনুবাং চাপলেন চপলতয়া লসন্ স্বকো বাসাং তাঃ ॥

দোলস্থলীতে গোপীগণের আগমন :

১৭। বেণুধ্বনিকলায় আকৃষ্টা হয়ে নয় গৃহকর্ম ত্যাগ করে নয় এবং গুরুজনদের বিরোধে ভগ্নমতী হয়েও নয়— হঠাৎই যুগনয়না গোপীগণ অতঃপর এসে উপস্থিত হলেন এদিক-ওদিক থেকে কলিকলা-চিন্তামণির মতো কিম্বা কল্পজন্ম থেকে বসিত হয়ে বেরিয়ে আসার মতো ।

১৮। নিভস্বপ্রদেশে নাচের উপযুক্ত কুসুম রং-এ রঞ্জিত, কোমল, ঘন চণ্ডাতক বস্ত্র নিচয়ে আর তত্‌পরি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তারিত সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্রনিচয়ে সুদীপ্তা, চঞ্চল কঙ্কালিকা বিশেষে শোভনস্তনী এবং স্বন্তিমেখলায় রচিত নিবিবদ্ধসুত্রবিশিষ্টা গোপীগণ সকলে একই ভাবে শোভোচ্ছল হলেন ।

১৯। ফুলধনুর আফালনে দৃষ্ট স্বন্দদেশা কেঁউ কেঁউ কাঞ্চীদামগত কুসুম শরে আর করকমলে ধৃত সিন্দরকন্দুকে সেই কৌতুকদোলখেলা কলারঙ্গ-প্রাঙ্গণে শোভা পেতে লাগলেন, কামসংগ্রামোৎসবের দেবী মূর্তি-মতীর মতো ।

২০। কাশিচং কুঙ্কমধূলিধোরনিভূতাং বাসোহক্ষলীং লীলয়া
 তিৰ্য্যাক্ কাঞ্চনকাঞ্চিসীম্নি জঘনে বন্ধাং দধতো্য বভূঃ ।
 যাত্তিৰ্য্যচ্চিরসঞ্চিতং রতিকলাবৈদম্ভাবিচ্ছাধনং
 ক্রেতুং কৃষ্ণমনোমণিঃ তদিব তা গ্রহৌ নিধায়াগতাঃ ॥

২১। শ্যোতৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ কন্তুরিকাকর্দমৈঃ
 কাপুঁরৈরপি রেণুভির্মলয়জ্জ্যোদৈশ্চ সম্পূরিতাঃ ।
 বাষ্পচ্ছেদ্য তয়া মহামণিময়স্থাল্যাস্তুরস্থাপিতাঃ
 কাশিচজ্জাতুষকুপিকাঃ করতলেনাদায় তত্রায়মুঃ ॥

২২। কাশিচং কুঙ্কমবারিভির্মলয়জ্জ্যোতিশ্চ কন্তুরিকা-
 পাধোভিঃ কুমুমজ্জবৈরপি পৃথক্ সম্পূরিতং পৌরটম্ ।
 বিভ্রতো্য জলযন্ত্রজালমতুলং শিল্পেন নানাস্থনা
 রেজুর্মম্মথযুদ্ধযান্ত্রিকততেমূর্তা ইবোজঃশ্রিয়ঃ ॥

২৩। এবং তাভিঃ শ্রীরত্নভূতাভিরভিভূতাভিরভিরাম মহোৎসবরসেনাতনুসেনাতনু সৌভাগ্যহারিণীভি-

২০। ক্রেতুমিত্যনেন তবৈদম্ভাবিচ্ছাধনশ্চ কৃষ্ণবলীকারিণং ব্যঞ্জিতম্ ॥

২১। আগুরবৈরগুরুসম্বন্ধিভিঃ; শ্যোতৈর্জবৈঃ ॥

২২। যান্ত্রিকততেমূর্ত্যধারিসমুহশ্চ তেজঃসম্পত্তয়োর্মূর্তিমত্যা ইব। অভিব্রামেণ মহোৎসবরসেনাভিভূতাভির্বলী-
 কৃতাভিঃ, অতনুসেনারাঃ কন্দর্পসৈন্তস্য অতনু সম্পূর্ণ সৌভাগ্যং হতুং লীলং বাসাং তাভিঃ। কশ্চন কলকলঃ—এহি,
 আয়াতাস্মি, গন্তু, দর্শয়, দেহি, নয়, সংস্কর, আব্রোহয়, বদ্রীহি, পরিধাপয়' ইত্যাদ্যাক্ষকঃ ॥

২০। কেঁউ কেঁউ কুঙ্কমধূলিচয় ভরা বস্ত্রখলী মুখবাঁধা অবস্থায় লীলায় তেরছা করে কাঞ্চনকাঞ্চিসীমায়
 কটিতে ধারণ করে নিয়ে এলেন, দেখে মনে হল যেন কৃষ্ণমনোমণি ক্রেয়ের জন্তু এঁদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত রতি-
 কলাবৈদম্ভাবিচ্ছারূপ ধন গাঁটে বেঁধে নিয়ে এলেন ।

২১। মহাসুরভিত অগুরুজব, কন্তুরিকা কর্দম, কাপুঁরধূলি এবং চন্দনচূর্ণ পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাক্ষা
 কুপিকা, যা অতি কোমল হওয়ার দরুণ মুখের ভাপেই ঝণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, তা করতলে ধরে সেখানে এলেন
 কেঁউ কেঁউ ।

২২। কুঙ্কমজল চন্দনজল-কন্তুরিকাজল-পুষ্প নির্ধাস পৃথক পৃথক ভাবে ভরা, কারুকার্যে বিবিধ
 প্রকার অতুল সোনার পিচকারীধারিণী কেঁউ কেঁউ আবার সেখানে দাঁণ্ড হয়ে উঠলেন, কামযুদ্ধগুপ্তধারী জন
 সমূহের শ্রেণীর মূর্তিমতী তেজঃসম্পত্তির মতো ।

দোলস্থলীতে রাধাকৃষ্ণের আগমন ও হিন্দোলা আরোহণ :

২৩=২৭। এইরূপ অভিরাম মহোৎসব-রসে অভিভূতা, কন্দর্পসৈন্তের নিঃশেষে সৌভাগ্যহারিণী, 'আমি

হারিণীভিরহংপূর্বিকয়াহপূর্বিকয়া পৌৰ্বাপৰ্য্য-পৰ্য্যবলোচনেনৈব খেলা সৌকৰ্য্যচতুরং চতুরঙ্গ-পরিসরং পরিসরন্তী-
ভির্ষদি মদকলকলকঠকঠবিকস্বর-স্বরপরিহাসকঃ স কঞ্চন কলকলঃ কলয়াঞ্চক্রে, তদৈব—

জীরাধিকাংস-বিনিবেশিত-বামবাহু-,বংশীবিলাসবিলসত্তর-বামপাণিঃ ।

চারুপ্রকোষ্ঠচল-কঙ্কণমন্ত্রদোষা, লীলাসরোরুহ-বিধুনন-লবলক্ষ্মীঃ ॥

২৪ । অন্তঃস্থশোণকুসুমদ্রুতিবামি সামি-,বাসঃ কিরীটতটগুপ্তিত-বহিঃহঃ ॥

মন্দভ্রমদ্ভ্রমরপক্ষমকুদ্বিলোল-,কর্ণোৎপলং মকরকুণ্ডলমাদধানঃ ॥

২৫ । সুশ্লক্ষসুস্মৃতম-কঙ্কচুস্মিতাঙ্গঃ, কেশুবকঙ্কণমণীন্দ্ররূঢ়া সূচারুঃ ।

কণ্ঠোপকণ্ঠচলকৌস্তভ-রশ্মিপূর-শোণায়মান-বরমৌক্তিকদামধামা ॥

২৬ । লীলাবিলাসগমন-ক্রমমন্দমন্দ-,শব্দায়মান মণিনুপুরকিঙ্করীকঃ ।

ওষ্ঠাধরে ললিতয়া ললিতোপনীতং, তাম্বুলপুলকমদন্ মদমন্তমুষ্টিঃ ॥

২৭ । নীরদ্রাস্বররমণীমণীন্দ্রবীথীং, স্বাভাভিমণিময়মষ্টিকোপমাভিঃ ।

উৎসর্গা প্রসভমিনাহিতপ্রবেশঃ, জীকৃষ্ণা মণিতরুণমণ্ডপং বিবেশ ॥

২৩ । অন্তঃদোষা দক্ষিণহস্তে চাক্রি প্রকোষ্ঠে চলং কঙ্কণং যতন্তদ্বধা স্যাত্তথোতি বিধুননক্রিয়াবিশেষণম্ ।

ভরুণমণ্ডপং বিবেশেত্যুত্তরেণাঘরঃ ॥

২৪ । অন্তঃস্থশোণকুসুমস্য দ্রুতিবমনশীলং যৎ সামিবাসঃ কিরীটং ভিরশ্চীনোকীযং তস্য তটে গুপ্তিতং বহিঃ-
বহিঃ যেন সঃ ॥

২৫ । কণ্ঠোপকণ্ঠে কণ্ঠনিকটে ॥

২৬ । তাম্বুলস্য পুলকং বীটিকাম্ ॥

২৭ । অস্বররমণ্যঃ স্বর্গাঙ্গনাঃ ॥

আগে কুলবো আমি আগে কুলবো' এরূপ অপূর্ব অহংপূর্বিকায় মনোহারিণী এবং পূর্বাপর বিচারের দ্বারা
খেলার সুবিধা সমাধানকারী ঐ চারিটি অঙ্গনপ্রদেশের নিকটে আগমনপরা সেই জীৱন্তস্বরূপা গোপীগণ যদি
মন্ত্ৰতা হেতু কলকাকলীমুখরা কোকিলকণ্ঠের মুক্তস্বর-পরিহাসী কোনও অনিবচনীয় কলকল ধ্বনি উঠালেন, ঠিক
তখনই বামবাহু রাধিকার স্ফেদে ধারণে আর বংশীর বিলাসে অতিশোভন, চারুপ্রকোষ্ঠের কঙ্কণে চঞ্চলতা জন্মিয়ে
দক্ষিণহস্তে লীলাকমল বিষুর্গনে প্রাপ্ত শোভন, ভিতরের রক্তকুসুমদ্রুতি বমনশীল তেরুহা উকীষতটে গুপ্তিত
ময়ূরপুচ্ছে নয়নশোভন, মন্দমন্দ ঘুরে বেড়ানো ভ্রমরের পাখার বাতাসে দোলায়িত কর্ণোৎপল ও মকরকুণ্ডলে
মনোরম, স্নিগ্ধ অতিসূক্ষ্ম পরিচ্ছদে চুস্মিতাঙ্গ, কেশুব-কঙ্কণমণীন্দ্র কাঙ্ক্ষিতে সূচারু, কণ্ঠতটে দোলায়মান কৌস্ত-
ভের রশ্মিগুণে রক্তিমাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ মৌক্তিক মালায় চিত্তহারী, লীলাবিলাসচলন-পাদক্ষেপে মন্দ মন্দ শব্দায়মান
মণিনুপুর-কিঙ্করীতে রমণীয় এবং ওষ্ঠাধরে ললিতার ললিত করে গুঞ্জে দেওয়া তাম্বুলখিলি চিবানোতে নেশা-
লাগা চুলুচুলু বৃতি জীকৃষ্ণ উপস্থিত স্বর্গের দেবীদের অঙ্গের জমাট মণীন্দ্রচক্রে মণিময় যষ্টি উপম নিজ অঙ্গ-
জ্যোতি দ্বারা দূর করে দিয়ে যেন হঠাৎ নিজ প্রবেশ প্রখ্যাপিত করত মণিতরুণ মণ্ডপে প্রবেশ করলেন ।

২৮। জয় জয় জয়েত্বেচৈনাদাঃ খগৈরুপভেনিরে
মুকুলপুলকৈরন্তমোদাঃ ক্রমৈরভিনিহিত্তিরে।
অজনি স্তমনঃশীঘ্রশ্রুদ্দৈলতাভিরুদজ্জাভিঃ
সহ দয়িতয়া দোলাক্রৌড়ং হরাবধিরোহতি ॥

২৯। সতড়িতমিব স্নিগ্ধং ধারাধরং ক্রমমণ্ডপো
পরি পরিগতং দর্শং দর্শং প্রহর্ষবশং গতাঃ।
পরিচিতমপি প্রেমণাপূর্বং বিদম্ভ ইবোন্মদা-
শুকুবুরভিতঃ 'কেও কেও' ইতি প্রচলাকিনঃ ॥

৩০। অথ নভসি ভ-সিতিয়া-তিয়াতানি নন্দনবন-কুসুম্যানি স্তম্যানিতানি মধুকর-নিকরেণ করোণ
কিরন্তীভিল্লিত-সঞ্চার-চারণ-কিং পুরুষপুরুষনারীভিমুদ্রিতর-কর-কিসলয়-সলয়-বিমর্দ মর্দল-সুপণ-পণববর-লম্পট
পটহাদি-বাদিত্রবাদি-ত্রপারহিত সিদ্ধবধূ-নিচয়সমবেতাভিরতিভাঙ্গুরমুরতরঙ্গিণী-তরঙ্গচাহমরচামরনিচয়েন চুম্বা-
মানকরকমলাভিরমলাভিরমরনারীভিরবশীবশীভূতাভিরঙ্গুরোভিরপি বিয়তি বিয়তি নিরবকাশতাং মথ্যমান-

২৮। অধিরোহতি, আরোহতি সতি ॥

২৯। দর্শং দর্শং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা; প্রচলাকিনো ময়ূরাঃ পরিচিতমপি তং প্রেমণা অনুরাগেণাপূর্বমিব 'কেও কেও'
ইতি, 'কে যুগং ভোঃ কে যুগং ভোঃ' ইতি চুকুবুঃ। "ও সঙ্ঘোদন আছানে স্বরণে চান্দুকম্পনে" ইতি মেদিনী। অপভ্রংশ
ভাষাপীয়াং প্রাচ্যানাম্; 'কেহো কেহো' ইতি পাশ্চাত্যানামপি ॥

৩০। অথ নভসি নন্দনবনকুসুম্যানি কিরন্তীভিরমরনারীভির্হেতুভিনিরবকাশতাং বিয়তি বিশেষেণ প্রাপ্নু-
বতি সতি ব্রজস্তমকনন্দনঃ কৃষ্ণো দোলস্য পর্যটিকাং সমারোচুং ব্রজতি স্তোত্রায়ঃ। কুসুম্যানি কথন্তুতানি ৭ ভস্য নক্ষত্রস্য
সিতিয়া বৈষ্ণব্যা অতিয়াতাত্ত্বজ্জলিতানি স্তম্ভু ম্যানিতাত্ত্বিত্যোভ্যোহেতোরাহুতানি। কব্বকিশলয়ানাং সলয়ো বিমর্দো

২৮। দয়িতার সহিত কৃষ্ণ বুলনক্রৌড়ামঞ্চ আরোহণ করলে জয় জয় জয় জয় উচ্চনাদ বিস্তার করল
পাখীসব, মুকুলরূপ পুলকে অন্তরের আনন্দ অভিনয় করে দেখাল বৃক্ষ সকল, আর পুষ্পমধুধারাচ্ছলে প্রেমাক্র-
মোচন করতে লাগল লতায়।

২৯। তড়িত-জড়িত স্নিগ্ধ মেঘকে ক্রমমণ্ডপের উপরে আগত জেনে তাকে দর্শন করতে করতে ময়ূর-
কুল অতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল, পূর্বপরিচয় থাকলেও অনুরাগে অপূর্বের মতো অনুভব করে মত্তপ্রায়
চতুর্দিকে 'কেও কেও' রব করতে লাগল।

৩০। অতঃপর ললিত সঞ্চরণশীল চারণ ও কিংপুরুষের পুরুষ-নারীদের সহিত এবং অতি যুহু কর-
পন্নবে বিমর্দিত মাদল-বহুমূল্য পণব-শ্রেষ্ঠ লম্পটপটহাদির বাজনা দার অলঙ্কার সিদ্ধবধূগণের সহিত মিলিত পবিত্র
স্বর্গীয় রমণীসকলের এবং উর্বশীর বশীভূতা অঙ্গবাগণের দ্বারা আকাশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আচ্ছাদিত হয়ে গেল।
স্বর্গীয় রমণী সকলের করকমল মন্দাকিনী তরঙ্গ-কাস্তি স্বর্গীয় চামরে চুম্ব্যমান ছিল এবং তারা নক্ষত্রের শুভ্রতায়
অতি উজ্জ্বল মধুকরাদৃত নন্দন কুসুমচয় বর্ষণ করছিলেন তৎকালে। এই পরিবেশের মধ্যে চক্ষুস্বান্ গণের রূপ-

চন্দ্রিকা-ফেন-ধবল-বলমান-কশিপুনা পুনানেনৈব নয়নবতাং নয়-নবতাং কৃতান্তরাং কচিকচিরোপবর্হামহীমতিরান-
মণীয়কস্ত কস্তচিং সকলসৌন্দর্য্যোপর্য্যাক্ষিকাং পর্য্যাক্ষিকাং দোলস্ত লস্তমানমানসতয়া সমারোহুং স্ব ব্রজতি ব্রজ-
তিলকমনন্দনঃ ॥

৩১। নীরাজিতো মধুরমঙ্গলগানপূর্ব্বং, দীপৈর্গহামণিময়ৈর্বনদেবতাভিঃ ।

ব্যাপারয়ন্নয়নমদ্রুতদোলশিল্পে, জীরাধয়া সহ বভৌ কুতুকী মুকুন্দঃ ॥

৩২। বামে বামবিলোচনাচয়মণী রাধা সলীলং হরে-

ইন্তালম্বকরশ্চিতেন রহসা সঞ্জাতরোমোংসবা ।

আরুঢ়স্ত মণীন্দ্রদোলনমহপ্রোজ্জ্বলিকাং কৌতুকা-

দ্রুখায়োপরিবেশ তৎসহচরী-সজ্জঃ সমস্তাদভুৎ ॥

৩৩। এবং চক্ষুস্ত্যামতিমতিসুন্দরীদরীদৃশ্যমানেন রামণীয়কেন কেনচিদাহরন্তীং তাং দোলোংসব-
প্রোজ্জ্বলিকাং ভগবতি সতি সমারুঢ়ে রুঢ়েন লাবর্ণ্যামৃতস্রোতঃস্বতীস্রোতঃস্বতীবতরলেন মাধুর্য্যতরঙ্গ-

যত্র তথাভূতো মর্দলশ স্পণ্ডো বহুমূল্যঃ পণবশ্চ, বরলম্পটঃ পটহশ্চ, তদাদি-বাদিজ্জবাদিনীনাং ত্রেপারহিতসিকবধূনাং
নিচয়েন সমবেতাভিঃ সুরতরঙ্গিণীপ্তরঙ্গশ্চৈব কৃৎকাণ্ডির্হস্ত তথাভূতেনামরচামরনিচয়েন । কশিপুনা বস্ত্রেন কৃতান্তরাম্—
“কশিপু স্ত্রমাচ্ছাদনং ঘরম্” ইত্যমরঃ । কথংভূতেন ॥ নয়নবতাং চক্ষুস্ত্যাম্ নয়ন্ত রূপগ্রহণস্ত নবতাং নবীনত্ব পুনানেনৈব
পবিজ্রীকুর্ভবেব নবনবতয়া প্রাকৃতবস্ত্ররূপগ্রহণমপি পূর্ব্বং স্বঃ কৃতং তদপি যদবলোকনমাহাভ্যাং পবিত্রং জাতমিত্যর্থঃ ।
সকলসৌন্দর্য্যমপি উপরি অঙ্করতি চিহ্নরতীতি ভাম্ ॥ (৩১) ।

৩২। প্রোজ্জ্বলিকামারুঢ়স্ত হরেবামে রাধা উপরিবেশ । বামবিলোচনাচয়স্ত যুভতিসমুহস্ত মণী রত্নরূপা হরেইন্তা
বলম্বেন স্বকোপরি বামহস্তজ্বালেন করশ্চিৎ সংবজ্জঃ যদ্রহঃ-স্বরবিলসিতং তেন হেতুনা সঞ্জাতো রোমোংসবো যথাঃ সা;
তথাঃ সহচরীসজ্জঃ সমস্তাদভুর্দিকু ॥

গ্রহণের নবীনতাকে যেন নির্মল করে দেওয়ার মতো রমণীয়, মধ্যমানচন্দ্রিকা-ফেননিভ অতিশুভ্র চাঁদরে ঢাকা,
কান্তিতে সুন্দর তাকিয়া সমন্বিত, কোনও অনির্বচনীয় অতিরমণীয়তা ভাবের অন্তুকুল এবং সকল সৌন্দর্যের
শির্ষদেশে চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো সুদৃশ্য দোলপালকে অতি প্রসন্ন মনে আরোহণ করবার জন্য চললেন
ব্রজতিলকমনন্দন ।

৩১। দেবতাগণের দ্বারা মধুর মঙ্গলগানপূর্ব্বক মণিময় দীপে নিরাজিত জীরাধাসহ মুকুন্দ অদ্রুত
দোলশীল দৃষ্টি বিক্ষারিত করত চমৎকৃত হলেন ।

৩২। হরির বামহস্ত লীলায় স্বকোপরি স্থাপনে সংমিলিত স্মরচেষ্টা থেকে সঞ্জাত রামাঞ্জে আকুলা
যুভতীকুল রত্নরাধা কৌতুকপূর্ব্বক ঝুলনোৎসবের মণীন্দ্রঝুলায় আরুঢ় হরির বামে উঠে আসন গ্রহণ করলেন,
আর সহচরীগণ তাঁর চতুর্দিকে বিরাজমানা হলেন ।

৩৩। শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্ত্যামগণের মতি সুন্দরীদ্বারা অতিশয়রূপে দৃশ্যমান কোনও অনির্বচনীয় রমণীয়তায়
চিন্তাকর্ষক হিন্দোলায় ভগবান্ আরোহণ করলে লাবণ্যামৃত নদীর প্রবাহের মতো চঞ্চল প্রসিক্ত তাঁর মাধুর্য-

ভরেণ রেণব ইব সবেৰ্বাং ধৈৰ্য্যমৰ্যাদা যদি ক্ষালিতা বভূবুস্তদা তদালোকনকনদুঃকথাঃ কণ্ঠাগতপ্রাণা ইব দেবা দেবাজনাশ্চ বিহায় বিহারসো মধ্যমধ্যবসিতদীক্ষাসদৃক্ষাসন্নপ্রক্কাবশাৎ তদুচিতং নভোদেশং সমাশিষ্যিরে ॥

৩৪। ততশ্চ প্রেঙ্খালিকারোহরোহদন্তুতমহামধুরিমাং তমালোক্য স্বষদোলপর্যাক্ষোপর্যাক্ষোড়-
কেলিধূলয়ো লয়োত্তমেন মঙ্গলগানেন বিকস্বরস্বরপরিমলাঃ পরিতঃ প্রধানাঃ কলদৃশোহযুদৃশো মুহিতানন্দাঃ
সমাকরুহুঃ ॥

৩৫। তদ্বথা— চন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়ঃ পুরতো মুরারে, ভদ্রাদয়ঃ পরিজনৈঃ সহ দক্ষিণেহত্যাঃ ।

শ্যামাদয়ো নিজগণৈঃ সহ বামভাগে, ধন্যাদয়ঃ সহচরীভিরথাস্ত পশ্চাতে ॥

৩৬। এবং বলিতপ্রত্যাশং প্রত্যাশং সমাকরুদোলপর্যাক্ষিকাসু তাসু সূতাসু গোহুহং কৃষ্ণদোল-
সমোচ্ছায়লক্কশোভাসু ভাস্বরতয়ানারতয়া নানাবিধয়া তদা তদাত্যন্তিকমাস্চর্য্যমাসীৎ ॥

৩৩। চক্ষুস্তামতিশয়েন মতিরেব সুন্দরী রমণী তয়া দরীদৃশ্যমানেনাতিশয়েন দৃশ্যমানেন রামণীয়কেন কেনচি-
দনির্বচনীয়েন তামতিসুন্দরীমাহরন্তীমাকর্ষন্তীং প্রেঙ্খালিকাং সমাকরুে সতি ভগবতি । লাবণ্যামৃতস্য স্রোতস্বতী নদী
তস্যাঃ স্রোতঃস্বতীব চপলেন ॥

৩৪। স্বষদোলপর্যাক্ষোপরি । অক্কে কাঞ্চীবক্কপ্রদেশে উচুতাঃ কেলিধূলয়ো বাভিস্তাঃ ॥

৩৬। বলিতা প্রত্যাশা খেলনাভিলাষো যত্র তদ্বথা স্যাভুথাঃ; প্রত্যাশং দিশি দিশীত্যর্থঃ । অনারতয়া নিরন্তরয়া
ভাস্বরতয়া সুন্দরতয়া কৃষ্ণদোলস্য সম এব ॥ উচ্ছ্রায় উন্নতিত্বেন লক্কশোভাসু ॥

ভারে যদি সকলের ধৈর্যমৰ্যাদা ধুয়ে গেল, তখন তাঁর অবলোকনের জন্ত শ্রদীপ্ত উৎকথায় আকুলা কণ্ঠাগত
প্রাণার মতো দেব-দেবাজনাগণ মধ্য আকাশ ত্যাগ করে ভাল করে দেখবার ইচ্ছায় তদনুরূপ উপস্থিত প্রক্কা-
বশতঃ তদনুকূল আকাশমার্গ আশ্রয় করে নিলেন ।

চন্দ্রাবল্যাди গোপীগণের হিন্দোলারোহণ :

৩৪ অতঃপর ঝুলনা আরোহণ থেকে অঙ্কুরিত অদ্বুত মাধুর্যবাহী কৃষ্ণকে দেখে নিজ নিজ ঝুলনায়
আরোহণ করে গেলেন— আনন্দোচ্ছল নয়না, উত্তমলয়ে মঙ্গলগানে উচ্চস্বরপরিমলবাহিনী এবং খটিমেথলায়
গৌজা কেলিধূলিধারিণী চন্দ্রাবল্যাди কমলনয়নী প্রধানাগণ ।

৩৫। এই গোপীদের আরোহণ-ক্রম—মুরাদির সম্মুখে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি, ভদ্রাদি অত্মগোপীগণ
পরিজন সহ দক্ষিণে, শ্যামাদি নিজগণসহ বামভাগে এবং ধন্যাদি সহচরীগণ সহ পশ্চাতে ।

ঝুলনা-সমাকরুতা গোপীগণের হোলীখেলা :

৩৬। এইরূপে হোলীখেলাভিলাষে উচ্ছসিত অবস্থায় সেই গোপকন্যাগণ যদি শ্রেষ্ঠতায় কৃষ্ণ-
ঝুলনাসম লক্কশোভন ঝুলনায় সমাকরু হয়ে গেলেন, তখন ঐ ঝুলনা সকল নানাবিধ সুন্দরতায় অত্যাধিক
চমৎকারিতা ধারণ করল ।

৩৭। ততশ্চ, সমমদমেহরতাভী রতাভী রসদসদস্তায়াং পুরিতচতুরঙ্গনাভিরঙ্গনাভিরারক্কে মঙ্গল-
মধুরগানকলে কলেবরনির্জিতকনকলতারামরামণীয়কাভিমুহুরবীণাপরিবাদিনীবাদিনীভিরপরাভিরপরাভিহরহরব-
গাহমোদাভিরপি নির্মিতেহমিতে নাদমাধুরীধুরীণে ঋতিহর্ষবর্ষে সতি—

ধ্বা প্রেঙ্খোলিকায়া গুণমতিললিতং পাণিনৈকেন লীলা-
লাবণ্যোদোলয়ন্ত্যা নিজতমূলতিকাং ভৃঙ্গসজ্জেন সার্কম্ ।

মুষ্টিগ্রাহং গৃহীত্বা নিবিড়নিয়মিতাদঙ্কলাং কেলিধূলী-
রন্তোনাবল্লবল্লগ্নিময়বলয়ং চিক্ষিপুং পঙ্কজাঙ্ক্যঃ ॥

৩৮। ততশ্চ, ধূলীনাং ধোরণিঃ সা নভসি তত ইতো ধূয়মানানিলেন
ধ্বাস্তং ব্যোম্নি ব্যাতানৌদ্বিকচনবজ্রাজাললক্ষ্মীবিড়ম্বি ।
দেবো দেবাশ্চ দৃষ্টিব্যবধিবিধুরিতাঃ পুষ্পবর্ষপ্রকর্ষে-
মাধ্বীকস্মন্দকন্দৈর্মুহুরদয়ি মুহূর্বষপূবং নিরাসুঃ ॥

৩৯। ততশ্চ, পর্যন্তস্তুৈঃ প্রিয়পরিজনৈশ্চাক্রদোলায়মানৌ
বৃন্দাত্তাভির্জয় জয় জয়েতুচ্যমানৌ সমস্তাং ॥

৩৭। সমা এব মদেন মেহরতা বাসাং তাভী রসদা বা সদস্যতা সভ্যতা তস্যং রতাভিঃ। পুরিতানি চত্বারি
প্রাঙ্গণানি বাভিত্তাভিঃ; অপরৈরভিহুরৌ ভেদু মশকো-হরবগাহো মোদো বাসাং তাভিঃ। একেন পাণিনা প্রেঙ্খোলিকার
বামঃ ভাগস্থা বামেন দক্ষিণভাগস্থা দক্ষিণেন পাণিনা ধুয়েত্যর্থঃ ॥

৩৮। দৃষ্টেদর্শনস্য ব্যবধিনা ধূলিজালকৃত-ব্যবধানেন বিধুরিতা ব্যাকুলা মুহুরদয়ি ধূলিধ্বাস্তং মুহুরেব যত্পূর্বক
নিরাসুদুরীচক্রে:। কৈ: ? পুষ্পবর্ষপ্রকর্ষে:। কিস্তুতৈ: ? মাধ্বীকস্য মকরন্দস্য স্যান্দেন ক্ষরণেন কন্দৈর্জলদৈরিবেত্যর্থঃ ॥

৩৭। অতঃপর আনন্দে সমভাবে স্নিগ্ধা, রসদায়ী সূক্ষ্ম শিল্প রচনায় নিযুক্তা এবং প্রাঙ্গণচতুষ্টয় দ্বারা
অবস্থিতা অঙ্গনাগণ মঙ্গল মধুর গানকাকলি আরম্ভ করে দিলে, আর অঙ্গবর্ণে কনকলতা বাগানের রমণীয়তাকে
পরাঙ্গয়কারিণী, মুহুর সপ্ততার বীণা বাত্কারিণী ও অথই আনন্দমত্তা অপর গোপীগণ অপরের ভেদন
অযোগ্য অমিত নাদমাধুরীশ্রেষ্ঠ রচনা করলে যখন কর্ণে হর্ষবর্ষা হতে থাকল তখন—

ঝুলনা সমাক্রুতা কমলনয়নীগণ এক হাতে ঝুলনার অতি সুন্দর রজ্জু ধরে লীলা সৌন্দর্যে নিজ তমু-
লতিকাকে ভৃঙ্গকুলসহ দোলাতে দোলাতে অগ্নাহতে মুষ্টিভরে ঝটিমেখলায় গৌজা খলি থেকে আবির্ভব নিয়ে
মনোহর মণিবলয়ে ঝঙ্কার উঠিয়ে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন।

৩৮। সেই ধূলিজাল বায়ুতে ইতস্ততঃ ফেলালিত হয়ে প্রক্ষুটিত নব জবা-জালের সদৃশ অরুণ অন্ধকার
বিস্তার করল আকাশে। ধূলিজালকৃত ব্যবধানে ব্যাকুল দেবদেবীগণ বার বার উদয়প্রাপ্ত সেই ধূলিজাল অন্ধ-
কারকে বার বার যত্পূর্বক দূরীভূত করতে লাগলেন, মকরন্দ ক্ষরণে মেঘধর্মী পুষ্পবর্ষণ নিপুণতায়।

৩৯। নিকটবর্তী প্রিয়পরিজনগণ মন্দ মন্দ দোল দিচ্ছেন, চতুর্দিকে বৃন্দাদি জয় জয় জয় উচ্চধ্বনি

লীলালোলং স্বয়মপি মুদা কেলিধূলীঃ কিরন্তো
রাধাকৃষ্ণৌ যুবতিনিকরৈঃ রেজতুঃ কীর্যমাণৌ ॥

৪০। ততশ্চ, দোলস্তোভিঃ প্রিয়পরিভবপ্রাপ্তয়ে প্রেয়সীভিঃ
ক্ষিপ্তে খেলারজসি মকুতা ধূয়মানে সমস্তাৎ ।
ভূয়ঃ ক্ষিপ্তা জতুপুটিকয়া গঙ্কসারাদিপঙ্কা
যন্ত্রোন্মুক্তাঃ কিমিব গুলিকাঃ কামদেবস্ত পেতুঃ ॥

৪১। ততশ্চ রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরিতঃ পরিতস্তুসীভিঃ কলাবতীভির্গঙ্কাদিপঙ্ককুপিকানিঃক্ষেপচতুরাশ্চতু-
রাশাবলয়দোলারোহিণীরমণমণ্ডল্য ইব কুবলয়দৃগস্তাস্তদীয়্য এব গঙ্কাদিকুপিকাঃ পরিমলদ্রহস্তেন হস্তেন গৃহীত্বা
নিহন্তন্তে স্ম ।

৪২। ন খলু তাসামেকাপি কাপি তয়োঃ রঞ্জেয়োল্লাগ যদি পুনরপি তাঃ সন্তুয় ভূয়সা কৌতু-
কেন কেনচিদ্যুগপদেব পদে বর্তমানা জিগীষায়ামুপযুপযুপচিভামহমহমিকামাবহন্ত্যস্ত্রিচতুরাস্ত্রিচতুরা এব গঙ্কাদি-
কুপিকা একৈকং নিচিক্ষিপুঃ ॥

৩৯। যুবতিনিকরৈশ্চন্দ্রাবল্যাদিভিঃ ॥

৪০। গঙ্কসারাদীনাম্ চন্দনাদীনাম্ পঙ্কাঃ ॥

৪১। পরিতঃ সর্বতঃ পরিতস্তুসীভিঃ স্থিতবতীভিঃ সখীভিঃ কল্যোভির্গঙ্কাদিকুপিকানাং নিক্ষেপে চতুরাশাঃ কুবলয়-
দৃশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ কর্মভূতা নিহন্তন্তে স্ম । তদীয়্যাস্তাভিঃ ক্ষিপ্তা এব যা গঙ্কাদিকুপিকাস্তা এব হস্তেন গৃহীত্বা তাভিরেব
করছেন, রাধাকৃষ্ণ দুয়ে মিলে নিজেরাও আনন্দে লীলালোল ভাবে কেলিধূলি ছুড়ে ছুড়ে মারছেন, চন্দ্রাবল্যাদি
যুবতীগণ তাঁদের দুজনকে কেলিধূলি ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন, এইরূপে রাধাকৃষ্ণ দুজনে বুলনা উপরি শোভা পেতে
লাগলেন ।

৪০। প্রিয়কে পরাজিত করবার জন্তু দোলনী প্রেয়সীদের দ্বারা ছুড়ে মারা খেলারজ চতুর্দিকে
বাঁতাসে দোল খেতে থাকলে পুনরায় চন্দনাদি পঙ্ক লাক্ষাপুটিকায় ভরে ছুড়ে মারলে মনে হল যেন কামদেবের
যন্ত্রে মুক্ত গুলি এসে এসে পড়ছে ।

৪১। অতঃপর রাধাকৃষ্ণের চতুর্দিকে বিরাজমানা, গঙ্কাদি কুপিকা ছোড়নে চতুরা সখীগণ চতুর্দিকের
ধ্বংস দোলায় আকুটা, চন্দ্রমণ্ডলের মতো শোভমানা চন্দ্রাবল্যাদি কমলনয়নাগণকে আঘাত করলেন—পরিমল
ভাণ্ডস্বরূপ গঙ্কাদি কুপিকা দ্বারা, যা চন্দ্রাবল্যাতির সখীগণ রাধাকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে খপ করে হাতে
ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা ।

৪২। চন্দ্রাবলী প্রমুখার ছোড়া কুপিকা একটাও যদি বুলন-খেলার অধিপতি রাধাকৃষ্ণের অঙ্গে
লাগলো না, তখন তাঁরা পুনরায় মিলিত হয়ে জয়াভিলাষ ব্যাপারে স্থিত হয়ে 'আমি জিতবো আমি জিতবো'
এইরূপে উর্ধ্ব উর্ধ্ব উচ্ছলিত স্পর্ধা ধারণ করে তিন চার জন সুন্দরী প্রত্যেকে তিন চারটি করে কুপিকা
কোনও মহান কৌতুকে ছুড়ে মারলেন ।

৪৩। ততশ্চ, আবেগস্ত জবেন তেন মহতা নির্ভজ্য বিভ্রান্তো
ভূমৌ জাতুষকোষতোহতিমৃদুলাগ্নিঃসত্য দূরং গতৈঃ ।
গন্ধৈরাগ্নরবৈর্ঘনৈর্মলয়জক্ষোদৈশ্চ গোলায়িতৈ-
ভিত্তাণ্ডং খগপোতকৈরিব বহিভূতৈর্নিপেতেহভিতঃ ॥

৪৪। তেষাং যে ব্রজরাজসুহৃদনিকটে বেগাং সমং সবতঃ
ক্ষিপ্তানাং নিপতন্তি তানরহয়ন্ পার্শ্ব স্ততাঃ সূত্রবঃ ।
যে বা কেহপি লগন্তি তস্য জলদগ্ধামে প্রতীকেহভিত-
স্তানালুম্পতি রাধিকা স্মিতমুখী শ্বেদচ্যুতা পাণিনা ॥

৪৫। এবং দোলায়মানমানকুতুকিত-চকোরকীকৃতকোরকীকৃতলোচন চমুরুলোচনাচমুরুলোচনাফ্লাদন-
মানব তধরস্তদিতরবিধাবলসো বলসোদরোহদরোদীর্ণমদঘূর্ণায়মাননয়নো বিলাসচতুরং চতুরঙ্গনাভিমুখাং মুখাং

ইত্যর্থঃ ॥

৪২। জিগীবায়াং পদে জিগীষা রূপে ব্যবসায়ে বর্তমানান্ত্রিচতুরাশ্তিশ্চতশ্রো বা স্তম্ভ এতৈকং পুত্যেকমেব তিশ্র-
শ্চতশ্রো বা কৃপিকা যুগপচ্চিক্রিপুঃ ॥

৪৩। বিভ্রান্তো জাতুষকোষতঃ সকাশাং ॥

৪৪। তেষাং ক্ষিপ্তানাং গন্ধাদীনাং মধ্যে । অরহয়ন্ নিবারয়ামাস্বরিত্যর্থঃ । পুতীকে অঙ্গে । স্মিতমুখীতি ভাব-
বিশেষোদয়াৎ । পাণিনা লুম্পতীতি তন্নিষেণৈব তদঙ্গপার্শ্বোহপি ষট্ঠিতঃ । অতএব শ্বেদচ্যুতেতি সাত্ত্বিকবিকারঃ-পুশ্বেদঃ ॥

৪৫। দোলায়মানানি ধৈর্যপগমে সতি চপলীভূতানি চ মানকুতুকিতানি গর্বোৎসুকাভূতানি চ চকোরকীকৃতানি
সৌভাগ্যরসাস্বাদরোরাধিক্যচ্ছন্দানুকম্পিত চকোর-সদৃশীকৃতানি চ তদানীমেব কিস্কিল্লজ্জাদয়বশাৎ কোরকীকৃতানি চ

৪৩। অতঃপর সেই মহান পরাক্রমের খেগে ভগ্ন লাক্ষাকোষ থেকে অতি মৃদু বল নিঃসৃত হয়ে
দূরে গিয়ে ভূমিতে ছিটিয়ে পড়া অগুরুগন্ধ ও ঘনচন্দনচূর্ণজব দেখে মনে হল, এ যেন অণু ভেঙ্গে বাইরে এসে
চতুর্দিকে ছিটকে পড়া পক্ষীশাবক ।

৪৪। চতুর্দিক থেকে একযোগে বেগে ছুড়ে দেওয়া সেই গন্ধপঙ্কাদির মধ্যে যা ব্রজরাজ সুহৃদ নিকটে
এসে পড়ছিল, তা পার্শ্বস্থিত সূত্রাগণের দ্বারা নিবারিত হচ্ছিল । কোনও দিক থেকে কোনও একট যদি বা
এসে কৃষ্ণের জলদগ্ধাম অঙ্গে লেগে যাচ্ছিল, তা স্মিতমুখী রাধা তাঁর শ্বেদাক্ত (সাত্ত্বিক বিকার) হস্তে মুছে
দিচ্ছিলেন ।

৪৫। গোপীদের অবস্থা দেখে কৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি হল । তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন । গর্ব-উৎকণ্ঠায়
আকুল হলেন । চন্দ্রানুকম্পিত চকোরের মতো লজ্জারদয়ে আধবোজা চোখে যারা সৌভাগ্য-রসাস্বাদনে কৃষ্ণের
দিকে চেয়ে আছেন সেই হরিণনয়নীদের আরও অধিক নয়নানন্দ জন্মানোর জন্য শুধুমাত্র কন্দর্পরচিত্রিত বিধিতে
চলতে থাকলেন, অস্ত্র নিয়মের প্রতি অলস কৃষ্ণ তখন । বলরাম-সহোদরের উপযুক্ত ভাবেই কড়ামদে ঘূর্ণায়মান,

পক্ষমভিলষন্ কদাচিৎ কেলিকলাকলাপদক্ষিণা দক্ষিণাশাবর্তিনী রমণীমণীদোলন্তীঃ কিরন্তীশ্চারণ্যবিলসংকরেণু-
চয়ং করেণুচয়ং জয়ন্তীবৈজয়ন্তীবৈদক্ষীনামিব, কদাচিচ্চ বলমানমুত্তরামুত্তরাশাবিলাসিবিলাসিনীশ্ৰেণিম্ কদাচি-
দপি রসবিলাসৈরপশ্চিমাশাং পশ্চিমাশাং প্রতিপত্ত্ব দোলন্তীং কুবলয়বলয়তিরস্কারিদৃশাং তাদৃশাং তারুণ্যবতী-
নামালীমালীজনৈন্তুথাবিধৈঃ সহিতাম্ কদাচন পূর্বকাষ্ঠাহপূর্বকাষ্ঠাপরিপ্রাপ্তদোলারোহা বরারোহা বরামোদ-
বতীরবেক্ষমাণো দোলমেব গুণবারাধিকয়া রাধিকয়া সহ করপদ্পদ্যবগরুচিধূলীধূলীলয়া সর্বা এব পরাবভূব ॥

৪৬। এবং স্মিতবিকসিতবদননীরজো রজোভরেণ তাঃ পরাভূয় ভূয় এব রসকুতু লবিক্রমেণ ক্রমেণ
হরিহরিদাদি-হরিচ্চতুষ্টয় তুষ্টয় এব তত্তদভিমুখীভূয় দোলতো দ্বিবিধ এব দোল আসাঁৎ ॥

লোচনানি যশাস্তথাভূতা য়া চমুরুলোচনাচমূর্হরিগনয়নাবিততিস্তস্তা উক্ৰ অধিকং লোচনাহ্লাদমেব মাদনব্রতং কল্পপ-
প্রণীতনিয়মং ধরতীতি তথা সঃ। তত্রৈব নিষ্ঠাকৈবল্যেন তস্ত ধীরললিতং সূচয়মাহ—তদিত্তরবিধৌ অলস ইতি। চতুষ্
পূর্বাদিদিগ্গতেষ্বনেষু প্রাপ্তবেষাভিমুখ্যং যেন তথাভূতং পক্ষমভিলষন্নিচ্ছাদীকুর্বন্। কদাচিদক্ষিণাশাবর্তিনী রমণীমণী-
দোলন্তীরবেক্ষমাণঃ করপদ্পদ্যত পদ্যবগরুচি-ধূলীনাং ধূলীলয়া পরাবভূব। আরণ্যেন বিলসং কং সুখং যস্মাৎ তথাভূতং
বেরুচয়ং করেণুচয়ং হস্তিনীসমুহং জয়ন্তীবৈজয়ন্তীঃ পতাকাঃ। বলমানমুত্তরামতিশয়েন প্রবলানন্দান্; উত্তরশাং দিশি
বিলসিতুং শীলং যশাঃ সা চাসৌ বিলাসিনী শ্ৰেণিশ্চেতি তাম্। অপশ্চিমা অনপকৃষ্টা আশা মনোরথো যশাস্তাং তারুণ্য-
বতীনামালীং শ্ৰেণীম্। পূর্বকাষ্ঠাং পূর্বদিশি অপূর্বা য়া কাষ্ঠা কৃষ্ণদোলপর্ষকস্ত কৃষ্ণস্ত চ সন্মুখবাদভূত উৎকর্ষস্তাম্; পরি-
প্রাপ্তং দোলপর্ষকমারোহয়ন্তীতি তাঃ; “কাষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশি” ইত্যমরঃ। গুণবারেণ গুণসমুহেন অধিকয়া ॥

৪৬। হরিহরিং পূর্বা দিক্, তদাদিদিচ্চতুষ্টয়স্য তুষ্টয়ে, দোলতো দোলনতঃ ॥

নয়ন কৃষ্ণ পূর্বাদি চতুর্দিকের প্রাপ্তন অভিমুখী হয়ে বিরাজমানা মুখা গোপীমণ্ডলীকে আপন স্বচ্ছন্দত য খেলায়
অঙ্গীকার করে কদাচিৎ কেলিকলা সমূহে পরম চতুর দক্ষিণদিক্‌বর্তিনী রমণীদিকে রং এ রং-এ পরাভূত করে
দিলেন—এঁরা তৎকালে ঝুলনায় ঝুলতে ঝুলতে লাল টকটকে আবির কৃষ্ণের দিকে ছুড়তে ছুড়তে মত্ততায়
হস্তিনীদের পরাভূত করছিলেন, আর বৈদক্ষীর পতাকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন। কদাচিৎ অতিশয় প্রবল
আনন্দযুক্তা ও উত্তর দিকে বিলাস যশাবা বিলাসিনী শ্ৰেণীকে পরাভূত করলেন। কদাচিৎ রসবিলাসে অতি
বেগবান্ মনোরথযুক্তা পশ্চিমদিকে বিরাজমানা হয়ে ঝুলনরতা, কমলমণ্ডল তিরস্কারিণী নয়না এবং তাদৃশী
তারুণ্যবতী গোপী শ্ৰেণীকে তাঁদের সখীজনের সহিত পরাভূত করলেন। আবার কখনও পূর্বদিকে কৃষ্ণ ঝুলনার
তথা কৃষ্ণের সাম্মুখ্য হেতু অদ্ভুত উৎকর্ষপ্রাপ্ত ঝুলায় আরোহিনী ও শ্রেষ্ঠ আমোদবতী স্তন্দরীদের সকলকে
পরভূত করলেন— গুণগণে সর্বশ্রেষ্ঠা রাধাসহ একাসনে ঝুলতে ঝুলতেই করপদস্থিত পদ্যবগ কান্তি
আবির খেলারঙ্গে।

৪৬। এইরূপে স্মিত প্রফুল্ল মুখকমল কৃষ্ণ আবিরে আবিরে গোপীদের পরাভূত করে দেওয়ার পর
পুনরায় পূর্বদিক্‌ চতুষ্টয়ে ক্রমানুসারে বিরাজমানা গোপীদের তুষ্টির জন্ত তাঁদের প্রত্যেকের দিকে ক্রমানুসারে
মুখ করে রসকুতুহল-বিক্রমে দোল খেতে থাকলে ঝুলনলীলা দুই ভিন্ন প্রকারের হল।

৪৭। তথা হি— সামুখ্যং যদি পূর্বপশ্চিমদিশোদৌলস্তদা সমুখঃ

সামুখ্যং যদি দক্ষিণোত্তরদিশোদৌলস্তদা পার্শ্বগঃ ।

এবং সমুখ-পার্শ্ব দৌলকৃত্যে হারস্ত বহুভুজঃ

ক্রীমৎকুণ্ডলয়োঃ চ তস্য সমভূদৌলোৎসবস্তাদৃশঃ ॥

৪৮। এবমহরহরহো রহোবিলাসা বিলাসাসুখেশু নিত্যভূতাঃ প্রকটাপ্রকটতয়ৈব সমুজ্জ্বলন্তে স্ম ॥

৪৭। পূর্বপশ্চিমদিশোদৌল সামুখ্যং পূর্বাভিমুখীভূত পশ্চিমাভিমুখীভূত বা যদা কৃষ্ণা দৌলতীত্যর্থঃ, দৌলস্তদা সমুখঃ, দৌলনক্রিয়াপি পূর্বাভিমুখী পশ্চিমাভিমুখী চেতি তস্যাঃ সমুখাগ্রতনদেশচারিভেন সামুখ্যং । দক্ষিণোত্তরদিশে যদি সামুখ্যং দক্ষিণাভিমুখীভূত উত্তরাভিমুখীভূত বা যদি কৃষ্ণা দৌলতীত্যর্থঃ, দৌলস্তদা পার্শ্বগ ইতি দৌলক্রিয়ায়াঃ সदैব পূর্বপশ্চিমাভিমুখীভাবেন স্থিতৈরেকরূপাং । এবমেব হারস্যোতি হারাদীনামপি কৃষ্ণস্য পূর্বাভিমুখ্যে সমুখ এব দৌলোৎসবঃ, দক্ষিণাভিমুখ্যে পার্শ্বগতিরশ্চীনতয়েতি ॥

৪৮। অথ (ভাঃ ১০।৩৫।১) “গোপাঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমহুজ্ঞতেতসঃ । কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যা নিহুতঃ শেন বাসরান্ ॥” ইত্যাদিক-দশমস্কন্ধ-পঞ্চত্রিংশাধ্যায়-গত-প্রতি ষ্ণুগলপদ্ম গীতবংশীবাদন লীলায়াঃ ক্রীড়জসুন্দরীজন বিরহময়ত্বং তদুপরিতনারিষ্ট-কেছাদি বধলীলায়াশ্চানতিমাজ্জল্যং তদুপরিতনাকুরাগমনাদিলীলায়াশ্চানুরাগভক্তজন-বিক্ষোভকত্বং তদুপরিতনরজপ্রবেশাদিলীলানামবন্দাবনীয়ত্বং পর্ষালোচ্য নিখিলসুহৃদরসমুদয়মুকুটমণিঃ সৌহৃদ্য গ্রন্থকারঃ সুখময়দৌলোৎসবরসাবসর এব সগ্রহপরিসমাপ্তিমভিলষমাহ—এবমিতি । অহো আশ্চর্যভূতা রহোবিলাসা রহস্যালীলাঃ প্রকটাপ্রকটতয়ৈব ত এব বিলাসা যদি কদাচিৎ পুণ্ডগোচরীকৃতান্তদা পুণ্ডতয়া, যদা চ তদগোচরীকৃতান্তদাইপুণ্ডতয়েত্যর্থঃ ॥

৪৭। তথা হি— পূর্বাভিমুখী বা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে কৃষ্ণ যখন দৌল খেতে লাগলেন, তখন বুলনা বুলতে লাগল ঐ ঐ দিক্ সম্বন্ধে মুখামুখী হয়ে । দক্ষিণ বা উত্তর দিকে মুখ করে কৃষ্ণ যখন দৌল খেতে লাগলেন, তখন বুলনা বুলতে লাগল ঐ ঐ দিক্ সম্বন্ধে পাশাপাশি হয়ে । কারণ বুলনার গতি তো সবদাই আগে পাছে পূর্বপশ্চিমমুখী । এইরূপে কৃষ্ণের মুখামুখী ও পাশাপাশি বুলনানন্দে তাঁর হার-বলমালা ও শোভায় উজ্জল কুণ্ডলের বুলনোৎসব তাঁর সাথে সাথে তাল মিলিয়ে একই প্রকার হতে থাকল ।

প্রকট-অপ্রকট দুইরূপে নিত্যলীলা স্থাপন :

৪৮। (অতঃপর ক্রীমন্তাগবতের ৩ অধ্যায়ে ষ্ণুগলপদ্ম-গীত এবং বংশীবাদন লীলার ক্রীড়জসুন্দরীজনের বিরহময়ত্ব, আরও আগে অরিষ্ট-বংশীপ্রমুখ অসুরবধলীলার অনতিমাজ্জল্য আরও আগে অকুর আগমনাদি লীলাতে অনুরাগী ভক্তজনের বিক্ষোভকত্ব, আরও আগে রজ প্রবেশলীলার অবন্দাবনীয়ত্ব পর্ষালোচনা করে নিখিল রসিককুল-মুকুটমণি গ্রন্থকার কবি কর্ণপুর সুখময় দৌলোৎসবরস অবসরেই নিজের গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ইচ্ছা করে বললেন —)

এইরূপে বিলাসনিধি—ক্রীকৃষ্ণের আশ্চর্যরূপা ও নিত্যরূপা রহস্যলীলা প্রকট অপ্রকট দুইরূপে অহরহ অতি উজ্জল ভাবে প্রকাশিত থাকে ।

৪৯।

ন তস্মাস্তে শক্তির্নহি ভবিতুমীদৃক্ প্রভবতো

ন সিদ্ধাদের্ভেদান্ন কমলদশস্তাশ্চ বিবিধাঃ ।

ন বৃন্দারণ্যস্মার্তি ন খলু তস্মাপ্রকটতা

কথং তস্মিন্নিত্যং ন ভবতু হরেঃ কেলিললিতম্ ॥

৫০। কিংবা,

য একঃ কান্তানাম্ পুরি পুরি সহস্রাষ্টকযুগ-

প্রসংখ্যানাং পাণিগ্রহণকৃত্ত্বক তত্র যুগপৎ ।

৪৯। নহু তেষাং পুণ্যগোচরত্বেন সত্ত্ব কিং পুণ্যার্থমিতি চেৎ (ভা০ ১০।৯।৪৮) “জয়তি জননিবাসঃ”, “ব্রজ-পূর্ববনিতানাং বধঁয়ন্ কামদেবম্” ইত্যাদি ভাগবতাদিবচনহৃতি লীলানিত্যত্বপুণ্যমিতি তদচিন্ত্য। শক্তিরেবেত্যবিখ্যাত নিরাসায় সাক্ষেপমাহ—ন তস্মাস্তে ইতি। তস্য প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণস্য ঈদৃগ্ ভবিতুমুক্তত্বায়েন একটাপ্রকট নিত্য-লীলাস্পদীভবিতুং শক্তির্নাস্তে ন, অপি তস্মৈ এবৈত্যর্থঃ। তাস্য তৎপ্রেরয়স্যঃ কমলদৃশো ব্রজযুবতরো নাসতে ন, অপি ত্বাসত এব। কীদৃশঃ? সিদ্ধাদের্ভেদান্ন সিদ্ধা নিত্যাসিদ্ধাঃ, শক্তিরূপা মুনিরূপা ইতি ভেদাদ্বিবিধাঃ। তস্য বিলাসস্থানস্য বৃন্দারণ্যস্যাপ্যপ্রকটত্ব প্রপঞ্চলোকাদৃগ্ভাং নাইতি ন, অপি স্বইত্যর্থঃ। অতঃ কথং কেলিললিতং নিত্যং ন ভবতু? হে মহাবাদিন্! ইদন্তাবয়বী পৃষ্ঠত্বমেব প্রতিক্রম্য ইতি ভাষঃ ॥

৪৯। (শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ অগোচর স্থানের স্থিতি অর্থাৎ অপ্রকট স্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ কি? একপ যদি পূর্বপক্ষ হয়, তার উত্তরে বক্তব্য জীমস্ত গবতে ‘জয়তি জননিবাস’ শ্লোকে বর্তমান প্রয়োগে লীলার নিত্যত্ব স্থাপিত হয়ে আছে, অতঃপর এ সহজেই বুঝা যায় ভগবানের যে অচিন্ত্য শক্তিতে তাঁর লীলার নিত্যত্ব রক্ষা হচ্ছে, তা দ্বারাই তার প্রকট অপ্রকট স্থিতিও সম্ভব হয়। পূর্বপক্ষের অবিবাস নিরাস করবার জন্য আক্ষেপের সহিত বলা হচ্ছে—)

সই অচিন্ত্যশক্তিধর কৃষ্ণের প্রকট-অপ্রকট নিত্যলীলাস্বলী হওয়ার শক্তি নেই, তা নয়। তাঁর প্রেরয়ী কমল নয়না যুবতীগণ সিদ্ধা-নিত্যাসিদ্ধা-শক্তিরূপা-মুনিরূপা ভেদে বিবিধ হন না, তা নয়। তার বিলাসস্বলী বৃন্দাবনের অপ্রকট স্থিতি হতে পারে না, তা নয়। কাজেই প্রকট অপ্রকট নিত্যবৃন্দাবনে জীহরির সুন্দরলীলা কেন নিত্য হবে না? (হে তর্কপ্রিয়জন! এইটুকু মাত্রই আমার জিজ্ঞাসা, উত্তর দেও দেখিনি— এখানে কথার ভঙ্গী এইরূপ।)

৫০। (এইপ্রকার প্রকট অপ্রকট যাবতীয়লীলা যুগপদ্বি নিত্যরূপে বিদ্যমান থাকে কি? অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের মধ্যে যখন যে ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ে তাঁর দ্বারা যে লীলা প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয়, সেই লীলাই তা থেকে অত্ৰ ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ে আরও হয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সব ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা অত্ৰ কোন ব্রহ্মাণ্ডে আরম্ভই হয় না তো প্রকাশ-সমাপ্তির আর কথা কি? এইরূপ রীতিতে যাবতীয় প্রকট লীলাই যথাস্থান ক্রমে নিত্যই হয়ে থাকে। “জ্যোতিঃশক্রে সূর্য যেন ফিরে রাতি দিনে। সপ্তদ্বীপাসুধি লজ্জি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥” কিন্তু অপ্রকটে সেই লীলা সদাই অপ্রকটরূপে ভাগবতায়ত্তোক্ত লক্ষণের দ্বারা অনন্ত প্রকাশে বিরাজ-মান থাকেন। এখানে তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে - ‘য এক’ ইতি।)

বিশ্ণু পৌরৈঃ সার্থং কথমথ গুরুণামবিদ্বাং
স্বকীয়ং নানাত্বং স্বমিব বিনিবেশং ব্যরচয়ৎ ॥

৫১ ।

স্থিতো বৃন্দারণো সততমপি তাভিমধুপুরীং
গতশ্চাসাং তদ্বদ্বিরহরুজমপ্যারচিতবান্ ।
অতোহতকৌশ্বৰ্যো পুরুমহিমনি শ্রীভগবতি
ব্রজেশ্বৰ্য্যঃ সুনৌ ন কিমপি বিচিত্রং বিলসতি ॥

৫০ । কিং বেতি যুগপদেব প্রকটাপুকাটাশ্চ সৰ্বা এব লীলা নিত্যভূতা এব বর্তন্ত ইত্যর্থঃ । তথা হি—অনন্ত-
কোটব্রহ্মাণ্ডসমুদায়েষু মধ্যে যদা যত্র ব্রহ্মাণ্ডসমুদায়ে তেন যা লীলা পুকাশ্চ সমাপ্যতে, সৈব লীলা তদপরশ্চিন্ ব্রহ্মাণ্ড-
সমুদায়ে আরভ্য পুকাশ্যতে, তদপরত্বে চ নৈবাপ্যারভ্যতে, পুকাশ্যসমাপ্ত্যাঃ কা বার্তা ? এবং রীত্যা পুকাটা অপি সৰ্বা
লীলা যথাহানং পর্যায়েন নিত্য্য এব, অপুকাট্যন্ত তা এব লীলাঃ সদৈবাপুকাটন্তরা ভাগবতামৃতোজলক্ষণৈরনন্তপুকাটৈশ্চ
বর্তন্ত এবত্যত্র নিদর্শনমাহ—য এক ইতি । স্বকীয়ং নানাত্বং গুরুণাং বস্তুদেবাদীনামপি কথং কেন প্রকারেণ ব্যরচয়ৎ ?
উপলক্ষণমেতৎ পৌরাণামপি, কিন্তু অবিদ্বাষামাত্মনাং বহুপুকাশ্যবিভাবানুসন্ধানরহিতানাম্, অতঃ পুরি পুরি স্বং বিনিবেশ-
মিব তেবাং বিনিবেশং ব্যরচয়ৎ । যতঃ (ভা০ ১০।৬৯।২) “চিত্রং বতীতদে কেন বপুষা” ইতি পুমাণতঃ কায়বুহং বিনৈব
যথা স্বস্য তেবাঞ্চ নানাত্বং ব্যরচয়ৎ, অত্রাপি তস্য তথা কর্তৃত্বং কিমশক্যমিতি ভাবঃ ॥

৫১ । অতো “বৎসৈবৎসতরীভিষ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ । বৃন্দাবনান্তরগতঃ সৰ্বামো বালকৈবৃতঃ ॥” ইত্যাত্মা-
বচনপ্রমাণেণ তাদৃশশক্তিমানসৌ বৃন্দারণো সততং স্থিতোহপি মধুপুরীং গতস্তাভিঃ সদা বিহরন্নপি বিরহরুজমপ্যার-
চয়দপুকাটপুকাটপুকাশ্যভ্যাং ক্রমেণেতি ভাবঃ । অত্র অতকৌশ্বৰ্য ইত্যাদি হেতুচতুষ্টয়মুত্তরোত্তর পুধানম্ । ব্রজেশ্বৰ্য্যঃ
সুনাবিতি যদি দেবকীসুনৌ মহিষীবিবাহাদৌ তাদৃশত্বম্, তদা ততোহপি পরমপূর্ণতম-পুকাশে ব্রজেশ্বৰ্য্যঃ সুনৌ তত্র
কিমন্তুতমিতি ভাবঃ ॥

দ্বারকাপুরীর ষোলহাজার মহিষীর পাণিগ্রহণ কৌতুকে সেখানে যুগপৎ প্রতি মন্দিরে একেলা শ্রীকৃষ্ণ
পুরবাসিদের সাথে প্রবেশ করতে করতে নিজের অনেক মূর্তি প্রকাশের মতো নিজগুরুবর্গ বাস্তুদেবাদিরও বহু
প্রকাশের সহিত একসাথে প্রবেশ রচনা কি করে করলেন ? নিজেদের বহু মূর্তির প্রকাশ বাস্তুদেবাদি কিন্তু
জানতেও পারল না কায়বুহ বিনাই যেমন নিজের এবং বস্তুদেবাদি পুরবাসিদের বহুমূর্তিতে প্রকাশ রচনা
করলেন তেমনই এই বৃন্দাবনেও কেন-না সমর্থ হবেন কৃষ্ণ ।

৫১ । শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমানেসারে তাদৃশ শক্তিমান কৃষ্ণ (অপ্রকট) বৃন্দাবনে সতত থেকেও মধুপুরী
চলে গেলেন । সেইরূপে (অপ্রকটে) গোপীগণের সঙ্গে বিহার করতে থাকলেও বিরহ তাপ রচনা করলেন
অপ্রকট-প্রকট প্রকাশে যথাক্রমে । তাই বলা হচ্ছে, অতর্ক ঐশ্বৰ্যবান্ মহাম হম যশোদাস্ত শ্রীভগবানে অদ্ভুত
কিছুই খেলা করে বেড়াচ্ছে না । যদি মহিষী বিবাহাদিতে দেবকী সুনুতেই তাদৃশ ঐশ্বৰ্যের প্রকাশ সম্ভব, তবে
তার থেকে পূর্ণতম প্রকাশ যশোদা সুনুতে এ আর অদ্ভুত কি ? এ তাঁর নিকট অতি স্বাভাবিক ।

৫২। চৈতন্যকৃষ্ণকরণোদিতবাগ্ভিত্তি- স্তম্ভাত্তজীবনধনস্য জনস্য পুত্রঃ ।
 শ্রীনাথপাদকমল-স্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধি- শচম্পুমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপুরঃ ॥
 ইত্যানন্দবন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে দোলোৎসবে
 নাম দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২২ ॥

সমাপ্তশচায়ং

শ্রীমদানন্দবন্দাবনচম্পুনামা গ্রন্থঃ ।

৫২। তম্ভাত্তজীবনধনস্য শ্রীশিবানন্দসেনস্য ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবন্দাবন-টীকায়াং শ্রীস্বৰ্ণবৰ্ত্তন্যং দ্বাবিংশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ২২ ॥

সন্তঃ সন্ততশস্তমেহিতহিত-প্রারত্ত-সম্ভাবিতঃ, সর্বেষামপি কিং পুনর্মম নমঃশীর্ষঃ স্বধ্বংগধ্বয়ঃ ।
 তেনৈবাং ক্ষণমীক্ষণক্ষণমিয়ং টীকা ন কিং লঙ্গাতে, শুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাং মতামধ ততঃ পুণ্যৈব রাজিগ্ৰ্যতে ॥
 রাধাসরস্বতীরকুটীরবর্তিনঃ, পুণ্ড্রব্যবন্দাবনচক্রবর্তিনঃ ।
 আনন্দচম্পুবিবৃতিপুর্নবর্তিনঃ, সন্তো গতির্মেহস্মহানিবর্তিনঃ ॥
 সমাপ্তেয়ং শ্রীশ্রীস্বৰ্ণবৰ্ত্তনী টীকা ॥

৫২। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ করণোদিত কবিত্ত্ববিভাসম্পত্তিযুক্ত, তম্ভাত্তজীবনধন শিবানন্দ সেনের পুত্র,
 শ্রীনাথপাদ কমল-স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত কবিকর্ণপূর্ব এই চম্পু রচনা করল ।
 ইতি শ্রীআনন্দবন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
 দোলোৎসব নামক দ্বাবিংশ স্তবক ।

সমাপ্ত

ইতি শ্রীরাধাচরণ নুপুরে হরেকৃষ্ণেতি বাদনেচ্ছ দীন মনিকৃত শ্রীআনন্দবন্দাবনচম্পু-
 বঙ্গানুবাদ সন ১৩৮৯ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী দিনে

সমাপ্ত



পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে
আশীর্বাদ ও অভিনয়

শ্রীমন্নামাহৃতসিদ্ধু-বিন্দু

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ বিরচিত

বৈরাগ্যবিগ্ভাভক্তিযোগনিষ্ঠ পরমভাগবত শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীশ্রীঅমর সেন (Dr. Amar Sen M. S.) মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবিব্যক্তি ।—

***আপনার প্রণীত শ্রীমন্নামাহৃতসিদ্ধু-বিন্দু পুস্তিকাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম— তাহা আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া আপনার চরণে বার বার প্রণাম জানিয়েছি । শ্রীনাথের আশ্রয়ই আমাদের মুখ্য সাধন । এই নামের সাধন কালে সাধকের অন্তরে যা যা সমস্তা উদ্ভিত হইতে পারে সেই সমস্তাগুলি প্রকাশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া—তাহার সমাধান গুলি আপনি অতি অপূর্ব ভাবে শাস্ত্র প্রমাণসহ উল্লিখিত করে আমাদের সাধক জগতে এক মহান্ বস্তু দান করিয়াছেন—আমরা সকল বৈষ্ণব মতাবলম্বী সাধকই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ।—

ইতি শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস

অমর সেন

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

শ্রীমন্ন্যাসকবি কর্ণপূর বিরচিত

সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

বহু গোস্বামিগ্রন্থের সম্পাদক ভজনানন্দী রসবিৎ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ প্রমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ—বৃন্দাবন

আপনার অনুবাদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক আমার নিত্যপাঠ্য—রোজই ইহার কয়েকটি শ্লোক আমি আশ্বাদন করে থাকি ।

অনুবাদ বিগ্ভ ও আক্ষরিক হয়েছে—মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে অনুবাদের ভাষা নৃত্যের ছন্দে প্রবাহমান । এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর একখানি সংস্করণ পূর্বে দেখি নাই—শ্রীগৌরহরির সাক্ষাৎ কৃপা বিনা এমন সুন্দর অনুবাদ সম্ভব হয় না । গৌরলীলারস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই এই অনুবাদ পরম আশ্বাদনীয় হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ স্বতঃই আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছে । আপনি এইরূপ মহৎকার্যে ত্রুটি থাকিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করুন শ্রীগৌরচরণে ইহাই প্রার্থনা ।

যুগান্তর ২০।৭।৭৩ : পঞ্চচলিত—ভ্রাম্যমান :

পরবর্তী বই হল কবি কর্ণপুর রচিত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের টীকা টিপ্পনী সহ মূল ও মনোরম বাংলা অনুবাদ। আপন চোখে দেখা মহাপ্রভুকে এই নাটকে এবং চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে উজ্জ্বল আনন্দঘন মূর্তিতে এঁকেছেন তিনি।

সেই অতুলনীয় গ্রন্থটি নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছেন বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ—তার কীর্তি অমরীয় হবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—১৫ই জুলাই ১৯৭৩ :

TRANSCENDENTAL BEAUTY

This drama composed by the great poet Karnapur, in whose heart miraculous poetic genius was illuminated only at the age of seven by the licking of the toe of Sree Sree Sreeman Mahaprabhu is not merely a drama but an epic. The transcendental beauty, qualities and Leela Madhuri of Sree Gauranga have been depicted in this book in a most sweet, melodious and heart-consuming manner; and the delicate philosophical propositions in a most convincing way.

Further in this drama the flow of exceedingly sweet 'Prem Rash' of Gour Leela being blended with His 'Prem Bairagi Bhab' has culminated in a wonderful stream of nectar to be catered among the celestial love-hungry devotees of Sree Gouranga as a wonderfully tasty treat of Divine love and as a fountain of Eternal Peace of mind to the materialistically perturbed worldly minded people.

This wonderful volume has been translated by the author of many famous books on religion. Thanks to the literary compositional acumen of Sri Guha—the want of a fair and square translation of of this book which was hitherto felt has been eliminated.

The translation has been literal and there has been no lapse of any idealistic thought and sentiment in spite of its being converted into a different language and the fluency and freeness of the Bengali language hav not been hampered anywhere. It must be admitted that the Bengali conversion of this book has been unique.—J. G.

(১) শ্রীগৌরকরণাচন্দ্রিকা-কণা (২) শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক (৩) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ :

শাস্ত্রৈকপ্রাণ ভজনানন্দী রসবিদ পণ্ডিত শ্রীমৎদীনশরণ বাবাজী মহারাজ—শ্রীবন্দাবন :

***গ্রন্থগুলি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-আশ্বাদন এবং উপকার লাভ করিয়াছি।

এই সব গ্রন্থে গুহ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা এবং অল্পভবশক্তি প্রচুরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমি এই সব গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। শ্রীকৃত মণীন্দ্র বায়ুবু স্মদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই

জাতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং প্রচার করেন ইহা ইচ্ছা করি। এই শুভকার্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্হেতু রূপা তাঁহার সম্মল এবং সহায় হউক এই প্রার্থনা।

ভজনানন্দী রসবিদ পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীমৎ প্রেমানন্দদাস** ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবন :

(১) **শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা** :—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের দ্বারা বিরচিত শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকা কণা গ্রন্থখানার বহুস্থান গ্রন্থকার আমাকে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন—আস্বাদনে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাди আকরগ্রন্থের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বজন বোধ্য-ভাবে গ্রন্থখানা লিখিত। কোমল লীলাকথার অন্তরালে তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি অতি সুকৌশলে সজ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনায় সর্বত্রই গোষ্ঠামিগণের অক্ষরের অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং ফুটনোটে তাহার উদ্ধৃতির দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(২) **শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক** :—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক গ্রন্থখানা পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌরহরির মুখনিঃসৃত এই আটটি শ্লোকের ভিতরে গোড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সব কিছু সুত্ররূপে নিহিত আছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ হইয়াছে। সর্বত্র গোষ্ঠামিগণের অক্ষরের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে মূল বক্তব্য বিষয় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুবোধ্য ও প্রাজ্ঞল। আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের মঙ্গল হইবে।

(৩) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্** :—গোড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা পাঠ্য এই গ্রন্থখানির একটি ভাল সংস্করণের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশে সেই অভাব পূরণ হইল।

অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মূলের রসাস্বাদন যথায় লাভের সুযোগ হইল। উপরন্তু অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থের বহুস্থানে ফুটনোটে সম্পাদক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হইয়াছে।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিত্রের উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এইবার পূর্বের কার বহু সংশয় সন্দেহের অবসান হইবে আশা করি।

যুগান্তর ২১/১৭২ তারিখ :

লেখক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের আগে ‘শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা’ নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তিনটিও তার সেই খ্যাতিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্ধতন পদে একদা যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এখন বৈষয়িক জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে

তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। এই পথে চলতে গিয়ে গোড়ীয় মতের অনুসরণে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনচর্যায় তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত আচার্যদের রচিত গ্রন্থাবলী শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়েই নয়, নিজের জীবনের অকপট অনুভবের দিব্য আলোতে যে নিয়ত আত্মদ করেছেন তারই ফসল স্বরূপ তিনি একের পর এক অনেক রচনা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অনুভব, ও নিরন্তর চর্চা গ্রন্থগুলিকে আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সম্পর্কীয় আগ্রহীদের মন তো আকর্ষণ করবেই। কিন্তু আজকাল গোড়ীয় বৈষ্ণবমত, দর্শন এবং ষড়্গোষ্ঠামীর রচিত নানা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক মহলে, ছাত্রমহলে, গবেষক মহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঐ সব আকর গ্রন্থ কিন্তু স্রবোধ্য স্থলিখিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তেমন পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐ বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলিরই তত্ত্বগত ও রসগত বিষয়গুলিকে প্রসঙ্গক্রমে অতি সহজ ও মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করে বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের স্থলিখিত অনুবাদই হোক, আর শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিংবা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে রচনাতেই হোক, সর্বত্র তিনি আকর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে নিজের নিবিড় পরিচয়, রসানুভূতি এবং একটি দিব্য-চেতনার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর এই সব গ্রন্থ ভক্ত, জ্ঞানী, সাধু, পণ্ডিতজনের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে আগ্রহযুক্ত সাধারণ পাঠকদেরও অনেক প্রয়োজন যে মেটাতে তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা সম্বন্ধে অভিমত

(প্রণেতা — শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ :

*** এই গ্রন্থের প্রকাশে চিন্ময় রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন আর একটি অমূল্যরত্নের সমাহার হইল। ***

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ দীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজ :

*** শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। ***

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামি

বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীবৃন্দাবন :

মধুর শ্রীবৃন্দাবনবিপিন মাধুরী পরিবেশনে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনবদ্য। আপনার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাত্ত বিষয়ের আলোচনা নিজ গাভীর অক্ষুন্ন রাখিয়া সরস এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রেমানরাজির দ্বারা সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানি আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।

প্রেমিক-ভক্ত ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবর্তিত 'টুথ' সাপ্তাহিক পত্রিকা—
ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

***As its name implies it is a book about Sri Krishna Madhurya Leela and the Philosophy behind it.

The author was so absorbed in Radha Krishna Leela and Braja Madhurya that he an engineer who had reached the highest rungs of the official ladder, resigned his service and is living in seclusion in Vrindaban.

His treatment of the theme of Radha Krishna Prem is characterise by deep affection reverence and devotion and he has described the philosophy of Radha Krishna love with sumate skill.

We are sure this book will receive the appreciation it so richly deserves.

Amrita Bazar Patrika, Calcutta—18. 1. 70.

"The beauty and grandeur of Radha Krishna worship has been interpreted in this book with utmost care and devotion. The learned author has gleaned Materials from authentic source-books * * * and his way of introducing delicate philosophical propositions is lucid, literary and marked by a distinctive style. The book will prove highly useful to discerning scholars and inquisitive devotees alike."

যুগান্তর সাময়িকী—২১-১২-৬৯ :

রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যের তত্ত্ববস্তু এই বইয়ে অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদ-পঞ্চরাত্র, উজ্জলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থ থেকে সুধী গ্রন্থকার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তথ্য আহরণ করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে। ভক্তিসাহিত্য রূপে বইটি রসিক সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

